

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৫৫

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : জহরলাল ভট্টাচার্য ॥ মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস ॥
২এ, কেদার দত্ত লেন, কলকাতা-৬

বাঁধাই : দত্ত এণ্ড পাল

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

এতে আছে

টারজন এণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড	..	.	১
টারজনস্ কোয়েস্ট	...	..	১১৭
টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন	...	...	২৪৩
টারজন এণ্ড দি অ্যাণ্ট মেন	..	...	৩৩৪
টারজন এণ্ড দি ফরেন লিজিয়ন	...	...	৪১০
টারজন অ্যাট দি আর্থ'স কোর	...	...	৫১০

TARJAN SAMAGRA

EDGAR RICE BURROUGHS

PART II

Translated by—Manindra Dutta



টারজন এ্যাণ্ড দি সিটি অফ গোল্ড

১—বন্য শিকার

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত টাইগার ও আম্‌হারা থেকে বৃষ্টির ধারা নেমে এল গোজাম, শোয়া ও কাফার বুকে; সেই সঙ্গে আবিসিনিয়া থেকে নিয়ে এল পলিমাটি ও সমৃদ্ধি দক্ষিণ সুদান ও মিশরের জন্য, আর আবিসিনিয়ার কপালে জুটল কর্দমাক্ত পথ ও জল-ভরা নদী, এবং মৃত্যু ও সমৃদ্ধি।

বৃষ্টির এই সব অবদানের মধ্যে সুদূর কাফা পর্বতশ্রেণীর বাসিন্দা একটি ছোট দস্যুদলের একমাত্র আগ্রহ কর্দমাক্ত পথঘাট, জল-ভরা নদী আর মৃত্যুকে নিয়ে। এই অশ্বারোহী দস্যুর দল কঠোর পরিশ্রমী, নির্মম অপরাধী; সভ্যতার বিশেষ ধার তারা ধারে না। তারা কাফিচো ও গাল্লা উপজাতির গর্দা মাল—সমাজ থেকে বিতাড়িত; তাদের মাথার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে অর্থমূল্য।

এখন আর বৃষ্টি পড়ছে না; বর্ষাকাল শেষ হতে চলেছে; সময়টা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি; কিন্তু নদীতে এখনও অনেক জল, সাম্প্রতিক বর্ষণের ফলে মাটি বেশ নরম।

দস্যুরা ঘোড়ায় চেপে চলেছে, নিঃসঙ্গ পথিক, দলবদ্ধ যাত্রী ও গ্রামবাসীদের লুট করার ধান্ধায়। তাদের ঘোড়ার খুরের পরিষ্কার ছাপ পড়েছে নরম মাটিতে; অবশ্য তা নিয়ে দস্যুদলের কোন মাথা ব্যথা নেই, কারণ কেউই তাদের পিছু নেয় নি; এ অঞ্চলের সকলেই চায় এই দস্যুদলকে এড়িয়ে চলতে।

তাদের থেকে কিছুটা দূরে একটা শিকারী প্রাণী শিকারকে তাড়া করে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। বাতাস বইছে অশ্বারোহীদের দিকে; ফলে তাদের পায়ের নীচেকার নরম কাদার গন্ধ শিকারী প্রাণীটার নাকে ঢুকছে না, আবার শিকার ধরবার উত্তেজনার ফলে তাদের পায়ের মৃদু শব্দও কানে যাচ্ছে না।

এক্ষেত্রে শিকারীটি মোটেই শিকারী প্রাণীর মত দেখতে নয়, অথচ সে তো শিকারী প্রাণীই বটে; কারণ একমাত্র শিকার ধরেই সে তার পেট ভরায়; আবার একজন বিশিষ্ট বৃটিশ লর্ডের যে ছবি আমাদের চোখে ভাসে সে তার

মতও নয়, অথচ সে তো একজন বৃটিশ লর্ডই বটে—সে হল বানর দলের টারজন।

বর্ষাকালে সব শিকারী প্রাণীদেরই শিকার জোটাতে কষ্ট হয়, টারজনও তার ব্যতিক্রম নয়। দুদিন যাবৎ বৃষ্টি পড়ছে; ফলে টারজন ক্ষুধার্ত। একটা হরিণ-শিশু ঝোপ-ঝাড় ও লম্বা নলবনের আড়ালে দাঁড়িয়ে জল খাচ্ছে। আর টারজন ছোট ঘরের ভিতর দিয়ে বুকে হেঁটে এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যাতে একসময় তীর বা বর্শা দিয়ে হরিণটাকে আক্রমণ করতে পারে। সে বুঝতেই পারে নি যে একদল অশ্বারোহী তার পিছনে উঁচু জায়গায় ঘোড়া থামিয়ে নিঃশব্দে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বাতাসরূপী উষা যেমন গন্ধ বহন করে তেমনি শব্দও বহন করে। আজ কিন্তু উষা দস্যুদলের গন্ধ ও শব্দ দুইই নর-বানরটির তীক্ষ্ণ নাক ও কান থেকে হরণ করে নিয়েছে। তীক্ষ্ণ অনুভব-শক্তি-সম্পন্ন টারজনের উচিত ছিল শত্রুর উপস্থিতি অনুভব করা, কিন্তু "হোমারের মত সক্ষম মানুষও এক এক সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকে।"

একটি প্রাণী যতই স্বয়ং-সম্পূর্ণ হোক না কেন, কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা তার থাকবেই, কারণ কোন প্রাণীই একেবারে শত্রুহীন নয়। তৃণভোজী দুর্বলতর প্রাণীদের সব সময়ই সিংহ, চিতাবাঘ ও মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়; হাতি, গণ্ডার ও সিংহ কখনও মানুষের আক্রমণ সম্পর্কে তাদের সতর্কতাকে শিথিল করে না; আর মানুষকে তো সর্বদাই এই সব প্রাণী ও অন্য অনেকের সম্পর্কে জাগ্রত দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। তথাপি একথা বলা চলে না যে এই সতর্কতা তাদের ভয় বা ভীরুতার পরিচায়ক; কারণ স্বভাবত নির্ভীক হলেও টারজন যেন সতর্কতার প্রতিমূর্তি; বিশেষত আজকের মত সে যখন নিজের বিচরণ-ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে চলে আসে; এখানে প্রতিটি প্রাণীই তো তার শত্রু।

তীব্র ক্ষুধার মুখে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ মিলে যাওয়ায় হয়তো এই মুহূর্তে তার সতর্কতায় ভাটা পড়েছে; আরও অনেকবারই নিজের শক্তির গর্বে সে বেশ কিছুটা বেপরোয়া ভাব দেখিয়েছে। সে যাই হোক, একথা কিন্তু সত্যি যে এই নৃশংস ছোট দস্যুদলটার উপস্থিতি সম্পর্কে টারজন সম্পূর্ণ অনবহিত; সে জানেই না যে এই দস্যুদল কিছু বাজে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য, অথবা একেবারেই অকারণে তাকে বা অন্য কোন লোককে খুন করতে পারে।

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে টারজন উত্তরাঞ্চলের কাফায় চলে এসেছে তার সঙ্গে এই গল্পের কোন সম্পর্ক নেই। হয়তো কোনরকম জরুরি প্রয়োজনও তার ছিল না; কারণ সভ্যতার সর্বধ্বংসী হাতের ছোঁয়ায় এখনও পর্যন্ত অপবিত্র হয় নি এমন সব দূরতম অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেই জঙ্গলের রাজাটি ভালবাসে; সেজন্য তার কোনরকম অনুপ্রেরণার দরকার হয় না। তার অ্যাডভেঞ্চারের নেশা

এখনও মেটে নি ; আর সেই কারণেই আবিসিনিয়ার তিনশ' পঞ্চাশ হাজার বর্গ মাইলব্যাপী অর্ধ-অসভ্য দেশের অপার রহস্যময়তার দুর্বার হাতছানি হয়তো তাকে এখানে টেনে এনেছে।

কত যে পর্যটক, অভিযাত্রী ও নির্বাসিতের দল, কত যে গ্রীক সৈন্য ও রোমক সৈন্য আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করেছে ইতিহাস ও উপকথার পাতায় তার বিবরণ লেখা আছে। অনেকেই বিশ্বাস করে যে ইজরাইলের হারানো উপজাতির রহস্যও আবিসিনিয়ার বুকেই ঢাকা পড়ে আছে। তার দূরতম অঞ্চলে কত যে বিস্ময়, কত যে রোমাঞ্চ আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে তা কে জানে!

অবশ্য এই মুহূর্তে টারজনের মনে কোন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের চিন্তা নেই ; তার পিছনে যে বিপদ ওঁৎ পেতে আছে সে খেয়ালও তার নেই ; এই মুহূর্তে তীব্র ক্ষুধা মেটাবার উপযোগী হরিণ-শিশুটিই তার একমাত্র আগ্রহের বস্তু। সতর্ক পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলেছে ; চিতাবাঘও এর চাইতে নিঃশব্দ সতর্ক পায়ে চলে না।

পিছন থেকে সাদা পোশাক পরা দস্যুরা নীচে নামতে লাগল ; তাদের হাতে বর্শা ও লম্বা নলের গাদা বন্দুক। তারাও অবাক হয়ে গেছে। এ ধরনের কোন সাদা মানুষকে তারা আগে কখনও দেখে নি ; কিন্তু তাদের মনে যত কৌতূহলই থাক, তাদের একমাত্র চিন্তা এখন নরহত্যা।

হরিণটা মাঝে মাঝে মাথা তুলছে ; সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ হরিণটির দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য নর-বানরটির উপর পড়তেই সে এক পাক ঘুরে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও পিছন ফিরে তাকাল ; দেখল, আধ ডজন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে ; সে বুঝতে পারল এরা কারা, আর এদের উদ্দেশ্যই বা কি। এরা সব দস্যু, লুণ্ঠন ও হত্যাই এদের একমাত্র কাজ—শত্রু হিসাবে এরা "নুমা"-র চাইতেও নির্মম।

দস্যুরা যখন বুঝল টারজন তাদের দেখতে পেয়েছে তখন তারা হাতের অস্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে চীৎকার করে জোড় কদমে সবেগে তার দিকে ছুটে গেল। আদিম অস্ত্রে সজ্জিত এই শত্রুপক্ষটির প্রতি তাচ্ছিল্যবশতই তারা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল না ; মনে হল, তাদের ইচ্ছা হয় তাকে ঘোড়ার পাশের নীচে পিষে মারবে, আর না হয় তো বর্শায় গেঁথে ফেলবে। হয়তো তারা ভেবেছে, লোকটা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবে, ফলে তাদের শিকারের মজাটা আরও বাড়বে। হায়রে! মানুষের চাইতে মজাদার শিকার আর কি হতে পারে।

কিন্তু টারজন না মুখ ফেরাল, না ছুট দিল। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত যে কোন বিপদের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার সব রকম উপায় তার জানা আছে ; বনের প্রাণীদের বেঁচে থাকতে হলে সে সব কিছুই জানা একান্ত দরকার। কাজেই সে ভাল করেই জানত যে ছুটে পালিয়ে অশ্বারোহীদের হাত থেকে পার পাওয়া যাবে না। তাই বলে সে যে খুব ভয় পেয়েছে তাও

নয়। যুদ্ধ করা স্থির করেই সে রুখে দাঁড়াল।

দীর্ঘ সুসমঞ্জস দেহ, মাংসপেশী হারকিউলিসের মত নয়, অনেকটা এপোলোর মত; পরনে একটিমাত্র সিংহের চামড়া; লেজটা বেরিয়ে আছে সামনে ও পিছনে, আদিম মানবতার এক চমৎকার প্রতিমূর্তি—মানুষ তো নয়, যেন অরণ্যের দেবতা। পিঠের উপর ঝুলছে তীরভর্তি তূণীর ও একটা ছোট হাল্কা বর্শা; আলগাভাবে পেচানো ঘাসের দড়িটা রয়েছে এক কাঁধে; কোমরে ঝুলছে বাবার শিকারী-ছুরিটা; এই ছুরি দিয়েই একদা বালক টারজন অরণ্য-রাজ্যে তার প্রথম আধিপত্যের স্বাক্ষর রেখেছিল বোল্গানি নামক গরিলার বুকে সেটাকে আমূল বসিয়ে দিয়ে; তার বাঁ হাতে রয়েছে ধনুক, আর আঙুলের মাঝখানে চারটি বাড়তি তীর।

বিদ্যুতের দেবী "আরা"-র মতই ক্ষিপ্র গতি টারজনের। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে পিছন থেকে এগিয়ে আসা অশ্বারোহীদের হাতে তার বিপদের সম্ভাবনা আছে, সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠে ধনুকে টংকার দিল। দস্যুরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই টারজন ধনুকটাকে বাঁকিয়ে তীর ছুঁড়ল।

প্রথম তীরটি সোজা এসে বিঁধল সামনের দস্যুটার বুকে; দুই হাত উপরে তুলে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নীচে পড়ে গেল। ততক্ষণে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এল আরও চারটি তীর; কোনটিই লক্ষভ্রষ্ট হল না। মাটিতে ছিটকে পড়ল আরও এক দস্যু; তিনজন আহত হল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চার অশ্বারোহী এসে তাকে ঘিরে ফেলল। আহত তিনজন নিজেদের শরীর থেকে পালকওয়ালা তীর টেনে তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু চতুর্থ অনাহত দস্যুটি বর্শা উঁচিয়ে সশব্দে টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল

পালাবার পথ নেই, একপাশে সরে যাবারও উপায় নেই, কারণ যেকোন দিকে এক পা বাড়ালেই মুখোমুখি হতে হবে যে কোন একজন অশ্বারোহীর। যত তুচ্ছই হোক বাঁচবার একটিমাত্র উপায়ই খোলা আছে, আর সেই উপায়কেই আঁকড়ে ধরল টারজন। ধনুকের ছিলাটাকে গলা থেকে খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করল শত্রুর বর্শার হাতলে; তারপর লোকটির হাত চেপে ধরে একলাফে তারই ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল।

ইস্পাত-কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে বসল অশ্বারোহী দস্যুর গলায়, মাত্র একটিবার মৃত্যু-আর্তনাদ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠে; একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ হল বাম কাঁধের নীচে; টারজন তার দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘোড়ার পিঠ থেকে। রাশ-ছাড়া ঘোড়াটাও ভয় পেয়ে ঝোপ-ঝাড় ও নলবনের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল নদীর দিকে। অবশিষ্ট আহত দস্যুরা সেখানেই থেমে গেল, যদিও তাদের একজন হাতের বন্দুকটা তুলে ছুটন্ত ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে

একটা গুলি ছুঁড়ল।

নদীটা সংকীর্ণ। অল্প স্রোত। কিন্তু মাঝখানে বেশ গভীর। ঘোড়াটা জলে নামতেই ভাটির দিকে কয়েক গজ দূরে জলের মধ্যে কিছুটা আলোড়ন দেখা গেল, আর তার পরেই দেখা গেল একটা দীর্ঘ, কুটিলগতি দেহ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেটা "গিমলা"—কুমীর। ঘোড়াটা তাকে দেখতে পেয়ে ভয়ে উজান দিকে পালাতে চাইল। কিন্তু টারজন নিরাপদে নদীর অপর পারে পৌঁছবার জন্য কুমীরটাকে ঠেকাতে বর্শা ছুঁড়ে মারল।

গিমলা যেমন দ্রুতগতি, তেমনি সর্বভূক। ইতিমধ্যেই সে ঘোড়ার পাছাটা কামড়ে ধরেছে। ঠিক সেই সময়ই গর্জে উঠল দস্যুর হাতের গাদা বন্দুকটা। তাতে টারজনের ভালই হল। বন্দুকের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুমীরটা জলে ডুবে গেল ; তার চারদিককার জলের উথাল-পাথাল দেখে মনে হল, গুলিতে কুমীরটা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে।

মুহূর্তকাল পরেই টারজন ঘোড়ার পিঠে চেপে নদী পেরিয়ে ওপারের শক্ত মাটিতে পা দিল। এবার সে নিরাপদ। ওপারের ক্রুদ্ধ দস্যুদের লক্ষ্য করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা গিয়ে বিঁধল সেই আহত দস্যুটার উরুতে ঘটনাচক্রে যার গুলিতে কুমীরটা আহত হওয়ায় এ যাত্রায় সে নিজে রক্ষা পেয়ে গেছে।

আরও দু'একটা তীর ইতস্তত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বানরদের রাজা টারজন জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে নিকটবর্তী বনের মধ্যে ঢুকে ক্রুদ্ধ দস্যুদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেল।

২—বন্দী সাদা মানুষ

বহুদূর দক্ষিণে একটা সিংহ তার শিকার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ; রাজকীয় ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল কাছাকাছি একটা নদীর দিকে। তাকে এবং তার শিকারকে ঘিরে একদল হায়েনা ও শেয়াল যে এতক্ষণ তার চলে যাবার প্রতীক্ষায়ই অপেক্ষা করে ছিল এবং সে উঠে দাঁড়াতেই দূরে সরে গেছে, সেদিকে সিংহটা একবার চোখ মেলেও তাকাল না। এমন কি সে চলে আসার পরে হায়েনাগুলো যে তার ফেলে-আসা শিকারকে ছিঁড়ে খেতে ছুটে এল সেদিকেও সিংহটা তাকিয়ে দেখল না।

এই শক্তিমান পশুটির আচরণে রাজকীয় গর্ব ও ভঙ্গিমা প্রকাশ পাচ্ছে ; তারই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার বিশাল দেহ, হলুদে সোনালী চামড়া, আর

বড় বড় কালো লোম। আকণ্ঠ জল খেয়ে প্রকাণ্ড মাথাটা তুলে সে একবার গর্জন করল; সেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে মাটি কেঁপে উঠল, সারা জঙ্গলে নেমে এল স্তব্ধতা।

এবার তার নিজের আস্তানা খুঁজে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কথা; যাতে রাত হলে আবার শিকারে বের হতে পারে। কিন্তু সেরকম কিছুই সে করল না। মাথাটা তুলে বাতাসে কি যেন শুঁকল, তারপর শিকারের গন্ধ-পাওয়া কুকুরের মত মাটিতে নাক রেখে এগুতে-পিছুতে লাগল। শেষ পর্যন্ত থেমে নীচু গলায় গর্জে উঠল; তারপর মাথাটা তুলে উত্তর দিকে চলে গেল। সিংহটাকে যেতে দেখে হায়েনারা খুব খুশি; খুশি শেয়ালরাও; তারা তো চাইছিল হায়েনারাও চলে যাক। শকুন "স্কা" মাথার উপর পাক খাচ্ছিল; সে তো চাইছিল অন্য সবাই চলে যাক।

ওদিকে তিনটি ক্রুদ্ধ আহত দস্যু তখন মৃত সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে লাগল; তারপর তাদের গা থেকে জামাকাপড ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিয়ে আবার কখনও দেখা হলে এর শোধ নেবে বলে জোর গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

বনের মধ্যে ঢুকবার পরেই মাথার উপরকার একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল। সে খুব রেগে গেছে; দস্যুরা এসে পড়ায় তার মুখের খাবার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে তাকে খাবার খুঁজতে হবে। একবার পেটটা তো ভরুক, তারপর এই দস্যু বেটাদের সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

দস্যুদের ঘোড়াটাকে দিয়ে ভুঁড়ি-ভোজনের কথাটা একবার মনে এসেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিয়েছে। অতীতে বারকয়েক সে ঘোড়ার মাংস খেয়েছে, কিন্তু সেটা মোটেই মুখরোচক মনে হয় নি। তাই সে অন্য জীবের খোঁজ করতে করতে অচিরেই তা পেয়ে গেল এবং ভোজন-পর্ব সমাধা করল।

এবার বেশ হৃষ্ট চিত্তে টারজন নদীর দিকেই ফিরে চলল। নদীটা পার হয়ে দস্যুদের পথটাই ধরল। তাদের সঙ্গে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতেই হবে। কয়েকটা ছোট পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে একটা সংকীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছে গেল। উপত্যকাটা বন-জঙ্গলে ঘেরা; নদীটা তারই ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। পথটাও চলে গেছে সেই বনের ভিতর দিয়ে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে; নিরক্ষবৃত্তাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত গোধূলি দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে; জেগে উঠছে অরণ্যের নৈশ জীবন; দূরে শোনা যাচ্ছে শিকারী সিংহের গর্জন। উপত্যকা থেকে পাহাড়ের দিকে উঠে আসা গরম বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল টারজন; সে বাতাসে মিশে আছে শিবিরের গন্ধ, মানুষের পায়ে চলা পথের গন্ধ। মাথাটা তুলল; বুকের ভিতর

থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রচণ্ড গর্জন। বানরদের রাজা টারজনও তো শিকারী।

বনের ছায়ায় সে নীরবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; পার্বত্য উপত্যকায় একক গাম্ভীর্যে দণ্ডায়মান একটি নিঃসঙ্গ মূর্তি। নিঃশব্দ রাত্রি অতি দ্রুত তাকে ঢেকে ফেলল; যে অন্ধকার পর্বত, উপত্যকা, নদী ও অরণ্যকে একাকার করে দিল তার মধ্যেই মিশে গেল টারজন নিজেও। তারপরই নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে এগিয়ে চলল বনের দিকে। সজাগ হয়ে উঠল তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়, কারণ বড় বিড়ালরা এবার শিকারে বেরুবে। মাঝে মাঝেই বাতাসে কিসের যেন গন্ধ পেয়ে তার নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল; ক্ষীণতম শব্দও তীক্ষ্ণ কানকে এড়িয়ে যেতে পারছে না।

সে যত এগোচ্ছে মানুষের গন্ধ ততই তীব্র হচ্ছে; সেই গন্ধই তাকে পথের নির্দেশ দিচ্ছে। সিংহের কাশির শব্দ ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে; কিন্তু এই মুহূর্তে "নুমা"কে নিয়ে টারজনের কোন ভয় নেই, কারণ বাতাসের বিপরীৎ দিকে থাকায় বড় বিড়াল তার উপস্থিতি টের পাবে না। টারজনের গর্জন অবশ্যই "নুমা"র কানে গেছে, কিন্তু গর্জনকারী যে তার দিকেই এগিয়ে চলেছে তা সে জানে না। এই মুহূর্তে সিংহ "নুমা"র সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ ঘটাতে টারজন চাইছে না। খাদ্যের সন্ধানেও সে যাচ্ছে না, কারণ তার পেট এখন ভর্তি; এই মুহূর্তে সে চলেছে তার পরম শত্রু মানুষের খোঁজে।

টারজন যেন কিছুতেই নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারে না; তার মানসিক গঠন মানুষ অপেক্ষা বন্য প্রাণীরই বেশী কাছাকাছি। নিজেকে মানুষ ভেবে কোনরকম গর্বও সে অনুভব করে না। সে স্বীকার করে যে বুদ্ধির দিক থেকে মানুষ অন্য সব প্রাণীর চাইতে উঁচুদরের, তবু মানুষকে সে ঘৃণা করে, কারণ জন্মসূত্রে পাওয়া মনুষ্যত্বের একটা বড় অংশই যে তার জীবনে বৃথা হয়ে গেছে। অন্য অনেক প্রাণীর মতই টারজনের জীবনেরও পরমতম লক্ষ্য সন্তুষ্টি; স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির দুই প্রধান পথ ধরেই মানুষ সেই লক্ষ্যে পৌছতে চায়। টারজন ঘৃণার সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে অধিকাংশ মানুষই ঐ দুটি গুণের যে কোন একটি অথবা দুটি গুণ হতেই বঞ্চিত। মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা, ভীরুতা ও নির্মমতা সে অনেক দেখেছে; তার মনে হয়েছে সন্তুষ্টির স্বর্গ থেকে চিরনির্বাসিত মানুষ আধ্যাত্মিকতার বিচারে পশু অপেক্ষা নিম্ন স্তরের জীব।

শিবির-জীবনের ঘোড়া, মানুষ, খাদ্য ও ধোঁয়ার একটা মিশ্র গন্ধ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে তার নাকে আসছে। আপনি বা আমি যখন কখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন অরণ্যে অগ্রসরমান শিকারী সিংহের প্রায় মুখোমুখি হতে বসি, তখন এ ধরনের মিশ্র গন্ধ খুবই স্বাগত হয়ে দেখা দেয়; কিন্তু টারজনের কাছে প্রতিক্রিয়া হল অন্য রকম; মানুষকে সে জানে শত্রুরূপে; তাই তার মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল; মুখ দিয়ে বের হল একটা মৃদু গর্জন।

টারজন যখন বনের প্রান্তে পৌঁছে গেল সিংহটা তখন তার দক্ষিণে সামান্য দূরে এগিয়ে চলেছে। তাই টারজন গাছে চড়ে ডাল থেকে ডালে ঝুলে নিঃশব্দে দস্যুদের শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল। সেই সময় "নুমা" তার সাড়া পেয়ে একবার হুংকার ছাড়ল; শিবিরের লোকরা অগ্নিকুণ্ডে আরও কিছু কাঠ গুঁজে দিল।

টারজন শিবিরের ঠিক মাথার উপরকার একটা গাছে পৌঁছে গেল। নীচে জনা বিশেক লোক এবং তাদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দেখতে পেল। বন্য জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ডালপালা ও ঝোপঝাড় দিয়ে একটা বেড়ামতন তৈরি করা হয়েছে; কিন্তু আবাসিকদের বেশী নির্ভরতা দেখা যাচ্ছে শিবিরের ঠিক মাঝখানের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডটার উপরে।

একবার চকিতে চোখ বুলিয়েই টারজন নীচেকার সব কিছু ভাল করে দেখে নিল; কিন্তু তার সাগ্রহ দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হল একটি জিনিসের উপর; অগ্নিকুণ্ডের কিছু দূরেই একটি সাদা মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে।

সাধারণত সাদা বা কালো কোন মানুষের ভাগ্য নিয়েই টারজন মাথা ঘামায় না; বানরদের রাজা টারজনের কাছে বানরের চাইতে মানুষের জীবনের দাম অনেক কম। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি কারণে এই বন্দীর জীবনের প্রতি জঙ্গলের রাজাটির মনে আগ্রহের সৃষ্টি হল। প্রথমত, আর সম্ভবত এটাই মুখ্য কারণ, যে দস্যুরা তাকে অকারণে আক্রমণ করেছিল তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা নতুন হেতু সে পেয়ে গেছে; দ্বিতীয় কারণটি হল কৌতূহল, কারণ অন্তত পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে এতকাল যত সাদা মানুষ সে দেখেছে তাদের চাইতে এই বন্দী সাদা মানুষটি স্বতন্ত্র।

গোড়ালি, কব্জি, গলা ও মাথার অলংকার ছাড়া তারা সারা দেহের একমাত্র আচ্ছাদন হাতির দাঁতের গোলাকার চাকৃতি পরপর সাজিয়ে তৈরি এক রকম গ্রীবা ও বক্ষস্ত্রান। এছাড়া তার দুই বাহু ও দুই পা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথাটা মাটির উপর পড়ে আছে; মুখটা টারজনের বিপরীত দিকে ফেরানো; ফলে টারজন লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না; দেখতে পাচ্ছে শুধু তার ঘন কালো চুলের রাশি।

শিবিরের উপর নজর রাখতে গিয়ে টারজনের হঠাৎ মনে হল, এই দস্যুরা যেমন তার মুখের গ্রাস হরিণটাকে হাতছাড়া করে দিয়েছে, তেমনি সেও ওদের কাছ থেকে একটা কিছু হরণ করবে। একথা ভাবতে গিয়েই তার মনে হল, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ওই সাদা মানুষটাকে চুরি করতে পারলেই তো ব্যাটাদের বোকা বানানো যায়। তাছাড়া, লোকটির বিচিত্র পোশাকও তার মনে যথেষ্ট কৌতূহল জাগিয়েছে।

এই মতলব মাথায় নিয়েই সে শিবিরবাসীদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় একটা গাছের দোডালায় বসে সময় কাটাতে লাগল। কয়েকজন দস্যু বন্দীটির

সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলেও স্পষ্ট বোঝা গেল যে তারা একে অন্যের ভাষা বোঝে না।

কাফিকো ও গাম্বাদের ভাষার সঙ্গে টারজনের পরিচয় আছে; কাজেই তারা বন্দীটিকে যে সব প্রশ্ন করতে লাগল তাতে তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। একই প্রশ্ন তারা নানাভাবে, নানা কথ্য ভাষায়, এমন কি নানাবিধ ইঙ্গিতেও করে চলল; কিন্তু বন্দী হয় তাদের কথা বুঝতেই পারল না, আর না হয় তো না বোঝার ভান করতে লাগল। টারজনের মনে হল শেষের সন্দেহ-টাই সত্যি, কারণ আকার-ইঙ্গিতগুলো এতই সহজবোধ্য যে সেগুলি না বোঝার কোন কারণই থাকতে পারে না। এমন একটা জায়গার পথের সন্ধান তারা জানতে চাইছিল যেখানে প্রচুর হাতির দাঁত ও সোনা পাওয়া যায়; কিন্তু লোকটির কাছ থেকে কোন তথ্যই জানা গেল না।

একজন দস্যু বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "শুয়োরটা আমাদের কথা ঠিকই বুঝতে পারছে; ইচ্ছা করেই না বোঝার ভান করছে।"

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ও যদি কোন কথা নাই বলে তাহলে ওকে খাইয়ে-দাইয়ে সঙ্গে বয়ে নিয়ে বেড়িয়ে কি লাভ? এখুনি ওকে মেরে ফেললেই তো হয়।"

এবার যে কথা বলল সে সম্ভবত দস্যুদের সর্দার। সে বলল, "আজ রাতটা ওকে ভাবতে সময় দেওয়া হোক, কাল সকালেও যদি সব কথা না বলে তখন মেরে ফেললেই হবে।"

কথায় ও ইঙ্গিতে দস্যুরা এই সিদ্ধান্তটা বন্দীকে জানিয়ে দিতে চেষ্টা করল; তারপর আগুনের চারপাশে শুয়ে পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু—একটা বিচিত্র সাদা দানব তাদের তিনজনকে মেরে ফেলেছে এবং অপর একজনের ঘোড়ায় চেপে পালিয়েছে। এই নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পরে তারা যার যার ডেরায় চলে গেল ঘুমতে। রাতের অন্ধকারে জেগে রইল টারজন, "নুমা" ও একটি মাত্র শাস্ত্রী।

গাছের ছায়ার আড়ালে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল টারজন। কতক্ষণে দস্যুরা গভীর ঘুমে ঢুলে পড়বে, কতক্ষণে তাদের শিকারকে নিয়ে সে পালাতে পারবে—তারই অপেক্ষা। এক সময় "নুমা"র তীব্রগন্ধ তার নাকে এল। অবশ্য সে ভালভাবেই জানে, ঘোড়ার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে "নুমা" শিবিরের কাছে এলেও যতক্ষণ আগুনটা ভালভাবে জ্বলতে থাকবে ততক্ষণ সে কিছুতেই শিবিরে ঢুকবে না, কারণ অস্বাভাবিক রকমের ক্ষিধে না পেলে "নুমা" কখনও জ্বলন্ত আগুনের কাছে ভিড়ে না।

শেষ পর্যন্ত একসময় টারজনের মনে হল, পরিকল্পনামাফিক কাজ করার সময় এসেছে। শাস্ত্রী ছাড়া সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শাস্ত্রীও ঘুমে ঢুলছে। ছায়ারও ছায়ার মত নিঃশব্দে টারজন গাছ থেকে নেমে এল।

মুহূর্তকাল কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে অন্ধকারে নুমার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। শান্ত্রীটি তখনও তার দিকে পিঠ দিয়েই বসে আছে। নিঃশব্দে সে খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দস্যুটার দিকে। গাদা বন্দুকটা তার হাঁটুর পাশাপশি রাখা আছে।

ক্রমেই সে শিকারের আরও কাছে এগিয়ে চলল। এবার ঠিক তার পিছনে। কোন শব্দ নয়, কোন আর্তনাদ নয়। টারজন অপেক্ষা করতে লাগল। অগ্নি-বলয় থেকে দূরে অপেক্ষা করে আছে নুমা; সেও দেখছে যে আগুনের শিখা ক্রমেই নিভে আসছে। একটা কঠিন হাত দ্রুত বেরিয়ে এল, ইস্পাত-কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে বসল শান্ত্রীর বাদামী গলায়, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছুরি আমূল বিদ্ধ হল তার বাঁ কাঁধ থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত। মৃত্যু যে তার পিছনে ওঁৎ পেতে ছিল সেটা জেনেই শান্ত্রী মারা গেল। বড়ই করুণ পরিণাম!

অসাড় দেহ থেকে টারজন ছুরিটা তুলে নিল; শান্ত্রীর সাদা পোশাকেই ছুরিটাকে মুছে নিল; তারপর এগিয়ে চলল বন্দীর দিকে। বন্দীর জন্য ওরা কোন আচ্ছাদন তৈরি করে দেয় নি; সে খোলা জায়গাতেই শুয়ে আছে। দস্যুদের দুটো ঝুপড়ি পেরিয়ে সে বন্দীর কাছে পৌছল। নিভন্ত আগুনের অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেল, বন্দীর চোখ দুটি ফোলা; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে টারজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে টারজন তাকে চুপ করে থাকতে বলল। হাঁটু ভেঙে তার পাশে বসে হাত-পায়ের শক্ত চামড়ার দড়ি কেটে দিল। শক্ত করে বাঁধার জন্য বন্দীর পা দুটি অবশ হয়ে গিয়েছিল; টারজন তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

মুহূর্তকাল পরেই সে ইসারায় বন্দীকে বলল তাকে অনুসরণ করতে। কিন্তু বাদ সাধল সিংহ নুমা। যে কারণেই হোক সে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠল।

সে গর্জনে রাত্রির স্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল; চমকে জেগে উঠল প্রতিটি নিদ্রিত দস্যু। এক-ডজন লোক গাদা বন্দুক হাতে নিয়ে যে যার ডেরা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। আগুনের নিভন্ত আলোয় কোন সিংহ তাদের চোখে পড়ল না; চোখে পড়ল তাদের মুক্ত বন্দী; তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বানরদের রাজা টারজন।

সব চাইতে অল্প আহত দস্যুটি দেখামাত্রই ব্রোঞ্জ-কঠিন সাদা দানবকে চিনতে পারল। চীৎকার করে বলে উঠল, "এই তো সে! এই তো সেই সাদা দানব যে আমাদের বন্ধুদের আজ খুন করেছে।"

আর একজন চীৎকার করে উঠল, "ওকে মেরে ফেল।"

সর্দারও চীৎকার করে বলল, "দুজনকেই মেরে ফেল।"

দুটি সাদা মানুষকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে দস্যুরা তাদের দিকে এগোতে

লাগল। গুলি ছুঁড়তে সাহস পাচ্ছে না পাছে তাদেরই একজন গুলিতে আহত হয়, সে যে এর মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে তা তো তারা জানে না। টারজনও তীর বা বর্শা ছুঁড়তে পারছে না, কারণ একমাত্র ছুরি ও দড়ি ছাড়া অন্য সব অস্ত্রই সে গাছের উপর লুকিয়ে রেখে এসেছে, পাছে সেগুলি সঙ্গে নিয়ে নামলে চলাফেরা করতে কোন রকম শব্দ হয়।

একটা দস্যু হয় তো তার বুদ্ধি কম বলেই বেশী বেপরোয়া হয়ে গাদা বন্দুকটাকে উল্টো করে ধরে আরও কাছে ছুটে গেল। টারজন ওৎ পেতে বসে গড়্‌গড়্‌ করতে লাগল। দস্যুটা বন্দুকের কুঁদো তুলে তাকে আঘাত করতেই সে দ্রুত সরে গিয়ে বন্দুকটাকে অতি সহজেই দস্যুর হাত থেকে কেড়ে নিল।

বন্দুকটাকে সঙ্গীর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে টারজন সেই বেপরোয়া গাল্লাকে সজোরে তুলে ধরে চারদিকে ঘোরাতে লাগল; তাকে ব্যবহার করতে লাগল প্রতিপক্ষের অস্ত্রের মুখে বর্মের মত। অন্য দস্যুরা কিন্তু তাতে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিল না। তারা দেখল, তাদের সামনে প্রায় অসহায় দুটি মানুষ; দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করতে করতে তারা এগিয়ে এল।

দুজন ছুটে এল টারজনের পিছন দিকে, কারণ তাকেই তাদের বেশী ভয়; কিন্তু তারা তখনও জানে না যে তাদের পূর্বতন বন্দীটিও হেলাফেলার বস্তু নয়। টারজনের ছুঁড়ে দেওয়া বন্দুকের নলের দিকটা ধরে মুগুরের মত বাগিয়ে তাই দিযে সে সজোরে আঘাত করল প্রথম দস্যুর মাথায়; এক আঘাতেই সে গলা-কাটা ষাঁড়ের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বন্দুকটা আর একবার বাগিয়ে ধরতেই দ্বিতীয় দস্যু চকিতে সরে গিয়ে কোন রকমে প্রাণ বাঁচাল।

অতি দ্রুত একবার পিছনে তাকিয়েই টারজন বুঝতে পারল যে বন্দীটি সঙ্গী হিসাবে যোগ্যই বটে; তবু তারা মাত্র দুজন যে এতগুলি লোকের সঙ্গে বেশীক্ষণ লড়তে পারবে না সেটাও সে বুঝতে পারল। কাজেই যেভাবেই হোক এই লোকগুলির ব্যূহ ভেদ করে তাদের পালাতে হবে। এই কথাই সে পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো বন্দীকেও জানাতে চাইল। প্রথমে ইংরেজিতে, পরে আরও কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় সে কথাগুলি বলল, কিন্তু প্রতিবারই যে ভাষায় জবাব এল তা সে আগে কখনও শোনে নি।

এখন সে কি করবে? তাদের এক সঙ্গেই যেতে হবে, আর সে কথা তাকে বোঝাতেও হবে। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে? টারজন ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্দীর কাঁধ স্পর্শ করল; তারপর যেদিক দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে চায় সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে মাথাটা নেড়ে তাকে ইসারা করল।

লোকটি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝতে পেরেছে। দুই হাতে মৃত দস্যুর দেহটা ঘোরাতে ঘোরাতে টারজন ছুটল। লোকটিও বন্দুক হাতে ছুটল তার সঙ্গে। কিন্তু দস্যুরাও স্থির-সংকল্প—তাদের কিছুতেই পালাতে

দেবে না। বন্দুকের কুঁদো ও বর্শা বাগিয়ে তারাও রুখে দাঁড়াল। অরণ্যের রাজা ও তার সঙ্গী বুঝল, অবস্থা বড়ই সঙ্গীন।

হাতের লোকটিকে ঝাড়নের মত ব্যবহার করে টারজন মুক্তিপথের প্রতিবন্ধক লোকগুলিকে হটিয়ে দিতে লাগল; কিন্তু সে চেষ্টা বেশীক্ষণ ফলবতী হল না; প্রতিপক্ষ যে সংখ্যায় অনেক বেশী। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের লোকটিকে টারজনের হাত থেকে কেড়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নিল। এবার সাদা মানুষ দুটির অবস্থা একান্তই অসহায়; এবার তো দস্যুরা সহজেই বন্দুক ছুঁড়তে পারবে। দস্যুরা তখন রাগে অন্ধ; এই দুই শত্রুকে তারা নিপাত করবেই। কিন্তু টারজন ও তার সঙ্গী তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে বন্দুক চালাবার সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই কয়েকজন অতি দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল।

একজন তো এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যেখান থেকে সঙ্গীদের কোন বিপদ না ঘটিয়েই গুলি ছোঁড়া যায়। গাদা বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলে সে টারজনের দিকে নিশানা স্থির করল।

৩—রাতের বিড়াল

টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বার জন্য লোকটি সবে বন্দুকটা কাঁধের উপর তুলেছে এমন সময় অপর এক দস্যু সহসা আর্তনাদ করে উঠল, আর সে আর্তনাদকে ছাপিয়ে শোনা গেল সিংহ নুমার গর্জন; একলাফে সে এসে হাজির হল শিবিরের মাঝখানে।

যে দস্যুটি টারজনকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল সে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে সিংহটাকে দেখেই ভয়ে চীৎকার করে উঠল। উত্তেজনাবশে রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিংহের থাবা থেকে পালাতে গিয়ে ছিটকে পড়ল টারজনের হাতের মধ্যে।

আগুনের আভা এবং লোকজনের দ্রুতগতি ও চেঁচামেচিতে হতচকিত সিংহটা মুহূর্তের জন্য থেমে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে লাগল। সেই ক্ষণিক সুযোগে টারজনও পলায়মান দস্যুটাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নুমার মুখের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। নুমাও সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হা করে হতভাগ্য লোকটির মাথা ও গলা ঢুকিয়ে দিল মুখের ভিতরে। এদিকে টারজনও সঙ্গীটিকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করে এক ছুটে সিংহটাকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল গাছের সেই দো-ডালায় যেখান থেকে নুমা লাফিয়ে নেমে এসেছিল। শ্বেতকায়

বন্দীটিও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু নিল। সিংহের আকস্মিক আবির্ভাবে হতচকিত দস্যুরা সঠিক বুঝে ওঠার আগেই সাদা মানুষ দুটি রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিবিরের ঠিক বাইরে পৌঁছেই সঙ্গীটিকে মুহূর্তের জন্য সেখানে রেখে টারজন ডালে ডালে ঝুলে সেই গাছটাতে গিয়ে পৌঁছল যেখানে সে রেখে গিয়েছিল তার অস্ত্রপাতি। তারপর উপত্যকা পেরিয়ে পৌঁছে গেল পাহাড়ের উপরে। তার পাশে পাশেই নিঃশব্দে ছুটতে লাগল সেই সাদা মানুষটি যাকে উদ্ধার করে এনেছে কাফিচো ও গাল্লা দস্যুদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে।

শিবিরের ছোটখাট সংঘর্ষ থেকেই টারজন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে অপরিচিত লোকটির শক্তি, কর্মতৎপরতা ও সাহস। ফলে তার প্রতি অনুভব করছে একটা আগ্রহ ও কৌতূহল। লোকটি এমনিতে শান্তশিষ্ট হলেও যেমন সাহসী তেমনি সংগ্রামী। লোকটির ব্যক্তিত্ব, তার আনুগত্য ও নির্ভরযোগ্যতায় তার বিশ্বাস জন্মেছে। তাই যদিও সাধারণত টারজন একাকি থাকতেই ভালবাসে তবু এই অপরিচিত মানুষটির সঙ্গ তার কাছে অপছন্দ মনে হচ্ছে না।

পূবের আকাশে প্রায় পূর্ণ চাঁদ উঠেছে কালো পাহাড়ের ওপার থেকে। পাহাড়, উপত্যকা ও অরণ্যের বুকে তার নরম আলো পড়ে পুরো দৃশ্যটাকেই আবার একটা নতুন জগতে রূপান্তরিত করে তুলেছে। বিচিত্র আলোছায়া ও রূপালি সবুজের এই জগৎটা যেন দিনের আলোর জগৎ এবং চন্দ্রহীন রাতের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পাহাড়ের জংলাঢাকা খাড়ি পথ ধরে মেঘের ছায়ার মত নিঃশব্দে দুজন এগিয়ে চলল ; তবু উপরের আঁধার-ঢাকা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একজনের কাছে কিন্তু তাদের আগমন-বার্তা অজ্ঞাত রইল না, কারণ উষার বাতাসে তাদের উপস্থিতির গন্ধ আগেই পৌঁছে গেছে শিকারী-রাজের ধূর্ত কানে।

চিতাবাঘ "শীতা" এখন ক্ষুধার্ত। কয়েকদিন যাবৎ কোন শিকার জোটে নি। এতক্ষণে তার নাকে এসেছে মানুষের গন্ধ। চিতাবাঘ "শীতা" সাগ্রহে মানুষের অপেক্ষায় রইল।

এদিকে বনের মধ্যে টারজন রাতটা কাটিয়ে দেবার মত একটা গাছ খুঁজতে লাগল। তার খাওয়া হয়ে গেছে, সে এখন ক্ষুধার্ত নয়। সঙ্গীর খাওয়া হয়েছে কিনা সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। এটাই জঙ্গলের নিয়ম। সে যদি কোন শিকার ধরত তাহলে সঙ্গীর সঙ্গে সেটা ভাগ করে খেত ; কিন্তু এখন তার শিকার ধরার কোন গরজ নেই।

টারজন একটা গাছ খুঁজে বের করল যার দুটো ডাল সমান্তরালভাবে বেরিয়ে গেছে। হাতের ছুরি দিয়ে আরও কিছু ডালপালা কেটে তার উপর বিছিয়ে দিয়ে একটা শয্যার মত তৈরি করে তার উপর শুয়ে পড়ল। ওদিকে উপরের

দিকে আর একটা গাছের ডাল থেকে শীতা তার উপর ঠিকই লক্ষ্য রাখছে। লক্ষ্য রাখছে দুটি গাছের মাঝখানে মাটিতে বিশ্রামরত আর একটি মানুষের উপরেও। বড় বিড়ালটি কিন্তু মোটেই নড়াচড়া করছে না; এমন কি নিঃশ্বাসও ফেলছে না। টারজন পর্যন্ত তার উপস্থিতি টের পায় নি, যদিও একটা অস্থিরতা সে বোধ করছে। সে কান পেতে থাকল, বাতাস শুঁকল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। নীচে তার সঙ্গীটি ঘাস-পাতা বিছিয়ে বিছানা করতে ব্যস্ত; গাছের উপরে শোয়ার অভ্যাস তার নেই। উপর থেকে শীতা কিন্তু ভূমি-শয্যার লোকটির উপরেই নজর রেখেছে।

অবশেষে মনোমত বিছানা বানিয়ে টারজনের সঙ্গীটি শুয়ে পড়ল। শীতা অপেক্ষমান। ধীরে ধীরে শীতা লাফ দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ওৎ পাততে গিয়ে শরীরের সামনের দিকটার উপর বেশী ভর দিতে গাছের ডালগুলি ঈষৎ নড়ে উঠল, পাতায় পাতায় উঠল একটা সর্-সর্ শব্দ। সে শব্দ আপনার-আমার কানেই ঢুকত না, কিন্তু টারজনের কান তো আপনার-আমার কানের মত নয়।

শব্দটা সে শুনতে পেল: দ্রুত চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল অবাঞ্ছিত অতিথিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে শীতা লাফিয়ে পড়ল নীচে পত্রশয্যায় শায়িত লোকটির উপর। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও লাফিয়ে পড়ল। ব্যাপারটা ঘটে গেল অতি দ্রুত; মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

লাফ দিল দুটি জানোয়ার। টারজনের কণ্ঠে বাজল একটা তীক্ষ্ণ গর্জন. উদ্দেশ্য একই সঙ্গে সঙ্গীটিকে সতর্ক করে দেওয়া এবং শীতার মনোযোগকে শিকারের উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই নীচের লোকটি লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। মাটিতে নামার আগে চিতাবাঘের শরীরটা তাকে ছুঁয়ে গেল; কিন্তু ততক্ষণে শীতার মনোযোগ সামনের শিকার অপেক্ষা তীক্ষ্ণ গর্জনকারীর দিকেই অধিক নিবদ্ধ হয়েছে।

এক চক্কর ঘুরে ফিরে তাকাতেই লোকটি দেখতে পেল, টারজন সেই মাংসাশী হিংস্র জন্তুটার পিঠের উপর চেপে বসেছে। যুদ্ধরত দুজনের গলার গর্জনই সে শুনতে পেল। মাংসাশী জন্তুটির গলার শব্দ আর তার সঙ্গীর গলার শব্দ একই রকম পাশবিক। ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার মস্তিষ্ক জমে যাবার মত অবস্থা।

টারজন টুটি চেপে ধরেছে চিতার, আর চিতা সঙ্গে সঙ্গে উল্টে গিয়ে চিৎ হবার চেষ্টা করছে যাতে পিছনের দু'পায়ের ধারালো নখরাঘাতে শত্রুর দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে। চিতার এই কৌশল আগেভাগেই বুঝতে পেরে শীতা চিৎ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টারজন দুই পা শীতার পেটের সঙ্গে লাগিয়ে তাকে আটকে দিল। চিতা তখন বাধ্য হয়ে এক লাফে দাঁড়িয়ে পিঠ থেকে টারজনকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। টারজনের দুই

শক্ত হাত কিন্তু চিতার গলাটাকে সমানে চেপে ধরে তার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে।

চাঁদের আলোয় চিতাটা পাগলের মত লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। টারজনের নিরস্ত্র সঙ্গীটি অসহায়ভাবে তাই দেখতে লাগল। দু'বার সে ছুটে গিয়েছিল টারজনকে সাহায্য করতে, কিন্তু দু'বারই যুযুধান জন্তুর ধাক্কা খেয়ে সে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেছে। এতক্ষণে লড়াইয়ের একটা নতুন মোড় তার চোখে পড়ল; টারজন তার ছুরিটা টেনে বের করতে পেরেছে। মুহূর্তের জন্য ছুরির ফলাটা তার চোখের সামনে ঝল্‌সে উঠল; তারপরই সেটা আমূল বিদ্ধ হল শীতার শরীরে। ক্রোধে ও যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে সে দ্বিগুণ চেষ্টায় টারজনকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেই সুতীক্ষ্ণ ছুরি আবার নেমে এল তার দেহকে লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় আঘাতের পরেই শীতার দেহটা থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে এক-সময় নিশ্চল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, আর টারজন তার দেহের নীচ থেকে পাক খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

এবার সঙ্গীটি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল; নীচু গলায় কি যেন বলল, কিন্তু সে ভাষা টারজন কিছুই বুঝতে পারল না। তবে এটুকু বুঝল যে লোকটি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

টারজনের সঙ্গীটি তখন কি ভাবছে? এক ঘণ্টার মধ্যে এই মানুষটি দু' দু'বার তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কেন বাঁচিয়েছে তা সে জানে না, বুঝতেও পারছে না।

নুমা দূরেই কোথাও আছে বুঝতে পেরে টারজন ইসারায় লোকটিকে গাছে উঠে আসতে বলল; দুজনে মিলে সেখানে নিজের মতই আর একটা বাসা বানিয়ে নিল। বাকি রাতটা তারা শান্তিতেই ঘুমিয়ে কাটাল। পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল সূর্য তখন এক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে এসেছে। টারজন উঠে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল।

কাছাকাছি অপর লোকটিও উঠে বসে তার দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হতেই লোকটি হেসে মাথা নাড়ল। নবপরিচিতকে দিনের আলোয় ভাল করে দেখবার এই প্রথম সুযোগ পেল টারজন। রাতের এক-মাত্র জামাটাও সে গা থেকে খুলে ফেলেছে, শরীরটাকে ঢেকে রেখেছে ডালপালা ও পাতায়। সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার গায়ে একটিমাত্র G মার্কা ফিতে। সুসমঞ্জস মাংসপেশীসমন্বিত ছ'ফুট উঁচু সুগঠিত দেহ; তার উপরকার মাথাটিতে শিক্ষা ও বুদ্ধির ছাপ। মুখটা যত না সুন্দর তার চাইতে বেশী শক্তি ও পৌরুষের আধার।

টারজনের ভিতরকার বন্য পশুটি নবাগতের বাদামী চোখ দুটির দিকে তাকাল; খুশি মনে ভাবল, এ লোকটিকে বিশ্বাস করা চলে। তার

ভিতরকার মানুষটির চোখে পড়ল তার মাথার কালো চুলে বাঁধা ফিতেটা, কপালের মাঝখানে হাতির দাঁতের বিচিত্র অলংকার, বুকে বাঁধা বক্ষত্রাণ, আর কব্জি ও গোড়ালির হাতির দাঁতের অলংকার। টারজনের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

মাথার ফিতের মাঝখানের হাতির দাঁতের অলংকারটা বাঁকানো কর্নিকের মত লোকটির মাথার উপর দিকে উঠে গেছে। কব্জি ও গোড়ালিতে বাঁধা চামড়ার দড়ি দিয়ে আটকানো লম্বা-লম্বা হাতির দাঁতের টুকরো। পায়ে ভারী চামড়ার চটি, সম্ভবত হাতির চামড়ার; চামড়ার দড়ি দিয়ে পায়ের সঙ্গে বাঁধা।

প্রত্যেক বাহুতে কাঁধের ঠিক নীচে একটা করে হাতির দাঁতের চাকতি বাঁধা; তার উপর একটা প্রতীক খোদাই করা; গলায়ও ঝুলছে খোদাই-করা ছোট ছোট চাকতির একটা মালা; আর তার নীচ থেকে একখণ্ড চামড়া নেমে এসেছে বক্ষত্রাণ পর্যন্ত। মাথার ফিতে থেকে দুই পাশে ঝুলছে আরও দুটি বড় আকারের হাতির দাঁতের চাকতি, আর তার উপরে একটা করে ছোট চাকতি। বড় চাকতি দুটো তার দুই কানকে ঢেকে রেখেছে।

এই সব গয়না-পত্র যে শুধু মাত্র অলংকার হিসেবেই পরা হয়েছে সেটা টারজনের বিশ্বাস হল না। সে বুঝতে পারল যে প্রতিটি অলংকারই কোন না কোনভাবে তরবারি বা কুঠারের মত অস্ত্রের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় রূপেই পরিকল্পিত হয়েছে। সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এই সব অলংকারধারী দীর্ঘদেহী যোদ্ধাটি কোন্ দেশের মানুষ। টারজনের জানা জগতের কোথাও তো এমন কোন জাতি বাস করে না যারা এই ধরনের বর্ম-চর্ম ও অলংকার পরে থাকে।

কিন্তু এসব চিন্তা আপাতত তোলা থাক। আপাতত বড়ই ক্ষিধে পেয়েছে। টারজনের মনে পড়ল, গতকালের খাদ্যের অবশিষ্টাংশকে সে নদীর অনেকটা উজানে একটা উঁচু ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। অতএব সহজেই গাছ থেকে নেমে তরুণ যোদ্ধাটিকে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে টারজন সেই গাছের খোঁজে যাত্রা করল।

লতাপাতায় সুকৌশলে লুকিয়ে রাখা মাংস তখনও বেশ তাজাই ছিল। কয়েকটা টুকরো কেটে নীচে অপেক্ষমান যোদ্ধাটির জন্য ছুঁড়ে দিল, তারপর আরও কয়েকটা টুকরো কেটে নিয়ে কাঁচাই খেতে লাগল। সঙ্গীটি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর ইস্পাৎ ও পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে নিজের খাবারটা ঝল্‌সে নিল।

খেতে খেতেই টারজন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ভাবতে লাগল। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে আবিসিনিয়ায় এসেছে, যদিও তা নিয়ে তার মনে কোন তাড়াহুড়া নেই। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এ লোকটির সঙ্গে তো আকার-ইঙ্গিত

ছাড়া ভাব-বিনিময়ের আর কোন উপায় নেই। যাই হোক, খাওয়া শেষ করে নীচে নেমে এসে টারজন লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, সে কোন্ দিকে যেতে চায়। যোদ্ধাটি আঙুল বাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের উঁচু পাহাড়গুলিকে দেখাল এবং ইঙ্গিতে টারজনকেও তার সঙ্গী হতে বলল। টারজন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ইঙ্গিতে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ দুটি মানুষ বিরাট এক পর্বতমালার গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল। টারজনের মন সদা সর্তক ও জ্ঞানান্বেষী। দীর্ঘ দিন ধরে একসঙ্গে চলাফেরার সুযোগে সে সঙ্গীর ভাষাটি আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হল, এবং সুযোগ্য ছাত্র হিসাবে অচিরেই একে অন্যকে বুঝবার মত একটা অবস্থায় পৌঁছে গেল।

টারজন প্রথমেই জেনে নিল যে তার সঙ্গীটির নাম ভাল্‌তোর, আর ভাল্‌তোর গোড়া থেকেই টারজনের অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। সঙ্গীটি নিরস্ত্র হওয়ায় টারজন তার জন্য একটা বর্শা ও তীর-ধনুক তৈরি করে দিল। তারপর থেকেই ভাল্‌তোর জঙ্গলের রাজাকে শেখাতে শুরু করল তার ভাষায় কথা বলতে, আর টারজন তাকে শেখাতে লাগল ধনুর্বিদ্যা; বর্শা চালানোর সঙ্গে ভাল্‌তোর আগে থেকেই পরিচিত ছিল।

এইভাবে অনেকদিন আর অনেক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু ভাল্‌তোরের দেশটা তখনও যে দূরে সেই দূরেই রয়ে গেল। পাহাড়ে শিকারের অভাব নেই, তাই খাদ্যের কোন সমস্যা নেই। একদিকে প্রচুর শিকার, অন্যদিকে অক্ষত প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য; টারজন সময়ের কথা ভুলেই গেল।

কিন্তু ভাল্‌তোরের অত ধৈর্য নেই; অবশেষে একদা দিনশেষে পথরোধকারী একটা সুউচ্চ পাহাড়-প্রাচীরের সামনে পৌঁছে সে পরাজয় স্বীকার করল। অসংকোচে বলল, "আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

টারজন বলল, "সেটা আমি অনেক আগেই তোমাকে বলতে পারতাম।"

ভাল্‌তোর অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। শুধাল, "তুমি কি করে জানলে? আমার দেশ যে কোন্ দিকে তা তো তুমি জান না?"

টারজন জবাব দিল, "জানি। গত সপ্তাহে তুমি কম্পাসের চার পয়েন্টের দিকে এগিয়েছ, আর আজ আমরা পৌঁচেছি গত সপ্তাহে যেখানে ছিলাম তার পাঁচ মাইলের মধ্যে। আমাদের ডান দিককার পাহাড় বরাবর পাঁচ মাইলের মধ্যেই আছে সেই ছোট নদীটা যেখানে আমি হরিণটাকে মেরেছিলাম; আর সেখানেই আছে সেই বুড়ো গাছটা সাতদিন আগে যার ডালে শুয়ে আমরা ঘুমিয়েছিলাম।"

ভাল্‌তোর বিব্রতভাবে মাথা চুলকে বলল, "হয় তো তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু এখন আমরা কি করব?"

"যে শিবিরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেখান থেকে তোমার

দেশটা কোন্ দিকে বলতে পার ?" টারজন শুধাল।

ভাল্তোর জবাব দিল, "সেখান থেকে থেনার সোজা পূবদিকে ; সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"তাহলে এখন আমরা সেখান থেকে খাড়া দক্ষিণ-পশ্চিমে। তোমার দেশ যদি এই পর্বতশ্রেণীর ভিতরে হয় তাহলে উত্তর-পূর্ব দিকে সোজা এগিয়ে গেলে সেদেশে পৌছে যাওয়া আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হওয়া উচিত নয়।"

ভাল্তোর বলল, "কি জান, এই পাহাড়ের অস্থিসন্ধি দেখে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। জীবনে কখনও আমি থেনার ছেড়ে ওন্থার উপত্যকার ওদিকে যাই নি। শুধু এই দুটি উপত্যকাই আমি ভালভাবে চিনি। তার বাইরে কিছুই চিনি না। তোমার কি বিশ্বাস যে এই পাহাড়ের গোলক-ধাঁধা পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে পারবে ? তা যদি পার তাহলে এখন থেকে পথ দেখাবার ভারটা তুমি নাও।"

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, "উত্তর-পূর্ব দিকে আমি ঠিকই যেতে পারব, কিন্তু ঠিক আমাদের পথের উপর না পড়লে তো তোমার দেশটাকে আমি চিনে নিতে পারব না।"

ভাল্তোর বলল, "আমরা যদি সেদেশের পঞ্চাশ বা এক শ' মাইলের মধ্যে পৌছতে পারি, তাহলে কোন উঁচু জায়গা থেকে জারাটরকে আমরা দেখতে পাবই। সেখান থেকে থেনারের পথ আমি চিনতে পারব, কারণ এথ্নি শহরটা জারাটর থেকে প্রায় খাড়া পশ্চিমে।"

"জারাটর ও এথ্নিটা কি ?" টারজন জানতে চাইল।

"জারাটর একটা বিরাট পর্বত-শিখর ; তার কেন্দ্রস্থল অগ্নি ও গলিত পাথরে পরিপূর্ণ। সেটা ওন্থার উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ; স্বর্ণ-শহর কাথ্নির লোকরাই সেটার মালিক। আমি নিজে গজদন্তের শহর এথ্নির অধিবাসী। ওন্থার উপত্যকার অন্তর্গত কাথ্নির অধিবাসীরা আমাদের চিরশত্রু।"

টারজন বলল, "তাহলে কাল আমরা থেনার উপত্যকার এথ্নি শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব।

টারজন ও ভাল্তোর যখন আগের দিনের মাংসটা কেটে কেটে খাচ্ছিল তখন দক্ষিণে অনেক মাইল দূরে একটি কালো কেশরওয়ালা সিংহ সদ্যনিহত একটা মোষের বাচ্চার উপর থাবা রেখে সক্রোধে লেজ আছড়াচ্ছে আর গর্-গর্ শব্দ করছে ; তার কয়েক গজ দূরেই গর্গো নামক মহিষ সক্রোধে ক্ষুর দিয়ে মাটি ছড়াচ্ছে আর গজরাচ্ছে। অচিরেই দুই ভয়ংকর জন্তু নুমা ও গর্গোর মধ্যে বেধে গেল মরণ-পণ লড়াই। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত গর্গো আহত হয়ে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

নুমা পেটপুরে আহারপর্ব সমাধা করল, কিন্তু সিংহের স্বভাবমত তখনি শুয়ে

পড়ল না ; দীর্ঘদিন যাবৎ যে রহস্যময় পথ ধরে চলে আসছে সেই পথেই এগিয়ে চলল উত্তর দিকে।

৪—বন্যার স্রোতে

নতুন দিনের শুরু হল মেঘমেদুর ভয়ংকর পরিবেশে। বর্ষাকাল পার হয়ে গেছে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, যে পাহাড় শ্রেণীর ভিতর দিয়ে টারজন ও ভাল্‌তোর হারানো থেনার উপত্যকার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারই সুউচ্চ-শিখরের মাথায় বিলম্বিত ঝড় যেন পুঞ্জীভূত হচ্ছে। রোদের উত্তাপেও রাতের ঠাণ্ডা কাটে নি। ডালপালার বিছানা ছেড়ে উঠে মানুষ দুটি শীতে কাঁপতে লাগছে।

টারজন ঘোষণা করল, "কিছুটা চড়াই ভেঙে রক্ত গরম হলে তবে আমরা খেতে বসব।"

"অবশ্য ভাগ্যক্রমে কিছু খাবার যদি জুটে যায়", ভাল্‌তোর যোগ করল।

টারজন জবাব দিল, "টারজন কখনও ক্ষুধার্ত থাকে না, আজও থাকবে না।"

সারাটা দিন তারা উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আরও বৃষ্টির ভয় সব সময়ই থেকে যাচ্ছে। দুপুরের আগেই টারজন একটা শিকার করল ; দুজনে তাই খেল।

পড়ন্ত বিকেলে একটা গভীর খাদ বেয়ে উঠে উঁচু উপত্যকার উপর তারা দাঁড়াল। সামনের দিকে কাছাকাছি কোন পাহাড় নেই, কিন্তু দূরে অল্প অল্প বৃষ্টির ধারার ভিতর দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি উঁচু শিখর। হঠাৎ ভাল্‌তোর সানন্দে চীৎকার করে উঠল, "পেয়েছি, পেয়েছি! ঐ তো জারাটর!"

টারজন সেদিকে তাকিয়ে দেখল দূরে একটা চওড়া-মাথা পর্বত-শিখর মেঘ-ভাঙা রাঙা আলোয় ঝলমল করছে। বলল, "তাহলে ওটাই জারাটর! আর থেনার ওর ঠিক পূব দিকে?"

ভাল্‌তোর জবাব দিল, "হ্যাঁ ; তার অর্থ এই উপত্যকার নীচে ঠিক আমাদের সামনেই ওন্‌থার। চলে এস!"

ঘাসে ঢাকা সমতল ভূমির উপর দিয়ে দুজনে খুব দ্রুত হেঁটে মাইল দুয়েক পথ পার হয়ে উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। নীচে প্রসারিত একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা।

ভাল্‌তোর বলল, "ওন্‌থারের প্রায় দক্ষিণ সীমান্তে আমরা পৌঁছে গেছি। ঐ তো স্বর্ণ-শহর কাথ্‌নি। দেখতে পাচ্ছ—বনের শেষে নদীটার বাঁকের উপর? খুবই সমৃদ্ধ শহর, কিন্তু অধিবাসীরা আমার জাতির শত্রু।"

বৃষ্টিধারার ভিতর দিয়ে বন ও নদীর মাঝখানে একটা প্রাচীর-ঘেরা শহর টারজনের চোখে পড়ল। বাড়িগুলো প্রায় সবই সাদা, অনেকগুলি গম্বুজই মেটে হলুদ রঙের। নদীর উপরে একটা সেতু আছে; অপরাহ্নকালের ঝড়ের গোধূলিতে সেটাকেও হলদেটে দেখাচ্ছে। চৌদ্দ-পনেরো মাইল লম্বা নদীটা উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে চলেছে; পাহাড় থেকে ছোট ছোট ঝর্ণা এসে মিশেছে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটা রাস্তাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উপত্যকার কেন্দ্র থেকে রাস্তাটা দুই ভাগ হয়ে গেছে—একটা পথ চলে গেছে ঝর্ণা বরাবর পুব দিকে। ঠিক তাদের নীচে ওন্‌থারের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বৃক্ষশোভিত একটা সমতল ভূমি; নদী বরাবর একটা বন তীর থেকে ওন্‌থারের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত।

টারজন আর একবার কাথ্‌নি শহরের উপর চোখ বুলিয়ে প্রশ্ন করল, "ওটাকে তোমরা স্বর্ণ-শহর বল কেন?"

ভাল্‌তোর বলল, "সোনালী গম্বুজ আর সোনার সেতুটা দেখতে পাচ্ছ না?"

"ওগুলো কি সোনালী রঙে মোড়া?" টারজন শুধাল।

ভাল্‌তোর জবাব দিল, "ওগুলো নিরেট সোনা দিয়ে মোড়া। কোন কোন গম্বুজের সোনা এক ইঞ্চি পুরু, আর সেতুটা নিরেট সোনার ইট দিয়ে তৈরি।"

টারজন ভুরু তুলে তাকাল। প্রশ্ন করল, "এত সোনা ওরা পায় কোথায়?"

"শহর থেকে সোজা দক্ষিণের পাহাড়ে সোনার খনি আছে," ভাল্‌তোর জবাব দিল।

"আর তোমার দেশ থেনার কোথায়," টারজন প্রশ্ন করল।

"ওন্‌থারের পূর্ব দিকের পাহাড়ের ঠিক ওপারে। শহরের প্রায় পাঁচ মাইল উপরে যেখানে নদী ও রাস্তাটা বনের মধ্যে ঢুকে গেছে দেখতে পাচ্ছ? লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে বনের ওপারে দুটোই পাহাড়ের ভিতরে ঢুকেছে।"

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি," টারজন বলল।

"রাস্তা এবং নদী 'সৈনিক গিরিবর্ত্মে'-র ভিতর দিয়ে থেনার উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে; উপত্যকার কেন্দ্র থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব দিকেই গজদন্ত-শহর এথ্‌নি; গিরিবর্ত্মে-র ওপারে সেখানেই আমার দেশ।"

"এথ্‌নি থেকে আমরা কতদূরে আছি?" টারজন শুধাল।

"প্রায় পঁচিশ মাইল, সম্ভবত কিছু কম হবে," ভাল্‌তোর জবাব দিল।

টারজন বলল, "তাহলে তো আমরা এখনই রওনা দিতে পারি; এই বৃষ্টির

মধ্যে সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকার চাইতে পথ চলতেই বেশী আরাম হবে; তাছাড়া, তোমাদের শহরে নিশ্চয়ই ঘুমবার মত শুকনো জায়গা পাওয়া যাবে।"

ভাল্‌তোর বলে উঠল, "অবশ্যই পাবে; কিন্তু দিনের আলোয় ওনৃথার পার হবার চেষ্টা করাটা নিরাপদ হবে না। কাথ্‌নির ফটকে শাস্ত্রীরা নিশ্চয় আমাদের দেখতে পাবে, আর যেহেতু ওরা আমাদের শত্রু তাই হয়ত আমাদের খুন করবে, নয় তো বন্দী করবে। রাতেও ওপথে সিংহের ভয় আছে, কিন্তু দিনের বেলায় অবস্থা আরও শোচনীয়, যেহেতু তখন আমাদের লড়তে হবে মানুষ ও সিংহ দুইয়ের বিরুদ্ধে।"

"কোন্ সিংহ?" টারজন জানতে চাইল।

ভাল্‌তোর বলল, "কাথনির মানুষরা সিংহ পালে; গোটা উপত্যকায় অনেক সিংহ ঘুরে বেড়ায়। নীচে নদীর এপারে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দেখতে পাচ্ছ ওটার নাম 'সিংহ-ক্ষেত্র'। ও জায়গাটা সন্ধ্যার পরে পার হওয়াই নিরাপদ।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা," কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল। "এখনই যাত্রা করা অথবা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার কাছে দুই-ই সমান।"

এথ্‌নিবাসী বলল, "এ জায়গাটা খুব আরামদায়ক নয়। খুব ঠাণ্ডা।"

টারজন জবাব দিল, "বিনা আরামে কাটানোর অভ্যাস আমার আছে। বৃষ্টি তো চিরকাল থাকবে না।"

ভাল্‌তোর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যদি এথ্‌নিতে থাকতাম তো খুব আরাম হত। আমার বাবার বাড়িতে অগ্নিকুণ্ড আছে; এখনও বড় বড় কাঠের ধুনি জ্বলছে; সেখানে কেমন গরম, কী আরাম!"

টারজন বলল, "মেঘের উপরে সূর্য কিরণ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তো মেঘের উপরে নেই, আছি এখানে যেখানে সূর্য কিরণ দেয় না, যেখানে অগ্নিকুণ্ড নেই, সবই ঠাণ্ডা। আগুন বা সূর্যের নাম শুনলে তো আর শরীর গরম হবে না।" টারজনের ঠোঁটে ঈষৎ হাসি খেলে গেল।

ভাল্‌তোর তবু বলতে লাগল, "তথাপি এথ্‌নিতে থাকতে যদি পারতাম। চমৎকার শহর, থেনার বড় মনোরম উপত্যকা। থেনারে আমরা ছাগল, ভেড়া, ও হাতি পুষি। ওনৃথার থেকে ছিট্‌কে আসা ছাড়া অন্য কোন সিংহ সেখানে নেই। যেগুলি ছিটকে চলে আসে তাদের আমরা মেরে ফেলি। আমাদের চাষীরা সব্জি, ফল ও খড় ফলায়; আমাদের কারিগররা চামড়ার নানা জিনিস বানায়; ছাগলের লোম আর ভেড়ার পশম থেকে তারা কাপড় বানায়; আমাদের খোদাই-শিল্পীরা হাতির দাঁত ও কাঠের কত রকম জিনিস বানায়।

"বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের কিছু ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে; যা কিনি হাতির দাঁত ও সোনাতে তার দাম দেই। কাথ্‌নিরা না থাকলে আমরা কত

সুখে-শান্তিতেই না বাস করতে পারতাম।"

"বাইরের জগৎ থেকে তোমরা কি কেন এবং কার কাছ থেকে কেন?" টারজন শুধাল।

ভাল্‌তোর বলল, "আমরা কিনি নুন, কারণ ও জিনিসটা আমাদের একেবারেই নেই। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার জন্য ইস্পাত কিনি, কালো ক্রীতদাস কিনি, শ্বেতকায় সুন্দরী, যুবতী নারী পেলে তাও মাঝে মাঝে কিনি। এসব কিনি একদল দস্যুর কাছ থেকে। স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের লেন-দেন চলে আসছে। কত দস্যু-সর্দার, এথ্‌নির কত রাজা এল-গেল, কিন্তু এই দস্যুদলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের নড়চড় হয় নি। পথ হারিয়ে আমি তাদেরই খুঁজছিলাম, এমন সময় অন্য একটা দল আমাকে বন্দী করে।"

"কাথ্‌নির লোকদের সঙ্গে কি তোমরা কখনও ব্যবসা কর নি?" টারজন প্রশ্ন করল।

"প্রতি বছর এক সপ্তাহের জন্য সন্ধি হয়; সেই সময় আমরা নির্বিবাদে তাদের সঙ্গে লেন-দেন করি। দস্যুদের কাছ থেকে আমরা যেসব নারী, নুন, ও ইস্পাত খরিদ করি তার বিনিময়ে এবং আমাদের নিজস্ব কাপড়, চামড়া ও গজদন্তের বিনিময়ে তারা আমাদের দেয় সোনা, খাদ্যবস্তু ও খড।

"খনিজ সোনা ছাড়াও কাথ্‌নিরা যুদ্ধ ও খেলার জন্য সিংহ পালন করে; ফল, সব্‌জি, ডাল ও খড় জন্মায়; সোনার জিনিস এবং কিছু কিছু হাতির দাঁতের জিনিসও প্রস্তুত করে। আমাদের কাছে সব চাইতে বেশী মূল্যবান তাদের সোনা ও খড। কারণ খড় না পেলে আমাদের হাতির সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে হত।"

টারজন বলে উঠল, "পরস্পরের উপর এতখানি নির্ভরশীল দুটো জাতির মধ্যে তাহলে যুদ্ধ হয় কেন?"

ভাল্‌তোর কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। "আমি জানি না; হয়তো এটাই রেওয়াজ। তবু মুখে যতই শান্তির কথা বলি না কেন, নিরাপদ শান্তি থাকলে তো জীবনের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনাই আমরা হারিয়ে ফেলতাম।"

ভাল্‌তোরের চোখ দুটি জ্বল্‌ জ্বল্‌ করতে লাগল। চীৎকার করে বলল, "আক্রমণ! আহা, সেটাই তো মানুষের খেলা! আর সব চাইতে বড় খেলা হল অনেক সোনার বিনিময়ে একটা নারীকে বেচে দিয়ে তারপর তাদের উপর হানা দিয়ে তাকে লুঠ করে নিয়ে আসা। আমার তো মনে হয় না আমরা বা কাথ্‌নির অধিবাসীরা কেউই শান্তি নিয়ে সত্যিকারের মাথা ঘামায়।"

ভাল্‌তোরের কথা বলার ফাঁকে অদৃশ্য সূর্য পশ্চিম দিগন্তে আরও ঢলে পড়ল; ঘন কালো মেঘ উত্তরের পর্বত শিখরকে ঢেকে ফেলল। ভাল্‌তোর

বলল, "এবার আমরা যাত্রা করতে পারি; অচিরেই অন্ধকার নেমে আসবে।

একটা গিরিপথ ধরে দুজনে নীচে নামতে লাগল। দু'পাশের খাড়া পাহাড় কাথ্‌নি শহরের দৃষ্টি থেকে তাদের আড়াল করে রাখল। ঝড়ের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। সঙ্গে বজ্রের গর্জন। ঝড়ের দেবতার সব রোষ যেন ঝরে পড়তে লাগল উপত্যকার বুকে; শুরু হল প্রবল বর্ষণ; দূরের পাহাড় ঝাপ্‌সা হয়ে গেল তাদের চোখে।

যতক্ষণে তারা সমতলে নেমে এল ততক্ষণে ঝড় ভেঙে পড়ল তাদের মাথায়, যে খাঁড়ি-পথ ধরে তারা নেমে এসেছে সেটার বুকে বয়ে চলেছে প্রবল জলস্রোত। রাত নেমে এল দ্রুত পায়ে; নিরন্ধ্র অন্ধকার তাদের ঘিরে ধরল; মাঝে মাঝে শুধু বিদ্যুতের চমক। বজ্রের অবিরাম গর্জনে কানে তালা লাগে। বৃষ্টির ধারায় যেন সমুদ্রের ঢেউ তাদের ঘিরে ফেলল। এত প্রচণ্ড ঝড়-জল বোধ হয় এরা দুজন আগে কখনও দেখে নি।

কোন কথাও বলা যাচ্ছে না; বিদ্যুতের আলোয় কোন রকমে পথ দেখে তারা ঘাসে-ঢাকা উপত্যকার বুক বেয়ে চলল স্বর্ণ-শহরের দিকে; সেখান থেকে "সৈনিক গিরিবর্ত্মে"-র ভিতর দিয়ে যাবে থেনার উপত্যকায়।

ক্রমে শহরের আলো তাদের দৃষ্টিগোচর হল; জানালাগুলিতে আলোর আবছা আভাষ; পরের মুহূর্তেই তারা গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে চলল উত্তরমুখে। ঝড়ের দাপাদাপি তখনও তুঙ্গে। মাইলের পর মাইল তাদের লড়তে হচ্ছে ঝড়ের দেবতার প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে, দেবতাও যেন আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে দুটো পুঁচকে মানুষকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখে। অকস্মাৎ বিদ্যুতের একটা প্রচণ্ড ঝিলিক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গোটা উপত্যকাটিকে ঝলসে দিল; অভূতপূর্ব প্রচণ্ডতায় গর্জে উঠল বাজ; প্রচণ্ড এক জলধারার ধাক্কায় দুজনেই মাটিতে পড়ে গেল।

কোন রকমে আবার যখন উঠে দাঁড়াল তখন তারা দাঁড়িয়ে আছে প্রচণ্ড জলস্রোতের মধ্যে। কিন্তু ঝড়ের দেবতার সব জারিজুরির বুঝি সেখানেই ইতি ঘটল। বৃষ্টি থেমে গেল। ভাঙা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ সবিস্ময়ে উঁকি দিল নীচের জলমগ্ন পৃথিবীর দিকে। ভাল্‌তোর আবার পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। বর্ষাকালের শেষ ঝড়ের অবসান হল;

থেনারের রাস্তাটা যেখানে নদীকে অতিক্রম করেছে সেই জায়গাটা স্বর্ণ-সেতু অর্থাৎ কাথ্‌নি শহরের ফটক থেকে সাত মাইল দূরে। তিন ঘণ্টায় সেই পথটা পার হয়ে দুজনে এসে দাঁড়াল নদীতীরে।

সম্মুখে কল্লোলিত নদী। ভাল্‌তোর ইতস্ততঃ করে বলল, "সাধারণত জল থাকে ফুটখানেক গভীর। এখন তিন ফুট গভীর।"

টারজন বলল, "অচিরেই জল গভীরতর হবে। পাহাড় ও উপত্যকার উপর থেকে ঝড়ের সব জল এখনও এসে পৌঁছায়নি। আজ রাতেই যদি নদী পার

হতে হয় তো এখনই পার হতে হবে।”

ভাল্‌তোর বলল, “ঠিক আছে। আমাকে অনুসরণ কর; আমি খালটাকে চিনি।”

জলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের মুখ আবার মেঘে ঢেকে গেল। পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে গেল। টারজন তার সম্মুখস্থ পথ-প্রদর্শককেও আর ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। খালটা ভাল্‌তোরের পরিচিত, তাই সে বেশ দ্রুত-গতিতেই সেটা পার হতে লাগল। ফলে টারজন ক্রমেই তার থেকে পিছিয়ে পড়তে লাগল। তবু প্রাণপণ শক্তিতে সে খালটা পার হতে লাগল।

জলের স্রোত প্রবল; টারজনের মাংসপেশীও প্রবল শক্তিধর। তিন ফুট গভীর জল ক্রমে ফুলে-ফেঁপে টারজনের কোমর পর্যন্ত উঠল। হঠাৎ পথ ভুল করে সে একটা গর্তে পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। প্রবল শক্তিধর টারজনও সে বন্যাস্রোতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না।

এক্ষেত্রে নিজের আসুরিক শক্তিকেও অসহায় ও দুর্বল বুঝতে পেরে টারজন খালের ওপারে পৌঁছবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ বন্যার জলের উপরে নাকটা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করল। সে কাজটাও খুব সহজ নয়। জলের প্রচণ্ড তোড়ে বারে বারেই তাকে নাকানি-চুবানি খেতে হচ্ছে। তবু জলের টানেই একসময় সে নদীর এ-পারে বা ও-পারে উঠতে পারবে এই আশাতেই সে আপ্রাণ চেষ্টায় শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখল।

সে জানত, কাথ্‌নি শহর থেকে মাইল কয়েক ভাটিতে নদীটা একটা সংকীর্ণ গিরি-খাতে প্রবেশ করেছে। ভাল্‌তোর তাকে আরও বলেছে, গিরি-খাত ছাড়িয়ে কিছু দূরেই নদীটা একশ’ ফুট নীচে একটা জলপ্রপাতের আকারে পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়েছে। সংকীর্ণ গিরি-খাতে ঢুকবার আগেই সে যদি এই স্রোতের টান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে না পারে তাহলে তার সমূহ বিপদ। এতেও কিন্তু টারজন ভয়ে-ত্রাসে মুসড়ে পড়ল না। অরণ্য-জীবনে অনেক রকম বিপদের মুখে পড়েও সে আজও বেঁচে আছে।

তার শুধু ভাবনা হল, ভাল্‌তোরের কি হয়েছে। হয় তো সেও তার আগে বা পিছে স্রোতের টানে ভেসে চলেছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ভাল্‌তোর নিরাপদে অপর তীরে পৌঁছে টারজনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও সে যখন এল না, তখন ভাল্‌তোর তার নাম ধরে অনেক ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না।

তখন ভাল্‌তোর স্থির করল, ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে; সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় বন্ধুকে ফেলে রেখে কোথাও যাবে না। সারাটা রাত সে অপেক্ষা করে রইল। ভোরের আলো ফুটল। তবু বন্ধুর দেখা নেই। বন্ধুর প্রত্যাবর্তনের ক্ষীণ আশাটাও মিলিয়ে গেল। অবশেষে তার দৃঢ় ধারণা হল,

উন্মত্ত বন্যার টান টারজনকে মৃত্যুর মুখে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে নদীর তীর ছেড়ে সে পরিত্যক্ত পথেই আবার যাত্রা শুরু করল "সৈনিক গিরিবর্ত্ম" ও খেনার উপত্যকার দিকে।

৫—স্বর্ণ-শহর

উচ্ছ্বসিত নদীর ক্রুদ্ধ জলধারার সঙ্গে প্রাণরক্ষার যুদ্ধে সতত ব্যস্ত টারজন সময়-জ্ঞান একেবারেই হারিয়ে ফেলল। মৃত্যুর বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের যেন শুরু নেই, শেষ নেই। আত্মরক্ষার জৈবিক প্রবৃত্তি বশেই একান্ত যান্ত্রিকভাবেই সে অনিবার্য নিয়তিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে চলেছে। ঠাণ্ডা জল তার দেহ ও মনের শক্তিকে পঙ্গু করে তুলেছে; তবু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ; কিছুতেই সে হার মানবে না। অবচেতন মনের প্রেরণাতেই সে বাঁচার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

নদীর বাঁকগুলিতে সে কখনও এ-পারে কখনও বা ও-পারে আছড়ে পড়তে লাগল, আর প্রতিবারই আপ্রাণ চেষ্টায় একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, যাতে জলপ্রপাতের আঘাতে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা জয়যুক্ত হল; একটা মোটা দ্রাক্ষালতা তীর থেকে জল পর্যন্ত ঝুলে ছিল; তাতে হাত লাগতেই সে প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে আঁকড়ে ধরল।

মুহূর্তের মধ্যে নতুন জীবনীশক্তি যেন উদ্বেল হয়ে উঠল টারজনের প্রতিটি ধমণীতে। দুই হাত মুঠো করে সে সজোরে জড়িয়ে ধরল দ্রাক্ষালতাকে। ক্ষ্যাপা নদী চাইল তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যেতে; কিন্তু জয় হল দ্রাক্ষালতার, জয় হল টারজনের।

একটু একটু করে সে নিজের দেহটাকে টেনে তুলল নদীর তীরে। কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল; সিংহের মত শরীরটাকে একবার ঝেড়ে নিল; নিশ্ছিদ্র রাতের অন্ধকারে চারদিকে দৃষ্টিপাত করল। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা যেন চোখে পড়ল। আলো যখন আছে তখন নিশ্চয় মানুষও আছে। টারজন সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল।

হাঁটতে হাঁটতেই জাল্‌তোরের কথা মনে পড়ল। ভয় হল, তারই মত সেও হয় তো বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে। নদী থেকে কয়েক পা এগোতেই সামনে একটা প্রাচীর। প্রাচীরের কাছাকাছি হতেই আলোটা আর চোখে

পড়ল না। হাত বাড়িয়ে দেখল প্রাচীরের মাথাটা তার আঙুলের সীমানার বাইরে। মনের পাশবিক কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। কয়েক পা পিছিয়ে এক দৌড়ে প্রাচীরের কাছে গিয়ে দিল লাফ। বাড়ানো আঙুল দিয়ে প্রাচীরের মাথাটা ধরে ঝুলে পড়ল। ধীরে ধীরে উপরে উঠে ঘোড়ার মত প্রাচীরের দুইপাশে দু'টি পা ঝুলিয়ে বসে প্রাচীরের অপর পারে তাকাল।

বিশেষ কিছু চোখে পড়ল না। চল্লিশ বা পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা অস্পষ্ট চৌকো আলোর রেখা। বাস, ঐ পর্যন্তই, কিন্তু এতে তার কৌতূহল মিটল না। নিঃশব্দে মাটিতে শুয়ে পড়ে আলোর দিকে এগোতে লাগল। পায়ের নীচে পাথরের স্পর্শ পেয়ে বুঝতে পারল, একটা বাঁধানো চত্বরে সে পৌঁছে গেছে।

আলোর দিকে অর্ধেক পথ পৌঁছনো মাত্রই অবসিতপ্রায় ঝড়ের শেষ বিদ্যুৎটি ঝল্‌সে উঠল। মুহূর্তের জন্য চারদিকের অন্ধকার কেটে গেল: টারজনের সামনে দেখা দিল একটা নীচু বাড়ি, একটা আলোকিত জানালা, একটা ঢাকা-দেওয়া দরজা ও তার আশ্রয়ে দণ্ডায়মান একটি মানুষ। সেই ক্ষণিক আলোয় টারজনও সেই মানুষটির দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার কর্কশ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্‌ হয়ে ভেঙে পড়ল। দরজাটা সপাটে খুলে গেল, বাইরে বেরিয়ে এল টর্চধারী অনেক মানুষ। পশুর স্বাভাবিক সতর্কতা বশেই টারজন উল্টোদিকে ছুট দিল; কিন্তু হায়! তার পিছনেও অনেকগুলি খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে টর্চধারী সশস্ত্র মানুষের দল।

বুঝতে পারল, পালাবার চেষ্টা বৃথা। দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তিন দিক থেকে লোকজন এসে তাকে ঘিরে ধরল। সে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, নিশ্চয় এটা স্বর্ণ-শহর, আর তাতেই তার কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

কিছু লোকের হাতে মশাল ছিল। তারই আলোয় টারজন দেখল একটা বাঁধানো চতুর্ভুজ চত্বরে সে দাঁড়িয়ে আছে; তার তিনদিকে বাড়িঘর, আর চতুর্থ দিকে প্রাচীর। আরও দেখল, প্রায় পঞ্চাশজন বর্শাধারী লোক তাকে ঘিরে আছে; সবগুলি বর্শাই তাকে লক্ষ্য করে উদ্যত।

তাদের ভিতর থেকে একজন প্রশ্ন করল, "কে তুমি?" যে ভাষায় সে কথা বলল সেটা ভাল্‌তোরের ভাষা। বোঝা গেল, দুই শত্রু-শহর এথ্‌নি ও কাথ্‌নির ভাষা এক।

"অনেক দক্ষিণের এক দেশ থেকে আমি এখানে নবাগত," টারজন জবাব দিল।

"নেমোন-এর প্রাসাদ-প্রাচীরের ভিতরে ঢুকে তুমি কি করছিলে?" বক্তার ভাষায় শাসানির সুর, সুস্পষ্ট অভিযোগের আভাষ।

"অনেক উজানে নদী পার হতে গিয়ে বন্যার তোড়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে মাটি পেয়ে গিয়েছিলাম।"

লোকটি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ঠিক আছে। তোমাকে জেরা করার কাজ আমার নয়। চল, তোমার গল্প একজন অফিসারকে শোনাবার সুযোগ পাবে। তবে সেও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

টারজনকে তারা নিয়ে গেল নিচু সিলিংওয়ালা একটা বড় ঘরে। ঘরে নিচু নিচু মোটা টেবিল ও বেঞ্চি পাতা। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে বড় বড় অস্ত্র, বর্শা ও তলোয়ার। আর আছে হাতির চামড়ার বর্ম, তাতে সোনার খাবনা বসানো। আরও অদ্ভুত জিনিসও আছে; দেয়ালে দেয়ালে আছে নানা জন্তুর মাথা—ভেড়া, ছাগল, সিংহ ও হাতি। ভীষণ দর্শন নরমুণ্ডেরও অভাব নেই।

দুজন টারজনকে পাহারা দিতে লাগল। একজন গেল উর্ধ্বতন অফিসারকে খবর দিতে। বাকি লোকগুলো গল্প-গুজব করতে লাগল। কেউ বা অস্ত্রশস্ত্র ঝাড়পুছ করতে বসল। এই সুযোগে বন্দী লোকগুলিকে ভাল করে দেখে নিল।

অনেকেই অজ্ঞ ও নির্মম-দর্শন হলেও সকলেই বেশ সুসজ্জিত। তাদের শিরস্ত্রান, বক্ষস্ত্রান, কব্জি-বন্ধনী ও গুল্‌ফ-বন্ধনি সবই সোনার পেরেক বসানো ভারী হাতির চামড়ায় তৈরি। সবকিছুর মাথায়ই সিংহের কেশর জড়ানো। বক্ষস্ত্রানে হাতির চামড়া চাকতির মত করে কাটা; সেগুলির নির্মাণ-কৌশল ভাল্‌তোরের হস্তিদন্তের বক্ষস্ত্রানেরই অনুরূপ। প্রতিটি বর্মের মাঝখানে নিরেট সোনার ভারী চাকতি বসানো।

দুটি যোদ্ধা ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘর চুপ। টারজন বুঝল এরা অফিসার। তাদের উন্নত মানের পোশাক দেখেও সেটা বোঝা যায়। তাদের শিরস্ত্রান, বক্ষস্ত্রান, গুল্‌ফ-বন্ধনী ও কব্জি-বন্ধনী—সবই সোনা ও হাতির দাঁতের তৈরি। ছুরির মত ছোট তরবারির হাতল এবং কোষও সোনা ও হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো। উজ্জ্বল পোশাকে দুজনই ঝলমল করছে।

তাদের একজনের হুকুমে সাধারণ যোদ্ধারা পিছনে সরে গেল, ঘরের একটা দিক ফাঁকা হয়ে গেল। তখন দুজন একটা টেবিলে বসে টারজনের রক্ষীদের এগিয়ে আসতে বলল। জঙ্গলের রাজা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন শুধাল, "কেন তুমি ওন্‌থারে এসেছ?"

টারজন এই প্রশ্ন এবং আরও অনেক প্রশ্নের জবাব দিল। কিন্তু প্রশ্ন-কর্তাদের হাবভাবেই বুঝতে পারল যে তার কথা তারা বিশ্বাস করে নি।

দুজনের মধ্যে তরুণতর অফিসারটি বলল, "একে দেখে তো এথ্‌নির লোক বলে মনে হয় না।"

অপরজন বলে উঠল, "তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। নাঙ্গা মানুষকে অন্ত

নাঙ্গা মানুষের মতই দেখায়। তোমার মত সাজ-পোশাক পরিয়ে দিলে একেও তোমার ভাই বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।"

"হয় তো তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু লোকটা এখানে এসেছে কেন? একা একা কেউ তো ওন্থার অভিযানে আসে না।" একটু ইতস্তত করে বলল, "অবশ্য ওকে যদি পাঠানো হয়ে থাকে রাণীকে খুন করতে সেকথা স্বতন্ত্র।"

প্রবীণ অফিসারটি বলল, "সেকথাও আমি ভেবেছি। আমাদের সর্বশেষ এথ্নীয় বন্দীদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তারপর থেকেই এথ্নিবাসীরা রাণীর উপর ভীষণ রেগে আছে। হ্যাঁ, তাকে খুনের চেষ্টা তারা করতেই পারে।"

"কিন্তু সে কারণে কোন অপরিচিত লোক কি রাণীর প্রাসাদে ঢুকতে সাহস করবে? সে তো জানে ধরা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।"

"নিশ্চয় লোকটি প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তার আগে সে রাণীকে খুন করে শহীদ হতে চেয়েছে।"

টারজন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি জীবনে কখনও এথ্নিতে থাকি নি। এসেছি বহুদূর দক্ষিণের একটা দেশ থেকে। ঘটনাচক্রেই এখানে এসে পড়েছি। আমি তোমাদের শত্রু নই। তোমাদের রাণীকে, বা অন্য কাউকে খুন করতে আমি আসি নি।" সে যে নিরপরাধ সেকথা বোঝাতে টারজন লম্বা বক্তৃতা দিল। দুটি লোকের ভিন্ন চরিত্রের কথা সে ধরতে পেরেছে। প্রবীণ লোকটি অনেক ক্ষমতার অধিকারী; সে ধূর্ত, নির্মম, নিষ্ঠুর। তাকে টারজনের ভাল লাগে নি। তরুণটির চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা; সে বুদ্ধিমান কিন্তু ধূর্ত নয়; তার মুখ দেখলেই ভাল লোক বলে মনে হয়; সে সৎ ও সাহসী। তার মনে হল, প্রবীণ লোকটিকে কোন কথা বলে লাভ হবে না; কিছুতেই তার মন নরম হবে না। বরং স্বল্প ক্ষমতার অধিকারী হলেও তরুণ অফিসারটিকে প্রভাবিত করা সম্ভবপর হলেও হতে পারে। কাজেই সে তরুণটির উদ্দেশ্যেই কথা বলল।

"এথ্নির লোকরা কি আমার মত দেখতে?"

একমুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে অফিসারটি জবাব দিল, "না, তারা তোমার মত দেখতে নয়। আমার দেখা কোন মানুষের মতই তুমি নও।"

"তাদের অস্ত্রশস্ত্র কি আমার মত? ওই তো তোমার লোকরা আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলো ঘরের কোণে রেখে দিয়েছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখ।"

একথা শুনে প্রবীণ অফিসারটির আগ্রহও বাড়ল। সে হুকুম দিল, "ওগুলো এখানে নিয়ে এস।"

লোকগুলো সব এনে টেবিলে রাখল: বর্শা, ধনুক, তীরশুদ্ধ তূনীর, ঘাসের দড়ি ও ছুরিটা। দুজনেই একে একে সেগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

টারজন আবারও বলল, "এগুলো কি এথেনীয়দের অস্ত্রের মত?"

তরুণ অফিসারটি বলল, "না, কোনটাই না।" টারজনের ধনুকটা পরীক্ষা করতে করতে সে প্রবীণ সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা দিয়ে কি করে বলতো টমোস ?"

টমোস জবাব দিল, "একরকমের ফাঁদ হতে পারে ; ছোটখাট জন্তু ধরার জন্য সম্ভবত ব্যবহৃত হয় ; কোন বড় জন্তুর বেলায় কাজে লাগবে না।"

টারজন বলল, "ওটা আমাকে দাও ; কেমন করে ব্যবহার করতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।"

তরুণ অফিসার ধনুকটা টারজনের হাতে দিল। টমোস তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠল, "খুব সাবধান গেমনন। এটা হয়তো ওর একটা চালাকি ; ওটা হাতে পেয়ে হয় তো আমাদের খুন করতে চেষ্টা করবে।"

গেমনন বলল, "ওটা দিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে পারবে না। দেখাই যাক না ওটাকে কিভাবে চালায়। নাও, আমাদের দেখাও। ভালকথা, কি যেন তোমার নাম ?"

জঙ্গলের রাজা বলল, "আমার নাম টারজন-বানরদের রাজা।"

"শুরু কর টারজন ; কিন্তু দেখো, আমাদের কাউকে আক্রমণের চেষ্টা করো না।"

টারজন টেবিলের দিকে এগিয়ে তূনীর থেকে একটা তীর তুলে নিল ; তারপর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শেষ প্রান্তের দেয়ালে একটা সিংহের হাঁ-করা মাথা সিলিং-এর কাছে ঝুলছিল। তড়িৎ গতিতে তীরটাকে ধনুকে লাগিয়ে পালক-লাগানো অংশটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে সেটাকে ছেড়ে দিল।

ঘরের প্রতিটি চোখ তার উপর নিবদ্ধ। সকলেই দেখল, সিংহের মুখ-বিবরে ঢুকে তীরটা থর্ থর্ করে কাঁপছে। অজ্ঞাতেই সকলের মুখ থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে এল ; বিস্ময় ও প্রশংসার একটা মিশ্র ধ্বনি।

টমোস তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "গেমনন, ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে নাও ; শত্রুর হাতে এ অস্ত্র নিরাপদ নয়।"

টারজন ধনুকটা টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বলল, "এথ্নীয়রা কি এ অস্ত্র ব্যবহার করে ?"

গেমনন মাথা নেড়ে বলল, "এরকম অস্ত্র ব্যবহার করে এমন কোন লোক আমি দেখি নি।"

এবার টমোসের মুখের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "তাহলে নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে আমি এথ্নির লোক নই।"

টমোস তবু বলল, "তুমি কোথাকার লোক তাতে কিছু যায় আসে না ; তুমি শত্রু।"

টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চুপ করে রইল। তার যথাসাধ্য সে করেছে ;

এখন দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়।

গেমনন টমোসের কাছে ঘেঁসে তার কানে কানে কি যেন বলল। প্রবীণ লোকটি অধৈর্য হয়ে তার কথা শুনে ঘাড় নাড়তে লাগল।

বলল, "না, না, সেসব চলবে না। লোকটাকে মুক্তি দিয়ে রাণীর জীবন বিপন্ন করতে আমি পারি না। আজ রাতটা ওকে লক-আপে রাখা হোক, কাল সকালে দেখা যাবে কি করা যায়।" একজন সৈনিককে ডেকে বলল, "এই লোককে বড় বাড়িতে নিয়ে যাও; দেখো, যেন পালিয়ে না যায়।"

সঙ্গীকে নিয়ে প্রবীণ অফিসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা চলে গেলে ভারপ্রাপ্ত সৈনিক টেবিল থেকে ধনুকটা তুলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা এটাকে কি বল?"

"ধনুক," টারজন জবাব দিল।

"আর এগুলো?"

"তীর।"

"এ দিয়ে মানুষ মারা যায়?"

টারজন বলল, "এগুলো দিয়ে আমি মানুষ, সিংহ, মোষ ও হাতি মেরেছি। এটা কি করে চালাতে হয় শিখতে চাও কি?"

ধনুকে হাত বুলোতে বুলোতে লোকটি ইতস্তত করতে লাগল। টারজন বুঝতে পারল, কৌশলটা সে শিখতে চায়, আবার পাছে অফিসারের হুকুম পালন করতে দেরী হয়ে যায় সে ভয়ও আছে।

বলল, "মোটে একমুহূর্ত সময় লাগবে। এই দেখ, আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি।"

আধা অনিচ্ছায় লোকটি টারজনের হাতে ধনুক তুলে দিল; টারজনও আর একটা তীর বেছে নিল।

লোকটির হাতে তীর-ধনুক ঠিক মত ধরিয়ে দিয়ে টারজন বলল, "এই ভাবে ধর। ঐ লোকগুলিকে সরে যেতে বল, কারণ প্রথমে তোমার লক্ষ্য স্থির নাও থাকতে পারে। আমার মতই সিংহের মাথাটাকে লক্ষ্য কর। এবার ধনুকের ছিলেটাকে যতটা পার পিছনের দিকে টানো।"

লোকটির চেহারা শক্ত-সমর্থ হলেও ধনুকটাকে বাঁকাতেই পারল না। যখন তীরটা ছুঁড়ে দিল তখন মাত্র ফুট কয়েক গিয়েই সেটা মেঝেতে পড়ল। লোকটি বলল, "এ কি হল?"

টারজন বলল, "ঠিক মত চালাতে অনুশীলন দরকার।"

লোকটি বলল, "নিশ্চয় কোন কৌশল আছে। আর একবার চালিয়ে দেখাও তো।"

অন্য সৈনিকরাও সাগ্রহে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, "লাঠিটা বাঁকাতে শক্তির দরকার।"

আর একজন বলল, "আল্‌থিডেস্‌ তো শক্তিমান পুরুষ।"

"কিন্তু যথেষ্ট শক্তিমান নয়।"

টারজন পুনরায় ধনুকে জ্যা রোপন করে সিংহের মাথা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। সমবেত সকলে সোচ্চারে তার প্রশংসা করতে লাগল।

আল্‌থিডেস্‌ মাথা চুলকে বলল, "এবার তোমাকে লক-আপে ঢোকাতে হবে, নইলে বুড়ো টমোস এই দেয়ালে আমার মাথা ভাঙবে। কিন্তু এটা চালানো আমাকে শিখতেই হবে। তুমি ঠিক বলছ, তোমরা যাকে ধনুক বল সেটাকে বাঁকাতে কোন কৌশল লাগে না?"

টারজন জোর দিয়ে বলল, "আরে না না, কৌশল কিছু নেই। বরং একটা হাল্কা ধনুক তৈরি করে নাও, কাজটা সহজ হবে। অথবা মাল-মশলা এনে দিও, আমিই বানিয়ে দেব।"

আল্‌থিডেস্‌ সোৎসাহে বলল, "তাই এনে দেব। এবার লক-আপে চল।"

একটি রক্ষী চত্বর পেরিয়ে অপর একটা বাড়িতে টারজনকে নিয়ে গেল। টর্চের আলোয় যে ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিল সেখানে আরও একটি লোককে সে দেখতে পেল। ভারী দরজায় তালা লাগিয়ে রক্ষীরা চলে গেল।

ঘর অন্ধকার। টারজন সঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হায়রে, স্বর্ণ-শহরের এই সুদূর কারাগারে না জানি নিয়তি তাকে কার সঙ্গী করে পাঠিয়েছে!

৬—ঈশ্বরের লেজে পা

টর্চ না থাকায় ঘরটা খুব অন্ধকার। তবু সময় নষ্ট না করে টারজন তখনই ঘরটি পরীক্ষা করতে শুরু করল। প্রথমেই গেল দরজার কাছে। শক্ত কাঠের দরজা; চোখ সমান উঁচুতে একটা ছোট চৌকো গর্ত। ভিতরে কোন ছিটকিনি বা তালা নেই। বাইরে কি আছে সেটাও বুঝবার উপায় নেই।

সেখান থেকে দেয়াল বরাবর ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। সে জানে, ঘরের অপর লোকটি দূর কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। তার নিঃশ্বাসের শব্দ এখনও কানে আসছে।

পিছনের দেয়ালের উপরের দিকে একটা ছোট জানালা আছে। ঘরটা এত অন্ধকার যে জানালাটা বাইরে খুলেছে, না, পাশে আর একটা ঘর আছে সেটাও

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া, জানালাটা এতই ছোট যে তার ভিতর দিয়ে একটা মানুষ গলে যেতে পারবে না।

অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল, "কি করছ?"

"ঘরটা পরীক্ষা করে দেখছি," টারজন জবাব দিল।

"কোন লাভ হবে না; পালাবার পথ নেই। ওরা না নিয়ে গেলে বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।"

টারজন জবাব দিল না। বলার কিছু নেই। আর টারজন কথা বলে কম। ঘর পরীক্ষায় ক্ষান্ত দিয়ে সে কোণের বেঞ্চিটাতে গিয়ে বসল। শীত করছে, ঠাণ্ডা লাগছে, ক্ষিধে পেয়েছে; কিন্তু সে ভয় পায় নি, এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় বসে বসে তাই ভাবতে লাগল।

একসময় বেঞ্চিতে বসা অপর লোকটি বলল, "তুমি কে? ওরা যখন তোমাকে নিয়ে এল তখন টর্চের আলোয় দেখেছি তুমি কাথ্‌নি বা এথ্‌নির লোক নও।" লোকটির কণ্ঠস্বর কঠোর, বলার ভঙ্গী কঠিন। টারজন কোন জবাব দিল না। সহ-বন্দীটি রেগে গেল। "কি ব্যাপার? তুমি কি কালা না কি?"

টারজন এবার জবাব দিল, "কালা-বোবা কিছুই নই। ওভাবে চেঁচিয়ে কথা বলো না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লোকটি ভিন্ন স্বরে বলল, "এখানে হয় তো আমাদের অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে হবে। আমাদের তো বন্ধু হওয়াই ভাল।"

"তোমার যেমন ইচ্ছা," টারজন কাটা জবাব দিল।

লোকটি বলল, "আমার নাম ফোবেগ। তোমার?"

"টারজন।"

"তুমি কি কাথ্‌নির লোক, না এথ্‌নির?"

"কোনটাই না; আমি এসেছি সুদূর দক্ষিণের একটা দেশ থেকে।"

"সেখানে থাকাই তো ভাল ছিল," ফোবেগ বলল। "এই কাথ্‌নিতে এলে কেমন করে?"

"পথ হারিয়ে এসে পড়েছি," পুরো সত্য কথাটা টারজন বলতে চাইল না; তাতে কাথ্‌নির লোকদের একজন শত্রুর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই সে শুধু বলল, "বন্যার তোড়ে ভাসতে ভাসতে তোমাদের শহরে এসে পড়েছি। এখানে ওরা আমাকে বন্দী করেছে; ওদের অভিযোগ, আমি ওদের রাণীকে হত্যা করতে এসেছি।"

"অর্থাৎ ওদের ধারণা তুমি নেমোনকে হত্যা করতে এসেছ! কি জান, সেটা তোমার উদ্দেশ্য হোক আর নাই হোক, তাতে কোন তফাৎ হবে না।"

"তুমি কি বলতে চাও?" টারজন প্রশ্ন করল।

ফোবেগ বলল, "আমি বলতে চাই, যে কোন অবস্থায়ই নেমোনকে খুশি করতে ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।"

"নেমোন কি তোমাদের রাণী ?"

ফোবেগ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "ঈশ্বরের কেশরের নামে বলছি, সে রাণী তো বটেই, তার চাইতেও অনেক কিছু বেশী ! ওন্থার বা থেনারে আগে কখনও এমন রাণী হয় নি, আর ভবিষ্যতেও কখনও হবে না। মহাত্মার দাঁতের দিব্যি ! পুরোহিতরা, সেনাপতিরা, সদস্যরা, তার সামনে সকলেই তটস্থ !"

"কিন্তু আমি তো একজন নবাগত বিদেশী মাত্র ; পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়েছি। তাহলে রাণী আমার সর্বনাশ কেন চাইবে ?"

"কোন সাদা মানুষকে আমরা বন্দী করে রাখি না ; শুধু কালো মানুষদের ক্রীতদাস করে রাখি। তুমি যদি নারী হতে তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হত না ; আর সুন্দরী নারী হলে (অবশ্য যদি পরমা সুন্দরী না হও) তো বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই এখানে থাকতে পারতে। কিন্তু তুমি যে পুরুষ ; তাই নেমোনের জীবনের একঘেয়েমি কাটাবার জন্যই তার খুশির জন্য তোমাকে জীবন দিতে হবে।"

"আর পরমা সুন্দরী হলে কি হত ?" টারজন জানতে চাইল।

ফোবেগ অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে জবাব দিল, "নেমোন যদি তাকে দেখতে পায় তো অনেক কিছুই হতে পারে। রাণীর চাইতে বেশী সুন্দরী হওয়াটা নেমোনের বিচারে রাজদ্রোহের সামিল। আরে বাবা, স্ত্রী বা কন্যা সুন্দরী হলে এখানকার লোকরা তাদের লুকিয়ে রাখে।"

"রাণী কি সুন্দরী ?" টারজন প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, পরম দেবতার নামে বলছি, আমাদের রাণী পৃথিবীর সেরা সুন্দরী। কিন্তু—" এবার ফোবেগ গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কিন্তু সে একটি শয়তানী ! আমি যে এত বছর ধরে তার সেবা করেছি আমিও তার কাছে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না।"

টারজন শুধাল, "কোন্ অপরাধে তুমি এখানে এসেছ ?"

ফোবেগ বিষণ্ণ গলায় বলল, "ভুলক্রমে আমি ঈশ্বরের লেজে পা দিয়েছিলাম।"

লোকটির শপথগুলি শুনেই টারজনের খটকা লেগেছিল, কিন্তু এই শেষের কথা শুনে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তবু এবিষয়ে আর কোন প্রশ্ন না করে শুধু বলল, "আর তারই জন্য তোমার এই শাস্তি ?"

"এ তো কিছুই না," ফোবেগ বলল। "আমার শাস্তি কি হবে সেটা এখনও স্থির হয় নি। আমি দোষী কি নির্দোষ সেটা যদি নির্ণয় করা হয় কোন একজনের সঙ্গে সংঘর্ষে জয়-পরাজয় দিয়ে, তাহলে নিঃসন্দেহে আমিই

জিতব, কারণ সারা কাথ্‌নিতে আমার চাইতে ভাল তলোয়ার বা বর্শা চালাতে আর কেউ পারে না। কিন্তু আমাকে যদি লড়াই করতে হয় সিংহের সঙ্গে, তাহলে তো আমার জয়ের আশা খুবই কম। আর ভ্রূকুটি-কুটিল জারাটরের অনির্বাণ অগ্নির সম্মুখীন হলে যে কোন মানুষই তো দোষী।"

টারজন লোকটির ভাষা বুঝতে পারলেও তার কথার তাৎপর্য কিছুই তার বোধগম্য হচ্ছে না: রাণীর খুশির সঙ্গে ন্যায়-বিচারের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

সে যখন এইসব চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল, ঠিক সেই সময় বহুদূর দক্ষিণে আর একটি বন্য প্রাণী ঝড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে। তারপর দিনের আলো ফুটলে সে বাইরের রোদে বেরিয়ে এল। বন্য প্রাণীটি আর কেউ নয়—আমাদের পূর্ব-পরিচিত সোনালী কোট ও কালো কেশরওয়ালা সেই সিংহটি।

সকালের বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে একবার হাই তুলল, আড়মোড়া ভাঙল। লেজ নাড়তে নাড়তে চারদিকের বিশাল সাম্রাজ্যের দিকে তাকাতে লাগল। যে উঁচু জায়গাটাতে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে দেখতে পেল নীচে অনেক প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে—জেব্রা, জিরাফ, কুডু, হরিণ, আরও কত কি। বনের রাজা তখন ক্ষুধার্ত, বৃষ্টির জন্য গত রাতে কোন শিকার ধরা হয় নি। নতুন-ওঠা রোদে হলদে-সবুজ চোখ দুটো মিট্ মিট্ করতে করতে প্রাতরাশের খোঁজে নীচে নেমে গেল। আবার ঠিক সেই সময়ই দুটি সৈনিকের সঙ্গে একজন কালো ক্রীতদাস জঙ্গলের রাজার জন্য প্রাতরাশ নিয়ে কাথ্‌নির কারা-কক্ষে প্রবেশ করল।

তার পায়ের শব্দ পেয়ে টারজন ঠাণ্ডা মেঝের বিছানায় উঠে বসল; সেখানেই সে ঘুমিয়েছিল। ফোবেগ উঠে বসল কাঠের বেঞ্চিটাতে।

বলল, "ওরা আসছে; খাদ্য নিয়ে না মৃত্যু নিয়ে তা কে জানে।"

টারজন কোন কথা বলল না। দরজা খুলে ক্রীতদাস ঘরে ঢুকল খাদ্য ও পানীয় নিয়ে; সৈনিক দুটি দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে। তারা দুজনই নতুন; তবে টারজনের সব কথাই রাতের প্রহরীদের কাছে শুনেছে।

একজন বলে উঠল, "এটিই তাহলে সেই বন্য মানুষ!"

অপরজন বলল, "খুব সাবধানে থেকো ফোবেগ। আমি হলে তো একটা বুনো মানুষের সঙ্গে এক সেলে থাকতামই না।" নিজের তামাশায় সে নিজেই হেসে উঠল।

সশব্দে দরজা বন্ধ করে তারা তিনজনই চলে গেল। নতুন দৃষ্টিতে টারজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে ফোবেগ বলল, "তুমি তাহলে বন্য মানুষ? তা কতখানি বন্য?"

টারজন লোকটার দিকে ঘুরে বসল। তার কণ্ঠের চাপা বিদ্রূপ টারজনের

কানে লেগেছে। দিনের আলোয় এই প্রথম সে সঙ্গীটিকে দেখল। উচ্চতায় নিজের থেকে কয়েক ইঞ্চি ছোট হলেও লোকটির পেটা গড়ন, শক্ত কোমর ও পেশীবহুল দেহ; ওজনে তার চাইতে কয়েক পাউণ্ড বেশীই হবে। চোয়াল উঁচু, কপাল থ্যাবড়া, চোখ ছোট। টারজন নীরবে তাকে দেখতে লাগল।

ফোবেগ বলল, "জবাব দিচ্ছ না কেন?"

টারজন তিরস্কারের সুরে বলল, "বোকার মত কথা বলো না। কাল রাতেই বললে আমরা তো বন্ধু হতে পারি। কিন্তু একে অপরকে অপমান করে কি বন্ধু হওয়া যায়? খাবার এসেছে। এস, খাওয়া যাক।"

ফোবেগ অসন্তুষ্ট মনে খাবার পাত্রের মধ্যে একটা থাবা ঢুকিয়ে দিল। ছুরি, কাঁটা, বা চামচ না থাকায় টারজনকেও তাই করতে হল। খাদ্যবস্তু মাংস, তবে শক্ত, দড়ির মত, আধ-সিদ্ধ; একেবারে কাঁচা মাংস হলে বরং টারজনের সুবিধা হত।

একগাল মাংসকে চিবিয়ে ছাতু করে গিলে ফেলে ফোবেগ বলল, "কাল নির্ঘাৎ একটা বুড়ো সিংহ মরেছে—খুব বুড়ো।"

ফোবেগের কথায় কান না দিয়ে টারজন চুপচাপ বসে রইল। একে একে ছোটবেলার কথাগুলি তার মনে পড়তে লাগল। হিংস্র বানরী কালার লোমশ বুকের দুধ খেয়ে সে বড় হয়েছে। অরণ্য জীবনের সব বিপদ-আপদ থেকে সেই তো তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মনে পড়ল একটি অসহায় ছোট শিশুর জন্য তার মমতা ও অসীম ধৈর্যের কথা। সে তখন সবে দু'বছরে পড়েছে। না পারত গাছে গাছে ঝুলতে, না পারত মাটিতে হাঁটতে। পরে অবশ্য সব কিছুই সে শিখেছে; কারণ বুদ্ধি ও শক্তির উপরই তো নির্ভর করত তার জীবন।

পালক-পিতা বুড়ো টুবলাট-এর রাগের কথা মনে পড়তেই তার হাসি পেল। বুড়ো "বোঁচাকান" চিরদিনই টারজনকে অপছন্দ করত, কারণ তার শৈশবের অসহায়তার জন্য কালা আর কোন সন্তানকে পালন করার সময়ও পেত না। তাছাড়া টুবলাটের ধারণা ছিল যে দুর্বল-দেহ টারজন কোন দিনই শক্ত-সমর্থ হয়ে তার জাতির কোন কাজে লাগতে পারবে না। তাই সে চাইত টারজনকে মেরে ফেলা হোক; বুড়ো রাজা কেরচাক্‌কে দিয়ে টারজনের মৃত্যুর পরোয়ানা জারির চেষ্টাও সে করেছে। তাই টারজন বড় হবার পরে টুবলাটকে ঘৃণা করত, নানাভাবে তাকে বিরক্ত করত।

সেসব দিনের কথা মনে হলে এখন তার হাসি পায়; শুধু একটি গভীর দুঃখের কথা ছাড়া—সেটা কালার মৃত্যু। যদিও সেটা ঘটেছে অনেক পরে; টারজন তখন মানুষ হয়ে উঠেছে। তবু আজও কালার অভাব সে বোধ করে; বোধ করে একটিমাত্র মায়ের স্নেহের অভাব।

একে একে মনে পড়তে লাগল জঙ্গলের অন্য বন্ধুদের কথা। তার বন্ধুর

দলে ছিল অনেক বড় বড় বানর, ছিল হাতি টাণ্টার, ছিল সোনালী সিংহ জাদ-বাল্-জা, আর ছিল ছোট্ট নকিমা। বেচারি নকিমা! ছোট্ট বানরটিকে ফেলে রেখেই টারজনকে চলে আসতে হয়েছে, নইলে যে এই জল-ঝড়ে তার ঠাণ্ডা লেগে যেত।

জাদ্-বাল্-জাকে সঙ্গে না আনার জন্যও তার দুঃখ হতে লাগল; মানুষের সঙ্গ ছাড়া সে অনেক দিন কাটাতে পারে, কিন্তু বন্য পশুদের সঙ্গ ছাড়া তার বেশীদিন চলে না। টারজনের সেদিনটির কথা মনে পড়ে গেল যেদিন পুঁচকে সিংহ-শাবকটিকে ধরে এনে তাকে কুক্কুরী জা-র বুকের দুধ খাওয়াতে শিখিয়েছিল। কি সুন্দর ছিল সিংহের বাচ্চাটা। প্রথম থেকেই পুরোপুরি সিংহ যেন! সোনালী সিংহের সঙ্গে একত্রে শিকার করা, একসঙ্গে লড়াই করার দিনগুলির কথা মনে করে টারজন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৭—নেমোন

বিনা প্রতিবাদে কাথ্নির কারাকক্ষে ঢুকবার সময় টারজন ভেবেছিল যে পরদিন সকালেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হবে; নিদেন পক্ষে সেল থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর একবার সেল থেকে বের হতে পারলে আর যাতে সেখানে ফিরে যেতে না হয় সে ব্যবস্থা করবার মত শক্তি তার আছে।

কিন্তু পরদিন সকালে ওরা তাকে বাইরে নিয়ে যায় নি; তার পরদিনও নয়, এবং তার পরের দিনও নয়। সেও মুক্তির আশায় আশায় অপেক্ষা করেই আছে।

বন্দী হয়ে থাকাটা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ; বিশেষ করে ফোবেগের সঙ্গে। লোকটা মূর্খ, দাম্ভিক ও বিবাদপ্রবণ। তবু শান্তিতে থাকার খাতিরে টারজন তাকে সহ্য করে চলেছে, আর লোকটা ভাবছে ভয় পেয়েই টারজন চুপচাপ আছে। ফলে তার সদম্ভ আস্ফালন আরও বেড়ে গেছে; সে তো জানে না যে সে মৃত্যু নিয়ে খেলা করছে।

একসময় ফোবেগ ঠাট্টা করে বলল, "তোমার কাছ থেকে নেমোন বেশী কিছু খুশির রসদ পাবে বলে মনে হয় না।"

টারজন বলল, "বেশ তো, যেটুকু খামতি পড়ে সেটা তুমি পুষিয়ে দিও।"

ফোবেগ জোর গলায় বলে উঠল, "আরে, তা তো দেবই। আরে, রাণী যদি লড়াই-ই চায় তো এমন লড়াই দেখিয়ে দেব যা সে জীবনে দেখে নি।

আর তুমি! বাঃ! লড়াই দেখতে হলে তোমার সঙ্গে তো নামাতে হবে একটা বাচ্চা ছেলেকে। তোমার তো সাহস নেই; শিরায় রক্তের বদলে বইছে জল।"

তার কথাগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে টারজন দরজার গরাদে-দেওয়া ছোট্ট ফোকরটা দিয়ে একটুকরো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাতে ফোবেগ একেবারে ক্ষেপে গেল। চেঁচিয়ে বলল, "ভীরু কোথাকার! আমার কথার জবাব দিচ্ছ না কেন? একটু ভব্যতাও শেখ নি!" সে টারজনের দিকে এক পা এগিয়ে গেল।

টারজনও ক্রুদ্ধ লোকটার দিকে ঘুরে তার চোখে চোখ রেখে দাঁড়াল। মুখে কিছু বলল না, কিন্তু সে যে কি করতে চায় সেটা বোকা ফোবেগেরও বুঝতে অসুবিধা হল না। ফোবেগ ইতস্তত করতে লাগল।

কী যে ঘটে যেত তা কেউ জানে না। ঠিক সেই মুহূর্তে চারজন সৈনিক দরজাটা সপাটে খুলে ফেলল। তাদের একজন হাঁক দিল, "আমাদের সঙ্গে চলে এস—দুজনই।"

ফোবেগ বিষণ্ন মনে, আর টারজন নুমার মত অরণ্য মর্যাদার সঙ্গে তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল। চত্বর পেরিয়ে একটা দরজার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ বারান্দার শেষে একটা বড় ঘরে সকলে ঢুকল। সেখানে হস্তিদন্ত ও স্বর্ণখচিত পোশাকে সজ্জিত সাতজন অফিসার একটা টেবিলের ওপারে বসে ছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে টারজন চিনতে পারল—প্রবীণ টমোস ও তরুণ গেমনন।

ফোবেগ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এরা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক। টেবিলের ঠিক মাঝখানে বসেছে বুড়ো টমোস, রাণীর মন্ত্রী; সে তো রাণীকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু আমি মনে করি ও বুড়োটা তার যোগ্য নয়। তার ডাইনে বসেছে এরোট; সে আমার মত সাধারণ সৈনিকই ছিল, কিন্তু নেমোনের নজর পড়ায় সে এখন রাণীর প্রিয়পাত্র। রাণী অবশ্য তাকেও বিয়ে করবে না, কারণ কোন সম্ভ্রান্ত বংশে তার জন্ম হয় নি। তার বাঁ দিকে বসে আছে যুবক গেমনন। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে তার জন্ম; তার অধীনে যে সব সৈনিক কাজ করেছে তারা সকলেই বলে যে তার মত লোক হয় না।"

টারজন এতক্ষণ ঘরটাকেই ভাল করে দেখছিল। চার-দেয়ালের কাছাকাছি অনেকগুলো স্তম্ভের উপর ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে। অফিসারদের পিছন দিকে কাঁচের জানালা আর তিনটে দরজা। দরজাগুলিতে সুন্দর কারুকার্য; পালিশও খুব উঁচুদরের। তাতে সোনা ও হাতির দাঁতের মোজায়িক করা।

টমোসের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। একজন আণ্ডার-অফিসারকে নির্দেশ দিল, "বন্দীদের সামনে নিয়ে এস।"

বন্দীদের নিয়ে আণ্ডার-অফিসার টেবিলের এদিকে এসে দাঁড়াল।

টারজনের সঙ্গীকে দেখিয়ে টমোস শুধাল, "এটি কে ?"

"এর নাম ফোবেগ," আণ্ডার-অফিসার জবাব দিল।

"এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কি ?"

"দেবতা টুস্‌কে এ অপবিত্র করেছে।"

"অভিযোগ কে করেছে ?"

"প্রধান পুরোহিত।"

ফোবেগ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ওটা হঠাৎই ঘটে গিয়েছিল। আমি কোনরকম অশ্রদ্ধা দেখাই নি।"

"চুপ কর !" তার কথায় বাধা দিয়ে টমোস টারজনকে দেখিয়ে শুধাল, "আর ওটি ? ও কে ?"

জবাব দিল গেম্‌নন, "ও নিজের নাম বলেছে টারজন। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে যে রাতে ওকে বন্দী করা হয় তখনই ওকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম।"

টমোস বলল, 'ঠিক ঠিক, মনে পড়েছে। ওর হাতে একটা অদ্ভুত অস্ত্র ছিল।"

এরোট প্রশ্ন করল, "এর কথাই কি তুমি বলেছিলে যে নাকি রাণীকে হত্যা করতে এসেছে ?"

টমোস বলল, "হ্যাঁ এই সে লোক।"

এরোট বলল, "কিন্তু ওকে দেখে তো এথ্‌নির লোক বলে মনে হয় না।"

টারজন বলে উঠল, "আমি এথ্‌নির লোক নই।"

টমোস হুংকার দিল, "চুপ !"

টারজন তবু বলতে লাগল, "কেন চুপ করব ? আমার হয়ে কথা বলার তো এখানে আর কেউ নেই ; কাজেই আমার কথা আমাকেই বলতে হবে। আমি তোমাদের শত্রু নই ; আমার লোকদের সঙ্গে তোমাদের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহও নেই। তাই আমি আমার মুক্তি দাবী করছি।"

"ও দেখছি মুক্তি দাবী করছে," এরোট হেসে উঠে মুখ বাঁকিয়ে ঠাট্টার স্বরে কথাগুলি বলল ; "ক্রীতদাস চায় মুক্তি !"

রাগে লাল হয়ে টমোস আসন ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে দাঁড়াল। টেবিলের উপর একটা ঘুষি মারল। টারজনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "দেখ ক্রীতদাস, তোমাকে কিছু বলতে বললে তবেই কথা বলবে, অন্যথায় নয় ; মন্ত্রী টমোস যখন তোমাকে চুপ করতে বলেছে তখন চুপ কর।"

টারজন পাল্টা জবাব দিল, "আমি কথা বলেছি, আর দরকার হলে আবারও বলব।"

এরোট বলল, "দুর্বিনীত ক্রীতদাসকে চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দেবার পথ আমরা জানি।"

গেমনন বলল, "পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে লোকটি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছে। সে হয় তো আমাদের দেশের প্রথা-প্রকরণ জানে না, বা কে বড় কে ছোট তাও বুঝতে পারে নি। ওর সব কথা আমাদের শোনা উচিত। ও যদি এথ্‌নির লোক না হয়, আমাদের শত্রু না হয়, তাহলে কেন আমরা ওকে বন্দী করে রাখব? কেন ওকে শাস্তি দেব?"

টমোস বলল, "রাতের অন্ধকারে সে প্রাসাদে ঢুকেছিল। তার তো একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে—রাণীকে হত্যা করা। কাজেই তাকে মরতে হবেই। শুধু কিভাবে তার মৃত্যু ঘটানো হবে সেটা স্থির করবে আমাদের মাননীয়া মক্ষিরাণী রাণী মহোদয়া।"

গেমনন তবু আপত্তির সুরে বলল, "ও আমাদের বলেছে যে নদীর স্রোতে ভেসে এখানে চলে এসেছে। অন্ধকার রাতে কোথায় এসেছে না বুঝে হঠাৎই প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল।"

"গপ্‌পোটা ভালই, তবে বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

গেমনন বলল, "কেন বিশ্বাসযোগ্য নয়? আমার তো খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আমরাও জানি, সেই রাতের প্রচণ্ড বন্যায় কারও পক্ষেই সাঁতরে নদী পার হলেও তো তাকে স্বর্ণ-সেতুর উপর দিয়েই প্রাসাদে আসতে হত। কিন্তু সে সেতুতে সতর্ক প্রহরা থাকে, আর আমরা জানি যে রাতে কেউ সেতু পার হয় নি। তাই ওর কাহিনীটা আমি বিশ্বাস করি। কাজেই যতক্ষণ অন্যরকম প্রমাণ না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ দূর দেশ হতে আগত একজন সম্মানিত যোদ্ধার মত ব্যবহারই তার সঙ্গে আমাদের করা উচিত।"

এরোট অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, "যে লোক আমাদের রাণীকে হত্যা করতে এখানে এসেছে তার পক্ষ সমর্থনকারীদের দলে আমি নেই।"

টমোস হঠাৎ বলে উঠল, "অনেক তর্ক হয়েছে। লোকটির প্রতি সুবিচারই করা হবে এবং নেমোনের ইচ্ছানুসারেই তাকে নিকেশ করা হবে।"

তার কথা শেষ হতেই ঘরের একদিকের দরজা খুলে হাতির দাঁত ও সোনার ঝলমলে পোশাক পরিহিত একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল "রাণী!" বলেই আবার সরে গেল।

সবগুলো চোখ পড়ল দরজার দিকে; সম্ভ্রান্ত লোকগুলি উঠে দাঁড়াল; তারপর দরজার দিকে মুখ করে নতজানু হল। ফোবেগসহ রক্ষী সৈনিকরাও তাই করল। শুধু বানর-রাজ টারজন নতজানু হল না।

জনৈক রক্ষী গর্জন করে উঠল, "নীচু হ শেয়াল!" পরমুহূর্তেই মৃত্যু-কঠিন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রবেশ করল রাণী। অলসভাবে একবার চারদিকে তাকাল। তার চোখ পড়ল টারজনের উপর। ভুরু দুটি ঈষৎ কুঁচকে গেল। তার পিছন পিছন এল পালিশ-করা সোনা ও চকচকে হাতির দাঁতের ঝলমলে পোশাক পরে আধ ডজন সম্ভ্রান্ত লোক। সকলেই দরজা থেকে টেবিলের দিকে

এগিয়ে গেল। টারজনের দৃষ্টি আটকে রইল রাণীর দেহ-সৌন্দর্যের দিকে। সঙ্গীদের তুলনায় তার বেশভূষা অনেক সাদাসিধে; তার দেহ-সৌষ্ঠব পোশাকে যত না ঢাকা পড়েছে, প্রকাশ পেয়েছে তার চাইতে বেশী। তবে প্রকৃতিদত্ত রূপের আর কোন বাহ্যিক রূপকলার কোন প্রয়োজনই নেই। ফোবেগের বর্ণনার চাইতে রাণী অনেক বেশী সুন্দরী।

রাণী টারজনের আরও কাছে এসে দাঁড়াল; তখনই জঙ্গলের রাজার কাছে এ সত্য স্পষ্টতর হয়ে উঠল যে যে-কোন দেশ বা কালের বিচারেই সে এক আশ্চর্য সুন্দরী নারী। তথাপি টারজন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ রূপ কল্যাণময়ী, না সর্বনাশের প্রতিমূর্তি; তাকে দেখলে মনে হয় এ নারী আপোষ কাকে বলে তা জানে না—রাণী নেমোন হয় পুরোপুরি কল্যাণী, নয়তো পুরোপুরি শয়তানি।

তার উপর চোখ রেখেই রাণী ধীরে ধীরে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল; টারজন কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তার চোখের পাতা নামাল না। নেমোনের ভ্রূ-ভঙ্গী কুটিলতর হল, কিন্তু তাতে ক্রোধের কোন প্রকাশ নেই; হয়তো প্রকাশ পেয়েছে কিছুটা আগ্রহ, কিছু বা খুশির আভাষ।

রাণী দাঁড়াল। নতজানু সম্ভ্রান্ত লোকদের বলল, "উঠে দাঁড়াও!" দুটি মাত্র শব্দে টারজনের মনের মধ্যে একটা শিহরণ খেলে গেল। সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রোঞ্জ মূর্তিটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাণী জানতে চাইল, "কে এই মানুষ যে নেমোনের সম্মুখেও নতজানু হয় নি?"

টমোসের মুখ আবার রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। সক্রোধে বলে উঠল, "লোকটা যেমন মূর্খ, তেমনি অশালীন ও অসভ্য রাণী। তবে ওর তো মৃত্যু আসন্ন, কাজেই"—

নেমোন বাধা দিল, "কেন ওর মৃত্যু আসন্ন? আর কি ভাবেই বা ওর মৃত্যু হবে?"

টমোস বুঝিয়ে বলল, "ওকে মরতে হবে কারণ গভীর রাতে ও এসেছিল ইরোব ম্যাজেস্টিকে হত্যা করতে। অবশ্য কি ভাবে ওর মৃত্যু হবে সেটা তো রাণীরই হাতে।"

দীর্ঘ পল্লবে ঢাকা কালো চোখ তুলে রাণী টারজনের দিকে তাকাল। দেখল তার ব্রোঞ্জ রঙের চামড়া, আর আবর্তিত মাংসপেশীসমৃদ্ধ দেহ। শুধাল, "তুমি নতজানু হলে না কেন?"

টারজন নির্ভয়ে জবাব দিল, "ওরা বলেছে তুমি আমাকে মেরে ফেলবে, তাহলে তোমার সামনে আমি নতজানু হব কেন? তুমি তো আমার রাণী নও? তাহলে আমি বানরদের রাজা টারজন তোমার কাছে নতজানু হবে কেন?"

টমোস চীৎকার করে উঠল, "থাম! তোমার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

মূর্খ ক্রীতদাস, অসভ্য বর্বর, তুমি কি জান না যে রাণী নেমোনের সঙ্গে কথা বলছ ?"

টারজন কোন জবাব দিল না ; টমোসের দিকে ফিরেও তাকাল না ; তার দুই চোখ নেমোনের উপর নিবদ্ধ। রাণী তাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু রূপ দিয়ে কি শয়তানি দিয়ে তা সে জানে না। সে শুধু জানে, অগ্নি-দেবতার প্রধান সেবিকা লা ভিন্ন আর কোন নারী তার মনে এত আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে নি।

আণ্ডার অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে টমোস হুকুম করল, "ওদের এখান থেকে নিয়ে যাও ; মৃত্যুর ব্যবস্থা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেলেই আটকে রাখবে।"

নেমোন বলল, "দাঁড়াও। এই লোকটি সম্পর্কে আমি আরও কিছু জানতে চাই।" টারজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আদর-ভরা সরল গলায় বলল, "তাহলে তুমি আমাকে মেরে ফেলতেই এসেছিলে ?" সেই মুহূর্তে টারজনের মনে হল, একটা বিড়ালি যেন তার শিকার নিয়ে খেলা করছে। তারা হয়তো এ কাজে একজন ভাল লোককে পাঠিয়েছে। তোমাকে দেখে তো একজন যোদ্ধা বলেই মনে হয়।"

টারজন জবাব দিল, "একজন স্ত্রীলোককে মারতে যোদ্ধার দরকার হয় না। আমি স্ত্রীলোককে মারি না। তোমাকে মারতে আমি এখানে আসি নি।"

রেশম-কোমল গলায় রাণী প্রশ্ন করল, "তাহলে কেন তুমি ওন্‌থারে এসেছিলে ?"

টমোসের দিকে মাথাটা নেড়ে টারজন জবাব দিল, "ওই লাল-মুখ বুড়োকে তো সেকথা দু'বার বলেছি। ওকেই জিজ্ঞাসা কর, যারা আমাকে মেরে ফেলাই স্থির করেছে তাদের কাছে আমি আর কৈফিয়ৎ দিতে পারি না।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে টমোস তার ছোট তরবারি অর্ধ-কোষমুক্ত করে বলল, "ওকে শেষ করে দেবার হুকুম দাও রাণী। আমাদের প্রিয় রাণীর প্রতি যে অসম্মান দেখিয়েছে এই মুহূর্তে আমি তাকে মুছে ফেলতে চাই।"

টারজনের কথায় নেমোনের মুখও রাগে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে সংযম হারাল না। ঠাণ্ডা গলায় হুকুম দিল, "তরবারি কোষবদ্ধ কর টমোস। কখন অসম্মান হয়, কখন কি করতে হয় সেটা স্থির করার যোগ্যতা নেমোনের আছে। লোকটি দুর্বিনীত বটে, কিন্তু আমার তো মনে হয় সে যদি কাউকে অসম্মান করে থাকে তো টমোসকেই করেছে, নেমোনকে নয়। যাই হোক, এই হঠকারিতার শাস্তিও সে পাবে। অপর লোকটি কে ?"

এবার জবাব দিল এরোট, "ও একজন মন্দির-রক্ষী, নাম ফোবেগ। ও দেবতা টুস্‌কে অপবিত্র করেছে।"

নেমোন বলল, "সিংহ-ক্ষেত্রে ওদের দুজনের লড়াই দেখতে আমাদের বেশ

মজাই লাগবে। দেবতা টুস্-এর দেওয়া দেহ ছাড়া অপর কোন অস্ত্র ছাড়াই ওদের যুদ্ধ করতে হবে। যে জিতবে সে মুক্তি পাবে।" মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে আবার বলল, "শর্তসাপেক্ষ মুক্তি। নিয়ে যাও ওদের!"

৮—সিংহ-ক্ষেত্র

টারজন ও ফোবেগ তাদের ছোট পাথরের সেলে চলে গেল; টারজন তখনও পালাল না। পালাবার কোনরকম সুযোগও ছিল না, কারণ রক্ষীরা ছিল দ্বিগুণ সতর্ক; দু'দিক থেকে দুটো বর্শা সব সময় তার উপর উদ্যত ছিল।

ফোবেগকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। সম্ভ্রান্ত লোকদের সামনে কিংবা নেমোনের সামনে টারজনের উদাসীনতা ও অকুতোভয়তা দেখে লোকটি সম্পর্কে ফোবেগের ধারণাই বদলে গেছে। টারজন হয় খুব সাহসী, নয় তো খুব বোকা। হে দেবতা, লোকটা যেন বোকাই হয়, কারণ হয়তো আগামী কালই সিংহ-ক্ষেত্রে তাদের দুজনের লড়াই হবে।

ফোবেগ তিক্ত গলায় বলল, "ব্যাপারটা নিশ্চয় কালই ঘটবে।"

"কোন্ ব্যাপারটা?" টারজন শুধাল।

খুশি মুখে ফোবেগ বলল, "যে যুদ্ধে আমি তোমাকে শেষ করব।"

টারজন ঠাট্টার সুরে হলেও গম্ভীর গলায় বলল, "আচ্ছা ফোবেগ, তুমি তাহলে আমাকে মেরে ফেলবে? তুমি না আমার বন্ধু?"

ফোবেগ বলল, "আরে, ব্যাপারটা বেশীক্ষণ গড়াবে না; তোমাকে বেশীক্ষণ কষ্ট দেব না।"

জঙ্গলের রাজা এবার একটু হেসে বলল, "কিন্তু ধর, আমি যদি তোমাকে শেষ করে দিই, তাহলে রাণী খুশি হবে তো?"

ফোবেগ হো-হো করে হেসে উঠল; বলল, "না, তুমি দেখছি বড়ই সাদাসিধে; এই বিপদের মুখেও তোমার মুখে ঠাট্টার কথা বের হচ্ছে। ভারী মজা তো!"

টারজন বলল, "আশা করি, তোমার এই মজাটা কাল সকালেও থাকবে।"

পরদিন সকাল হতেই দুজন ক্রীতদাস ও একজন রক্ষী বড় মাপের প্রাতরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকল। রক্ষী বলল, "পেট ভরে খেয়ে নাও, যাতে ভালভাবে লড়াই করে রাণীকে খুশি করতে পার। তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের হয় তো এটাই শেষ খাবার।"

টারজনের দিকে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ফোবেগ বলল, "ওরই এটা শেষ খাবার।"

রক্ষী বলল, "বাইরে সেই মর্মেই বাজী ধরা চলছে, কিন্তু সঠিক করে তো কিছুই বলা যায় না। নবাগত লোকটিও দীর্ঘদেহী ; দেখে মনে হয় বেশ শক্তি রাখে।"

মন্দির-রক্ষী বলল, "ফোবেগের চাইতে শক্তিশালী আর কেউ নেই।"

রক্ষী কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "হয় তো তাই, কিন্তু আমি তোমাদের কারও উপরেই বাজী ধরছি না।"

দরজায় তালা লাগিয়ে লোকটি চলে গেল।

এক ঘণ্টা পরে একদল সৈনিক এসে টারজন ও ফোবেগকে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে চলল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সারিবদ্ধ পুরনো গাছে ঢাকা পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল। দুই পাশে সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সাদা ও সোনালী রঙের বাড়ি ; সোনালী গম্বুজওয়ালা বিরাট তিন-তলা প্রাসাদ।

সমাবেশ দেখতে দলে দলে লোক অপেক্ষা করে আছে। বর্শায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দলে দলে সৈনিক। নাগরিকদের সাজসজ্জা আর বাড়িগুলির স্থাপত্য—দুইই দেখবার মত। সকলের পরিধানে সৈনিকদের বক্ষস্ত্রাণের মতই ঘাঘরা বা ফতুয়ার মত জামা। মেয়েরা পরেছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত ঝোলানো খাটো ঘাঘরা—লোম, কাপড়, বা চামড়া দিয়ে তৈরি। বুকের উপর একটা করে কাঁচুলি বাঁধা ; সারা দেহে অলংকার।

পথের শেষে বড় স্বর্ণ-সেতুটা টারজনের নজরে পড়ল। সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি কী চমৎকার সেই সেতু। সেতুর দুই পারেই সোনার সিংহ বীরদর্পে বসে আছে।

সিংহ-ক্ষেত্র নামে পরিচিত একটা সমতল ভূমিতে বহু দর্শক এসে জমা হয়েছে। রক্ষীরা দুই যোদ্ধাকে সেই দিকে নিয়ে চলল।

সমতলভূমির মাঝখানে বিশ বা ত্রিশ ফুট মাটি খুঁড়ে নীচে একটা ডিম্বাকৃতি মল্ল-ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। সেই মাটি গর্তের চারদিকে ফেলে ক্রমশ উঁচু করা হয়েছে এবং তার উপরে সারি সারি পাথর বসিয়ে লোকের বসার আসন বানানো হয়েছে। মল্ল-ক্ষেত্রের পূবদিকে বেশ কিছুটা চওড়া একটা রাস্তার মত নীচে নেমে গেছে আর সেটার ঠিক উপরে একটা খিলান মত তৈরি করে সেখানে রাণী ও উচ্চপদস্থ লোকদের আসন বানানো হয়েছে।

খিলানের নীচ দিয়ে মল্ল-ক্ষেত্রের দিকে নামবার সময় টারজন দেখল, প্রায় অর্ধেক আসন এর মধ্যেই ভর্তি হয়ে গেছে। লোকগুলো খাচ্ছে, হাসছে, কথা বলছে। নিশ্চয় এটা একটা মহাফূর্তির দিন। সে ফোবেগের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। ফোবেগ বলল, "বর্ষাকাল শেষ হলে প্রতি বছরই একটা অনুষ্ঠান হয় ; এটা তারই অংশ।"

ইতিমধ্যে শহরের দিক থেকে ঢাক ও শিঙার শব্দ ভেসে এল। ফোবেগ চীৎকার করে উঠল, "ঐ তারা আসছে।"

"কারা?" টারজন শুধাল।

"রাণী ও সিংহ-পুরুষরা।"

"সিংহ-পুরুষ আবার কারা?"

ফোবেগ বোঝাতে লাগল, "সম্ভ্রান্ত লোকরা; সাধারণত বংশগত সম্ভ্রান্ত লোকরাই সিংহ-প্রজাতির সদস্য হতে পারে।"

বাজনা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কাছে এলে একেবারে কানে তালা লাগবার উপক্রম। ঢালু জায়গা বেয়ে বাজনাদাররা মল্ল-ক্ষেত্রের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল হৈ-হট্টগোল। আগে থেকেই হাজার লোক আসন দখল করে বসেছিল; এবার আরও হাজার হাজার লোক এসে সেখানে আসন নিতে চেষ্টা শুরু করে দিল।

বাজনার পরেই মার্চ করে এল একদল সৈনিক; প্রত্যেকের বর্শার মাথায় উড়ছে রঙিন পতাকা। দৃশ্য মনোরম, কিন্তু এর পরে যা এল তার তুলনায় কিছুই নয়।

সৈনিকদের কয়েক গজ পিছনেই এল চার সিংহে টানা সোনার রথ, তার উপরে লোম ও বিচিত্র রঙের কাপড়ে সাজানো আসনে অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে বসে আছে রাণী নেমোন। ষোলটি কালো ক্রীতদাস ধরে আছে সিংহের রাশ; রথের দুই পাশে মার্চ করে চলেছে সোনা ও হাতির দাঁতের ঝকঝকে পোশাক পরা দু'জন করে সম্ভ্রান্ত লোক; দীর্ঘদেহী একটি কালো মানুষ একটা বড় লাল ছাতা ধরে আছে রাণীর মাথায়। রথের পিছনের চাকার উপরকার ছোট ছোট আসনে বসে দুটি ক্ষুদ্রকায় মূর রাণীকে বাতাস করছে।

রথ ও তার আরোহিনীকে দেখামাত্রই সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়েই আবার নতজানু হয়ে রাণীকে অভিবাদন জানাল। রথ ধীরে ধীরে মল্ল-ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে লাগল, আর সমবেত জনতার প্রশংসা-ধ্বনি যেন ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়তে লাগল।

নেমোনের রথের পিছনে মার্চ করে এল আর একদল সৈনিক; তাদের পিছনে এল অনেকগুলি সুসজ্জিত কাঠের রথ; তার প্রত্যেকটিতে দুটো করে সিংহ আর চালক একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তাদের পিছনে পায়ে হেঁটে চলল একদল সম্ভ্রান্ত লোক, আর সব পিছনে দেখা গেল তৃতীয় সৈনিকদলকে।

শোভাযাত্রা মল্ল-ক্ষেত্রে পৌঁছবার পরে নেমোন রথ থেকে নেমে সমবেত সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তার নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসল। অন্য সকলেই যার-যার আসন গ্রহণ করল।

শুরু হল প্রদর্শনী খেলা। প্রথমেই দ্রুত তালে চলতে লাগল ছুরি নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, নানা রকম ক্রীড়া-কৌশল ও দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রতিটি

খেলার উপরেই বাজি ধরা চলতে লাগল। গোটা স্টেডিয়াম হাঁকাহাঁকি, গাল-মন্দ, আর্তনাদ, শিস, অট্টহাসি ও প্রশংসা ধ্বনিতে যেন ফেটে পড়তে লাগল।

নেমোন ও সম্ভ্রান্ত লোকদের আসনেও বহু টাকার হাত বদল হতে লাগল। রাণী স্বয়ং একজন পাকা জুয়াড়ি; সে যখন জেতে তখনও হাসে, আবার যখন হারে তখনও হাসে।

ছোটখাট খেলা শেষ হলে শুরু হল রথের দৌড়। এবারে বাজীতে টাকার অংক অনেক বেশী; নরনারী নির্বিশেষে সকলেই যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে।

সব শেষে ফোবেগ উচ্চকণ্ঠে বলল, "এবার সকলে দেখার মত একটা কিছু দেখতে পাবে। এটা দেখার জন্যই তো সকলে অপেক্ষা করে আছে। তো—তারা নিরাশ হবে না। দেখ বাপু, তোমার যদি কোন দেবতা থাকে তো এই বেলা প্রার্থনাটা সেরে নাও, কারণ তোমার মৃত্যু আসন্ন।"

"তুমি যখন আমাকে তাড়া করবে তখন কি একটি বারের জন্যও আমাকে মল্ল-ক্ষেত্রটা ঘুরে দেখতে দেবে না?"

৯—মৃত্যু! মৃত্যু!

বড় খেলা শুরু হবার আগে সাময়িক বিরতি। এককুড়ি ক্রীতদাস মল্ল-ক্ষেত্র পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেছে। দর্শকদের মধ্যে কেউ উঠে দাঁড়িয়েছে, কেউ শরীরের আড়মোড়া ভাঙছে; সম্ভ্রান্ত লোকরা আসন থেকে আসনে ঘুরে ঘুরে কথাবার্তা বলছে। বহুকণ্ঠের কলকোলাহলে স্টেডিয়াম মুখরিত।

বেজে উঠল শিঙা। সৈনিকরা টারজন ও ফোবেগকে সঙ্গে নিয়ে মল্ল-ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরতে লাগল, যাতে দর্শকরা দুজনকে ভালভাবে দেখে কে কার উপর বাজি ধরবে সেটা স্থির করতে পারে। রাণীর আসনের সামনে দিয়ে যাবার সময় নেমোন আধ-বোজা চোখে নবাগত লোকটিকে ও মোটা কাথ্‌নীয়কে ভাল করে লক্ষ্য করল।

রাণীর প্রীতিভাজন এরোট সেটা লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলল, "নবাগতের উপর আমি বাজি ধরছি এক হাজার ড্রাক্‌মা।"

অপর একজন সম্ভ্রান্ত লোক সাগ্রহে বলল, "আমিও নবাগতের উপরেই বাজি ধরছি।"

"আমিও তাই," নেমোন বলল।

এরোট ও অন্য সকলে বিস্মিত হল। তারা তো জানে নবাগত হারবে; জেনে শুনেই রাণীকে জিতিয়ে দেবার জন্যই তারা টারজনের উপর বাজি ধরেছে।

এরোট রাণীকে বলল, "তুমি যে সব টাকা হারবে।"

"তাহলে তুমি নবাগতের উপর বাজি ধরলে কেন?" রাণী জানতে চাইল।

এরোট তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "অপর দিকে পাল্লাটা এতই ভারী যে একটা সুযোগ নেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

"এখন কি রকম যাচ্ছে?"

"এক শ'তে এক।"

হাতের ছুরিটা নাচাতে নাচাতে নেমোন বলল, "তুমি কি মনে কর নবাগতের জিতবার সম্ভাবনা এক শ' ভাগের এক ভাগও নেই?"

এরোট বলল, "ফোবেগ কাথ্নির সবচাইতে শক্তিমান মানুষ। আমি সত্যি মনে করি যে নবাগতের জেতার কোন সম্ভাবনাই নেই; এর মধ্যেই সে তো প্রায় মরে বসে আছে।"

নীচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে নেমোন বলল, "তাই যদি তোমার মনের কথা হয় তাহলে তো ফোবেগের উপর বাজি ধরাই তোমার উচিত। আমি নবাগতের উপর বাজি ধরছি ১০০,০০০ ড্রাক্‌মা। তোমার কি অভিমত?"

এরোট বলল, "আমি চাই আমার রাণী তার উপর বৃথা টাকা ঢালবেন না। আমার প্রিয় রাণীকে হারতে দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়।"

"তুমি বড় বাজে কথা বল," অধৈর্য গলায় কথাটা বলে রাণী জঙ্গলের রাজার দিকে তাকাল, "ওর শরীরের গঠনটা খুব সুন্দর; আর অপর লোকটির চাইতে দীর্ঘতরও বটে।"

এরোট পুনরায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "কিন্তু ফোবেগের মাংসপেশীর দিকে তাকিয়ে দেখ। এই ফোবেগ অনেক মানুষ মেরেছে; সকলে বলে, সে নাকি প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় মুচড়ে শিরদাঁড়া ভেঙে দেয়।"

"দেখাই যাক," এর বেশী কিছুই রাণী বলল না।

এদিকে রাণীর আসন থেকে স্বল্প দূরে লোক দুটিকে মল্ল-ক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে স্টেডিয়ামের ক্যাপ্টেন লড়াইয়ের নিয়মগুলি তাদের জানিয়ে দিল। খুবই সরল নিয়ম: তাদের মল্ল-ক্ষেত্রের মধ্যে থাকতে হবে, এবং খালি হাতে একে অন্যকে হত্যা করার চেষ্টা করবে, অবশ্য কনুই, হাঁটু, পা, বা দাঁত ব্যবহারে কোন নিষেধ নেই।

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল, "শিঙা বাজলেই তোমরা লড়াই শুরু করতে পার। দেবতা টুস্ তোমাদের সহায় হোন।"

দু'জনের মাঝখানে দশ পায়ের দূরত্ব। এখন নির্দেশের অপেক্ষা। ফোবেগ বুক ফুলিয়ে তার উপর কিল মারছে; হাত বাঁকিয়ে বাইসেপের পেশীকে ফুলিয়ে

একটা বড় গিঁট-পাকানো বলের মত করে তুলছে। লাফ-ঝাঁপ করে পায়ের পেশীকে গরম করে নিচ্ছে। সকলেরই মনোযোগ তার দিকে।

টারজন কিন্তু পেশীকে শিথিল করে দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সমবেত জনতা সম্পর্কে সে নির্বিকার; শুধু তার চোখ ও কান সদাসতর্ক, শিঙা বেজে উঠলে সে শব্দ সেই প্রথম শুনতে পাবে। টারজন প্রস্তুত!

শিঙা বেজে উঠল। সারা রঙ্গালয় উৎকণ্ঠায় নিশ্চুপ। দুজন এগিয়ে গেল দুজনের দিকে। ফোবেগ গর্বোদ্ধত, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। টারজনের গতি সিংহের মত সহজ, সাবলীল।

মন্দির-রক্ষী চীৎকার করে বলল, "প্রার্থনাটা সেরে নাও বাপু; এখনই তো মারা পড়বে আমার হাতে।"

ফোবেগ টারজনের একেবারে কাছে এগিয়ে গেল। টারজন গলাটা বাড়িয়ে দিল। ফোবেগ সেটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন দুই হাতের মুঠো এক করে হঠাৎ সেটাকে তুলে সজোরে আঘাত করল ফোবেগের থুত্‌নিতে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে দিল। ফোবেগের ভারী দেহটা সবেগে ছিটকে গেল ডজন-খানেক পা দূরে; সে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

হতভম্ব জনতার মুখ থেকে একটা সবিস্ময় আর্তনাদ বেরিয়ে এল। যারা টারজনের উপর বাজি ধরেছিল তারা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

ফোবেগ কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তীব্র ক্রোধে মুখখানা লাল। গর্জে উঠে সে আবার টারজনকে আক্রমণ করল, "আর রেহাই নেই। এবার তোকে শেষ করব।"

"মৃত্যু! মৃত্যু!" ফোবেগের সমর্থকরা চেঁচাতে লাগল। "মৃত্যু! মৃত্যু! আমরা চাই মৃত্যু!"

লঘু পদক্ষেপে এক পাশে সরে গিয়ে টারজন নীচু গলায় বলল, "প্রথমে আমাকে একটু ছুঁড়েও দেবে না?"

"না! মৃত্যু চাই! মৃত্যু!"

টারজন তার বাড়ানো হাত দুটি চেপে ধরে দুই দিকে সরিয়ে দিল; তারপরেই একটা ব্রোঞ্জকঠিন হাত ফোবেগের গলাটা চেপে ধরল; পরমুহূর্তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে টারজন প্রতিপক্ষকে মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল। ফোবেগ সবেগে মল্ল-ক্ষেত্রের উপর ছিটকে পড়ল।

নেমোন বাক্সির আসনে ঝুঁকে বসল; তার চোখ দুটো জ্বলছে; বুকটা উঠছে-নামছে। অন্য অনেকের মতই এরোটের বুকটা যেন চেপে বসেছে। তার দিকে তাকিয়ে রাণী শুধাল, "কাথ্‌নির সব চাইতে বলশালী লোকটার উপর আরও কিছু বাজি ধরবে নাকি?"

এরোটের ঠোঁটে করুণ হাসি। বলল, "লড়াই তো সবে শুরু হয়েছে।"

"কিন্তু এর মধ্যেই তো শেষ হবার পথে।" রাণীর কণ্ঠস্বরে পরিহাস।

আরও কিছুক্ষণ চলল। প্রতিবারে প্রতি চালেই টারজনের জিত। শেষ বারে ফোবেগের হাত ধরে তাকে কাঁধের উপর তুলে টারজন সজোরে তাকে আছাড় মারল।

এবার ফোবেগের উঠতেও কষ্ট হচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠে বসল। টারজন তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার গলার মধ্যে পশুর মত একটা গর্-গর্-র্ আওয়াজ হচ্ছে। হঠাৎ নীচু হয়ে ফোবেগকে আবার মাথার উপর তুলে ধরে রাণীর আসনের আরও কিছুটা কাছে ছুঁড়ে দিল। সিংহ যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে টারজনও তেমনি আরও দু'বার ফোবেগকে তুলে ধরে আরও কাছে ছুঁড়ে দিল। জনতা এবার চীৎকার করে টারজনকেই বলল ফোবেগকে হত্যা করতে। হায় কাথ্‌নির বীর শ্রেষ্ঠ ফোবেগ!

টারজন আবারও ফোবেগের দেহটা মাথার উপর তুলে নিল। অসহায় ফোবেগ বৃথাই হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। টারজন মল্ল-ক্ষেত্রের একপ্রান্তে রাণীর আসনের কাছে পৌছে ভারী দেহটাকে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

বলল, "তোমাদের শক্তিমানকে ফিরিয়ে নাও। টারজনের ওকে কোন দরকার নেই।"

কী আশ্চর্য, হায়েনার মত চীৎকার করতে করতে জনতা সেই দেহটাকে আবার মল্ল-ক্ষেত্রের মধ্যেই ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, "ওকে মেরে ফেল! মেরে ফেল!"

আসন থেকে ঝুঁকে নেমোনও চেঁচিয়ে বলল, "ওকে মেরে ফেল! মেরে ফেল।"

বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন ফিরে চলল।

জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক হুকুম দিল, "ওকে মেরে ফেল ক্রীতদাস।"

টারজন জবাব দিল, "আমি ওকে মারব না।"

নেমোন উত্তেজনায় লাল হয়ে আসনে উঠে দাঁড়াল। টারজন মুখ তুলতেই বলল, "টারজন! কেন তুমি ওকে মারবে না?"

টারজন পাল্টা প্রশ্ন করল, "কেন মারব? ও তো আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমি হত্যা করি কেবল আত্মরক্ষা বা খাদ্যের জন্য; কিন্তু আমি তো মানুষের মাংস খাই না, কাজেই ওকে মেরে ফেলব কেন?"

অসহায় ফোবেগ ক্ষত-বিক্ষত দেহে মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়াল। শুনতে পেল, নিষ্ঠুর জনতা তার মৃত্যুর দাবীতে চীৎকার করছে। কয়েক পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতিপক্ষ; বহু দূর হতে ভেসে আসা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের মত সে যেন শুনতে পেয়েছে ঐ লোকটি তাকে বধ করতে রাজী হয় নি।

ফোবেগের রক্তবর্ণ চোখ দুটি একবার মল্ল-ক্ষেত্রের চারদিকে ঘুরে গেল;

কিন্তু বিশেষ কাউকে সে খুঁজছে না; সে তো জানে ওদের কাছে সে পাবে না সহানুভূতি, পাবে না করুণা, এমন কি একটি বন্ধুও না।

ওদিকে এরোট তখন চীৎকার করে বলছে, "ওকে হত্যা কর! এটা রাণীর আদেশ।"

টারজন মুখ তুলে তাকাল; বলল, "যাকে তার মারতে ইচ্ছা হয় টারজন শুধু তাকেই মারে। ফোবেগকে আমি মারব না।"

এরোট চীৎকার করে উঠল, "তুমি মূর্খ! কেন বুঝতে পারছ না যে এটা রাণীর ইচ্ছা। এটা রাণীর হুকুম। সে হুকুম অমান্য করে কেউ বাঁচতে পারে না।"

"ওকে হত্যা করাই যদি রাণীর ইচ্ছা তাহলে সে কেন তোমাকে পাঠাচ্ছে না সে কাজটা করতে? সে তোমার রাণী, আমার নয়।" টারজনের কণ্ঠস্বরে না আছে ভয়, না আছে শ্রদ্ধা।

এরোটের মুখে আতংকের ছায়া। রাণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই উদ্ধত বর্বরটাকে শেষ করে দেবার হুকুম কি দেব?"

নেমোন মাথা নাড়ল। তার মুখে অজ্ঞাত রহস্যের আবরণ, কিন্তু দুই চোখে এক বিচিত্র অগ্নি-জ্বালা। বলল, "দুজনকেই আমরা জীবন ফিরিয়ে দিলাম। ফোবেগকে মুক্ত করে দাও। আর অপরজনকে প্রাসাদে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে রাণী উঠে পড়ল।

সিংহ-ক্ষেত্রের অনেক মাইল দক্ষিণে ওনথার উপত্যকায় একটি সিংহ তখন অরণ্যের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে। কখনও এদিকে ছুটছে, কখনও ওদিকে; একটা হতবুদ্ধি ভাব; কখনও মাটিতে নাক ঘষছে। আবার কখনও বা আকাশের দিকে নাক বাড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে যেন কাকে খুঁজছে। একবার সে মাথা তুলে এমনভাবে গর্জন করে উঠল যে মাটি কাঁপতে লাগল, আর বানর "মানু" তার ভাই-বোনদের নিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। অনেক দূরে একটা হাতি ডেকে উঠল; তারপরেই জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধতা।

১০—রাণীর প্রাসাদে

একজন আণ্ডার-অফিসারের নেতৃত্বে একদল সাধারণ সৈনিক টারজনকে সঙ্গে করে স্টেডিয়ামে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেখান থেকে সে শহরে ফিরল সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গী হয়ে। নেমোনের হাবভাবে তারা বুঝতে পেরেছিল

যে এই নবাগতই হয় তো রাণীর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে; তাই অনেক সম্ভ্রান্ত লোকই তার সঙ্গে মাখামাখি শুরু করে দিল। মল্ল-ক্ষেত্র থেকেই যারা টারজনের সঙ্গ নিল, নানা ভাবে তারা তার প্রশস্তি গাইতে লাগল। গেম্নন তাদের অন্যতম।

সে টারজনকে বলল, "রাণী আমাকে হুকুম করেছেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে শহরে যেতে, তোমার দেখাশুনা করতে। সন্ধ্যাবেলা তোমাকে প্রাসাদে নিয়ে যাব, কিন্তু তার আগে তুমি নিশ্চয়ই স্নান করবে, বিশ্রাম করবে, কিছু ভাল খাবার মুখে দেবে। কি বল?"

টারজন জবাব দিল, "স্নান করতে পারলে, ভাল খাবার পেলে আমি অবশ্যই খুশি হব। কিন্তু বিশ্রাম করব কেন? গত কয়েকদিন আমি তো কোন কাজই করি নি।"

গেম্নন বলে উঠল, "সে কি! এইমাত্র যে জীবন-মরণ লড়াই করে এলে; তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত।"

টারজন চওড়া কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুমি বরং ফোবেগের দিকে নজর দাও; ওর বিশ্রামের প্রয়োজন; আমি মোটেই ক্লান্ত হই নি।"

গেম্নন হেসে বলল, "ফোবেগ তার ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবে।"

শহরে পৌঁছে গেম্নন টারজনকে তার নিজের বাসায় নিয়ে তুলল। তার বাসা বলতে একটা শোবার ঘর ও স্নানের ঘর; অন্য সব ব্যবস্থা অপর একজন অফিসারের সঙ্গে ভাগাভাগি করে চালাতে হয়। দেয়ালে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম-চর্ম, নানা পশুর মাথা, আর চামড়ার উপর আঁকা ছবি। কিন্তু ঘরের মধ্যে লেখার সরঞ্জাম কিছুই চোখে পড়ল না। গেম্ননকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে টারজন জানতে পারল, লেখার মত কোন শব্দ বা কোন লিখিত ভাষাই সে শেখে নি।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসেই দেখল আহার প্রস্তুত। টারজন সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসে গেল। গেম্নন কাছে বসে কথা বলতে লাগল। এমন সময় আর একটি যুবক ঘরে ঢুকল। যুবকটির মুখটা সরু, চোখ দুটি অখুশি। গেম্নন টারজনের পরিচয় জানাতে সে যেন খুশি হল না।

গেম্নন বলল, "জারুস্টল ও আমি এক বাসাতেই থাকি।"

জারুস্টল সংক্ষেপে জানাল, "আমার চলে যাবার হুকুম হয়েছে।"

"কেন?" গেম্নন প্রশ্ন করল।

"তোমার বন্ধুর জন্য জায়গা করে দিতে," তিক্ত কণ্ঠে কথাগুলি বলে জারুস্টল তার ঘরে ঢুকে গেল।

টারজন বলল, "ওকে খুব খুশি মনে হল না।"

"কিন্তু আমি খুশি হয়েছি," গেম্নন বলল; "জারুস্টলের সঙ্গে আমার বনিবনা হচ্ছিল না। আমাদের দুজনের মধ্যে কোথাও মিল নেই। লোকটা

এরোটের বন্ধু ; তার দয়াতেই উচ্চ পদে উঠেছে। ওর বাবা একটা খনির ফোরম্যান। ওর বাবাকে যদি সম্ভ্রান্ত পদে তুলত তো ভাল হত, কারণ ভদ্রলোক খুব ভাল মানুষ। কিন্তু জারস্টল একটা ইঁদুর, তার বন্ধু এরোটের মতই।”

টারজন বলল, “তোমাদের এই সম্ভ্রান্ত শ্রেণী সম্পর্কে আমি কিছু কিছু শুনেছি, আর তাতেই জেনেছি যে দুই শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় আছে ; এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে।”

গেমনন বলল, “যোগ্য লোক হলে আমরা কাউকে ঘৃণা করি না। প্রাচীন ান্ত সম্প্রদায়, অর্থাৎ কাথনির সিংহ-পুরুষরা, বংশগত ; অপর সম্প্রদায়টি সাময়িক—রাজসিংহাসন থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহের ফসল। একদিক থেকে বিচার করলে দ্বিতীয় সম্প্রদায়টিই অধিকতর গৌরবের অধিকারী, কারণ তারা সম্ভ্রান্ত হয় যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ। আমি তো সম্ভ্রান্ত হয়েছি জন্মসূত্রে, অন্যথায় আমি জীবনেও এ পদের অধিকারী হতে পারতাম না। আমি একজন সিংহ-পুরুষ, কারণ আমার বাবা ছিল সিংহ-পুরুষ ; আমি সিংহ রাখতে পারি, কারণ স্মরণাতীত কালে আমার কোন পূর্বপুরুষ রাজার সিংহ নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল।”

“আর এরোট সম্ভ্রান্ত পদ পেয়েছে কিসের জোরে?” টারজন জানতে চাইল।

গেমননের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, “ও তো খোসামুদেদের যুবরাজ, পা-চাটাদের রাজা।”

“কিন্তু তোমাদের রাণীকে দেখে তো বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয় ; স্তাবকতায় ভুলবার মত মানুষ তো নয়।”

“ভুলও তো হয়।”

“পশুদের মধ্যে তো চাটুকার নেই,” টারজন বলল।

“তুমি কি বলতে চাও?” গেমনন বলল। “এরোট তো পশুরই সামিল।”

“পশুদের নিন্দায় তোমরা পঞ্চমুখ। কখনও কি দেখেছ, অনুগ্রহ লাভের জন্য সিংহ কারও পা চাটে?”

“পশুদের কথা আলাদা,” গেমনন বলল।

“ঠিক ; যত রকম নীচতা সব তারা মানুষের কাছেই জমা রেখেছে।”

“মানুষ সম্পর্কে তোমার ধারণা খুব উঁচু নয়।”

“মানুষ ও পশুর মধ্যে তুলনা করলে মানুষ সম্পর্কে কারও ধারণাই উঁচু হতে পারে না।”

জারস্টল ঘরে ঢুকল। আলোচনায় বাধা পড়ল। বলল, “জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে গেলাম। একটু পরেই ক্রীতদাস এসে সব নিয়ে যাবে।”

গেমনন মাথাটা নাড়ল শুধু। জারস্টল চলে গেল।

হঠাৎ টারজন প্রশ্ন করল, “তোমার সিংহ আছে?”

"নিশ্চয়। আমি একজন সিংহ-পুরুষ; সিংহ রাখতেই হবে। এটা আমার শ্রেণীগত দায়। রাণীর প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে প্রত্যেক সিংহ-পুরুষকে সিংহ রাখতেই হবে। আমার আছে পাঁচটা।"

পর্বতের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে; সিংহ-ক্ষেত্রের পশ্চিম প্রান্ত লাল হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকল একটি ক্রীতদাস; হাতে জলন্ত প্রদীপ; সিলিং থেকে ঝোলানো শিকলে প্রদীপটাকে ঝুলিয়ে দিল।

গেমনন দাঁড়িয়ে বলল, "সান্ধ্য ভোজের সময় হয়েছে।"

"আমি খেয়েছি," টারজন বলল।

"তবু চল; সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে।"

টারজন উঠল। গেমননের পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রাসাদের খাবার ঘরে চল্লিশজন সম্ভ্রান্ত লোক টেবিলে খেতে বসেছে। তাদের মধ্যে টমোস, এরোট ও আরস্টলও আছে। টারজনকে নিয়ে গেমনন ঘরে ঢুকতেই সকলে হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল।

টেবিলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গেমনন বলল, "এই টারজন।"

টমোস খুশি হল বলে মনে হল না। প্রথম কথা বলল এরোট, "এ টেবিল সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্যে, ক্রীতদাসদের জন্য নয়।"

গেমনন শান্তভাবে বলল, "স্বীয় শৌর্যের গুণে এবং মহামান্যা রাণীর কৃপায় টারজন এখানে এসেছে আমার অতিথি হিসাবে। আমার সমগোত্রীয় কারও যদি তাতে আপত্তি থাকে তো অস্ত্রের মুখেই মীমাংসা হয়ে যাক।" টারজনের দিকে ফিরে বলল, "আশা করি এদের কথায় তুমি অপমান বোধ কর নি?"

টারজন বলল, "শেয়াল কি কখনও সিংহকে অপমান করতে পারে?"

ভোজ-সভা জমল না; সকলেই চুপচাপ খেয়ে চলল। ভোজ শেষে টমোস উঠে দাঁড়াল; অন্য সকলেও যাবার অনুমতি পেয়ে গেল। গেমনন টারজনকে নিয়ে রাণীর ঘরে যাবার আগে নিজের বাসায় ফিরে গিয়ে ভাল ভাল পোশাক-পত্তর পরে নিল।

গেমনন টারজনকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "নেমোনের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নতজানু হতে ভুলো না। রাণী কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে কথাও বলো না।"

একটা ছোট বাইরের ঘরে জনৈক সম্ভ্রান্ত লোক তাদের অভ্যর্থনা জানাল। রাণীকে তাদের আগমনের কথা জানাতে সে যখন চলে গেল তখন গেমনন দীর্ঘকায় টারজনকে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুধাল, "তোমার কি স্নায়ু বলে কিছু নেই?

"কি বলতে চাও তুমি?" টারজন বলল।

সন্ধ্যা বলল, "নেমোনের সম্মুখে যাবার ডাক পড়লে অতি সাহসীকেও আমি ভয়ে কাঁপতে দেখেছি।"

টারজন জবাব দিল, "আমি কখনও কাঁপি নি; সেটা আবার কি বস্তু?"

"হয়তো নেমোনই তোমাকে শিখিয়ে দেবে কাঁপুনি কাকে বলে।"

"হয় তো তাই। কিন্তু একটা শেয়াল যেখানে যেতে কাঁপে না সেখানে যেতে আমি কেন কাঁপব?"

বিচলিত স্বরে গেম্নন বলল, "তুমি কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"এরোট ওখানে আছে।"

গেম্নন মুচকি হাসল। "তুমি জানলে কেমন করে?"

"আমি জানি।"

"আমার তা মনে হয় না। তবে তাই যদি হয় তাহলে হয়তো এমন একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে যার ভিতর থেকে তুমি জীবন্ত ফিরে আসতে পারবে না।"

টারজন জবাব দিল, "রাণীকে ভয় করা যেতে পারে, কিন্তু শেয়ালকে নয়।"

"আমি রাণীর কথাই ভাবছি।"

লোকটি ফিরে এল। টারজনের দিকে মাথা নেড়ে বলল, "মহামান্যা রাণী আপনাকে ডেকেছেন। তুমি চলে যেতে পার গেম্নন; তোমার উপস্থিতির কোন দরকার নেই।" পুনরায় টারজনের দিকে ঘুরে বলল, "আমি দরজা খুলে তোমার নাম ডাকলে তবে ঘরে ঢুকে নতজানু হবে। যতক্ষণ রাণী দাঁড়াতে না বলবে ততক্ষণ নতজানু হয়েই থাকবে, আর বাকী কথা বলার আগে কোন কথা বলবে না। শুনেছ?"

"শুনেছি", টারজন বলল। "দরজাটা খোল।"

আর একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গেম্নন কথাগুলি শুনে হাসল; কিন্তু সম্ভ্রান্ত লোকটি হাসল না। তার চোখে ভ্রূকুটি। দরজাটা খুলে দিয়ে জোর গলায় হাঁক দিল, "ক্রীতদাস টারজন!"

জঙ্গলের রাজা ঘরে ঢুকে একেবারে মাঝখানে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে দেখতে লাগল নেমোনকে। নতজানু হল না। রাণী আসনে বসে একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়ে গভীর দৃষ্টি মেলে টারজনকে দেখতে লাগল। তার পায়ের কাছেই দাঁড়িয়েছিল এরোট। সে রেগে চীৎকার করে বলল, "নতজানু হও মূর্খ!"

"চুপ কর!" নেমোন তাকে তিরস্কার করল। "হুকুম দেবার মালিক আমি।"

এরোটের মুখ লাল হয়ে উঠল। তরবারির সোনার হাতলে আঙুলগুলি নড়তে লাগল। টারজন কিছু বলল না, একটুও নড়ল না, বা নেমোনের চোখ থেকে চোখও সরাল না।

নেমোন বলল, "আজ রাতে তোমাকে আর দরকার হবে না এরোট; তুমি এখন যেতে পার।"

এরোটের মুখ প্রথমে ম্লান হয়ে গেল; তারপরই হল অগ্নিবর্ণ। কি যেন

বলতে গিয়েও থেমে গেল। দরজার দিকে পিছিয়ে গিয়ে এক হাটু ভেঙে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে টারজন ঘরটা দেখে নিল। ঘরটা বড় নয়, কিন্তু চমৎকার-ভাবে সাজানো। নিরেট সোনার স্তম্ভের উপর ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে; দেয়ালে হাতির দাঁতের টালি বসানো; রঙিন পাথরে মোজাইক করা মেঝেতে নানা রঙের কম্বল ও জীবজন্তুর চামড়া ছড়ানো; তার মধ্যে একটি মানুষের মাথাশুদ্ধ ট্যান-করা চামড়াও রয়েছে।

ঘরের এক প্রান্তে একটা বড় সিংহ দুটো স্তম্ভের মাঝখানে শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। সিংহটা প্রকাণ্ড; গলার ঠিক মাঝখানে কেশরের মধ্যে একগুচ্ছ সাদা কেশর সহজেই চোখে পড়ে। টারজন ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই সিংহটা হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এরোট ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে না করতেই সিংহটা ভয়ংকর গর্জন করে টারজনের দিকে লাফ দিল। কিন্তু সিংহটা শিকলে বাঁধা; মেঝেতে পড়ে গজরাতে লাগল।

নেমোন বলল, "বেল্‌থার তোমাকে পছন্দ করছে না।"

"ওর মধ্যে তো কাথ্‌নির সব লোকের মনোভাবই প্রতিফলিত হচ্ছে", টারজন জবাব দিল।

"সেটা সত্যি নয়", রাণী আপত্তি জানাল।

"নয়?"

"আমি তোমাকে পছন্দ করি।" নেমোনের কণ্ঠস্বর নীচু ও আদর-মাখানো। "আজই স্টেডিয়ামে আমার লোকজনের সামনে তুমি আমাকে উপেক্ষা করেছ, কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলতে আমি তাদের দেই নি। তুমি কি মনে কর তোমাকে পছন্দ না করলে আমি তোমাকে বাঁচতে দিতাম? আমার সম্মুখে তুমি নতজানু হও নি। পৃথিবীর অন্য কোন লোক নতজানু হতে অস্বীকার করার পরে বেঁচে থাকত না। তোমার মত মানুষ আমি কখনও দেখি নি। তোমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিতা কখনও মেষ হয় না, অথচ আমার মনে হচ্ছে তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমি অনেক বদলে গেছি; কিন্তু তোমাকে পছন্দ করি এটাই তার একমাত্র কারণ নয়। আমার তো মনে হয় এর মধ্যে আরও কিছু আছে, কারণ তোমার মধ্যে এমন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে যার পরিমাপ আমি করতে পারছি না। আমার কৌতূহলকে তুমি তুঙ্গে তুলেছ।"

ঈষৎ হাসিতে টারজনের ঠোঁটটা বেঁকে গেল; বলল, "সে কৌতূহল মিটে গেলেই হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে?"

"হয়তো", নেমোন ফিসফিসিয়ে বলল, "এখানে এসে আমার পাশে বস; তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই; অনেক কিছু জানতে চাই।"

টারজন এগিয়ে গিয়ে নেমোনের মুখোমুখি বসল। শিকল-বাঁধা বেল্‌থার

আর একবার গর্জন করে উঠল।

নেমোন বলল, "নিজের দেশে তুমি যে ক্রীতদাস নও তার প্রমাণ তোমার প্রতিটি কাজেই দিয়েছ। তুমি হয়তো একজন রাজা?"

টারজন মাথা নাড়ল। "আমি টারজন।"

রাণী বলল, "তুমি কি সিংহ-পুরুষ? হতেই হবে।"

"তাতে কি আসে-যায়? তুমি তো এরোটকে রাজা করতে পার, তবু সে তো এরোটই থেকে যাবে।"

নেমোনের মুখে হঠাৎ কালো ছায়া নেমে এল। "তুমি কি বলতে চাও?"

"বলতে চাই যে সম্রান্ত পদবি পেলেই মানুষ সম্রান্ত হয় না। একটা শেয়ালকে সিংহ বলা যায়, কিন্তু তবু সে শেয়ালই থাকে।"

"তুমি কি জান না যে এরোট আমার প্রিয়পাত্র; তোমার এসব কথায় আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে?"

টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। "বড় জঘন্য রুচির পরিচয় তুমি দিয়েছ।"

নেমোন সোজা হয়ে বসল। তার চোখ জ্বলছে। চীৎকার করে বলল, "তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত ছিল!" টারজন কোন কথা বলল না। নেমোনের চোখে চোখ রেখেই বসে রইল। রাণীই শেষ পর্যন্ত হার মানল। বালিশে হেলান দিয়ে বলল, "কি হবে ঝগড়া-ঝাটি করে? তোমাকে মেরে তো আমার সুখ হবে না। কিন্তু তুমি বড় চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা বল; ওরকম কথা শুনতে আমি অভ্যস্ত নই।"

টারজন বলল, "আসলে সত্য কথা শুনতেই তুমি অভ্যস্ত নও। সকলেই তোমাকে ভয় পায়, শুধু আমি ছাড়া। আর সেই কারণেই আমাকে তোমার ভাল লেগেছে। মাঝে মাঝে কিছু সত্য কথা শুনলে তোমার ভালই হবে।"

"যেমন?"

টারজন হেসে উঠল। বলল, "যেমন, কোন রাজপুত্রের জন্ম দেবার বাসনা আমার নেই।"

"আঃ! ঝগড়া থামাও তো। নেমোন তোমাকে ক্ষমা করল।"

টারজন বলল, "আমি ঝগড়া করি না; যারা দুর্বল, যারা দোষী, তারাই ঝগড়া করে।"

"এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। নিজের দেশে তুমি কি একজন সিংহ-পুরুষ?"

"সেখানে আমি একজন সম্রান্ত লোক; তবে সেটা নিজের গুণে নয়, বংশগত অধিকারে; আমার পরিবারটি বংশ-বংশ ধরে সম্রান্ত।"

নেমোন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, "আঃ! আমিও তাই ভেবেছিলাম; তুমি একটি সিংহ-পুরুষ!"

"তাতে কি হল?" টারজন প্রশ্ন করল।

রাণী বলল, "ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল।" কি ব্যাপার, কেমন করে সহজ হল সে কথা নেমোনও খুলে বলল না, টারজনও জানতে চাইল না।

নেমোন হাতটা বাড়িয়ে টারজনের হাতের উপর রাখল; নরম ও গরম হাতখানা একটু কেঁপে উঠল। নেমোন বলল, "আমি তোমাকে মুক্তি দেব, কিন্তু এক শর্তে।"

"সেটা কি?"

"তুমি এখানেই থাকবে; ওন্থারকে—কী আমাকে ছেড়ে যাবে না।" রাণীর কণ্ঠস্বর আগ্রহে ভাঙা; যেন চাপা আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়।

টারজন চুপ। এ কথা সে দিতে পারে না বলেই কথা বলল না।

নেমোন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আমি তোমাকে কাথুনির সম্ভ্রান্ত নাগরিক করে দেব। সোনার শিরস্ত্রাণ, হাতির দাঁতের বক্ষস্ত্রাণ বানিয়ে দেব। তোমাকে সিংহ দেব পঞ্চাশটা, একশ'টা—যত চাও। তুমি হবে আমার দরবারের ধনীশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী।"

তার জ্বলন্ত চোখের মায়ায় জঙ্গলের রাজাও বুঝি দুর্বল হয়ে পড়ল। তবু পরক্ষণেই বলল, "এসব কিছুই আমি চাই না।"

রাণীর নরম হাতটা টারজনের গলায় উঠে এল। কাথুনির রাণীর চোখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল একটা নতুন আলো। সে ফিস্‌ফিসিয়ে ডাকল, "টারজন।"

আর ঠিক তখনই দূর প্রান্তের একটা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক নিগ্রো রমণী। একসময়ে সে খুবই লম্বা ছিল। এখন বয়সের ভারে কুব্জ দেহ, মাথায় যৎসামান্য সাদা চুল। শুকনো ঠোঁট বেঁকে গিয়ে দাঁতবিহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। দ্বারপথে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু একটি বিকৃতদর্শন ডাইনি।

বাধা পেয়ে নেমোন শরীরটাকে সোজা করে চারদিকে তাকাল। নিঃশব্দ ক্রোধে মুখটা থম্‌থম্ করছে।

বুড়ি ডাইনি মেঝেতে লাঠিটা ঠুকতে লাগল, আর অদ্ভুত ভয়ংকর একটা পুতুলের মত মাথাটা অবিরাম নাড়তে লাগল। ঠোঁট দুটি তখনও বেঁকে আছে। ক্যাক ক্যাক করে বলল, "আয়! আয়! আয়!"

নেমোন লাফ দিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। চীৎকার করে বলল, "ম'তুজে! আমি তোমাকে মেরে ফেলব; টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব! চলে যাও এখান থেকে।"

বুড়ি কিন্তু তবু লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে বলতে লাগল, "আয়! আয়! আয়!"

ধীরে ধীরে নেমোন তার দিকে এগিয়ে গেল। যেন কোন অদৃশ্য শক্তির দুর্বার টানে সে ঘরটা পার হয়ে গেল; বুড়ি সরে দাঁড়াল; আর রাণী দরজা পার হয়ে অন্ধকার বারান্দায় মিশে গেল। একবার টারজনের দিকে তাকিয়ে

বুড়িও দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

নেমোনের সঙ্গে সঙ্গে টারজনও উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে রাণী ও বুড়িকে অনুসরণ করে সেও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক তখনই পিছনে শুনতে পেল দরজা খোলার ও পায়ের শব্দ; মুখ ফিরিয়ে দেখল। যে সম্ভ্রান্ত লোকটি তাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সেই দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠের এপারে।

বিনীত স্বরে সে বলল, "তুমি গেমননের বাসায় ফিরে যেতে পার।"

সিংহের মতই টারজন শরীরটাকে ঝাড়া দিল; কুয়াসায় আচ্ছন্ন-দৃষ্টি মানুষের মত হাতের তালুটাকে চোখের উপর বুলিয়ে নিল; তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সে নিঃশ্বাস স্বস্তির কি অনুশোচনার কে বলতে পারে? সম্ভ্রান্ত লোকটি দরজা থেকে সরে দাঁড়াতেই টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিকল-বাঁধা সিংহটা বজ্রের মত হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল।

১১—কাথ্‌নির সিংহ

পরদিন সকালে বাসায় ঢুকেই গেমনন দেখল, বসার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে টারজন প্রাসাদ-চত্বরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বলল, "সকালেই তোমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়েছি।"

"নিশ্চয় বিস্মিতও হয়েছ?" জঙ্গলের রাজা বলল।

গেমনন জবাব দিল, "তোমাকে আর কোনদিন না দেখতে পেলেও বিস্মিত হতাম না। তারপর রাণী কি বলল? আর এরোট, সে নিশ্চয় তোমাকে সেখানে দেখে খুশি হয় নি?"

টারজন হাসল, "তা হয় কি; তবে রাণী তো তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিল?"

"আর সারা সময়টা তুমি তার সঙ্গে একা ছিলে?" গেমননের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

টারজন তার কথাকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, "না। বেল্‌থার ও আমি ছিলাম।"

"হ্যাঁ, বেল্‌থারেরও থাকারই কথা। তো—রাণী তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল?"

টারজান বলল, "বেশ সহৃদয় ব্যবহারই করেছে, আর তাও আমার অভাবিত ব্যবহারের পরে।"

"কি রকম?"

"নতজানু না হয়ে আমি খাড়া দাঁড়িয়েছিলাম।"

"কিন্তু আমি তো বলে দিয়েছিলাম নতজানু হতে" গেমনন সোচ্চারে বলে উঠল।

"দরজায় সম্রান্ত লোকটিও তাই বলে দিয়েছিল।"

"আর তুমি ভুলে গেলে?"

"না।"

"তুমি নতজানু হতে অস্বীকার করেছ? তারপরেও নেমোন তোমাকে মেরে ফেলে নি! এটা অবিশ্বাস্য।"

"কিন্তু সত্যি; সে প্রস্তাব দিয়েছে আমাকে সম্রান্ত নাগরিক করে দেবে, একশ' সিংহ দেবে।"

গেমনন মাথা নাড়ল। "তুমি কি যাদু করেছ যে নেমোন এতটা পাল্টে গেল?"

"কোন যাদু করি নি; বরং আমিই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছি। সত্যি বলতে কি, কাল রাতে রাণীর আচরণ আমার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। ক্ষণে ক্ষণে সে বদলে যায়, এই দয়ালু, এই ভয়ংকর; এই দুর্বল, এই শক্তিময়ী; এই প্রচণ্ড স্বেচ্ছাচারিণী, আবার পরমুহূর্তেই এক ক্রীতদাসীর মত অনুগত প্রজা।"

গেমনন চেঁচিয়ে বলল, "আচ্ছা! তাহলে তুমি ম'তুজেকেও দেখেছ! সে নিশ্চয় জামাই-আদর করে নি।"

টারজান বলল, "না। আসলে সে আমার দিকে তাকায়ই নি। শুধু নেমোনকে বেরিয়ে যেতে বলল। আর নেমোনও বেরিয়ে গেল। কালো বুড়িটার হুকুম সে সহজেই মেনে নিল।"

গেমনন বলতে লাগল, "ম'তুজে সম্পর্কে অনেক কথা এখানে চালু আছে। তার মধ্যে একটা হল, নেমোনের ঠাকুর্দার আমল থেকেই ম'তুজে রাজবাড়িতে ক্রীতদাসী হয়ে আছে; সে তখন একেবারেই শিশু, তৎকালীন রাজার ছেলে নেমোনের বাবার চাইতে কয়েক বছরের বড়। প্রবীণরা আজও বলে যে নিগ্রো হলেও তরুণী ম'তুজে দেখতে সুশ্রী ছিল, আর কানাঘুষায় এও শোনা যায় যে নেমোন তারই মেয়ে।

"নেমোনের জন্মের প্রায় এক বছর আগে তার বাবার রাজত্বের দশম বছরে গর্ভাবস্থায় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে রাণী মারা যায়। মৃত্যুর ঠিক আগে একটি শিশুপুত্র জন্মলাভ করে। তার নাম আলেক্স্টার; সে আজও বেঁচে আছে।"

"তাহলে সে রাজা হল না কেন?" টারজান জানতে চাইল।

"রাজ-দরবারে ষড়যন্ত্র ও নরহত্যার সে এক দীর্ঘ রহস্যে-ঢাকা কাহিনী; তার

কতটা সত্য আর কতটা অনুমান কে জানে। জীবিত লোকদের মধ্যে মাত্র দুজন সেটা জানে। হয় তো নেমোনও জানে; তবে কতটা জানে সেটা সন্দেহের বিষয়।"

"রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ম'তুজের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ম'তুজের অনুগ্রহ পেয়ে টমোসের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল। বছরখানেক পরে রাজার মৃত্যু হল। তাকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে এই অভিযোগে সম্ভ্রান্ত লোকরাও বিদ্রোহ করে বসল; কিন্তু ম'তুজের প্ররোচনায় টমোস সব দোষ আর একটি ক্রীতদাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করল; সেই ক্রীতদাসীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হল।

"শিশু রাজপুত্রের রিজেণ্ট হিসাবে টমোস দশ বছর রাজত্ব চালাল। এই দশ বছরে স্বাভাবিকভাবেই সে প্রাসাদের এবং রাজ-দরবারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিজের পছন্দমত লোকদের বসিয়ে দিল। আর আলেক্স্টারকে পাগল সাব্যস্ত করে মন্দিরের মধ্যে বন্দী করে রেখে বারো বছর বয়সে নেমোনকে কাথ্নির রাণীর পদে অভিষিক্ত করা হল।

"ওদিকে এরোট হচ্ছে ম'তুজে ও টমোসের সৃষ্টি, আর তার ফলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপারের সৃষ্টি হয়েছে যেটা যেমন মজাদার তেমনই শোচনীয়। টমোস চায় নেমোনকে বিয়ে করতে, অথচ ম'তুজের তাতে মত নেই। কারণ? অনেকেই বলে থাকে, বুড়ো রাজা নয়, টমোসই নেমোনের জন্মদাতা। তাই ম'তুজে চায় নেমোন এরোটকে বিয়ে করুক, কিন্তু যেহেতু এরোট সিংহ-পুরুষ নয়, এবং যেহেতু রাণীর বিয়ে সর্বোচ্চ সম্প্রদায়ে হওয়াটাই চিরাচরিত প্রথা, তাই নেমোন রাণী হিসাবে সে প্রথা ভাঙতে নারাজ।

"ম'তুজে চায় এরোটের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে, কারণ এরোট তার হাতের পুতুল; আর সেই কারণেই অন্য কোন পুরুষের প্রতি মেয়ের আকর্ষণকে সে ভাল চোখে দেখে না।

"একটা কথা স্থির জেনো, ম'তুজে তোমার শত্রু। মনে রেখো, এই কুৎসিত বুড়ির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে দাঁড়িয়েছে তারই ভাগ্যে জুটেছে নির্মম মৃত্যু। কাজেই ম'তুজে, টমোস ও এরোট সম্পর্কে সাবধান; আর বন্ধু হিসাবে তোমাকে চুপি চুপি বলি, নেমোন সম্পর্কেও সাবধান।"

তারপর দুই বন্ধু বের হল শহর দেখতে। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা প্রশস্ত পথ। দুই পাশে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সাদা ও সোনালী বাড়ি। তারপরেই একটা উঁচু দেয়াল দিয়ে শহরের বাকি অংশ থেকে এ-অংশটাকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। বিরাট দরজাটা খুলে গেল। সৈনিকরা পাহারায় রত। এ অংশে বাস করে শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা। এসব বাড়ি-ঘরের জমি ছোট, বাড়ি ছোট; কিন্তু সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের ছাপ সর্বত্র। পরবর্তী অঞ্চলটা আরও ছোট। তবু সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; অধিবাসীদের চেহারায় বা বাড়িঘরে দৈন্যদশার

কোন চিহ্ন নেই। শহরের সর্বত্রই মাঝে মাঝে দেখা যায় একটা পোষা সিংহ বাড়ির ফটকের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক জায়গায় দেখা গেল, কিছু দূরে একটা সিংহ মানুষের দেহের উপর বসে তার মাংস খাচ্ছে। সেটা দেখিয়ে টারজন বলল, "তোমাদের পথঘাট দেখছি পথচারীদের পক্ষে নিরাপদ নয়।"

গেমনন হেসে বলল, "কিন্তু তুমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যে পথচারীরা ওই দৃশ্য নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। সিংহকেও তো খেয়ে বাঁচতে হবে।"

"সিংহের হাতে কি তোমাদের অনেক লোক মারা পড়ে?"

"খুবই সামান্য। যে লোকটাকে দেখলে ও আগেই মারা গিয়েছিল, আর সিংহের খাদ্য হিসাবে লাশটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। সিংহের হাতে ও মরে নি। কেউ মারা গেলে তার আত্মীয়-পরিজনরা যদি শেষকৃত্যের খরচ যোগাতে না পারে তাহলে তাকে সিংহের খাদ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হয়।"

একজায়গায় দেখা গেল ক্রীতদাস কেনা-বেচা চলছে। দোকানে-দোকানে নানারকম পসরাও সাজানো রয়েছে।

বাজারের যেখানে যায় সেখানেই টারজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; দেখামাত্রই সকলে তাকে চিনতে পারে; সে তো সকলের চোখেই স্টেডিয়ামের নায়ক।

জঙ্গলের রাজা একসময় বলল, "এখান থেকে বেরিয়ে যাই চল; এত ভিড় আমার ভাল লাগে না।"

"বেশ তো, প্রাসাদে ফিরে চল; সেখানে রাণীর সিংহগুলো দেখা যাবে।"

টারজন বলল, "সেই ভাল; ভিড় দেখার চাইতে সিংহ দেখা অনেক ভাল।"

প্রাসাদ থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাজবাড়ির চত্বরের মধ্যেই কাথ্‌নির যুদ্ধের সিংহগুলোর আস্তাবল। বাড়িটা পরিচ্ছন্ন, সাদা রং করা; উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা; দেয়ালের মাথায় ভিতর দিকে বাঁকানো লোহার শিক বসানো যাতে কোন সিংহ পালাতে না পারে।

আস্তাবলে ঢুকতেই একটা পরিচিত গন্ধ টারজনের নাকে এল। গেমননের দিকে ফিরে বলল, "বেল্‌থার এখানেই আছে।"

গেমনন বলল, "থাকা সম্ভব; কিন্তু তুমি তা জানলে কেমন করে?"

আর একটু এগিয়ে যেতেই টারজনকে দেখতে পেয়ে বেল্‌থার তাকে ধরার চেষ্টায় খাঁচার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা ছুটে এল। গেমনন বলল, "ভয় নেই, বেল্‌থারের মেজাজটা একটু খারাপ রয়েছে।"

টারজন বল, "আমাকে ও দেখতে পারে না।"

প্রধান রক্ষী বলল, "একবার তোমাকে বাগে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।"

রক্ষীরা চলে গেলে গেমনন বলল, "ওটা খুব খারাপ সিংহ—মানুষ-খেকো,

কিন্তু নেমোন কিছুতেই ওটাকে মারতে দেবে না। তার বদ-নজরে কেউ পড়লেই তাকে মল্ল-ক্ষেত্রে বেল্থারের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়। নেমোনের মনে একটা কুসংস্কার আছে তার জীবন আর বেল্থারের জীবনের মধ্যে একটা রহস্যময় অলৌকিক যোগসূত্র আছে; একজনের মৃত্যু হলেই অপরজনের মৃত্যু ঘটবে। তোমার প্রতি বেল্থারের এত হিংস্র বিরাগ কেন সেটাই অদ্ভুত।"

টারজন বলল, "এর আগেও অনেক সিংহ দেখেছি যারা আমাকে পছন্দ করে না।"

"তবু বলছি বন্ধু, খোলা জায়গায় যেন কখনও বেল্থারের সঙ্গে তোমার দেখা না হয়!"

১২—সিংহের গহ্বরের মানুষটি

টারজন ও গেম্নন বেল্থারের খাঁচা থেকে সরে যেতেই একটি ক্রীতদাস এসে টারজনকে বলল, "রাণী নেমোন এক্ষুণি তোমাকে তার কাছে যেতে বলেছে; তোমাকে যেতে হবে গজদন্ত কক্ষে; সম্ভ্রান্ত গেম্নন অপেক্ষা করবে পাশের ঘরে। এ সবই রাণীর হুকুম।"

প্রাসাদের দিকে যেতে যেতে টারজন বলল, "না জানি এবার কি হবে!"

গেম্নন বলল, "নেমোন যে কাকে কখন কি জন্য ডাকে সেটা তার কাছে না গেলে কেউ জানতে পারে না। হয় তো তাকে দেওয়া হবে কোন সম্মান, অথবা মৃত্যুদণ্ড। নেমোন বড়ই খেয়ালি।"

গজদন্ত কক্ষে ঢুকে টারজন আগের রাতের মতই নেমোন ও এরোটকে সেখানে দেখতে পেল। করুণ হাসির সঙ্গে নেমোন তাকে অভ্যর্থনা জানাল; বলল, "আজ সকালে আমরা একটু মজা করতে যাচ্ছি; তাই তোমাকে ও গেম্ননকে আমাদের সঙ্গে নিতে চাই। দু'একদিন আগে আমাদের একটি দল থেনারে আক্রমণ চালিয়ে একজন এথ্নির লোককে বন্দী করেছে; আজ সকালে তাকে নিয়ে একটু মজা করব।"

টারজন মাথা নাড়ল। কিছুই বুঝতে পারল না। এরোটের দিকে ফিরে নেমোন বলল, "ওদের গিয়ে বল আমরা প্রস্তুত। সবকিছু প্রস্তুত কিনা তাও জেনে নাও। তোমাকে তাড়াহুড়া করতে হবে না। তাদের সময় যা লাগে লাগুক; শুধু সব ব্যবস্থা যেন পাকা হয়।"

এরোট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নেমোন ইসারায় টারজনকে কোচে বসতে বলল। তারপর হেসে বলল, "মনে হয় এরোট তোমাকে পছন্দ করে নি। তুমি

আমার সমুখে নতজানু না হওয়ায় সে তো ক্ষেপে গেছে। কেন যে তোমাকে নতজানু হতে বাধ্য করি নি সেটা আমিও জানি না। অবশ্য একটা অনুমান করতে পারি। তুমি কি কিছু অনুমান করেছ ?"

টারজন বলল, "দুটো কারণ হতে পারে : একজন নবাগতের নিজস্ব আচার-আচরণ সম্পর্কে বিবেচনা এবং অতিথির প্রতি সৌজন্য।"

নেমোন একমুহূর্ত কি ভেবে বলল, "দুটোই খুব ভাল কারণ, কিন্তু নেমোনের দরবারের প্রথার সঙ্গে কোনটাই মেলে না। আচ্ছা, আর কোন কারণ কি আছে ?"

টারজন জবাব দিল, "হ্যাঁ, আরও ভাল একটি কারণ আছে।"

"সেটা কি ?"

"সেটা হচ্ছে—তুমি আমাকে নতজানু হতে বাধ্য করতে পার নি।"

রাণীর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল ; এ রকম জবাব সে আশা করে নি। টারজনের চোখ তখনও তার চোখের উপর স্থিরনিবদ্ধ। "ওঃ, কেন যে এ সব আমি সহ্য করছি !" বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার রাগ গলে জল হয়ে গেল। প্রায় অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠল, "তোমার প্রতি ভাল ব্যবহার করাটা আমার পক্ষে কঠিন করে তুলো না। কেন তুমি আমার প্রতি সদয় হচ্ছনা টারজন ?"

টারজন জবাব দিল, "আমি তো সদয় হতেই চাই, কিন্তু আমার আত্মমর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। কিন্তু তোমার সমুখে নতজানু না হবার সেটাই একমাত্র কারণ নয়।"

"অপর কারণটা কি ?"

"আমি চাই তুমি আমাকে পছন্দ কর ; কিন্তু আমি যদি তোমার চাটুকার হই তাহলে তুমি আমাকে পছন্দ করতে না।"

নেমোন বলল, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। সকলেই আমাকে তোষামোদ করে ; দেখে-দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে ; অথচ কেউ তোষামোদ না করলে আমি রেগে যাই। কেন এমন হয় ?"

টারজন বলল, "সে কথা বললে তুমি অপমান বোধ করবে।"

হাল ছেড়ে দেওয়ার মত মুখভঙ্গী করে নেমোন বলল, "গত দুদিনে অপমান বোধটা আমার সয়ে গেছে ; কাজেই তুমি স্বচ্ছন্দে বলতে পার।"

"তোষামোদ না করলে তুমি রেগে যাও কারণ নিজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত নও। তুমি চাও সকলে তোমার সামনে নতজানু হোক, কারণ সেই আচরণের ভিতর দিয়েই তুমি বার বার নিশ্চিত বোধ করতে পার যে তুমিই কাথ্‌নির রাণী।"

রাণী বলল, "কে বলে আমি কাথ্‌নির রাণী নই ? ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে আমি তোমাকে শেষ করে দিতে পারি।"

টারজন বলল, "আমি তো বলি নি যে তুমি কাথ্‌নির রাণী নও, আমি শুধু

বলেছি যে তোমার আচরণে সে বিষয়ে তোমার মনের সন্দেহ প্রকাশ পেতে পারে। একজন রাণীর নিজের উপর সেই আস্থা থাকা উচিত যাতে সে সব সময়ই উদার ও দয়াবতী হতে পারে।"

নেমোন কিছু সময় চুপ করে বসে রইল; টারজনের কথাগুলিই ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "ওরা এসব বোঝে না। আমি যদি উদার হই, দয়াবতী হই, তাহলে ওরা আমাকে দুর্বল ভাববে, আর তারই সুযোগ নিয়ে আমাকে ধ্বংস করবে। ওদের তুমি চেন না। কিন্তু তুমি আলাদা মানুষ; তোমার প্রতি আমি উদার হতে পারি, দয়াবতী হতে পারি; তুমি কখনও আমার দয়ার সুযোগ নেবে না; আমাকে ভুল বুঝবে না।"

"দেখ টারজন, আমার বড় ইচ্ছা তুমি আমাকে কথা দাও যে কাথ্‌নিতেই থেকে যাবে। তা যদি কর, তাহলে নেমোনের কাছ থেকে তুমি সব পাবে। তোমাকে এমন প্রাসাদ বানিয়ে দেব যার স্থান হবে আমার প্রাসাদের পরেই। তোমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করব আমরা—তুমি এখানে খুব সুখে থাকবে।"

টারজন মাথা নাড়ল। "একমাত্র জঙ্গলে থাকলেই টারজনের সুখ।"

নেমোন তার আরও কাছে ঘেঁসে বসল; শক্ত করে তার গলা জড়িয়ে ধরল; গভীর আবেগের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "এখানেই আমি তোমাকে সুখী করব। নেমোনকে তুমি চেন না। অপেক্ষা কর। এমন সময় আসবে যখন তুমি এখানেই থাকতে চাইবে—চাইবে আমারই জন্য।"

"এরোট, মতুজে ও টমোস কিন্তু অন্যরকম মনে করে," টারজন কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

নেমোন চীৎকার করে বলল, "তাদের আমি ঘৃণা করি। এবার যদি তারা নাক গলায় তো তাদের সকলকেই মেরে ফেলব; এবার আমি চলব আমার নিজের পথে; ঐ বুড়ি আমার সকল সুখের পথে কাঁটা হবে তা আমি হতে দেব না। কিন্তু তার কথা বলো না; আমার কাছে তার নাম কখনও উচ্চারণ করো না। আর এরোট? তাকে তো জুতোর তলায় একটা পোকার মত পিষে মেরে ফেলব। অনেক দিন থেকে সে অসহ্য হয়ে উঠেছে—"

দরজা খুলে সহসা ঘরে ঢুকল এরোট; কোনরকম একটু নতজানু হবার ভান করল। নেমোন তার দিকে তাকাল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে।

ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমার সামনে হাজির হবার আগে সেটা যথারীতি ঘোষণা করিয়ে নেবে, আমার সম্মতি জেনে নেবে।"

এরোট আপত্তি করে বলল, "কিন্তু ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমি কি এই ব্যবস্থায়ই অভ্যস্ত—"

নেমোন বাধা দিল, "অনেক খারাপ অভ্যাস করে চলেছ, সেগুলি সংশোধন করে নিও। সব ব্যবস্থা পাকা?"

কিষর এরোট জবাব দিল, "সব কিছু প্রস্তুত ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

ইসারায় টারজনকে অনুসরণ করতে বলে নেমোন বলল, "তাহলে চল!"

পাশের ঘরে গেমনন অপেক্ষা করছিল; তাকেও সঙ্গে নেওয়া হল। সামনে পিছনে সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে তিনজন এগিয়ে চলল কয়েকটা বারান্দা, অনেকগুলো ঘর পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে তিনতলায়। তাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা ঝুল-বারান্দায়; সামনেই প্রাচীর-ঘেরা একটা ছোট চত্বর; বাড়ির একতলার দিকে প্রাচীরের জানালাগুলোতে লোহার ভারী গরাদে বসানো; আর রাণী সদলে যেখানে বসেছে তার রেলিংএর মাথায় এমনভাবে ধারালো সব শিক বসানো হয়েছে যাতে নীচের চত্বরটা বন্যপশুদের ছোটখাট একটা মল্ল-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

কি দেখতে এখানে আসা হয়েছে সেটা দেখবার জন্য চত্বরের দিকে তাকাতেই তার চোখে পড়ল, চত্বরের দূর প্রান্তের দরজাটা সপাটে খুলে গেল, আর একটা অল্পবয়সী সিংহ বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোতে দাঁড়াল; চারদিকে তাকিয়ে সিংহটা চোখ মিট-মিট করতে লাগল; উপরের দিকে তাকাতেই তার মুখ থেকে একটা গর্-গর্ শব্দ বেরিয়ে এল।

নেমোন বলল, "ওটা কালে বেশ ভাল সিংহ হয়ে উঠবে; বাচ্চা বয়স থেকেই হিংস্র।"

টারজন শুধাল, "ওটা এখানে কি করছে বা করবে?"

নেমোন জবাব দিল, "আমাদের খেলা দেখাবে; থেনারে যে এথনীয়টিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কাথ্নির সেই শত্রুটিকে একটু পরেই ওই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।"

"আর সে যদি সিংহটাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে তুমি তাকে মুক্তি দেবে?" টারজন জানতে চাইল।

নেমোন হেসে উঠল। "তা নিশ্চয় দেব, তার সিংহটাকে সে মারতে পারবে না।"

টারজন বলল, "পারতেও তো পারে; আগেও তো মানুষ সিংহ মেরেছে।"

"খালি হাতে?" এবার নেমোনের প্রশ্ন।

অবিশ্বাসের সুরে টারজন বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে লোকটির হাতে কোন অস্ত্র থাকবে না?"

নেমোন বলল, "নিশ্চয়ই থাকবে না; তাকে ওখানে পাঠানো হবে একটা ভাল সিংহকে নিহত বা আহত করতে নয়, নিজে মরতে।"

"তাহলে তো তার কোন সুযোগই থাকছে না; এ তো খেলা নয়, হত্যা।"

এরোট ঠাট্টা করে বলল, "ওকে রক্ষা করতে তুমি কি নীচে নামতে রাজী? কোন বিজয়ী বীর যদি ওর হয়ে সিংহটাকে মারতে পারে তাহলেও রাণী লোকটিকে মুক্তি দেবে—সেটাই প্রথা।"

"এটা প্রথা ঠিকই, কিন্তু আমি রাণী হবার পর থেকে সে রকম ঘটনা একটিও ঘটে নি। একথা ঠিক যে মল্ল-ক্ষেত্রের সেটাই নিয়ম, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বিজয়ী বীরকেও ঝুঁকি নিতে দেখলাম না।" নীচের চত্বরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "ওই তো এথ্‌নির লোকটা এসে গেছে। যুবকটির চেহারা ভারী সুন্দর।"

গজদন্তের পোশাকে সজ্জিত দীর্ঘ মূর্তিটি সাহসের সঙ্গে মল্ল-ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। টারজন তাকে দূর থেকে দেখতে পেল। শিকারকে না দেখেই সিংহটা এবার মুখ ঘুরিয়ে তার দিকেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে এরোটের তরবারির হাতলটা সজোরে আঁকড়ে ধরে খাপ থেকে বের করে নিয়ে টারজন রেলিং-এর উপর দাঁড়িয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ল।

কেউ কিছু বুঝবার আগেই চোখের নিমেষে কাণ্ডটা ঘটে গেল। গেম্‌নন বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল; এরোট ফেলল স্বস্তির নিঃশ্বাস, আর নেমোন ভয়ে ও আতংকে চাৎকার করে উঠল। রেলিং-এর উপর ঝুঁকে দেখল, সিংহটাকে পাষান-চত্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টারজন তার উপর চেপে বসেছে, আর সিংহটা প্রাণপণে চেষ্টা করছে তার শরীরটাকে ছিঁড়ে ফেলতে অথবা তার নীচে থেকে পালিয়ে যেতে। পশুটার ভয়ংকর গর্জন মল্ল-ক্ষেত্রের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে; তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে পৃষ্ঠারূঢ় পশু-মানবটির হুংকার। ব্রোঞ্জকঠিন একটি হাত টেনে ধরেছে সিংহটার গলার কেশর, দুটি দৃঢ় হাঁটু চেপে ধরেছে তার পেট, আর অন্য হাতে উদ্যত হয়ে আছে এরোটের সুতীক্ষ্ণ তরবারি পশুটার দেহে আমূল বিদ্ধ হবার সুযোগের অপেক্ষায়। এথ্‌নির যুবকটি ছুটে চলেছে দুই যুদ্ধমান পশুর দিকে।

নেমোন চেঁচিয়ে বলল, "টুস্‌-এর দোহাই। সিংহটা যদি ওকে মেরে ফেলে তাহলে সিংহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব। ওকে মরতে দেওয়া হবে না। এরোট নীচে নেমে ওকে সাহায্য কর; গেম্‌ননও যাও!"

গেম্‌নন বিলম্ব করল না; লাফিয়ে রেলিংএর উপর উঠে শিক ধরে ঝুলে চত্বরে নেমে গেল। এরোট কিন্তু ঝুলেই রইল; অস্ফুটে বলল, "নিজেই নিজেকে বাঁচাক না।"

পিছনে দাঁড়ানো রক্ষীর দিকে ফিরে এরোটকে দেখিয়ে নেমোন বলল, "ওকেও গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও।" মুহূর্তের মধ্যে এরোটও লাফ দিয়ে পাষান-চত্বরে নেমে গেল।

কিন্তু এরোট বা গেম্‌নন, বা এথ্‌নীয় যুবক—কারও সাহায্যেরই দরকার হল না; টারজনের হাতের তরবারি ততক্ষণে পশুটার পাঁজরায় বসে গেছে। আরও দুবার তরবারির তীক্ষ্ণ আঘাতেই জন্তুটা মরণ-আর্তনাদ করে সাদা

পাথরের উপর এলিয়ে পড়ল; চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ।

টারজন উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে চার পাশের লোকজন, রেলিং-এর উপর ঝুঁকে-পড়া রাণী, স্বর্ণ-শহর—সব কিছু সে ভুলে গেল। সে যেন কোন ইংরেজ লর্ড নয়, শিকারের উপর দণ্ডায়মান জঙ্গলের এক পশু। মৃত সিংহটার উপর এক পা রেখে সে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল, আর নেমোনের প্রাসাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বীভৎস জয়ধ্বনি।

গেমনন ও এরোট শিউরে উঠল; নেমোন আতংকে পিছিয়ে গেল; কিন্তু এথনির লোকটি অবিচলিত; এ ধরনের জয়ধ্বনি সে আগেও শুনেছে। লোকটি ভালতোর। টারজন ঘুরে দাঁড়াল; বর্বরতার শেষ চিহ্নটুকুও মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে; হাতটা বাড়িয়ে ভালতোরের কাঁধে রেখে বলল, "বন্ধু, আবার আমাদের দেখা হল।"

ভালতোর বলল, "আরও একবার তুমি আমার জীবন রক্ষা করলে!"

দুই বন্ধু এত নীচু গলায় কথা বলল যে সে কথা নেমোন বা অন্য কারও কানে গেল না। টারজন আবার ফিস্ ফিস্ করে অতি দ্রুত বলল, "আমরা যে পূর্ব-পরিচিত তা যেন এরা জানতে না পারে। এদের মধ্যে কেউ কেউ যে কোন ছুতোয় আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে; কিন্তু তোমার বেলায় এদের কোন ছুতোরই দরকার হবে না।"

নেমোন হুকুম জারী করে দিল, "সকলে নীচে নেমে যাও; টারজনকে মল্ল-ক্ষেত্র থেকে বের করে আন,—টারজন ও গেমননকে; আমার পরবর্তী হুকুম পর্যন্ত এরোট তার বাসায় চলে যাক; তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না। এথনীয় লোকটিকে তার সেল-এ পাঠিয়ে দাও; কি ভাবে তার মৃত্যু ঘটানো হবে সেটা পরে স্থির করা যাবে।"

সে ঘোষণা শুনে এরোটের বুকের ভিতরটা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; সে বুঝতে পেরেছে যে তার কর্তৃত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। রাণীর আকর্ষণ হারিয়েও যারা বেঁচে থাকে তাদের কপালে যে কি ঘটে তার অনেক কাহিনীই তার মনে পড়ে গেল। অতএব এখন তার বাঁচবার একমাত্র পথ এই নর-দানবটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, আর সে কাজে তার একমাত্র সহায় টমোস ও ম'ডুজে, কারণ নেমোনের গুপ্ত মন্ত্রণা-কক্ষে প্রবেশের অধিকার পেয়ে কোন নবাগত সিংহাসনের অন্যতম খুঁটি হয়ে দাঁড়াক—এটা তারা কেউই চাইবে না।

রাণীর হুকুম শুনে টারজন সবিস্ময়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার কথামতই এ লোকটি এখন মুক্ত। তাকে যদি সেল-এ পাঠানো হয় তো আমিও তার সঙ্গে যাব, কারণ আমি তাকে বলেছি যে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।"

নেমোন চেঁচিয়ে বলল, "ওকে নিয়ে তুমি যা খুশি তাই কর; ও এখন তোমার। তুমি শুধু আমার কাছে উঠে এস টারজন। আমি ভেবেছিলাম

তুমিই মারা পড়বে ; সে ভয় এখনও কাটে নি।"

গেমনন ও এরোট দুজনই অবাক। এ যেন এক নতুন নেমোন! একমাত্র ম'তুজে ছাড়া আর কারও কাছে নেমোনকে মাথা নোয়াতে তারা কখনও দেখে নি।

গেমনন ও ভাল্‌তোরকে সঙ্গে নিয়ে টারজন উপরের বারান্দায় নেমোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় ও আতংকে বিচলিত নেমোনের মধ্যে মুহূর্তের জন্য আত্মপ্রকাশ করল তার নারী-সত্তা ; অথচ তার মধ্যে যে এ রকম একটা সত্তা আছে রাণীর পরিচিতজনরা ভুলেও সে সন্দেহমাত্র কখনও করে নি। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার রাণীর আত্মপ্রকাশ ঘটল। উদ্ধত আগ্রহে ভাল্‌-তোরকে দেখে নিয়ে বলল, "তোমার নাম কি এথ্‌নীয় ?"

"আমি জান্‌থাস পরিবারের ভাল্‌তোর।"

নেমোন বলল, "পরিবারটি আমাদের পরিচিত ; পরিবারের প্রধান রাজ-পরিষদের সদস্য ; সম্ভ্রান্ত পরিবার, আর রাজ-পরিবারের সঙ্গে রক্তের দিক থেকে এবং ক্ষমতার দিক থেকে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত।"

ভাল্‌তোর বলল, "আমার বাবাই জান্‌থাস পরিবারের প্রধান।"

নেমোন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার মাথাটা জয়ের স্মারক হিসাবে আমাদের নগর-প্রাচীরে ভালই শোভা পেত ; কিন্তু আমরা কথা দিয়েছি তোমাকে মুক্তি দেব।"

ঠোঁটের উপর ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে ভাল্‌তোর বলল, "তোমার বিজয়-স্মারকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে আমার মাথাটি যথেষ্ট সম্মানিত হত ; কিন্তু সে সম্মানের জন্য মাথাটিকে তো একটি শুভ-সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেই হবে।"

নেমোন সরলভাবেই উত্তর দিল "আমরাও সাগ্রহে সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকব। কিন্তু আপাতত তোমাকে এথ্‌নিতে ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্তই তো আমাকে করতে হবে। কাল খুব সকালেই স্বদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত থেকো।"

ভাল্‌তোর বলল, "ইয়োর ম্যাজেস্টিকে ধন্যবাদ, আমি প্রস্তুত হয়েই থাকব। কাথ্‌নির সুন্দরী রাণীর এই উদারতার স্মৃতি আজীবন আমার স্মরণে থাকবে।"

নেমোন ঘোষণা করল, "আগামীকাল পর্যন্ত মাননীয় গেমননের অতিথি হয়ে তুমি থাকবে। গেমনন, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, আর সকলকে জানিয়ে দাও যে এই লোকটি রাণীর অতিথি ; কেউ যেন তার কোন ক্ষতি না করে।"

টারজনও গেমনন ও ভাল্‌তোরের সঙ্গী হতে যাচ্ছিল, কিন্তু নেমোন তাকে আটকে দিল। বলল, "তুমি আমার সঙ্গে আমার ঘরে চল ; তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

দরবারের প্রথা হল রাণী সকলের আগে যাবে, আর অন্যরা তাকে অনুসরণ

করবে। কিন্তু প্রাসাদে যাবার পথে রাণী টারজনের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মুখ তুলে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, "তুমি যখন মল্ল-ক্ষেত্রে লাফ দিয়ে সিংহের সম্মুখীন হয়েছিলে তখন ভয়ে আমার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ কাজ কেন করেছিলে টারজন?"

টারজন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "সবকিছু দেখে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।"

"বিরক্ত! কি বলছ?"

"একটি নিরস্ত্র একান্ত অসহায় মানুষকে সিংহের মুখে ঠেলে দেয় যে ক্ষমতা তার ভীরুতা আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল।"

নেমোনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "সে ক্ষমতা যে আমি তাও তুমি জান।"

"অবশ্যই জানি; তাই তো ব্যাপারটা আমার কাছে আরও জঘন্য মনে হয়েছে।"

এবার নেমোন ধম্‌কে উঠল, "কি বলছ তুমি? তুমি কি আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে চাইছ?"

টারজন শান্ত স্বরে বলল, "তোমার ধৈয পরীক্ষা করা তো আমার কাজ নয়। এমন একটি রূপসী নারী যে এত বড় হৃদয়হীনা হতে পারে সেটা দেখেই আমি আহত হয়েছি। তুমি যদি আর একটু মানবিক গুণসম্পন্ন হতে তাহলে তুমি হতে অপ্রতিরোধ্য।"

রাণীর মুখ থেকে সব লাল মুছে গেল; সব রাগ দূরে চলে গেল দুই চোখ থেকে; সে নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। ঘরে ঢুকবার মুখে সে আস্তে হাত রাখল টারজনের বাহুতে।

মুখে বলল, "তুমি খুব সাহসী। অতিসাহসী না হলে একটি অপরিচিত লোককে বাঁচাতে কেউ মল্ল-ক্ষেত্রে সিংহের সামনে লাফিয়ে পড়ে না; তাছাড়া যে ভাষায় তুমি নেমোনের সঙ্গে কথা বলেছ অতি বড় সাহসী না হলে আর কারও সে দুঃসাহস হত না। তবু হয় তো তুমি জানতে যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। হায় টারজন! কী যাদুমন্ত্রে তুমি আমাকে জয় করেছ! এই ঘরে এখন আমরা শুধু দুজন; এইখানেই তুমি নেমোনকে শেখাবে কেমন করে মানুষ হতে হয়!"

ঘরের দরজা খুলতেই কাথ্‌নিব রাণীর চোখের সেই নরম আলো কোথায় মিলিয়ে গেল; ফুটে উঠল তিক্ততা ও ঘৃণার একটা ঝক্‌ঝকে ধারালো দৃষ্টি। ঘরের ঠিক মাঝখানে তাদের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ম'তুজে।

ন্যুব্জ ভয়ংকর মূর্তিটা সেখানে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে আর পাথরে লাঠি ঠুকছে। মুখে কোন কথা নেই, দুই চোখে স্থির হিংস্র দৃষ্টি। টারজনকে চৌকাঠের বাইরে রেখে নেমোন ধীরে ধীরে বিকৃতদর্শন বুড়ির দিকে এগিয়ে

গেল। ধীরে ধীরে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে টারজন শুনতে লাগল পাথরের মেঝেতে লাঠি ঠোকার শব্দ—ঠক্-ঠক্-ঠক্।

১৩—রাতের আততায়ী

একটি বড় সিংহ দক্ষিণ দিক থেকে নিঃশব্দে কাফা-সীমান্ত পার হয়ে গেল। সে যদি কোন নির্দিষ্ট পথ ধরে চলেও থাকে, তবু বর্ষাঋতুর প্রচণ্ড বর্ষণে সে পথ নিশ্চয় অনেক আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অথচ সিংহটি এমন নিশ্চিত ভাবে পথ চলছে যে তার মনে সন্দেহের লেশমাত্র আছে বলে মনে হয় না।

সে কেন চলেছে? এই বিঘ্নসংকুল দীর্ঘ পথে কিসের প্রেরণায় সে চলেছে? চলেছেই বা কোথায়? কি বা কাকে সে খুঁজছে? একমাত্র সে—পশুরাজ সিংহ "নুমা"ই তা জানে।

প্রাসাদ অভ্যন্তরস্থ বাসায় ক্রুদ্ধ, সান্ত্বনাবিহীন এরোট মেঝেতে পায়চারি করছে। দুই পা ফাঁক করে বেঞ্চিতে শুয়ে জার্‌স্টল গভীর চিন্তায় মগ্ন। দুজনের সামনেই গভীর সংকট; দুজনই আতংকগ্রস্ত। এরোট যদি রাণীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে জার্‌স্টলকেও তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে অনেক নীচে।

জার্‌স্টল বলল, "কিন্তু একটা কিছু তো তোমাকে করতেই হবে।"

ক্লান্ত কণ্ঠে এরোট উত্তর দিল, "টমোস ও মদুজের সঙ্গে দেখা করেছি; তারা সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছে। তাদেরও তো আমাদের মতই অবস্থা। কিন্তু এই নবাগতের জন্য নেমোন যে পাগল। সব দেখে শুনে মদুজে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে। এমন কি সে মনে করছে যে নবাগত নগ্ন বর্বরটির প্রতি উন্মত্ত আকর্ষণের হাত থেকে রাণীকে সরিয়ে আনতে সেও পারবে না।"

"কিন্তু একটা পথ তো বের করতেই হবে," জার্‌স্টল আবারও বলল।

এরোট জবাব দিল, "টারজন যতদিন নেমোনের হৃদয়কে জল করে রাখবে ততদিন কোন পথ নেই। আরে, সে লোকটা তো রাণীর সমুখে নতজানুও হয় না; তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে যেন সে একটা দুষ্টু ক্রীতদাস-কন্যা। টুস্-এর দোহাই, আমার তো বিশ্বাস সে যদি রাণীকে পদাঘাত করে তাও তার ভাল লাগবে।"

হঠাৎ জার্‌স্টল ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, "একটা পথ আছে। শোন।" তারপর গভীর আগ্রহে দু'জনে চুপি চুপি আলোচনা করতে লাগল। একটি

ক্রীতদাসী মেয়ে জারস্টলের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘর পেরিয়ে দূরের বারান্দায় চলে গেল। ঘরের মধ্যে এরা দুজন নিজেদের আলোচনায় এতই মগ্ন যে কিছুই টের পেল না।

সে রাতে গেম্নন ও টারজন তাদের বাসাতেই রাতের খাওয়া শেষ করল। ভাল্তোর জানাল, সে ঘুমতে যাচ্ছে, সকালের আগে যেন তার ঘুম ভাঙানো না হয়।

গেম্নন বলল, "তুমি একবার এরোটের স্থানটা দখল কর, তখন দেখবে সবকিছুই বদলে যাবে; সকলেই তোমাকে তোয়াজ করবে।"

টারজন বাধা দিয়ে বলল, "সেটা কোনদিনই ঘটবে না।"

"কেন? নেমোন তোমার জন্য পাগল। আরে বাবা, তুমি তো ইচ্ছা করলেই এখন কাথ্নির রাজা হয়ে বসতে পার।"

"কিন্তু সে ইচ্ছা আমি করছি না," টারজন বলল। "নেমোন পাগল হতে পারে, কিন্তু আমি তো পাগল হই নি।"

গেম্নন মৃদু হেসে বলল, "বহুত আচ্ছা; আমি হয় তো তোমাকে বোকা মনে করি, কিন্তু তোমার সাহস ও সংরুচির প্রশংসা না করে পারি না। যাই হোক, এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। চলো, এই সুন্দর রাতে একটু ঘুরে আসি। তোমাকে দেখিয়ে আনি কাথ্নির শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে।"

টারজন বাধা দিল, "আমার তো ধারণা রাণীর চাইতে বেশী সুন্দরী কেউ কাথ্নিতে থাকতে পারে না।"

গেম্নন বলল, "পারত না যদি রাণী তাকে দেখতে পেত। সৌভাগ্য-বশত রাণী তার কথা জানে না, তাকে কখনও দেখে নি; আর টুস্-এর কৃপায় কোন-দিন যেন না দেখে!"

টারজন হেসে বলল, "ব্যাপার কি বল তো?"

"আমি ভালবাসি," গেম্নন বলল। তার নাম ডোরিয়া। টুডোস্-এর মেয়ে। টুডোস একজন শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত লোক; এখানকার যে দলটি আলেক্সটারকে সিংহাসনে বসাতে চায় টুডোস তাদের দলপতি। তাই সে পরিবারের কেউ রাজ-দরবারে বড় একটা যাতায়াত করে না। আর সেই কারণেই ডোরিয়ার অপরূপ রূপের কথা নেমোনের কানে ওঠে নি।"

প্রাসাদ ছাড়বার মুখেই অপ্রত্যাশিতভাবে জারস্টলের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। সে তো তাদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বলল, "অভিনন্দন টারজন! আজ সিংহের সঙ্গে একখানা খেলা দেখালে বটে। সারা প্রাসাদে তো তোমার কথাই মুখে মুখে ফিরছে।"

টারজন লোকটির প্রশংসার উত্তরে মাথা নেড়ে পা বাড়াতেই জারস্টল তাকে আটকে দিয়ে বলল, "দেখ, আমি একটা বড় রকমের শিকারের আয়োজন করেছি; তাতে তোমাকে হতে হবে সম্মানিত অতিথি। আমরা মাত্র বাছা-

বাছা কয়েকজনই যাব ; কাজেই মজা খুব জমবে। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে তোমাকে দিন-ক্ষণ জানাব। আপাতত বিদায় ও শুভেচ্ছা।"

জার্স্টল চলে গেলে টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ততদিন আমি যদি এখানে থেকে যাই তাহলে তোমার মত হলে ওদের সঙ্গে শিকারে যাব।"

গেম্‌নন অবাক হয়ে বলল, "ততদিন থেকে যাই মানে ? তুমি কি কাথ্‌নি থেকে চলে যাবার মতলব আঁটছ নাকি ?"

"নিশ্চয় আঁটছি ; যে কোন দিনে বা রাতে আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি। এখান থেকে পালিয়ে যাব না এমন কথা তো আমি কাউকে দিই নি।"

গেম্‌ননের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ; স্বল্পালোকিত পথের আধা অন্ধকারে টারজন তা দেখতে পেল না। গেম্‌নন শুধু বলল, "ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুবই সুখকর হবে বটে।"

"কেন ?" টারজন শুধাল।

"নেমোন তোমাকে রেখেছে আমার হেপাজতে। এ অবস্থায় তুমি পালালে সে আমাকে আস্ত রাখবে না।"

জঙ্গলের রাজার ভ্রূযুগল একসাথে মিশে গেল। "এটা আমার জানা ছিল না। যাই হোক, তুমি এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। তোমার হেপাজতে যতদিন থাকব ততদিন আমি পালাব না। আমি বরং নেমোনকে বলব আমাকে এরোট বা জার্স্টলের হেপাজতে রাখতে।"

গেম্‌নন মুচ্‌কি হেসে বলল, "ফন্দি একখানা বের করেছ বটে!"

টুডোস-এর প্রাসাদে যাবার পথটা দুইধারের গাছের ছায়ায় আধা অন্ধকারে ঢাকা। একটা সংকীর্ণ গলির মুখে পৌঁছবার আগেই টারজনের শ্যেন-চক্ষু দেখতে পেল দূরে একটা ঝাঁকরা ওক গাছের নীচে একটি কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আরণ্য জীবনের সহজ প্রবৃত্তি বশেই টারজন নিজেকে প্রস্তুত করে নিল।

দুজনে সেই মূর্তির কাছাকাছি আসতেই টারজন একটি কর্কশ কণ্ঠে অস্পষ্ট ভাবে তার নামটা উচ্চারিত হতে শুনল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বর বলল, "এরোট সম্পর্কে সাবধান! আজ রাতে!" পরক্ষণেই মূর্তিটি সংকীর্ণ বন-পথের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গেম্‌নন বলে উঠল, "লোকটি কে বলে মনে হয় ? চলে এস! ওকে ধরে ফেললেই সব জানা যাবে।" সে সংকীর্ণ বনপথের দিকে পা বাড়াল।

টারজন কাঁধের উপর হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বলল, "না, ও লোক যেই হোক আমার বন্ধু হতে চাইছে। সে যখন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তখন তার স্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে উচিত কাজ হবে না।"

"ঠিক বলেছ," গেম্‌নন তার কথায় সায় দিল।

টারজন বলল, "তাছাড়া ইতিমধ্যেই যতটুকু জেনেছি পিছু নিলে যে তার

চাইতে খুব বেশী কিছু জানতে পারতাম তাও মনে হয় না। গলার স্বর ও চলন-ভঙ্গী দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি। লোকটি চলে যাবার সময় একটা গন্ধও আমার নাকে এসেছে; এক মাইল দূর থেকেও সে গন্ধ আমি চিনতে পারতাম, কারণ এত তীব্র গন্ধ শুধু শক্তিমান মানুষ ও পশুর গা থেকেই বের হয়।"

"তোমাকে দেখে সে ভয় পেল কেন?" গেম্‌নন শুধাল।

"আমাকে নয়, সে ভয় পেয়েছে তোমাকে, কারণ তুমি একজন সম্ভ্রান্ত লোক।"

"তাতে আমাকে ভয় পাবার কি হল? আমি তো তোমার বন্ধু।"

"সেটা আমি জানি, কিন্তু সে তো নাও জানতে পারে। তুমি একজন সম্ভ্রান্ত লোক, অতএব এরোটের বন্ধু হতে পার। যাই হোক, তোমাকে খুলেই বলছি। লোকটি ফোবেগ।"

"না, না! যে মানুষ তাকে পরাস্ত করেছে, ধিক্কৃত করেছে। প্রায় মেরেই ফেলেছিল, তার সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করবে কেন?"

"কারণ শেষ পর্যন্ত সে তাকে হত্যা করে নি। ফোবেগ সাদাসিধে সরল মানুষ, তাই তার কৃতজ্ঞতা-বোধটা আছে।"

টুডোস-এর প্রাসাদ-ফটকের রক্ষী গেম্‌ননকে চিনতে পেরে তাদের পথ ছেড়ে দিল। একটি ক্রীতদাস চমৎকার একটা ঘরে নিয়ে তাদের বসাল। ডজন খানেক ঝোলানো আলোক-পাত্রের মৃদু আলোয় তারা কাংখিত কন্যাটির আগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দরজার বাইরের ছোট বাগান থেকে চটির মৃদু শব্দ কন্যার আগমন-বার্তা ঘোষণা করল। দুজনই উৎকণ্ঠিত চিত্তে সেইদিকে তাকাল। তরুণী পরমা সুন্দরী, তবে নেমোন অপেক্ষা অধিক সুন্দরী কি না সেটা টারজন বুঝতে পারল না। এ মেয়েকে রাণীর দৃষ্টিপথের আড়ালে রেখে টুডোস বুদ্ধিমানের কাজই করেছে।

ডোরিয়া পুরনো বন্ধুর মতই গেম্‌ননকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। টারজনকে পরিচয় করিয়ে দেবার পরে একই সমাদরের সঙ্গে বলল, "স্টেডিয়ামে আমি তোমাকে দেখেছি। আর তোমার জন্য অনেক ড্রাক্‌মাও হেরেছি।"

টারজন বলল, "আমি দুঃখিত। আগে যদি জানতাম তুমি ফোবেগের উপর বাজি রেখেছিলে তাহলে আমিই তার হাতে মৃত্যু বরণ করে নিতাম।"

ডোরিয়া হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "কথাটা মন্দ নয়; আবার যদি কখনও স্টেডিয়ামে লড়াই হয় তাহলে আমি কার উপর বাজি ধরেছি সেটা আগে থেকেই তোমাকে জানিয়ে রাখব।"

এইভাবে নানা হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে তিনজনে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিল। গেম্‌নন ও টারজন উঠতে যাবে এমন সময় একটি মাঝ-বয়সী লোক ঘরে ঢুকল।

ডোরিয়ার বাবা টুডোস। সে গেমননকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল; টারজনের পরিচয় জেনেও খুশি মনে বাইরের জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

টুডোস অতীব সুপুরুষ; সুন্দর মুখশ্রী, শক্ত শরীর, চোখ দুটি গম্ভীর ও কঠিন হলেও চোখের কোণের ভাঁজগুলি অনেক উচ্চ হাসির সাক্ষী।

দুই অতিথি আবার উঠে দাঁড়াল। টুডোস বলল, "গেমনন তোমাকে এখানে নিয়ে আসায় খুব খুশি হয়েছি। একটা কথা তুমি হয় তো বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছ যে নেমোনের দরবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যা সম্পর্ক তাতে একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুদেরই আমরা এ বাড়িতে অভ্যর্থনা করে থাকি।"

"আমি জানি।" টারজন আর কিছুই বলল না; কিন্তু টুডোস এবং ডোরিয়া দুজনেরই মনে হল যে এ মানুষটিকে বিশ্বাস করা চলে।

টুডোস-প্রাসাদের সামনেই তারা যখন ছায়া-ঢাকা পথে নামল তখন তাদের থেকে কয়েক পা দূরে একটি মূর্তি ত্বরিৎ গতিতে গাছের ছায়ায় লুকিয়ে পড়ল; দুজনের কেউই সেটা লক্ষ্য করল না। টুডোস ও তার অতুলনীয়া কন্যার কথা আলোচনা করতে করতে তারা বাসায় পৌছে গেল।

টারজন বলল, "একটা কথা জানতে আমার বড়ই কৌতূহল হচ্ছে। পাছে রাণী দেখে ফেলে এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ডোরিয়া সেদিন কোন্ সাহসে স্টেডিয়ামে গিয়েছিল?"

গেমনন জবাব দিল, "বাইরে যেতে হলেই ডোরিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করে। অভিজ্ঞ হাতে তুলির দু'একটা টানেই গালে গর্ত দেখা দেয়, চোখের নীচে কালি পড়ে, ভুরু কুঁচকে যায়; সুন্দরী আর সুন্দরী থাকে না; তখন কেউই তার দিকে দুবার তাকায় না। অবশ্য ডোরিয়ার এ জীবন বড়ই একঘেয়েমিতে ভরা; সেটাই তার রূপের শাস্তি। এ পরিস্থিতিতে আমরা আশা-পথ চেয়ে বসে আছি কবে নেমোনের মৃত্যু হবে, অথবা আলেক্সটার সিংহাসনে বসবে।"

শোবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল, ভাল্‌তোর কোচের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রেপ্তার হবার পর থেকে লোকটি মোটেই বিশ্রাম পায় নি; শরীরে একটা ক্ষতও আছে। তাই টারজন ঘরে ঢুকল মৃদু পায়ে, আলোও জ্বালাল না, পাছে ভাল্‌তোরের ঘুম ভেঙে যায়। অবশ্য আব্‌ছা চাঁদের আলো ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে।

জানালার বিপরীত দিকের দেয়ালের নীচে মেঝেতে একটা চামড়া বিছিয়ে টারজন সেখানে শুয়ে পড়ল এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক সেই সময় মাথার উপরকার ঘরে দুটি লোক অন্ধকারে যে জানালাটার পাশে গুড়িসুড়ি মেরে বসেছিল সেটা সোজাসুজি টারজনের শোবার ঘরের জানালাটার ঠিক উপরে।

দীর্ঘ সময় তারা সেই একইভাবে নিঃশব্দে কাটাল। একজন বেশ বড়সড়, শক্তিশালী, অপরজন ছোটখাট ও হাল্কা। এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু তাদের

নড়ন-চড়ন নেই। একসময় বেঁটে লোকটি উঠে দাঁড়াল। একটা লম্বা দড়ির এক প্রান্ত তার বগলের নীচে শরীরের সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধা; তার ডান হাতে একটা সরু ছুরি।

নিঃশব্দে, সতর্ক পদক্ষেপে সে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল; তার সতর্ক দৃষ্টি নীচের মাঠের উপর; তারপর জানালার গোবরাটে উঠে দুই পা বাইরে ঝুলিয়ে বসল। ঢ্যাঙা লোকটি দুই হাতে দড়িটা আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। বেঁটে লোকটি উপুড় হয়ে জানালা থেকে ঝুলে পড়ল, আর ঢ্যাঙা লোকটি একটু-একটু করে দড়িটা হাতে-হাতে ছাড়তে লাগল; বেঁটের মাথাটা গোবরাটের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে তার পা দুটো গিয়ে ঠেকল টারজনের শোবার ঘরের জানালার গোবরাটে; খুব সতর্কতার সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে জানালার ফ্রেমটা আঁকড়ে ধরে দড়িটাকে দুবার দুলিয়ে সংকেত জানিয়ে দিল যে সে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। ঢ্যাঙা লোকটি উপর থেকে একটু-একটু করে বাকি দড়িটা ছেড়ে দিতে লাগল, আর নীচের বেঁটে লোকটি সেটা গুটিয়ে নিল। তারপর নিঃশব্দে মেঝেতে নেমে গেল।

উদ্যত ছুরি হাতে নিয়ে অসংকোচে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। কোন-রকম তাড়াহুড়ো নেই; তার একমাত্র লক্ষ্য পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বজায় রেখে চলা। তার একমাত্র ভয় পাছে ঘুমন্ত লোকটি জেগে ওঠে। বিছানার কাছে পৌঁছেও সে অনেক সময় নিল ভাল করে লক্ষ্য করতে ঠিক কোন জায়গায় ছুরির আঘাত হানলে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। হত্যাকারী জানে যে গেমৃনন অন্য একটি ঘরে ঘুমোয়; তার উদ্যত অস্ত্রের নীচে যে ভাল্‌তোর ঘুমিয়ে আছে এটাই তার জানা ছিল না।

হত্যাকারী তখনও ইতস্তত করছে; আর ঠিক তখনই টারজন চোখ মেলে তাকাল। ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত লোক; ঘুমন্ত ভাল্‌তোরের বুকের উপর উদ্যত ছুরি; নিমেষেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টারজন লাফিয়ে পড়ল আততায়ীর উপর; ঠিক যে মুহূর্তে নেমে আসছিল তার হাতের ছুরি তখনই এক ধাক্কায় টারজন তাকে সরিয়ে দিল। শুরু হল দুজনের ধ্বস্তাধ্বস্তি। ভাল্‌তোরের ঘুম ভেঙে গেল; লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে আততায়ীর নিষ্প্রাণ দেহ মেঝের উপর এলিয়ে পড়েছে; তার দেহের উপর পা রেখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে উঠল টারজন।

ব্যাপার কি জানবার জন্য ভাল্‌তোর তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়াল। ঘরের মধ্যে টারজন মৃতদেহটাকে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিল। উপরতলার ঢ্যাঙা লোকটি তা দেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাসাদ-অলিন্দের অন্ধকার ছায়ায় মিশে গেল।

১৪—বড় শিকার

ভোর হতেই টারজন ও ভাল্‌তোর ঘুম থেকে উঠে পড়ল, কারণ একটু সকাল-সকালই ভাল্‌তোরকে এথ্‌নি-যাত্রা শুরু করতে হবে। পাশের ঘরে তাদের প্রাতরাশ তৈরি হচ্ছে ; সে শব্দ তাদের কানে এল।

গজদন্তের গুল্‌ফ-বন্ধনীর সঙ্গে স্যাণ্ডেলের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে ভাল্‌তোর বলল, "আবার আমাদের দেখা হল, আবারও এল বিদায়ের পালা। আহা বন্ধু, তুমি যদি আমার সঙ্গী হতে তো কী ভালই হত।"

টারজন তাকে বুঝিয়ে বলল, "দেখ, গেম্‌ননের হেপাজতে থাকাকালে আমি যদি কাথ্‌নি ছেড়ে চলে যাই তাহলে গেম্‌ননের জীবন বিপন্ন হবে ; তাই আমি এখন যেতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চিত জেন, এথ্‌নিতে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করবই।"

ভাল্‌তোর বলতে লাগল, "বন্যার ফলে আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আশাই করতে পারি নি যে আর কোন দিন জীবিত অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব। সিংহের মুখে দাঁড়িয়ে তোমাকে চিনতে পেরেও নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারি নি। টারজন, চার-চার বার তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ ; আমার পিতৃগৃহে সাদর অভ্যর্থনা তোমার জন্য সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকবে।"

টারজন বলল, "তুমি যদি মনে কর যে আমার কাছে তোমার কোন ঋণ আছে তো সেটাও তো শোধ হয়ে গেছে, কারণ কাল রাতে তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ।"

"আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি! কী বলছ তুমি? কেমন করে তোমার জীবন রক্ষা করলাম?"

"আমার বিছানায় ঘুমিয়ে", জঙ্গলরাজ জবাব দিল।

ভাল্‌তোর হো-হো করে হেসে উঠল। পরিহাসের সুরে বলল, "একটা বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজই বটে!"

টারজন বলল, "তবু তাতেই তো আমি প্রাণে বেঁচে গেছি।"

"কে কার প্রাণ বাঁচাল?" দরজায় দাঁড়িয়ে গেম্‌নন বলল।

টারজন বলে উঠল, "সুপ্রভাত গেম্‌নন! আমার প্রশস্তি ও অভিনন্দন গ্রহণ কর!"

"ধন্যবাদ! কিন্তু কিসের অভিনন্দন?"

টারজন হেসে জবাব দিল, "গভীর সুষুপ্তির প্রশংসনীয় ক্ষমতার জন্য।"

গেম্‌নন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, "তোমার কথাবার্তা যে একেবারেই দুর্বোধ্য। কি বলছ?"

"কাল রাতে তোমার ঘুমের মধ্যে একটা হত্যার চেষ্টা হয়েছে, আততায়ী

নিহত হয়েছে, তার দেহ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফোবেগের সতর্ক-বাণী অকারণ ছিল না।"

"তুমি বলতে চাও যে কাল রাতে কেউ তোমাকে হত্যা করতে এখানে এসেছিল?" গেমনন সবিস্ময়ে শুধাল।

"আর তার পরিবর্তে ভাল্‌তোরকে প্রায় নিকেঁশ করে ফেলেছিল।" টারজন সংক্ষেপে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলল।

গেম্‌নন প্রশ্ন করল, "লোকটিকে তুমি আগে কখনও দেখেছ? তাকে চিনতে পেরেছ?"

"তার দিকে কোনরকম নজরই দেই নি; তবে তাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

"কোন সম্ভ্রান্ত লোক কি?"

"না, একটি সাধারণ সৈনিক। তুমি দেখলে হয়তো চিনতে পারবে।"

"আমাকে তো দেখতেই হবে; সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে দিতে হবে; রাণী এ খবর শুনলে তো আগুন হয়ে উঠবে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। ভাল্‌তোর, তোমার যাত্রার আগে যদি ফিরে আসতে না পারি, তবু জেনো তোমার সঙ্গ আমার ভাল লেগেছে। বড়ই দুর্ভাগ্য যে আমরা দুজন শত্রু-পক্ষ; পরবর্তীকালে দেখা হলে পরস্পরের মাথা নিতেই চেষ্টা করব।"

ভাল্‌তোর বলল, "শুধু দুর্ভাগ্য নয়, বোকামিও বটে।"

"কিন্তু এটাই প্রথা," গেম্‌নন স্মরণ করিয়ে দিল।

"তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোন দিন দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল, কারণ তোমাকে মারতে আমার হাত কোনদিনই উঠবে না।"

পানপাত্র ধরার মত করে হাতটা ধরে গেম্‌নন চেঁচিয়ে বলল, "তবে তাই হোক; আর কখনও যেন আমাদের দেখা না হয়।" কথা শেষ করেই সে বেরিয়ে গেল।

টারজন ও ভাল্‌তোরের খাওয়া শেষ হতেই একজন এসে খবর দিল, ভাল্‌তোরের পথ-প্রদর্শক যাত্রার জন্য তৈরি; একমুহূর্ত পরে সংক্ষেপে বিদায়-পর্ব শেষ করে ভাল্‌তোরও স্বদেশের পথে যাত্রা করল।

নেমোনের হুকুমে টারজনের অস্ত্রশস্ত্রগুলি তাকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে; সেগুলি সে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। গেম্‌নন ফিরে এল। সে যেমন ক্রুদ্ধ তেমনি উত্তেজিত। বলল, "রাণীর কাছ থেকে যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি সেটাই মহাভাগ্য। রাণী তো সব শুনে রেগে আগুন। সব দোষ নাকি আমার—আমার কর্তব্যে অবহেলা। আমি কি করতে পারি? সারারাত তোমার জানালার গোবরাটে জেগে বসে থাকব?"

টারজন হেসে বলল, "আমাকে নিয়েই যত ঝামেলা। সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা আমাকে এখানে

টো এনেছে ; আর আমাকে এখানে আটকে রেখেছে একটি নষ্টা নারীর বি... রুচি।"

'এ কথা যেন রাণীকে বলো না ; আমি ছাড়া আর কেউ যেন এ কথা না শোনে," গেম্নন তাকে সতর্ক করে দিল। "শোন, রাণী তোমাকে ডেকেছে ; আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝেসুঝে কথাবার্তা বলো। রাণী একটি ক্রুদ্ধ সিংহী হয়ে আছে ; এখন যে তাকে খোঁচা দেবে তার কপালে দুঃখ আছে।"

টারজন বলল, "আমার কাছে সে কি চায় ? খাঁচায় পোরা পোষা কুকুরের মত এ বাড়িতে থেকে আমি কি একটা মেয়ে মানুষের আঙুলের তালে নেচে বেড়াব ?"

"আরে না ; রাণী তোমার উপর এই আক্রমণের তদন্ত করছে , জিজ্ঞাসা-বাদের জন্য অন্য অনেককেই ডেকেছে," গেম্নন বুঝিয়ে বলল।

টারজনকে সঙ্গে নিয়ে গেম্নন একটা বড় মহলে ঢুকল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সেখানে হাজির। টমোস, এরোট ও জাবুস্টলও আছে। রাণী একটা মস্তবড সিংহাসনে আসীন। সে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু হাসল না। একটি লোক এগিয়ে এসে তাদের দুজনকে সিংহাসনের নীচে দুটো আসনে বসিয়ে দিল।

টারজনের দিকে ফিরে রাণী বলল, "তোমার মুখ থেকে সব কথা শুনতে চাই। শুরু করে দাও।"

উঠে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, "বলার তো বিশেষ কিছু নেই। আমাকে হত্যা করতে একটা লোক আমার ঘরে এসেছিল ; পরিণামে আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।"

"সে তোমার ঘরে ঢুকল কেমন করে ?" নেমোন জানতে চাইল। "গেম্নন কোথায় ছিল ? সেই কি তাকে ঢুকিয়েছিল ?"

টারজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কখনও না। গেম্নন তার ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ; যে লোকটা আমাকে মারতে চেয়েছিল তাকে উপরতলার ঘর থেকে জানালা গলিয়ে আমার ঘরে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল জানালা-পথে ; তার শরীরে একগাছা লম্বা দড়ি বাঁধা ছিল।"

"কি করে জানলে যে সে তোমাকে মারতে এসেছিল ? সে কি তোমাকে আক্রমণ করেছিল ?"

"এথ্নির যুবকটি আমার বিছানায় শুয়েছিল ; আমি ঘুমচ্ছিলাম মেঝেতে। ঘর অন্ধকার থাকায় লোকটা আমাকে দেখতে পায় নি। ভেবেছিল আমিই বিছানায় ঘুমিয়ে আছি। হাতের ছুরি তুলে ভাল্তোরের শরীরের উপর ঝুঁকে দাঁড়াতেই আমার ঘুম ভেঙে যায় ; তখন আমিই তাকে মেরে দেহটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই।"

"তাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে? আগে কখনও দেখেছ?" ক প্রশ্ন করল।

"তাকে আমি চিনতে পারি নি।"

ফটকে একটা গোলমাল শুনে নেমোন্ চোখ তুলে তাকাল; চারটি ক্রীতদাস একটা স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে ঘরে ঢুকে সেটাকে সিংহাসনের নীচে নামাল; তাতে শায়িত একটা মানুষের শব।

"এই লোকটাই কি তোমার জীবননাশের চেষ্টা করেছিল?" নেমোন প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ। এই লোক," টারজন জবাব দিল।

সহসা রাণী এরোটের দিকে ঘুরে বসল। প্রশ্ন করল, "তুমি কি আগে কখনও এই লোকটাকে দেখেছ?"

এরোট উঠে দাঁড়াল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে; শরীর ঈষৎ কাঁপছে। "ইয়োর ম্যাজেস্টি, এ তো একজন সাধারণ সৈনিক; হয় তো কখনও-সখনও দেখেছি, কিন্তু ভুলে গেছি। এমন তো কতজনকেই দেখি।"

কাছে দাঁড়ানো একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে রাণী শুধাল, "আর তুমি? তুমি কি একে আগে কখনও দেখেছ?"

যুবক জবাব দিল, "অনেকবার দেখেছি; লোকটা ছিল প্রাসাদ-বন্দীদের একজন, আর আমার কোম্পানিতেই ছিল।"

"প্রাসাদের কাজে সে কতদিন হল বহাল হয়েছে?" রাণী জানতে চাইল।

"এক মাসও হয় নি ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

"আর তার আগে? আগে সে কি কাজ করত জান?"

যুবক অফিসারটি ইতস্তত করে বলল, "কোন সম্ভ্রান্ত লোকের অনুচরদলে ছিল ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

"কে সে?" নেমোন জানতে চাইল।

যুবক নিম্নকণ্ঠে বলল, "এরোট।"

রাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বহুক্ষণ এরোটের দিকে তাকিয়ে রইল; তারপর বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে বলল, "তোমার স্মৃতিশক্তি বড়ই দুর্বল। মাত্র একমাস আগে যে তোমার কাজ ছেড়ে দিয়েছে তাকেও চিনতে পার না!"

এরোটের মুখ আরও বিবর্ণ; শরীর কাঁপছে। অনেকক্ষণ মৃতদেহের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এখন চিনতে পারছি ইয়োর ম্যাজেস্টি; মৃত্যুতে মুখের আদল তো অনেক বদলে গেছে, তাই আগে চিনতে পারি নি।"

নেমোন ধমকে উঠল, "তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা আমি বুঝতে পারছি না। এ ঘটনায় তোমার কি ভূমিকা আমি জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চিত বুঝেছি যে ভূমিকা একটা আছে, আর সেটা আমি বের করবই। আপাতত তোমাকে প্রাসাদ থেকে নির্বাসিত করা হল।

তোমার দলে হয়তো আরও অনেকে আছে," অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে টমোসের দিকে তাকিয়ে রাণী বলতে লাগল, "তাদের সবাইকে আমি খুঁজে বের করব ; আর তখন তাদের সকলেরই ঠাঁই হবে সিংহের বিবরে।"

রাণী সিংহাসন থেকে নেমে এল। টারজন ছাড়া অন্য সকলেই নতজানু হল। টারজনের পাশ দিয়ে যাবার সময় রাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে অনেকক্ষণ তাকে দেখল ; নীচু গলায় বলল, "খুব সাবধান ; তোমার জীবন বিপন্ন। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য দেখা করার সাহস পর্যন্ত আমার নেই, কারণ অত্যন্ত বেপরোয়া এমন একজন আছে যার হাত থেকে আমিও তোমাকে বাঁচাতে পারব না যদি তুমি আমার ঘরে যাও। গেমননকে বলো সে যেন তোমাকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে তার বাবার বাড়িতে চলে যায়। সেখানে তুমি অনেকটা নিরাপদে থাকতে পারবে। তোমার-আমার মধ্যে যে বিঘ্নের কাঁটা আছে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তা সরিয়ে ফেলব। সে দিন না আসা পর্যন্ত বিদায় টারজন, বিদায়!"

টারজন অভিবাদন জানাল। কাথনির রাণী দরবার-মহল ছেড়ে চলে গেল। সম্ভ্রান্ত লোকরাও উঠে পড়ল। গেমনন ও টারজন বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই জারস্টল তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, "শিকারের সব ব্যবস্থা পাকা। সিংহের দল ও শিকারের টোপ বনের প্রান্তে অপেক্ষা করছে। তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বড় রাস্তায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে এস।"

গেমনন ইতস্তত করে বলল, "শিকারে আর কে সঙ্গী হচ্ছে?"

জারস্টল বলল, "শুধু তুমি, টারজন, আর পিওেস।"

টারজন বলল, "আমরা যাচ্ছি।"

অস্ত্রশস্ত্র নিতে বাসায় ফিরে গেলে গেমননকে খুব চিন্তিত মনে হল। বলল, "যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না বুঝতে পারছি না।"

"কেন?" টারজন প্রশ্ন করল।

"এটা তোমাকে ধরার আর একটা ফাঁদও তো হতে পারে।"

টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। "হওয়া খুবই সম্ভব, তাই বলে লেজ গুটিয়ে বসে থাকতে আমি পারব না। আচ্ছা, পিওেস কে? তাকে তো চিনি না।"

"এরোট যখন রাণীর প্রিয়পাত্র হল তখন সে ছিল রক্ষীদলের একজন অফিসার। এরোটের চেষ্টাতেই তার চাকরি চলে যায়। লোকটি খারাপ নয়, তবে দুর্বল চিত্ত, আর সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে যতদূর জানি, তার দিক থেকে তোমার ভয়ের কিছু নেই।"

"কারও দিক থেকেই আমার ভয়ের কিছু নেই," টারজন দৃঢ় গলায় বলল।

"হয় তো তাই, তবু সাবধান হওয়া ভাল।"

"আমি সর্বদাই সাবধান ; নইলে অনেক আগেই আমার মৃত্যু ঘটত।"

গেমনন ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "এই আত্মতুষ্টিই তোমার বিপদ ডেকে

আনবে।”

টারজন হাসল। “আমার বিপদ এবং শক্তির সীমাবদ্ধতার কথা আমি জানি ; কিন্তু ভয় আমাকে মুক্তি ও জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে তা আমি হতে দিতে পারি না ; মৃত্যু অপেক্ষা ভয়কেই আমার বেশী ভয়। তুমি ভীত, এরোট ভীত, নেমোন ভীত ; তাই তোমরা সকলেই অসুখী। আমি যদি ভীত হতাম, আমিও অসুখী হতাম, কিন্তু তাতে আমার নিরাপত্তা বাড়ত না। ভাল কথা, নেমোন বলল যে প্রাসাদ আমার পক্ষে নিরাপদ নয় ; সে কি বলতে চায় যে ম'তুজে আমার প্রতি বিরূপ ?”

“ম'তুজে এরোট এবং টমোস ; লোভ, ঈর্ষা ও প্রতারণার ত্রিশক্তি সেখানে সক্রিয়,” গেমনন বলল।

বাসায় পৌঁছে তার ও টারজনের জিনিসপত্র বাবার বাড়িতে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে গেমনন বন্ধুকে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। পথেই দেখা হল জারস্টল ও পিণ্ডেসের সঙ্গে। পিণ্ডেসের বয়স বছর ত্রিশ, চেহারা সুদর্শন, কিন্তু মুখে ও চোখে একটা দুর্বলতার ছাপ। সেই প্রথম টারজনকে শুধাল, “তুমি বোধ হয় বড় শিকার কখনও দেখ নি ?”

“না ; কথাটার অর্থও জানি না,” টারজন জবাব দিল।

“তাহলে আর এখন কিছু বলব না ; নিজের চোখে দেখেই সব বুঝতে পারবে। তাতে মজাটাও বেশী পাবে। তোমাদের দেশেও নিশ্চয় শিকারের চল আছে ?”

“আমি শিকার করি খাদ্যের জন্য, অথবা শত্রুতার জন্য,” টারজন বলল।

“মজার জন্য কখনও শিকার কর না ?”

“হত্যায় আমি মজা পাই না।”

পিণ্ডেস তাকে আশ্বস্ত করতে বলল, “অবশ্য আজ তোমাকে হত্যা করতে হবে না ; সে কাজটা সিংহরাই করবে। শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করার আনন্দটাই তুমি উপভোগ করবে, আর মহাশিকারেই সেটা একেবারে চরমে ওঠে।”

পূব দিকের ফটকের ওপারে বন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্কের মত একটা খোলা জায়গা। ফটকের কাছে চারটি দীর্ঘদেহ ক্রীতদাস শিকল-বাঁধা দুটো সিংহকে ধরে আছে। কিছুটা দূরে মাটিতে বসে আছে আরও একটি লোক ; কোমরে-বাঁধা একটুকরো নোংরা ছিন্ন বসন ছাড়া সে প্রায় উলঙ্গ।

জারস্টল কি একটা হুকুম দিল, আর সেই কালো মানুষটি বনের দিকে ছুটতে শুরু করল।

টারজন বলল, “লোকটা ছুটছে কেন ? ওকে দেখে তো বনের সব শিকার পালিয়ে যাবে।”

পিণ্ডেস হাসল। “ওই লোকটাই তো শিকার।”

“তার অর্থ ?” টারজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

জারুস্টস জবাব দিল, "এটাই তো বড় শিকার; এখানে আমরা সব শিকারের বড় শিকার মানুষ শিকার করি।"

টারজনের চোখ বুজে এল। বলল, "বুঝতে পেরেছি। তোমরা নর মাংসাশী; মানুষের মাংস খাও।"

পিণ্ডেস ও জারুস্টস একসঙ্গে আপত্তি জানাল, "না, কখনও না।"

"তাহলে মানুষ শিকার কর কেন?"

"মজার জন্য", জারুস্টস বলল।

"ওঃ, ঠিক; আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এই বড় শিকারের ব্যাপারটা আরও একটু বুঝিয়ে বল।"

জারুস্টস বলল, "শিকার যখন বনের কাছে পৌঁছে যাবে তখন সিংহ দুটোকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তখন থেকেই খেলার শুরু। দুটো সিংহ মিলে একটা মানুষকে মারতে দেখেছ কখনও? সেটাই তো আসল মজা।"

শুরু হল ছুটন্ত মানব-শিকারের পিছনে শিকল-মুক্ত সিংহের ছোটা। সম্ভ্রান্ত মানুষগুলিও চলল এগিয়ে। জারুস্টস ও পিণ্ডেস উত্তেজনায় টগ্‌বগ্‌ করছে; গেমনন নীরব, চিন্তামগ্ন; টারজন বিরক্ত। কিন্তু অরণ্য-সীমান্তে পৌঁছেই একটা মতলব এল তার মাথায়।

জঙ্গলে ঢোকার পরে টারজন একে একে অন্য সকলের পিছনে সরে যেতে লাগল। যখন কেউ আর তাকে দেখতে পাচ্ছে না তখন হঠাৎ সে লাফ দিয়ে গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর সুকৌশলে এমনভাবে সকলের অলক্ষ্যে এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঝুলে সে দ্রুত এগিয়ে চলতে লাগল যা একমাত্র অরণ্যের রাজার পক্ষেই সম্ভব।

পলায়মান কালো মানুষটির গায়ের গন্ধ ক্রমেই তার নাকে বেশী করে আসছে, আর ততই দ্রুততর গতিতে গাছের উপর দিয়ে সে এগিয়ে চলেছে। সিংহ দুটি ও শিকারীরা আসছে পিছনে। তাই নিজের কাজ দ্রুত সমাধা করতে হবে।

ঠিক তার আগে আগেই ছুটে চলেছে কালো মানুষটি। মাঝে মাঝে পিছনে তাকাচ্ছে। পেশীবহুল বিরাট দেহটা আদিম মানবতারই যোগ্য প্রতীক।

লোকটির একেবারে মাথার উপর পৌঁছে টারজন তাদের ভাষায় বলল, "গাছে উঠে পড়।"

লোকটি চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু থামল না। মুখে বলল, "কে তুমি?"

টারজন বলল, "তোমার মনিবের শত্রু; তোমাকে পালাতে সাহায্য করব।"

"পালাবার পথ নেই; গাছে উঠলে পাথর ছুঁড়ে ওরা আমাকে নীচে নামাবে।"

"ওরা তোমাকে দেখতেই পাবে না ; সে ব্যবস্থা আমি করব।"

লোকটি থামল ; চোখ তুলে তাকাল ; বক্তাকে খুঁজতে লাগল। মাথার উপরে টারজনকে দেখতে পেয়ে বলল, "তুমি ত সাদা মানুষ! আমাকে বোকা বানাতে চাইছ। সাদা মানুষ আমাকে সাহায্য করবে কেন?"

টারজন ধমক দিয়ে বলল, "জল্‌দি কর! নইলে অনেক দেরী হয়ে যাবে, তখন আর কেউ তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না।"

আফ্রিকাবাসীটি আরও মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে একটা নীচু ডাল ধরে ঝুলে গাছের উপরে উঠে গেল। টারজনও নেমে এল তার কাছে।

লোকটি বলল, "এখনই এসে ওরা পাথর ছুঁড়ে আমাদের দুজনকেই নামিয়ে ফেলবে।" তার স্বরে আশা নেই, ভরসা নেই, ভয় নেই, আছে শুধু নীরব ঔদাসীন্য।

১৫—ব্যর্থ ষড়যন্ত্র

জারুস্টলের মজার খেলায় আজ যার মরবার কথা সেই গাল্লা ক্রীতদাসটিকে নিয়ে গাছের ভিতর দিয়ে টারজন পূব দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু পিছনের সিংহের গর্জন যতই এগিয়ে এল ততই প্রাণের মায়ায় সে টারজনের আশ্রয়কেই শ্রেয়তর মনে করল।

অরণ্য-দানব দ্রুতগতিতে গাল্লাকে বয়ে নিয়ে চলল জঙ্গল ছাড়িয়ে পূর্ব দিকের পর্বত-প্রাচীরের দিকে। মাইলখানেক পথ গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে একসময়ে সে মাটিতে নামল।

বলল, "এর পরেও যদি সিংহরা তোমার পথের হদিস পায় তাহলেও তার অনেক আগেই তুমি ঐ পর্বতের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু আর দেরী নয়, এখনই পা চালাও।"

লোকটি তার পায়ের উপর পড়ে ত্রাণকর্তার হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল, "আমার নাম হাফিম। তোমার সেবায় আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কে তুমি?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন। এবার যাত্রা কর ; সময় নষ্ট করো না।"

কালো লোকটি সানুনয়ে বলল, "আর একটা উপকার তোমাকে করতে হবে।"

"কি?"

"আমার একটি ভাই আছে। আমার সঙ্গে ওরা তাকেও গ্রেপ্তার করেছে।

কাথ্‌নির দক্ষিণে সোনার খনিতে সে এখন ক্রীতদাস—তার নাম নিয়ারা। যদি কখনও সেই সোনার খনিতে যাও তো তাকে বলো যে হাফিম পালিয়েছে। শুনে সে খুশি হবে; হয়তো সেও পালাতে চেষ্টা করবে।"

"তাকে বলব। এবার যাও।"

আফ্রিকানটি জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলে টারজন একলাফে গাছে চড়ে শিকারীদের দিকেই ফিরে চলল। হাফিম যেখান থেকে গাছে উঠেছিল সেখানে দাঁড়িয়ে সকলে জটলা করছে দেখে টারজন তাদের পিছনে গাছ থেকে নেমে এগিয়ে চলল।

তাকে দেখে জারুস্টল জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় গিয়েছিলে? আমরা তো ভেবেছি তুমি হারিয়ে গেছ।"

টারজন জবাব দিল, "আমি পিছিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের শিকার কোথায় গেল? আমি তো ভেবেছি এতক্ষণে তোমরা তাকে ধরে ফেলেছ।"

জারুস্টল বলল, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এইখানে সে গাছে উঠে গেছে, কারণ এখানে এসেই সিংহ দুটো থেমে গিয়ে উপরের দিকে তাকাতে থাকে। একজনকে গাছেও চড়িয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে শিকারের চিহ্নমাত্র নেই।"

পিণ্ডেস বলল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ঠেকছে।"

"তা বটে," টারজন বলল; "বিশেষ করে গোপন কথাটা যারা জানে না তাদের কাছে তো বটেই।"

"গোপন কথা কে জানে?" জারুস্টলের প্রশ্ন।

"আর কেউ না জানুক যে কালো ক্রীতদাস তোমাদের হাত থেকে পালিয়েছে সে অবশ্যই জানে।"

জারুস্টল বলে উঠল, "আমার হাত থেকে পালাবার সাধ্য তার নেই; সে শুধু শিকারের পিছনে ছোটাটাকে আরও বিলম্বিত করে মজাটা বাড়িয়ে দিয়েছে।"

টারজন বলল, "এ নিয়ে একটা ফাট্‌কা খেললে মজাটা আরও বাড়বে। তোমার সিংহদুটি সন্ধ্যার আগে শিকারকে খুঁজে বের করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

"অবশ্যই বের করবে; এক হাজার ড্রাক্‌মা বাজি," জারুস্টল চেঁচিয়ে বলল।

টারজন বলল, "আমি তো এক ন্যাংটা বিদেশী, এক হাজার ড্রাক্‌মা কোথায় পাব; তবে গেমনন হয় তো বাজিটা ধরবে।" সকলের অলক্ষ্যে গেমননের দিকে তাকিয়ে টারজন চোখ টিপল।

গেমনন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "বাজি পাক্কা।" জারুস্টল পিণ্ডেসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে একটা চোখ বুজল। তারপর বলল, "এবার আলাদা দলে ভাগ হয়ে শিকার খোঁজা হোক। যেহেতু তুমি ও টারজন আমার সঙ্গে

বাজি লড়েছ, তোমরা একজন থাকবে আমার সঙ্গে, আর অপরজন থাকবে পিণ্ডেসের সঙ্গে। রাজী ?"

টারজন বলল, "রাজী।"

জাবুস্টস বলল, "তাহলে আমার সঙ্গে থাকছে গেমনন, আর পিণ্ডেসের সঙ্গে টারজন। একটা সিংহ থাকবে আমাদের সঙ্গে, অন্যটি তাদের।"

গেমনন আপত্তি জানিয়ে বলল, "টারজনের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি রাণীর কাছে দায়াবদ্ধ; তাই মুহূর্তের জন্যও তাকে আমি চোখের আড়ালে যেতে দিতে পারি না।"

টারজন বলল, "ভয় নেই, আমি পালাব না।"

গেমনন বলল, "পালানোর কথা হচ্ছে না।"

টারজন হেসে বলল, "ওঃ, আমার নিরাপত্তার কথা ভাবছ ? নিজেকে রক্ষা করতে আমি জানি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গেমনন রাজী হল। দুই দল আলাদা হয়ে গেল। জাবুস্টল ও গেমনন গেল উত্তর-পশ্চিম দিকে, আর পিণ্ডেস ও টারজন ধরল পূবের পথ।

কিছুটা পথ এগিয়েই পিণ্ডেস প্রস্তাব করল, "খোঁজার সুবিধার জন্য এবার আমরা তিন ভাগ হয়ে এগোতে থাকব। তুমি যাও সোজা পূর্ব দিকে, সিংহকে নিয়ে রক্ষী যাক উত্তর-পূবে, আর আমি উত্তর দিকে। যে কেউ শিকারের সন্ধান পেলেই চীৎকার করে অপরকে জানাবে। আর একঘণ্টার মধ্যে যদি সন্ধান না মেলে তো বনের পূব দিকে পাহাড়ের নীচে আমরা সকলে আবার এক সঙ্গে হব।"

টারজন মাথা নেড়ে পূব দিকে পা বাড়াল। পিণ্ডেস ও রক্ষীরা কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। পিণ্ডেস চুপি চুপি রক্ষীদের কি যেন বলল। সিংহটা টারজনের পথের দিকে তাকাল। পিণ্ডেস হাসল। রক্ষীরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

পিণ্ডেস বলল, "এ রকম দুর্ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে।"

টারজন ধীর পায়ে পূব দিকে এগিয়ে চলেছে। সে তো জানেই যে নিগ্রোটির দেখা পাবে না। এমন সময় একটা গর্জন শুনে পিছনে তাকিয়ে যা দেখল তাতে সে মোটেই বিস্মিত হল না। কাথ্নির শিকারী সিংহের সাজ পরা একটা সিংহ তার দিকে এগিয়ে আসছে। চিনতে অসুবিধা হল না, এই সিংহটাই তার ও পিণ্ডেসের সঙ্গে ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে টারজনের চোখে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল। শিকার সামনে পেয়ে সিংহটাও গর্জে উঠল। সে গর্জন শুনে দূরে পিণ্ডেসের মুখে হাসি দেখা দিল। রক্ষীদের বলল, "চল, সরে পড়ি। 'এত তাড়াতাড়ি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়াটা ভাল দেখাবে না।"

তারা ধীর গতিতে হাঁটতে লাগল।

শিকারী সিংহের গর্জন দূর থেকে গেমনন ও জারস্টলের কানেও এল। গেমনন দাঁড়িয়ে পড়ল; বলল, "ওই ওরা শিকারের সন্ধান পেয়েছে; চল, আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দেই।"

জারস্টল কিন্তু সেরকম কোন গরজই দেখাল না। গেমনন বিচলিত বোধ করল।

টারজন দাঁড়িয়ে সিংহটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। অনায়াসেই সে গাছে উঠে পালাতে পারত, কিন্তু দুঃসাহসের নেশা আছে তার রক্তে। বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ সে খুলে দেবেই। সঙ্গে তো কাথনিদের একটা বর্শা আর তার নিজস্ব ছুরিটা আছেই।

পূর্ণ গতিতে ছুটে এল সিংহটা; ডান হাতটা পিছনে সরিয়ে নিয়ে টারজন সবেগে বর্শাটা ছুঁড়ে দিল। সিংহের বাঁ কাঁধের নীচে সেটা গভীরে বসে গেল। মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ পশুরাজ পিছনের পায়ে ভর দিয়ে টারজনের চাইতেও উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে হিংস্র নখরশুদ্ধ থাবা বাড়িয়ে দিল তাকে টেনে এনে লালাসিক্ত মুখের ভিতর ঠেলে দিতে; কিন্তু টারজন বিদ্যুৎগতিতে সিংহের পেটের নীচে ঢুকে পড়ে বার দুই পাল্‌টি খেয়ে চড়ে বসল তার পিঠের উপর। তারপর হাতের সুতীক্ষ্ণ ছুরিটাকে বার বার বসিয়ে দিতে লাগল সিংহটার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত পাঁজরের মধ্যে।

সিংহের জীবনী-শক্তি বিস্ময়কর; তবু একসময় তারও শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল; মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তার নিষ্প্রাণ দেহটা নিথর হয়ে গেল। টারজন একলাফে উঠে দাঁড়াল। মৃত সিংহটার উপর এক পা রেখে কাথনির অরণ্যের পত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রাতপের দিকে মুখ তুলে তীব্র স্বরে গর্জন করে উঠল: সে গর্জনে সদ্য নিহত শিকারের উপর দণ্ডায়মান ষণ্ড-বানরের বীভৎস বিজয়-ধ্বনির আভাষ।

সে গর্জন-ধ্বনি অরণ্য-পথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। পিণ্ডেস ও তার দুই সঙ্গী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একে অন্যের দিকে তাকাল: প্রত্যেকেরই হাত নেমে এল কোষবদ্ধ তরবারির হাতলে।

"টুস-এর দোহাই! ওটা কিসের শব্দ?" একজন সঙ্গী বলল।

অপর সঙ্গী বলল, "টুস্-এর দোহাই! এমন ভয়ংকর শব্দ আমি জীবনে শুনি নি।"

পিণ্ডেস তিরস্কারের সুরে বলল, "চুপ কর! ওটা তো নবাগত লোকটির মরণ-আর্তনাদও হতে পারে।"

"কিন্তু মালিক, ওটা তো মরণ-আর্তনাদের মত শোনাল না; ওই শব্দের সঙ্গে মিশে ছিল শক্তি ও আনন্দের আভাষ।"

"চুপ কর মূর্খ!" পিণ্ডেস ধমক দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও কৌতূহল

দমন করতে পারল না। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য টারজনের পথ ধরে এগিয়ে চলল। তার পিছু পিছু চলল দুই রক্ষী।

অল্প দূর যাবার পরেই পিগুেস হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠল, "এটা কি?"

রক্ষী দুজন পিছন থেকে সামনে এগিয়ে গেল। চীৎকার করে বলল, "টুস-এর কেশরের দোহাই! এতো সিংহটা!"

ডাইনে-বায়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে তারা এগিয়ে গেল। পিগুেস ভাল করে দেখে বলল, "মরে গেছে!"

তিনজনই ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মৃত সিংহটাকে আবার দেখল। একজন রক্ষী বলল, "মৃত্যু হয়েছে ছুরির আঘাতে।"

"কিন্তু গাল্লা ক্রীতদাসের সঙ্গে তো ছুরি ছিল না।" পিগুেস চিন্তিতভাবে বলল।

একজন রক্ষী তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "নবাগত লোকটির সঙ্গে কিন্তু ছুরি ছিল।"

কি যেন ভেবে পিগুেস বলল, "যেই মেরে থাকুক সিংহটার সঙ্গে তার হাতাহাতি লড়াই হয়েছে। ভাল করে খোঁজ কর। নিশ্চয় তার মৃত বা আহত দেহ কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে।"

তিনজনে খুঁজতে লাগল। ততক্ষণে গর্জন-ধ্বনি শুনে জারস্টল ও গেমননও সেইদিকে এগিয়ে চলেছে। টারজনকে নিয়ে গেমনন খুবই চিন্তিত। জারস্টল বা পিগুেসকে বিশ্বাস নেই। হঠাৎ গেমননের সন্দেহ হল, নিশ্চয় কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই টারজনকে তার থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। জারস্টল থেকে বেশ কিছুটা দূরে থেকেই সে হাঁটছিল। সিংহসহ রক্ষী দুটিও বেশ কিছুটা সামনে। কাঁধের উপরকার হাতের স্পর্শ পেয়ে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। টারজন দাঁড়িয়ে আছে; ঠোঁটে মৃদু হাসি।

"কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ?" গেমনন শুধাল।

তার গলার শব্দে জারস্টল ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধাল, "কিছুক্ষণ আগে সেই ভয়াল আর্তনাদ কি তোমরাও শুনেছ?"

যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব দেখিয়ে টারজন বলল, "কেউ আর্তনাদ করেছে বুঝি? তাহলে হয় তো পিগুেস, কারণ আমি তো কোন আঘাত পাই নি।"

কিছুক্ষণ পরেই তাদের সঙ্গে পিগুেস ও দুই রক্ষীর দেখা হয়ে গেল। টারজনকে দেখে পিগুেসের চক্ষু তো ছানাবড়া; তার মুখ কালো হয়ে গেল।

ভাবগতিক দেখে জারস্টল বলল, "কি ব্যাপার? তোমাদের সিংহটা কোথায়?"

পিগুেস বলল "সিংহটা মারা গেছে। কারও ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু

ঘটেছে। এ কাজ যে করেছে তাকেই আমরা খুঁজছি; সেও নিশ্চয় মারাত্মক আহত হয়েছে, অথবা মারা পড়েছে।"

"তোমরা কি তাকে দেখতে পেয়েছ?" টারজন শুধাল।

"না।"

"আচ্ছা পিণ্ডেস, তল্লাসির কাজে আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি? ধর, তুমি আর আমি যদি তাকে খুঁজতে বের হই?"

মুহূর্তের জন্য পিণ্ডেসের গলা আটকে গেল; পরক্ষণেই বলে উঠল, "না। এখন আর খোঁজ করা বৃথা; আমরা অনেক খুঁজেছি; কোথাও এক ফোঁটা রক্তের দাগ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।"

"আর সে শিকারেরও কোন সন্ধান পাও নি?" জার্বুস্টল শুধাল।

পিণ্ডেস বলল, "না। সে পালিয়েছে। এবার আমাদের শহরে ফেরাই ভাল।"

টারজন বলল, "আচ্ছা! তাহলে এরই নাম বড় শিকার? শিকারটা কিন্তু মোটেই জমে নি। তবে আমি খুশি হয়েছি, কারণ আজকের বাজিতে গেমনন এক হাজার ড্রাকমা জিতেছে।"

একটা অস্পষ্ট শব্দ করে জার্বুস্টল আপন মনে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। গেমননের পিতৃগৃহের সামনে এসে দলটা দুই ভাগ হয়ে যাবার আগে টারজন জার্বুস্টলের খুব কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "এরোটকে আমার অভিবাদন জানিও; পরের বারে যেন ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়।"

১৬—"টুস্"-এর মন্দিরে

সেদিন সন্ধ্যায় টারজন সবে গেমনন ও তার বাবা ও মায়ের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসেছে এমন সময় একটি ক্রীতদাস এসে জানাল, ডোরিয়ার বাবা টুডোস-এর বাড়ি থেকে একটি বার্তাবহ এসেছে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে।

"তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও," গেমনন বলল; একটু পরেই ঘরে ঢুকল একটি দীর্ঘকায় নিগ্রো।

গেমনন সাদরে বলল, "আরে গেম্বা! কি খবর এনেছ বল।"

ক্রীতদাস বলল, "খবরটি গুরুতর এবং গোপনীয়।"

"এদের সামনেই সব কথা বলতে পার গেম্বা।"

"আমার মালিক টুডোস-এর কন্যা ডোরিয়া আমাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, এরোট আজ কৌশল করে তার পিতৃগৃহে ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলেছে।

কি কথা বলেছে সেটা কিছু নয়, কিন্তু সে যে ডোরিয়াকে দেখেছে সেটাই গুরুতর।"

গেমননের বাবা বলে উঠল, "ব্যাটা শেয়াল!"

গেমননের মুখে ছায়া পড়ল। "আর কোন কথা আছে?"

"না মালিক; এই সব," গেম্বা জবাব দিল।

পকেটের থলি থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে গেম্বাকে দিল। "তোমার মনিব-কন্যার কাছে ফিরে গিয়ে বল, কাল তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তার বাবার সঙ্গে কথা বলব।"

ক্রীতদাস চলে গেলে গেমনন অসহায়ভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কি করতে পারি? টুডোসই বা কি করবে? কেই বা কি করতে পারে? আমরা অসহায়।"

টারজন বলল, "হয়তো আমি কিছু করতে পারি। বর্তমানে আমি তোমাদের রাণীর বিশ্বাসভাজনদের একজন; রাণীর সঙ্গে আমি কথা বলব; দরকার হলে তোমাদের পক্ষে ওকালতি করব।"

গেমননের চোখে নতুন আশার আলো দেখা দিল। "তা যদি কর! রাণী তোমার কথা শুনবে। আমার বিশ্বাস, একমাত্র তুমিই ডোরিয়াকে বাঁচাতে পার। কিন্তু মনে রেখ, কোনক্রমেই রাণী যেন তাকে চোখে দেখতে না পায়; তাহলে আর রক্ষা নেই—রাণী হয় তাকে বিকলাঙ্গ করে দেবে, নয় তো মেরে ফেলবে।"

পরদিন সকালে রাজপ্রাসাদ থেকে দূত এসে জানাল, রাণীর হুকুম দুপুরে টারজনকে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে; সেই সঙ্গে গেমননের প্রতি তার নির্দেশ, সে যেন শক্তিশালী রক্ষী নিয়ে টারজনের অনুগমন করে, কারণ রাণীর আশংকা টারজনের শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

গেমননের বাবা বলল, "নেমোনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার মত সাহস যাদের আছে তারা নিশ্চয় খুব শক্তিমান শত্রু।"

গেমনন বলল, "গোটা কাথ্‌নিতে সে সাহস শুধু একজনই রাখে।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়ল। বলল, "বুড়ি শয়তানী! আহা! টুস্ যদি তাকে ধ্বংস করে ফেলত! একটা ক্রীতদাসী বুড়ি শাসন করবে কাথ্‌নি রাজ্য—সেটা বড়ই লজ্জার কথা!"

কথা বলল টারজন, "নেমোনকে দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে যে সেও ঐ বুড়ির মৃত্যু চায়।"

গেমননের বাবা বলল, "ঠিক কথা, কিন্তু সে কাজ করার সাহস তার নেই। ঐ বুড়ি ডাইনি আর টমোস মিলে রাণীর মাথার উপর এমন একটা ভয়ের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখেছে যে তাদের কাউকে ধ্বংস করার সাহস তার হবে না।

তবু আমি স্থির জানি সে ওদের দুজনকেই ঘৃণা করে, আর সে যাকে ঘৃণা করে তাকে কদাপি বেঁচে থাকতে দেয় না।"

গেমনন বলল, "শোনা যায় যে তারা দুজনই রাণীর জন্মের গোপন কথাটি জানে, আর সে কথা জনসমক্ষে প্রচার হলে রাণীর সর্বনাশ অনিবার্য। কিন্তু সে কথা এখন থাক; সকালে দেখা যাবে। তুমি নেমোনের সঙ্গে কথা বলার আগে আমি টুডোস্-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না। আপাতত কি করা যায় বল তো?"

টারজন বলল, "কাথ্নির খনিটা দেখার ইচ্ছা আমার আছে; কাল সকালে সময় হবে কি?"

গেমনন জবাব দিল, "হ্যাঁ, হবে। 'উদয় সূর্য স্বর্ণখনি' খুব দূরে নয়, তাছাড়া সেখানে দেখারও বিশেষ কিছু নেই।"

উদয় সূর্য স্বর্ণখনিতে যাবার পার্বত্য পথ বেয়ে তারা ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগল। সেখানে পৌঁছে দেখল, সত্যি দেখার মত বিশেষ কিছু নেই। খোলা জায়গায় কয়েকটি মাত্র ক্রীতদাস গাইতি হাতে কাজ করছে, আর তাতেই কাথ্নির রাজকোষে জমা পড়ছে প্রচুর পরিমাণ মূল্যবান ধাতু। কিন্তু খনি বা সোনা দেখতে তো টারজন সেখানে আসে নি। হাকিমকে সে কথা দিয়েছে, তার ভাই নিয়াকাকে খবরটা পৌঁছে দেবে; সেই উদ্দেশ্যেই তার এখানে আসা।

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে দেখতে একসময় সুযোগমত জনৈক ক্রীতদাসকে সে একলা পেয়ে গেল।

গলা নীচু করে গাল্লা ভাষায় তাকে শুধাল," নিয়াকা কার নাম?"

কালো মজুরটি অবাক হয়ে তাকাল, কিন্তু টারজনের চোখের ইসারায় মাথা নীচু করে চুপিসারে বলল, "আমার ডান দিককার বড় মানুষটিই নিয়াকা। সে এখানকার সর্দার। দেখছ না, সে নিজের হাতে কাজ করছে না।"

টারজন নিয়াকার দিকে এগিয়ে গেল। তার কাছে পৌঁছে পায়ের কাছে পড়ে থাকা সোনার আকর দেখার ছুতোয় একটু ঝুঁকে নীচু গলায় বলল, "শোন, তোমার একটা খবর আছে; কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে। তোমার দাদা হাকিম পালিয়েছে।"

"কেমন করে?" নিয়াকা জানতে চাইল।

টারজন সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

"তাহলে তুমিই তাকে বাঁচিয়েছ?"

টারজন মাথা নাড়ল।

নিয়াকা বলল, "আমি একটা ক্রীতদাস মাত্র, আর তুমি নিশ্চয় একজন ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক; তোমার এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। যদি কখনও আমাকে দিয়ে তোমার কোন কাজের দরকার হয়, তাহলে দয়া করে কেবল হুকুম করো, আমি প্রাণ দিয়েও তোমার সেবা করব।

খনির নীচের ওই সেটা ছোট কুড়েঘরে আমি সস্ত্রীক বাস করি। সর্দার বলেই ওরা আমাকে বিশ্বাস করে, আলাদা থাকতে দেয়। কখনও দরকার হলে ওখানেই আমাকে পাবে।"

টারজন বলল, "যা করেছি তার জন্য কোন প্রতিদান আমি চাই না; তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে; ভবিষ্যতে ভাগ্যে কি আছে তা কেউ জানে না।"

তারপরই সে গেমননের কাছে ফিরে গেল এবং দুজনে শহরের পথ ধরল ওদিকে টমোস তখন প্রাসাদে রাণীর ঘরে ঢুকে নতজানু হল।

রাণী বলল, "এ সময়ে? ব্যাপারটা কি এতই জরুরী যে আমার প্রসাধনেও বিঘ্ন ঘটাতে হল?"

টমোস বলল, "সত্যিই জরুরী। দয়া করে ক্রীতদাসীদের বাইরে পাঠিয়ে দাও। আমি যা বলতে এসেছি সেটা শুধু তোমাকেই বলা চলে।"

চারটি নিগ্রো মেয়ে নেমোনের হাত-পায়ের নখ পরিষ্কার করছিল, আর একটি শ্বেতকায়া তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। রাণী তাকেই বলল, "মলুমা, ওদের বাইরে নিয়ে যার যার বাসায় পাঠিয়ে দাও, আর তুমি পাশের ঘরে অপেক্ষা কর।"

টমোস ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। রাণী তার দিকে ফিরে বলল, "এবার তোমার কথা বল।"

টমোস বলল, "সংক্ষেপেই বলছি। গেমনন টুডোস্-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, অবশ্য তার আশা বিনিময়ে টুডোস্-এর সুন্দরী কন্যাটিকে সে পাবে।"

নেমোন চেঁচিয়ে উঠল, "সেই গাল-ভাঙা স্বৈরিণী! কে বলেছে সে সুন্দরী?"

"বলেছে এরোট।"

রাণী বলল, "অসম্ভব! এরোট কি তাকে দেখেছে?"

"দেখেছে ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

"এরোট কি বলে?"

টমোস বলল, "সত্যি সে সুন্দরী। তাছাড়া, অন্যরাও তাই মনে করে।"

"তারা কারা?" রাণী প্রশ্ন করল।

"টুডোস-কন্যা ডোরিয়ার রূপের মোহে যে গেমননও টুডোস্-এর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছে।"

"কার কথা বলছ? খুলে বল।"

টমোস তোষামোদের সুরে বলল, "ইয়োর ম্যাজেস্টি মনে আঘাত পাবে জেনেই তার নাম বলতে আমার কুণ্ঠা হচ্ছে; কিন্তু তোমার আদেশেই বলছি, সে লোক নবাগত টারজন।"

নেমোন সোজা হয়ে বসল। বলল, "তুমি আর ম'তুকে মিলে যত সব

মিথ্যের জাল বুনছ!"

"মিথ্যে নয় ইয়োর ম্যাজেস্টি। কাল অনেক রাতে টারজন ও গেম্‌ননকে টুডোস্‌-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। তাদের পিছু নিয়ে এরোট সেখানে গিয়েছিল; সে তাদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখেছে; অনেক সময় তারা সেখানে কাটায়; গাছের ছায়ায় লুকিয়ে থেকে সে তাদের বেরিয়ে আসতেও দেখেছে; সেই বলেছে যে সে তাদের দেখেছে ডোরিয়াকে নিয়ে ঝগড়া করতে।"

নেমোন কাঠ হয়ে বসে থাকল, তীব্র রোষে তার মুখ বিবর্ণ ও কঠিন। নীচু গলায় বলল, "এরজন্য একজনকে মরতেই হবে। চলে যাও!"

টারজন ও গেম্‌ননের শহরে ফিরতে দুপুর হয়ে গেল; তখনি টারজনকে নিয়ে নেমোনের কাছে যেতে হবে। একদল রক্ষী-সৈনিক নিয়ে তারা প্রাসাদে পৌছামাত্রই রাণীর কাছ থেকে শুধুমাত্র টারজনের ডাক পড়ল।

"কোথায় ছিলে?" রাণী প্রশ্ন করল।

টারজন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল; বলল, "উদয়সূর্য স্বর্ণখনি দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কাল রাতে কোথায় ছিলে?"

"গেম্‌ননের বাড়িতে" টারজন জবাব দিল।

"ডোরিয়ার সঙ্গে কাটিয়েছ?" নেমোনের গলায় অভিযোগ।

টারজন বলল, "না; সেটা আগের রাতে।"

"টুডোস্‌-এর বাড়িতে গিয়েছিলে কেন?" এবার রাণীর গলায় কোন অভিযোগ নেই।

"কি জান, পাছে আমি পালিয়ে যাই, বা আমার কোন বিপদ ঘটে এই আশংকায় গেম্‌নন আমাকে একলা ছেড়ে দিতে সাহস পায় না; তাই সে যেখানেই যায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। দেখ নেমোন, তার পক্ষে এটা খুবই অসুবিধাজনক, আর তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমার দায়-দায়িত্ব তুমি অন্য কাউকে দাও।"

রাণী জবাব দিল, "সে কথা পরে হবে। গেম্‌নন টুডোস্‌-এর বাড়ি যায় কেন?" নেমোনের চোখদুটি সন্দেহে কুঁচকে গেল।

টারজন হেসে বলল, "মেয়েমানুষ হয়ে এ কী বাজে প্রশ্ন! গেম্‌নন ডোরিয়াকে ভালবাসে। আমার তো ধারণা সারা কাথ্‌নিই সে কথা জানে।"

নেমোন সোজাসুজি প্রশ্ন করল, "তুমি স্বয়ং তার প্রেমে পড় নি তো?"

টারজন বিরক্তির সুরে বলল, "বোকার মত কথা বলো না নেমোন; বোকা মেয়েদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।"

কাথ্‌নির রাণীর চোয়াল ঝুলে পড়ল। সারা জীবনে সে কখনও এ ধরনের কথা শোনে নি। মুহূর্তের জন্য সে হতবাক হয়ে গেল; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মন যেন স্বস্তিতে ভরে উঠল—টারজন ডোরিয়াকে ভালবাসে না।

এবার রাণী শান্ত গলায় বলল, "আমাকে বলা হয়েছিল যে তুমি ডোরিয়াকে ভালবাস, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি নি। সে কি খুব সুন্দরী?"

টারজন হেসে বলল, "হয় তো গেমনন তাই মনে করে। ভালবাসার অঞ্জন লাগলে যুবকদের চোখের কি দশা হয় তা তো তুমি জান।"

রাণী তবু জানতে চাইল, "তুমি কি মনে কর?'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল, "তা দেখতে মন্দ নয়।"

"নেমোনের মত সুন্দরী কি?

"কোথায় স্বর্গ, আর কোথায় দূরতম নক্ষত্র!"

এ জবাবে নেমোন খুশি হল। টারজনের আরও কাছে গিয়ে মোহিনী কটাক্ষে বলল, "তুমি কি আমাকে সুন্দরী ভাব?"

"তুমি খুব সুন্দরী" টারজন সত্য কথাই বলল।

টারজনের গা ঘেঁসে বসে মসৃণ, গরম হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে নেমোন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "আমাকে ভালবাস টারজন?"

ঘরের দূর কোণে শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হল; হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেল্‌থার ভয়ংকরভাবে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেমোন টারজনের কাছ থেকে সরে গেল; তার শরীরের ভিতরে একটা শিহরণ বয়ে গেল; মুখে দেখা দিল কিছুটা আতংক কিছুটা ক্রোধ।

ঈষৎ কেঁপে উঠে বিরক্ত গলায় রাণী বলল, "বেল্‌থারের মনে ঈর্ষা জেগেছে। এই পশুটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের কোথায় যেন একটা আশ্চর্য বন্ধন আছে। সেটা যে কি তা আমি জানি না; যদি জানতে পারতাম!" তার চোখে ফুটে উঠল উন্মাদের ঝিলিক। "এক এক সময় মনে হয় টুস্‌ হয় তো ওকেই আমার বর করে পাঠিয়েছে; কখনও মনে হয় অন্যরূপে ও যেন আমারই প্রকাশ। তবে একটা কথা জানি; যেদিন বেল্‌থার মরবে, সেদিন আমারও মৃত্যু হবে!"

বিষণ্ণ চোখ তুলে সে টারজনের দিকে তাকাল; বলল, "বন্ধু আমার, চল, দুজনে মিলে মন্দিরে যাই; টুস্‌ হয়তো নেমোনের অন্তরের সব প্রশ্নের জবাব দেবে।"

সিলিং থেকে ঝোলানো ব্রোঞ্জের একটা থালায় আঘাত করতেই তার শব্দ সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। একটা দরজা খুলে জনৈক সম্রান্ত নাগরিক দ্বারপথেই আভূমি নত হল।

রাণী হুকুম দিল, "রক্ষীদের খবর দাও। আমরা মন্দিরে যাব টুসকে দর্শন করতে।"

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে—বর্শাগ্রে পতাকা উড়িয়ে মার্চ করে চলেছে সৈনিকদল, ঝলমলে পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে চলেছে নাগরিকগণ, সিংহবাহিত সোনার রথে চলেছে রাণী। রথের এক পাশে হাঁটছে টমোস, অন্য পাশে এরোটের জায়গায় হেঁটে চলেছে টারজন।

একসময় সে রাণীকে মনে করিয়ে দিল, "প্রাসাদে তোমাকে বলেছিলাম, আমার উপর নজর রাখার বিরক্তিকর দায়িত্ব থেকে গেমননকে মুক্তি দাও।"

রাণী বলল, "তার দায়িত্ব সে তো ভালভাবেই পালন করছে; তাই তাকে সরিয়ে দেবার কোন কারণ দেখছি না।"

"বেশ তো, তাকে সাময়িকভাবে রেহাই দাও। তার জায়গায় এরোটকে আন।"

নেমোন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। "কিন্তু এরোট তোমাকে ঘৃণা করে।"

"তাহলে তো সে আরও বেশী সাবধানে আমাকে পাহারা দেবে।"

"হয় তো সে তোমাকে হত্যা করবে।"

"সে সাহস তার হবে না; সে জানে যে আমার মৃত্যু বা পলায়ন তার মৃত্যু ডেকে আনবে।"

"গেমননকে তুমি পছন্দ কর, তাই না?" নেমোনের প্রশ্ন।

"খুবই পছন্দ করি" টারজনের জবাব।

"তাহলে তোমার উপর নজর রাখার সেই উপযুক্ত লোক, কারণ তার জীবনকে বিপন্ন করে তুমি কখনও পালাবে না।"

টারজন মনে মনে হাসল, মুখে কিছু বলল না। সে বুঝতে পেরেছে, নেমোন বোকা নয়। তাকে পালাবার এমন একটা উপায় করতে হবে যাতে বন্ধুর জীবন বিপন্ন না হয়।

মন্দিরের কাছে পৌছে সে দেখতে পেল, শিকলে বাঁধা একটি ক্রীতদাসী মেয়েকে নিয়ে একদল পুরোহিত এগিয়ে আসছে। মেয়েটিকে নেমোনের রথের কাছে এনে পুরোহিতরা দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করার পরে মেয়েটিকে রথের পিছনে বেঁধে দিল। আবার শোভাযাত্রা শুরু হল; পুরোহিতরা মেয়েটির পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

মন্দিরের সামনে এসে নেমোন রথ থেকে নেমে প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে সুসজ্জিত দ্বারপথে উঠে গেল। তার পিছনে উঠল পুরোহিতরা; সেই সঙ্গে ভীত, বিস্ফারিত নেত্র, ক্রন্দনরত সেই মেয়েটিও উঠল। তারপর উঠে এল পারিষদবর্গ। রক্ষী সৈনিকদল বাইরেই অপেক্ষা করতে লাগল।

মন্দিরটি তিন-তলা; মাঝখানে একটা সুউচ্চ গম্বুজ। গম্বুজের ভিতরটা সোনায় মোড়া; স্তম্ভগুলিও সোনার; দেয়ালে বিচিত্রবর্ণের কারুকার্য। প্রধান ফটকের ঠিক বিপরীত দিকে উঁচু বেদীর উপর একটা বড় খাঁচা, আর খাঁচার

দুই পাশে দুটো নিরেট সোনার সিংহ-মূর্তি দণ্ডায়মান। বেদীর সামনে পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা একটা সিংহাসন এবং খাঁচার-মুখোমুখি এক সারি পাথরের বেঞ্চি।

নেমোন এগিয়ে এসে সিংহাসনে বসল; সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা বসল বেঞ্চিতে। টারজনের দিকে কেউ নজরই দিল না; সে রয়ে গেল রেলিং-এর বাইরে।

টারজন দেখল, পুরোহিতরা মেয়েটিকে নিয়ে বেদীতে উঠল আর তাদের পিছনে খাঁচার মধ্যে উঠে এল একটি বৃদ্ধ ও রুগ্ন সিংহ। প্রধান পুরোহিত সুরেলা গলায় অর্থহীন মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল; অন্য পুরোহিতরা মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গলা মেলাল। নেমোন সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসল; তার দুই চোখ বৃদ্ধ সিংহের উপর স্থিরনিবদ্ধ। উত্তেজনায় অধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার বুকটা উঠছে আর নামছে।

সহসা মন্ত্র থেমে গেল। রাণী উঠে দাঁড়াল। রুগ্ন ও বৃদ্ধ সিংহটার দিকে দুই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, "হে টুস্! নেমোন তোমাকে অভিবাদন জানাচ্ছে; তোমার জন্য সে নৈবেদ্যও এনেছে। নেমোনের সে নৈবেদ্য তুমি গ্রহণ কর, তাকে আশীর্বাদ কর। তাকে দাও জীবন, স্বাস্থ্য ও সুখ; নেমোনের প্রধান প্রার্থনা সুখের। তার বন্ধুদের তুমি রক্ষা কর, আর ধ্বংস কর তার শত্রুদের। হে টুস্, তাকে দাও সেই বস্তু যা তার অন্তরের প্রধান কামনা—তাকে ভালবাসা দাও, পৃথিবীর সেই একটিমাত্র মানুষের ভালবাসা তাকে দাও যাকে সে ভালবেসেছে।" খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে সিংহটা তার দিকে তাকাল।

নেমোন অলস ভঙ্গীতে সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসল। খাঁচার অপর পাশের দরজা দিয়ে পুরোহিতরা মেয়েটিকে বের করে নিয়ে গেল। তাকে চলে যেতে দেখে সিংহটা তাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল, কিন্তু লোহার গরাদে তাকে আটকে দিল। তার গর্জন মন্দিরের ভিতর পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল, ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সোনার গম্বুজের গায়ে প্রতিহত হয়ে।

নিঃশব্দে কাঠ হয়ে সিংহাসনে বসে নেমোন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খাঁচার ভিতরের সিংহটার দিকে। পুরোহিতরা এবং নাগরিকদের অনেকেই একঘেয়ে সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে। টারজন পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে তারা সিংহের কাছেই প্রার্থনা করছে, কারণ সকলেরই দৃষ্টি সেই বৃদ্ধ পশুরাজের দিকে। কাথ্‌নিতে প্রথম আসার পরে যে সব প্রশ্ন তাকে বিচলিত করেছিল সে সব কিছুর জবাব সে এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে। ফোবেগের বিচিত্র সব শপথ, তার দেবতার লেজে পা দেবার কথা—সবই সে বুঝতে পারছে।

সহসা একটা উজ্জ্বল আলোর রেখা উপর থেকে খাঁচার মধ্যে নেমে এসে জানোয়ার-দেবতাটিকে সোনালী আলোয় ভাসিয়ে দিল। সিংহটা এতক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল; এবার সে থেমে উপরের দিকে তাকাল, ত

দুটি চোয়াল ফাঁক হয়ে গেল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লালা গড়াতে লাগল। সমবেত দর্শকবৃন্দ এক সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করল। কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা আংশিক আঁচ করে টারজন সামনের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু তার মনে যাই থাকুক, মুহূর্তের মধ্যে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তাকে রোধ করার চেষ্টায় সে তখন বড় বেশী দেরী করে ফেলেছে। সে দাঁড়ানমাত্রই ক্রীতদাসী মেয়েটির দেহ উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে অপেক্ষমান সিংহের থাবার মধ্যে বন্দী হল। নরমাংসাশীর ভয়ংকর গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল একটি মাত্র হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ। পরমুহূর্তেই সে আর্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি মারা গেল।

বিরক্তিতে ক্ষোভে টারজন মন্দির থেকে বেরিয়ে তাজা বাতাস ও সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াল, আর তখনই ফটক থেকে জনৈক সৈনিক অস্ফুট স্বরে তার নাম ধরে ডাকল। সেই দিকে তাকিয়ে সে ফোবেগকে দেখতে পেল; ইসারায় সে তাকে চুপ করে এগিয়ে যেতে বলল। টারজনও এমন ভাবে মন্দিরের দিকে ফিরে তাকাল যেন শোভাযাত্রার প্রত্যাবর্তন দেখাটাই তার উদ্দেশ্য। সেইভাবেই পিছিয়ে যেতে যেতে সে ফোবেগের একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু তারা যে পরস্পরের পরিচিত সেটা বুঝবার মত কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে প্রকাশ পেল না।

ঠোঁট নড়ে-কি-নড়ে-না এমনি ভাবে নীচু গলায় ফোবেগ বলল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে! সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে মন্দিরের পিছন দিকে এসো। এখন কোন জবাব দিও না; যদি আমার কথা শুনে থাক আর আসতে রাজী থাক তাহলে শুধু ডানদিকে মাথাটা নাড়াও।"

টারজন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই রাজকীয় শোভাযাত্রা সারিবদ্ধভাবে মন্দির থেকে বের হতে লাগল; আর সেও সুযোগ মত নেমোনের ঠিক পিছনে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রাণী তখন শান্ত, আত্মস্থ। প্রাসাদে পৌঁছে সে টারজনসহ সকলকেই ছুটি দিল; দুর্বল দেহে ধীরে ধীরে একাকি ঢুকল তার ঘরে।

১৭—মন্দিরের গুপ্ত কথা

নেমোনের প্রধানা দাসী মলুমা এবং ফোবেগ পরস্পরের প্রণয়াসক্ত। আজ মন্দিরে পূজা দিতে এসে অনেকদিন পরে ফোবেগকে দেখে মলুমা খুশি হয়ে তার সঙ্গে অনেক কথা বলল।

রাণীর শোভাযাত্রা মন্দির ছেড়ে চলে যাবার পরে মলুমা আবার এসে ফোবেগের সঙ্গে নানা গল্প-গুজব করল, তারপর রাতের খাবার সময় হওয়ায় প্রাসাদে ফিরে গেল।

ওদিকে পিতৃগৃহে গেমনন অস্থিরভাবে মেঝেতে পায়চারি করছে। একটা পাথরের বেঞ্চিতে টারজন অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে। বন্ধু যে খুবই চিন্তিত তা সে বুঝতে পারছে; তার নিজের চিন্তাও কিছু কম নয়। তবু গেমননের মনকে বিষয়ান্তরে নিয়ে যাবার জন্য মন্দিরের আজকের ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল, "মন্দিরটা চমৎকার, কিন্তু আজ সেখানে যে নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান হতে দেখলাম সেটা ওখানে মানায় না।"

গেমনন বলল, "মেয়েটি তো ক্রীতদাসী মাত্র, আর দেবতাকেও তো খেতে হবে। টুস্-এর কাছে নৈবেদ্য দেওয়া কিন্তু অন্যায় কাজ নয়; কিন্তু একটা সত্যিকারের অন্যায়কে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ঐ মন্দিরে। মন্দিরেরই কোনখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে নেমোনের ভাই আলেক্সটারকে; সে সেখানে পচে মরছে, আর ব্যভিচারী টমোস ও নিষ্ঠুর ম'দুজে কাথ্‌নিকে শাসন করছে উন্মাদিনী নেমোনের বকলমে।

"অনেকেই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, আলেক্সটারকে সিংহাসনে বসাতে চায়, কিন্তু এই ভয়ংকর ত্রিমূর্তির ক্রোধ-বহ্নিকে তারা ভয় করে। তাই দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না।

"আজ আর কোন আশাই নেই; রাণী যে ফন্দি এঁটেছে বলে শোনা যাচ্ছে তা যদি কার্যে পরিণত হয়, আলেক্সটারকে যদি মেরে ফেলা হয়, তাহলে তো আর কোন আশাই থাকবে না। আবার নেমোনের যদি মৃত্যু হয়, তাহলে আলেক্সটারই রাজা হবে, আর জনতাই তখন তাকে ডেকে এনে সিংহাসনে বসাবে। এই কারণে টমোস ও ম'দুজেও তাকে মেরে ফেলতে আগ্রহী।"

খেতে খেতেই টারজন ফোবেগের সঙ্গে দেখা করার মতলব আঁটতে লাগল। যেমন করেই হোক, তাকে একাই যেতে হবে, আর যেতে হবে গেমননকে না জানিয়ে গোপনে।

খাবার পরেই সে গেমনন ও তার বাবা-মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পরে পর্যন্ত অবিশ্রাম বক্‌বক্ করে ক্লান্তির ওজুহাতে নিজের ঘরে চলে গেল। সামনেই বাগান। সেখানে বড় বড় গাছেরও অভাব নেই। একটু পরেই দেখা গেল, জঙ্গলের রাজা ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে টুস্-এর স্বর্ণমন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মন্দিরের পিছনকার একটা গাছে পৌঁছেই সে দেখতে পেলে, দীর্ঘকায় ফোবেগ একটা গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছে। ঠিক তার সম্মুখে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে সে ফোবেগকে অবাক করে দিল।

সে বলে উঠল," টুস্-এর বিরাট থাবার দোহাই! তুমি তো আমাকেই

আশা করছিলে," টারজন বলল।

ফোবেগ পাল্টা জবাব দিল, "তাই বলে তুমি আকাশ থেকে নেমে আসবে তা তো আশা করি নি। যাই হোক, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে। অনেক কথা বলার আছে। ইতিমধ্যে আমি আরও অনেক কিছু জেনেছি।"

টারজন বল, "আমি কান পেতে আছি।"

ফোবেগ বলতে আরম্ভ করল, "রাণীর দাসীদের একজন আড়াল থেকে নেমোন ও টমোসের কথাবার্তা শুনে ফেলেছে। টমোস অভিযোগ করেছে, তুমি, গেম্‌নন ও টুডোস নাকি রাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ। টমোস আরও বলেছে যে ডোরিয়া খুব সুন্দরী, আর তুমি তার প্রেমে মজেছ।"

"তাহলে এবার আমি ফিরে যাব গেম্‌ননের কাছে; তাকে সতর্ক করে দেব। হয় তো নেমোনকে নরম করতে বা বুদ্ধিতে হারিয়ে দিতে কোন পথ আমরা বের করতে পারব।"

"ও দুটোই সমান শক্ত;" ফোবেগ মন্তব্য করল; "তবু আপাতত জানাই বিদায় ও শুভ-কামনা।"

সৈনিকটির মাথার উপরকার একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ময়ে মাথা নাড়তে নাড়তে ফোবেগ মন্দিরে তার বাসার দিকে ফিরে গেল।

যে পথে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেই পথেই টারজন তার ঘরে ফিরে গেল। সেখান থেকে গেল বসার ঘরে। সেখানে দেখতে পেল গেম্‌ননের বাবা ও মাকে, কিন্তু গেম্‌নন সেখানে ছিল না।

শুধাল, "গেম্‌নন কোথায়?"

বাবা জবাব দিল, "তুমি ঘরে যাবার একটু পরেই রাজপ্রাসাদ থেকে লোক এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে।"

ছেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে থাকবে এই কথা বলে টারজন গেম্‌ননের বাবা-মার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মনে মনে যথেষ্ট শংকিত হলেও সে কথা প্রকাশ করল না।

ঘণ্টা খানেক কাটাবার পরেই বাইরের ফটকে কার যেন গলা শোনা গেল; একটি ক্রীতদাস এসে জানাল, খুব জরুরী প্রয়োজনে জনৈক সৈনিক টারজনের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

টারজন দাঁড়িয়ে বলল, "বাইরে গিয়েই আমি তার সঙ্গে দেখা করছি।"

"খুব সাবধান; তোমার শত্রুর অভাব নেই," গেম্‌ননের বাবা সতর্কবাণী উচ্চারণ করল।

সতর্কতার আশ্বাস দিয়ে টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফটকে বাড়ির দুই রক্ষী-সৈনিক বিশালকায় একটি লোককে ঘিরে আছে। টারজন দূর থেকেই চিনতে পারল সে ফোবেগ। ফোবেগ বলল, "এখনই

তোমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাই।"

টারজন রক্ষীদের বলল, "ওকে ভিতরে ঢুকতে দাও; আমি ওর সঙ্গে বাগানে কথা বলব।"

কিছুটা দূরে গিয়ে টারজন ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার? তুমি কি দুঃসবাদ এনেছ?"

"খুব খারাপ খবর," ফোবেগ জবাব দিল; "গেম্নন, টুডোস, ও তাদের বেশ কিছু বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রাসাদের অন্ধকূপে আটক করা হয়েছে। ডোরিয়াকে ধরে নিয়ে মন্দিরে বন্দী করা হয়েছে। তোমাকেও বাইরে দেখতে পাব আশা করি নি। যাই হোক, যদি কাথ্‌নি থেকে পালাতে পার তো এই মুহূর্তে পালাও। যে কোন মুহূর্তে রাণীর মত পাল্টে যেতে পারে; সে এখন রেগে কাঁই হয়ে আছে।"

টারজন বলল, "ধন্যবাদ ফোবেগ; এই গোলমালে জড়িয়ে পড়ার আগেই তুমি বাসায় ফিরে যাও।"

"তুমি পালাবে তো?"

টারজন জবাবে বলল, "গেম্ননের দয়া ও বন্ধুত্বের দরুণ তার কাছে আমার কিছু ঋণ আছে; কাজেই সাধ্যমত তাকে কিছুটা সাহায্য না করে আমি এখান থেকে যাব না।"

ফোবেগ জোরের সঙ্গে বলল, "কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না; মাঝখান থেকে তুমিই বিপদে পড়বে।"

"সে ঝুঁকি আমাকে নিতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে বিদায় বন্ধু। কিন্তু যাবার আগে বলে যাও ডোরিয়াকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।"

"আজ সন্ধ্যায় যে বাড়িটার দরজায় আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার পিছন দিকে মন্দিরের তিনতলায়।"

টারজন ফোবেগের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গিয়ে পথে নামল। "কোথায় যাচ্ছ?" ফোবেগ জানতে চাইল।

"রাজপ্রাসাদে।"

ফোবেগ বাধা দিয়ে বলল, "তুমিও পাগল হয়েছ দেখছি।" কিন্তু ততক্ষণে টারজন পথে নেমে দ্রুত পদক্ষেপে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বেশ রাত হয়েছে; কিন্তু প্রাসাদ-রক্ষীরা এতদিন টারজনকে ভালভাবেই চিনে নিয়েছে; তাই কেউ তাকে বাধা দিল না। শুধু রাণীর কক্ষসংলগ্ন ছোট ঘরটাতে যে সম্ভ্রান্ত নাগরিকটি পাহারায় ছিল সে বাধা দিয়ে জানাল যে এত রাতে রাণী শুয়ে পড়েছে।

টারজন বলল, "তাকে বল যে টারজন এসেছে।"

"রাণীকে বিরক্ত করার সাহস আমার নেই," বিচলিত কণ্ঠে লোকটি আপত্তি জানাল

"আমার সে সাহস আছে," বলে টারজন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি বাধা দিতে এগিয়ে এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দরজায় হাত দিয়ে টারজন বুঝতে পারল যে সেটা ভিতর থেকে বন্ধ। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সে বার বার দরজায় আঘাত করতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে ভেসে এল বেল্থারের বন্য গর্জন, আর একমুহূর্ত পরে শোনা গেল একটি ভয়ার্ত নারী-কণ্ঠ। "কে ওখানে? রাণী ঘুমিয়ে পড়েছে। কার এত সাহস যে তাকে বিরক্ত করে?"

টারজন এ-পার থেকেই চীৎকার করে বলল, "গিয়ে তাকে জাগিয়ে তোল। বল যে টারজন এসেছে, এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

নারী-কণ্ঠ আবার বলল, "আমার ভয় করছে; রাণী রাগ করবে। এখন চলে যাও, সকালে এসো।"

দরজার ওপার থেকে আর একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "এত রাতে কে নেমোনের দরজায় ঘা মারছে?" টারজন চিনতে পারল কণ্ঠস্বর রাণীর।

ক্রীতদাসী জবাব দিল, "টারজন এসেছে।"

"হুড়কো খুলে তাকে ভিতরে আসতে দাও," নেমোনের হুকুম। দরজা খুলে গেলে টারজন অতি-পরিচিত গজদন্ত-কক্ষে পা বাড়াল।

ঘরের অর্ধপথে দাঁড়িয়ে আছে রাণী। চুল এলোমেলো, মুখ ঈষৎ রক্তিম। বোঝা যাচ্ছে, ঘুম থেকে সদ্য উঠে এসেছে। ক্রীতদাসীকে দরজাটা বন্ধ করে ঘর থেকে চলে যেতে বলল। তারপর নরম কোচে বসে টারজনকে ইসারায় পাশে বসতে বলল। "তুমি আসায় বড় খুশি হয়েছি। ঘুমতে পারছিলাম না; কেবলি তোমার কথা মনে হচ্ছিল। এবার বল তো তুমি কেন এসেছ? তুমিও কি আমার কথাই ভাবছিলে?"

টারজন জবাব দিল, "তোমার কথাই ভাবছিলাম নেমোন; ভাবছিলাম যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে।"

রাণী নরম গলায় বলল, "শুধু তোমার চাওয়ার অপেক্ষা। তোমাকে অদেয় নেমোনের কিছুই নেই।

একটি মাত্র জ্বলন্ত দীপের কাঁপা আলোয় ঘরে অস্পষ্ট আলো-আঁধারির খেলা। এক প্রান্তে বেল্থারের হলুদ সবুজ চোখ দুটি জ্বলছে নরকের যুগল দীপের মত। নরমাংসাশীর কটু গন্ধ আর ধূপের বিষণ্ণ গন্ধের সঙ্গে মিলেছে নারীর সুগন্ধ দেহের মোহিনী সুবাস। নেমোন আরও কাছে টেনে নিল টারজনকে। তার তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে টারজনের গালে।

নেমোন ফিস্ফিসিয়ে বলতে লাগল, "শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় তুমি এসেছ আমার কাছে। আহা টুস্! এই মুহূর্তটির জন্য কী যে ক্ষুধিত প্রতীক্ষায় এতদিন আমি ছিলাম।"

দুই উন্মুক্ত বাহু মেলে সে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে আরও কাছে

টেনে নিল। "টারজন! আমার টারজন।" প্রায় চাপা কান্নার সুর তার গলায়। আর তখনই ঘরের দূর প্রান্তের সেই মারাত্মক দরজাটা খুলে গেল; পাথরের মেঝেতে উঠল ধাতুনির্মিত লাঠির খট্-খট্ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে দুজনই সোজা হয়ে বসে তাকাল ম'তুজের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে।

বিকৃতদর্শন বুড়ি কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করে বলল, "বোকার ডিম কোথাকার! লোকটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে! নইলে চোখের সামনেই তার মৃত্যু তোকে দেখতে হবে। এই মুহূর্তে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দে!"

নেমোন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুড়ি তখন তীব্র রোষে থর্ থর্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা গলায় নেমোন বলল, "তুমি অনেক দূর এগিয়েছ ম'তুজে। তোমার ঘরে চলে যাও; মনে রেখো যে আমিই রাণী।"

বীভৎস বুড়ি ধারালো গলায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠল। "রাণী! রাণী! এই মুহূর্তে তোর ভালবাসার মানুষটাকে বাইরে পাঠিয়ে দে; নইলে তোর সব পরিচয় ওকে বলে দেব

নেমোন দ্রুত পায়ে বুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। যাবার সময় নীচু টুলটার উপর ঝুঁকে পড়ে সেখান থেকে কি যেন তুলে নিল। সহসা বুড়ি আর্তনাদ করে কুঁকড়ে সরে গেল; কিন্তু ঘর থেকে পালিয়ে যাবার আগেই নেমোন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি চেপে ধরল। হাতের লাঠি তুলে ম'তুজে রাণীকে আঘাত করল। তাতে রাণীর ক্রোধের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল।

চীৎকার করে বলল, "চিরকাল তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে এসেছ— তুমি আর তোমার পাপাত্মা উপপতি টমোস। সব সুখ থেকে তোমরা আমাকে বঞ্চিত করেছ, আর তার জন্য এই নাও!" মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ছুরির সুতীক্ষ্ণ ফলাটাকে সে বসিয়ে দিল আর্তকণ্ঠ বুড়ির লোল বক্ষে; "আরও নাও! এই নাও! এই নাও!" প্রতি বারেই ছুরির ফলাটা গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করে রাণী নেমোনের মুখের কথা আর বুকের ব্যথার বিষকে তীব্রতর করে তুলল।

ধীরে ধীরে ম'তুজের আর্তনাদ থেমে গেল; সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

নেমোন আবার টারজনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, "হ্যাঁ, তুমি সাহায্যের কথা কি বলছিলে, সেটা আর একবার বল; নেমোন আজ মুক্তহস্ত।"

টারজন বলল, "এখনই চাইব; কাল হয় তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

"বেশ তো, বল শুনি। কি চাও?"

টারজন বলতে শুরু করল, "তোমার দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক আমার প্রতি খুবই সদয় ব্যবহার করেছে। আজ সে বিপদগ্রস্ত; তুমি তাকে বাঁচাও। এটাই আমার প্রার্থনা।"

নেমোনের ভুরু কুঞ্চিত হল। "কে সে?"

"গেমনন। টুডোস, টুডোসের কন্যা, ও কয়েকজন বন্ধুসহ সে গ্রেপ্তার হয়েছে।

এটা আমার সর্বনাশ করার একটা ষড়যন্ত্র মাত্র।"

হঠাৎ তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠে রাণী চীৎকার করে বলল, "তোমার এ ত সাহস যে বিশ্বাসঘাতকদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছ! কিন্তু এ সবের কারণ আমি জানি; তুমি ডোরিয়াকে ভালবাস!"

"তাকে আমি ভালবাসি না; তাকে ভালবাসে গেম্নন। তুমি তাদের সুখী হতে দাও নেমোন।"

নেমোন উত্তরে বলল, "আমি তো সুখী হতে পারি নি; তাহলে তারা কেন সুখী হবে? টারজন, একবার বল তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলেই আমি সুখী হব।" মিনতিতে কম্পিত তার কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের জন্য বুঝি ভুলে গেল য সে রাণী।

টারজন বলল, "বীজ থেকেই তো ফুল ফোটে না; ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে; ভালবাসাও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। নিজের উত্তাপে যা সহসা ফেটে বের হয় সেটা ভালবাসা নয়—কামনা। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় তো বেশী দিনের নয়, ঘনিষ্টও নয়। এটাই আমার জবাব নেমোন।"

নেমোন সরে গেল; কোচে বসে দুই হাতে মুখ ঢাকল; চাপা কান্নায় তার দুই কাঁধ কাঁপতে লাগল; তা দেখে টারজনের দয়া হল; তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেল। কিন্তু কিছু বলার অবকাশই পেল না; নেমোন হঠাৎ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; ভেজা চোখ দুটি চক্‌চক্ করছে। চীৎকার করে বলে উঠল, "ডোরিয়া মেয়েটা মরবে! কাল জারাটর তাকে গ্রহণ করবে!"

বিষণ্ণ মুখে টারজন মাথা নাড়তে লাগল। বলল, "তুমি বললে তোমাকে ভালবাসত। কিন্তু তুমি কি আশা কর, যে নির্মমভাবে আমার বন্ধুদের হত্যা করছে তাকে আমি ভালবাসতে পারি?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নেমোন বলল, "তাদের ছেড়ে দিলে তুমি আমাকে ভালবাসবে?"

"এ-প্রশ্নের জবাব তো আমি দিতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সে ক্ষেত্রে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করব, প্রশংসা করব। কিন্তু বিনা কারণে তুমি যদি তাদের হত্যা কর তাহলে কোনদিনই আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না।"

আনত মুখে রাণী টারজনের দিকে তাকাল। যেন খেঁকিয়ে বলে উঠল, "তাতে আমার কি এল-গেল? আমাকে কেউ ভালবাসে না। টমোস চায় রাজা হতে; এরোট চায় সম্পদ ও প্রতিপত্তি; ম'দুজে চায় প্রভুত্ব।" একটু থামল; দুই চোখে যেন দাবাগ্নির ঝিলিক। আর্তকণ্ঠে বলল, "তাদের আমি ঘৃণা করি। সব্বাইকে ঘৃণা করি! সব্বাইকে শেষ করে দেব! প্রত্যেককে শেষ করব! তোমাকেও!" সঙ্গে সঙ্গে বুঝি মনের পরিবর্তন ঘটল।

"হায়! এসব কী বলছি আমি!" দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরল। "উঃ! মাথায় কী যন্ত্রণা!"

টারজন শুধাল, "আর আমার বন্ধুরা? তাদের কোন ক্ষতি করবেনা তো?"

"বোধ হয় না," নির্বিকারভাবে জবাব দিয়েই যেন মতটা বদলে গেল। বলল, "মেয়েটা মরবে! তার হয়ে যদি দ্বিতীয়বার কথা বল তাহলে তার কষ্ট আরও বাড়বে; জারাটর করুণাময়—নেমোন অপেক্ষা অনেক বেশী করুণাময়।"

"কখন তার মৃত্যু ঘটবে?" টারজন প্রশ্ন করল।

"আজ রাতে চামড়ায় ভরে সেলাই করে কাল তাকে নিয়ে যাওয়া হবে জারাটরের কাছে। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝলে?"

টারজন মাথা নাড়ল। আবার প্রশ্ন করল, "আর আমার অন্য বন্ধুরা? তারা বেঁচে যাবে তো?"

নেমোন উত্তর দিল, "কাল রাতে তুমি আমার কাছে আসবে। তখন দেখব, নেমোনের প্রতি তুমি কি ব্যবহার কর; তখনই নেমোনও স্থির করবে, তোমার বন্ধুদের প্রতি কি রকম ব্যবহার সে করবে।"

১৮—জ্বলন্ত জারাটর

টুডোস-কন্যা ডোরিয়া হাত-পা বাঁধা অবস্থায় টুস-এর মন্দিরের তিনতলার একটা ঘরে চামড়ার স্তূপের উপর শুয়ে আছে। একটিমাত্র জানালার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে কারা-কক্ষের আঁধার কিছুটা দূর হয়েছে। নিজের চোখে ডোরিয়া দেখেছে, বাবাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেছে। তার নিজের জন্য অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু, না হয় নিষ্ঠুর দৈহিক বিকৃতি। তবু সে কাঁদে নি; সে সাহসিকা।

একসময় দরজা খুলে গেল। মশালের আলোয় ঘর আলোকিত হল। ঘরে ঢুকল এরোট। দরজা বন্ধ করে দিল। দেয়ালের গর্তে মশালটা বসিয়ে রাখল।

বলল, "আহা, সুন্দরী ডোরিয়া! কোন্ দুর্ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে হাজির করেছে?"

ডোরিয়া বলল, "এ প্রশ্নের জবাব তো মহামান্য এরোটই আমার চাইতে ভাল জানে।"

"হ্যাঁ, আমি সব জানি। আমি তোমাকে এখানে আনিয়েছি; তোমার বাবাকে বন্দী করেছি; আর গেম্‌ননকেও সেখানেই পাঠিয়েছি।"

"গেম্‌নন বন্দী!" মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে শুধাল, "আমাকে নিয়ে কি করবে?"

এরোট জবাব দিল, "নেমোনের হুকুমে তোমাকে জারাটরের কাছে সমর্পণ করা হবে।" তারপর হেসে বলল, "কালই তোমার মৃত্যু হবে। অতএব আমার প্রতি যত ঘৃণাই তোমার মনে থাকুক, আজ রাতে তুমি আমাকে প্রেম নিবেদন কর। এস, আজকের রাতটা আমরা প্রাণভরে ভোগ করি।"

এরোট এগিয়ে এসে ডোরিয়াকে জড়িয়ে ধরল; তার মুখে ও ঠোঁটে চুমো খেতে লাগল। ডোরিয়া তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল; কিন্তু তার হাত-পা বাঁধা; সে যে অসহায়।

উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে এরোট ডোরিয়ার পায়ের বেড়ি খুলে দিল। তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল, "তুমি নেমোনের চাইতেও সুন্দরী।"

জানালার দিক থেকে একটা অস্পষ্ট গর্জন ভেসে এল। ডোরিয়ার নরম গাল থেকে মুখ তুলে সেদিকে তাকাতেই এরোটের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তার ভীরু বুক ভয়ে উথাল-পাথাল। একলাফে সে দরজার দিকে ছুটে গেল।

যে শোভাযাত্রা মৃত্যুপথযাত্রী ডোরিয়াকে নিয়ে জারাটরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে, খুব সকালেই সেটা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। ওন্থার উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত পর্বতমালায় জারাটরের অবস্থান; কাথ্নি শহর থেকে ষোল মাইল দূরে। রাণীর রথের বাহন সিংহরা হাঁটবে ধীর গতিতে; অতএব শোভাযাত্রাকেও চলতে হবে ধীরে। জারাটরের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার শহরে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তাই শত শত মশালধারী ক্রীতদাস যাবে শোভাযাত্রার সঙ্গে।

রাণী রথে চড়ল। তার পাশে পায়ে হেঁটে চলল টমোস। মংডুজের মৃত্যু-সংবাদ সে জেনেছে; তাই তার অস্বস্তির শেষ নেই; কে জানে এবার তার পালা কি না। এখন তো মংডুজে নেই; নেমোনের রোষ-বহ্নি থেকে কে তাকে বাঁচাবে?

"টারজন কোথায়?" রাণী জিজ্ঞাসা করল।

"আমি জানি না ম্যাজেস্টি; তাকে আমি দেখি নি," টমোস জবাব দিল।

রাণী চেঁচিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা। তুমি জান সে কোথায় আছে।"

টমোসও চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। কাল মন্দির থেকে ফিরে আসার পরে আমি তাকে আর দেখতে পাই নি।"

নেমোন গম্ভীর মুখে হুকুম জারি করল, "তাকে নিয়ে এস। দেরী হয়ে যাচ্ছে; নেমোন কারও জন্য অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নয়।"

"কিন্তু ম্যাজেস্টি—" টমোস কথা শেষ করার আগেই নেমোন তাকে বাধা দিল, "তাকে নিয়ে এস!"

"কিন্তু—"

"ঐ তো সে আসছে!" টারজনকে এগিয়ে আসতে দেখে নেমোনই সোৎসাহে বলে উঠল।

টারজন তার রথের পাশে এসে দাঁড়ালে সে বলল, "তুমি অনেক দেরী করে এসেছ।"

টারজন বলল, "আমার ঘুম ভাঙতে দেরী হওয়াটা কি অসঙ্গত? কাল রাতে প্রাসাদ থেকে যেতে অনেক রাত হয়েছিল; তার উপর গেম্‌ননকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে আমাকে ডেকে দেবারও কেউ ছিল না।"

"আমি তোমাকে দেখতে যত উদ্‌গ্রীব ছিলাম তুমিও যদি ততটা উদ্‌গ্রীব থাকতে তাহলে তোমার দেরী হত না।"

টারজন বলল, "এখানে আসতে আমিও তোমার মতই ব্যগ্র ছিলাম।"

নেমোন শুধাল, "জারাটরকে কখনও দেখেছ?"

"না।"

"জারাটর একটি পবিত্র পর্বত; কাথ্‌নির রাজা ও রাণীদের শত্রুদের জন্য টুস্ সেটা সৃষ্টি করেছে; সারা পৃথিবীতে এরকম দ্বিতীয়টি নেই।"

টারজন বলল, "সেটা দেখলে আমার ভালই লাগবে।"

কিছুদূর এগিয়ে পথটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। নেমোন বলল, "ওই পথটা সোজা ডান দিকে গিয়ে 'সৈনিক গিরিবর্ত্ম' পেরিয়ে থেনার উপত্যকায় পড়েছে।"

টারজনের মনে পড়ল ভাল্‌তোরের কথা; সে কি নিরাপদে এথ্‌নি পৌঁচেছে। পিছন ফিরে একবার টুডোস ও গেম্‌ননের দিকে তাকাল। তাদের সঙ্গে সে কথা বলে নি, কিন্তু তাদের জন্যই সে এখানে এসেছে। অতি সহজেই সে পালিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সে স্থির করেছে এই সব বন্ধুদের তিলমাত্র সাহায্য করার সম্ভাবনা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ সে এখানেই থাকবে। তাদের পরিত্রাণের কোন আশাই নেই, তবু টারজন আশা ছাড়ে নি।

দুপুরে জলপানের জন্য যাত্রার বিরতি হল। আধঘণ্টা পরেই আবার শুরু হল যাত্রা। সকলেই নিঃশব্দে পথ চলছে। অচিরেই তারা পর্বতমালার ভিতরে ঢুকে পাকানো পথে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমে গন্ধকের ধোঁয়া এসে নাকে লাগল। একটু পরেই একটা আগ্নেয়-গিরিতে চড়ে পুরো দলটাই প্রকাণ্ড বড় এক গিরি-বিবরের প্রান্তে পৌঁছে গেল। অনেক নীচে গলিত পাথর টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে; আগুনের শিখা ছিট্‌কে উঠছে; ছিট্‌কে বের হচ্ছে বাষ্প ও হলুদ ধূমের কুণ্ডলী। সে দৃশ্য যেমন আকর্ষক, তেমনই ভয়াল, ভয়ংকর। কাথ্‌নি সৃষ্টির আগে, রোমের আগে, এথেন্সের আগে, বেবিলনের আগে, মিশরের আগে থেকেই সব ছোট ছোট শিখরের ঊর্দ্ধে একক মহত্ত্বে দাঁড়িয়ে আছে জারাটর। দুই হাত এক করে নত মস্তকে টারজন অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল সেই বিক্ষুব্ধ নরকের দিকে।

রাণী এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, "জারাটরকে কেমন দেখছ?"

টারজন মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলল, "মনের এমন অনেক অবস্থা আছে যাকে প্রকাশ করার মত ভাষা আজও সৃষ্টি হয় নি।

রাণী সগর্বে বলল, "টুস্ একে সৃষ্টি করেছে কাথ্‌নির রাজাদের জন্য।"

তথাকথিত বিচারের নামে পরিচালিত হলেও জারাটরের এই অনুষ্ঠান আধা-ধর্মীয় ধরনের হওয়ায় পুরোহিতরাও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। দু'জন সন্ন্যাসী ডোরিয়ার চামড়ার ভিতরে সেলাই-করা দেহটাকে রথ থেকে তুলে নিয়ে আগ্নেয়গিরির মুখ-বিবরের প্রান্তে রাণীর পায়ের কাছে রাখল। তারপর ডজনখানেক পুরোহিত তাকে ঘিরে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। সেই স্বর-লহরী যেন একটি হারানো আত্মার অভিযোগ হয়ে আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত নরকের উপর দিয়ে সুদূরে মিলিয়ে যেতে লাগল।

নেমোন যাতে টুডোস ও গেম্‌ননের যন্ত্রণাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে সে জন্য তাদের দুজনকেই ঘটনাস্থলের আরও কাছে নিয়ে আসা হল; কারণ এ অনুষ্ঠান তো শুধু মাত্র তাদের শাস্তি নয়, রাণীর উপভোগের বিষয়ও বটে।

কিন্তু তাদের চোখে-মুখে শোক-দুঃখের চিহ্নমাত্র না দেখে নেমোন বড়ই হতাশ হল। তবু সে হাল ছাড়ল না; তাদের দুজনের ধৈর্যকে পরীক্ষা করার একটা নতুন মতলব তার মাথায় এল।

পুরোহিত দুজন ডোরিয়ার দেহটাকে তুলে ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হতেই সে চীৎকার করে বলে উঠল, "থাম! বিশ্বাসঘাতক টুডোসের কন্যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য আমরা দেখতে চাই; তার বাবা ও প্রেমিকও দুই চোখ ভরে তাকে দেখুক; আর তাদের দেখে সকলে বুঝুক যে নেমোনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ফল কী ভয়ংকর। থলিটা কেটে বলিপ্রদত্ত দেহটাকে সকলের সামনে মেলে ধরা হোক!"

একজন পুরোহিত ছুরি হাতে নিয়ে থলের সেলাইটা কেটে ফেলল; সিংহের বাদামী চামড়ার নীচে নিশ্চল দেহটার রূপরেখার উপর টুডোস ও গেম্‌ননের দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল তাদের কপালে; কঠিন হয়ে উঠল তাদের চোয়াল ও মুষ্টি। টারজনের চোখ ঘুরে গেল পুরোহিতের ক্রিয়াকর্ম থেকে রাণীর মুখের দিকে; কঠিন ভুরুযুগলের নীচে সংকুচিত আঁখিপল্লবের ভিতর দিয়ে সে রাণীকেই দেখতে লাগল।

পুরোহিতরা থলির চামড়াটাকে একদিক থেকে গুটিয়ে তুলে নিতেই মৃতদেহটা গড়িয়ে মাটিতে পড়ল সকলের চোখের সামনে। শোনা গেল একান্ত বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি। তীব্র রোষে চীৎকার করে উঠল নেমোন। দেহটা এরোটের। মৃতদেহ!

১৯—রাণীর শিকার

বিস্ময় ও ক্রোধের এক স্বতস্ফূর্ত চীৎকারের পরেই সেই বর্বর দৃশ্যকে ঘিরে নেমে এল অশুভ নিস্তব্ধতা। সকলেই তাকাল রাণীর দিকে; তীব্র রোষে তার সুন্দর মুখখানি বীভৎস হয়ে উঠেছে; মুহূর্তের জন্য বুঝি তার বাক রোধ হল। অবশেষে তার তীব্র কণ্ঠ ফেটে পড়ল টমোসের উপর।

"এ সবের অর্থ কি?" রাণীর কণ্ঠস্বর তার কোষবদ্ধ ইস্পাতের মতই শীতল।

হাতির চামড়ার চটির মধ্যে টমোসের পা দুটি থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। সে তো-তো করে বলল, "টুস-এর মন্দিরেও বিশ্বাসঘাতক আছে! রাণীর প্রতি এরোটের অবিচলিত আনুগত্যের কথা জেনে আমি তাকেই পাঠিয়েছিলাম মন্দিরে মেয়েটাকে জারাটরের জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে আনতে। হে মহামান্যা নেমোন, এই মুহূর্তটির আগে আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানতাম না।"

বিরক্ত মুখভঙ্গী করে নেমোন হুকুম দিল, এরোটের দেহটাকে জারাটরের মুখে ফেলে দেওয়া হোক; আর অগ্নিগর্ভ মুখ-বিবর যখন দেহটাকে গিলে ফেলল তখন সে আবার হুকুম দিল, এই মুহূর্তে ফিরে চল কাথ্‌নিতে।

সমবেত সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাণীর রথ পাহাড়ের পথে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। রাণী একেবারে নীরব। মাঝে মাঝে শুধু তাকিয়ে দেখছে রথের পাশের চলমান দানব-মূর্তিটাকে।

শেষ পর্যন্ত রাণীই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। "তোমার দুই শত্রু এখন পর-লোকে। একজনকে মেরেছি আমি; অপরজনকে কে মেরেছে বলে তুমি মনে কর?"

টারজন হেসে বলল, "হয় তো আমি মেরেছি।"

"সে সম্ভাবনার কথাও আমার মনে হয়েছে," নেমোন জবাব দিল, কিন্তু হাসল না।

"কাজটা যেই করুক, সে কথ্‌নির উপকারই করেছে।"

"হয় তো তাই," রাণী বলল, "এরোটের মৃত্যু নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই; যে ধৃষ্টতা নেমোনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করার স্পর্ধা রাখে, আমার দুশ্চিন্তা তাকে নিয়ে। কিন্তু এতে কার লাভ হল? না টুডোসের, না তার কন্যার, না গেমননের—কারও না। মেয়েটাকে আমি খুঁজে বের করবই, আর এবার তার মৃত্যু হবে আরও যন্ত্রণাদায়ক; আমার হাত থেকে সে রেহাই

পাবে না। যেহেতু তাদের হয়ে একজন কেউ রাণীকে উপেক্ষা করেছে, তাই টুডোস ও গেমননের শাস্তি হবে কঠোরতর।"

টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চুপ করে রইল।

"তুমি কথা বলছ না কেন?" রাণী শুধাল।

টারজন উত্তর দিল, "বলার তো কিছু নেই; আমি শুধু তোমার সঙ্গে একমত না হতে পারি, কিন্তু তোমাকে আমার মতের স্বপক্ষে আনতে পারি না; আর তাতে তোমার ক্রোধই বেড়ে যাবে। অকারণে মানুষকে রাগিয়ে বা অসুখী করে আমি সুখ পাই না।"

"তুমি বলতে চাও যে আমি তা পাই?"

"অবশ্যই।"

সক্রোধে মাথা নেড়ে রাণী বলে উঠল, "আঃ! জান, যেকোন দিন আমি ধৈর্য হারিয়ে তোমাকে সিংহের মুখে ফেলে দিতে পারি। তখন কি করবে?"

"সিংহটাকে মেরে ফেলব," টারজন জবাব দিল।

নেমোন গম্ভীর গলায় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "যে সিংহের মুখে তোমাকে ছুঁড়ে দেব তাকে মারা তোমার কর্ম নয়।"

একঘেয়ে ক্লান্ত কাথ্‌নি-প্রত্যাবর্তন একসময় শেষ হল। স্বর্ণ-সেতু পার হয়ে সকলে শহরে ঢুকল। রাণী হুকুম দিল, ডোরিয়াকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোক।

টুডোস ও গেমননকে পাঠান হল কারাকক্ষে। টারজনের প্রতি হুকুম হল, প্রাসাদে গিয়ে রাণীর সঙ্গে খানা খেতে হবে। টমোসকে বলা হল ডোরিয়াকে খুঁজে বের করতে; না পারলে তার কপাল মন্দ!

একটা ছোট খাবার ঘরে শুধুমাত্র টারজন ও রাণী একত্রে আহার-পর্ব সমাধা করল। তারপর নেমোন তাকে নিয়ে গেল অতি-পরিচিত গজদন্ত-কক্ষে। সেখানে তাদের অভ্যার্থনা জানাল বেল্‌থারের ক্রুদ্ধ গর্জন।

রাণী বলল, "এরোট ও ম'জুজে বেঁচে নেই। টমোসকেও কাজে পাঠিয়েছি। আজ রাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না।" তার কণ্ঠস্বর নরম, ভঙ্গী শান্ত।

টারজন স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, এই মিষ্টি, মোহিনী নারীই হয়ে ওঠে রাণী নেমোনের মত এক নিষ্ঠুর অত্যাচারী।

টারজনের আরও কাছে ঘেঁসে নেমোন নরম গলায় বলল, "আমাকে স্পর্শ কর টারজন।"

পুরুষের ইচ্ছার চাইতেও বড় এক শক্তির টানে টারজন নেমোনের হাতে হাত রাখল। পরম স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে নেমোন তার বুকে মুখ রাখল; তার তপ্ত নিঃশ্বাস লাগল টারজনের ত্বকে; চুলের সুগন্ধ এল নাকে।

নেমোন কথা বলল ; কিন্তু এতই নীচু তার স্বর যে কিছুই শোনা গেল না।

"কি বলছ ?" টারজন প্রশ্ন করল।

"তুই বাহু দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধর," নেমোনের কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট। কথা শেষ করেই সে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে ও ঠোঁটে চুমো খেতে লাগল।

গভীর আবেগে বলে উঠল, "আমাকে ভালবাস টারজন! আমাকে ভালবাস! ভালবাস! ভালবাস!"

একটু একটু করে মেঝেতে নেমে গিয়ে নেমোন নতজানু হল টারজনের পদপ্রান্তে। অস্ফুট স্বরে বলল, "হে পরমেশ্বর টুস!"

জঙ্গল-রাজ তার দিকে তাকাল। এক রাণী তার পদপ্রান্তে। মুহূর্তে তার মোহভঙ্গ হল ; এক সুন্দর নারী-দেহের অন্তরালে সে বুঝি দেখতে পেল এক উন্মাদিনী নারীর বিকৃত মনকে ; দেখতে পেল সেই নারীকে যে অসহায় মানুষকে ঠেলে দেয় ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে, কোন নারী তার চাইতে সুন্দরী হলেই তাকে হত্যা করে, নয় তো তার দেহকে বিকৃত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করল টারজনের অন্তরের মহত্ব।

অস্পষ্ট শব্দ করে টারজন উঠে দাঁড়াল। নেমোন গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে ; নিঃশব্দে সেখানেই পড়ে রইল। টারজন দরজার দিকে এগিয়েও ফিরে এল। নেমোনকে তুলে কোচে শুইয়ে দিল। গর্জে উঠল শৃংখলাবদ্ধ বেল্থার ; সে গর্জনে ঘরটা কেঁপে উঠল।

নেমোন চোখ মেলল। মুহূর্তের জন্য তাকাল ঝুঁকে-পড়া টারজনের দিকে। তারপরেই সে বুঝতে পারল প্রকৃত ঘটনা। তার চোখে জ্বলে উঠল উন্মাদ ক্রোধের অগ্নিশিখা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় চীৎকার করে বলতে লাগল, "আমার ভালবাসাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে! আমাকে পায়ে ঠেললে! এক রাণীর ভালবাসাকে পায়ে ঠেললে! হায় টুস্! আর আমি মাথা নুইয়েছি তোমার পায়!" এক লাফে ঘরের কোণে ঝোলানো ঘণ্টার কাছে গিয়ে কাঠি দিয়ে তিনবার তাতে আঘাত করল। কাংস্যধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। তার সঙ্গে মিলল ক্রুদ্ধ সিংহের গর্জন।

টারজন বুঝল, এই উন্মাদিনীর সঙ্গে যুক্তি-তর্ক বৃথা। সে দরজার দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখনই দরজাটা সপাটে খুলে গেল। দুই সম্ভ্রান্ত নাগরিকসহ বিশজন সৈনিক ঘরে ঢুকল।

নেমোন হুকুম করল, "একে ধর! রাণীর অপর শত্রুদের সঙ্গে একেও কারাগারে নিক্ষেপ কর!"

টারজন নিরস্ত্র। একমাত্র সঙ্গী তরবারিখানাও গজদন্তকক্ষে ঢুকবার সময় খুলে রেখেছে দরজার কাছে। বিশটা বর্শা তার দিকে উদ্যত ; বিশটা বর্শা তাকে ঘিরে ধরেছে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল। অন্যথায় মৃত্যু

অনিবার্য। কারাগারে গেলে হয় তো পালাবার একটা পথ পাওয়া যেতে পারে; তাছাড়া সেখানে গেমননের সঙ্গে দেখা হবে; গেমনন ও টুডোসকে একটা কথা যে জানাতেই হবে।

কারাগারে বসে টুডোস ও গেমনন বহুদূর থেকে সৈনিকদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তাদের ঘরের সম্মুখে এসেই পায়ের শব্দ থেমে গেল। খোলা দরজা দিয়ে একজন ঘরে ঢুকল। সৈনিকদের হাতে মশাল ছিল না। তাই কেউ কাউকে চিনতে পারল না।

রক্ষী-সৈনিকরা চলে গেলে নতুন বন্দী সানন্দে বলে উঠল, "অভিবাদন টুডোস ও গেমনন!"

"টারজন!" গেমনন উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল।

"তা ছাড়া আর কে হবে," টারজন বলল।

"কেন তুমি এখানে এলে?" টুডোস প্রশ্ন করল।

"বিশজন সৈনিক ও এক উন্মাদিনী নারীর খেয়ালের ধাক্কায়," টারজন জবাব দিল।

গেমনন বলল, "তাহলে তোমার প্রতি মোহও কেটেছে! আমি দুঃখিত।"

"এটা তো অনিবার্যই ছিল," টারজন বলল।

"তোমার শাস্তি কি হবে?'

"তা জানি না, তবে বেশ ভাল রকমই হবে বলে মনে হয়। আবার শাস্তি না হতেও তো পারে।"

কঠিন হেসে টুডোস বলল, "নেমোনের এই নরকে আশার কোন স্থান নেই।"

টারজন মাথা নেড়ে বলল, "হয় তো নেই, কিন্তু আমি আশা ছাড়ব না। কাল রাতে মন্দিরের কারাকক্ষে ডোরিয়াও তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল; তবু জারাটরের হাত থেকে সে তো পালাতে পেরেছে।"

"সে রহস্য আমার বুদ্ধির অতীত," গেমনন বলল।

টারজন ভরসা দিয়ে বলল, "কিন্তু খুবই সরল। একটি বিশ্বস্ত বন্ধু এসে আমাকে জানিয়ে গেল যে ডোরিয়াকে বন্দী করে রাখা হয়েছে মন্দিরে। সঙ্গে সঙ্গে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। ভাগ্যক্রমে কাথ্‌নিতে বড় বড় গাছপালার অভাব নেই; একটা তো মন্দিরের গায়েই দাঁড়িয়ে আছে; তার ডালপালা ছড়িয়ে আছে ডোরিয়ার কারা-কক্ষের জানালা পর্যন্ত। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, এরোট ডোরিয়াকে উত্তক্ত করছে; যে চামড়ার বস্তায় বেঁধে ডোরিয়াকে জারাটর যাত্রায় পাঠাবার কথা ছিল সেটাও হাতের কাছে পেয়ে গেলাম। এর চাইতে সরল ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? যে রথযাত্রা ছিল ডোরিয়ার কপালে সেটাই জুটে গেল এরোটের ভাগ্যে।"

টুডোস আবেগাপ্লুত গলায় বলে উঠল, "তুমি তাকে উদ্ধার করেছ! কোথায় সে ?"

টারজন সাবধানে বলল, "কাছে সরে এস। দেয়ালও শত্রুতা করতে পারে। গেমনন, তোমার কি মনে আছে যে সেদিন স্বর্ণ-খনি দেখতে গিয়ে সেখানে একটি ক্রীতদাসের সঙ্গে আমি একান্তে কথা বলেছিলাম ?"

গেমনন বলল, "মনে পড়ছে বটে। ভেবেছিলাম স্বর্ণ-খনির কাজকর্ম সম্পর্কে তুমি কিছু জানতে চাইছিলে।"

"না; তার ভাইয়ের একটা গোপন সংবাদ তাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম; আর কৃতজ্ঞতাবশত সে আমাকে কথা দিয়েছিল যে প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও সে আমাকে সাহায্য করবে। অতএব ডোরিয়াকে লুকিয়ে রাখার মত একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন দেখা দিল তখনই মনে পড়ে গেল নিয়াকার নিভৃত কুটিরটার কথা। নিয়াকা স্বর্ণ-খনির ক্রীতদাসদের সর্দার। ডোরিয়া এখন সেখানেই আছে। যতদিন দরকার হবে লোকটি তাকে আশ্রয় দেবে। সে আমাকে কথা দিয়েছে, সাতদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে কোন খবর না গেলে সে ধরে নেবে যে আমাদের তিনজনের কেউই ডোরিয়ার সাহায্যে যেতে পারব না, আর তখন সে নিজেই টুডোস পরিবারের বিশ্বস্ত ক্রীতদাসদের খবর দেবে "

গেমনন বলল, "ডোরিয়া নিরাপদ! এবার সুখে মরতে পারব।"

টুডোস অন্ধকারে হাতটা বাড়িয়ে টারজনের কাঁধে রেখে বলল, "আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন উপায় নেই, কারণ জানাবার মত কোন ভাষা নেই।"

কিছুক্ষণ তিনজনই নীরব। প্রথম কথা বলল গেমনন, "একজন ক্রীতদাসের ভাইকে তুমি এত ভাল করে কেমন করে জানলে যে একজনের খবর অন্য জনকে পৌঁছে দিতে তাকে খুঁজে বের করলে ?"

টারজন হাসল। জারুস্টলের বড় শিকারের আয়োজন, এক কালো ক্রীতদাসকে শিকার বানানো, গাছের ডালে ডালে তাকে নিয়ে পলায়ন, সিংহ-শিকার—সব কথাই সবিস্তারে শুনিয়ে দিল।

ভোর হল। চারদিক আলোয় উজ্জ্বল। পৃথিবী সুন্দর। যেন পৃথিবীর কোথাও দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, নিষ্ঠুরতা নেই।

দুপুরের পরে একটি বন্দী এসে টারজনকে নিয়ে গেল। দলের অফিসারটি তিন বন্দীরই পরিচিত; লোকটি ভাল, সহানুভূতিশীল।

টারজনকে দেখিয়ে টুডোস বলল, "ওকি ফিরে আসছে ?"

অফিসার মাথা নাড়ল। "না; আজ রাণী ওকে শিকার করবে।"

টুডোস ও গেমনন টারজনের কাঁধে হাত রাখল। কোনো কথা কেউ বলল

না ; কিন্তু সেই না-বলা বিদায়-বাণী বুঝি অনেক কথার চাইতে অধিক মুখর। দুজনের চোখের সামনে থেকে টারজন চলে গেল ; দরজা বন্ধ হল ; কেউ কোন কথা বলল না ; দীর্ঘ সময় দুজনই চুপ করে বসে রইল।

রক্ষীদের ঘরে নিয়ে গিয়ে টারজনকে শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা হল। একটা সোনার কলার পরানো হল গলায় ; তার দু'দিকে দুটো শিকলে ধরা রইল দুজন সৈনিকের হাতে।

"এত বেশী সতর্কতা কেন ?" টারজন জানতে চাইল।

অফিসার বলল, "এটাই রীতি। রাণীর শিকারকে সব সময় এইভাবে নিয়ে যাওয়া হয় ওন্‌থার উপত্যকার সিংহ-ক্ষেত্রে।"

আর একবার টারজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কাথ্‌নির রাণীর রথের কাছে। কিন্তু এবার সে হাঁটতে লাগল রথের পিছনে—দুই দীর্ঘদেহ সৈনিক ও জনবিশেক রক্ষী-পরিবেষ্টিত এক শৃংখলাবদ্ধ বন্দীরূপে। আর একবার স্বর্ণ-সেতু পার হয়ে ওন্‌থার উপত্যকার সিংহ-ক্ষেত্রে পৌঁছে গেল।

সঙ্গে এক বিরাট জনতা। যে মানুষ নেমোনের ভালবাসাকে পায়ে ঠেলেছে তার দুরবস্থা ও মৃত্যু দেখার জন্য রাণী গোটা শহরকেই আমন্ত্রণ করে এনেছে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নেমোন রক্ষীদের হুকুম দিল, বন্দীকে তার কাছে আনা হোক। টারজন এসে দাঁড়াল। নেমোন বলল, "যে দুইজন সৈনিক ওকে ধরে আছে তারা ভিন্ন আর সকলে চলে যাও।"

টারজন বলল, "ইচ্ছা হলে ওদের পাঠিয়ে দিতে পার, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ওরা যতক্ষণ দূরে থাকবে ততক্ষণ আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না, বা পালাবার চেষ্টা করব না।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নেমোন বলল, "তোমরাও যেতে পার ; বন্দীর সঙ্গে আমি একা কথা বলতে চাই।"

রক্ষীরা কিছুটা দূরে যেতেই নেমোন টারজনের দিকে তাকাল ; টারজন হাসছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সহজ সুরে টারজন বলল, "এবার তুমি খুব সুখী হবে নেমোন।"

"কি বলছ তুমি ? কেমন করে সুখী হব ?"

"অচিরেই সিংহের হাতে তুমি আমাকে মরতে দেখবে ; আর মানুষকে মরতে দেখতেই তো তোমার ভাল লাগে।"

"তুমি কি মনে কর তাতে আমি সুখ পাব ? কি জান, আগে আমিও তাই ভাবতাম ; আসলে মৃত্যু দেখে যে সুখ পাব বলে আশা করি তা কখনই পাই না। জীবনে যা কিছু আশা করি তার কিছুই আমি পাই না।"

টারজন বলল, "সম্ভবত সঠিক বস্তুটিই তুমি চাও না। কখনও কি এমন কিছু আশা করে দেখেছ যাতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুখ-শান্তি পেতে পারে ?"

নেমোন বলল, "তা কেন আশা করব ? আমি আশা করব আমার সুখ ;

অন্যরাও তাই করুক। আমি পেতে চাই নিজের সুখ—"

বাধা দিয়ে টারজন বলল, "আর কখনও তা পাও না।" বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

নেমোন চীৎকার করে উঠল, "থাম্! অনেক হয়েছে। তুমি আমাকে আঘাত করেছ, অপমান করেছ, বিদ্রূপে হেসেছ।"

টারজন বলল, "তথাপি নেমোন, তোমার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছি। কেন হয়েছি জানি না। তোমার গর্বে, তোমার মর্যাদায় আমি আঘাত করেছি, তবু তুমি আমার প্রতি আসক্ত হয়েছ; আবার তোমার নীতিকে তোমার আদর্শকে, তোমার কর্মপন্থাকে ঘৃণা করলেও আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। খুবই আশ্চর্য নয় কি?"

মাথা নাড়তে নাড়তে নেমোন বলল, "সত্যি আশ্চর্য। তোমার মত কাউকে কোন দিন ভালবাসি নি, অথচ তোমাকেই মারতে চলেছি।"

টারজন বিষণ্ণ গলায় বলল, "এমনি করেই তুমি আরও অনেককে মারবে, আরও বেশী অসুখী হবে। তারপর একদিন আসবে তোমার মরবার পালা।"

নেমোন শিউরে উঠল। "আমার মরবার পালা! হ্যাঁ, অতীতে সকলেই নিহত হয়েছে, কাথ্‌নির সব রাজা, সব রাণী। কিন্তু আমার পালা এখনও আসে নি। যতদিন বেল্‌থার বেঁচে আছে, ততদিন আমিও বেঁচে আছি।" একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তুমিও তো বাঁচতে পার টারজন। কাল আমি তোমার পায়ের নীচে মাথা নত করেছিলাম, তোমার ভালবাসা চেয়েছিলাম, আজ তুমি সকলের সমুখে আমার কাছে নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা কর; তাহলেই তুমি বাঁচবে।"

টারজন বলল, "তোমার সিংহকে আন; তার করুণা নেমোনের করুণার চাইতে করুণাময় হতে পারে।"

নেমোন ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "তুমি অস্বীকার করছ?"

টারজন জবাব দিল, "একদিন তুমি আমাকে মারবেই; এমনও তো ঘটতে পারে যে সিংহ আমাকে মারতে পারল না।"

"তা কখনও ঘটবে না। সে সিংহকে তুমি দেখেছ?"

"না।"

নেমোন মুখ ফিরিয়ে বলল, "শিকারী সিংহটাকে এনে শিকারের গন্ধ শুঁকিয়ে দাও।"

সমবেত সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ, সেনাদল ও জনতা দুই ভাগ হয়ে শিকারী সিংহ ও তাদের রক্ষীদের আসার জন্য পথ করে দিল। টারজন দেখতে পেল, স্বর্ণ রজ্জুতে একটা প্রকাণ্ড সিংহ সেই পথে এগিয়ে আসছে, আর আটজন রক্ষী সে রজ্জুকে টান করে ধরে আছে। ক্রোধে গর্জন করতে করতে সিংহটা

এদিক-ওদিক লাফিয়ে কখনও রক্ষীকে, কখনও কোন সৈনিককে, আবার কখনও কোন নাগরিককে আক্রমণের চেষ্টা করছে, আর দু'দিক থেকে চারজন বন্দী প্রাণপণে তাকে আটকে রাখছে।

অগ্নি-চক্ষু সেই শয়তান নেমোনের রথের দিকে এগিয়ে চলল; অনেক দূর থেকেই তার দুই কানের মাঝখানে একগুচ্ছ শ্বেত কেশর দেখেই টারজন তাকে চিনতে পারল। সিংহটি বেল্‌থার!

বিড়াল যেভাবে ইঁদুরের দিকে নজর রাখে ঠিক সেইভাবেই নেমোন চোখ রেখেছিল টারজনের উপর। কিন্তু সিংহটা অনেক কাছে আসার পরেও সে টারজনের মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। শুধাল, তুমি কি ওকে চিনতে পারছ?"

"তা পেরেছি বৈাক", টারজন জবাব দিল।

"তোমার ভয় করছে না?"

"ভয়? কাকে?" টারজন সবিস্ময়ে তাকিয়ে বলল।

রাগে ফেটে পড়ল নেমোন। পা ঠুকে বলে উঠল, "বড় শিকারের ব্যবস্থা কর!"

স্বর্ণ-রজ্জু হাতে সৈনিকরা ছুটে এসে টারজনকে রাণীর রথের সম্মুখে নিয়ে গেল। রক্ষীরা বেল্‌থারকে হাজির করল তার ঠিক পিছনে। তাকে দেখেই বেল্‌থার তীব্র রোষে গর্‌-গর্‌ করতে লাগল।

একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক টারজনের কাছে এগিয়ে গেল। সে ফরডোস, গেম্‌ননের বাবা। কাথনির রাজারা যখন শিকারে যায় তখন সেই হয় শিকার-দলের বংশানুক্রমিক অধিকর্তা। চাপা নীচু স্বরে সে টারজনকে বলল, "এতে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত, কিন্তু এটা করতে আমি বাধ্য।" তারপর গলা চড়িয়ে বলল, "রাণীর নামে বলছি, সকলে চুপ কর! কাথনির রাণী নেমোনের বড় শিকারের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হও: সৈনিকদের মধ্যস্থিত পথের মাঝখান দিয়ে শিকার চলবে উত্তর দিকে; সে এক শ' পা এগিয়ে যাবার পরে রক্ষীরা শিকারী সিংহ বেল্‌থারকে ছেড়ে দেবে; কেউ যেন পশ্চাদ্ধাবনরত সিংহকে বাধা না দেয়, অথবা শিকারকে সাহায্য না করে; করলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। সিংহ যখন শিকারকে ধরে খেতে শুরু করবে তখন রক্ষীরা আবার বেল্‌থারকে বেঁধে ফেলবে।"

টারজনের দিকে ঘুরে বলল, "যতক্ষণ বেল্‌থার তোমাকে ধরতে না পারবে ততক্ষণ তুমি সোজা উত্তর দিকে ছুটতে থাকবে।"

টারজন প্রশ্ন করল, "আমি যদি তাকে এড়িয়ে পালাতে পারি? তাহলে কি মুক্তি পাব?"

ফরডোস সক্ষেদে বলল, "পালাতে তুমি পারবে না।" রাণীর দিকে ফিরে নতজানু হয়ে বলল, "সব প্রস্তুত ইয়োর ম্যাজেস্টি। শিকার কি শুরু হবে?"

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেমোন বলল, "সিংহকে আর একবার শিকার শুঁকতে দাও ; তারপরই শুরু হোক শিকার।"

রক্ষীরা বেল্‌থারকে নিয়ে গেল টারজনের কাছে ; কিন্তু পাছে বেল্‌থার তাদের আটজনকেই টেনে নিয়ে যায় সেই আশংকায় আরও ডজনখানেক লোক স্বর্ণ-রজ্জুতে হাত লাগাল।

সৈনিকদের মাঝখান দিয়ে যে পথে শিকার ও সিংহ ছুটবে তার দুই পাশে মাঝে মাঝেই বর্শা পুতে দেওয়া হয়েছে ; সেই সব বর্শার মাথায় উড়ছে নানা রঙের পতাকা। যেখানে শিকারী শিকারকে ধরে ফেলবে তার নিকটবর্তী পতাকার রঙের উপর বাজি ধরতে শুরু করল সাধারণ মানুষ, সম্ভ্রান্ত নাগরিক এবং রাণী স্বয়ং। বাজি ধরার চীৎকার চলতে চলতেই ফবুডোস টারজনের গলা থেকে কলারটা খুলে নিল।

কাথনির পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তারই একটা গহ্বরের মধ্যে ঘন ঝোপের ভিতর ঘুমিয়ে আছে আর একটি সিংহ। বিশালদেহ সেই সিংহের গায়ের রং হলুদ, আর কেশর কালো। দূর থেকে আগত হৈ-হল্লার শব্দ তাকে বিরক্ত করছে ; তবু দেখে মনে হয় সে অর্ধজাগ্রত। চোখ দুটি বুজে থাকলেও আসলে "নুমা" জেগেই আছে।

মাঠের মধ্যে টারজন তখন বর্শা-ঘেরা পথ ধরে ছুটছে। প্রতিটি পদক্ষেপ সে গুণছে, কারণ সে জানে, এক শ' পদক্ষেপ শেষ হতেই বেল্‌থারকে ছেড়ে দেওয়া হবে তার পিছনে। একটা ফন্দি সে এঁটেছে। পূব দিকের নদী বরাবর রয়েছে সেই জঙ্গলটা যেখানে জাবুস্টল, পিণ্ডেস ও গেমননের সঙ্গে সে শিকারে গিয়েছিল। একবার সেখানে পৌছতে পারলেই সে নিরাপদ। একবার সেই সব গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়তে পারলে কোন সিংহ বা মানুষই অরণ্য-রাজকে ধরতে পারবে না।

কিন্তু বেল্‌থার তাকে ধরে ফেলার আগে সে কি জঙ্গলে পৌছতে পারবে? এক শ' পা আগে থেকে দৌড় শুরু করে যে কোন সাধারণ সিংহকে টারজন হয় তো দৌড়ে মেরে দিতে পারে ; কিন্তু বেল্‌থার তো সাধারণ সিংহ নয় ; কাথনির সব শিকারী সিংহদের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ।

একশ' তম পদটি ফেলার সময় সে পরিপূর্ণ গতিতে একটা লাফ দিল। তার পিছনে শিকল-ছাড়া সিংহের গর্জন ; তার সঙ্গে মিশেছে জনতার হল্লা।

ছুটে আসছে বেল্‌থার। তার পিছনে ছুটছে রাণীর রথ ; তারও পিছনে সম্ভ্রান্ত নাগরিক, সৈনিক ও সাধারণ মানুষের দল।

এই বুঝি বেল্‌থার শিকারকে ধরে ফেলল। হঠাৎ টারজন পূবে নদীর দিকে মোড় ঘুরল। তার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে নেমোন ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। হৈ-হৈ করে উঠল ছুটন্ত জনতা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তারা দেখল যে বেল্‌থার গতিতে তার শিকারকে মেরে দিচ্ছে, যখন তারা বুঝল যে শিকার

নদী পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই বেল্‌থার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালাবে, তখন তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পিছনে তাকিয়ে টারজনও বুঝল, তার শেষ ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। নদী এখনও দু'শ' গজ দূরে, আর সিংহের দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ।

টারজন ঘুরে দাঁড়াল। অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে এ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে। আরও অনেক বার সে সিংহের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। বুঝতে পারছে, অনিবার্য মৃত্যুকে বিলম্বিত করার চেয়ে বেশী কিছু সে করতে পারবে না। তবু সে লড়াই করে মরবে।

শুরু হল সেই মৃত্যু-সংগ্রাম। গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল বেল্‌থার। টারজন শরীরটাকে ঈষৎ বাঁকিয়ে সে গর্জনের জবাব দিল প্রতি-গর্জনে।

হঠাৎ ঘটল অঘটন। বেল্‌থার প্রায় টারজনের উপর এসে পড়েছে এমন সময় একটি বাদামী দেহ বিদ্যুৎগতিতে তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে এল পিছন থেকে; দুই পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বেল্‌থার টারজনের মুখোমুখি দাঁড়াতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উদ্যত নখর ও থাবা—সোনালী শরীর ও কালো কেশর ঢাকা একটি বিশাল সিংহ—রোষ ও ধ্বংসের এক প্রচণ্ড প্রতিমূর্তি যেন।

দুই পশু একে অন্যকে ধরে সগর্জনে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল; পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল দাঁত ও নখরের আঘাতে।

নবাগত সিংহটি বেল্‌থারের চাইতে বিশালকায় এবং অধিকতর শক্তিশালী; শক্তি ও হিংস্রতার একেবারে তুঙ্গে অবস্থিত। একবার সুযোগ পেতেই তার বিরাট চোয়াল সজোরে বসে গেল নেমোনের শিকারী সিংহের গলায়; তার বড় বড় দাঁত ঘন কেশরের ফাঁক দিয়ে বসে গেল বেলথারের চামড়া ও মাংস ছিন্নভিন্ন করে। তারপর বিড়াল যেভাবে ইঁদুরকে ঝাঁকায় সেইভাবে বেল্‌থারের ঘাড় মটকে তার দুই পা ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

মৃতদেহটাকে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিজয়ী সিংহটি কাথনি-বাসীদের দিকে মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়াল; তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল টারজনের পাশে। টারজন সস্নেহে সোনালী সিংহ জাদ্‌-বাল্‌জার কালো কেশরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চারদিক নিস্তব্ধ। তারপরই শোনা গেল নারীকণ্ঠের এক বিচিত্র আর্তনাদ। নেমোনের আর্তনাদ। সোনার রথের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে সে গিয়ে দাঁড়াল মৃত বেল্‌থারের পাশে। বিস্মিত, নিশ্চল জনতা হাঁ করে তাকে দেখতে লাগল।

নেমোনের চটি-পরা পা দুটি স্পর্শ করল শিকারী সিংহের রক্তাক্ত কেশর; একদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার দিকে। হয় তো এক মিনিট নীরবে প্রার্থনাও করল। তারপর সহসা মুখ তুলে চারদিকে তাকাল। দুই চোখে

উন্মাদ ঝিলিক; মুখখানি একেবারে সাদা; তার গলার হস্তিদন্ত অলংকারের মতই সাদা।'

"বেল্থার মরে গেল!" আর্তকণ্ঠে কথাগুলি বলে ক্ষিপ্রগতিতে নিজের ছুরিখানাকে কোষমুক্ত করে তার সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগকে বসিয়ে দিল নিজের বুকের গভীরে। নিঃশব্দে নতজানু হয়ে সে উল্টে পড়ে গেল মৃত বেল্থারের দেহের পাশে।

* * *

চাঁদ উঠল। যে নদীটা ওন্থার উপত্যকার বুক চিঁরে কাথনির দিকে বয়ে গেছে তার তীরে একটা মাটির স্তূপের উপর পাথরটি নিজের হাতে বসিয়ে দিল টারজন।

ফবুডোসের নেতৃত্বে সৈনিকদল, নাগরিকবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষরা শহরে ফিরে গিয়ে নেমোনের কারাগার থেকে সব বন্দীদের মুক্ত করে দিল; আলেক্সটারকে রাজা রূপে ঘোষণা করল; তাদের মৃত রাণী পড়ে রইল সিংহ-ক্ষেত্রের এক প্রান্তে মৃত বেল্থারের পাশে।

যে মানবিক কর্তব্যকে তারা অবহেলা করেছিল, অরণ্যরাজ তাই পালন করল; আফ্রিকার আকাশের নীচে চাঁদের নরম আলোয় একটি নারীর সমাধির পাশে সে মাথা নীচু করে দাঁড়াল; সে নারী হয় তো এতদিনে সুখের স্বাদ পেল।

টারজনস্ কোয়েস্ট

রহস্য-সন্ধানী টারজন

১—রাজকুমারী সুবরভ

"প্রিয় জেন, তুমি তো সকলকেই চেন।"

"ভাল করে চিনি না হ্যাজেল; তবে স্যাভয়তে সকলের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়।"

"আমাদের ডাইনে দ্বিতীয় টেবিলে ওই মেয়েটিকে—যে খুব কথা বলছিল? ওকে যেন খুবই চেনা-চেনা লাগছে—নিশ্চয় আগে কোথাও দেখেছি।"

"হয় তো দেখেছ। কিটি ক্রোনকে তোমার মনে নেই?"

"ওঃ হো, হ্যাঁ; এবার মনে পড়ছে। কিন্তু তখন তো সে বড়দের দলেই চলাফেরা করত।"

"ঠিক; কিটি আমাদের এক প্রজন্ম আগেকার মানুষ; কিন্তু কিটির স্বভাবই নিজে সেটা ভুলে যাওয়া এবং অন্যকেও ভুলিয়ে দেওয়া।"

"আচ্ছা—সে তো ভুলোর রাজা পিটার্সকে বিয়ে করেছিল—তাই না?"

"হ্যাঁ; সে লোকটি মরবার সময় এত লক্ষ লক্ষ টাকা তার জন্য রেখে গেল যে তা গুণবার মত অতগুলি আঙুলই তার ছিল না; কাজেই সে যে কত টাকার মালিক, বেচারি তা কোনদিনই জানতে পারবে না।"

"সঙ্গের ওটি কি তার ছেলে?"

"ছেলে কী বলছ! ওটি তো আর নতুন স্বামী।"

"স্বামী? সে কি, কিটির তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে—"

"তা হয়েছে বটে; কিন্তু জান তো লোকটি রাজপুত্র, মানে প্রিন্স, আর কিটির নজর সর্বদাই একটু উঁচুর দিকে।"

"হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে—সে একটু অভিযাত্রী ধরনের, উঁচুতেই উঠতে চায়; কিন্তু সে তো যথেষ্ট উপড়ে উঠেছে; পিটার্সের লাখ-লাখ টাকার মালিক হয়ে পুরনো বাল্টিমোরের সম্ভ্রান্ত সমাজেও তার স্থান অনেক উঁচুতে।"

"কিন্তু মেয়েটি বড় ভাল হ্যাজেল; সত্যি, আমি ওকে ভালবাসি। বন্ধুর জন্য সে করে না হেন কাজ নেই। ওই একটি মাত্র দুর্বলতা ছাড়া সে একেবারে খাঁটি সোনা!"

"আর মায়ের প্রতি সদয়! কেউ যদি কখনও বলে যে আমার মনটা বড় ভাল, তাহলে—"

"শ্-স্, হ্যাজেল; ও আসছে।"

স্বামীর পিছন পিছন বর্ষীয়সী নারীটি তাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, "প্রিয় জেন, তোমাকে দেখে কত যে খুশি হলাম।"

"তোমাকে দেখে আমিও খুব খুশি কিটি। হ্যাজেল স্ট্রং-কে মনে আছে তো?"

"ওঃ, বাল্টিমোরের স্ট্রংদের কেউ নয় তো! কী আশ্চর্য, আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি—প্রিন্স সবরভ। আর এলেক্সিস, এই আমার প্রিয়, প্রিয়তম বন্ধু লেডি গ্রেস্টোক এবং মিস্ স্ট্রং।"

"এখন লেডি টেনিংটন," জেন সংশোধন করে দিল।

"আঃ বন্ধু, সত্যি আশ্চর্য! লেডি গ্রেস্টোক এবং লেডি টেনিংটন।"

"মুগ্ধ হলাম," যুবকটি নিম্নস্বরে বলল। তার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু তার দুটি গভীর চোখের আলো তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে লেডি গ্রেস্টোক জেনের মুখের উপর।

জেন বলল, "এখানেই বস কিটি; উঃ, কতকাল পরে দেখা হল।"

"সত্যি; ধন্যবাদ। এলেক্সিস, তুমি ওখানে বস।"

জেন প্রশ্ন করল, "তোমরা এখন কি করছ? এক বছর তো লণ্ডনে আস নি।"

"না, গোটা বছরটা ইওরোপে কাটিয়েছি। দিনগুলো বড় ভাল কেটেছে, কি বল এলেক্সিস? কি জান, গত বসন্ত কালেই প্যারিসে আমাদের প্রথম দেখা হয়; আর প্রিয় এলেক্সিস আমাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল; কোন আপত্তি শুনবার মানুষই নয়। কি বল প্রিয়তম?"

"কি করে শুনি বল তো সোনা?"

"তাহলেই বোঝ। তারপরেই আমাদের বিয়ে হল। আর সেই থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

"এবার নিশ্চয় কোথাও বাসা বাঁধবে?" জেন প্রশ্ন করল।

"আমরা যে মতলব এঁটেছি সেটা তুমি ভাবতেই পারবে না—আমরা এবার যাচ্ছি আফ্রিকা।"

"আফ্রিকা! কী মজা," হ্যাজেল বলে উঠল। "আফ্রিকা! আহা, কত স্মৃতিই মনে পড়ে।"

"আপনি কখনও আফ্রিকায় গিয়েছেন লেডি টেনিংটন?" প্রিন্স প্রশ্ন করল।

"একেবারে ভিতর পর্যন্ত—নরখাদক, সিংহ, হাতি—সব কিছু।"

"কী আশ্চর্য! কী লোমহর্ষক! জেন তাহলে আফ্রিকার সবকিছুই জেনেছে।"

"সব নয় কিটি।"

"তবে যথেষ্ট", হ্যাজেল বলল।

জেন বলল," শীঘ্রই আমি নিজেও সেখানে যাচ্ছি। লর্ড গ্রেস্টোক বেশীর ভাগ সময় আফ্রিকাতেই কাটায়। এবার আমি তার সঙ্গে যোগ দেব। প্যাসেজ বুক করা হয়ে গেছে।"

প্রিন্সেস বলে উঠল, "আঃ কী আশ্চর্য! আমরা সবাই একসঙ্গে যেতে পারব।"

উজ্জ্বল মুখে প্রিন্স বলল, "সে তো খুব ভাল কথা।"

জেন বলল, "হলে তো খুব ভালই হত, কিন্তু কি জান, আমি যাব একেবারে ভিতরে। তোমরা নিশ্চয়ই—"

"আরে, আমরাও তো তাই যাব।"

"কিন্তু কিটি, তুমি জান না কি বলছ। সে সব জায়গা তোমার একেবারেই ভাল লাগবে না। আরাম নেই, বিলাসিতা নেই; ধূলো-ময়লা, পোকা-মাকড়, দুর্গন্ধে ভরা দেশীয় মানুষ, আর যত সব বন্যজন্তু।"

"কিন্তু আমরা তো—মানে সত্যি আমরা—আমার গোপন কথা কি লেডি গ্রেস্টোককে বলে দেব?"

প্রিন্স কাঁধ ঝাঁকাল। "কেন বলবে না? ওর ভাল লাগতেও পারে।"

"একদিন হয় তো লাগবে। আমরা সকলেই তো বুড়ো হব।"

এলেক্সিস যেন নিজেকেই বলল, "যদিও ভাবলে খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়—"

"কি বলছ তুমি?" তার স্ত্রী কথার মাঝখানে বলল।

"আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে লেডি গ্রেস্টোক কথাটাকে অবিশ্বাস্য মনে করতে পারেন।"

জেন বলল, "তোমাকে বলতেই হবে। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।"

হ্যাজেলও চাপ দিল, "সত্যি, আমাদের শোনাও।"

"আসলে ব্যাপারটা এই রকম। গত বছর আমরা অনেক উড়ে বেড়িয়েছি। তাই গত সপ্তাহে প্যারিসে একখানা বিমানই কিনে ফেললাম। তাতে চড়েই লণ্ডনে পাড়ি দিলাম। কিন্তু আমি বলছি আমাদের চালকের কথা। লোকটি আমেরিকান; অনেক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তার আছে।

"শেষ বার যখন আফ্রিকা গিয়েছিল তখন সে এমন একজন ডাইনী-ডাক্তারের সন্ধান পেয়েছিল যে নবযৌবন লাভ ও জীবন-কাল বৃদ্ধির একটা বিস্ময়কর গোপন তথ্য জানত। এমন একটি লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল যে আফ্রিকার খুব ভিতরে সেই বুড়ো মানুষটার বাসস্থানের সন্ধান জানত। কিন্তু তাকে খুঁজে বের করার মত একটা অভিযান চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা তাদের ছিল না। সেই চালক বলেছে, সেই ডাইনী-ডাক্তারের ফর্মুলায় মানুষ ইচ্ছামত যৌবন পেতে পারে এবং সে যৌবনকে চিরকাল ধরে রাখতেও মানুষ পারে। আঃ; কী আশ্চর্য নয়?"

এলেক্সিস বলল, "আমার তো মনে হয় লোকটি আস্ত শয়তান। এই

অভিযান চালাবার খরচ জোগাতে সে আমার স্ত্রীকে রাজী করিয়েছে। একবার আমাদের সেই দুর্গম স্থানে নিয়ে ফেলতে পারলে সে হয়তো আমাদের গলা কেটে সব অলংকারপত্র চুরি করবে।"

"আঃ প্রিয়তম, তোমার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাউন বিশ্বস্ততার সর্বশেষ কথা।"

"হয় তো তাই, তবু আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমাকে আফ্রিকায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছ—যত ছারপোকা আর ধূলো-ময়লার দেশ; তাছাড়া সিংহ আমার মোটেই পছন্দ নয়।"

জেন হেসে উঠল। "আসলে কিন্তু একটা বছর আফ্রিকায় কাটিয়েও আপনি হয় তো একটা সিংহও দেখতে পাবেন না; আর ছারপোকা ও ময়লা অভ্যাস হয়ে যাবে।"

প্রিন্স সুবরভ মুখ ভেংচে বলল, "আমার স্যাভয়ই বেশী পছন্দ।"

কিটি তবু বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছ তো?"

জেন ইতস্তত করে বলল, "দেখ, সত্যি আমি জানি না।" প্রথমত তোমরা কোথায় যাচ্ছ সেটাই আমি জানি না।"

"আমরা সোজা উড়ে যাব নাইরোবি। সেখানে দরকারী জিনিসপত্র কিনব। কি জান, আফ্রিকার যে কোন স্থানে যেতে হলে প্রথমে তোমাকে নাইরোবি যেতেই হবে।"

জেন হাসল। "কি জান, আমিও সেখানেই যেতে চাই। লর্ড গ্রেস্টোক সেখানেই আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"তাহলে এই ব্যবস্থাই পাকা। আঃ, কী আশ্চর্য!"

"আপনার কথা শুনে আমারই যেতে ইচ্ছা করছে," হ্যাজেল বলল।

প্রিন্সেস সুবরভ বলে উঠল, "আপনাকে সঙ্গী পেলে তো আমরা আরও খুশি হব। কি জানেন, আমার বিমানটি ছ'জন যাত্রীর কেবিন-প্লেন। আমরা চারজন, চালক, আর আমার পরিচারিকা—বাস, ছ'জন হয়ে গেল।"

প্রিন্স শুধাল, "আর আমার লোকের কি হবে?"

"আরে বাবা, আফ্রিকাতে তোমার কোন লোকের দরকার হবে না। একটা ছোট কালো ছেলে জুটিয়ে দেব, সেই তোমার জামা কাঁচবে, রান্না করবে, তোমার বন্দুক বয়ে নিয়ে যাবে। আফ্রিকার গল্পে এরকম কত পড়েছি।"

হ্যাজেল বলল, "কিন্তু সত্যি আমি যেতে পারছি না। যাবার প্রশ্নই ওঠে না। বাকি আর আমি শনিবারেই আমেরিকার জাহাজে চাপছি।"

"কিন্তু তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ তো জেন?"

"যাবার তো ইচ্ছা কিটি, এখন যথাসময়ে তৈরি হতে পারলে হয়। তোমরা কবে রওনা দিচ্ছ?"

"আমরা তো ঠিক করেছি পরের সপ্তাহে যাব; কিন্তু, অবশ্যি, মানে—যদি—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেব।"

"তাহলে ঐ কথাই পাকা। কী আশ্চর্য—আগামী বুধবার আমরা ক্রয়ডন বিমান-ঘাঁটি থেকে উড়ছি।"

"লর্ড গ্রেস্টোককে আজই তার করে দিচ্ছি; আর শুক্রবারে লর্ড ও লেডি টেনিংটনের সম্মানে একটা বিদায়-ভোজের আয়োজন করছি; তুমি ও প্রিন্স সবরভ অবশ্যই তাতে হাজির থাকবে।"

২—ঝড়ের শব্দ ছাড়িয়ে

অরণ্য রাজ জঙ্গলের একটা পুরনো গাছের দো-ডালার ফাঁকে তৈরি পাতার বিছানায় উঠে বসল। আয়েস করে হাত-পা ছড়াল। মাথার উপর প্রসারিত সীমাহীন পাতার চাঁদোয়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের বাঁকা রশ্মিগুলো ব্রোঞ্জ-শরীরকে বিচিত্র আঁকিবুকিতে ভরে দিল।

ছোট্ট নকিমা হাত-পা নেড়ে জেগে উঠল। কিচির-মিচির করে টারজনের কাঁধে চড়ে বসে লোমশ হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

বানরটি বলে উঠ, "শীতা! সে তো ছোট নকিমার উপর লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল।"

টারজন হাসল। "নকিমা ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিল।"

ডালপালার ফাঁক দিয়ে বানরটা নীচে তাকাল। সেখানে কোন বিপদের সম্ভাবনা না দেখে মিচির-মিচির করে নাচতে লাগল। টারজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "শীতা আসছে। বাতাসের বিপরীত দিক থেকে আসছে বলে আমরা তার গন্ধ পাচ্ছি না; কিন্তু মানুষ যদি টারজনের মত কান থাকত তাহলে তার আসার শব্দ শুনতে পেত।"

একটা কান খাড়া করে বানরটি শুনতে চেষ্টা করল। বলল, "খুব ধীরে আসছে। ছোট্ট নকিমা শুনতে পেয়েছে।" একটি পেশীবহুল চিতাবাঘের বাদামী শরীর ঝোপ-ঝাড় ভেঙে গাছের নীচে এসে হাজির হল।

টারজন বলল, "শীতা শিকারে বের হয় নি। খাওয়া সেরেই এসেছে।" উপরে তাকিয়ে টারজন ও নকিমাকে দেখতে পেয়ে শীতা রাগে মুখ ভেংচে দাঁতগুলো দেখাল। তারপর আবার নিজের পথ ধরল।

টারজনের আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে নকিমা জঙ্গুলে ভাষায় যতদূর পারল শীতাকে গালমন্দ করে চলল। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় সে টারজনের ঘাড় থেকে লাফিয়ে একটা দ্রাক্ষালতা ধরে ঝুলে পড়ল; তার একটা ফল ছিঁড়ে নিয়ে চিতাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

আকস্মিকভাবেই তার ঢিলটা লক্ষ্যভেদ করল ; ফলটা আঘাত করল শীতার মাথার পিছন দিকে।

রাগে দাঁত বের করে চিতাবাঘটা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের ডালের দিকে তাকাল। ভয়ে কিচির-মিচির করতে করতে ছোট্ট নকিমা আরও ছোট ডালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল ; সে জানে যে এত ছোট ডাল চিতাবাঘের ভার সইতে পারবে না। রাগে গর্ গর্ করতে করতে চিতাবাঘ জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এই বৃহৎ অরণ্যে নিজের এলাকা ছেড়ে টারজন গিয়েছিল বহুদূরের এক অঞ্চলে। সেখান থেকেই সে ধীরে সুস্থে ফিরে চলেছে।

নানা রকম অদ্ভুত গুজব কানে আসায় সে বিষয়ে তদন্ত করতেই সে গিয়েছিল। অরণ্যের অনেক অনেক ভিতরে এমন সব পথবিহীন পরিত্যক্ত অঞ্চল আছে যেখানে মানুষের পদার্পণ কদাচিৎ ঘটেছে, আর যারাই গেছে তাদের মধ্যেও অনেকেই জীবন্ত ফিরে আসে নি। সেই সব জনহীন সুদূর অঞ্চলের সীমান্ত থেকে এক রহস্যময় বিচিত্র গুজব তার কানে এসেছে। স্মরণাতীত কাল থেকে এমনতর গুজব শুনতে শুনতে সে সবকে সকলে অনিবার্য ও প্রতিকারহীন বলেই মেনেও নিয়েছে। কিন্তু ইদানীং তরুণী মেয়েদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনা ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে ; আর রহস্যময় দেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেই ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটে চলেছে।

কিন্তু তদন্তে গিয়ে টারজন যখন রহস্যের সমাধান করতে সচেষ্ট হল, তখন আদিবাসীদের ভয় ও কুসংস্কারই তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল যে রহস্যময় বিপজ্জনক শক্তি তাদের মেয়েদের হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে তাদের এতই ভয় যে তারা এ ব্যাপারে টারজনকে কোন তথ্য জানাতে বা কোনভাবে সাহায্য করতেও নারাজ। তাই বিরক্ত হয়ে টারজন সেখান থেকে ফিরে এসেছে।

আর কেনই বা এ নিয়ে সে মাথা ঘামাবে? জংলী লোকগুলোর কাছে জীবনের কীই বা দাম। জীবন নেওয়া বা দেওয়া এখানে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। ঘুমনো বা স্বপ্ন দেখার মতই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবু এই সব ঘটনার রহস্যময়তা তাকে আকর্ষণ করেছিল।

চোদ্দ থেকে বিশ বছরের মেয়েগুলো হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের কোন খোঁজই মেলে না। তাদের নিয়তি চিররহস্যে আবৃত।

গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে সে অনায়াসে এগিয়ে চলেছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় সক্রিয় ও সজাগ। বহুদূর থেকে সিংহ নুমার গর্জন ভেসে এল ; অরণ্যের গভীর থেকে হাতি টাণ্টোর-এর বৃংহিত শোনা গেল।

কখনও তার পাশে, কখনও বা মাথার উপরে, ছোট্ট নকিমা অনেক দূরে থেকেও মনিবকে অনুসরণ করে চলেছে।

একসময় সে দেখল, তার মনিব থেমে পড়েছে; বাতাস শুঁকছে; কান পেতে আছে। ছোট্ট নকিমা নিঃশব্দে টারজনের কাঁধে লাফিয়ে পড়ল।

"মানুষ", টারজন বলল।

ছোট বানরটা বাতাস শুঁকতে লাগল। "নকিমার নাকে কিছুই ঢুকছে না।"

"টারজনের নাকেও না, কিন্তু সে শুনতে পাচ্ছে। ছোট্ট নকিমার কানের কি কোন দোষ হয়েছে? সেগুলো কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?"

"এবার নকিমাও শুনতে পেয়েছে। টারমাঙ্গানি কি?"

টারজন জবাব দিল, "না; টারমাঙ্গানির শব্দ অন্য রকম—চামড়ার খস্‌খস্ শব্দের মত। এরা গোমাঙ্গানি; তারা নরম পায়ে চলে।"

"আমরা ওদের মেরে ফেলব," নকিমা বলল।

টারজন হাসল। তোমার গায়ে যে গোরিলা বোল্‌গানির মত শক্তি নেই সেটা জঙ্গলের শান্তির পক্ষে শুভপ্রদ; হয় তো সে শক্তি থাকলে তোমার রক্তের তৃষ্ণা এত বেশী হত না।"

নকিমা ঘৃণায় নাক কুঁচকাল। "ওঃ, বোল্‌গানি! সে তো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, আর টু শব্দটি শুনলেই ছুটে পালায়।"

টারজন ডান দিকে মোড় নিয়ে গাছপালার ভিতর দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে বাতাস "উষা" নবাগতদের গায়ের গন্ধ তার নাকে পৌছে দিতে পারে।

সে বলল, "গোমাঙ্গানি।"

নকিমা উত্তেজিতভাবে বলল, "অনেক গোমাঙ্গানি। গাছের পাতার মত অসংখ্য। চল পালাই। ওরা ছোট্ট নকিমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে।"

টারজন বলল, "না, না, অত হবে না। আমার দুই হাতের আঙুলের বেশী হবে না। হয় তো একটা শিকারী দল। চল, আরও কাছে যাই।"

পিছন দিক থেকে এগিয়ে টারজন খুব দ্রুত তাদের ধরে ফেলল। বলল, "ওরা বন্ধুলোক। ওরা ওয়াজিরি।"

গাছের উপর থেকেই টারজন ওয়াজিরিদের ভাষায় বলল, "মুভিরো, আমার ছেলেরা তাদের দেশ থেকে এতদূরে কেন এসেছে?"

কালো লোকগুলি ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছের উপরে তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না; কিন্তু কণ্ঠস্বর তাদের পরিচিত।

মুভিরো বলল, "ওঃ, বাওয়ানা, তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। তোমার ছেলেদের যে তোমাকে বড় দরকার।"

টারজন তাদের মাঝখানে নেমে পড়ল। বলল, "আমার লোকজনের কি কোন ক্ষতি হয়েছে?"

মুভিরো বলল, "আমার মেয়ে বুইরা নিখোঁজ হয়েছে। একলা নদীর দিকে

যাচ্ছিল ; তারপর তাকে আর দেখা যায় নি।"

"হয় তো কুমীর 'গিম্‌লা'র কাজ," টারজন বলতে শুরু করল।

"না, গিম্‌লা নয়। নদীতে অন্য মেয়েরা ছিল। বুইরা নদী পর্যন্ত যায় নি। এমন অনেক গল্প আমরা শুনেছি বাওয়ানা যার জন্য মেয়েদের জন্য আমরা ভয়ে কাঁপছি। এর পিছনে শয়তান আছে, রহস্য আছে বাওয়ানা। কাভুরুদের কথা শুনেছি। হয় তো এসব তাদের কাজ, আমরা তাদের সন্ধানেই বেরিয়েছি।"

টারজন বলল, "তাদের দেশ তো অনেক দূরে। তারই কাছের একটা জায়গা থেকে আমি সদ্য ফিরছি। সেখানকার লোকগুলো সব ভীরু। কতকাল ধরে যে কাভুরুরা তাদের মেয়েদের চুরি করছে তা কেউ জানে না ; তবু কাভুরুদের কোথায় পাওয়া যাবে ভয়ে তারা সে কথাও আমাকে বলতে চাইল না।"

কালো লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "মুভিরো তাদের খুঁজে বের করবেই। বুইরা বড় ভাল মেয়ে ; অন্য মেয়েদের মত নয়। যারা তাকে চুরি করেছে তাদের আমি খুঁজে বের করব, শেষ করে দেব।"

টারজন বলল, "আমি হব তোমার সহায়। চোরদের কোন হদিস পেয়েছ কি ?"

মুভিরো বলল, "কোন হদিস নেই। তাই তো বুঝতে পারছি যে এ সব কাভুরুদের কাজ ; তারা কোন হদিস রেখে যায় না।"

আর একজন বলল, "অনেকে মনে করে তারা দানব।"

মুভিরো বলল, "মানুষ হোক আর দানব হোক, আমি তাদের খুঁজে বের করে শেষ করবই।"

টারজন বলল, "আমি যতদূর জানতে পেরেছি, বুকেনারা বাস করে কাভুরুদের সবচাইতে নিকটে। তাদের মেয়েরাই হারিয়েছে সবচাইতে বেশী ; অথচ তারা আমাকে সাহায্য করল না। তারা ভয় পেয়েছে। যাই হোক, আমরা প্রথমেই যাব বুকেনাদের গ্রামে। আমি দ্রুততর ছুটতে পারি ; কাজেই আমি আগে যাচ্ছি। চার দফা যাত্রা, কোথাও আটকে পড়লে হয় তো তিন দফা যাত্রায়ই তোমরা সেখানে হাজির হতে পারবে। ইতিমধ্যে টারজন হয় তো অনেককিছুই জেনে ফেলবে।"

মুভিরো বলল, "এবার বড় বাওয়ানা যখন আমাদের সহায় তখন আর ভয় নেই, কারণ আমি জানি এবার বুইরাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, আর যারা তাকে চুরি করেছে তাদের শাস্তি হবে।"

টারজন আকাশের দিকে মুখ তুলে বাতাস শুঁকল। বলল, "একটা খারাপ ঝড় আসছে মুভিরো—আসছে, সেখান থেকে যেখানে বুড়ো (সূর্য) রাতের জন্য বিশ্রাম করে। সেই ঝড়ের মুখে তোমাদের চলতে হবে।"

"কিন্তু ঝড় আমাদের থামিয়ে দিতে পারবে না বাওয়ানা।"

টারজন বলল, "তা পারবে না। বাতাস উষা এবং বিদ্যুৎ আরার সাধ্য নেই ওয়াজিরিদের গতি রোধ করে।"

ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। দূরে পশ্চিম আকাশে ঝড়ের গর্জন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আসন্ন ঝড়ের আকাশের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "খুব খারাপ ঝড় আসছে। দেখছ না মেঘরা কেমন ভয় পেয়েছে; এক পাল মোষের মত তারা আতংকে ছুটে চলেছে।"

বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল উষ্ণ গাছগুলোর মাথায়। মেঘের গর্জন তীব্রতর হতে লাগল। আঁধার নেমে এল বনের বুকে। চমকাতে লাগল বিদ্যুৎ। শুরু হলো নিদারুণ বর্ষণ। উষা যেন হাহাকার করছে পথভ্রান্ত আত্মার মত।

এগারোটি মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ল। বৃষ্টির ধারা ঝড়ে পড়তে লাগল তাদের কাঁধে ও পিঠে। ঝড়ের প্রথম আঘাতের তীব্রতা কতক্ষণে হ্রাস পাবে তারই প্রতীক্ষা।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। ঝড়ের বেগ কমল না। হঠাৎ টারজন উপরের দিকে কান খাড়া করল; মুহূর্ত পরে কয়েকটি কালো মানুষও আকাশে চোখ তুলল।

একজন সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আকাশে শোঁ-শোঁ আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ওটা কি বাওয়ানা?"

টারজন বলল, "অনেকটা বিমানের মত শব্দ; কিন্তু এখানে বিমান কি করতে এল তা তো বুঝতে পারছি না।"

৩—গ্যাস ফুরিয়ে গেলে

প্রিন্স এলেক্সিস বিমান-চালকের কামরায় মাথাটা বাড়াল। তার বিবর্ণ মুখে আতংকের আভাষ। বিমানের পাখার গর্জনকে ছাপিয়ে সে চীৎকার করে বলল, "কোন বিপদ ঘটবে কি ব্রাউন?"

চালক খেঁকিয়ে উঠল, "ঈশ্বরের দোহাই, চুপ করুন। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে বোকা-বোকা প্রশ্ন শোনা ছাড়াও আমার অনেক কাজ আছে।"

পাশের আসনে বসা লোকটি ভীত কণ্ঠে তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "স্-স্-শ্। হিজ হাইনেসের সঙ্গে ওভাবে কথা বলো না হে। কথাগুলি খুবই অশ্রদ্ধার।"

"ঘোড়ার ডিম," ব্রাউন মুখ ঝামটা দিল।

প্রিন্স স্খলিত পায়ে কেবিনে নিজের আসনে ফিরে এল।

প্রিন্সেস বলল, "সেফটি বেল্টটা বেঁধে নাও লক্ষ্মীটি। যে কোন মুহূর্তে আমরা ডিগবাজি খেতে পারি। সত্যি বলছি, এ রকম ভয়ংকর অবস্থায় কখনও পড়েছ কি? এখন মনে হচ্ছে না এলেই ভাল ছিল।"

"আমারও তাই মনে হচ্ছে", এলেক্সিস গজরাতে লাগল। "একবার যদি মাটিতে পা রাখতে পারি, তাহলে আমার প্রথম কাজ হবে এই নির্লজ্জ বেয়াদব লোকটিকে গুলি করে মারা।"

প্রিন্সেস স্বরভ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, "আনেৎ, আমার স্মেলিং সল্টটা আন তো। আমি এখুনি মূর্চ্ছা যাব।"

স্বরভ বলল, "কী ভ্রমণেই বেরিয়েছি!" জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি জানেন, আপনি না থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। এদলে একমাত্র আপনারই দেখছি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আপনি ভয় পান নি তো?"

"ভয় তো অবশ্যই পেয়েছি। মনে হচ্ছে, এই ঝড়ের মধ্যে আমরা যেন অনন্ত কাল ধরে উড়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে তো কোন লাভ নেই।"

"কিন্তু উত্তেজিত না হয়ে কি পারা যায়?"

জেন বলল, "টিব্‌স্‌কে দেখুন। সে তো উত্তেজিত হয় নি। সে তো কাঁকুরের মত ঠাণ্ডা।"

স্বরভ বলে উঠল, "বাঃ! টিব্‌স্‌ কি একটা মানুষ নাকি! এই সব ইংরেজ খানসামাদের আমি দেখতে পারি না; না আছে হৃদয়, না আছে অনুভূতি!"

একটা বিদ্যুতের ঝিলিকে কালো মেঘগুলো ঝলসে উঠল। শোনা গেল বজ্রের হুংকার। উড়োজাহাজটা মাতালের মত কাৎ হয়ে হঠাৎ নীচের দিকে নামতে লাগল। চীৎকার করে উঠল আনেৎ; প্রিন্সেস স্বরভ মূর্চ্ছা গেল। উড়োজাহাজটা একবার পাক খেতেই ব্রাউন অনেক কষ্টে সামলে নিল।

প্রিন্সেস স্বরভ চেয়ারে বসেই ধাক্কা খেল। তার স্মেলিং সল্ট মেঝেতে ছিটকে পড়ল। টুপিটা নেমে এল এক চোখের উপর; চুল এলোমেলো হয়ে গেল। এলেক্সিস তাকে সাহায্য করতেও এল না।

জেন বলল, "তুমি বরং প্রিন্সেসকে দেখ আনেৎ। ওকে দেখা দরকার।"

কোন জবাব নেই। ভাল করে লক্ষ্য করে জেন বুঝতে পারল, আনেৎও মূর্চ্ছা গেছে।

জেন মাথা নাড়ল। ডেকে বলল, "টিব্‌স্‌, তুমি এখানে এসে প্রিন্সেসকে দেখ। আমি ব্রাউনের পাশে গিয়ে বসছি।"

জিঙ্গালি টিব্‌স্‌ কেবিনে এসে ঢুকল, আর জেন গিয়ে বসল চালকের পাশের আসনে।

বলল, "শেষের ধাক্কাটা তুমি খুব সামলে নিয়েছ ব্রাউন। তোমার হাত খুব ভাল।"

টিব্‌স্ বলল, "ধন্যবাদ। সকলে আপনার মত হলে কাজটা অনেক সহজ হত।"

জেন বলল, "উড়োজাহাজে সত্যি কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে নাকি ব্রাউন?"

টিব্‌স্ জবাব দিল, "হ্যাঁ। ওদের বলতে চাই নি, কারণ বললে মুণ্ডু ঘুরে যেত। মালপত্র বড় বেশী বোঝাই হয়েছে। জাহাজ ছাড়বার আগেই বৃদ্ধ মহিলাকে সে কথা বলেছিলাম, কিন্তু উনি রান্নাঘরের সিংক ছাড়া আর সবই সঙ্গে এনেছেন, আর সেই জন্যই তো বেশী উপরে উঠতে পারছি না; ঝড়ের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছি; কোথায় এসেছি, কোন্‌দিকে যাচ্ছি—কিছুই বুঝতে পারছি না। জানেন তো মিস, আফ্রিকায় অনেক পাহাড় আছে—বেশ উঁচু পাহাড়।"

"যে কোন মুহূর্তে আমরা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে পারি, তাই না?"

"হ্যাঁ মিস; অথবা গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় নেমে পড়তে বাধ্য হব; আর সেটা হবে পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়ারই সামিল।"

"এই বিপদ এড়াবার কোন পথ নেই?" জেনের কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু চোখ দুটি ভয়গ্রস্ত। "পেট্রল—গ্যাস কি সত্যি খুব নেমে গেছে ব্রাউন?"

"দেখুন", ব্রাউন ড্যাস-বোর্ডের কাটাটা দেখাল। "বড় জোর আর ঘণ্টাখানেক চলবে।"

"এখন কি করবে? গ্যাস না ফুরনো পর্যন্ত ঘুরপাকই খাবে?"

"না, কিছুতেই না। যেমন করে হোক, আধঘণ্টার মধ্যে কোথাও নামতেই হবে। শুধু ভয় হচ্ছে, একটা পাহাড়ের উপর না আছড়ে পড়ি।"

"জেন! জেন!" কেবিন থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল। "তুমি কোথায়? আমরা সবাই কি মরে গেছি?"

জেন পিছনে তাকাল। হারানো স্মেলিং সল্ট খুঁজে পেয়ে টিব্‌স্ প্রিন্সেসের প্রাথমিক শুশ্রূষা করেছে। জ্ঞান ফিরে আসায় আনেৎ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। প্রিন্স কাঠ হয়ে বসে আছে; মুখ ছাইয়ের মত; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভয়ে একেবারে নীল হয়ে গেছে। জেনের চোখে চোখ পড়তেই বলল, "কোন আশা আছে কি? ব্রাউন কি কিছু বলেছে?"

জেন জানাল, "মেঘ ফুঁড়ে একবার উপরে উঠতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই চেষ্টাই সে করে চলেছে।"

প্রিন্স গোমরা মুখে বলল, "একটি ভাল পাইলট থাকলেই এই গাড্ডায় পড়তাম না। তোমাকে আগেই বলেছিলাম কিটি একজন ভাল ফরাসী পাইলট নাও। এই আমেরিকানরা উড়োজাহাজ চালানোর কিছুই জানে না।"

ব্রাউন স্মোভের সঙ্গে বলল, "মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকটি কখনও রাইট ভ্রাতৃদ্বয় অথবা লিণ্ডবার্গের নামও শোনেন নি।"

জেন বলল, "ওর কথায় কিছু মনে করো না। আমরা সকলেই এখন স্নায়বিক চাপে ভুগছি। কখন কি বলছি তা নিজেরাই জানি না।"

ব্রাউন বলল, "আপনার কথা আলাদা; আপনার তো সাহস আছে, ধৈর্য আছে। আর আমিও তো স্কুলের মেয়ের মত এই প্রথম বন-ভোজনে আসি নি। আফ্রিকার বুকে বিমানটা ভেঙে পড়ার আগে আরও অনেক কিছু করার কথা আমি অবশ্যই ভাবব।"

বিমান ভেঙে পড়ার কথাটুকু শুধু কানে আসায় সকলেই হৈ-হৈ করে উঠল।

"হায় এলেক্সিস!" বলে প্রিন্সেস স্বরভ কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আনেৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "হায়, কেন মরতে এসেছিলাম? আমি মরতে চাই না। হে ঈশ্বর, বাঁচাও! বাঁচাও!"

ব্রাউন বলল, "এবার আমি নীচে নামতে শুরু করব মিস। ধীরে ধীরে জাহাজটাকে নামিয়ে নেব।"

"ঘণ্টায় দেড় শ' মাইল গতিতে।"

"না, না; অতটা দ্রুতগতিতে নয়।"

নিম্নমুখী একটা বাতাসের সঙ্গে উড়োজাহাজটা ঝড়ের বেগে শ' খানেক ফুট নেমে গেল। প্রিন্সেস স্বরভ ও আনেৎ-এর আর্তনাদ মিশে গেল এলেক্সিসের শাপ-শাপান্তের সঙ্গে।

জেন ঢোক গিলে বলল, "এবার কিন্তু বড় বেশী দ্রুত নামা হল।"

"যে ভাবেই নামি, কিছুতেই মাটিতে নামতে পারছি না। বাতাস তো আর মাটির ভিতর ঢুকতে পারে না; কাজেই এ ভাবে মাটিতে পা দেবার কোন আশা নেই।"

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত কেটে গেল। হঠাৎ জেন হর্ষধ্বনি করে উঠল। "দেখ ব্রাউন—গাছ! আমরা অনেকটা নেমে এসেছি। আর কতটা গ্যাস আছে?"

"পনেরো-বিশ মিনিট চলার মত আছে।"

নীচে তাকিয়ে হতাশ গলায় জেন বলল, "কিন্তু নীচে যে শুধু বন আর বন; জাহাজ নিয়ে নামবার মত একটা জায়গাও নেই।"

"একটা কোন ফাঁক পেয়ে যাব; যদিও সেটা ক্রয়ডনের মত আরামদায়ক হবে না। অন্তত পক্ষে গাছের উপরে তো নামতে পারব। তাতে আর যাই হোক, সকলে মিলে মারা পড়ব না।"

কেউ কোন কথা বলল না। প্রিন্সেস আর্তনাদ করেই চলল। আনেৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

জেন বলল, "ওখানে প্রচণ্ড বাতাস বইছে। দেখ, গাছের মাথাগুলো কেমন দুলছে।"

ব্রাউন বলল, "ওতে আমাদের সুবিধাই হবে। বাতাসে আমাদের নীচে নামার গতি কিছুটা ব্যাহত হবে। উড়োজাহাজের লেজটাকে যদি কোন রকমে ওই সব গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে অনেক সহজে ওখানে নেমে ঝুলে থাকতে পারব।"

"কিন্তু দেখছ তো, গাছের মাথাগুলো মাটি থেকে দু'শ ফুট বা তারও বেশী উঁচু।"

ব্রাউন বলল, "হ্যাঁ, তা হবে। তবে গাছের ফাঁক দিয়ে গলে আমরা নীচে পড়ব না। গাছগুলো অনেক বেশী ঘন। মনে হচ্ছে আমাদের বাঁচবার আশা আছে।"

আন্দোলিত বৃক্ষচূড়ার মাত্র কয়েক শ' ফুট উপরে উড়োজাহাজটা কয়েক মিনিট চক্কর মারল। কোথাও ফাঁক নেই; সবুজের একটানা ঢেউয়ের মাঝে কোথাও কোন ছিদ্র নেই।

"গ্যাস ফুরিয়ে গেল মিস," বলে ব্রাউন যান্ত্রিকভাবেই সুইচটা কেটে দিল। তারপর কেবিনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "সবাই কিছু আকড়ে ধরুন; এবার জাহাজটাকে নীচে নামাচ্ছি।"

৪—উদালোর গ্রামে

ডালপালা ভাঙার খট্-মট্ শব্দ আর কাপড় ছেঁড়ার খস্-খস্ শব্দের মধ্যে উড়োজাহাজটা বৃষ্টি-ভেজা, আন্দোলিত বনের মাথায় খাড়া নেমে গেল। ঝড়ের শব্দ আর উড়োজাহাজের ধাক্কার শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল কেবিন-বন্দী যাত্রীদের আর্তনাদ আর গালমন্দ।

শেষ পর্যন্ত তাও থামল। উড়োজাহাজটা স্থির হয়ে গেল।

তারপর কয়েকটি ভয়ংকর মুহূর্ত ভরে শুধুই নিস্তব্ধতা।

ব্রাউন পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি আঘাত পেয়েছেন মিস?"

"সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না; তবে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কী ভয়ংকর ব্যাপার, তাই না?"

তখন ব্রাউন পিছনে কেবিনের দিকে তাকাল। সেফটি বেল্টে বাঁধা অবস্থায় চার যাত্রী চার ভঙ্গীতে ঝুলে আছে। ব্রাউন শুধাল, "পিছনের সকলে ভাল তো? আনেৎ, তুমি কেমন আছ?"

ফরাসী মেয়েটি আবার কেঁদে উঠল। "হায় মনডিউ! আমি বোধ হয় মরেই গেছি।"

প্রিন্সেস সুবরভ আর্তকণ্ঠে বলল, "ওঃ, কী ভয়ংকর! কেউ আমার জন্য কিছু করছে না কেন? কেউ আমাকে একটু সাহায্য করছে না কেন? আনেৎ! এলেক্সিস! তোমরা কোথায়? আমি যে মরতে চলেছি।"

এলেক্সিস গর্জে উঠল, "সেটাই তোমার প্রাপ্য। যত সব পাগলের কাণ্ড কারখানা! আমরা যে মরে যাই নি সেটাই আশ্চর্য। একজন ফরাসী পাইলট থাকলে এ রকমটা ঘটত না।"

জেন বাধা দিয়ে বলল, "বাজে কথা বলবেন না। ব্রাউন চমৎকারভাবে উড়োজাহাজটাকে নামিয়েছে।"

তারপর নিজের বেল্টটা খুলে জেন কেবিনে উঠে গেল।

সামনের দিকে গোত্তা খেয়ে উড়োজাহাজটা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি কোণে থেমে গেছে। কিন্তু জেন অনায়াসে কেবিনে উঠে গেল। তার পিছন-পিছন ব্রাউনও গেল।

জেন শুধাল, "তোমার কি সত্যি খুব লেগেছে কিটি?"

"আমি দু'খণ্ড হয়ে গেছি; বুকের সবগুলি পাঁজরা ভেঙে গেছে।"

এলেক্সিস হুট করে বলে উঠল, "তুমি আমাদের এটার ভিতর ঢুকিয়েছ ব্রাউন, এবার আমাদের বাইরে বের করে দাও।"

জেন বলল, "এখন এর ভিতর থেকে বের হবার চেষ্টা বোকামি। ঝড়টা একবার দেখুন। যতক্ষণ ঝড় চলবে ততক্ষণ এই জাহাজেই আমরা নিরাপদে ও আরামে থাকব।"

আনেৎ কেঁদে বলল, "হায়, এখান থেকে কোনদিন নামতে পারব না; আমরা তো গাছের মাথায় বসে আছি।"

তাকে আশ্বাস দিয়ে ব্রাউন বলল, "চিন্তা করো না বোন, ঝড় থামলে নামবার একটা ব্যবস্থা অবশ্য করা যাবে। জাহাজটা বেশ শক্ত হয়েই বসেছে; আর নীচে নামবে না।"

পাশের জানালার ভিতর দিয়ে উপরে চোখ তুলে টিব্‌স্ বলল, "আকাশ পরিষ্কার হবার কোন লক্ষণ তো দেখছি না।"

জেন বলল, "নিরক্ষবৃত্ত-অঞ্চলের ঝড় যেমন হুট করে আসে তেমনি হুট করেই থেমে যায়। হয় তো আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঝড় থামবে, রোদ উঠবে। এ রকম ঘটতে আমি অনেকবার দেখেছি!"

প্রিন্সেস তবু নাকে কাঁদতে লাগল, "হায়, এ বৃষ্টি কোনদিন থামবে না; আর আমরাও কোনদিন এখান থেকে নামতে পারব না।"

জেন বলল, "দেখ কিটি, এখন তো কেঁদে কোন ফল হবে না। ঝড় না থামা পর্যন্ত যাতে কিছুটা আরামে এখানে থাকা যায় সেই চেষ্টাই এখন

করতে হবে।"

তাই করা হল। জেন, টিব্‌স্ ও ব্রাউনের চেষ্টায় সকলের সেফটি বেল্ট খুলে কেবিন থেকে নামানো হল; আসনের পিছনে কুশন ঠেসান দিয়ে ভাল-ভাবে তাদের বসিয়ে দেওয়া হল জাহাজের মেঝেতে।

ওদিকে টারজন ও তার ওয়াজিরি সঙ্গীরাও ঝড় থামার অপেক্ষায় কোন রকমে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। এই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মুখে মানুষের পক্ষে পথ চলার চেষ্টা নেহাৎই বোকামি।

কিছুক্ষণের জন্য ঝড়ের সঙ্গে একটা উড়োজাহাজের মোটরের শব্দ টারজন শুনতে পেয়েছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে জাহাজটা ঘুরপাক খাচ্ছে; তারপর সে শব্দটা কমতে কমতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল।

মুবিভো বলল, "বাওয়ানা, ঝড়ের মাথায় চড়ে কি মানুষ এসেছিল?"

টারজন জবাব দিল, "হ্যাঁ, অন্তত একজন তো বটেই, তবে ঝড়ের মাথায় কি ভিতরে তা জানি না। এ জঙ্গল তো সব দিকেই বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে যদি নামবার চেষ্টা করে থাকে তো সে চেষ্টা বৃথা।"

মুবিভো বলল, "মাটিতে থাকাই তো ভাল। মানুষ পাখির মত উড়বে, এটা নিশ্চয়ই দেবতাদের ইচ্ছা ছিল না। তা হলে তো তারা মানুষকে পাখাই দিয়ে দিত।"

ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হল। শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাতাস বিদায় নিল। সূর্য দেখা দিল। সারা অরণ্য যেন আবার জেগে উঠল।

টারজন উঠে দাঁড়িয়ে সিংহের মত শরীরটা ঝাড়া দিল। বলল, "এবার আমি উকেনা যাত্রা করব; সেখানে বুকেনাদের সঙ্গে কথা বলব। এবার হয়তো তারা আমাকে বলে দেবে কাভুরু কোথায় বাস করে।

মুভিরো বলল, "আমরাও পিছন-পিছন উকেনাতেই যাব।"

"সেখানে যদি আমাকে না পাও তো জানবে যে আমি কাভুরু ও বুইরার খোঁজে গেছি। তোমাদের সাহায্যের দরকার হলে নকিমাকে পাঠিয়ে দেব তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে।"

আর কোন কথা না বলে, অর্থহীন বিদায়-সম্ভাষণ ও শুভ-কামনা ছাড়াই টারজন একটা জলে-ভেজা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অদ্ভুত সব কাহিনী অনেক লোকের মুখে মুখে শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে বুকেনা থেকে এসে পৌঁচেছে ওয়াজিরিদের দেশ উজিরিতে। কাহিনীগুলি কাভুরুদের নিয়ে, এমন একদল রহস্যময় বর্বর লোকদের নিয়ে যাদের কেউ কখনও দেখে নি, বা দেখলেও সে কথা বলতে জীবন্ত ফিরে আসে নি। তারা সব নাকি শিং ও লেজওয়ালা দৈত্য। আবার শোনা যায়, তারা সব কবন্ধ। কিন্তু একটা কথা সকলেই বলছে যে তারা একটি অসভ্য শ্বেত জাতি; আচার-

আচরণে বর্বর ; সর্বদাই উলঙ্গ থাকে। কেউ বলে তারা সকলেই পুরুষ ; আর কেউ বলে সকলেই নারী।

টারজন অবশ্য এ সব কাহিনী বিশ্বাস করে না। কাভুরুদের দীর্ঘ জীবন ও অনন্ত যৌবনের কথাও বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে জানে যে অন্ধকার মহাদেশের দূরতম গভীরে অনেক অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটে থাকে।

টারজনের পক্ষেও বুকেনা অনেক দূরের পথ। আঁধার নেমে আসার আগেই সে একটা পশু মারল ; তাজা মাংস তাকে এনে দিল উত্তাপ ও নতুন জীবন। স্যাঁৎসেতে জঙ্গলে রাতটা বেশ কষ্টেই কাটল। ভোরে এক পেট খেয়ে নকিমাকে নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল।

তৃতীয় দিন সকালে সে হাজির হল বুকেনাদের সর্দার উদালোর গ্রামে।

একটা বাচ্চা বানর কাঁধে তার দীর্ঘ শরীর দেখেই গ্রামের ফটকে তার চারপাশে অনেক লোকের জটলা শুরু হয়ে গেল। তাদের দিকে কোনরকম নজর না দিয়ে টারজন সোজা গিয়ে উঠল তাদের সর্দার উদালোর ঘরে। বুড়ো মানুষটি তখন গাছের ছায়ায় বসে কয়েকজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে কথা বলছে।

তাকে দেখে উদালো মোটেই খুশি হল না ; বলল, "আমরা তো ভেবেছিলাম বড় বাওয়ানা চলেই গেছে, আর ফিরবে না ; আবার ফেরা হল কেন ?"

"উদালোর সঙ্গে কথা বলতে।"

"উদালোর সঙ্গে তো আগেই কথা হয়ে গেছে। উদালো যা জানে সবই তো তাকে বলেছে।"

"এবার উদালো তাকে আরও কিছু বলবে। কাভুরুদের দেশ কোথায় সে কথাও বলবে।"

বুড়ো বিরক্ত হল। "উদালো তা জানে না।"

"উদালো সত্যি কথা বলছে না। তার সারাটা জীবন তো এখানেই কেটেছে। তার জাতের মেয়েদের কাভুরুরা চুরি করেছে, এ কথা সকলেই জানে। উদালো এত বোকা নয় যে এই সব মেয়েদের কোথায় নিয়ে গেছে তা সে জানবে না। পাছে কেউ কাভুরুদের গ্রামে হানা দেয় সেই ভয়ে সে কিছু বলতে চাইছে না। তার কোন ভয় নেই ; টারজন কি ভাবে তাদের খোঁজ পেয়েছে সে কথা কাভুরুরা জানতেও পারবে না।"

"কাভুরুরা তো খারাপ লোক ; তবু তুমি তাদের গাঁয়ে যেতে চাইছ কেন ?"

"বলছি। ওয়াজিরিদের সর্দার মুভিরোর মেয়ে বুইরা হারিয়ে গেছে। মুভিরোর ধারণা কাভুরুরাই তাকে নিয়ে গেছে ; তাই ওয়াজিরিদের সেনাপতি হিসাবে টারজন কাভুরুদের গ্রাম থেকে তাকে খুঁজে বের করবেই।"

উদালো তবু বলল, "সে দেশ কোথায় আমি জানি না।"

তারা এই সব কথা বলতে বলতেই গ্রামের বর্শাধারী সৈনিকরা এসে তাদের ঘিরে ধরল।

বোঝা গেল উদালো বেশ অস্বস্তি বোধ করছে; তার চোখ দুটো অস্থির-ভাবে ঘুরছে। কেমন যেন সন্দেহ ও বিপদের আভাষ। ছোট্ট নকিমাও যেন সেটা বুঝতে পেরেই টারজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল।

সমবেত সৈনিকদের দেখিয়ে টারজন বলল, "এ সবের অর্থ কি উদালো? আমি তো শান্তিতেই এসেছি ভাই হিসাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে।"

গলা খাঁকারি দিয়ে উদালো বলল, "তুমি এখান থেকে চলে যাবার পরে এখানে অনেক রকম কথা হয়েছে। কাভুরুদের সম্পর্কে শোনা গল্পগুলো এখানকার লোকরা ভোলে নি। শোনা যায়, তারাও নাকি তোমার মতই সাদা মানুষ, আর উলঙ্গ হয়ে চলে। তোমার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। আমার লোকরা অনেকেই মনে করে যে তুমিও একজন কাভুরু; গুপ্তচরের কাজ নিয়ে এখানে এসেছ সুযোগ মত চুরির জন্য মেয়েদের বেছে রাখতে।"

টারজন বলল, "এ সব অর্থহীন কথা উদালো।"

সর্দার কঠিন কণ্ঠে বলল, "আমার লোকরা তা মনে করে না। এ গাঁয়ে তুমি বড় বেশী যাতায়াত শুরু করেছ।" ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। "আমাদের আর কোন মেয়েকে তুমি চুরি করতে পারবে না।" বলতে বলতেই সে সজোরে হাততালি দিল; সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা টারজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

৫—সিংহ আসছে

"এ ভাবে তো আর থাকা যায় না।" প্রিন্সেস বলে উঠল। "মানে, এ ভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার মরণ-দশা ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া, এখানটা কী ঠাণ্ডা; প্রায় জমে যাবার মত অবস্থা।"

এস্তেব্রিস গর্জে উঠল, "এখানে হাঁস্‌ফাঁস করার কোন অধিকার তোমার নেই। তোমরাই তো এই গাড্ডায় আমাদের ফেলেছ, তুমি আর তোমার বৈমানিক।"

জেন বলল, "শুনুন প্রিন্স. আমরা যে অক্ষত দেহে বেঁচে আছি তার জন্য ব্রাউনের ঠাণ্ডা মাথা আর দক্ষতাকে ধন্যবাদ জানানো আমাদের সকলেরই কর্তব্য। আমরা যে আহত হই নি এটা তো অলৌকিক ব্যাপার। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে হাজারে একজন পাইলটও এভাবে জাহাজকে নামাতে পারে না।"

টিব্‌স্‌ বলে উঠল, "ক্ষমা করবেন, আমি বলতে চাই যে বৃষ্টি থেমেছে।"

আনেৎ উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে বলল, "ঐ তো সূর্য উঠেছে।"

একটু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে নীচে তাকিয়ে জেন বলল, "আমরা মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে আছি; কিন্তু এখান থেকে নামতে আমাদের কিছুটা অসুবিধা হবে—মানে, আমাদের মধ্যে কারও-কারও।"

জেন জুতো-মোজা খুলতে শুরু করায় প্রিন্সেস জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি করতে যাচ্ছ বল তো?"

"একবার চারদিকটা ঘুরে দেখতে যাচ্ছি। প্রথমেই দেখছি, মালপত্রের কামরায় ঢুকতে পারি কি না। নীচে নেমে অনেক কিছুর দরকার হবে। এখানটা ঠাণ্ডা বটে, কিন্তু নীচটা যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি ভেজা।"

"কিন্তু তুমি জুতো-মোজা খুলছ কেন?" প্রিন্সেস বলল।

"গাছে চড়ার এটাই একমাত্র নিরাপদ ব্যবস্থা কিটি।"

"কিন্তু আমি তো তা পারব না, কিছুতেই পারব না।"

"তোমার পালা এলে আমরাই তোমাকে সাহায্য করব। শোন ব্রাউন, আমি চারদিকটা ঘুরে দেখছি, ততক্ষণে তুমি ও টিব্‌স্‌ সবগুলো সেফ্‌টি বেল্ট খুলে গিঁট দিয়ে একটা লম্বা ফিতে তৈরি করে ফেল। প্রিন্সেসকে নীচে নামাতে ওটা কাজে লাগবে; তাছাড়া, মালপত্র নামাতেও ওতে সুবিধা হবে।"

ব্রাউন বলল, "বরং আমাকে নীচে নামতে দিন। আপনি পড়ে যেতে পারেন।"

জেন হাসল। বলল, "এ সব আমার অভ্যাস আছে ব্রাউন।" তারপরেই জাহাজের দুমড়ানো ডানার উপর পা রেখে আস্তে একটা ডালের উপর লাফিয়ে পড়ল।

"কী করছেন মিস, পড়ে যাবেন যে!" ব্রাউন চেঁচিয়ে বলল।

টিব্‌স্‌ও আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, "সাবধান ম্যাডাম! মারা পড়বেন যে।"

"লক্ষ্মীটি, মানে, ফিরে এস।" প্রিন্সেসের গলায় আর্তনাদ।

"মহাশয়া, ফিরে আসুন। অন্তত আমার জন্য ফিরে আসুন!" এলেক্সিসের কণ্ঠে অনুনয়।

কিন্তু জেন তাদের কারও কথায় কান দিল না। ডালের উপর দিয়ে বার দুই পা ফেলে মালপত্রের কামরায় পৌঁছে গেল। দরজায় তালা ছিল না; দ্রুত হাতে সেটা খুলে ফেলল।

বলে উঠল, "ইস্‌! সব একেবারে লণ্ডভণ্ড। একটা ভাঙা ডাল সোজা ভিতর ঢুকে গেছে। ভাগ্যিস কেবিনের মধ্যে ঢোকে নি।"

"সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে?" এলেক্সিস শুধাল।

"না, কিছু জিনিস নষ্ট হলেও বেশীর ভাগই উদ্ধার করা যাবে।"

কোন রকমে দরজার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল এলেক্সিস। ব্রাউন ও টিব্‌স্ ওদিকে সেফটি বেল্টগুলো একত্রে বাঁধছে।

দরজা দিয়ে নিচে তাকিয়ে এলেক্সিস বলল, "এখান থেকে মাটি একশ' ফুট নীচে তো হবেই। ওখানে আমরা কিছুতেই নামতে পারব না।"

ব্রাউন বলল, "আগে ওর মত জুতো-মোজা খুলে ফেলুন—"

"আমি তো আর বানর নই।"

"তাই বুঝি ?"

"আমি বলি কি স্যার, এই ফিতে দিয়ে বেঁধে আপনাকে নীচে নামিয়ে দেব।"

ব্রাউন হেসে বলল, "তা নামানো যাবে। ও ফিতে হাজার পাউণ্ডের ভার সইতে পারবে। তবে আপনার পদ-মর্যাদাটাকে খুলে রেখে যেতে হবে ; সেটার ওজনই তো বেশী।"

এলেক্সিস বলে উঠল, "তোমার বেয়াদবি কথাবার্তা আমি অনেক সহ্য করেছি ; আর একটা কথা বললেই আমি তোমাকে—আমি তোমাকে—"

"কি করবেন ? গুলি ? আপনার সঙ্গে আর কে থাকবে ?"

কেবিনের দরজার মুখে জেনকে দেখা গেল। সে রেগে বলল, "আবার আপনারা ঝগড়া করছেন ? এ সবের মানে কি ? এখন প্রত্যেককে যার যার কাজ করতে হবে। তবে কঠিন কাজগুলো পুরুষদের করতে হবে। এখানে মনিব-ভৃত্য বলে কিছু নেই। এই সত্যটা আমরা যত বেশী বুঝতে পারব ততই মঙ্গল।"

সকলেই মাথা নীচু করে রইল।

জেন বলল, "ব্রাউন, প্রিন্সকে ফিতেটা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধ। তারপর তুমি ও টিব্‌স্ ওকে মাটিতে নামিয়ে দাও। আমি একাই নেমে যাচ্ছি।" বলেই সে একটা ডালে লাফিয়ে পড়ে পাতার আড়ালে আড়ালে ঝুলতে ঝুলতে মাটিতে নেমে গেল। প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকে ভরে নিল ভেজা জঙ্গলের সোঁদা গন্ধ। মুহূর্তের মধ্যে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল সুশৃংখল সমাজের বিধি-নিষেধ, সভ্যতার বাহ্যিক পালিশ ; এবার সে সম্পূর্ণ মুক্ত। জঙ্গল থেকে লণ্ডনে ফিরে যাবার পর আজ পর্যন্ত এই মুক্তির স্বাদ থেকেই সে বঞ্চিত ছিল।

স্বভাবতই তার মনে পড়ে গেল টারজনকে। চারদিক তাকিয়ে কান পাতল। মনে হল, পরমুহূর্তেই হয় তো সেই ব্রোঞ্জদেহ মানুষটি ডালপালার ভিতর দিয়ে নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল ; ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল বিষণ্ণ হাসি। টারজন হয়তো এখন রয়েছে এখান থেকে শত শত মাইল দূরে ; তাদের এ অবস্থার কথা তো সে কিছুই জানে না ; জেন যে বিমানপথে নাইরোবি যাচ্ছে সে কথা জানিয়ে সে টারজনকে যে চিঠি লিখেছে সেটা তার

হস্তগত হয়েছে কি না কে জানে।

পরস্পরের সহায়তায় একে একে সকলেই নেমে এল। ব্রাউন ও টিব্‌স্ ফিতেটায় ঝুলিয়ে ক্রমে সব মালপত্রই নীচে নামিয়ে আনল। হাতে-হাতে সব মালপত্র নিয়ে জেনের পিছনে পিছনে সকলে একটা খোলা জায়গার দিকে এগিয়ে চলল। সকলের মনই আনন্দে নেচে উঠল।

ঠিক সেই সময় পিছন থেকে একটা সর-সর শব্দ জেনের কানে এল। ঝোপের ভিতর থেকে আসা সেই শব্দ শুনতে ও তার অর্থ বুঝতে জেনের বিলম্ব ঘটল না। তবু সে একেবারে নিশ্চিত হতে পারল না।

যাই হোক, চারপাশে ও উপরের দিকে তাকাতে তাকাতে সে পা ফেলতে লাগল। দরকার দেখা দিলে পালিয়ে বাঁচবার একটা পথ তো ঠিক করে রাখতে হবে।

শব্দটা চলছেই। পথের সমান্তরালেই চলছে। হয়তো তার ভুল হতে পারে। তবু এলেক্সিসকে আগে থেকে সাবধান করে দেওয়াই ভাল। জেন তাকে কাছে ডাকল।

"কি ব্যাপার?"

"আপনি বরং একটা গাছে উঠে পড়ুন এলেক্সিস। মনে হচ্ছে, একটা সিংহ আমাদের অনুসরণ করছে।"

এলেক্সিস চেঁচিয়ে বলল, "আমি গাছে চড়তে পারব না। ব্রাউন! আমাকে বাঁচাও! কে আছে, আমাকে সাহায্য কর! গাছে চড়ে ফিতেটা নামিয়ে দিয়ে আমাকে উপরে তুলে নাও।"

ব্রাউন পরিহাস করে বলল, "এত তাড়াহুড়ার কি আছে? সবই হবে ধীরেসুস্থে।"

এলেক্সিস বিরক্ত হয়ে বলল, "সিংহ যদি আমাকে ধরে তো খুনী হবে তুমি।"

জেন চীৎকার করে বলল, "তাড়াতাড়ি করুন ব্রাউন। সিংহটা এগিয়ে আসছে, আর আসছে দ্রুত পায়ে।"

৬—মৃত্যুর পরোয়ানা

বুকেনা সৈন্যগণ চারদিক থেকে ঘিরে ধরলে টারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। চারদিকে উদ্যত বর্শা; সে জানে, এই মুহূর্তে পালাতে চেষ্টা করলে অথবা যুদ্ধ করলে একডজন বর্শা তাকে গেঁথে ফেলবে।

সৈনিকদের পিছন থেকে একটি নারী চীৎকার করে বলল, "কাভুরুটাকে মেরে ফেল! ওরাই আমার মেয়েকে চুরি করেছে।"

"আমার মেয়েকেও," আর একজন আর্তকণ্ঠে বলল।

চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, "মার! মার!"

যে বৃদ্ধটি উদালোর পাশে বসে ছিল সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে বলল, "না! না! ওকে মেরো না। ও যদি কাভুরু হয় তাহলে ওর লোকজন এসে আমাদের শাস্তি দেবে। তারা আমাদের অনেককে খুন করবে, সব মেয়েদের নিয়ে যাবে।"

সঙ্গে সঙ্গে কালো মানুষগুলোর মধ্যে তর্ক বেঁধে গেল। একদল বলল, ওকে মেরে ফেল; আর একদল বলল, ওকে বন্দী কর; আবার আর একদল বলল, কাভুরুদের খুশি করতে ওকে ছেড়ে দাও।

তর্কাতর্কির ফলে সামনের সারির বর্শাধারীরা কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অনেকেই পিছন ফিরে তাদের মতামত শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টারজন বুঝল, এই পালাবার সুযোগ। বিদ্যুৎ আরার গতিতে এবং ষণ্ড গর্গোর শক্তিতে সে পাশের সৈনিকটির উপর লাফিয়ে পড়ল; বর্মের মত তাকে সামনে ধরে সে মানবব্যূহ ভেদ করে ছুটতে লাগল। এত দ্রুত সে এদিক-ওদিকে মোড় নিয়ে চলতে লাগল যে তাদের সঙ্গী কালো মানুষটার জীবনকে বিপন্ন না করে টারজনকে লক্ষ্য করে বর্শা ছোঁড়া একেবারেই অসম্ভব।

সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে কালো মানুষগুলো তাকে বাঁধা দেবার সময়টুকুও পেল না। টারজন প্রায় ফটকের কাছে পৌছে যাবে এমন সময় একটা কিছু এসে তার মাথায় সজোরে আঘাত করল।

জ্ঞান ফিরে এলে সে বুঝল, দুর্গন্ধভরা একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সব কথাই তার মনে পড়ে গেল; তার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। সে বুঝতে পারল, যে দল তাকে মেরে ফেলতে ভয় পাচ্ছিল তারাই দলে ভারী হয়ে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর একবার ভাগ্য তার সহায় হয়েছে।

সুতরাং আপাতত সে নিরাপদ, আর তাই একসময় না একসময় পালাতেও পারবে। এমন ভাবেই সে বড় হয়ে উঠেছে যে দীর্ঘ বন্দী জীবনের কথা

সে ভাবতেই পারে না ; সে যে অরণ্যরাজ !

প্রথমেই হাত-পায়ের বাঁধন ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝল যে নিজেকে মুক্ত করার আশা সুদূরপরাহত। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কাজেই বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করে সে শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে সর্দার উদালোকে নিয়ে সৈনিক-পরিষদ আলোচনায় বসেছে। তারাই টারজনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। যে বৃদ্ধ তাকে হত্যা করার বিরোধী ছিল সে এখনও তার প্রধান সমর্থক। সে গ্রামের ওঝা ; নাম গুপিংগু। সে ভবিষ্যদ্বাণী করল, এই লোকটির ক্ষতি করলে মহাবিপদ ঘটবে। কিন্তু আর একদল চাইছে তাকে এখনই মেরে ফেলা হোক।

উদালো বলল, "কোন একজনের কথায় এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে না। একজনের কথার চাইতে বহুজনের কথাই ভাল।"

তার সামনে মাটিতে দুটো পাত্র রাখা আছে। একটাতে আছে অনেক শস্য-কণা, অপরটিতে ছোট ছোট গোল পাথর। একটি পাত্র সে তুলে দিল ডাইনের লোকটির হাতে, অন্যটি তুলে দিল বাঁ দিকের লোকটির হাতে। তারপর বলল, "প্রত্যেক সৈনিক মাত্র একটি করে শস্য-কণা ও পাথর তুলে নাও—ঠিক একটি, তার বেশী নয়।"

পাত্র দুটিকে হাতে-হাতে সকলের সামনেই ঘোরানো হল। প্রত্যেকেই একটা করে শস্য-কণা ও পাথর তুলে নিল। পাত্র দুটি উদালোর হাতে ফিরে এলে নিজের পাশে রেখে দিয়ে সরু গলার একটা লাউয়ের খোল সে নিয়ে এল।

বলল, "এই খোলটাকে চারদিক ঘুরিয়ে আনা হবে। প্রত্যেকেই তার মত জানাবে শস্য-কণা অথবা পাথর দিয়ে। শস্য-কণা এই অপরিচিতের জীবনের প্রতীক, আর পাথর মৃত্যুর। যে চাও সে বেঁচে থাকুক সে একটা শস্য-কণা ফেলবে লাউয়ের খোলে ; আর যে চাও তার মৃত্যু, সে ফেলবে পাথর।"

নিঃশব্দে খোলটাকে ঘোরানো হল সকলের সামনে। ফাঁকা খোলের মধ্যে প্রতিটি ব্যালটের শব্দ পরিষদ-কক্ষের মধ্যে গম্‌গম্ করে ফিরতে লাগল। পরিক্রমা শেষ করে সেটা ফিরে এল উদালোর হাতে।

সেখানে উপস্থিত ছিল একশ' সৈনিক। উদালো একশ' গুণতে জানে না, কিন্তু মতদানের সঠিক অবস্থা নির্ধারণের আর একটি নিশ্চিত উপায় তার জানা আছে।

খোলের ভিতরকার সব কিছু সে মাটিতে ঢেলে দিল। তারপর এক হাতে একটা শস্য-কণা ও অন্য হাতে একটা পাথর তুলে দুটো পাত্রে আলাদা করে রাখতে লাগল। এই ভাবে শস্য-কণা ও পাথর সমান সংখ্যায় দুটো পাত্রে পড়তে লাগল। কিন্তু কাজটা বেশীক্ষণ চলল না ; সবগুলি শস্য-কণা ফুরিয়ে

যাবার পরেও পঁচাত্তর কি আশীটি পাথর পড়ে রইল। বোঝা গেল, টারজনের জীবন রক্ষার পক্ষে খুব অল্প ভোটই পড়েছে।

উদালো একবার উপরে, একবার চারদিকে তাকিয়ে বলল, "নবাগতের মৃত্যু হোক।" চারদিক থেকে সৈনিকরা হৈ-হৈ করে চেঁচিয়ে উঠল।

একজন বল, "কাভুরুরা আসার আগে এখনই তাকে মেরে ফেলা হোক।"

উদালো বলল, "না, তার মৃত্যু হবে আগামীকাল রাতে। তাহলে মেয়েরা একটা ভোজের আয়োজন করার মত সময় পাবে। রাতে এই কাভুরুর উপর যখন চলবে নির্যাতন, তখন চলবে আমাদের খানাপিনা ও নাচ।"

সকলেই সরবে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

পরিষদের কাজ শেষ হল। সৈনিকরা যার যার ঘরে ফিরে গেল। আগুন জ্বালানো হল। নিস্তব্ধতা নেমে এল বুকেনা গ্রামে। সারা গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ল।

সর্দারের কাছ থেকে একটি মূর্তি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে এল। ঘরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সভয়ে চারদিকে তাকাল।

সব চুপ। ভৌতিক ছায়ার মত মূর্তিটি নিঃশব্দে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

পরিষদ-ঘরের চীৎকারে একটু আগেই টারজনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ জেগেও ছিল। তারপর আবার তন্দ্রায় ঢুলে পড়েছে।

ভাল করে ঘুমিয়ে পড়ার আগেই একটা শব্দে সে জেগে উঠল। এত ক্ষীণ শব্দ আপনার-আমার কানেই পৌঁছত না। দুটি খালি পায়ের ধীরগতি চুপি-চুপি এগিয়ে আসছে।

ঘরের দরজাটা যাতে দেখা যায় সেইভাবে টারজন পাশ ফিরল। সেখানে দেখা দিল একটি ছায়া-মূর্তি। কে যেন ঘরে ঢুকছে। জল্লাদ কি এসেছে তাকে হত্যা করতে?

৭—মধুর সঙ্গ

ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সিংহটা জেন থেকে অল্প দূরে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। জেনকে দেখেই দাঁত বের করে গর্জে উঠল। মাথার উপরকার একটা ডাল ধরে জেন ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহটাও লাফ দিল, কিন্তু অল্পের জন্ত তার পায়ের নাগাল পেল না। জেনও নিরাপদ দূরত্বে উঠে গেল।

কিছু দূরেই প্রিন্স তখন জাহাজের ঠিক নীচে ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে

ছিল। সিংহের গর্জন কানে আসতেই সে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

জেন গাছের উপর থেকে তাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলল, "আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন এলেক্সিস, কিন্তু কোনরকম শব্দ করবেন না। আপনার শব্দ শুনলে সিংহটা আপনাকে আক্রমণ করবে। ও ভয়ংকর ক্ষেপে আছে—হয় তো কাল রাতে শিকার জোটাতে পারে নি।"

এলেক্সিস কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরল না। সেখানে দাঁড়িয়েই কাঁপতে লাগল। মুখটা ছাইয়ের মত সাদা।

জেন ব্রাউনকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সে জানে ব্রাউন এলেক্সিসের ঠিক মাথার উপরেই আছে। চেঁচিয়ে বলল, "ব্রাউন, ফিতেটা প্রিন্সের কাছে নামিয়ে দাও। এলেক্সিস, ফিতেটা বগলের নীচ দিয়ে শরীরটাকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলুন। ব্রাউন ও টিব্‌স্ আপনাকে টেনে তুলবে। আমি নুমার মনোযোগকে অন্য দিকে সরিয়ে নিচ্ছি।"

জেন গাছের একটা মরা ডাল ভেঙে ছুঁড়ে দিল। সেটা গিয়ে লাগল নুমার মুখে। গর্জে উঠে সে আবার লাফ দিল জেনকে লক্ষ্য করে।

ইতিমধ্যে ব্রাউন তাড়াতাড়ি ফিতেটা নামিয়ে দিল এলেক্সিসের দিকে। বলল, "তাড়াতাড়ি করুন। ফিতেটা পেঁচিয়ে বেঁধে দিন।

কিন্তু এলেক্সিস্ নিশ্চল। থর্ থর্ করে কাঁপছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে; হাঁটুতে হাঁটু লেগে যাচ্ছে।

জেন চেঁচিয়ে বলল, "এলেক্সিস্। এটা আপনার জীবন-মরণের প্রশ্ন!"

কাঁপা হাতে এলেক্সিস্ ফিতেটা ধরেই "বাঁচাও-বাঁচাও" বলে চেঁচাতে লাগল।

শব্দ শুনে সিংহটাও ফিরে দাঁড়াল।

ব্রাউন ও টিব্‌স্ একটু একটু করে এলেক্সিসকে টেনে তুলতে লাগল। সিংহটা এগিয়ে এল। এবার ঠিক তার নীচে জন্তুটার চোখ পড়তেই এলেক্সিস আর্তনাদ করে উঠল।

দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সিংহটা থাবা বসাল; কিন্তু থাবা গিয়ে পড়ল এলেক্সিসের জুতোর গোড়ালিতে। তাতেই সে ভদ্রলোক আর্তনাদ করে মূর্চ্ছা গেল। ব্রাউন ও টিব্‌স্ দ্বিগুণ চেষ্টায় তাকে টেনে উপরে তুলে অনেক কষ্টে কেবিনের ভিতরে টেনে নিয়ে গেল।

তাকে সেই অবস্থায় দেখে প্রিন্সেস হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। বলতে লাগল, 'ও মরে গেছে! ও মরে গেছে!"

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত এলেক্সিসের জ্ঞান ফিরে এল। প্রিন্সেসসহ সকলেই আশ্বস্ত হল।

জেন বলল, "তাতো হল, কিন্তু এখন এই সিংহটাকে নিয়ে কি করা যায়!

ওটা হয় তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানেই ঘুরে বেড়াবে ; আর ও যতক্ষণ সরে না যাচ্ছে ততক্ষণ আমরাও এই গাছের উপর কেবিনের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকব। একমাত্র পথ ওটাকে মেরে ফেলা। আচ্ছা এলেক্সিস, আপনি নিশ্চয় রাইফেল সঙ্গে এনেছেন ?"

"হ্যাঁ, দুটো এনেছি! বেশ জোরদার রাইফেল—তা দিয়ে হাতিকেও আটকানো যায়।"

"খুব ভাল," জেন বলল ; "সেগুলো কোথায় ?"

ব্রাউন বলল, "মালপত্রের কামরায় আছে মিস ; আমি নিয়ে আসছি।"

"কিছু গুলিও নিয়ে এসো," জেন বলল।

কেবল একটা রাইফেল নিয়ে ব্রাউন ফিরে এল। "গুলি তো পেলাম না মিস! সেগুলো কোথায় আছে স্যরস্ত ?"

"কিসের কথা বলছ ?" প্রিন্স জানতে চাইল।

"গুলির, আবার কিসের ?"

"ওঃ, গুলি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুলি। আপনি—"

প্রিন্স গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "মানে—কি—জান—আমি—মানে—"

ব্রাউন খেঁকিয়ে উঠল, "মানে, গুলি আনতেই ভুলে গেছেন, এই তো ?"

জেন বলল, "ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। গুলি নেই তো নেই। কি আর করা যাবে ?"

টিব্‌স্ বলল, "যদি অনুমতি করেন তো আমি একটা সুরাহা করে দিতে পারি।"

"কি রকম ?" জেন প্রশ্ন করল।

"আমার থলিতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র আছে মিলেডি। জন্তুটাকে আমিই মারব।"

"খুব ভাল কথা টিব্‌স্ ; দয়া করে সেটা নিয়ে এস।"

দরজার দিকে পা বাড়িয়েও টিব্‌স্ হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"কি হল টিব্‌স্ ?" জেন প্রশ্ন করল।

টিব্‌স্ তো-তো করে বলল, "আমি—আমি ভুলে গিয়েছিলাম মিলেডি ; আমার থলেটা তো নীচে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে।"

জেন হাসি চাপতে পারল না ; বলল, "এ যে দেখছি ভ্রান্তিবিলাসের পালা চলেছে—রাইফেল আছে, গুলি নেই, আবার একটিমাত্র আগ্নেয়াস্ত্র চলে গেছে শত্রুর দখলে।"

প্রিন্সেস বলল, "তাহলে এখন আমরা কি করব ?"

"ও ব্যাটা যতক্ষণ না নড়বে ততক্ষণ কিছুই করার নেই। তাছাড়া,

এই রাতের বেলায় তো আর তাঁবু খাটানো যাবে না। রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

ক্রমে দিনের আলো ফুটল। জেন বাইরে মুখ বাড়াল। সিংহটা চলে গেছে। ধীরে ধীরে গাছের নীচু ডালে নেমে চারদিকে ভাল করে তাকাল। নাঃ, জন্তুটা কাছে-পিঠে কোথাও নেই।

উড়োজাহাজে ফিরে এসে বলল, "এবার আমরা নীচে নেমে তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করতে পারি। ব্রাউন, মালপত্র সব নীচে নামানো হয়েছে কি?"

"মাত্র অল্প কয়েকটা বাকি আছে মিস।" যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব নামিয়ে দিচ্ছি।"

মাল নামানো হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল মানুষকে নামানো নিয়ে। সিংহের মুখ থেকে বাঁচার তাগিদে যাই করে থাকুক না কেন, এখন প্রিন্স, প্রিন্সেস ও আনেৎ কিছুতেই ফিতে ধরে অথবা গাছের ডাল ধরে নীচে নামতে রাজী হল না। অনেক কথাকাটাকাটির পরে স্থির হল: জেন নামবে সকলের আগে; ব্রাউন ও টিব্‌স্ ধরে ধরে নামিয়ে দেবে প্রথমে আনেৎকে ও পরে প্রিন্সেসকে। তারপর নামবে প্রিন্স, এবং তারও পরে ব্রাউন ও টিব্‌স্।

আনেৎ ও প্রিন্সেসকে নামিয়ে দেওয়া হল। তখন ব্রাউন বলল, "এবার তোমার পালা টিব্‌স্। তোমাকেও কি নামিয়ে দিতে হবে, না নিজেই নামতে পারবে?"

টিব্‌স্ জবাব দিল, "আমি ডাল ধরেই নামতে পারব। আপনি আর আমি পরস্পরকে সাহায্য করে একসঙ্গেই নামব।"

স্বরভ চেঁচিয়ে বলল, "হেই, আমার কি হবে?"

ব্রাউন জবাব দিল, "আপনিও ইঁদুরের মত গাছ বেয়ে নেমে আসুন, না হয় তো এখানেই থেকে যান।"

৮—কাভুরু ইয়েনি

টারজন দেখল, কুটিরের ছোট দ্বারপথে বাইরের অপেক্ষাকৃত স্বল্প অন্ধকারের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়া-মূর্তি; সে মূর্তি একটি পুরুষের।

হাত-পা বাঁধা থাকায় অরণ্যরাজ এখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ; অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই।

অন্ধকারে পথ হাতড়ে ছায়ামূর্তি আরও কাছে এগিয়ে এল। হঠাৎ টারজন প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

"স্-স্-শ্! অত জোরে কথা বলো না। আমি ওয়া গুপিংগু।"

"কি চাও ?"

"তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। তোমার দেশে ফিরে যাও কাভুরু; সেখানে গিয়ে তোমার লোকজনদের বলো যে গুপিংগু তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিনিময়ে তারা যেন গুপিংগুর কোন ক্ষতি না করে, তার মেয়েদের হরণ না করে।"

টারজন হাসল। অন্ধকারে সে হাসি দেখা গেল না। বলল, "তুমি বুদ্ধিমান গুপিংগু; এবার আমার বাঁধন কেটে দাও।"

"আর একটা কথা," গুপিংগু বলল।

"কি ?"

"উদালো বা আর কাউকে বলো না যে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি।"

"আমার কাছ থেকে তারা কিছুই জানতে পারবে না; আমাকে শুধু বলে দাও—আমরা কাভুরুরা কোথায় থাকি বলে তোমার লোকজনদের ধারণা।"

গুপিংগু বলল, "উত্তর দিকের উষর দেশ পেরিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ের নীচে তোমরা বাস কর।"

"তোমার দেশের লোকরা কি কাভুরুদের দেশে যাবার পথ চেনে ?"

ওঝা বলল, "আমি চিনি—কিন্তু কাউকে সেখানে নিয়ে যাব না বলে কথা দিয়েছি।"

"তুমি চিনলেই হল।"

"আমি সত্যি চিনি," গুপিংগু জোর দিয়ে বলল।

"আচ্ছা বল তো, সে দেশের পথে কেমন করে যাওয়া যায়; তবে তো বুঝব সে পথ তুমি চেন কি না।"

"আমাদের গ্রামের উত্তর দিক থেকে আরও উত্তরে গেলে একটা পুরনো হাতি চলার পথ আছে। পথটা খুব ঘোরানো, তবে কাভুরুদের দেশের দিকেই চলে গেছে। তোমাদের গ্রামের পাশে পাহাড়ের ঢালুতে অনেক বাঁশগাছ জন্মে। সেই সব গাছের চারা খেতে হাতিরা অনেক কাল ধরে সেখানে যাতায়াত করে।"

আরও কাছে এগিয়ে এসে ওঝা বলল, "তোমার বাঁধন কেটে দেবার পরে আমি যতক্ষণ না আমার ঘরে পৌছে যাই ততক্ষণ তুমি এখানে অপেক্ষা করো; তারপর নিঃশব্দে গ্রামের ফটকে চলে যেয়ো; সেখানে বাঁশের বেড়ার নীচে একটা পাটাতন দেখতে পাবে। সেই পাটাতনে উঠে বেড়া টপকে তুমি সহজেই বাইরে নেমে যেতে পারবে।"

"আমার অস্ত্রশস্ত্রগুলো কোথায় আছে ?" টারজন জানতে চাইল।

"উদালোর কুটিরে, কিন্তু সেগুলো তুমি পাবে না। দরজার ঠিক মুখেই একটি সৈনিক ঘুমিয়ে আছে; ঢুকতে গেলেই সে জেগে উঠবে।"

"আমার বাঁধন কেটে দাও," টারজন বলল।

নিজের ছুরি বের করে গুপিংগু বন্দীর হাত-পায়ের শক্ত বাঁধন কেটে দিল। "আমি ঘরে না পৌছা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর," বলে সে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

টারজন উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে ঝাঁকি দিল। কব্জি ও গোড়ালি ভাল করে ঘসে নিল। তারপর হাঁটুর উপর বসে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রাণভরে শ্বাস টানল। মুক্তির কী আনন্দ! নিঃশব্দ পায়ে সে পথে নামল।

সর্দারের কুটিরের কাছে এসে থামল। অস্ত্রশস্ত্রগুলোর জন্য খুব লোভ হচ্ছে। কুটিরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে—নিভন্ত ধুনির আলো। দরজার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখল, সৈনিকটির অদূরেই ধুনির পাশে তার অস্ত্রশস্ত্রগুলো পড়ে আছে।

সতর্ক পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকে সে ঘুমন্ত সৈনিকের দেহটাকে পেরিয়ে গেল। প্রথমেই তুলে নিল তার মূল্যবান ছুরিটা; সেটাকে কোষবদ্ধ করল; তারপর তীরপূর্ণ তূণীরটাকে ডান পিঠে ঝুলিয়ে বাঁ কাঁধে জড়িয়ে নিল দড়িটা। ছোট বর্শা ও ধনুকটাকে একহাতে নিয়ে আবার দরজার দিকে ঘুরল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সৈনিকটি পাশ ফিরে চোখ খুলল। একটি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে উঠে বসল। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে লোকটিকে চিনতে পেরে বলে উঠল, "কে ওখানে? ব্যাপার কি?"

টারজন আর এক পা এগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "চুপ! আর একটি কথা বললেই মরবে; আমি সেই কাভুরু।"

কালো মানুষটির ঠোঁট ঝুলে পড়ল; তাকাল বড় বড় চোখে। আধো অন্ধকারেও টারজন দেখতে পেল লোকটি কাঁপছে।

বলল, "বাইরে চলে যাও। তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না। কিন্তু নিঃশব্দে চলে যাবে।"

পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে সৈনিকটি সেই নির্দেশ মতই কাজ করল। তার পিছন পিছন চলল টারজন। সৈনিকটিকে সে বাধ্য করল তার সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গিয়ে সেটাকে খুলে দিতে। তারপরেই উদালোর গ্রাম ছেড়ে সে রাতের জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেল। একমুহূর্ত পরেই সৈনিকটির চেঁচামেচিতে গ্রামের লোকেরা জেগে ওঠার হল্লা তার কানে এল; কিন্তু সে ভালই জানত যে রাতের অন্ধকারে কাভুরুর পিছু নেবার সাহস তাদের হবে না।

গুপিংগুর নির্দেশমত টারজন একটা ঘণ্টা উত্তর দিকের পথ ধরে এগিয়ে চলল। সে হাঁটছে বাতাসের বিপরীত দিকে। এক সময় একটা ক্ষুধার্ত সিংহের গন্ধ তার নাকে এল। তাড়াতাড়ি সে একটা গাছে চড়ে বসল এবং

একটা আরামদায়ক জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে নকিমা কোথায় গেছে, কি করছে,—এই সব ভাবতে ভাবতে আর জঙ্গলের পরিচিত নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোর হল। টারজন আবার উত্তর দিকে হাঁটতে লাগল। ওদিকে নকিমা তখন উদালোর গ্রামের সর্দারের কুটিরের উপরকার একটা গাছের ডালে গুড়ি-সুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে।

যখন তার ঘুম ভাঙল তখন ভোরের আলোয় রাতের অন্ধকার মিলিয়ে গেছে। পথে কোন লোকজন নেই দেখে সে তাড়াতাড়ি পথে নেমে সর্দারের কুটিরের দিকে লাফিয়ে চলল। সে দেখেছিল, সেখানেই তার মনিবকে রাখা হয়েছে।

একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে আসতেই ছোট বানরটাকে দেখে ধরতে গেল। বানরটাও ভয় পেয়ে ছুটতে ছুটতে একলাফে বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গলের পথে পালিয়ে গেল। না জেনেই নকিমাও তার মনিবের পথেই চলতে লাগল।

সারাটা দিন টারজন হাতিদের পথ ধরেই উত্তর দিকে এগিয়ে গেল। বিকেলের দিকে একটা জন্তুকে মেরে ভোজন-পর্ব সমাধা করে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিল।

পরদিন নিঃশব্দে চলতে চলতে একটা দমকা হাওয়া তার নাকে পৌছে দিল একটা বিচিত্র গন্ধ। টারজন থেমে গেল। একমুহূর্ত চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক।

টারজন হতচকিত। গন্ধটা একজন টার্মাঙ্গানির, অথচ কিছুটা অন্য রকম। এ গন্ধ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। তার সঙ্গে এসে মিশেছে একটি পরিচিত গন্ধ—সিংহ নুমার গন্ধ। এই দুটি গন্ধ একত্র হওয়া মানেই বিপদের সংকেত। যদিও সিংহের হাত থেকে মানুষকে, অথবা মানুষের হাত থেকে সিংহকে বাঁচাবার কোন আগ্রহ টারজনের নেই, তবু স্বাভাবিক কৌতূহলবশেই ব্যাপারটা জানবার জন্য সে মাথার উপরকার ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষরাজির ডালপালায় ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল।

সেই বিচিত্র গন্ধকে অনুসরণ করে যতই সে এগোতে লাগল ততই সিংহের গন্ধ তীব্রতর এবং মানুষের গন্ধ অস্পষ্টতর হতে লাগল। তা থেকেই টারজন বুঝতে পারল যে সিংহটাই মানুষটির দিকে এগিয়ে চলেছে।

একটি ভরা-পেট জন্তুর গন্ধ খালি-পেট জন্তুর গন্ধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শূন্য উদর মানেই ক্ষুধিত উদর, আর ক্ষুধার্ত সিংহ মানেই শিকারসন্ধানী সিংহ। কাজেই টারজনের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হল না যে এক্ষেত্রে মানুষটিই শিকার, আর সিংহটা শিকারী।

টারজন মানুষটিকেই প্রথম দেখতে পেল। একনজর দেখেই অরণ্যরাজ হঠাৎ থেমে গেল। লোকটি শ্বেতকায়; কিন্তু যত সাদা মানুষ সে এতকাল

দেখেছে এ লোকটি তাদের চাইতে কত আলাদা! তার পরনে একটিমাত্র কটিবাস; দেখে মনে হল সেটাও গোরিলার চামড়া। তার কব্জি ও গোড়ালি ব্রেস্‌লেটে ভর্তি; মানুষের দাঁতের সাত-নহরী হার ঝুলছে তার গলায়; হাড়ের বা হাতির দাঁতের সরু নল আড়াআড়ি ঢুকে আছে তার নাকের ডগায়: দুই কানে ঝুলছে ভারী ভারী আংটা। কপাল থেকে গলার পিছন পর্যন্ত প্রসারিত একগুচ্ছ চুল ছাড়া গোটা মাথাটা কামানো; আর সেই চুলের সঙ্গে বাঁধা পালকগুলো বীভৎসভাবে চিত্রিত মুখের উপর ঝুলছে; অথচ একটি অসভ্য নিগ্রোর যত বৈশিষ্ট্যই তার দেহে থাকুক না কেন, লোকটা নিঃসন্দেহে শ্বেতকায়, যদিও অবিরাম রোদে-বৃষ্টিতে কাটানোর ফলে তার চামড়ায় লেগেছে ব্রোঞ্জের আভা।

একটি গাছে হেলান দিয়ে লোকটি বসে আছে। যে দড়ি দিয়ে তার কটি-বাসটি বাঁধা তার সঙ্গে ঝোলানো একটা চামড়ার থলে থেকে তুলে সে কি যেন খাচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায়, একটা সিংহের উপস্থিতি সম্পর্কে স ম্পূর্ণঅচেতন।

খুব সতর্ক হয়ে নিঃশব্দে টারজন সেই গাছটাতে পৌঁছে গেল। লোকটিকে ভাল করে নজর করতেই কাভুরুদের সম্পর্কে শোনা অনেক কথাই তার মনে পড়ে গেল; বিশেষ করে তার মনে পড়ল যে কাভুরুদের বর্ণনা দেওয়া হয় শ্বেতকায় বর্বর বলে।

তাহলে এই অপরিচিত লোকটি তো কাভুরু হতে পারে। এ অনুমান বেশ যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল; কিন্তু এ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা করার আগেই একটু দূরের একটা গর্জন টারজনের কানে এল।

সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতকায় বর্বরটি উঠে দাঁড়াল। এক হাতে তুলে নিল ভারী বর্শা, অন্য হাতে একটা আদিম ছুরি।

ঝোপের ভিতর থেকে সিংহটা পূর্ণ বিক্রমে তেড়ে এল। গাছে উঠে আত্মরক্ষা করার সময়টুকু পর্যন্ত লোকটি পেল না। তবে তার পক্ষে যা করা সম্ভব, তা সে করল। অতি দ্রুত তার হাতের বর্শা পিছনে সরে গিয়েই বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গেল লক্ষ্যের দিকে। হয়তো সিংহের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে লোকটি ক্ষণিকের জন্য বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার হস্তনিক্ষিপ্ত বর্শা লক্ষ্যচ্যুত হল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহটাকে লক্ষ্য করে।

শিকারকে বাগে আনতে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোমাত্রই টারজন আড়াআড়ি-ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার কাঁধের উপর। অরণ্যরাজের ভারী দেহের ভারে সিংহটা মাটিতে পড়ে গেল। সভয়ে গর্জন করে সিংহটা আবার উঠে দাঁড়াতেই টারজন দুই শক্ত পায়ে সিংহের কোমরটাকে বেড়ি দিয়ে সবল বাহুতে তার শক্ত গলাটাকে পেঁচিয়ে ধরল।

শুরু হল দুই জানোয়ারের যুদ্ধ! শ্বেতকায় বর্বরটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল এই দ্বৈত-রণ। মানুষের গর্জন ও গর্-গর্ শব্দ এক হয়ে মিশে যাচ্ছে সিংহের গর্জনের সঙ্গে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দুজন মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই দেখা গেল একজনের শাণিত নখর চেষ্টা করছে অপরের বাদামী চামড়াকে ছিন্নভিন্ন করতে, আবার পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে একজনের হাতের ছুরি উঠছে আর নামছে, প্রতি বারই ছুরিটা পশুরাজের পাঁজরে গভীর হতে গভীরে ঢুকে যাচ্ছে। শেষ পযন্ত গর্জন থেমে গেল; মৃত্যু-যন্ত্রণায় শেষ বারের মত নড়ে উঠেই পশুরাজের দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল।

টারজন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শত্রুর লাশের উপর একটা পা রেখে আকাশে মুখ তুলে বিজয়ী গেরিলার মত হুংকার দিতে লাগল।

সেই বীভৎস ভৌতিক হুংকার শুনে শ্বেতকায় বর্বরটি কুঁকড়ে পিছিয়ে গিয়ে নিজের ছুরির হাতলটাকে সজোরে চেপে ধরল।

হুংকারের শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। নিঃশব্দে পরস্পরকে দেখতে লাগল। বুকেনাদের ভাষায় বর্বরটি প্রশ্ন করল, "কে তুমি?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন। আর তুমি?"

"আমি ইয়েনি, কাভুরু।"

টারজন খুশি হল। এবার সে হয়তো কাভুরুদের পরিচয় জানতে পারবে।

লোকটি শুধাল, "কেন তুমি সিংহটাকে মারলে?"

"ওটাকে না মারলে তুমিই যে ওর হাতে মরতে।"

"আমি মরলে তোমার কি? আমি তো অপরিচিত।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল, "হয় তো তুমি সাদা মানুষ বলে!"

মাথা নেড়ে ইয়েনি বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার মত লোক আমি আগে কখনও দেখি নি। তুমি কালো মানুষ নও, আবার কাভুরুও নও! তুমি কি?"

"আমি টারজন। কাভুরুদের গ্রামের খোঁজ করছি। তুমি তো আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

ইয়েনি মাথা নেড়ে বলল, "মরবার ইচ্ছা না হলে কেউ কাভুরুদের গ্রামে যায় না। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, তাই আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব না, বা তোমাকে মারবও না। তুমি তোমার পথে চলে যাও টারজন; কিন্তু দেখো, সে পথ যেন তোমাকে কাভুরুদের গ্রামে নিয়ে না যায়।"

৯—চিতাবাঘ শীতা

বিমানের দলটি মাটিতে নেমে নিজেদের কাজে লেগে গেল। ছোট ঝর্ণাটার ধারে জেন খানিকটা খোলা জায়গা খুঁজে পেল। তার নির্দেশে একটা বেড়া ও কিছু থাকার মত ঘর বানানো শুরু হয়ে গেল।

কাজের চাপটা বেশীর ভাগ পড়ল ব্রাউন ও জেনের উপর। আনেৎ ও টিব্‌স্ সাধ্যমত সাহায্য করতে লাগল। নাকেকাঁদা ছাড়া কিটি আর কোন কাজ করবে এটা কেউ আশাই করে না। বেড়াটা তৈরি করার ভার পড়ল এলিক্সিসের উপর। কিন্তু সে কাজ করার মত দৈহিক বা মানসিক কোন সঙ্গতিই তার নেই।

বিকেল নাগাদ একটা বড় ঘর তৈরির কাজ শেষ হল। তাতে কোন রকমে দুটো ঘরের ব্যবস্থা করা হল, একটা মেয়েদের জন্য, আর একটা ছেলেদের। ব্যবস্থাদি খুবই সাধারণ, তবু একটা আশ্রয় তো বটে। একেবারে খোলা আকাশের নীচে অসহায় অবস্থায় থাকার চাইতে তো ভাল।

ওদিকে জেন তখন অন্য এক ধরনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কিটি অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তার কাজ দেখল। তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এসব কি করছ ভাই?"

"অস্ত্র তৈরি করছি—একটা ধনুক, তীর, আর একটা বর্শা।"

"বাঃ, কী সুন্দর তোমার হাতের কাজ! এগুলি নিয়ে খেলা করে আমাদের সময় বেশ কেটে যাবে।"

জেন মুখ তুলে বলল, "আমি যা তৈরি করছি তা দিয়ে আমাদের খাবার সংস্থান হবে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হবে।"

একটা ধনুক ও ছ'টা তীর বানিয়ে নিয়ে জেন উঠে পড়ল। ঘর ও বেড়ার ব্যবস্থা দেখে বলল, "বাঃ, বেশ হয়েছে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি ডান হাতের ব্যবস্থা করতে। ব্রাউন, তোমার কাছে ছুরি আছে কি?"

কিটি বলল, "কিন্তু জেন, তুমি কি একা যাচ্ছ নাকি?"

ব্রাউন বলল, "তা কেন? আমি যাচ্ছি মিসের সঙ্গে।"

জেন হেসে বলল, "আমি দুঃখিত ব্রাউন, তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে না। এখন ছুরিটা দাও।"

ছুরিটা হাতে নিয়ে জেন বলল, "বাঃ, বেশ বড় ছুরি তো! পুরুষ মানুষের হাতে এ রকম বড় ছুরিই মানায়।"

ব্রাউন বলল, "তাহলে চলুন।"

জেন মাথা নাড়ল। "বলেছি তো, তুমি আমার সঙ্গে চলতে পারবে না।"

"বেশ, বাজি ধরুন!"

"ঠিক আছে। এই ছুরিটার উপর এক পাউণ্ড স্টার্লিং বাজি রইল। তুমি এক শ' পাও আমার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না।"

"তাই হবে মিস। চলুন।"

"বেশ, তাহলে এস।"

কথা শেষ করেই জেন হাল্কা পায়ে একটু ছুটে গিয়ে একটা নীচু ডাল ধরে ঝুলে পড়েই নিমেষের মধ্যে গাছের উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্রাউন খানিকটা ছুটে গিয়ে উপরে তাকাতেই নীচের লতাপাতায় পা জড়িয়ে পড়ে গেল।

পাশের ঝর্ণাটার উপর নজর রেখে জেন নিঃশব্দে গাছের ডালে-ডালে এগিয়ে চলল। এই সব ঝর্ণাতে জল খেতে জীবজন্তুরা অবশ্যই আসবে।

মৃদুমন্দ বাতাস মুখে লাগছে। নানারকম গন্ধ আসছে নাকে। জেনের ইন্দ্রিয়গুলি তার সঙ্গীর মত অতটা স্পর্শশীল না হলেও সাধারণ সভ্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশী সংবেদনশীল। জেন অনেক দিন আগেই জেনেছে যে ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে অনুশীলনের দ্বারা বাড়ানো যায়, আর সে সম্ভাবনাকে সে পুরো মাত্রায়ই কাজে লাগিয়েছে।

একটা অস্পষ্ট গন্ধ নাকে আসায় সে খুশি হয়ে উঠল। সামনেই শিকার এসেছে।

আরও সতর্কতার সঙ্গে সে এগোতে লাগল, যাতে গাছের একটা পাতাও না নড়ে। সামনেই ঈপ্সিত শিকার—একটা ছোট হরিণ ও একদল খরগোস ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলেছে।

জেন গতি বাড়াল। আরও বেশী সতর্ক হল। কারণ নীচের ওই জন্তুগুলো যেমন ভীতু, তেমনি সদাসতর্ক। সামান্য মাত্র শব্দ কানে গেলেই বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে পালাবে।

শিকারকে আওতার মধ্যে পেয়েও সে তার তীর ছুঁড়তে পারছে না ডালপালার বাধার জন্য। হরিণটা হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘাড় ফেরাল। সেই দিকের ঝোপের ভিতর থেকে একটা নড়াচড়ার শব্দ জেনের কানেও এল। সে বুঝল, আর দেরী করা চলে না; শিকার এর মধ্যেই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই সময় ডালপালার ফাঁক দিয়ে হরিণটাকে স্পষ্ট দেখতেও পেয়ে গেল। বিদ্যুৎগতিতে ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়ে মারল। তীরটা গভীর হয়ে বিঁধল হরিণটার বাঁ কাঁধে। একটা লাফ দিয়েই সেটা মাটিতে পড়ে মরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জেন নীচে নেমে এসে মৃত শিকারের দিকে ছুটে গেল। টারজনের শিক্ষামত তাড়াতাড়ি কাজ সারতে লাগল। জন্তুটার ভার কমাবার জন্য তার গলাটা কেটে দিয়ে রক্ত বের করে দিল এবং দ্রুত হাতে চামড়া ছাড়াতে লাগল। পিছনে বেশ কাছেই ঝোপের ভিতরে আবারও কিসের যেন নড়াচড়ার শব্দ কানে এল।

কাজ শেষ করে জেন ছুরিটা বন্ধ করে পকেটে রাখল; হরিণটাকে তুলে নিল কাঁধে। আচমকা একটা ক্রুদ্ধ গর্জনে বনভূমির স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। বিশ পা পিছনে চিতাবাঘ শীতা লাফিয়ে পড়ল রাস্তার উপরে।

জেন জানে, ইচ্ছা করলেই হরিণটাকে ফেলে দিয়ে গাছে চড়ে সে পালিয়ে যেতে পারে; তবু রাগের মাথায় সে একটা বোকার মত কাজ করে বসল।

হরিণটাকে নামিয়ে রেখে ধনুকে পূর্ণ জ্যা আরোপ করে তীর ছুঁড়ে দিল শীতার বুক লক্ষ্য করে। তীর বুকে বিঁধতেই যন্ত্রণায় ও ক্রোধে তার আর্তনাদ করে শীতাও পাল্টা আক্রমণ করল।

আশ্রয়-শিবিরে বসে সকলেই সে আর্তনাদ শুনল। তাদের মনে হল যেন মানুষের কণ্ঠস্বর।

এলেক্সিস বলে উঠল, "ওটা কি?"

আনেৎ বলল, "মন্‌ দিউ, ওটা যে নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ!"

ব্রাউন শংকিত গলায় বলল, "লেডি গ্রেস্টোক!"

ব্রাউন ছোট হাত-কুড়ুলটা নিয়ে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

কিটি চেঁচিয়ে বলল, "কোথায় চললে তুমি? আমাকে একা রেখে চলে যেয়ো না।"

ব্রাউন খেঁকিয়ে উঠল, "চুপ করুন। নিশ্চয় গ্রেস্টোকের কোন বিপদ ঘটেছে। আমাকে যেতেই হবে।"

টিব্‌স্‌ পকেট থেকে গুলিহীন পিস্তলটা বের করল। বলল, "আমিও আপনার সঙ্গে যাব মিঃ ব্রাউন। মিলেডির কোন বিপদ ঘটতে আমরা দেব না।"

১০—অপহরণ

ইয়েনি তাকে সঙ্গে করে কাভুরু গাঁয়ে যেতে আপত্তি করায় টারজন বলল, "আমি যদি বন্ধু হিসাবে যাই তাহলে নিশ্চয় কোন ক্ষতি হবে না।"

ইয়েনি বলল, "কাভুরুদের কোন বন্ধু নেই। তোমার যাওয়া হবে না।"

টারজন কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তাহলে আমি শত্রুরূপেই যাব।"

"তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। অথচ তোমার মৃত্যুকে ঠেকাতেও আমি পারব না; এটা যে কাভুরুদের বিধান।"

"তাহলে মেয়েদের চুরি করে এনে তাদের তোমরা মেরে ফেল ?" টারজন জানতে চাইল।

"কে বলে যে কাভুরুরা মেয়ে চুরি করে ?"

"সে কথা তো সকলেই জানে। কেন তোমরা একাজ কর ? তোমাদের দেশে কি যথেষ্ট মেয়ে নেই ?"

ইয়েনি জবাব দিল, "কাভুরুতে কোন স্ত্রীলোক নেই। কাভুরুর পুরুষ মানুষরা যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য শেষ স্ত্রীলোকটি নিজের জীবন বিসর্জন দেবার পর থেকে চার মানুষের হাতে-পায়ে যত আঙ্গুল আছে ততবার বর্ষা এসেছে ও চলে গেছে।"

টারজন বলে উঠল, "আশী বছর ধরে তোমাদের দেশে কোন স্ত্রীলোক নেই ? সে তো অসম্ভব ইয়েনি, কারণ তুমি তো এখনও যুবক, আর তোমার নিশ্চয়ই একজন মা ছিল ; অবশ্য এক হতে পারে যে তোমার মা কাভুরু ছিল না।"

"আমার মা কাভুরুই ছিল, কিন্তু শেষ স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর অনেক আগে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। কাভুরুদের জীবনযাত্রা ইতর জনদের মত নয়, আর ইতর জনদের সে কথা শোনারও কথা নয়। সে সব বলা নিষেধ। এবার তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাই।"

ইয়েনি আর কোন কথা বলবে না বুঝতে পেরে টারজন একটা গাছে উঠে গেল। মুহূর্তকাল পরেই সে কাভুরুর দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল। ইয়েনি যাতে ভুল করে মনে করে যে টারজন কাভুরুদের দেশের পথে যায় নি সেজন্য টারজন ইচ্ছা করেই প্রথমে পশ্চিম দিকে চলল। অবশ্য বেশী দূর গেল না ; একটু পরেই দ্বিগুণ গতিতে ফিরে এল সেই জায়গায় যেখানে ইয়েনিকে রেখে গিয়েছিল। সে মনে মনে স্থির করে ফেলেছে, ইয়েনি যখন স্বেচ্ছায় তাকে তাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল না, তখন অজ্ঞাতেই তাকে সে কাজটি করতে হবে।

কিন্তু সেখানে ফিরে ইয়েনিকে দেখতে না পেয়ে সে অনুমান করল যে ইয়েনি উত্তর দিকেই গেছে ; অতএব টারজনও উত্তরের পথই ধরল।

কিছুক্ষণ উত্তর দিকে চলবার পরে টারজন বুঝতে পারল যে ইয়েনি যে সেই পথে গেছে তার কোন চিহ্নই চোখে পড়ছে না। তাড়াতাড়ি সে একটা বৃত্তাকার পথ ধরল। ঘণ্টাখানেক সেই পথে চলবার পরে ইয়েনির গন্ধ তার নাকে এল। শেষ পর্যন্ত দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে টারজন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কারণ কাভুরু তখন চলেছে সোজা দক্ষিণে।

টারজন ভাবল ইয়েনির এ কাজ করার পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। হয় সে তাকে ভুল পথে চালাতে চেয়েছে, অথবা কাভুরুদের গ্রাম সম্পর্কে তাকে ভুল খবর দিয়েছে। যাই হোক না কেন, ইয়েনির পিছনে লেগে থাকলে এক

সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌছনো যাবেই।

এই অদ্ভুত লোকটির সব কিছুই কেমন যেন রহস্যজনক বলে মনে হতে লাগল। তার অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজপোশাক অন্য সকলের চাইতে আলাদা তো বটেই, এমন কি তার কোমরে জড়ানো দড়িটাও একটু অদ্ভুত; কারণ জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র টারজনই অস্ত্র হিসাবে এ ধরনের দড়ি ব্যবহার করে থাকে। টারজন অবাক হয়ে ভাবল, এ দড়ির ব্যবহার ইয়েনি জানল কেমন করে।

একদিন বেলাশেষে টারজন বুঝতে পারল যে সে বুকেনাদের গ্রামে পৌছে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ইয়েনিকে গাছে চড়তে দেখে সে আরও অবাক হয়ে গেল। বেশ অনায়াস গতিতেই সে গাছ থেকে গাছে দোল খেয়ে এগিয়ে চলল।

একসময় কান পেতে কি যেন শুনতে পেয়ে ইয়েনি তার কোমরে পেঁচানো দড়িটা খুলে ফেলল। টারজন দেখতে পেল, দড়িটার এক প্রান্তে একটা ফাঁস তৈরি করা আছে।

সামনে অনেক দূর থেকে কিছু শব্দ ভেসে এল। বোঝা গেল কাভুরুও সেটা শুনতে পেয়েছে, কারণ দিক পরিবর্তন করে সে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ পরেই একটা খোলা জায়গার মুখে পৌছে কাভুরু থামল। নীচে ছোট মাঠে অনেকগুলো ছোট স্ত্রীলোক কাজ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে একটি পঞ্চদশী মেয়েকে দেখতে পেয়ে সে আরও কাছের একটা গাছে সরে গেল।

টারজন তার পিছু নিল। কাভুরুর উপর তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কাভুরুর গলা থেকে বিচিত্র শব্দ বের হল। শব্দটা নীচু হলেও মেয়েটির কানে পৌচেছে। মুখ ফিরিয়ে কেমন একটা বোবা দৃষ্টিতে সে জঙ্গলের দিকে তাকাল। হাতের লাঠিটা আলগোছে মাটিতে পড়ে গেল।

ইয়েনির গলা থেকে বার বার সেই একই বিচিত্র অস্পষ্ট শব্দ বের হতে লাগল। জঙ্গলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে মেয়েটি থেমে গেল। তার বুকের ভিতর উথাল-পাথাল; যাবে কি যাবেনা সেই চিন্তা। ইয়েনির কণ্ঠস্বরে যেন যাদুর পরশ। মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটি এগিয়ে চলল। তার চোখ ইয়েনির উপর স্থিরনিবদ্ধ।

এবার কাভুরু গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের দিকে পিছিয়ে চলল। মুখে সেই একই শব্দ। তার টানে অসহায় মেয়েটিও চলল তার পিছু পিছু।

টারজনও ঠিক নজর রেখে চলেছে। বাধা দেবার কোন চেষ্টাই সে করল না। দেখাই যাক, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। এর সঙ্গে কাভুরুদের হাতে মেয়েদের হারিয়ে যাবার ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে কি?

মেয়েটিকে ভুলিয়ে গভীর বনের মধ্যে নিয়ে একটা চওড়া ডালের উপর গিয়ে ইয়েনি থামল।

ধীরে ধীরে মেয়েটিও এগোতে লাগল। সে যেন নিজের ইচ্ছায় চলছে না। কাভুরুর ডাকে তার সব শক্তি বুঝি লুপ্ত হয়ে গেছে। যে ডালে ইয়েনি বসে আছে ঠিক তার নীচে আসতেই ইয়েনি তাকে লক্ষ্য করে ফাঁসটা ঝুলিয়ে দিল।

ফাঁস মেয়েটির গলায় এঁটে বসল। ইয়েনি তাকে টেনে উপরে তুলল। মুহূর্তের জন্যও তার মুখের শব্দ থামল না। অথচ মেয়েটি না বাধা দিল, না চীৎকার করল।

ইয়েনি মেয়েটির গলার ফাঁস খুলে তার অসার দেহটাকে কাঁধের উপর ফেলে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ফিরে চলল।

টারজন গভীর আগ্রহে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল, কিন্তু মেয়েটিকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করল না। এবার তার প্রধান কাজ লোকটিকে অনুসরণ করে কাভুরুদের গ্রামে যাওয়া। তার স্থির বিশ্বাস, জীবিত থাকলে মুভিরোর মেয়েকে সেখানেই পাওয়া যাবে।

গাছে-গাছে কয়েক ঘণ্টা চলবার পরে ইয়েনি মাটিতে নামল। মেয়েটি তখনও তার কাঁধে পড়ে আছে মরার মত। তার পিছনে চলল টারজন।

অবিশ্রাম পথ চলবার পরে বেলা পড়ে এলে ইয়েনি একটা গাছের সঙ্গে মেয়েটিকে শক্ত করে বেঁধে রেখে সেখান থেকে চলে গেল। টারজন তার পিছনেই লেগে রইল।

নিজে কিছু ফল-মূল খেয়ে আর কিছু মেয়েটির জন্য সঙ্গে নিয়ে ইয়েনি ফিরে এল।

ইতিমধ্যে মেয়েটির উপর থেকে যাদুমন্ত্রের প্রভাব কেটে গেছে। ইয়েনিকে দেখেই সে চমকে উঠে কুঁকরে গেল।

তার বাঁধন খুলে দিয়ে ইয়েনি তাকে খাবার দিল। কিন্তু নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে এবং অপহরণকারীকে চিনতে পেরে মেয়েটি আতংকে শিউরে উঠল; দুই চোখে নামল জলের ধারা; হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

ইয়েনি খেঁকিয়ে উঠল, "চুপ কর। আমি তোমাকে মারি নি, আর গোলমাল না করলে মারবও না।"

ভয়ার্ত গলায় মেয়েটি বলল, "তুমি তো কাভুরু। আমাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস; তুমি তাকে কথা দিয়েছিলে তার পরিবারের কারও ক্ষতি করবে না।"

ইয়েনি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। "আমি তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি? তোমার বাবাকে চোখেই দেখি নি কোন দিন; তোমাদের কারও সঙ্গেই কথা বলি নি।"

"বলেছ। বাবা যখন উদালোর ঘর থেকে তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছিল তখন তাকে কথা দিয়েছিলে।"

"কে তোমার বাবা?"

"আমার বাবা ওঝা গুপিংগু।"

ইয়েনি কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু গাছের উপর থেকে সব কথা শুনে টারজন বুঝল এই মেয়েটি গুপিংগুর কন্যা। প্রকৃতির কি বিচিত্র পরিহাস।

রাতের অন্ধকার নেমে এল। মেয়েটি কিছুতেই তার সঙ্গে যেতে রাজী না হওয়ায় কাভুরু তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল। মেয়েটিও সিংহের বাচ্চার মত উঠে দাঁড়াল। কাভুরুকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু প্রভূতা বলশালী ইয়েনির সঙ্গে সে পারবে কেন। মেয়েটির দুই হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে সে তার পা দুটোকেও শক্ত করে বেঁধে ফেলল। ভয়ার্ত মেয়েটি শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল।

ইয়েনি বলল, "এবার আর পালাতে পারবে না। ইয়েনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারবে। তুমিও ঘুমিয়ে নাও। কাল সকালে অনেক পথ হাঁটতে হবে। এবার আর তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাব না।"

মেয়েটি কোন কথা বলল না। ইয়েনি তার পাশেই মাটিতে শুয়ে পড়ল। গাছের উপরে একটি নিঃশব্দ মূর্তি চুপিসারে আরও নীচে নেমে এল। চারদিক যেমন অন্ধকার, তেমনি নিস্তব্ধ। দূর থেকে ভেসে আসছে শুধু সিংহের গর্জন।

টারজন অপেক্ষা করতে লাগল। ইয়েনি ঘুমিয়েছে, কিন্তু সে ঘুম এখনও গভীর হয় নি। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। এক ঘণ্টা। এবার ইয়েনি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। মেয়েটি কিন্তু ঘুমোয় নি। টারজনও তাই চায়।

নিঃশব্দে সে গাছ থেকে নেমে এল। ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে মেয়েটিকে ইঙ্গিতে চুপ করে থাকতে বলে সে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "চেঁচিও না। আমি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব।"

হঠাৎ ভয় পেলেও মেয়েটি চুপ করে রইল। তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টারজন বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গেল। ঘুমন্ত লোকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে মেয়েটির বাঁধন কেটে দিল।

"কে তুমি?" মেয়েটি ফিস্ ফিস্ করে বলল।

"আমিই সেই লোক যাকে তোমার বাবা উদালোর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।"

মেয়েটি ভয়ে সরে গেল, "তাহলে তুমিও তো কাভুরু।"

"না, আমি কাভুরু নই। আমি অরণ্যরাজ টারজন; এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ওয়াজিরিদের দেশের সর্দার।"

মেয়েটি তবু বলল, "না, তুমি কাভুরু; বাবা তাই বলেছে।"

"সত্যি আমি কাভুরু নই। আর তা যদি হই তাতেই বা কি? আমি তো তোমাকে তোমার বাবার কাছেই ফিরিয়ে দেব।"

"কি করে বুঝব যে তুমি মিথ্যে বলছ না?"

"বেশ তো; তোমার বাঁধন খুলে দিয়েছি; এখন তো তুমি মুক্ত। চলে যাও যেখানে খুশি।"

মেয়েটি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

টারজন হেসে বলল, "একা এই জঙ্গলে তুমি কি করবে? কোন সিংহ বা চিতার কবলে পড়বে। আর তা না হলেও তো তুমি একা বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। তুমি তো পথই চেন না।

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, "আমি তোমার সঙ্গেই যাব।"

১১—সাত কোটি ডলার

যে দিক থেকে আর্তনাদটা এসেছিল ব্রাউন ও টিব্‌স্ সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

টিব্‌স্ চীৎকার করে ডাকল, "মিলেডি! মিলেডি, আপনি কোথায়? কি হয়েছে?"

ব্রাউন আরও এগিয়ে গিয়ে ডাকল, "সত্যি মিস, আপনি কোথায়?"

পরিষ্কার সহজ গলায় জবাব এল, "এই পথে চলে এস। আমি ভাল আছি। ভয়ের কিছু নেই।"

একটু এগিয়েই ব্রাউন জেনকে দেখতে পেল। একটা চিতাবাঘের মৃতদেহ থেকে তিনটের মধ্যে শেষ তীরটা টেনে বের করছে। একটু দূরেই পড়ে আছে একটা হরিণের ক্ষত-বিক্ষত দেহ।

ব্রাউন প্রশ্ন করল, "এ—সব কি?"

জেন বলল, "সবে এই হরিণটাকে মেরেছি, এমন সময় চিতা এসে সেটাকে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিল।"

"আর আপনি সেটাকেও মেরে ফেলেছেন? আপনার তীর দিয়ে?"

মেয়েটি হেসে বলল, "নইলে কি দাঁতে কেটে মেরেছি?"

"যে আর্তনাদ শুনে আমরা এসেছি সেটা কার—আপনার, না ওর?"

"চিতার। তেড়ে আসতেই ছুঁড়লাম তীর। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার!"

"এক তীরেই খতম?"

"না, আরও দুটো তীর ছুঁড়েছি। কোন্‌টা ওকে শেষ করেছে তা জানি

না। তিনটে তীরই হৃদপিণ্ডে গিয়ে বিঁধেছে।"

কপালের ঘাম মুছে ব্রাউন বলল, "কি জানেন মিস, আমার ইচ্ছা করছে আপনার সামনে টুপি খুলে দাঁড়াই।"

"তার চাইতে বরং হরিণটাকে শিবিরে নিয়ে চল। তাতে অনেক বেশী কাজ হবে।"

ব্রাউন শুধাল "ওই বন-বিড়ালটাকেও নিয়ে যাব কি?"

জেন বলল, "না, ওটা দেখলে প্রিন্সেস সুবরভ হয় তো মূর্চ্ছাই যাবে।"

খুব হৈ-চৈ করে হরিণের মাংস দিয়ে ভোজন-পর্ব শেষ হল। তখন টিব্‌স্ বলল, "যদি অভয় দেন মিলেডি তো একটা কথা শুধাই। এখান থেকে আবার সভ্য জগতে ফিরে যাব কেমন করে তা বলুন।"

জেন বলল, "এ নিয়ে আমিও অনেক রকম ভাবছি। কি জান, আমরা সকলেই যদি সুস্থ সবল থাকতাম তাহলে ঝর্ণাটার তীর বরাবর এগিয়ে হয়তো একটা বড় নদীতে পড়তাম এবং এক সময় হয় তো একটা আদিবাসী গ্রামও পেয়ে যেতাম। সেখানে খাওয়া জুটত, গাইড পাওয়া যেত, বাহনেরও ব্যবস্থা হত। তারপর তাদের সাহায্যে একটা ইওরোপীয় উপনিবেশ খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হত না।"

"চমৎকার ব্যবস্থা মিলেডি; চলুন, এখনই রওনা হই।"

জেন বলল, "কিন্তু এত দীর্ঘ পথযাত্রার ধকল তো আমরা সকলে সইতে পারব না।"

প্রিন্সেস বলে উঠল, "তুমি আমার কথা বলছ তো জেন? কিন্তু সত্যি বলছি, হাঁটতে আমি খুব ভালবাসি। এক সময় রোজ সকালে আমি এক মাইল হাঁটতাম। এখন অবশ্য সে অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি। পায়ে বড্ড লাগে।"

এলেক্সিস বলল, "বরং তোমার জন্য একটা ডুলি তৈরি করে দেব। সিনেমাতে সেরকম অনেক ছবি দেখেছি। ব্রাউন ও টিব্‌স্ প্রিন্সেসকে বয়ে নিতে পারবে।"

"তাই নাকি?" ব্রাউন বলল; "আর আপনাকে কে বইবে?"

কিটি সোৎসাহে বলে উঠল, "কেন? ডুলিটা একটু বড় করে বানালেই হবে। তাহলে আমরা দুজনই তাতে চড়ে যেতে পারব।"

ব্রাউন বলল, "কেন? চারজন চড়লেই বা দোষ কি? টিব্‌স্ আর আমি তো জোড়া বলদ আছিই।"

জেন বাধা দিল, "কি সব আজেবাজে কথা বলছ তোমরা? দেখ কিটি এই জঙ্গলের পথে একজনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও দুজনের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তুমি তো একটানা এক ঘণ্টাও হাঁটতে পারবে না।"

প্রিন্সেস হতাশ সুরে বলল, "আমি কি তাহলে অনন্তকাল এখানেই পড়ে থাকব?"

"না; আগে একজন কি দুজন বেরিয়ে গিয়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করবে; বাকিরা এই শিবিরেই থাকবে। এটাই একমাত্র পথ।"

ব্রাউন শুধাল, "কিন্তু কে যাবে? আমি আর টিব্‌স্?"

এই নিয়ে শুরু হল আর এক দফা তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, জেন একাই যাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে। অন্য সকলে এখানেই থেকে যাবে।

জেন বলল, "তাহলে কাল সকালেই আমি যাত্রা করব। ব্রাউন, তুমি এদের খাবার ব্যবস্থাটা করতে পারবে তো?"

ব্রাউন মুচকি হেসে বলল, "তা পারব, অবশ্য যদি এরা কম-কম খায়, আর খাওয়া নিয়ে বাছ-বিচার না করে।"

জঙ্গলের বুকে নেমে এল নিস্তব্ধ রাত। ধুনিতে জ্বলছে আরামদায়ক আগুন। সকলেই বসল অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে; কেবল এলেক্সিস রইল দূরে। কেমন যেন বিষণ্ণ, মন মরা ভাব। সে বসে আছে আগুনের পাশে তার স্ত্রীর দিকে চোখ রেখে। মনের মধ্যে তখন অনেক অশুভ চিন্তার মাকড়সা-জাল। হঠাৎ তাকে যেন কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

তার দৃষ্টি ঘুরে গেল জেনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল মুখের ভাব। মোটাসোটা দুই ঠোঁটের উপর জিভটা ঘসতে লাগল।

আবার চোখ ফেরাল স্ত্রীর দিকে। মনে মনে বলল, "সাত কোটি ডলারের মালিক হয়ে তুমি যদি এখানে না থাকতে, তাহলে আমিও তো এখানে আসতাম না—আর ঐ ব্যাটা ব্রাউন, ওকে আমি খুন করতাম—আনেৎও দেখতে মন্দ নয়—সাত কোটি ডলার—প্যারিস, নাইস, মন্টি কার্লো—বুড়ি—জেন তো রীতমত সুন্দরী—বুড়িটা বুঝি অনন্তকাল বেঁচে থাকবে—মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু—সাত কোটি ডলার।"

এক সময় জেন উঠে পড়ল, "আমি এবার শুতে চললাম। কাল সকালেই উঠতে হবে। শুভরাত্রি।"

জেন চলে গেলে হাতের ঘড়ি দেখে ব্রাউন বলল, "নটা বাজে। টিব্‌স্, তুমি মাঝ রাত পর্যন্ত পাহারা দিয়ে আমাকে ডেকে দিও, আমি তিনটে পর্যন্ত জাগব তারপর জাগবে আমাদের মহামান্য ডিউক—সকাল পর্যন্ত।"

টিব্‌স্ বলল, "প্রিন্সের কথা বলছ? তিনি পাহারা দিতে আসবেন না।"

ব্রাউন জোর গলায় বলল, "আসতেই হবে।"

টিব্‌স্ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "প্রিন্সেস না থাকলে আমাদের কাউকেই এখানে থাকতে হত না। লেডি গ্রেস্টোকও চলে যাবেন। আমার কেমন ভয় হচ্ছে, একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে।"

আড়মোড়া ভেঙে ব্রাউন উঠে পড়ল। "আমি যাচ্ছি। মাঝ রাতে আমাকে ডেকে দিও।"

সুবরুভ শিবিরের মুখেই বসেছিল। ব্রাউনকে দেখে বলল, "তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। আমার যেটুকু কাজ তা নিশ্চয়ই করব। তিনটেয় আমাকে ডেকে দিও। তখন আমি পাহারায় থাকব। এখন শুতে চললাম। আমার ঘুম কিন্তু খুব গভীর। ডেকে তুলতে তোমার কষ্ট হবে।"

লোকটির গলার স্বর ও কথার ধরনে ব্রাউন অবাক হয়ে গেল। কি যেন বলতে বলতে সে ভিতরে ঢুকে গেল। সুবরুভও গিয়ে শুয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্রাউনও ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝ রাতে টিব্‌স্ যখন তাকে জাগিয়ে দিল তখন মনে হল, সে একটুও ঘুমোয় নি।

কয়েক মিনিট পাহারা দেবার পরেই আনেৎ এসে তার পাশে বসল।

ব্রাউন বলল, "আচ্ছা, এত ভোরে তুমি কি করতে এখানে এলে?"

আনেৎ বলল, আধঘণ্টা আগে কিসে যেন আমার ঘুম ভেঙে গেল, আর ঘুম এল না। সেটা যে কি তা জানি না, কিন্তু আমি চমকে জেগে উঠলাম; শুধু মনে হল, কে যেন ঘরের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। জানেন তো, দরজার পর্দাটা নামিয়ে দিলে ভিতরটা খুব অন্ধকার হয়ে যায়।"

১২—রাতের আঁধারে খুন

"তুমি হয়তো লেডি গ্রেস্টোককেই ঘরের মধ্যে ঘুরতে দেখেছ," ব্রাউন বলল।

আনেৎ বলল, "আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি তখন গাঢ় ঘুমে অচেতনপ্রায়।"

"তাহলে হয় তো বুড়িটা।"

"না, তিনিও নন। ঘুম ভাঙতেই তার নাক ডাকার শব্দ আমি শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেল।"

"তাহলে নির্ঘাৎ তুমি স্বপ্ন দেখেছ গো মেয়ে", ব্রাউন বলল।

মেয়েটি বলল, "হয় তো তাই হবে; কিন্তু একটা কোন অস্বাভাবিক শব্দেই আমার ঘুম ভেঙেছিল, কারণ আমার ঘুম খুব গাঢ়। তাছাড়া, একটু পরেই আমি কারও গলাও শুনেছিলাম।"

ব্রাউন বলল, "তুমি বরং ঘরে গিয়ে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা কর গে।"

"সত্যি বলছি মিঃ ব্রাউন, এখন আর ঘুম আসবে না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে; আমার খুব ভয়

করছে। আপনার কাছে যদি একটু বসি তাতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো মিঃ ব্রাউন ?"

"আপত্তির কি আছে ? এ দলে তুমি আর লেডি গ্রেস্টোকই তো একমাত্র মানুষ। আর সবই তো বাজে লোক।"

"আর মিঃ এলেক্সি ? তাকে আপনার কেমন লাগে ?"

"তাকে ? আরে সে তো দশমিক বিন্দুর পরে শেষ শূন্যটি।"

"আমারও তাকে ভাল লাগে না মিঃ ব্রাউন। তাকে আমার ভয় করে।"

"ভয় ? কিসের ভয় ?"

"লণ্ডনে তিনি আমাকে এমন সব কথা বলতেন যা একটা ভাল মেয়েকে বলা উচিত নয়।"

ব্রাউন দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "যত সব নোংরা কথা তো ? আবার কখনও যদি লোকটা বেচাল কথাবার্তা বলে তো আমাকে জানিও। আমি ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।"

দুটি কালো চোখে অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে আনেৎ শুধাল, "আপনি আমাকে রক্ষা করবেন তো মিঃ ব্রাউন ?"

"কেমন করে ?"

"আপনি তো অনেক শক্তি রাখেন।"

ব্রাউন বলল, "তুমি তো জান তোমাকে আমার ভাল লাগে।"

"শুনে খুশি হলাম। আমারও তাই।"

একটু চুপ করে থেকে ব্রাউন বলল, "কখনও যদি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি—।" সে হঠাৎ থেমে গেল।

"তাহলে কি ?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

ব্রাউন ইতস্তত: করতে লাগল। ধুনিতে আর একটা কাঠ ফেলে দিয়ে বলল, "না, ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলেন ?"

"ভাবছিলাম, এমনও তো হতে পারে যে তুমি আর আমি—মানে হতেও তো পারে—"

"হ্যাঁ ; তারপর ?" মেয়েটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

"ধর, আমাকে যদি মিঃ ব্রাউন বলে আর ডাকতে না হয়।"

"তাহলে কি বলে ডাকব ?"

"বন্ধুরা আমাকে চি বলে ডাকে।"

"কী মজার নাম। এরকম নাম আমি কখনও শুনি নি। এ নামের অর্থ কি ?"

"যে শহর থেকে আমি এসেছি এটা তারই সংক্ষেপ।"

"কোন্ শহর ?"

"চিকাগো।"

মেয়েটি হেসে উঠল, "ওহো, আপনি তাহলে বানান করেন C-h-i-, S-h-i নয়। কি বলেন মিঃ ব্রাউন?"

"উঁহু। বল চি।"

"চি। তোমার আর কোন নাম আছে? হয় তো সেটা বলে ডাকা সহজ হবে।"

"বটে। আমার আসল নাম নীল।"

"খুব সুন্দর নাম।"

"আনেৎও সুন্দর। আনেৎ নামে তো আমি পাগল।"

"নামটা তোমার পছন্দ?"

"হ্যাঁ, আর মেয়েটিকেও—তাকে আমার খুব ভাল লাগে।" ব্রাউন হাত বাড়িয়ে আনেৎকে কাছে টানল। আর তখনই আনেৎ হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "দেখ—দেখ।"

ব্রাউন সেদিকে তাকিয়ে দেখল, আঁধারের বুকে দুটি হলুদ-সবুজ বিন্দু যেন জ্বলছে।

আনেৎ তাকে জড়িয়ে ধরে সভয়ে বলে উঠল, "ওটা কি?"

"ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি। ঠিক আছে, আমি বরং ওটাকেই ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি।" ধুনি থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে ব্রাউন জ্বলন্ত চোখ দুটিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

কিছু ফুল্‌কি উড়ল, একটা আর্তনাদ শোনা গেল, আর চোখ দুটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।

"দেখ, কত সহজে কাজটা হয়ে গেল।"

"সত্যি, তোমার কী সাহস নীল।"

ব্রাউন মেয়েটির পাশে বসল। একটা হাত আনেতের গলায় রাখল।

মেয়েটি আরও ঘনিষ্ট হয়ে বসল, "কোন ভাল মেয়ের এসব করা উচিত নয়; কিন্তু তোমার পাশে বসলে খুব নিরাপদ বোধ করি। আচ্ছা, চোখ দুটো আবার আসবে না তো?"

"চোখের কথা তো আমি ভাবছি না মেয়ে।"

"ওঃ।"

তিনটে বেজে যাবার অনেক পরে ব্রাউনের খেয়াল হল যে সুবরভকে ডেকে দিতে হবে। প্রিন্স যখন আগুনের পাশে এসে বসল তখন তাকে কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হল।

প্রিন্স প্রশ্ন করল, "রাতে কিছু দেখেছ বা শুনেছ কি?"

ব্রাউন জবাব দিল, "একটা কিছু এসেছিল। একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিতেই পালিয়ে গেছে।"

"তাহলে শিবিরে সব কিছু ঠিক আছে ?"

"নিশ্চয়। সব ও, কে,।"

স্ববরভ বলল, "এত গভীর ঘুম ঘুমিয়েছি যে যাকিছু ঘটে যেতে পারত। আমি তো শুয়েছি কি মরেছি।"

ব্রাউন ও আনেৎ শিবিরের দিকে এগিয়ে গেল। আনেৎ কাঁপা গলায় বলল, "ওখানে ফিরে যেতে মন চাইছে না। কেন জানি না, আমার বড় ভয় করছে।"

ব্রাউন বলল, "কোন ভয় নেই। আমি বরং একটা চোখ খোলা রেখেই ঘুমব। কিছু শুনতে পেলেই আমাকে ডেকো।"

পাশের ঘরে একটা তীব্র আর্তনাদে ব্রাউনের যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন দিনের আলো দেখা দিয়েছে।

টিব্‌স্ বলল, "ওটা কি ?" ব্রাউন ততক্ষণে মেয়েদের ঘরের দিকে ছুটছে। সে দেখল, স্ববরভ ধুনির পাশে দাঁড়িয়ে আছে; সকালের আলোয় তাকে কেমন যেন ছাই-ছাই দেখাচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েদের ঘরের দিকে।

দরজায়ই আনেতের সঙ্গে দেখা। সে চীৎকার করে বলল, "ওঃ নীল, আমি স্বপ্ন দেখি নি। কাল রাতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে।"

তাকে পাশ কাটিয়ে ব্রাউন ভিতরে ঢুকে গেল। জেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেস স্ববরভের দিকে তাকিয়ে আছে।

"হা ঈশ্বর!" ব্রাউন আর্তস্বরে বলল।

কিটি স্ববরভ মারা গেছে; মাথার খুলিটা দু'ভাগ হয়ে গেছে।

টিব্‌স্‌ও এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

জেন শুধাল, "প্রিন্স কোথায় ?"

তিনি তো পাহারায় ছিলেন। আমি যখন ভিতরে ঢুকি তখন তিনি আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।"

"তাকে একটা খবর দিতে হবে," জেন বলল।

"আমার তো মনে হয় তার কাছে এটা কোন খবর নয়" ব্রাউন বলল।

জেন চোখ তুলল। সবিস্ময়ে বলল, "না, তিনি একাজ করতে পারেন না।"

"তাহলে কে পারে ?" বিমান-চালকের প্রশ্ন।

টিব্‌স্ বলল, "মিলেডি যদি বলেন তো আমি হিজ হাইনেসকে খবর দিতে পারি।"

"তাই দাও টিব্‌স্।"

টিব্‌স্‌কে দেখে প্রিন্স বলল, "ব্যাপার কি? আনেৎ হঠাৎ চীৎকার করল কেন ?"

"হার হাইনেস—মানে—তিনি—তিনি মারা গেছেন।"

"কি ?—কে ?—না, এ সম্ভব নয়। কাল রাতে যখন শুতে যায় তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।"

টিব্‌স্ বলল, "তাকে খুন করা হয়েছে ইয়োর হাইনেস। উঃ, কী ভয়ংকর!"

"খুন!" বলে প্রিন্স সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। শিবির থেকে বেরিয়ে এল জেন ও ব্রাউন।

জেন বলল, "কী ভয়ংকর কাণ্ড এলেক্সিস। এ কাজ কে করেছে, কেন করেছে তা তো আমি ভেবেই পাচ্ছি না।"

প্রিন্স উত্তেজিতভাবে বলল, "কে করেছে আমি জানি; আর কেন করেছে তাও জানি।"

"কি বলছেন আপনি?" জেন বলল।

একটা কাঁপা আঙুল ব্রাউনের দিকে বাড়িয়ে এলেক্সিস বলল, "কাল রাতে আমি নিজের কানে শুনেছি, ব্রাউন টিব্‌স্‌কে বলছে কিটিকে খুন করতে। তাদের যে কেউ এ কাজ করেছে। তবে টিব্‌স্ এ কাজ করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

প্রিন্স সুবরভ, "তাদের যে কোন একজন করেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।"

সুবরভ বলল, "বেশ তো, টিব্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, ব্রাউন তাকে ও কথা বলেছে কি না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জেন টিব্‌সের দিকে তাকাল।

"দেখুন মিলেডি, মিঃ ব্রাউন আমাকে বলেছিলো বটে হার হাইনেস্‌কে 'উড়িয়ে দিতে,' কিন্তু সেটা বলেছিলো ঠাট্টা করে।"

প্রিন্স শুধাল, "কি দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে?"

জেনকে বিচলিত বোধ হল। বলল, "তা—তা, নিশ্চয় একটা টাঙ্গি দিয়ে। সে টাঙ্গিটা কোথায় গেল?"

সুবরভ বলল, "টাঙ্গিটা খুঁজে বার করুন, তাহলেই খুনীও ধরা পড়বে।"

"কিন্তু খুনী যদি সেটা দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে থাকে?" জেন প্রশ্ন করল।"

"তা পারে নি। তিনটে থেকে আমি এখানে পাহারায় আছি। এ কাজ যেই করে থাকুক, টাঙ্গিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে।"

একটু ভেবে জেন প্রশ্ন করল, "কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য কি?"

ব্রাউনও বলল, "হ্যাঁ, সেটা বলুন। কেন আমি ওকে খুন করব? তাতে আমার কি লাভ?"

সুবরভ বলল, "আমাদের সকলের যা লাভ তোমারও তাই লাভ। তুমি জানতে তোমার জীবন এখানে বিপন্ন; অচিরে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে না

পারলে আর কোনদিন বের হতে পারবে না। তুমি ভাল করেই জানতে যে কাল আমাদের সকলের এক সঙ্গে যাত্রার পথে একমাত্র বাধা ছিল আমার স্ত্রী। তুমি কি জন্য কি করেছ সব আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে প্রিন্সেস তো কোনক্রমেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। অতএব সকলের জীবনকে বিপন্ন না করে তুমি সরাসরি আমার স্ত্রীকে খুন করেছ পথের বাধা দূর করতে।"

"বুঝলাম শার্লক হোমস যে সব কিছুই আপনি ঠিক ঠিক ধরে ফেলেছেন। তা এখন কি করতে চান?"

"টাঙ্গিটাকে খুঁজে বের করব," স্বরভ জবাব দিল।

জেন বলল, "ঠিক আছে। তাহলে আপনারা পুরুষরা চলে যান মেয়েদের ঘরটা খুঁজতে; আমি আর আনেৎ খুঁজে দেখি পুরুষদের ঘর।"

স্বরভ বলল, "ও ঘরে আমি যেতে পারব না; আমার স্ত্রীকে শেষ যখন জীবন্ত দেখেছি সেই স্মৃতিটাই আমি বুকের মধ্যে ধরে রাখতে চাই।"

জেন মাথা নাড়ল। "তাহলে এখানে আমাদের সাহায্য করুন।"

খুঁজবার বিশেষ কিছু নেই। শুধু যে ঘাস-পাতা বিছিয়ে বিছানা তৈরি করা হয়েছে সেগুলো উল্টে-পাল্টে দেখা।

জেন খুঁজল এলেক্সিসের ঘাসের বিছানা। এলেক্সিসের হাত পড়ল টিব্‌সের বিছানায়। আর আনেৎ খুঁজতে লাগল ব্রাউনের বিছানা। ঘাসের তলায় শীতল ও শক্ত একটা কিছু আনেতের হাতে লাগল, তার আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল। শিউরে উঠে সে হাত সরিয়ে নিল। মুহূর্তের জন্য কি যেন ভেবে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এখানে কিছু নেই।"

স্বরভ দ্রুত চোখ তুলে তার দিকে তাকাল। জেন বলল, "এখানেও কিছু নেই।"

এলেক্সিস বলল, "টিব্‌সের বিছানাতেও কিছু পেলাম না। কিন্তু আনেৎ, তুমি হয় তো ব্রাউনের বিছানাটা ভাল করে দেখ নি। আমি একবার দেখছি!"

এক পা এগিয়ে আনেৎ বলল, "কি হবে তাতে? ওখানে কিছু নেই; বৃথা সময় নষ্ট হবে।"

"তবু আমি একবার দেখব," এলেক্সিস বলল।

স্বরভ নীচু হয়ে ঘাসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বেশী সময় লাগল না। বলে উঠল, "এই তো পেয়েছি। তুমি যে কি খুঁজেছ আনেৎ তা তুমিই জান।"

ঘাসের ভিতর থেকে টাঙ্গিটা বের করে প্রিন্স সকলের চোখের সামনে তুলে ধরল। টাঙ্গিটা রক্তমাখা।

বলল, "এবার সন্তুষ্ট হলেন তো জেন?"

জেন বলল, "ব্রাউনের বেলায় এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"আমার বেলায় বোধ হয় পারতেন?"

"সত্যি বলছি এলেক্সিস, তা পারতাম।"

"দেখুন, এ কাজ কে করেছে তার যথেষ্ট প্রমাণ তো পেলেন। এবার বলুন, কি করবেন? লোকটাকে এখনই শেষ করে দেওয়া উচিত।"

ব্রাউন শক্ত গলায় বলল, "কাকে শেষ করে দেওয়া উচিত?" সে আর টিব্‌স্‌ তখন দরজায় দাঁড়িয়ে।

জেন বলল, "টাঙ্গিটা তোমার বিছানায় পাওয়া গেছে ব্রাউন। সেটা প্রিন্সের হাতেই আছে। দেখতেই পাচ্ছ টাঙ্গিটা রক্ত মাখা।"

"ওঃ, তাহলে তুমিই ওটাকে আমার বিছানার নীচে রেখে দিয়েছিলে, তাই না ব্যাটা হতচ্ছাড়া বেঁটে বামন? আমাকে গাড্ডায় ফেলার চেষ্টা?"

সপ্রশ্ন চোখে ব্রাউন একে একে সকলের দিকেই তাকাল। তবে কি এরা বিশ্বাস করেছে যে আমি একাজ করেছি? সে বুঝতে পারছে, যত তুচ্ছই হোক প্রমাণটা তারই বিরুদ্ধে।

বলল, "কিন্তু একথা মনেও এনো যে তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে।"

১৩—বিশ্বাসঘাতকতা

টারজনের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে মুভিরো ও তার ওয়াজিরি সৈন্যদের ছোট দলটা একটানা পশ্চিম দিকেই এগিয়ে চলেছে। জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে চলেছে নিঃশব্দে; গান নেই, হাসি নেই, কথা বলছে কদাচিৎ, অতি নিম্নস্বরে কারণ যে দেশের ভিতর দিয়ে তারা চলেছে সেটা তাদের কাছে অপরিচিত; অধিবাসীরা আরও বেশী অপরিচিত।

তারা আশা করছে সেই দিনই বুকেনাদের দেখা পাবে; তারপরেই তো কাভুরুদের দেশ। তাই তাদের আশা, এখানেই অরণ্যরাজের নির্দেশ তারা পাবে।

এমন সময় মাথার উপরে একটা বানরের উত্তেজিত কিচির-মিচির শব্দ কানে এল। পরমুহূর্তেই একটা ছোট বানর গাছের ভিতর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এল।

মুভিরো বলল, "ওই তো নকিমা। বড় বাওয়ানা তাহলে কাছেই আছে।"

ছোট্ট নকিমা মহা হৈ-চৈ শুরু করে দিল। লাফ দিয়ে মুভিরোর কাঁধে

উঠল, আবার নেমে মাটিতে লাফাতে শুরু করল, অবিরাম চলল তার কিচির-মিচির। একবার ছুটে চলে গেল অনেক দূরে—ধায় আর ফিরে ফিরে চায়।

একজন মুভিরোকে বলল, "একটা কোন বিপদ ঘটেছে। নকিমা সেটাই আমাদের বোঝাতে চাইছে।"

মুভিরো বলল, "ও চাইছে আমরা তাড়াতাড়ি চলি ; হয়তো বড় বাওয়ানার কিছু হয়েছে।"

তখন তারাও ছুটতে শুরু করল। নকিমা ছুটতে লাগল সকলের আগে আগে।

জঙ্গল পেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে তারা দেখতে পেল, বুকেনাদের সর্দার উদালোর গ্রামের সামনে কুড়িখানেক মেয়ে মাঠে কাজ করছে।

ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে মেয়েরা গ্রামের ফটকের দিকে পালাতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে বুকেনা সৈনিকরা অস্ত্র হাতে ছুটে এল। শেষ সৈনিকটি বেরিয়ে আসার পরেই ফটকটা বন্ধ করে দেওয়া হল।

মুভিরো তার সৈনিকদের থামিয়ে দিল। সে বুঝল, বুকেনারা তাদের প্রতি বিরূপ। কিন্তু তারা তো জানে না সে বন্ধুত্ব করতে এসেছে, না যুদ্ধ করতে।

সঙ্গীদের দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে মুভিরো একাই এগিয়ে চলল শান্তির ইঙ্গিত দিতে দিতে। মঞ্চের উপর থেকেই সর্দার উদালো তাকে দেখতে পেয়ে শুধাল, "তুমি কে ? কি চাও ?"

"আমি ওয়াজিরিদের সর্দার মুভিরো। আমাদের বড় সর্দার অরণ্যরাজ টারজনের সঙ্গে দেখা করতে এখানে এসেছি। সে কি এখানে এসেছে ?"

ওঝা গুপিংগু উদালোর পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার মনের মধ্যে আগুন জ্বলছে—টারজন তাকে কথা দিয়েছিল গুপিংগুর মেয়েদের সে চুরি করবে না, অথচ ঠিক তার পরেই গুপিংগুর বড় আদরের মেয়ে নৈকা চুরি হয়ে গেছে।

ক্ষোভে ও ঘৃণায় গুপিংগুর বুকের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে। সর্দারকে বলল, "ওদের বিশ্বাস করো না উদালো ; যে কাভুরুটা পালিয়ে গেছে ওরা তারই লোক। প্রতিহিংসা নিতে সেই ওদের পাঠিয়েছে।"

কোন জবাব না পেয়ে মুভিরো অধৈর্য হয়ে আবার বলল, "আমরা বন্ধুর মতই এসেছি শুধু একটা কথা জানতে। আমাদের সর্দার টারজন কি এখানে আছে ?"

গুপিংগু ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ওই শোন ; ও নিজেই স্বীকার করছে যে কাভুরুটা ওদের সর্দার।"

উদালো বলল, "সে এখানে নেই ; তার কথা আমরা কিছুই জানি না। তোমরা যে বন্ধুর মত এসেছ তাও জানি না।"

মুভিরো বলল, তুমি সত্য কথা বলছ না। ছোট্ট বানর নকিমা টারজনের

বন্ধু। সেই আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। টারজন এখানে না থাকলে এ কাজ সে করত না।"

উদালো পাল্টা জবাব দিল, "আমি তো বলি নি যে টারজন এখানে ছিল না; আমি বলেছি যে সে এখানে নেই, আর তার কথা আমি জানি না। এখান থেকে সে কোথায় চলে গেছে তা আমার জানার কথা নয়।"

মুভিরো বলল, "তোমাদের তো অনেক সৈন্য, তাহলে আমাদের দশজনকে এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

উদালো বলল, "দশজনকে আমরা ভয় করি না; দশজন গ্রামে ঢুকতে পার, কিন্তু তোমার বাকি সৈনিকদের গ্রামের ধারে কাছেও ঘেঁসতে দেওয়া হবে না।"

মুভিরো বলল, "আমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। আমরা এই দশজনই মাত্র।"

"তাহলে তোমরা আসতে পার। আমি ফটক খুলে দেওয়ার হুকুম দিচ্ছি।" মুখ ফিরিয়ে উদালো কি যেন বলল গুপিংগুর কানে কানে।

নানা অঙ্গভঙ্গী সহকারে কথা বলতে বলতে দুজন এগিয়ে চলল সর্দারের কুটিরের দিকে। সেখানে পৌঁছে উদালো অপেক্ষা করতে লাগল অতিথিদের জন্য, আর গুপিংগু চলে গেল নিজের বাড়িতে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা আফ্রিকার আদিবাসীদের কাছে খুব প্রিয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তারা বার বার একই কথা বলতে লাগল।

ওদিকে গুপিংগু তার নিজের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। নানারকম শিকড়-বাকর থেঁতো করে তার রস বের করার জন্য জলে ফেলে আগুনে জাল দিচ্ছে।

বাড়ির ভিতরে মেয়েরা উদালোর হুকুমে একটা ভোজের আয়োজন করতে ব্যস্ত; আর বাইরে গাছের উপরে একটি ছোট বানর মানবের প্রতীক্ষায় হা-পিত্যেস করে বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত গুপিংগু তার তৈরি মাল একটা লাউয়ের খোলায় ভরে নিয়ে সর্দারের বাড়ির দিকে চলল। তার সঙ্গে মেয়েরাও চলল সকলের জন্য ভোজ্য ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে।

উদালো গুপিংগুর হাত থেকে খোলাটা নিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁটে ঠেকাল। যেন মালটা গিলছে এমনিভাবে তার গলার ভিতরটা নড়তে লাগল, কিন্তু আসলে সে কিছুই গিলল না। তারপর সেটা মুভিরোর দিকে বাড়িয়ে দিল। মুভিরো অনেকক্ষণ ধরে আকণ্ঠ গিলে খোলাটা পাশের ওয়াজিরিকে দিল। সে দিল তার পাশের সঙ্গীকে। এমনি করে দশজনের পান করা শেষ হলে মেয়েরা এগিয়ে এসে তাদের হাতের পানীয় এগিয়ে দিল বুকেনা সৈনিকদের হাতে। মুভিরো বা তার সঙ্গীদের মনে কোন সন্দেহই জাগল না কারণ তারা তো দেখেছে স্বয়ং উদালো সেই একই পাত্র থেকে পান করেছে।

তারপর পরিবেশন করা হল খাদ্য। কিন্তু মুভিরো তাতে হাত দিল না। চকচকে ঘোলাটে চোখে সে সঙ্গী ওয়াজিরিদের দিকে তাকাল। তার চোখের কি হল? সবই যে ঝাপসা দেখাচ্ছে। সঙ্গীরাও তাকিয়ে আছে যেন পাথরের চোখ মেলে। তাদের শরীর দুলছে মাতালের মত। মুভিরো টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। কোমর থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে বের করে চীৎকার করে উঠল, মার! এরা আমাদের বিষ খাইয়েছে।" বলতে বলতেই সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

কয়েকজন ওয়াজিরিও উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা; একে একে সকলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ওঝা গুপিংগু লাফিয়ে উঠে বুক চাপড়ে বলে উঠল, "গুপিংগুর ওষুধ বড় কড়া। বুকেনার শত্রুদের সে মাটিতে শুইয়ে দেয়। এত বড় কাভুরুও ধূলিস্যাৎ হয়েছে।"

একটি স্ত্রীলোক চীৎকার করে বলল, "মার! মার!" অন্য অনেকের মুখে ধ্বনি উঠল, "মার! মার! মার!"

উদালো বলল, "না। ওদের শক্ত করে বেঁধে যে ঘরে কাভুরুকে রাখা হয়েছিল সেখানেই রেখে দাও। বুকেনার অন্য সব গাঁয়ে ডাক পাঠাচ্ছি। পূর্ণিমার দ্বিতীয় রাতে আমরা নাচ-গান করব, আর শত্রুদের কল্জেগুলো খাব।"

সকলে সোচ্চারে এই ঘোষণাকে সমর্থন জানাল। সঙ্গীরা বন্দীদের ভাল করে বেঁধে নিয়ে চলল। ওদিকে জঙ্গলের প্রান্তে ছোট্ট বানরটি মনিবের আশায় বসেই আছে।

কয়েক ঘণ্টা পরে ওয়াজিরিদের নেশা কাটতে শুরু করল। প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। মাথায় যন্ত্রণা; শরীর দুর্বল।

মুভিরো বলল, "আমি জানতাম যে সর্দার মিথ্যা কথা বলেছে। আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওদের পানীয় খাওয়া আমাদের উচিত হয় নি।"

একজন বলল, "আমি যে নিজে তাকে খেতে দেখলাম।"

মুভিরো বলল, "সে খায় নি, খাওয়ার ভান করেছে।. উদালো খুব বদ লোক। বুকেনাদের কথা আমি শুনেছি। ওরা মানুষের মাংস খায় না, কিন্তু শত্রুর কল্জেটা খায়। ওদের ধারণা তাতে সাহস বাড়ে।"

"ওরা আমাদের কল্জেও খাবে?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"সেটা এখনই জানা যাচ্ছে না; যদি দেখি যে ওরা কোন ভোজের আয়োজন করছে, তখনই জানবে যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

"আর আমরা এখানে পড়ে থেকে গরু-ছাগলের মত বলি হব ?"

মুভিরো বলল, "একজনও যদি তার বাঁধন কাটতে পারে তাহলে আমরা ওয়াজিরিদের মত লড়াই করে মরতে পারব।"

একটি যুবক বলল, "বড় বাওয়ানা যদি এ কথা জানত তাহলে সে আমাদের বাঁচাতে পারত।"

মুভিরো বলল, "আমার তো মনে হচ্ছে বড় বাওয়ানা আগেই মারা গেছে। উদালোই তাকে মেরে তার কলজে খেয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তো আমিও মরতে প্রস্তুত; বড় বাওয়ানাই যদি মরে থাকে তো আমি বাঁচতে চাই না।"

রাত হল। কিন্তু তাদের খাদ্য-পাণীয় দিতে কেউ এল না। তাদের অবস্থা শোচনীয়। এ রকম একটা ফাঁদে পা দেওয়ায় মুভিরোর অনুশোচনার অন্ত নেই। তার মন বলছে, মৃত্যুই এ অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

তাদের চাইতেও শোচনীয় অবস্থা একটা অসহায় ছোট বানরের। উদালোদের গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা গাছের ডালে বসে সে কাঁদছে। সিংহ নুমার গর্জন শুনছে; শুনছে চিতা শীতার ডাক। গাছের আরও মগডালে উঠে সে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল—কখন কে এসে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে কে জানে। এই তো ছোট্ট নকিমার জীবন।

১৪—নকিমার ভুল

ওঝা গুপিংগুর মেয়ে নৈকা টারজনের সঙ্গ নিল, কারণ অন্যথায় তাকে একাকি এই অন্ধকার জঙ্গলে রাত্রিবাস করতে হত। প্রথমে ভয়-ভয় করলেও ক্রমে নৈকার মন থেকে সব ভয় দূর হয়ে গেল।

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন্ দেশের লোক ?"

"ওয়াজিরিদের দেশের।"

"তারা কেমন মানুষ ?"

"কালো।"

"কিন্তু তুমি তো সাদা।"

"তা ঠিক; অনেক বছর আগে বেশ ছোটবেলা থেকেই আমি ওয়াজিরিদের মধ্যে বড় হয়েছি।"

"তুমি কখনও পিশাচ দেখেছ ?"

"না, পিশাচ বলে কিছু নেই।"

"তাহলে তুমি পিশাচ নও ?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

"তার মানে—তুমি কাভুরুও নও ?"

"বলেছি তো, আমি ওয়াজিরিদের দেশ থেকে এসেছি। দেশে ফিরে গিয়ে তোমার লোকজনদের বলো, টারজন কাভুরু নয়; সে তোমাকে কাভুরুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে; আর তাই তাদের উচিত ওয়াজিরি ও টারজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা।"

"বলব। কিন্তু আমার বড় ক্লান্তি লাগছে।"

"ঠিক আছে; এখানেই আমরা রাতটা কাটাব।"

নৈকাকে তুলে নিয়ে টারজন গাছের উঁচু ডালে উঠে গেল। গাছের ফাঁকে চাঁদের আলো পড়ে জায়গাটা আলো-আঁধারি। ডালপালা কেটে টারজন একটা মঞ্চের মত বানিয়ে দিল নৈকার শোবার জন্য।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে টারজন দুজনের মত খাবার যোগাড় করল। খেয়েদেয়ে আবার বুকেনাদের গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

বুকেনাদের গ্রামের মুখে পৌছে নৈকা আনন্দে হাততালি দিতে লাগল। টারজন বলল, "নৈকা, এবার তুমি নিরাপদ। নির্ভয়ে ফিরে যাও; সেখানে সকলকে বলো যে অরণ্যরাজ টারজন তাদের শত্রু নয়।"

বলেই সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই দুটি ছোট চোখের দৃষ্টিকে সে এড়াতে পারল না। নৈকা যখন আনন্দে চেঁচাতে চেঁচাতে গ্রামের ফটকের দিকে ছুটে গেল, তখনই ছোট্ট নকিমা ডালে-ডালে দোল খেতে খেতে একসময় লাফিয়ে পড়ল তার মনিবের কাঁধে।

টারজন তাকে হাতে তুলে নিয়ে বলল, "নকিমা তাহলে ফিরে এল। শীতা তাকে ধরতে পারে নি।"

বানরটি সদম্ভে বলে উঠল, "নকিমা শীতাকে ভয় করে না। তাকে ধরতে শীতা এসেছিল। গুঁড়িসুরি মেরে এগোল। কাছে—আরও কাছে। নকিমা একটা লাঠি দিয়ে মারল তার মাথায় এক বাড়ি। শীতা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।"

টারজন হেসে বলল, "তা ঠিক। ছোট্ট নকিমাকে সকলেই ভয় করে।"

খুশি মনে কথা বলতে বলতে টারজন ও নকিমা কাভুরুদের দেশের খোঁজে উত্তরের দিকে চলতে লাগল।

ওদিকে বুকেনাদের গ্রামে তখন নৈকাকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমেছে। সব কথা সে খুলে বলল। সব শুনে বুকেনা সৈনিকরা পরস্পরের দিকে এবং সর্দার উদালোর দিকে তাকাতে লাগল।

উদালো পড়ল উভয়-সংকটে। নৈকা বলছে, টারজন পিশাচ নয়, কাভুরুও নয়; সে তাদের বন্ধু; ওয়াজিরিরাও তাদের বন্ধু। অথচ দশটি ওয়াজিরি বন্দী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তাদের ঘরে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। তাছাড়া,

তার লোকরা তো এতক্ষণ গ্রামে-গ্রামে পৌঁছে গেছে; তারা তো উৎসবে এসে হাজির হল বলে। এ অবস্থায় উদালো যে কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনার পর উদালো ঘোষণা করল, "বন্দী কাভুরুদের আমরা কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তাহলেই তারা আবার এসে আমাদের সাবার করবে। তাছাড়া প্রত্যেক গ্রাম থেকে বুকেনারা আসছে আমাদের সঙ্গে নাচ-গান করতে, স্ফূর্তি করতে, আর শত্রুদের কল্‌জে খেতে।"

শেষ পর্যন্ত বুকেনার সর্বোচ্চ আদালত থেকে মুভিরো ও তার সঙ্গীদের মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়ে গেল।

চলতে চলতে হঠাৎ একসময় ছোট নকিমার মনে পড়ে গেল মুভিরো ও তার সঙ্গীদের দুর্দশার কথা। টারজনকে তাদের কথা বলতে সে ভুলেই গেছে। হঠাৎ টারজনের কানের কাছে কিচির-মিচির করতে করতে সে তার কাঁধের উপর লাফাতে শুরু করল।

টারজন বলল, "আমার কানের কাছে নকিমার এত দাপাদাপি কেন? কি হয়েছে?"

নকিমা চেঁচিয়ে বলল, "ওয়াজিরি! ওয়াজিরি!"

টারজন চকিতে মুখ ফেরাল। "ওয়াজিরি কি? তারা তো এখানে নেই।"

নকিমা বলল, "তারা ওখানে আছে। গোমাঙ্গানিদের গাঁয়ে। তাদের হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। যে ঘরে টারজনকে রেখেছিল তাদেরও সেখানেই রেখেছে। গোমাঙ্গানিরা তাদের মেরে খেয়ে ফেলবে।"

টারজন চমকে উঠল। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "টারজন যাবে উদালোর গাঁয়ে। নকিমা যেতে চায় তো যেতে পারে, কিন্তু কোনরকম কথা নয়, শব্দ নয়। বুঝেছ?"

নকিমা বলল, "শব্দ নয়, কথা নয়।"

গাছের ডালে-ডালে ঝুলতে ঝুলতে টারজন গ্রামটা ঘুরে দেখল; ঠিক পিছনেই নকিমা।

দুজন গ্রামের পিছন দিকে মাটিতে নামল। গ্রামবাসীরা সকলেই তখন ভিড় করেছে সর্দার উদালোর বাড়ির সামনের রাস্তায়। গ্রামের পিছনটা তাই অন্ধকার ও নির্জন।

এক লাফে বেড়া ডিঙিয়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে দুজন সর্দারের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। জন্ম-ইতিহাসের বিচারে দুজনের মধ্যে পরিমাপহীন কালের ব্যবধান; একটি ছোট বানর, অপরজন ইংলণ্ডের লর্ড; অথচ যে ভাবে দুজন রাতের অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে অনায়াস ভঙ্গীতে উদালোর কুটিরের উপরকার

গাছটাতে উঠে গেল তাতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা গেল না।

গাছের ডালে বসে খুব কাছে থেকে টারজন লক্ষ্য করল, কালো লোকগুলো যে ভাবে নাচছে, চীৎকার করছে, ঘরে তৈরি মদ খাচ্ছে তাতে যে কোন সময়ে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে।

অন্য গ্রাম থেকে আসা একটি উপ-সর্দার চীৎকার করে বলছে, "কাভুরুদের নিয়ে এস; তাদের একবার দেখতে চাই। কাল রাতে তাদের কপালে যা জুটবে তার একটু নমুনা আজই দেখাতে চাই।"

উদালো বলল, "বাকিরা এখনও এসে পৌঁছয় নি; তাদের জন্য অপেক্ষা করা দরকার।"

একটি স্ত্রীলোক আর্তনাদ করে উঠল, "তাদের নিয়ে এস। তারা আমার মেয়েকে চুরি করেছে। গরম কয়লা দিয়ে আমি তাদের চোখে ছ্যাঁকা দেব।"

একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর টারজনের কানে এল। "ওয়াজিরিদের কোন ক্ষতি করো না। তারা টারজনের বন্ধু, আর টারজন বুকেনাদের বন্ধু। সেই আমাকে কাভুরুর হাত থেকে উদ্ধার করে গাঁয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।"

উদালো বলল, "বন্দীদের নিয়ে এস, কিন্তু সাবধান, আজ রাতে যেন তাদের মেরে ফেলা না হয়।"

সর্দারের কুটিরের পিছনে টারজন মাটিতে নামল। এই তো সুযোগ। যে কোন বিপদ, যে কোন ঝুঁকির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে নিঃশংকচিত্তে। সেটাই অরণ্যরাজের পথ।

যে ঘরে তাকে বন্দী করা হয়েছিল দ্রুত সেখানে পৌঁছে ভিতরে ঢুকে পড়ল। নাকই তাকে বলে দিল, ওয়াজিরিরা সেখানেই আছে। ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "চুপ। আমি টারজন। ওরা তোমাদের নিতে আসছে। আমি তোমাদের বাঁধন কেটে দিচ্ছি। ওরা আসামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে; মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে ওদের বেঁধে ফেলতে হবে, যাতে টুঁ শব্দটি না করতে পারে। তারপর টারজনের পিছন-পিছন ওদের নিয়ে যাবে সর্দারের কুটিরের পিছনে।"

কথা বলতে বলতেই সে নিজের কাজ শেষ করল। তিনটি সৈনিক যখন বন্দীদের নিয়ে যেতে ঘরে ঢুকল তখন ওয়াজিরিরা সকলেই মুক্ত; নিঃশব্দে তারা অপেক্ষা করে আছে।

১৫—একটুকরো কাপড়

"স্বপ্নেও ভেবো না যে তোমরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।" ব্রাউনের কণ্ঠস্বরে একটা চ্যালেঞ্জের আভাষ।

জেন বলল, "আমরা কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাব না। আইনকে আমরা নিজেদের হাতে নিতে পারি না। যতদিন কোন উপযুক্ত আদালতে আমাদের দোষ বা নির্দোষিতা প্রমাণিত না হচ্ছে ততদিন আমরা সকলেই সমান সন্দেহভাজন। এ অবস্থায় একটা কাজই আমরা করতে পারি: নিকটস্থ কোন আদালতে পৌঁছে সব কথা খুলে বলা; তারপর আইন তার পথে চলুক।"

টিব্‌স্‌ বলল, "আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত মিলেডি।"

বাধা দিল এলেক্সিস, "কিন্তু আমি একমত নই; এই জনহীন পথে একজন খুনীকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা মোটেই নিরাপদ নয়। তার বিরুদ্ধে সব সাক্ষীকে লোপাট করে দিতে সে অনায়াসে আমাদের সবাইকে খুন করতে পারে।"

"তাহলে আপনি কি করতে বলেন?" জেন প্রশ্ন করল।

"খুনিকে এখানে রেখে আমরা নিকটবর্তী কোন থানায় গিয়ে সব ব্যাপারটা জানাই; তারপর তারা এসে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাক।"

জেন মাথা নাড়ল। "কিন্তু কে খুনী তা তো আমরা জানি না। আইনের চোখে আমরা সকলেই সমান সন্দেহভাজন। না, তা হয় না। আমাদের পক্ষে উচিত কাজ একজন ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনারকে খুঁজে বের করে তাকে সব কথা বলা এবং তদন্তের জন্য অনুরোধ করা।"

ব্রাউন বলল, "আমি ও সবের মধ্যে নেই। এই সব বিদেশী বন্দরে বিচারের ঝুঁকি নিতে রাজী নই। নিঃসম্বল একজন মার্কিন একজন কোটিপতি প্রিন্সের বিরুদ্ধে যুঝবে কিসের জোরে? না মিস, ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দিতে আমি পারব না।"

জেন সরাসরি প্রশ্ন করল, "তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ব্রাউন? সত্যি, তুমি বড় বোকা।"

"আমি বোকা হতে পারি মিস, কিন্তু কোন বিদেশী আদালতের ঝুঁকি আমি নেব না। একটা ইংরেজ আদালত হলে তবু কথা ছিল, কিন্তু এখন তো আমরা ইংরেজ অঞ্চলে নেই। না, এই লোকগুলোর সঙ্গে আমি এসেছিলাম চিরযৌবনলাভের ফর্মুলাটা জানতে। সেটা জানতে পারলে দেশে ফিরে লাখ লাখ টাকা কামাতে পারব। কিন্তু এতদূর এসে আমি ফিরে যাব না; সেটা জানবার চেষ্টায় এগিয়েই যাব। জানতে পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব।"

জেন বলল, "আমাদের দলে লোক এত কম, আর আমাদের অস্ত্রপাতি এতই যৎসামান্য যে আমাদের এক সঙ্গে চলাই উচিত।"

বিমান-চালক বলল, "আপনাদের বিপদের মুখে ফেলে আমি যাব না মিস; আনেৎ ও আপনি যতক্ষণ নিরাপদ না হচ্ছেন ততক্ষণ আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।"

"আমি জানতাম তুমি থাকবে। যা হোক, এ ব্যাপারটা তো মিটে গেল, কিন্তু এবার আমাদের আর একটা কর্তব্য পালন করতে হবে—বড়ই অপ্রীতিকর কর্তব্য। প্রিন্সেসকে সমাধিস্থ করতে হবে। মানে, তোমাদেরই কবরটা খুঁড়তে হবে।"

তাদের সঙ্গে কবর খুঁড়বার একমাত্র যন্ত্র সেই টাঙ্গিটা যা দিয়ে প্রিন্সেসকে খুন করা হয়েছে। ফলে অপ্রীতিকর কাজটা আরও দুর্বহ হয়ে দেখা দিল।

মৃতদেহকে কবরে শুইয়ে দেওয়া হল। জেন যতটা মনে করতে পারল প্রার্থনা করল। অন্য সকলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। আনেৎ কেবলই কাঁদতে লাগল। দুঃখে বুক ফেটে গেলেও জেনের চোখে জল নেই। তার সামনে অনেক কর্তব্য; ব্যক্তিগত দুঃখে সময় কাটানো তার চলে না।

সে বলল, "সব তো হয়ে গেল, এবার শিবির ভেঙে দেওয়া হোক; এখানে কেউ আর থাকতে চাইবে না।"

"কিন্তু আমাদের প্রাতরাশের কি হবে?" ব্রাউন বলল।

জেন বলল, "কেন? হরিণের মাংস তো আছেই।

আনেৎ বলল, "আমি সেটা রান্না করব। তুমি বরং রাং থেকে কিছুটা মাংস কেটে দেবে চল।" শেষের কথাগুলি সে ব্রাউনকে বলল।

যেতে যেতে ব্রাউন শুধাল, "তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর নি যে ও কাজ আমি করেছি; কি বল?"

"না মিঃ ব্রাউন, আমি মোটেই বিশ্বাস করি নি।"

"ওঃ, মিস্টার করতে পারে কি?"

"কী বলছ তুমি নীল? কোন মানুষ কি তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে?"

আনেৎ রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অন্য সকলেই যার যার জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিতে গেল।

ধুনির কয়লায় মাংস ঝল্সাতে ঝল্সাতে দগ্ধাবশেষ কয়লার মধ্যে একটা জিনিস তার নজরে পড়ল। ধুনির কিনারায় একটুকরো পোড়া কাপড়—তাতে তিনটে বোতাম লাগানো। একটা লাঠি দিয়ে সে কাপড়টা উল্টে দিল। কাপড়ের যেদিকটা নীচে ছিল সে দিকটা পোড়ে নি—রং ও নক্সা ঠিক আছে।

কাপড়টা যেন পরিচিত মনে হল; চিন্তা করতে গিয়ে তার চোখ দুটো অর্ধেক বুজে এল।

ব্রাউন এসে হাজির হল। বলল, "রান্নার বাকিটা আমি শেষ করছি, তুমি

বরং ততক্ষণে তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নাওগে।"

আনেৎ বলল, "ঠিক আছে ; যতদূর যা পারি গুছিয়ে নেব। আমি চলে গেলে তুমি বরং এটা একবার ভাল করে দেখো।" হাতের লাঠি দিয়ে সে ধুনির পাশের কাপড়ের টুকরোটা দেখাল।

ব্রাউন টুকরোটা তুলে ভাল করে দেখল। তারপর প্রিন্স এলেক্সিস্ সুবরভের দিকে তাকিয়ে একটা শিস দিল। তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

সকলকে ডেকে বলল, "আপনারা আসুন। সব তৈরি।"

সকলের আগে জেন উঠে দাঁড়াল। বলল, "হ্যাঁ, এবার খেয়ে নেওয়া যাক। খুব খিধে পেয়েছে।"

সকলে এসে আগুনের পাশে বসল। ধুনির পাশে গাছের পাতা পেতে ব্রাউন মাংসের টুকরোগুলো সাজিয়ে রেখেছে।

ব্রাউন বলল, "সকলে আরও ঘন হয়ে বসুন।"

এলেক্সিস্ বলল, "টিব্স্, এমন একটুকরো মাংস আমাকে দাও যেটা কম সিদ্ধ নয়, আবার বেশী সিদ্ধও নয়—মাঝারি।"

কথা শুনে ব্রাউন বিরক্তির সঙ্গে লাঠিটা দিয়ে একটুকরো মাংস তুলে এলেক্সিসের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটাই নিন নেপোলিয়ন। সোনার থালা তো আমাদের নেই, রাজবাড়ির খানসামা এসে সব নিয়ে গেছে। অতএব—"

ব্রাউনের দিকে বিষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলেক্সিস্ মাংসের টুকরোটা হাতে নিয়ে কামড় দিল।

বলল, "কী সাংঘাতিক! এর তো একদিক পুড়ে গেছে; আরেকটা দিক কাঁচাই আছে। এ রকম রান্না আমার পেটে সহ্য হবে না। আমি খাব না।"

জেন বলল, "ওটাই খেয়ে নিন এলেক্সিস্। রাত হবার আগেই ভীষণ খিধে পেয়ে যাবে।"

ব্রাউন বলল, "তা খেতে হয় খান। কিন্তু গ্র্যাণ্ড ডিউককে আমি একটা প্রশ্ন করছি। দেখতেই পাচ্ছি তিনি কোটটা বদলেছেন। কাল রাতে খুব সুন্দর একটা কোট তিনি পরেছিলেন। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সেটা তিনি আর পারবেন না। তার কাছ থেকে আমি সেটা কিনে নিতে চাই।"

এলেক্সিস দ্রুত চোখ তুলল; মুখটা ম্লান। বলল, পুরনো পোশাক আমি বিক্রি করি না।. পরা শেষ হলে তোমাকে দান করে দেব।"

ব্রাউন বলল, "সে তো আপনার কৃপা। কোটটা একবার দেখতে পারি কি? গায় দিয়ে দেখতাম মাপে ঠিক হয় কি না।"

"এখন তো হবে না বাবা; অন্য সব জিনিসের সঙ্গে সেটাও প্যাক করা হয়ে গেছে।"

"সবটা?" ব্রাউন প্রশ্ন করল।

"সবটা? কি বলছ? সবটা তো বটেই।"

"তাই বুঝি? কিন্তু একটা টুকরো প্যাক করতে যে ভুলে গেছেন মিস্টার।" ব্রাউন তিন-বোতাম ওয়ালা অংশটা তুলে ধরল।

সুবরভের মুখটা ভূতের মত সাদা হয়ে গেল। দুই চোখ বড় বড় করে কাপড়ের টুকরোটাকে দেখতে লাগল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিল।

বলল, "এ যে দেখছি মার্কিনী তামাসার আর এক নমুনা। ও টুকরোটা আমার কোটের নয়।"

ব্রাউন বলল, "কাল রাতে যে কোটটা আপনি পরেছিলেন এটা হুবহু সেই রকম দেখতে। আনেতেরও তাই ধারণা। তবে টিব্‌সের এটা চেনা উচিত; সে তো আপনার খানসামা। কি হে টিব্‌স্, এটা আগে কখনও দেখেছ?"

খানসামাটি কাশল। "আমি মানে—"

ব্রাউন বলল, "আর একটু এগিয়ে এস; ভাল করে দেখে জবাব দাও।"

টিব্‌স্ এগিয়ে এসে কাপড়ের টুকরোটা উল্টে পাল্টে দেখল; আঙুল দিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলল।

"শেষ কখন সেটা দেখেছ?" ব্রাউন জোর গলায় প্রশ্ন করল।

"আমি—সত্যি—" সভয়ে সে সুবরভের দিকে তাকাল।

প্রিন্স চীৎকার করে উঠল। "তুমি মিথ্যেবাদী টিব্‌স্।" ও রকম কোট কোন কালে আমার ছিল না; কোন দিন চোখেও দেখি নি। বল, ওটা আমার নয়।"

ব্রাউন বলল, "টিব্‌স্ কিছুই বলে নি। এটা যে আপনার কোটেরই টুকরো তাও বলে নি। কিন্তু এবার বলবে। কি বল টিব্‌স্?"

টিব্‌স্ বলল, "এটা সেই রকমই দেখতে। তবে এটা এমন বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে যে শপথ নিয়ে বলতে পারছি না।"

এলেক্সিসের মুখের উপর চোখ রেখে ব্রাউন বলল, "মিসেসের মাথায় আঘাত করার সময় নিশ্চয় ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে কোটটাকে ভিজিয়ে দিয়েছিল।"

এলেক্সিস্ আর্তকণ্ঠে বলল, "খবরদার! ঈশ্বরের দোহাই, খবরদার। আমি বলছি, তার গায়ে আমি হাতও দেই নি।"

ব্রাউন বলল, "এ কথা জজকেই বলবেন। আনেৎ, তুমি এই সাক্ষীই দিও; জজ নিশ্চয় এটার কথাই জানতে চাইবেন।"

ততক্ষণে এলেক্সিস্ আবার আত্মসংযম ফিরে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি বলল, "এটা আমার কোটই ছিল; আমার সামানের ভিতর থেকে কেউ চুরি করেছে।"

জেন বলল, "পুরো ব্যাপারটাই আদালতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। কে দোষী সে বিচার করা আমাদের কাজ নয়; এতে শুধু তিক্ততাই বাড়বে।"

ব্রাউন মাথা নেড়ে বলল, "বরাবরের মত এবারও আপনার কথাই ঠিক মিস।"

"খুব ভাল কথা। সকলের খাওয়া শেষ হয়ে থাকলে এবার আমরা যাত্রা করব। আমাদের শিবিরের গায়ে আমি একটা চিরকুট লটকে রেখে এসেছি। তাতে এই দুর্ঘটনা, আমাদের গতিবিধি, এবং দলের সকলের নাম লিখে দিয়েছি। যদি কখনও কোন শ্বেতকায় শিকারীর দল এই পথে আসে তাহলে তারা এ খবরটা বাইরে পৌঁছে দিতে পারবে। সকলে প্রস্তুত ?"

এলেক্সিস্ বলল, "প্রস্তুত। টিব্‌স্, আমার সামান তুলে নাও।"

সামান বলতে একটা ছোট হাত-ব্যাগ, একটা বড় গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ ও দুটো সুটকেস।

এলেক্সিস্ বলল, "আপনার মালপত্র কোথায় জেন ? টিব্‌স্‌ই সেটা বইতে পারবে।'

জেন উত্তর দিল, 'আমার যৎসামান্য মাল আমি নিজেই বইতে পারব।"

সবগুলো মাল মাথায় তোলবার বৃথা চেষ্টা করে টিব্‌স্ বলল, "মাফ করবেন স্যার, এত মাল আমি বইতে পারব না।"

এলেক্সিস্ বলল, "বেশ তো, আনেৎ তোমার ছোট ব্যাগটা নিক, বাকি তিনটে মাল তুমি নিশ্চয় বইতে পারবে। কুলিদের তো এর দ্বিগুণ মাল বইতে দেখেছি।"

জেন বলল, "আফ্রিকার পথে দেখেন নি।"

এলেক্সিস্ বলল, "কিন্তু আমি তো কেবল দরকারী জিনিসই এনেছি; বাকি সবই তো রেখে এসেছি। যেমন করে হোক, টিব্‌স্‌কে ব্যবস্থা করতেই হবে। ভাল মানুষ হলে তো ব্রাউনও তাকে একটু সাহায্য করতে পারত।"

অনেক কষ্টে ব্রাউন এতক্ষণ চুপ করে ছিল; এবার সে রাগে ফেটে পড়ল। "শুনুন মিস্টার, আমি আপনার কোন মাল বইব না; আনেৎও না; আর টিব্‌স্ যদি বয় তো সে একটা বোকার ডিম।"

"আমিও আপনার সঙ্গে একমত মিঃ ব্রাউন," বলেই টিব্‌স্ তিনটে মালই মাটিতে নামিয়ে রাখল।

এলেক্সিস গর্জে উঠল, "কী ? তুমি আমার মাল বইতে অস্বীকার করছ ? খুব বাবু হ'য়ে উঠেছ, না ? আমি তোমাকে—"

কথার মাঝখানেই টিব্‌স্ উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে উঠল, "চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন, এই তো ? তার আর দরকার হবে না। এই মুহূর্তেই আমি আপনার চাকরি ছেড়ে দিলাম।"

এলেক্সিস্ বলল, "লেডি গ্রেস্টোক, এখানে আপনিই আমাদের নেতা। তাই আমি বলছি, আমার মাল বইতে এই লোকগুলোকে আপনি বাধ্য করুন।"

জেন ধমকের সুরে বলল, "বাজে কথা রাখুন। এক জোড়া বাড়তি জুতো, কিছু মোজা, আর নিজে বইতে পারেন এমন কিছু জিনিস সঙ্গে নিয়ে চলে আসুন। এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না।"

এইভাবে একটি অসুখী যাত্রীদল পূব দিকের পথে যাত্রা শুরু করল। সৌভাগ্যবশত তারা জানে না এ পথে কী বিপদ ও আতংক রয়েছে তাদের সামনে।

১৬—একটি খবর

তিন বুকেনা সৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে কুটিরে ঢুকতেই টারজন সর্বশেষ সৈনিকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার কঠিন আঙুলগুলি সৈনিকটির গলায় ফাঁসের মত চেপে বসল। প্রায় একই সময় মুভিরো ও তার দলবল অপর দুজন সৈনিককেও মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্য মাটিতে পা ঠোকা ছাড়া আর কোন রকম হৈ-হল্লাই তারা করতে পারল না। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তিনজনেরই হাত-পা বেঁধে ফেলা হল।

সর্দারের কুটিরের সামনের রাস্তায় তখন মাতাল আদিবাসীদের জমায়েত চলছে। তাঁদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে টারজন ও অন্য ওয়াজিরিরা মিলে তিন বুকেনা সৈনিককে কাঁধে করে নিয়ে গেল সেই কুটিরের এক কোণে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের কাছে। তাদের একজনকে কাঁধে নিয়েই টারজন গাছে উঠে গেল। কাঁধের বোঝাটাকে একটা চওড়া ডালের উপর নিরাপদে শুইয়ে রেখে অপর দুজনকেও হাতে-হাতে তুলে নিল। ধীরে ধীরে তাদের তিনজনকেই সমবেত নিগ্রোদের ঠিক মাথার উপরকার একটা চওড়া ডালে আরও ঘন পাতার আড়ালে নিয়ে শুইয়ে দিল।

তারপর তাদের মধ্যে একজনের গোড়ালির বেড়ির সঙ্গে নিজের দড়িটা বেঁধে তার মুখ থেকে কাপড়ের টুকরোটা বের করে নিয়ে মাথাটা নীচের দিকে রেখে টারজন তাকে মাটির দিকে নামিয়ে দিল। লোকটির মাথা পাতার আড়াল ভেদ করে নীচের নিগ্রোদের দৃষ্টিগোচর হবার আগেই টারজনের গলা থেকে বেরিয়ে এল গোরিলার সতর্ক ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে নাচ-গান থেমে গেল; নিগ্রোরা সভয়ে ইতস্তত তাকাতে লাগল; শব্দটা খুব কাছে থেকে এলেও ঠিক কোথা থেকে আসছে সেটা তারা ধরতেই পারল না।

চারদিক নিস্তব্ধ। মাথার উপরকার পাতার ফাঁকে দেখা দিল তাদেরই একজনের মুণ্ডু; ধীরে ধীরে তার দেহটাও নেমে এল।

কালো মানুষগুলো ভয়ে কম্পমান। এ ধরনের রহস্যময় অলৌকিক ঘটনা

তাদের জীবনে আগে কখনও ঘটে নি।

উপর থেকে ভেসে এল একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। "আমি অরণ্যরাজ টারজন। টারজন বা তার ওয়াজিরিদের ক্ষতি যারা করতে চায় তাদের সাবধান করে দিচ্ছি। ফটক খুলে আমার লোকদের নিরাপদে যেতে দাও, নইলে টারজনের হাতে তোমাদের অনেকে মারা পড়বে।"

এতক্ষণে ঝুলন্ত নিগ্রোটির মুখে কথা ফুটল। "ফটক খুলে দাও; ওদের যেতে দাও; নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

নিগ্রোরা ইতস্তত করতে লাগল।

"সময় অল্প," বলেই টারজন সৈনিকটিকে আবার গাছের উপরের দিকে টেনে তুলতে শুরু করল।

"তুমি কথা দিচ্ছ যে ফটক খুলে দিলে আমাদের কারও কোন ক্ষতি করবে না?" উদালো বলল।

টারজন বলল, "যদি ওয়াজিরিদের অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ দিয়ে ফটক খুলে আমাদের নিরাপদে চলে যেতে দাও তাহলে কারও কোন ক্ষতি করা হবে না।"

উদালো হুকুম দিল, "ওয়াজিরিদের সব অস্ত্র এনে দাও; ফটক খুলে দাও; ওদের বেরিয়ে যেতে দাও।"

টারজন বুকেনা সৈনিকটিকে টেনে তুলে তার সঙ্গীদের পাশেই শুইয়ে দিল।

"চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক; তোমাদের কাউকে মারব না।" এই কথা বলে মাটিতে নেমে টারজন ওয়াজিরিদের সঙ্গে যোগ দিল।

তারা নির্ভয়ে হেঁটে চলল। নিগ্রোরা সভয়ে তাদের জন্য পথ করে দিল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ছুটে গিয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র এনে দিল। ফটক খুলে গেল। তারা সেই দিকে এগিয়ে গেল।

উদালো বলল, "আমার সৈনিক তিনজন কোথায়? তুমি তো কথা রাখলে না।"

টারজন উত্তরে জানাল, "তোমার ঘরের উপরকার গাছের ডালে তাদের তিনজনকেই জীবিত অবস্থায় পাবে।" সর্দারের আরও কাছে গিয়ে বলল, "দেখ উদালো, কোন বিদেশী যখন তোমাদের গাঁয় আসে, তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো—বিশেষত টারজন ও ওয়াজিরিদের সঙ্গে।" মুহূর্তের মধ্যেই তারা বেড়ার ওপারের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওঝা গুপিংগুর মেয়ে নৈকা হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলতে লাগল, "এই তো সে! এই সাদা সৈনিকটিই তো আমাকে বাঁচিয়েছিল। সে যে দলবল নিয়ে চলে গেছে এতে আমি খুব খুশি হয়েছি।"

উদালো চীৎকার করে বলল, "চুপ কর। বাড়ি চলে যাও। ওই সাদা লোকটার কথা কক্ষণও আমাকে বলো না।"

খোলা জায়গাটা ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখেই ছোট্ট নকিমা কিচির মিচির করতে করতে টারজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। তাকে পেয়ে টারজনও খুব খুশি।

পরদিন দুপুর। ওয়াজিরিরা শিবির ফেলেছে একটা নদীর ধারে। একটা গাছে হেলান দিয়ে টারজন কিছু তীর তৈরি করছে, ছোট্ট নকিমা পাশে বসে তার পেটের উপর থেকে মাছি মেরে মেরে খাচ্ছে।

এক সময় টারজন মাথাটা তুলে দক্ষিণ দিকে তাকাল। বলল, "কে যেন আসছে।"

ওয়াজিরিরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কেউ কেউ অস্ত্র হাতে নিল। টারজন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, "বিপদের কিছু নেই; মাত্র একজন আসছে, আর আসছে খোলাখুলি, লুকিয়ে নয়।"

নকিমা নিজের কাজ বন্ধ করে টারজনের কাঁধের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে বলল, "কেউ আসছে কি?"

"হ্যাঁ।"

"ছোট্ট নকিমাকে খেতে আসছে তো?"

টারজন হাসল।

অনেক দূরে লোকটিকে দেখা গেল। তার মাথায় ওয়াজিরিদের সাদা পালক উড়ছে; হাতে একটা লাঠি; তার একটা মাথা চিরে দু'ভাগ করে তার ফাঁকে একটা খাম বসানো রয়েছে।

লোকটি কাছে এসে খামটা টারজনকে দিল। ছোট্ট নকিমা লাঠিটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

খাম খুলে টারজন ভিতরকার খবরটা পড়তে লাগল। এত গভীর বনে তো চিঠিপত্র আসে না, তাই ওয়াজিরিরা গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

পড়তে পড়তে টারজনের মুখে মেঘ নেমে এল। মুভিরোর দিকে তাকাল।

মুভিরো শুধাল, "কোন খারাপ খবর কি বাওয়ানা?"

টারজন বলল, "মেমসাব একটা বিমানে লণ্ডন থেকে নাইরোবি যাত্রা করেছে; আর ঠিক সেই বড় ঝড়টার আগে। তোমার মনে আছে মুভিরো, ঝড়ের ঠিক পরে একটা উড়োজাহাজ আমাদের মাথার উপরে পাক খাচ্ছিল?

"আছে বাওয়ানা।"

"আমরা তখনই ভেবেছিলাম যে জাহাজটা খুব বিপদে পড়েছে। হয় তো সেই জাহাজেই মেমসাব ছিল।"

মুভিরো বলল, "একটু পরেই জাহাজটা চলে গেল। হয় তো সেটা নাইরোবি চলে গেছে।"

টারজন বলল, "তা হতে পারে। তবে ঝড়টা ছিল খুবই খারাপ, আর পাইলটও পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কোন বিপদে পড়েই সে একটা নামবার

মত জায়গা খুঁজছিল ; নইলে ওভাবে পাক খেয়ে ঘুরত না।"

টারজন চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগল। মুভিরো প্রশ্ন করল, "তুমি কি এখনই নাইরোবি ফিরে যাবে বাওয়ানা ?"

"তাতে লাভ কি হবে ?" টারজন উত্তর দিল। "তারা যদি নাইরোবি পৌঁছে থাকে তাহলে তো মেমসাব নিরাপদেই আছে ; আর তা যদি না হয় তাহলে কোথায় আমি তাকে খুঁজে বেড়াব ? এক ঘণ্টায় একটা উড়োজাহাজ যত দূর যেতে পারে ততটা পথ হেঁটে যেতে আমাদের লাগবে একটা পুরো দিন। তাছাড়া, পাইলট যদি পথ হারিয়ে থাকে তাহলে তারা কোন্ দিকে গেছে তাই বা কে বলতে পারে।"

মুভিরো শুধাল, "আমরা কি তাহলে আমার মেয়ে বুইরার খোঁজেই চলতে থাকব ?"

টারজন বলল, "হ্যাঁ। তোমরা সকলেই খুব ক্লান্ত ; তার উপর বুকেনাদের গাঁয়ে তাদের দেওয়া মদ খেয়ে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছ। কাজেই একটু বিশ্রাম নিয়ে তোমরা সুস্থ হলেই আমরা কাভুরুদের দেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।"

আরও তিনদিন ওয়াজিরিরা সেখানে বিশ্রাম নিল। ইতিমধ্যে জেনকে লেখা একটা চিঠি এবং নাইরোবির কর্তৃপক্ষকে লেখা একটা চিঠি দিয়ে টারজন হরকরাটিকে নাইরোবিতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে।

এদিকে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে নকিমার সঙ্গে একটা ছোট বানরীর দেখা হয়ে গেল। একটু একটু করে দুজনের মধ্যে ভাব হয়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে ফলমূলের সন্ধানে দূর দূর জঙ্গলে যেতে শুরু করল। ছোট্ট নকিমার পক্ষে সে কী সুখের দিন! তার অজ্ঞাতে টারজন ও ওয়াজিরিরা যে শিবির ভেঙে ফেলে আবার উত্তর-পথে যাত্রা শুরু করল সে কথাই সে জানতে পারল না। হয় তো বা জানতে পারলেও বানরীর মধুর সান্নিধ্য ছেড়ে সে টারজনদের সঙ্গে যেতই না।

শোচনীয় দুর্ঘটনার পরিবেশ ছেড়ে আসতে পেরে পাঁচজনের দলটি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

সকলের আগে আগে চলল ব্রাউন। আনেৎ চলল তার কাছে কাছে থেকে। তার পিছনে টিব্‌স্‌। জেন চলল সকলের শেষে। তারই পাশে পাশে হাঁটতে লাগল এলেক্সিস।

যে কারণেই হোক এলেক্সিস ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল।

জেন বলল, "পিছিয়ে পড়লে তো চলবে না এলেক্সিস; আপনাকে আরও জোরে হাঁটতে হবে।"

এলেক্সিস বলল, "আমার তো মনে হয় জেন আমরা দুজন আলাদা গেলেই ভাল হয়। কি জানেন, এদের সঙ্গে আপনার ও আমার কোন মিল নেই; আসলে এদের তুলনায় আমরা দুজন অন্য শ্রেণীর মানুষ।"

"উঁহু, ওটা চলবে না," জেন বলল; "এখানে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য নেই।"

"দেখছি, আমাকে আপনার পছন্দ নয়।"

"মাঝে মাঝে আপনি বড়ই বিরক্তিকর হয়ে ওঠেন এলেক্সিস।"

"সত্যি আমার মন ভেঙে গেছে জেন, আর সেটা করেছ তুমি।"

"আমি? কি করেছি?" অবাক হয়ে জেন প্রশ্ন করল।

"কিছু যে করেছো তা ঠিক নয়। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না জেন? কিছুই কি দেখতে পাও না?"

"কি দেখতে পাব?"

"প্রথম থেকেই তুমি আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করেছ। এতদিন আমার তো কোন আশাই ছিল না; কিন্তু এখন তো আমি মুক্ত, স্বাধীন। জেন! তুমি কি আমাকে একটু ভালবাসতে পার না?" এলেক্সিস জেনের হাতটা চেপে ধরল।

হাতটা একঝটকায় সরিয়ে নিয়ে জেন চেঁচিয়ে বলল, "আপনি এত বোকা!"

এলেক্সিসের চোখ দুটি নৃশংসতায় ছোট হয়ে গেল, সে বলল, "এ জন্য তোমাকে অনুতাপ করতে হবে। শোন জেন, তোমাকে আমি ভালবাসি, পাগলের মত ভালবাসি। আমি এখন মরিয়া। যে নারীকে আমি চাই তাকে ভোগ করবে একটা অশিক্ষিত পাইলট—তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।"

"কি বলতে চান আপনি?"

"এর মধ্যে বলাবলির কি আছে? যে কেউ বুঝতে পারে যে তুমি ব্রাউনের প্রেমে পড়েছ।"

জেন ধমকের সুরে বলল, "হয়েছে। এবার এগিয়ে চলুন। আমার কাছ থেকে দূরে চলে যান। টিব্‌সের সঙ্গী হোন।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স যেন বদলে গেল। অনুনয়ের সুরে বলল, "দোহাই জেন, আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না। ঈর্ষা আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তাই কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তুমি কি বোঝ না যে তোমাকে ভালবাসি বলেই—"

তার কথায় কান না দিয়ে জেন চলার গতি বাড়িয়ে অন্যদের ধরে ফেলতে এগিয়ে গেল।

প্রিন্স চেঁচিয়ে বলল, "আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার আশা আমি কিছুতেই ছাড়ব না।" হাত ধরে কাছে টেনে সে জেনকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতেই জেন তাকে আঘাত করল; এক লাফে পিছনে সরে গিয়ে হাতের বর্শাটা তার দিকে বাগিয়ে ধরল।

মুহূর্তের জন্য দু'জন নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়াল; আর সেই মুহূর্তে এলেক্সিসের চোখে-মুখে এমন কিছু সে দেখতে পেল যাতে এই সর্বপ্রথম জেন তাকে ভয় পেল। এতক্ষণে সে যেন বিশ্বাস করতে পারল যে প্রিন্সই তার স্ত্রীকে খুন করেছে। কঠিন গলায় বলল, "আমার কথামত ওদের সঙ্গে চলে যান, নইলে আমি আপনাকে খুন করে ফেলব। এখানে জঙ্গলের আইন ছাড়া কোন আইন নেই।"

জেনের কুঞ্চিত আঁখিপাতায় এবং বরফ-ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরে প্রিন্সও বোধ হয় বিপদের আভাষ পেল। তাই সে নিঃশব্দে তার কথামতই এগিয়ে গেল।

বেলা পড়ে আসার আগেই টিব্‌স্, এলেক্সিস ও আনেৎ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই একটা সুবিধা মত জায়গায় পৌঁছে জেন সকলকে থামতে বলল।

ব্রাউন বলল, "এবার তো খাবার ব্যবস্থা করতে হবে মিস।"

জেন বলল, "ঠিক বলেছ; আমি যাচ্ছি, দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।"

ব্রাউন বলল, "আমিও যাব, তবে অন্য দিকে। একজন না একজন কিছু পেয়ে যাবই।"

"ঠিক আছে। তুমি পথটা ধরে এগিয়ে যাও, আর আমি গাছে চড়ে নদীটা বরাবর এগোতে থাকি। আমরা দুজন যাবার পরে তোমরা একটা ঝুপ্‌ড়ি বানাবে এবং জ্বালানী যোগাড় করে রাখবে।"

তিনজনের কারুরই তখন পা চালাবার মত অবস্থা ছিল না। এলেক্সিস বলল, "টিব্‌স্, তুমি যাও তো কাঠ-কুটো যোগাড় করে নিয়ে এস।"

যত কষ্টই হোক, টিব্‌স্ পা বাড়াল।

"আমি তোমাকে সাহায্য করব টিব্‌স্," বলে আনেৎও উঠে দাঁড়াল।

এলেক্সিস তাকে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কিন্তু টিব্‌স্‌কে সাহায্য করতেই হবে।"

"ও নিজেই পারবে। তুমি এখানেই থাক।"

"আপনি কি চান প্রিন্স স্বরভ? আমি যাবই।"

"আমার কথা শোন লক্ষ্মীটি; তুমি যদি এক লক্ষ ফ্রাঁ পাও তো কেমন হয়?"

আনেৎ বলল, "এক লক্ষ ফ্রাঁ পেতে কে না চায়?"

"খুব ভাল কথা; তুমি সেটা পেতে পার—খুব সহজেই।"

"কিন্তু কেমন করে?" আনেতের মনে সন্দেহ জাগল।

"এমন কিছু তোমার কাছে আছে; যেটা আমার চাই; সেটা পেলেই তোমাকে আমি এক লক্ষ ফ্রাঁ দেব; সেটা কি তা তুমি জান।"

"প্রিন্স এলেক্সিস, আপনি কি আপনার কোটের সেই পোড়া টুকরোটার কথা বলছেন?"

"দেখ আনেৎ, ওরা আমাকে গাড্ডায় ফেলুক তা তুমি নিশ্চয় চাও না। যে কাজ আমি করি নি তার জন্য ওরা আমাকে গিলোটিন করুক তাও তুমি নিশ্চয় চাওনা। এ দলের সকলেই আমাকে ঘৃণা করে। তারা যখন পোড়া টুকরোটা আদালতে পেশ করবে, তখন নির্দোষ হয়েও আমার শাস্তি হবে। ওটা আমাকে দিয়ে দাও; কেউ জানতে চাইলে বলো হারিয়ে গেছে। সভ্য জগতে ফিরে গিয়েই তোমাকে এক লক্ষ ফ্রাঁ দিয়ে দেব।"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "না, এ কাজ করতে পারব না। একমাত্র এটার জোরেই মিঃ ব্রাউন বেঁচে যেতে পারে।"

আনেৎ উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এলেক্সিসও লাফিয়ে উঠে তার হাত চেপে ধরে বলল, "ওটা আমাকে দিয়ে দাও; নইলে আমি তোমাকে খুন করব।"

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আনেৎ চীৎকার করে উঠল, "বাঁচাও টিব্‌স্, বাচাও!"

টিব্‌স্ ছুটে এল।

স্বরভ ফিসফিসিয়ে বলল, "আমার পিছনে যদি লাগ, তাহলে ওর মতই তোমাকেও খুন করব।"

কাছে এসে টিব্‌স্ বলল, "কি হল স্যার?"

এলেক্সিস হেসে বলল, "কিছুই হয় নি। আনেতের ধারণা সে একটা সাপ দেখেছে।"

আনেৎ বলল, "সত্যি আমি একটা সাপ দেখেছি।"

এলেক্সিস বলল, "ওর কথা ছাড়। এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে। এবার তুমি যেতে পার টিব্‌স্।"

আনেৎ বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব টিব্‌স্।"

তার কথার জবাব না দিয়ে টিব্‌স্ বলে উঠল, "আরে, ঐ তো মিঃ ব্রাউন দৌড়ে আসছে। নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।"

ব্রাউন বলল, "ব্যাপার কি? কার যেন চীৎকার শুনতে পেলাম। আনেৎ তুমি কি চীৎকার করেছিলে?"

এলেক্সিস বলল, "আনেৎ একটা সাপ দেখেছিল।"

"কোথায় সাপ?" ব্রাউন বলল। "মেরে ফেলেছ তো?"

মেয়েটি বলল, "না; মারবার মত কিছু ছিল না হাতের কাছে। কিন্তু সাপটা যদি আবার আমাকে ভয় দেখায় তাহলে তুমি সেটাকে মারবে।"

"আরে, তা তো মারবই। সেটা কোথায়?"

এলেক্সিস বলল, "পালিয়ে গেছে।"

তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে আনেৎ বলল, "দ্বিতীয় বার আর পালাতে পারবে না।"

ব্রাউন পকেট থেকে অনেক ফল বের করে মাটিতে রেখে বলল, "জানি না এগুলি বিষফল কি না। লেডি গ্রেস্টোক এলেই সেটা বলতে পারবেন।"

"ঐ তো তিনি আসছেন," আনেৎ বলল।

তাকে দেখে এলেক্সিস বলল, "খাবার কিছু জুটল?"

জেন বলল, "শুধু ফল। ভাল কিছুই জোটে নি।" মাটিতে রাখা ফলগুলি দেখে বলল, "এই একই ফল। খেতে খুব স্বাদু নয়, তবে নির্ভয়ে খাওয়া চলতে পারে।"

লাঠির মাথায় ফলগুলিকে বেঁধে আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে কি ভাবে সেগুলিকে আরও স্বাদু করা যায় সেটা জেনই সকলকে দেখিয়ে দিল। তাছাড়া খিদের মুখে যে যা পেল মুখ বুজে তাই খেয়ে নিল। এমন কি স্বরভ পর্যন্ত। সকলেই যখন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত তখন নিকটস্থ একটা গাছের পাতার আড়াল থেকে দুটি চোখ তাদের উপর নজর রাখছিল।

রাতের পাহারার প্রশ্ন উঠলে ব্রাউন বলল, "পাহারার কাজটা পুরুষদের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হোক, আর জেন ও আনেৎকে রেহাই দেওয়া হোক। কিন্তু আনেৎ নাছোড়বান্দা, সে পাহারা দেবেই। বলল, "ওঃ নীল, শুধু একটিবার। দোহাই তোমার।"

ব্রাউন বলল, "ও সব চলবে না।"

আনেৎ তবু বলল, "বেশ, মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। তোমার পালা তো দুটো থেকে চারটে, তারপর পাঁচটা পর্যন্ত আমি পাহারা দেব। তারপর গ্রিফকে ডেকে দেব। ততক্ষণে প্রায় ভোর হয়ে যাবে।"

জেন বলল, "দিক না একঘণ্টা পাহারা। ওর যখন এত ইচ্ছা।"

ব্রাউন বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো এটাই শেষবার।"

ধুনির চারপাশে শরীর এলিয়ে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। আটটার সময় টিব্‌স্ ব্রাউনকে ডেকে দিল প্রথম পাহারার জন্য।

অতিরিক্ত ক্লান্তিবশত টিব্‌স্ শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। কনুইতে ভর দিয়ে মুখ তুলে আনেৎ চারদিকে তাকাল। তারপর উঠে ব্রাউনের পাশে গিয়ে বসে পড়ল।

"তুমিও শুয়ে পড়গে," ব্রাউন বলল।

"তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে নীল।"

"ব্যাপার কি? ওই সাপের ব্যাপারটার মধ্যে কিছু গড়বড় আছে বলে মনে হচ্ছে। সব কথা খুলে বল তো।"

আনেৎ বলল, "ওকে আমার বড় ভয় নীল। কথা দাও ওকে কিছু বলবে না। ও আমাকে শাসিয়েছে যে সব কথা বলে দিলে আমাকে খুন করবে।"

ব্রাউন সোজা হয়ে বসল। রেগে বলল, "তোমাকে খুন করবে! আচ্ছা, আমিও ওকে দেখে নেব। কিন্তু তার আগে বলতো ব্যাপারটা কি?"

"মিঃ এলেক্সিস সেই কোটের কাপড়ের টুকরোটা আমার কাছ থেকে নিতে চেষ্টা করেছিল।"

"তখনই বুঝি তুমি চীৎকার করেছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"ব্যাটাকে আমি দেখে নেব। তোমার কোন ভয় নেই।"

"তুমি কাছে থাকলেই আমি নির্ভয়। তুমি না থাকলে যে আমি কি করতাম।"

ব্রাউন হেসে বলল, "তুমি দেখছি আমাকে একটু একটু ভালবাস।"

"আমি তোমাকে অনেকখানি ভালবাসি নীল।"

আনেৎকে কাছে টেনে নিয়ে ব্রাউন বলল, "মনে হচ্ছে আমিও তোমাকে অনেকখানি ভালবাসি।"

আনেৎ ব্রাউনের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি নীল!"

সেই মুহূর্তে ওদের মনে হল, এ রাত শুধুই ওদের দুজনের; এ জগৎটাও ওদের দুজনের। কিন্তু ওরা জানত না যে গাছের উপর নিঃশব্দে বসে একজন ওদের উপর নজর রেখেছে।

ছটার সময় পাহারা শেষ করে টিব্‌স্ আবার ব্রাউনকে ডেকে দিল। চারটে বাজলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রাউন আনেৎকে ডেকে দিল।

আনেৎ বলল, "এবার তুমি শুয়ে পড়, আমি পাহারা দেব।"

"কিছুক্ষণ তোমার পাশে বসি," ব্রাউন বলল।

"না সে রকম তো কথা ছিল না। আমি একাই পাহারা দেব।"

সমস্ত শিবির নিঃশব্দ হয়ে গেল—সে নৈঃশব্দ্য ভাঙল ভোর হলে জেনের ঘুম ভাঙার পরে। উঠে বসে জেন চারদিকে তাকাল। কেউ পাহারায় নেই। পাহারায় থাকার কথা প্রিন্সের; কিন্তু তখন সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

জেন গলা তুলে বলল, "ঘুম-কাতুরের দল, এবার উঠে পড়।"

ব্রাউন ঘুম-ঘুম চোখে উঠে বসে চারদিকে তাকাল। এলেস্কিনকে সন্ত ঘুম ভেঙে উঠতে দেখে ঠাট্টা করে বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম মহান ডিউকই পাহারায় আছেন। তার বদলে আপনি পাহারা দিয়েছেন বুঝি?"

জেন বলল, "আমি তো উঠে দেখলাম কেউ পাহারায় নেই।" পরক্ষণেই চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, "আনেৎ কোথায়?"

ব্রাউন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চীৎকার করে ডাকল, "আনেৎ!" কোন উত্তর এল না। আনেৎ চলে গেছে।

১৮—একটুকরো কাগজ

নকিমা যদি মানুষ হত তাহলে ভোর হতেই বলত যে সারা রাত তার চোখে এক ফোটা ঘুমও ছিল না। সত্যি, রাতটা দুশ্চিন্তায়ই কেটেছে: কেন সে টারজনের সঙ্গে থাকে নি। মনে মনে স্থির করল, সকাল হলেই শিবিরে ফিরে যাবে। কিন্তু সকাল হলে তার বানর-মনটা বদলে গেল। নতুন সঙ্গিনীটিকে নিয়েই সে মেতে উঠল। ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে, কখনও আগ ডালে উঠে, আবার কখনও বা নীচু ডালে নেমে দুজনে ক্রমাগতই পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল।

নকিমা খুব খুশি। ঝিকিমিকি রোদ উঠেছে। বুঝি চিরদিনই এমন রোদ থাকবে। আর একটা ভয়ংকর শীতের দিন যে দ্রুত এগিয়ে আসছে সেটা সে বুঝতেই পারে নি। তার এক হাতে ছোট লাঠির কাটা মাথায় লটকানো একটা নোংরা, দুমড়ানো খাম। সেটাই তার একমাত্র সম্পদ ও খেলনা। সারাক্ষণ সেটাকে সে হাতছাড়া করে নি।

সেই লাঠি ও খামের উপর ছোট বানরীটারও খুব লোভ। বার বার সেটা হাতাবার চেষ্টা সে করতে লাগল। সে যত তাড়া করে নকিমা ততই ছুটে পালায়। এমনি করে দূর থেকে বহু দূরে তারা চলে গেল গাছের ডালে ডালে ঝুলে।

তক্কে-তক্কে থেকে একসময় বানরটা উঁচু ডাল থেকে নকিমার পাশে লাফিয়ে নেমে এসে লাঠির ডগা থেকে খামটা নিয়ে পালিয়ে গেল। লাঠিটা না

পেয়ে তার দুঃখ হল বটে, কিন্তু যা পাওয়া গেল সেটাই লাভ। বানরীটা খাম নিয়ে ছুটতে লাগল। নকিমা তার পিছু নিল। কিন্তু বানরীটার গতি দ্রুততর। একসময় সে নকিমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। হতোদ্যম হয়ে নকিমা থমকে থেমে গেল। হায়রে! তার খেলনার অর্ধেকটা গেল, আবার নতুন সঙ্গিনীটিও হারিয়ে গেল।

কিন্তু না, সঙ্গিনাটি হারায় নি। কিছুটা এগিয়েই নকিমা দেখতে পেল, একটা দোডালায় আরাম করে বসে বানরীটা ফল চিবুচ্ছে। তার কাছে গিয়ে নকিমা খামটা চাইল। সেটা সে হারিয়ে ফেলেছে। নকিমার ইচ্ছা হল এক ঘুসিতে তার নাকটা ভোঁতা করে দেয়। কিন্তু তার চাইতে বেশী ইচ্ছা হল তাকে আদর করার। সাদরে নকিমা সঙ্গিনী বানরীটাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বেরিয়ে পড়ল খামটার খোঁজে। কিন্তু পথে এক সার শুঁয়োপোকা দেখতে পেয়ে টপাটপ সেগুলোকে ধরে ধরে খেতে শুরু করল। এমন মহাভোজ সামনে পেয়ে সে খামটার কথা বেমালুম ভুলে গেল।

পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। নদী চিরকালই নকিমার মনকে টানে। সে নদীর তীর বরাবর হাঁটতে লাগল।

এক সময় সে থমকে দাঁড়াল। নদীর উপর খানিকটা খোলা জায়গায় মানুষের তৈরি একটা ছোট কুটির। নিশ্চয় কাছেপিঠে গোমাঙ্গানিরা আছে। নকিমা ভয় পেল, আবার কৌতূহলও হল। চারদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। সাহসে ভর করে গাছ থেকে নেমে কুটিরের দিকে এগিয়ে গেল। সঙ্গিনীটিও সঙ্গে গেল।

দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। কেউ নেই। ভিতরে ঢুকল। বিছানা ও জামা-কাপড় মেঝেতে ছড়ানো। সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে চোখ পড়ল দেয়ালে আটকানো একটুকরো কাগজের উপর। খুশিতে লাফিয়ে উঠে সেটা হাতিয়ে নিয়ে নকিমা ছুটে কুটির থেকে বেরিয়ে এল। চটপট উঠে গেল একটা বড় গাছের একেবারে মগডালে। তার পিছন পিছন গেল ছোট্ট সঙ্গিনীটি। লাঠির মাথার ফাঁকের মধ্যে কাগজটাকে ভরে দিয়ে সেটা নিয়েই খেলায় মেতে উঠল। কুটিরের মধ্যে যা দেখে এসেছে তার কথা একেবারেই ভুলে গেল।

যে লম্বা সৈনিকটি লাঠির মাথায় একটুকরো কাগজ নিয়ে টারজনের কাছে এসেছিল তার কথাই আবার মনে পড়ে গেল। নকিমা স্থির করল সেও ঐ কাজই করবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। যে শিবিরে টারজন ও ওয়াজিরিদের ছেড়ে সে চলে এসেছিল সেই দিকেই ছুটতে শুরু করল।

পড়ন্ত বেলায় সেখানে পৌঁছে তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হল; বন্ধুরা সকলেই সেখান থেকে চলে গেছে।

সে দুঃখ পেল। ভয়ও হল। কিন্তু সঙ্গিনীটি পাশে এসে বসতেই দুঃখ

দূরে গেল।

বিপদের উপর বিপদ। যে বানরের দলটা ছেড়ে তার সঙ্গিনী এসেছিল তার কাছে, সেই দলটি হঠাৎ কিচির মিচির করতে করতে তাকে আক্রমণ করল। তাদের বুড়ো সর্দারের দাঁত-মুখের খিঁচুনি দেখে নকিমা ভয় পেয়ে গেল। একবার ভাবল মাটিতে নেমে যুদ্ধই করবে, কিন্তু সাহসে কুলোল না। পালাতে চাইল। সঙ্গিনীটি এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সেও সঙ্গে যাবে। সঙ্গীকে ছাড়বে না। যত ছাড়াতে চায় সঙ্গিনী ততই তাকে আঁকড়ে ধরে। শেষ পর্যন্ত নকিমা সঙ্গিনীর হাত কামড়ে দিল; মুখে আঘাত করল; সঙ্গিনীও তাকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নকিমা ছুটতে লাগল। তার হাতের লাঠির ডগায় কাগজের টুকরোটা পত্‌ পত্‌ করে উড়তে লাগল।

ছুট-ছুট-ছুট। ক্লান্তিতে যখন আর পা চলে না তখন নকিমা থামল। পিছন ফিরে তাকাল। শত্রুপক্ষের কাউকে দেখতে পেল না। এবার সে ফিরে চলল বিজয়-গর্বে।

যেতে যেতেই একসময় টারজন ও ওয়াজিরিদের পথের হদিস পেয়ে গেল। সে জানে, তারা উত্তর দিকে গেছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে গন্ধ শুঁকল। নাকে এল বন্ধুদের গায়ের গন্ধ। ভরসা পেয়ে আবার ছুটতে লাগল।

রাতটা কাটাল গাছের মগডালে। চিতাবাঘ শীতা সেখানে উঠতে পারবে না।

১৯—ঘৃণা ও কামনা

আনেৎ শিবিরে নেই। অভিযাত্রীরা সকলেই কেমন যেন শুব্ধ হয়ে গেল।

জেন বলল, "তার কি হতে পারে? আমি জানি সে জঙ্গলে বেড়াতে যায় নি। জঙ্গলকে সে ভয় করে।"

ব্রাউন ধীরে ধীরে সৃবরভের দিকে এগিয়ে চলল। তার মনে খুন চেপেছে; চোখে তারই স্ফুলিঙ্গ-দীপ্তি। বলল, "আপনিই জানেন সে কোথায়। বলুন, তাকে কি করেছেন!"

দুই হাত তুলে পিছনে সরে গিয়ে সৃবরভ বলল, "আমি কিছু জানি না। আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম।"

ব্রাউন বলল, "আপনি মিথ্যেবাদী।"

সৃবরভ চেঁচিয়ে বলল, "দূরে সরে যাও। জেন, ওকে আর এগোতে দিও না; ও আমাকে মেরে ফেলবে।"

ব্রাউন হুংকার দিয়ে উঠল, "ঠিক বলেছেন ; আমি আপনাকে খুন করব।"

স্বরভ মুখ ঘুরিয়ে দৌড়তে শুরু করল।

ব্রাউন এক লাফে তার পিছু নিল। ডজন খানেক পা ফেলেই ভয়ার্ত লোকটিকে ধরে ফেলল। তার কাঁধ চেপে ধরল। বেপরোয়া হয়ে স্বরভও আঁচড়ে-কামড়ে, ঘুসি মেরে তাকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু মার্কিনীটি তাকে মাটিতে ফেলে তার গলা চেপে ধরল।

বলল, "কোথায় সে ? বলুন, কোথায় সে ?"

স্বরভ ঢোক গিলে বলল, "আমি জানি না। ঈশ্বরের নামে বলছি, আমি জানি না।"

"তাহলে মরুন।" ব্রাউনের শক্ত মুঠি আরও চেপে বসল।

যে ঘটনাটা বলতে এত সময় লাগল সেটা কিন্তু ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে।

জেনও চুপ করে নেই। যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ব্রাউন স্বরভকে খুন করতেই চাইছে, তখনই বর্শাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল। বর্শার তীক্ষ্ণ মুখটা ব্রাউনের বাঁদিকে পাঁজরের উপর বসিয়ে বলল, "ওকে ছেড়ে দাও ব্রাউন, নইলে এই বর্শা আমি তোমার হৃদপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেব।"

ব্রাউন বলল, "আপনি আমাকে খুন করবেন মিস ?"

জেন বলল, "আমি তোমাকে খুন করতে চাই না ব্রাউন। কিন্তু আমার হুকুম তোমাকে মানতেই হবে। মনে রেখো, এ অভিযানের আমিই অধিনেত্রী। তুমি বোকার মত কাজ করছ ব্রাউন ; তুমি যা বলছ তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ তো এখনও পাও নি। ভুলে যেয়োনা যে এখনও পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন তদন্তই আমরা করি নি।"

ধীরে ধীরে ব্রাউনের মুঠি আলগা হয়ে গেল। স্বরভকে ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, "আপনি ঠিক কথাই বলেছেন মিস। আপনার বিচার সব সময়ই সঠিক। কিন্তু বেচারি আনেৎ—এই ইঁদুরটা সম্পর্কে কাল রাতে সে আমাকে যা বলেছিল তাতেই আমার মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল।"

"সে কি বলেছিল ?" জেন শুধাল।

"ওই লোকটা কাল রাতে আনেতের কাছ থেকে সেই পোড়া কাপড়ের টুকরোটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল ; তারপর তাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল যে এ কথা কাউকে বললে তাকে খুন করবে। কাল যে আনেৎ চীৎকার করেছিল সেটা কোন সাপ দেখে নয়, ওকে দেখে। সে বেচারি ওকে ভীষণ ভয় করত মিস।"

"এ কথা সত্যি এলেক্সিস ?" জেন জানতে চাইল।

এলেক্সিসের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছে। কোন রকমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "না। আমি শুধু কাপড়টা চেয়েছিলাম সেটা আমার কিনা।

তাই দেখতে, আর অমনি আমাকে বিপদে ফেলার জন্যই ও চেঁচিয়ে উঠল।"

জেন বলল, "দেখুন, এভাবে কিছুই বোঝা যাবে না। আপনারা সকলেই যে যেখানে আছেন থাকুন, আমি একবার চারদিক ঘুরে পায়ের ছাপগুলো দেখে আসি। সকলে ঘোরাঘুরি শুরু করলে কোন ছাপ থাকলেও তা চাপা পড়ে যাবে।"

মাটির দিকে নজর রেখে সে ধীরে ধীরে শিবিরের চারদিকে হাঁটতে লাগল। এক সময় বলে উঠল, "এই তো রয়েছে। এই পথেই সে হেঁটে গিয়েছে; কিন্তু তখন তো সে একা ছিল।"

আনেতের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আরও কয়েক গজ এগিয়ে জেন থেমে গেল। বলল, "পায়ের ছাপ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে—ঠিক এই গাছের নীচে। কোন রকম সংঘর্ষের কোন চিহ্ন নেই। বেশ ধীর পায়েই সে হেঁটে গেছে। অন্য কারও পায়ের ছাপও নেই। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার!"

জেন মুহূর্তকাল দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের ছাপের দিকে তাকিয়ে পরে মাথার উপরকার গাছের ডালের দিকে তাকাল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে একটা ডাল ধরে ঝুলে সেই গাছে চড়ে বসল।

ব্রাউন ছুটে এসে শুধাল, "কিছু কি দেখতে পেলেন মিস?"

জেন উত্তর দিল, "একটা মানুষ তো হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে না। আনেৎ পায়ে হেঁটে এই গাছের নীচ পর্যন্ত এসেছে; এখানেই তার পায়ের ছাপ শেষ হয়েছে; অথচ সে শিবিরেও ফিরে যায় নি। তাহলে একটি মাত্র স্থানেই সে যেতে পারে, আর সেটা হচ্ছে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

ব্রাউন বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু সে তো আপনার মত লাফিয়ে ওখানে উঠতে পারে নি; সেটা তার পক্ষে সম্ভবই নয়।"

জেন বলল, "সে লাফ দিয়ে ওঠে নি। তা করলে পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যেত। তাকে উপরে তুলে আনা হয়েছিল।"

"উপরে তুলে নিয়েছে! হায় ভগবান!' কে তুলে নিয়েছে?" ব্রাউনের গলা আবেগে কাঁপছে।

টিব্‌স্‌ বলল, "যদি অনুমতি দেন তো বলি, হয় তো কোন সাপ একাজ করেছে; শরীর দিয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরে তারপর গাছের উপর তুলে নিয়েছে।"

ব্রাউন বলল, "তাহলে তো সে চেঁচামেচি করত; কোন চীৎকার তো আমরা শুনি নি।"

টিব্‌স্‌ বলল, "সাপরা শিকারকে এমন ভাবে মোহিত করে যে তারা অসহায় হয়ে পড়ে।"

জেন ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, "ওসব গাঁজাখুরি গল্প রাখ তো টিব্‌স্‌। আমি বিশ্বাস করি না যে সাপ এমন সব কাজ করতে পারে। আর সাপ

আনেৎকে তুলে নেয় নি। এখানে গাছের উপর একটি মানুষই ছিল এবং অনেকক্ষণ যাবৎই ছিল। যদি মানুষ নাও হয়, অবশ্যই মানুষের মত কোন জীব।"

"সেটা কি করে বলছেন মিস ?" ব্রাউন শুধাল।

"এই বড় ডালটার উপর এইখানে সে বসেছিল। ডালের বাকলটা একটু ঘসরে গেছে; তাতেই বোঝা যায় যে সে অনেকক্ষণ এখানেই ছিল; আরও দেখ, তার চোখ যেখানে ছিল সেই জায়গা আর শিবিরের মাঝখানের কয়েকটা ছোট ডাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে যাতে শিবিরটা এখান থেকে ভাল দেখা যায়। সে যেই হোক না কেন অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের উপর নজর রেখেছিল।"

এলেক্সিস চেঁচিয়ে বলল, "কী সাংঘাতিক!"

জেন বলল, "আর যাই হোক সে ভূত নয়।" লাফ দিয়ে ব্রাউনের পাশেই মাটিতে নেমে তার কাঁধে হাত রেখে আবার বলল, "আমি দুঃখিত ব্রাউন; আমি জানি সে তোমার খুবই প্রিয় ছিল; কিন্তু আমাদের তো কিছুই করার নেই; বরং ফিরে যাবার পথে কোন থানা চোখে পড়লে সেখানে জানিয়ে যেতে পারব; তারা হয় তো তদন্তের ব্যবস্থা করবে।"

ব্রাউন বলল, "তখন তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। মনে হচ্ছে ইতিমধ্যেই দেরী হয়ে গেছে। সে আর বেঁচে নেই।"

নিঃশব্দে কিছু মুখে দিয়ে সকলে আবার সেই ব্যর্থ অভিযানে পা বাড়াল। কারও মুখে কথা নেই। উপর্যুপরি বিপদের আঘাতে সকলেই হতবাক। পদে পদে সন্দেহ, আতংক আর অবিশ্বাস।

দলের সকলের শেষে হাঁটছে জেন। তার ঠিক সামনে এলেক্সিস; তার পায়ে ঘা হয়েছে; ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা টিবসের; মাংসপেশীতে টান ধরায় সে খুব কষ্ট পাচ্ছে।

চলতে চলতে স্ববরভ শুধাল, "এখন কি আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে একাজ আমি করি নি?"

"আপনি করেছেন তা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই," জেন জবাব দিল।

"তাহলে অন্য খুনটার বেলায় আমাকে সন্দেহের সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? আপনি নিশ্চয় জানের যে কিটিকে খুন করতে আমি পারি না।"

জেন বলল, "আমার কথায় কি যায়-আসে? ওটা তো আদালতের ব্যাপার।"

"আমার কাছে তোমার কথার যে কত দাম তা তুমি জান না জেন।"

জেন সোজা জবাব দিল, "আমার জেনে কাজ নেই।"

স্ববরভ কিন্তু নাছোড়বান্দা। "কিন্তু আমি চাই তুমি সেটা জান। আর

পর্যন্ত আমি তোমার মত কাউকে দেখি নি। তোমার জন্য আমি পাগল জেন চ তুমিও নিশ্চয় সেটা লক্ষ্য করেছ।" বলেই সে জেনের হাত ধরে তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করল।

এক ঝট্‌কায় জেন হাতটা ছাড়িয়ে নিল। প্রচণ্ড জোরে একটা চড় কসাল সুবরভের গালে। সঙ্গে সঙ্গে লর্ডের মুখের ভাব পাল্টে গেল। তীব্র ক্রোধে বিকৃত মুখে সে বলে উঠল, "আমি তোমাকে দেখে নেব—"

"কি দেখে নেবে হে?" প্রশ্ন করল একটি ক্রুদ্ধ পুরুষ-কণ্ঠ।

দুজনই মুখ তুলে তাকাল। তাদের দিকে এগিয়ে আসছে ব্রাউন। পিছনে টিব্‌স্‌। পাইল-টর ডান হাতে হাত-কুড়ুলটা ঝুলছে। সুবরভ ভয়ে কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল।

ব্রাউন বলল, "আজ তোমাকে শেষ করে ফেলব।"

জেন দুজনের মাঝখানে গিয়ে বলল, "না ব্রাউন, আইনকে তুমি নিজের হাতে নিতে পার না।"

"কিন্তু ও যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ আপনি নিরাপদ নন, আমরা কেউ নিরাপদ নই।"

জেন দৃঢ় গলায় বলল, "নিজেকে বাঁচাতে আমি জানি। আর আশা করি তোমরাও তা পার।"

ব্রাউন ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত মাথা নামাল। বলল, "ঠিক আছে। অপেক্ষা করেই থাকব।" স্বল্প কয়েকটি কথার মধ্যে যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে সেটা সুবরভও বুঝতে পারল।

সেদিন রাতের জন্য আবার তারা নদীর ধারে যাত্রা-বিরতি ঘটাল। সঙ্গে সঙ্গে সুবরভ ও টিব্‌স্‌ মাটির উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। জেন ও ব্রাউন শিকারে বের হল রাতের খাবারের সন্ধানে।

টিব্‌স্‌ ও সুবরভ হাতে-হাতে একটা অস্থায়ী ঝুপড়ি বানিয়ে ফেলল। ধুনির জন্য কিছু কাঠ-কুটো জোগাড় করে আগুনও জ্বালল।

সন্ধ্যা নাগাদ জেন ও ব্রাউন ফিরে এল একটা ছোট হরিণ মেরে। টিব্‌স্‌ সেটাকে কেটে-কুটে আগুনে ঝল্‌সাতে শুরু করে দিল। অন্যরা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সকলেই অল্পস্বল্প পেটে দিয়ে আগুনের পাশে শুয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল টিব্‌স্‌। স্থির হল, পুরুষরাই একের পর এক রাত জেগে পাহারা দেবে।

ভোর চারটের সময় পাহারার দ্বিতীয় পালা শেষ করে টিব্‌স্‌ ডেকে দিল এলেক্সিসকে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সুবরভ ধুনিতে আরও কাঠ চাপিয়ে দিল। তারপর সেদিকে পিছন ফিরে রাতের অন্ধকারে চোখ রাখল। ধুনির আগুনকে ছাড়িয়ে দূরে যেন দাঁড়িয়ে আছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের এক কালো

প্রাচীর—নানা নামহীন আতংকের এক রহস্যময় জগৎ।

ভয় পেয়ে জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ব্রাউনের পাশে রাখা হাত কুড়ুলটার দিকে নজর পড়ল। সেখান থেকে দৃষ্টি সরে গেল জেনের উপর। কী অপরূপ সুন্দরী! কেন সে তাকে ফিরিয়ে দিল? নিশ্চয় ব্রাউনই তার মনকে বিষিয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ এলেক্সিসের মনে হল, এই লোকটা যদি মারা যেত তাহলে তার নিজের জীবন নিরাপদ হত—তার আর জেনের মাঝখানে দাঁড়াবার কেউ থাকত না।

উঠে পায়চারি করতে করতে সে বারে বারে ব্রাউন ও তার কুড়ুলটার দিকে তাকাতে লাগল।

টিব্‌সের কাছে গিয়ে কান পাতল। লোকটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রাউনও।

ব্রাউন যদি মারা যেত! চিন্তাটা বার বার তার মনে আসতে লাগল, বার বার আঘাত করতে লাগল তার ক্লান্ত মস্তিষ্ক। হঠাৎ একটা সংকল্প স্ববরভের মনের মধ্যে শানিত হয়ে উঠল। চুপি চুপি এগিয়ে গেল ঘুমন্ত ব্রাউনের দিকে। একটু দাঁড়াল। তারপর এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। একাগ্র চিত্তে কান পেতে চুপচাপ বসে রইল। তারপর খুব সাবধানে তার একটা হাত এগিয়ে গেল কুড়ুলটার দিকে।

ঘুমের মধ্যেই ব্রাউন পাশ ফিরল। স্ববরভ ভয়ে ঠাণ্ডা। গভীর ঘুমের নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসে পাইলটের বুকটা আবার ওঠা-নামা করতে লাগল। স্ববরভ হাত বাড়িয়ে কুড়ুলটা তুলে নিল। ঘুমন্ত লোকটির কপালের উপর কড়া নজর রেখে কুড়ুলটাকে তুলল।

২০·–নকিমার খেলা

কাভুরুদের গ্রামের সন্ধানে টারজন ও ওয়াজিরিরা ক্রমাগত এগিয়েই চলেছে। ভোরের কুয়াসা ঢেকে দিয়েছে সূর্যের মুখ। অভিযাত্রীদের মন-মেজাজও ভাল নেই। দিনের পর দিন তারা পথ চলছে। স্বদেশ থেকে বহু দূরে চলে এসেছে। অথচ তারা যে কাভুরুদের দেশে যাবার সঠিক পথেই চলেছে এরকম কোন চিহ্ন বা ইঙ্গিত তারা আজও পর্যন্ত পায় নি। কে জানে এ সবই পণ্ডশ্রম কি না।

ওয়াজিরিরা কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছে যে তারা বুঝি এক মিথ্যার

পিছনে ছুটে চলেছে। তবু অসীম সাহস এবং নেতার প্রতি অকম্পিত আনুগত্য বশতই তারা মুখ বুজে এগিয়ে চলেছে।

আর শুধু কি ওয়াজিরিরাই? এই কুয়াসাঢাকা শীতের ভোরে ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে সেই একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে একটি মন-মরা ছোট্ট বানর। এক হাতে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা লাঠি; তার মাথায় উড়ছে একটুকরো কাগজ। নকিমা যে এখনও সেটা ফেলে দেয় নি এটাই আশ্চর্য।

রোদ উঠল। নকিমার শরীর গরম হয়ে উঠল। তার মনও চাঙ্গা হল। পথে একটা পাখির বাসা লুঠ করে কয়েকটা ডিম খেয়ে নতুন উদ্যমে আবার অভিযান শুরু করল।

তার পরেই এল তার সুখের পরম মুহূর্তটি। পথের সামনেই সে দেখতে পেল আবলুস-কালো দশজন সৈনিকের একটি দল সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে, আর তাদের সামনে চলেছে এক শ্বেতকায় দৈত্য—তার ঈশ্বর। আনন্দে নকিমা চীৎকার করে উঠল। তার ঠিক নীচেকার মানুষগুলি মুখ তুলে তাকাল। নকিমা যেন উড়ন্ত পাখির মত ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ল টারজনের কাঁধের উপর।

টারজন বলল, "এতদিন নকিমা কোথায় ছিল? টারজন তো ভেবেছিল যে শীতা তাকে ধরেছে।"

বানরটি জবাব দিল, "ছোট্ট নকিমা বনের সব 'মনু'দের সঙ্গে লড়াই করে তবে এখানে এসেছে।"

টারজন হেসে বলল, "ছোট্ট নকিমা খুব বাহাদুর।" এবার তার নজর পড়ল নকিমার হাতের লাঠিটার দিকে। কৌতুহলী হয়ে সে আরও ভাল করে লাঠি ও কাগজটা লক্ষ্য করে বলল, "তোমার লাঠির ডগায় ওটা কি নকিমা? কোথায় পেলে? টারজন তোমাকে যেটা দিয়েছিল এতো সেটা নয়। আমাকে দাও তো দেখি।" টারজন হাত বাড়াল।

নকিমা ভাবল, এও বুঝি একটা নতুন খেলা। টারজন এটা নিতে চাইবে, আর সে কিছুতেই দেবে না; তবেই তো খেলা জমে উঠবে। সুতরাং আস্তে টারজনের কাঁধ থেকে লাফিয়ে উঠে সে পালিয়ে গেল। তার হাতের লাঠির ডগায় আটকানো কাগজটা উড়তে লাগল।

টারজন যত তাকে ফিরে যেতে ডাকে, তত সে খেলায় মেতে উঠে দূরে আরও দূরে চলে যেতে থাকে। লাঠির মাথায় যে খবরটি বাতাসে উড়ছে তা যদি টারজন জানত তাহলে কিছুতেই সে নকিমাকে যেতে দিত না। কিন্তু সে তো কিছুই জানে না। এমন সব তুচ্ছ জিনিসের উপর কত সময়ই না মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করে।

অনেক দূর চলে গিয়ে নকিমা যখন দেখল যে টারজন তাকে তাড়া করছে না, তখন তার খেলার উৎসাহে ভাটা পড়ল। মনিবের কাছে ফিরে যাবার

জন্তু ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু আর একবার বাদ সাধল নিয়তি! এবার নিয়তি দেখা দিল সদ্য-উদ্গত পাখনা একটি ছোট পাখির রূপে।

তাকে দেখেই নকিমা সব কিছু ভুলে গেল। সে পাখিটার পিছু নিল। পাখিটা বসল একটা ছোট ডালে। গুড়ি মেরে সেখানে পৌঁছে হাত বাড়াতেই সেটা ফুরুৎ করে উড়ে গেল। বার বার একই ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে ছোট পাখিটা নকিমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

অকারণেই নকিমা পাখিটাকে তাড়া করে ফিরল। অকারণেই অনেক সময় নষ্ট করল। কিন্তু এমন তো মানুষও অনেক সময় করে। সেও তো আলেয়ার পিছনে ছোটে।

নকিমা স্থির করল, এবার টারজনের কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু আবার বাধা এল। উত্তর দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। মানুষের কণ্ঠস্বর।

অনেক উঁচু থেকে নীচে তাকিয়ে দেখল, দুজন টার্মাঙ্গানি—একজন পুরুষ, একজন নারী। পুরুষটিকে দেখে ভয় পেলেও এত উঁচুতে থাকার জন্য সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে খুশি হল। এরকম কোন সাদা মানুষ সে আগে কখনও দেখে নি। এরকম বেশভূষার কালো কালো গোমাঙ্গানি দেখেছে, কিন্তু এরকম সাদা মানুষ দেখে নি।

লোকটি যেমন দশাসই তেমনি শক্তিশালী। হিংস্র শয়তানের মত তার মুখ। ছয় বা আট ইঞ্চি লম্বা একটা হাড় বা হাতির দাঁতের টুকরো তার নাকটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেঁধোনো; মাথায় পাখির পালক গোঁজা; মুখটা রং করা; কানে রিং, আর চওড়া বুক জুড়ে মানুষের দাঁতের হার ঝোলানো। পরনে একটুকরো গোরিলার চামড়া; বাহুতে, কব্জিতে, গোড়ালিতে নানা অলংকার; তন্তুজ দড়ি দিয়ে কোমরটা পাকে-পাকে জড়ানো; সঙ্গে ছুরি ও বর্শা।

এ টার্মাঙ্গানির কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। অবশ্য তার সঙ্গিনীটিকে দেখে নকিমা মোটেই ভয় পেল না। সে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের জীব—ছোট খাট, সুন্দরী, শরীরের কোথাও অসভ্যদের মত অলংকার নেই। কিন্তু নকিমা একবারও ভাবতে পারল না যে এই মেয়েটি আনেৎ নামের একটি ফরাসী বালিকা, আর এই পুরুষটি তাকে অপহরণকারী এক কাভুরু। নকিমা তো সর্বজ্ঞ নয়।

তবু নকিমার মনে কৌতূহল জাগল। দুজনের উপর নজর রেখে সে গাছের উপর দিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

বিকেল গড়িয়ে গেল। লোক দুটি বন থেকে বেরিয়ে উঁচু পাহাড়ের নীচে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছল। বন থেকে পাহাড়টা খুব বেশী দূরে নয়। ছোট জায়গাটা জুড়ে ছোট ছোট খাড়ি, বড় বড় পাথর ইতস্তত ছড়ানো, আর তার শেষ প্রান্তে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা গ্রাম।

নকিমা আরও দেখল, ফটকটা খুলে গেল ; দুজন ভিতরে ঢুকল ; ফটকটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। এবার হঠাৎ তার মনে হল, রাত নেমে আসছে ; নিজেকে বড়ই একা মনে হল। সে ভয় পেল।

মনে পড়ল টারজনের কথা ; মনে পড়ল তার ব্রোঞ্জ-কঠিন কাঁধের নিরাপদ আশ্রয়ের কথা। ছোট্ট মুঠিতে মাথা-চেঁরা লাঠিটাকে শক্ত করে ধরে লাফিয়ে ফিরে চলল দক্ষিণ দিকে।

২১—রইল বাকি দুই

হঠাৎই টিব্‌সের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাতেই দেখল, উদ্যত কুড়ুল হাতে স্‌বরভ ব্রাউনের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে স্‌বরভ টিব্‌সের দিকে চোখ ফেরাল। আর তাতেই ব্রাউনের জীবন রক্ষা পেল।

টিব্‌সের চীৎকারে সেও জেগে উঠল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়ে একপাশে সরে গেল। স্‌বরভের হাতের কুড়ুল নেমে এল, কিন্তু এক ইঞ্চিরও ভগ্নাংশের জন্য ধারালো ফলাটা ব্রাউনের গায়ে লাগল না ; মুহূর্তকাল আগে যেখানে তার মাথাটা ছিল সেখানকার মাটিতে ঢুকে গেল।

টিব্‌সের চীৎকার শুনে জেনও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ব্রাউন মনস্থির করার আগেই স্‌বরভ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল।

ব্রাউন তার পিছু নিতেই জেন বাঁধা দিয়ে বলল, "ওর পিছু নিও না। কি লাভ হবে ? এমনিতেই তো ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম ; ও আর ফিরে আসার সাহস পাবে না। বরং তুমি ওর পিছু নিলে ও কোথাও লুকিয়ে থেকে পিছন থেকে তোমাকে খুন করতে পারে। এমনিতেই আমরা সংখ্যায় কমে গেছি ; আর কমতে পারি না।"

ব্রাউন ঘুরে দাঁড়াল। "হয়তো আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু মৃত্যুই ওর পাওনা ছিল।"

"এই জঙ্গলে একলা থাকলে সেটা ও এমনিতেই পাবে," জেন যেন ভবিষ্যদ্বাণী করল। পরে বলল, "এবার আমাদের যাত্রা করা উচিত। এখানে থাকার তো কোন অর্থ হয় না।"

"ঠিক বলেছেন মিলেডি," টিব্‌স্ সায় দিল।

ব্রাউন বলল, "আমি তো এই মুহূর্তে পা বাড়াতে রাজি। তবে—"

"তবে কি ?" জেন প্রশ্ন করল।

"আমি আনেতের কথা বলছিলাম। যদিও জানি তার দেখা পাবার কোন

আশা নেই, তবু তো আশা ছাড়তে পারছি না।"

"আমরা সকলেই আশা করে আছি ব্রাউন। তার বেশী আর কি বা আমরা করতে পারি।"

তিনজন আবার পূবদিকে যাত্রা শুরু করল। ঠিক সেই সময় সামান্য দূরের একটা গাছের পাতার আড়াল থেকে এক জোড়া চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে আছে; দুটি মিট্‌মিটে শয়তানী চোখ দুটি পুরুষের উপর থাকলেও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে জেনের উপর।

ব্রাউন চলেছে সকলের আগে। তার পিছনে টিব্‌স্। রাতের বিশ্রাম তাকে অনেকটা চাঙ্গা করে তুলেছে। তারপর চলেছে জেন। গাছের উপর থেকে নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করে চলেছে একটি ক্লান্তিহীন যাত্রী। তার নিষ্ঠুর চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যও জেনের ক্ষীণ তনুর উপর থেকে সরছে না।

যতই সময় যাচ্ছে ততই টিব্‌স্ আবার ক্লান্তি অনুভব করছে। ক্রমেই সে ব্রাউনের কাছ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। জেনের সঙ্গে কথা বলতেও আর ইচ্ছা করছে না। শেষের বার দুই পিছন ফিরে জেন ঠিকমত আসছে কি না দেখতে গিয়ে সে পা হড়কে পড়ে গেল; পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে। তাই আর পিছনে না তাকিয়ে একমনে সামনের দিকেই পা ফেলতে লাগল। তার মনে হল, ব্রাউন বুঝি কোনদিন থামবে না। লোকটা কি দিয়ে তৈরি—লোহা? পা দুটো যেন যন্ত্র—চলছে তো চলছেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাউন থামল। বলল, "রাতের যাত্রা-বিরতির পক্ষে এই জায়গাটাই বেশ ভাল মনে হচ্ছে। আমাদের টিব্‌স্ কি খুব ক্লান্ত?"

ইংরেজটি টল্‌তে টল্‌তে কোনরকমে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। বলল, "ক্লান্ত! মিঃ ব্রাউন, আমার ক্লান্তিকে বোঝাবার মত কোন শব্দ অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারিতে নেই।"

ব্রাউন হেসে বলল, "আমার অবস্থা কিন্তু অতটা শোচনীয় নয়। আর লেডি তো আমাদের সকলের চাইতে তাজাই আছেন। আরে, তিনি কোথায়?"

পিছনে তাকিয়ে টিব্‌স্ বলল, "তিনি তো আমার ঠিক পিছনেই আসছিলেন। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

ব্রাউন যেন ভয় পেল। বলল, "তার তো এতটা পিছিয়ে পড়ার কথা নয়। হাই, আপনি কোথায়! লেডি গ্রেস্টোক!"

কোন সাড়া নেই। দুজনই সাগ্রহে পিছনের দিকে তাকাল। টিব্‌স্ কোন রকমে উঠে দাঁড়াল। ব্রাউন আবার ডাকল। শুধুই নীরবতা। টিব্‌স্ ব্রাউনের মুখের দিকে তাকাল। ভয়ে বিবর্ণ। তার এমন মুখ সে আগে কখনও দেখে নি।

ব্রাউন পিছনের পথ ধরে দৌড়তে শুরু করল। টিব্‌স্‌ও টলতে টলতে

দৌড়তে লাগল। ব্রাউন মাঝে মাঝে থামছে আর জেনের নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। ক্রমে রাতের আঁধার তাদের ঘিরে ধরল।

টিব্‌স্‌ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে; আর চলতে পারছে না। ব্রাউনও শক্তির শেষ সীমায় উপনীত, দুজনই মাটিতে শুয়ে পড়ল।

ক্লান্ত কণ্ঠে ব্রাউন বলল, "কোন লাভ হল না। তিনিও চলে গেছেন—ঠিক আনেতের মতই—আর বোধহয় একই ভাবে। কেন যে তিনি তখন লোকটাকে মারতে দিলেন না? আমিই বা কেন তাকে খুন না করে ছেড়ে দিলাম?"

"আপনি কি মনে করেন এটা প্রিন্সের কাজ?"

"নিশ্চয় তাই; সেই নোংরা—কিন্তু এখন আর তাকে গালাগালি করে কি লাভ। প্রথম বারই তাকে খুন করা আমার উচিত ছিল। তখন কেন যে লেডির কথা শুনতে গেলাম। আমারই বোঝা উচিত ছিল যে হাজার হলেও তিনি মেয়েমানুষ, আর মনটা বড়ই নরম।"

টিব্‌স্‌ বলল, "এতে আপনার কোন দোষ নেই মিঃ ব্রাউন। আমরা সকলেই কথা দিয়েছিলাম লেডি গ্রেস্টোকের কথামত চলব। আপনি সেই কথামতই কাজ করেছেন।"

"কিন্তু এখন আমরা কি করব?"

সসংকোচে টিব্‌স্‌ বলল, "আমার তো মনে হয় আমাদের ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। মিলেডি যেমন বলেছিলেন সেই মত আমাদের এগিয়েই যেতে হবে; তারপর লোকজন নিয়ে এখানে ফিরে এসে তাদের খোঁজ করতে হবে।"

"আমারও মনে হয় যে তোমার কথাই ঠিক। এই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ালে দুটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও আমরা খুঁজে বের করতে পারব না।"

কাছেই কোথাও একটা সিংহের ডাক শোনা গেল।

"চল টিব্‌স্‌, একটা গাছে উঠে পড়ি: দিনের আলোয় যা হয় করা যাবে। এখানকার মাটিতে শুয়ে ঘুমনোটা স্বাস্থ্যকর হবে বলে মনে হয় না।"

"আমার বাবাও তাই বলত। ক্রিমিয়ায় থাকার সময় মাটিতে শোয়ার ফলে তার ভীষণ বাত হয়েছিল।"

ব্রাউন বলল, "তাহলে গাছেই ওঠা যাক। আমি বেতো রোগী হতে চাই না।"

২২—নুমার তাড়া খেয়ে

আতংকের মধ্যে নকিমার রাতটা কাটল। নীচে গর্জন করেছে চিতাবাঘ শীতা; কখনও বা গাছে চড়ে তাড়া করেছে। নকিমা আত্মরক্ষা করতে সরু মগডালে চড়ে ভয়ে ও শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। অবশেষে ভোর হল। ভয় কেটে গেল। নকিমা ডালে ডালে লাফিয়ে টারজন ও ওয়াজিরিদের খোঁজে এগিয়ে চলল। ছোট লাঠিটা তখনও তার হাতেই আছে; লাঠির মাথায় উড়ছে কাগজের টুকরোটা।

কিছুদূর যেতেই মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তার বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে উঠল। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। সে জানে এ কণ্ঠস্বর টারজনের।

সত্যি তাই। গাছের উঁচু ডাল থেকে পালকের মত সহজে নেমে এল বন্ধুর কাঁধে। এক হাতে জড়িয়ে ধরল টারজনের গলা; অপর হাতের লাঠির ডগায় উড়ন্ত কাগজের টুকরোটা এসে গেল সোজা টারজনের চোখের সামনে। লেখাগুলোর উপর দৃষ্টি পড়তেই সে হাতের লেখা সে চিনতে পারল। তবু বিশ্বাস করতে পারল না। এ যে অবিশ্বাস্য; ছোট্ট নকিমার হাতে জেনের হাতে লেখা চিঠি—এ কথা কল্পনা করাও যে ভয়ংকর। দু'জনের হাতের লেখায় কি এত মিল থাকতে পারে?

লাঠির মাথা থেকে টারজন চিঠিটা খুলে নিল; বানরটি কিচির-মিচির করে তাকে বকতে শুরু করে দিল; আর সেই ফাঁকে সে চিঠিটা পড়ে ফেলল। পার্শ্ববর্তী ওয়াজিরি দেখল, তার মুখের ভাব সহসা বদলে গেছে।

মুভিরো বলল, "নকিমা কি কোন খারাপ খবর এনেছে বাওয়ানা?"

"লেডি গ্রেস্টোকের চিঠি। একদল বন্ধুসহ সে বিমানসহ নামতে বাধ্য হয়েছে। কোন এক স্থানে তারা হারিয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে খাবার, না আছে অস্ত্রশস্ত্র।"

নকিমার দিকে ফিরে টারজন আবার বলল, "এ চিঠি তোমাকে কে দিল? সে কি স্ত্রীলোক—কোন টার্মাঙ্গানি?"

ধীরে ধীরে সব কথা নকিমার মনে পড়তে লাগল। বলল, "টার্মাঙ্গানি নয়।"

"তবে কি গোমাঙ্গানি?"

"তাও নয়।"

"তাহলে কে তোমাকে এটা দিয়েছে?"

"কেউ এটা নকিমাকে দেয় নি। একটা ঝুপড়ির মধ্যে নকিমা এটা পেয়েছে।"

টারজন বলল, "সেটা কোথায়? মনে করতে চেষ্টা কর। আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। সেটা কোথায়?"

একটা থাবা তুলে নকিমা পশ্চিমদিক দেখাল। বলল, "তাহলে নকিমার সঙ্গে চল।"

টারজন মুভিরোকে বলল, "তোমার সৈনিকদের উত্তর দিকে কাভুরুদের গ্রামে নিয়ে যাও। তারা যদি বন্ধুর মত ব্যবহার না করে, তোমরা যদি গ্রামে ঢুকে বুইরাকে উদ্ধার করতে না পার, তাহলে সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আর যদি তাকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে পার তাহলে এমন কোন চিহ্ন সেখানে রেখে যেয়ো যাতে আমি সেটা বুঝতে পারি। বুঝেছ?"

"বুঝেছি বাওয়ানা।"

"তাহলে নকিমা ও আমি চললাম লোর্ড গ্রেস্টোকের সন্ধানে।"

অনেক-অনেক পথ ঘুরতে ঘুরতে দুজন এগিয়ে চলল। এক জায়গায় পৌঁছে নকিমা জানাল, এইখানে সে একজন অদ্ভুত পুরুষ টার্মাঙ্গানি ও একটি নারী টার্মাঙ্গানিকে দেখেছিল। টারজনের দৃঢ় প্রত্যয় হল যে তারা নিশ্চয় জেন ও তাকে অপহরণকারী কাভুরু। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করল, যে ঝুপড়ির মধ্যে চিঠিটা পাওয়া গেছে তার খোঁজে ক্ষান্ত দিয়ে সেই দুটি নরনারীর খোঁজেই সে যাবে। কিন্তু তারা যে কোন্ দিকে গেছে তা নকিমা বলতে পারল না। অগত্যা সেই ঝুপড়ির সন্ধানেই তারা এগিয়ে চলল।

সব পরিশ্রম এক সময় সার্থক হল—গাছগাছালির ভিতর দিয়ে নকিমা তাকে সেই আস্তানায় নিয়ে গেল যেখানে পথহারা বিমানযাত্রীরা আশ্রয় নিয়েছিল—যেখানে নকিমা চিঠিটা পেয়েছিল।

এখানে টারজন এমন সব অভ্রান্ত প্রমাণ পেল যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে সেই মন্দভাগ্য যাত্রীদলের মধ্যে জেনও ছিল; আর যে পথ ধরে তারা পূব দিকে গেছে সেটা চিনতেও তার অসুবিধা হল না। আর তো নকিমার সাহায্যের দরকার নেই; নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে গাছের ডালে ডালে সেই অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করল যা তার জীবন-সঙ্গিনীকে গ্রাস করেছে।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কদাচিৎ সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে থাকে। কিন্তু প্রিন্স এলেক্সিস স্বরভের ক্ষেত্রে তাই ঘটল; আর সে প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুর চাইতে কম ভয়ংকর নয়। আসলে স্বরভ একটি মহাকাপুরুষ; সেই রহস্যময় জঙ্গলের ভয়ংকর নৈঃশব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভীরুর মত সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। দুই আতংকের মাঝখানে পড়ে সে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একদিকে জঙ্গলের বাসিন্দাদের ভয় এবং জঙ্গলে একাকি রাত কাটানোর ভয়, আর অন্য দিকে ব্রাউনের ভয়; হাতের কাছে পেলেই ব্রাউন তাকে খুন করবে। তাহলে

কোন্ পথে সে যাবে ?

শেষ পর্যন্ত এলেক্সিস স্থির করল, পশ্চিম দিকেই এগিয়ে যাবে, কারণ সেদিকে চলতে চলতে হয়তো একদিন বেল্‌জিয়ান কঙ্গোর কোন সাদা মানুষদের উপনিবেশে পৌঁছে যেতে পারবে।

প্রথম রাতটা একটা গাছের ডালে চড়ে কাটাল; আতংকে তার চোখে ঘুম এল না। নীচে শিকারী পশুরা ওৎ পেতে আছে। অনেক শিকারের আর্তনাদ তার কানে এল। পশুরাজের গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল। তাছাড়া আছে আরও কতরকম শব্দ—ফিস্‌ফিস্ করা রহস্যময় শব্দ; চিনতে না পারার জন্যই যা আরও বেশী ভয়ংকর।

অবশেষে রাত শেষ হয়ে ভোর হল। গাছ থেকে নেমে এল একটি বীভৎসদর্শন, বিস্রস্ত জীব; নিজের ছায়া দেখে সে চমকে ওঠে; ভয়ে, অনিদ্রায়, ক্ষুধায় একান্ত কাতর; প্যারিসের রাজপথের প্রিন্স স্‌বরভ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীব।

সারাটা দিন সে টলতে টলতে চলতে লাগল। আহার নেই, পানীয় নেই—নিজেরই লোভের এক অসহায় শিকার।

যে ভয় সে করছিল বিকেলের দিকে ঠিক তাই ঘটল। একটা চওড়া সোজা রাস্তা ধরে সে হাঁটছিল, আর মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে দেখছিল। হঠাৎ তার হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। মনে হল, সে বুঝি পড়ে যাবে। মুহূর্তের জন্য যেন পঙ্গু হয়ে গেল।

পথটা যেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত বড় সিংহ। দুই চোখ স্‌বরভের দিকে নিবদ্ধ।

ক্রমে তার সম্বিত ফিরে এল। ধীরে ধীরে সেই পথ ধরেই চলতে লাগল। সে শুনেছে, ছুটতে শুরু করলেই যে কোন শিকারী জন্তু তাড়া করবেই; আর মানুষই হচ্ছে শ্লথতম জীব।

স্‌বরভ চলছে। সিংহটাও তার দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষের চলার সঙ্গে তাল রেখেই চলেছে। মাত্র একটি লাফ; তারপরেই সব শেষ হয়ে যাবে। সতৃষ্ণ নয়নে পাশের গাছগুলোর দিকে তাকাল। হায়রে, সেখানে উঠে যাবার মত শক্তিও তার নেই।

পথটা বাঁক নিতেই সিংহটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে স্‌বরভ ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তকাল পরে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। খুবই কাছে। লোকটি ঘাড় ফেরাতেই দেখল, সিংহটা জোরকদমে এগিয়ে আসছে। তার চোখ দুটি জ্বলছে। সেই সবুজ-হলুদ চোখের দিকে তাকিয়ে স্‌বরভের সংযমের শেষ বাঁধটিও ভেঙে গেল।

আতংকের একটা মর্মভেদী হাহাকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

২৩—বন্দী

গাছ থেকে গাছে ঝুলে ঝুলে টারজন এগিয়ে চলেছে পুব দিকে। নকিমাও লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে কখনও মনিবের আগে আগে, কখনও তার মাথার উপর দিয়ে। একটি প্রশস্ত কাঁধের নিরাপদ আশ্রয় তো কাছেই রয়েছে।

সামনে থেকে বইছে বাতাস উষা। জঙ্গলের নানা গন্ধ এসে লাগছে টারজনের নাকে। তাতেই সে বুঝতে পারছে সাপ হিস্তা, হরিণ ওয়াপ্পি ও চিতাবাঘ শীতার উপস্থিতি। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে জলের গন্ধ; সেদিকেই আছে নদী। আর আছে সিংহ নুমার পচা গন্ধ। মুহূর্ত পরেই টারজনের কানে এল পশুরাজের ক্রুদ্ধ গর্জন। সঙ্গে সঙ্গেই তার নাকে এল কোন টার্মাঙ্গানির দেহ-গন্ধ।

একটা ছবি যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল টারজনের চোখের সামনে; নিশ্চয় সিংহের কবলে পড়েছে কোন শ্বেতকায় মানুষ, আর এ অঞ্চলে কোন শ্বেতকায় মানুষ এসে থাকলে সে তো জেনদের দলের একজন হতেও পারে। টারজন চলার গতি বাড়িয়ে দিল। লোকটি যেই হোক টারজন তাকে নুমার হাতে মরতে দিতে পারে না।

ওদিকে পশুরাজের গর্জন শুনেই স্ৎবরভ ভাবল, সিংহটা এখনি তার উপর লাফিয়ে পড়বে। আতংকে সে পাগলের মত ছুটতে লাগল। তার দুই পা টলছে; বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে; দম বন্ধ হয়ে আসছে। সিংহটা আবার গর্জে উঠল।

সে গর্জন শুনে স্ৎবরভ যেন চলার শক্তিও হারিয়ে ফেলল। বুঝতে পারল, শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ভয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে সে সিংহটার একেবারে মুখোমুখি হল। আর ঠিক তখনই ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা। সিংহ ও স্ৎবরভের মাঝখানে পথের উপর নেমে এল একটি শ্বেতকায় মানুষ।

কিন্তু এমন মানুষ স্ৎবরভ কখনও দেখে নি; প্রায় উলঙ্গ ব্রোঞ্জ-দেহ এক দৈত্য; দেখতে সুদর্শন, কিন্তু মুখখানি কঠিন, কঠোর; একটা সিংহের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে নির্বিকার।

এক মুহূর্ত দুজনই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল; তারপরেই সিংহটা গর্-গর্ শব্দ করে লেজের ঝাপ্টা মেরে এক পা এগিয়ে গেল। লোকটির মুখেও সেই একই শব্দ। স্ৎবরভ শিউরে উঠল। মাথার উপরে গাছের ডালে একটা ছোট বানর অনবরত লাফাচ্ছে আর কিচির-মিচির করছে।

দৈত্যাটি ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। তার বুকের ভিতর থেকে উঠে এল একটা পাশবিক গর্জন। নুমা থেমে গেল। ক্রুদ্ধ দু'দিকে চোখ রেখে ঘাড় নাড়ল। মুখটা বিকৃত করল। তারপরেই হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর ভাবে

পা চালিয়ে দিল ; একবার ফিরেও তাকাল না।

এবার নবাগত লোকটি স্বরভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল, "কে তুমি?" যার গলা থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এল একটা বীভৎস পাশবিক গর্জন তার মুখে চোস্ত ইংরেজি বুলি শুনে স্বরভ এতই অবাক হয়ে গেল যে সিংহটা কথা বললেও সে ততটা অবাক হত না।

"আমি প্রিন্স এলেক্সিস স্বরভ।"

"দলের বাকি লোকজন কোথায়—লেডি গ্রেস্টোক ও অন্যরা?"

স্বরভের তো চক্ষু ছানাবড়া। এ লোকটা এ সব কথা জানল কেমন করে? এ কে?

"আমি জানি না। তারা আমাকে একা এই জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গেছে।"

"কারা তোমাকে ফেলে গেছে?"

"মূল দলের কেবলমাত্র লেডি গ্রেস্টোক, আমি, আমার খানসামা ও বিমান-চালক ব্রাউনই যখন দলে ছিল ; তারাই আমাকে ফেলে গেছে।"

"কেন?"

"ব্রাউন আমার মৃত্যুই চাইছিল। সভ্য সমাজে ফিরে গিয়ে আমি তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনি এটা সে চাইছিল না।"

"সে কাকে খুন করেছে?"

"আমার স্ত্রীকে ; কারণ সে বেচারি আমাদের সকলের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পারছিল না, আর তার ফলে ব্রাউন জঙ্গল থেকে পালাতে পারছিল না।"

এবার টারজন পাল্টা প্রশ্ন করল, "তাহলে সে তোমাকে ফেলে রেখে গেল কেন?"

"কারণ—সে লেডি গ্রেস্টোকের প্রেমে পড়েছিল—তারা দুজন এক সঙ্গেই চলে গেছে।"

টারজনের মুখটা কালো হয়ে গেল—আঙুলগুলি এমন ভাবে মুষ্টিবদ্ধ হতে লাগল যেন কোন কিছুকে চেপে ধরতে চাইছে—হয়তো কারও গলা।

বলল, "তারা কোন্ দিকে গেছে?"

"এই একই পথে পূব দিকে," স্বরভ জবাব দিল।

"কবে?"

"বোধ হয় কাল ; তার আগের দিনও হতে পারে। এই জঙ্গলে একা একা আমি সময়ের জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছি।"

"টিব্স্ আর আনেৎ কোথায়?"

আবার স্বরভের অবাক হবার পালা। শুধাল, "তুমি কে? আমাদের কথা তুমি জানলে কেমন করে?"

টারজন জবাব দিল না। লোকটিকে দেখতে লাগল। এ লোকটি নিশ্চয় জেনের বন্ধু। জেন চিঠিতে দলের লোকদের নামগুলি জানিয়ে দিয়ে লিখেছে, তাদের বিমান দুর্ঘটনায় পড়েছে, আর প্রিন্সেস স্বরভ মারা গেছে। তাহলেই অনুমান করা যায় যে জেন ছিল স্বরভ-দম্পতির অতিথি।

"টিব্‌স্ ও আনেতের কি খবর?"

প্রিন্স বলল, "আনেৎ নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার কথা আমরা কিছুই জানি না। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। একটা গাছের নীচে গিয়ে তার পায়ের ছাপ শেষ হয়ে গেল। আর কোন হদিসই পাওয়া গেল না।"

"এটা ক'দিন আগের কথা?"

"যতদূর মনে হয়, ব্রাউন যেদিন লেডি গ্রেস্টোককে নিয়ে পালিয়ে গেল তার আগের দিন।"

"আর টিব্‌স্?"

"টিব্‌স্ও তাদের সঙ্গে গেছে।"

"তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে সে টিব্‌স্কে নিল কেন?"

"টিব্‌স্কে তার কোন ভয় ছিল না। সে জানত, আমি লেডি গ্রেস্টোককে সাহায্য করব এবং সভ্য জগতে ফিরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করব।"

টারজন একদৃষ্টিতে স্বরভকে দেখতে লাগল। লোকটিকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু সে ভাব তার মুখে প্রকাশ পেল না। বলল, "চল; দুজন মিলে লেডি গ্রেস্টোক ও ব্রাউনকে খুঁজে বের করি।"

স্বরভ বলল, "ব্রাউন আমাকে খুন করবে। অনেকবার সে আমাকে ভয় দেখিয়েছে।"

"আমি সঙ্গে থাকতে সে তোমাকে মারতে পারবে না।"

"তুমি তাকে চেন না।"

টারজন বলল, "তাকে চেনার দরকার নেই; আমি নিজেকে চিনি।"

স্বরভ আপত্তির সুরে বলল, "আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে দ্রুত চলতে পারব না। তুমি বরং আমাকে কোন গ্রামে পৌঁছে দিয়ে নিজেই ব্রাউনের খোঁজে যাও। অনেক দিন আমি কিছু খাই নি। ক্ষুধায় এতই কাতর হয়ে পড়েছি যে আর এক মাইলও হাঁটতে পারব না।"

টারজন বলল, "তুমি এখানেই থাক। আমি খাবার নিয়ে আসছি। তারপর দুজনে ব্রাউনের খোঁজে যাব।"

ছোট বানরটিকে কাঁধে নিয়ে লোকটি বনের মধ্যে ঢুকে গেল। স্বরভ সেই দিকেই তাকিয়ে রইল।

২৪—অন্ধকারের গহ্বরে

সেদিন অপরাহ্ণে টিব্‌স্‌ ও ব্রাউনকে অনুসরণ করে গাছের ডালে-ডালে ঝুলতে ঝুলতে জেনের মন চলে গেল অনেক অনেক দূরে—পশ্চিম উপকূলের বালিয়াড়ির নিকটবর্তী একটা কালজীর্ণ ছোট কুটিরের দিকে। তার জীবনের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও রোমহর্ষক অভিযান তো সেখানেই ঘটেছিল; সেখানেই তো তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই বিচিত্র অরণ্য-দেবের যাকে সে পরে জেনেছিল বানররাজ টারজনরূপে।

সে এখন কোথায়? তার টেলিগ্রাম কি সে পেয়েছে? পেয়ে থাকলে তো এতদিনে তাকে খুঁজতে শুরু করেছে। নতুন করে আশা জাগল জেনের মনে। সেই দুটি শক্তিশালী বাহুর আশ্রয়, তার সামর্থ্যের নিরাপত্তার আজ তার প্রয়োজন।

অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনের ফলে তার চলার গতি ক্রমেই ধীর হতে লাগল; একটু একটু করে সে সঙ্গীদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ল; এক সময় তাদের কথা ভুলেই গেল; স্মৃতির মহারণ্যে সে তখন একক পথচারী।

কিন্তু তখন সে একাকি নয়। মাথার উপরকার পত্র-পল্লবের আড়ালে দুটি চোখের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তার উপর।

একসময় অকারণেই ফিরে যাবার ইচ্ছা জাগল তার মনে। কিন্তু কেন তা সে নিজেই জানে না। এটা কি তার নারী-হৃদয়ের কোন প্রবৃত্তিগত নির্দেশ? এটা কি তার পক্ষে কল্যাণকর, না কি ক্ষতিকর? কে জানে।

প্রথমে যা ছিল একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতমাত্র, ক্রমে তাই বাড়তে বাড়তে তার সারা মন জুড়ে বসল। একবার ভাবল টিব্‌স্‌ ও ব্রাউনকে ডাকবে, কিন্তু তারা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, ডেকে কোন ফল হবে না। তবু আর একবার সে ইতস্তত করল; তারপরেই একটি বৃহত্তর শান্তির তাড়নায় সে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

কেউ যেন তাকে ডাকছে; সে-ডাক সে শুনতে পাচ্ছে না, অথচ তাতে সাড়া দিতে সে যেন বাধ্য। সে ডাকে না আছে ভরসা, না আছে ভয়।

কাভুরুর হাতের ফাঁস যখন নেমে এল তাকে ঘিরে তখন সে বিস্মিত হল না, ভয় পেল না—তার সব ইন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে গেছে। সাদা মানুষটি তাকে টেনে তুলল গাছের ডালে। গলার ফাঁস খুলে দিল। লোকটার চিত্র-বিচিত্র বর্বর মুখের দিকে সে তাকাল।

জেনকে কাঁধের উপর ফেলে লোকটি গাছপালার ভিতর দিয়ে পূব দিকে এগিয়ে চলল। সেও কোন কথা বলল না, জেনও না। মনে হল, সবটাই যেন স্বাভাবিক, পূর্ব-নির্দিষ্ট।

মনের এই অবস্থা প্রায় ঘণ্টাখানেক চলল। ধীরে ধীরে সে ভাবটা কেটে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে জেন জেগে উঠল। বুঝতে পারল নিজের ভয়াবহ অবস্থার কথা। বুঝল, একটা বিচিত্র, বর্বর, সাদা মানুষের কবলে সে পড়েছে। অনতিবিলম্বে একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু সে কি করতে পারে? যে ভাবে সে তাকে বয়ে এনেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে লোকটি অসীম বলশালী। লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলেও না হয় বোঝা যেত সে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি ভাষায় সে কথা বলে তাই বা কে জানে। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

জেন ইংরেজিতে শুধাল, "তুমি কে? আমাকে নিয়ে তুমি কি করবে?"

লোকটি ঠোঁট বাঁকাল; বান্টু বুলিতে বলল, "বুঝতে পারছি না।"

জেন বান্টু বুলি জানে। সে তাই সোৎসাহে বলে উঠল, "কিন্তু আমি তোমার কথা বুঝি। এবার বল তুমি কে, আর আমাকে কেনই বা এনেছ। আমি তোমাদের শত্রু নই; কিন্তু তুমি যদি আমাকে আটকে রাখ বা আমার ক্ষতি কর তাহলে আমার লোকরা এসে তোমাদের গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলবে, তোমাদের অনেককে মেরে ফেলবে।"

"তোমার লোকরা আসবে না। কাভুরুদের গাঁয়ে কেউ আসে না। কেউ এলেই তার জান চলে যায়।"

"নিজেদের তোমরা কাভুরু বল? তোমাদের গ্রাম কোথায়?"

"দেখতেই পাবে।"

"আমাকে নিয়ে কি করবে?"

"কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাব।"

"কে কাবান্দাবান্দা?"

"কাবান্দাবান্দাই তার নাম।" লোকটি এমন ভাবে কথাটা বলল যেন সে বলতে চায় "ঈশ্বর তো ঈশ্বরই।"

জেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, "আমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দাও না। তাতে তোমারও সুবিধা, আমারও সুবিধা। গাছের ভিতর দিয়ে চলার অভ্যাস আমার আছে।"

একটু ইতস্তত করে লোকটি জেনকে নামিয়ে দিয়ে বলল "পালাবার চেষ্টা করো না। চেষ্টা করলেই মরবে।"

হাত-পাগুলো ভাল করে টান-টান করে জেন লোকটিকে ভাল করে দেখল। অসভ্যদের মতই দেখতে। তবে তার কতটা মুখে রং মাখার ফল, কানের ও নাকের অলংকারের ফল আর কতটা তার স্বাভাবিক মুখশ্রী তা বলা শক্ত। অনেক আদিম অসভ্য মানুষের মতই চেহারা দেখে তার বয়স বোঝা কঠিন; তবু জেনের মনে হল যে লোকটি যুবক।

শুধাল, "তোমার নাম কি?"

"ওগালি," সে জবাব দিল।

"তুমিই নিশ্চয় সর্দার," তোষামোদে লোকটিকে তুষ্ট করার চেষ্টায় জেন বলল।

"আমি সর্দার নই। মাত্র একজনই সর্দার। সে কাবান্দাবান্দা।"

জেন আরও কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটি তাকে ধমক দিয়ে নিজেই চুপ করে গেল। অগত্যা জেনও চুপচাপ চলতে লাগল।

পরদিন দুপুর নাগাদ বনের পথ শেষ হয়ে গেল। সামনেই খোলা মাঠ। সম্মুখে একটা সুউচ্চ পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পাহাড়ের গায়ে অনেকটা জায়গা পাথরের বেড়া দিয়ে শক্ত করে ঘেরা। খোলা জায়গাটাতে বড় বড় পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ানো। তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে অনেকগুলো ঝর্না। আরও কাছে গিয়ে জেন দেখতে পেল, চতুষ্কোণ জায়গাটা ঘিরে যে বেড়া দেওয়া হয়েছে সেটা মজবুত পাথরে গড়া, আর তার পিছনের দেয়ালের কাজ করছে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়টা। বাইরের দেয়ালের নীচু দিয়ে বেরিয়ে এসে একটা ছোট নদী নানা শাখায় ভাগ হয়ে পাথরের চাঁইগুলোর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে।

ওগ্‌লি চেঁচিয়ে ডাকতেই দুটো বড় ফটক সামান্য খুলে গিয়ে তাদের দুজনকে ভিতরে ঢুকতে দিল। সংকীর্ণ রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট পাথরের বাড়ি।

অসভ্য যোদ্ধারা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সকলেই যুবক; গায়ের অলংকার, সাজসজ্জা, অস্ত্রও সকলেরই এক রকম। ওগ্‌লি ও জেনকে ঘিরে ধরে তারা নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

একজন বলল, "তোমার আর ইয়েনিরই দেখছি বরাত ভাল। একটা পুরো চাঁদের কালেই সে বন্দী করে এনেছে একটা কালো ও একটা সাদা মেয়ে।"

"কালোটা তো পালিয়েছে", আর একজন বলল।

"আর সেও সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে একটা সাদা মেয়েকে ধরে এনেছে।"

"কালো মেয়েটার জন্য কিন্তু সে কোন দাঁত পাবে না।"

"তা পাবে না, কিন্তু সাদা মেয়েটার জন্য পাবে একটা ভাল দাঁতের মালা। ওগ্‌লিও পাবে আরও এক সারি দাঁত—তার হবে মোট চার সারি। কাবান্দাবান্দা তার প্রতি খুব খুশি হবে।"

ওগ্‌লি বলল, "হতেই হবে। কাভুরুদের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা।"

বড়সড় চেহারার একটি লোক ঠাট্টার সুরে বলল, "তোমার তো আছে মোট তিন সারি দাঁত; আমার আছে সাত।" বলেই সে গলার ঠিক নীচে বুকের উপর টোকা মারতে লাগল।

এদের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু জেন এতক্ষণ কিছুই বুঝতে পারে নি। এবার

বক্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, তার গলায় ঝুলছে মানুষের দাঁতের সাতনরী হার, আর ওগ্‌লির গলায় তিন নরী হার। অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল, কারও গলায় এক বা দুই নরী, আবার কারও গলায় কোন হারও নেই। এতক্ষণে জেন বুঝতে পারল, মানুষের দাঁতের হারই এদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাহসিকতার চিহ্ন।

হঠাৎ সে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল—সে এসে পড়েছে এক বহুদূর গ্রামে; এখানে অনেক যুবকের বাস; কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন নারী বা শিশু তার নজরে পড়ে নি।

এর অর্থ কি? তবে কি দিন-রাতের কোন বিশেষ সময় তাদের আটকে রাখা হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে নারী ও শিশুদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হল? না কি এখানে নারী ও শিশু একেবারেই নেই? কিন্তু তাতো হতে পারে না। যে সব নারীদের হরণ করে আনে তারা গেল কোথায়? আবার নারীরা থাকলে যোদ্ধা পুরুষরা কেন উনুনে আগুন দিচ্ছে?

চৌমাথায় পৌঁছে ওগ্‌লি জেনকে নিয়ে একটা গলি ধরে নীচু, বৃত্তাকার একটা বাড়িতে পৌঁছে গেল। বাড়িটার কোন জানালা নেই; আছে শুধু ছাদে উঠবার একটা কাঠের মই। তাহলে এটা নিশ্চয় একটা কিভা—মন্দিরের মৃত্যু-কুঠুরি।

ওগ্‌লি বিরক্ত গলায় জেনকে মই বেয়ে উঠতে বলল। ছাদে পৌঁছে বাড়িটার এমন সব লক্ষণ জেনের চোখে পড়ল যাতে এটা যে একটা কিভা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না—ছাদের উপর একটা ছোট চতুষ্কোণ মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর একটা মইয়ের প্রথম ধাপ।

সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে ওগ্‌লি হুকুম করল, "নীচে নেমে যাও। সেখানেই তুমি থাকবে। পালাবার চেষ্টা করো না। তাতে আরও খারাপ হবে।"

জেন নীচের দিকে তাকাল। কিছুই চোখে পড়ল না—শুধুই একটা অন্ধকার গহ্বর।

"জলদি!" ওগ্‌লি ধমক দিল।

মইয়ের প্রথম ধাপে পা রেখে জেন ধীরে ধীরে নামতে লাগল সেই রহস্যময় অন্ধকার মহাশূন্যতার মধ্যে। সে ভীরু নয়, কিন্তু তার সাহসেরও তো একটা সীমা আছে। তার মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা: কাভুরুদের গ্রামে কোন নারীকে সে দেখে নি। এই যোদ্ধারা যে সব মেয়েকে হরণ করেছে তাদের কি হয়েছে? তারাও কি এই মই বেয়েই নেমে গেছে? তারাও কি নেমে গেছে এই অন্ধকার অতল গহ্বরে? আর ফিরে আসে নি?

ওয়াজিরিদের নিয়ে মুভিরো বানর শেষ প্রান্তে হাজির হল। তাদের সামনে প্রসারিত একটিমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে একটি খোলা প্রান্তর।

একজন ওয়াজিরি আঙুল বাড়িয়ে বলল, "উঁচু পাহাড়ের কোলে একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছি।"

ভুরুর উপর হাত রেখে মুভিরো মাথা নেড়ে বলল, "ওটা নিশ্চয় কাভুরুদের গ্রাম। শেষ পর্যন্ত তাহলে খুঁজে পেলাম। বুইরাকে আমরা হয়তো পাব না, কিন্তু কাভুরুদের এমন শিক্ষা দিয়ে যাব যে আর কোনদিন ওয়াজিরি মেয়েদের গায়ে তারা হাত তুলবে না।"

হৈ-হৈ করে অন্য যোদ্ধারা তাকে সমর্থন করল।

"এগিয়ে চল," বলে মুভিরো সদলে কাভুরুদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হল। হঠাৎ সে থামল। বলল, "ওটা কি?"

ওয়াজিরিরা কান পাতল। একটা অস্পষ্ট একটানা শব্দ ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগল। সৈনিকরা নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকাল।

একজন বলল, "ঐ তো সেই জিনিস। একটা উড়ন্ত নৌকো। ওয়াজিরিদের দেশের উপর দিয়ে আগেও আমি একটাকে উড়ে যেতে দেখেছি। সেই একই শব্দ।"

একটু পরেই উড়োজাহাজটা দৃষ্টিগোচর হল। তিন-চার হাজার ফুট উপরে সেটা পাক খেতে লাগল। ক্রমে মাটি থেকে শ' খানেক ফুট উপরে নেমে এল। কিন্তু তখনও পাক খেতে খেতে ঘুরতে লাগল। বিমান-চালক নামবার মত একটা জায়গা খুঁজছে। দু' ঘণ্টা ধরে সেই ব্যর্থ চেষ্টাই করে চলেছে।

অতটা নীচে নেমে আসার দরুণ চালক ওয়াজিরিদের দেখতে পেল। মাথায় সাদা পালক গোঁজা লোকগুলো বন থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে আদিবাসীরা বেরিয়ে আসছে তাদের গ্রাম থেকে। চেহারায় ও পোশাকে দুই দলের মধ্যে বিস্ময়কর পার্থক্য। সে বিমানটাকে আরও নীচে নামিয়ে আনল।

কক-পিট থেকে তার সঙ্গী একটা চিরকুট লিখে তাকে দিল; "ওরা কারা? আমার তো সাদা মানুষ বলে মনে হচ্ছে।"

চালক লিখল, "ওরা সাদা মানুষই বটে।"

সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ইতস্তত ছড়ানো বড় বড় পাথরের চাঁই ও ঝর্ণা থাকার জন্য নিরাপদে নামবার মত জায়গা পাওয়াই ভার। তারই মধ্যে দুটো মাত্র জায়গা অপেক্ষাকৃত ভাল—একটা গ্রামের ঠিক সামনে, আর অপরটি বনের

কাছাকাছি। সেখানে ওয়াজিরিরা হাজির হয়েছে দেখে চালক স্থির করল গ্রামের কাছে সাদা মানুষদের পাশেই নামবে। কী মারাত্মক ভুল!

মুভিরো সদলে এগিয়ে চলেছে গ্রামের দিকে। এক জায়গায় ঝর্নার নীচু খাতে নেমে যাবার দরুন সামনের উঁচু পাথরের চাঁইতে বিমানটা তাদের দৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেল। আবার যখন উতরাইতে উঠল তখন দেখতে পেল, দু'জন আরোহী কক-পিট থেকে নামছে, আর কাভুরু গ্রামের খোলা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে অসভ্য সাদা যোদ্ধার দল।

মুভিরো দেখেই বুঝতে পারল, ওরা শত্রুপক্ষ। ওরা যে সাদা মানুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে বুঝতে পেরেছে যে ওরাই কাভুরু। বর্শা উঁচিয়ে চীৎকার করতে করতে ওরা ছুটে যাচ্ছে দুই বিমানযাত্রীকে লক্ষ্য করে। যতদূর মনে হয়, ওয়াজিরিদের উপস্থিতিটা ওরা তখনও টের পায়নি।

নীচু গলায় সঙ্গীদের কি সব বলে মুভিরো সদলবলে এগোতে লাগল। তারা মাত্র দশজন; কাভুরুরা সংখ্যায় অনেক বেশী, প্রতি একজনে দশজন; তবু তারা সাহস হারায় নি।

বিমানযাত্রীরা যখন বুঝতে পারল যে আদিবাসীরা তাদের আক্রমণ করতে আসছে, তখন তারাও বিমানের দিকে ফিরে চলল। একজন কাভুরুদের মাথার উপর দিয়ে একটা গুলি ছুঁড়ল; তাতেও কাভুরুরা থামল না দেখে আবার গুলি ছুঁড়ল; এবার একজন কাভুরু মাটিতে পড়ে গেল। তবু তারা এগোতেই লাগল।

এবার দুই বিমানযাত্রীই গুলি ছুঁড়তে লাগল, কিন্তু কাভুরুরা থামল না। অচিরেই তারা দুজন শত্রুর বর্শার আওতার মধ্যে চলে যাবে। একটা সাময়িক আশ্রয়ের আশায় দুজনই পিছন ফিরে তাকাল; কিন্তু যা দেখল তাতে তারা প্রমাদ গুণল—একদল কালো সৈনিক সার বেঁধে নিঃশব্দে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

তারা তো জানে না যে ওরা তাদের বন্ধু হতে পারত, মিত্র হতে পারত; তাই একজন পিস্তল তুলে মুভিরোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সেই সুযোগে ওয়াজিরি সর্দার একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল; সঙ্গীদেরও তাই করতে বলল। সেখান থেকে মুভিরো বিমানযাত্রীদের হেঁকে বলল যে ওয়াজিরিরা তাদের বন্ধু। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে—ওয়াজিরিরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার আগেই কাভুরুরা তাদের আরও কাছে এসে পড়ল। দুজনের পিস্তলের গুলিতে কাভুরুদের আরও কয়েকজন ধরাশায়ী হল। তবু তারা এগোতে লাগল। একসময় কাভুরু ও ওয়াজিরি দুই দলই তাদের কাছে এসে পড়ল।

কাভুরুদের হাতের বর্শা উড়তে লাগল। বুকে বর্শা বিঁধে নবাগতদের একজন পড়ে গেল। এবার বর্শা ছুঁড়তে লাগল ওয়াজিরিরা। সাময়িকভাবে

কাভুরুদের গতিরোধ করা গেল।

কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই আবার তারা বর্শা ছুঁড়তে লাগল। এবার দ্বিতীয় বিমানযাত্রীও পড়ে গেল। সেই সঙ্গে পড়ল তিনজন ওয়াজিরি। তারপরেই কাভুরু ও ওয়াজিরিদের মধ্যে শুরু হয়ে গেল হাতা-হাতি যুদ্ধ।

ওয়াজিরিরা এখন সংখ্যায় সাত। সাহসে ভর করে তারা যুদ্ধ করছে। কিন্তু সংখ্যায় অনেক বেশী কাভুরুদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? যুদ্ধ চালাতে চালাতেই মুভিরো ও তার অন্যতম সঙ্গী বালান্দো মৃত বিমানযাত্রীদের পিস্তল ও গুলি হাতিয়ে নিল। এবার মুখোমুখি যুদ্ধে পিস্তলের পাল্লাই ভারি হয়ে উঠল; কাভুরুরা হকচকিয়ে গেল; সেই সুযোগে মুভিরো ও তার দলের লোকরা একটা আশ্রয় খুঁজে নেবার মত সময় পেয়ে গেল। এখন তারা দলে মাত্র চারজন—মুভিরো, বালান্দো, ও আর দুজন।

মুভিরো একটা উঁচু গ্র্যানিট পাথরের উপর উঠে গেল; তার একমাত্র সঙ্গী বালান্দো। মুভিরো গুলি চালিয়ে কাভুরুদের আটকাতে লাগল। আর সেই সুযোগে বালান্দো উঠে গেল একেবারে চূড়ায়। তারপর সে গুলি চালাতে লাগল, আর মুভিরো পাহাড় বেয়ে উঠে গেল তার পাশে।

এতক্ষণে মুভিরো ও বালান্দো কাভুরুদের বর্শার আওতার বাইরে চলে গেছে; অতটা উঁচুতে তাদের বর্শা পৌছতে পারছে না। কিন্তু দুই ওয়াজিরির হাতের রিভলবার ও ধনুক কাজ করছে পূর্ণ শক্তিতে। ফলে কাভুরুরা রণে ভঙ্গ দিয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল। গোধূলির আলোয় মুভিরো স্পষ্ট দেখতে পেল, তারা সকলেই সার বেঁধে গ্রামের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

দুঃখিত মনে মুভিরো ও বালান্দো পাহাড়ের আশ্রয় থেকে নীচে নেমে এল। এবার রাতের মত একটা আশ্রয় দরকার। বনের অন্ধকারেই তারা আশ্রয় খুঁজতে লাগল।

বালান্দো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "এ সময় বড় বাওয়ানা যদি এসে পড়ত—"

মুভিরো বলল, "ঠিক বলেছ। সে উপস্থিত থাকলে এ ঘটনা ঘটত না।"

২৬—টারজন ও ব্রাউন

ভোরের কুয়াসা তখনও বাতাসে ছড়িয়ে আছে; শুদ্ধ রাত্রির আত্মা যেন একান্ত অনিচ্ছায় পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে আছে। গোটা জঙ্গলে এক বিচিত্র নিস্তব্ধতা।

ব্রাউনের ঘুম ভেঙে গেল। গাছের যে দো-ডালায় আগের সন্ধ্যায় ঘুমিয়েছিল সেখানেই নড়ে চড়ে বসল। সারা শরীরে ব্যথা। ফুট দুই উপরে টিব্‌সের দিকে তাকাল; ঘুমের মধ্যেও পাশাপাশি ডাল দুটোকে আঁকড়ে ধরে আছে। বলল, "ব্যাটা কেমন ঘুমোচ্ছে দেখ না।"

টিব্‌স্ চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। নীচে ব্রাউনকে দেখে বলল, "আরে! তুমিও তো বহাল তবিয়তেই আছ।"

গাছ থেকে নেমে দুজন আবার হাঁটতে শুরু করল। প্রকৃতি যেন সর্বশক্তি নিয়ে তাদের পিছনে লেগেছে। ক্রমেই ভেঙে পড়ছে; আশা হারিয়ে ফেলছে; তবু সাধ্যমত পথ চলছে।

ব্রাউন শুধাল, "তুমি তুক-তাকে বিশ্বাস কর?"

টিব্‌স্ উত্তর দিল, "জীবনে অনেক আজব জিনিস দেখেছি।"

"বৃদ্ধ মহিলাটি কিসের টানে এখানে এসেছিল জান?"

"জানি; নতুন করে যৌবন ফিরে পাবার আশায়।"

"আরে টিব্‌স্, আমিও তো সেই আশায়ই এসেছিলাম। গুপ্ত তথ্যটা জানতে পারলে দেশে ফিরে গিয়ে লাখ লাখ টাকা কামানো যেত। কিন্তু তাকে হাত করা বড়ই কঠিন। আগেও অনেকে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ তা নিয়ে দেশে ফেরে নি।"

টিব্‌স্ বলল, "ও সব নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি শুধু ভাবি আমাদের দুর্দশার কথা। ভাল দিনক্ষণ দেখে আমরা যাত্রা করলাম; তার পরেই জঙ্গলের মধ্যে নামতে বাধ্য হলাম; মহিলাটি খুন হল; আনেৎ নিরুদ্দেশ হল; তারপর লেডি গ্রেস্টোকও হাওয়া।"

"ক্রয়ডন থেকে উড়েছিলাম ছ'জন, আর এখন রয়েছি মাত্র দুজন; ব্যাপারটা বুঝতে পারছ টিব্‌স্? যেন কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে, আর একজন-একজন করে তুলে নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরপর কার পালা?"

টিব্‌স্ মিনতি করে বলল, "ও কথা থাক। ও কথা ভাবতেও আমি ভয় পাচ্ছি।"

ব্রাউন ফিরে তাকাল। একটা সরু পথ ধরে সঙ্গীটি তার পিছন-পিছন

আসছে। ব্রাউনের ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। বলল, "লেডি গ্রেস্টোককে যখন কেউ তুলে নিয়েছিল তখনও সে কিন্তু পিছন-পিছনই আসছিল।"

* * *

সঙ্গী হিসাবে সুবরভ টারজনের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। লোকটি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে পথ চলছে শামুকের মত ধীরে ধীরে; তাও আবার মাঝে মাঝেই বিশ্রাম করছে। টারজন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ব্রাউন ও টিব্‌স্‌কে ধরতে; তার বিশ্বাস তাদের সঙ্গেই জেন আছে। আবার এলেক্সিসকে ফেলেও যেতে পারছে না। তার কথায় টারজনের বিশ্বাস জন্মেছে এলেক্সিসই জেনের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা; যত নষ্টের গোড়া ওই ব্রাউন; তাকে সে খুন করবে। লোকটার কথা মনে হতেই টারজনের কপালের কাটা দাগটা যেন দগদগে লাল হয়ে উঠল; গোরিলা বোল্‌গানি তার থাবা দিয়ে এই দাগটা এঁকে দিয়েছিল টারজনের প্রথম জীবনে, আর সেই জীবন-যুদ্ধেই সে প্রথম শিখেছিল তার মরা বাপের দেওয়া শিকারী ছুরিটার ব্যবহার।

কিন্তু এভাবে আর কাহাতক দেরী করা যায়! তিতি বিরক্ত হয়ে এক-সময় টারজন হঠাৎ সুবরভকে সজোরে কাঁধে তুলে নিয়ে গাছে চড়ে একটা বানরের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল।

এলেক্সিস চীৎকার করতে লাগল। তার বেশী কিছুই করার নেই। টানা-হেঁচড়া করে কোন মতে লোকটার সাঁড়াশি-কঠিন মুঠি থেকে ছাড়া পেলেও তো নীচের মাটিতে পড়ে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অগত্যা সে ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিল। চোখ-মুখ বুজে টারজনের কাঁধের উপর পড়ে রইল। গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে ছুটতে লাগল টারজন।

হঠাৎ টারজন একটা বড় ডালের উপর থমকে দাঁড়াল। এলেক্সিস ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল। টারজন কি যেন শুনছে কান পেতে। বাতাস শুঁকছে। এলেক্সিসের মনে পড়ল, শিকারী কুকুরও এইভাবে শিকারের গন্ধ শোঁকে।

"লোক দুটি দেখতে কেমন বল তো?" টারজন শুধাল। "তাদের একটু বর্ণনা দাও যাতে ব্রাউনকে দেখলেই চিনতে পারি।"

সুবরভ বলল, "টিব্‌স্‌ ছোটখাট দেখতে, মাথায় পাতলা চুল। লোকটা ইংরেজ, কথায় গ্রাম্য টান আছে। আর ব্রাউন বড়সড় চেহারার একজন আমেরিকান। সুদর্শনই বলা যায়।"

টারজন লাফ দিয়ে নীচে একটা পথের উপর নামল। এলেক্সিসকেও নামিয়ে দিল।

বলল, "এই পথ ধরে চলে যাও। আমি মাথার উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।"

সুবরভ সভয়ে বলল, "এই জঙ্গলে আমাকে একা ফেলে তুমি চলে যাবে?"

"আবার এসে তোমাকে নিয়ে যাব। এটুকু সময় তুমি নিরাপদেই কাটাতে পারবে।"

"কিন্তু যদি কোন সিংহ—"

"কাছাকাছি কোথাও সিংহ নেই। তোমার কোন ভয় নেই।"

"কেমন করে জানলে?"

"আমি জানি। যা বলছি তাই কর। এই পথে এগিয়ে যাও।"

"কিন্তু—" বাধা দিতে গিয়েও স্বরভ ঢোক গিলে চুপ করে গেল। সে একাকি দাঁড়িয়ে। টারজন একলাফে গাছে উঠে হাওয়া হয়ে গেছে।

যে দিক থেকে গায়ের গন্ধ আসছিল টারজন সেই দিকেই দ্রুত এগোতে লাগল। নাকই তাকে বলে দিল এ গন্ধ দুটি সাদা পুরুষের। একটি নারীর দেহ-গন্ধের আশায় বৃথাই সে শ্বাস টানতে লাগল। এরা দুজন যদি ব্রাউন ও টিব্‌স্ হয়, তাহলে জেন এখন আর তাদের সঙ্গে নেই।

তাহলে তার কি হল? টারজনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ব্রাউনকে খুন করার আগে তার কাছ থেকে এ প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে।

ক্রমেই শিকারের গন্ধ তার নাকে বেশী করে আসতে লাগল।

টারজন এবার গতি কমিয়ে দিল। এগোতে লাগল নিঃশব্দে। অবশেষে দেখতে পেল, দুটি মানুষ ক্লান্ত পদক্ষেপে তার নীচেকার পথ ধরেই চলেছে।

ঐ তো তারা; কোন ভুল হতে পারে না—ছোটখাট ইংরেজ, আর বড়সড় আমেরিকান। টারজন টিব্‌স্‌কে দেখছে না; তার চোখ ব্রাউনের উপর। সিংহ যেভাবে শিকারের পিছু নেয় তেমনি নিঃশব্দে সে ব্রাউনকে অনুসরণ করে চলল।

এবার সে একেবারে তাদের মাথার উপরে। যে কোন সময় সে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

টিব্‌স্ কপাল ও চোখের উপরকার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "আঃ! সবই পণ্ডশ্রম। এ তো খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই নিরর্থক। তাকে কোন দিনই আমরা খুঁজে পাব না। একটু থাম, বিশ্রাম করে নিই। আর পারছি না।"

"সব বুঝি। তবু তাকে খুঁজতেই হবে। যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে লেডি গ্রেস্টোক স্বরভের সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারে না।"

"হঠাৎ তোমার মতটা বদলে গেল কেন?" টিব্‌স্ শুধাল।

"দেখ, প্রথমত, লেডির কাছে অস্ত্র আছে, আর আত্মরক্ষা করার মত সাহসও তার আছে। মিঃ এলেক্সিস তো ভীরু।"

"কিন্তু স্ত্রীকে মারবার মত সাহস তো তার হয়েছিল।"

ব্রাউন ঘৃণার সঙ্গে বলল, "সে তো অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় চোরের মত তাকে খুন করেছে। ওটাকে সাহস বলে না।"

"আর আনেতের বেলা ?"

ব্রাউন মাথা নাড়তে লাগল। "আমি জানি না। কিছুই বুঝতেও পারছি না। অবশ্য আনেৎকে খুন করবার মত যথেষ্ট কারণ তার ছিল। তার বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় প্রমাণটাই তো ছিল আনেতের কাছে।"

দুজনই তখন বসে পড়েছে। উপরে ঘাপটি মেরে বসে টারজন তাদের সব কথাই শুনতে পেল। কোন কথাই বাদ গেল না।

টিব্‌স্ বলল, "সে আনেৎকে তুলে নিয়ে চলে গেল, অথচ আনেৎ চীৎকার করল না, এটা তো হতে পারে না।"

ব্রাউন বলল, "আনেৎ হয় তো ভয়ে চীৎকার করে নি। লোকটাকে সে ভীষণ ভয় করত।"

"লেডি গ্রেস্টোক তো তাকে ভয় করত না। তাহলে সে কেন সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকল না ?"

টিব্‌স্ বলল, "তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। লেডি গ্রেস্টোক একটি অসাধারণ মহিলা। আমি তো এখনও আশা রাখি তাকে খুঁজে পাব।"

"ঠিক, আর আনেৎকেও পাব। সে মারা গেছে এ কথা আমি কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না।"

টিব্‌স্ সহানুভূতির স্বরে বলল, "আনেতের প্রতি তুমি একটু সদয়ই ছিলে।"

"একটু নয়, অনেকটা। আর ওই চামচিকে স্বরভ তাকে বলে কি না আমি লেডি গ্রেস্টোককে ভজাবার তালে ছিলাম। নরক! তুমি কি ভাবতেও পার যে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ মহিলা আমার দিকে ফিরে তাকাবে ?"

টিব্‌স্ মাথা নেড়ে বলল, "যদি অনুমতি দাও তো বলি, পারি না।"

"আমিও পারি না। কিন্তু আনেতের কি হল ? সে কথা যদি কেউ বলতে পারত—"

টারজন তখন নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে তাদের দুজনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সে বলল, "আমি বলতে পারি।"

তার গলা শুনে দুজনই ঘুরন্ত চাকার মত ঘুরে দাঁড়াল। দুজনই বিস্ময়ে বিমূঢ়।

একটু পরে ব্রাউন বলল, "কে তুমি ? আর কোথেকেই বা এখানে উদয় হলে ? আর কি বলতে পার তুমি ?"

"বলতে পারি কি ভাবে তোমাদের দুটি স্ত্রীলোক উধাও হয়ে গেছে।"

"কি বলছ তুমি ? এ যে এক আজব দেশরে বাবা। এখানে যখন-তখন মানুষ উধাও হয়ে যায়, আর তুমি হাওয়ার ভিতর থেকে লাফিয়ে নেমে এলে একটা জ্যান্ত ভূতের মত। তুমি কে ? বন্ধু, না—"

"বন্ধু," টারজন জবাব দিল।"

"এরকম বিনা পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?" ব্রাউন জানতে চাইল; "তোমার কি জামা-কাপড় নেই, না কি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই?"

"আমি বানররাজ টারজন।"

"আচ্ছা! তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম; আমি নেপোলিয়ন। কিন্তু এবার হড়হড় করে বলে ফেল তো আনেৎ সম্পর্কে কি জান—দুটি মহিলার কথাই বল। কে তাদের নিয়ে গেছে? সুবরভ কি? অবশ্য তুমি তো সুবরভকে চেনই না।"

টারজন বলল, "সুবরভকে আমি চিনি। তোমাদের বিমান দুর্ঘটনার কথাও জানি। আমি জানি যে প্রিন্সেস সুবরভ খুন হয়েছে। আর লেডি গ্রেস্টোক ও আনেতের কি হয়েছে সেটাও জানি বলেই মনে হয়।"

ব্রাউন অবাক। বলল, "এত কথা তুমি জানলে কেমন করে? এবার চটপট বল, মহিলা দুটির কি হয়েছে।"

"তারা কাভুরুদের হাতে ধরা পড়েছে। তোমরা এখন কাভুরুদের দেশে।"

"কাভুরু কারা?" ব্রাউন প্রশ্ন করল।

"অসভ্য সাদা মানুষদের একটি উপজাতি। অদ্ভুতভাবে তারা মেয়েদের চুরি করে হয় তো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের বলি দেয়।"

"কোথায় থাকে তারা?"

"তা জানি না। তাদের গ্রামের খোঁজে এসেই তোমাদের বিমান-দুর্ঘটনার কথা জানতে পারি। আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই সেটাকে খুঁজে পাব। কাভুরুদের এমন কতকগুলি গুপ্ত ব্যাপার আছে যাকে তারা লুকিয়ে রাখতে চায়; কাজেই তাদের গ্রামের ত্রিসীমানায় কাউকে ঘেঁসতে দেয় না।"

"কিসের গুপ্ত ব্যাপার?" ব্রাউন প্রশ্ন করল।

"লোকের বিশ্বাস, তারা এক রকম অমৃত আবিষ্কার করেছে যা খেলে বুড়ো মানুষ আবার যুবক হতে পারে।"

ব্রাউন শিস্ দিয়ে উঠল। "বটে! আমরাও তো সেই খোঁজেই এসেছি।"

অবিশ্বাসের সুরে টারজন বলল, "তোমরা খুঁজছ কাভুরুদের?"

ব্রাউন বলল, "বৃদ্ধ মহিলাটি সেই অমৃতের খোঁজেই এসেছিল; আমিও তাই—" হঠাৎ সে থেমে গেল। রাগে তার মুখ কালো হয়ে উঠল। চীৎকার করে ডাকল, "সুবরভ!"

বাঁকটা ঘুরেই ব্রাউনকে দেখে প্রিন্স থমকে দাঁড়াল। আমেরিকানটি এগিয়ে গেল তার দিকে।

সুবরভ টারজনকে লক্ষ্য করে বলল, "ওকে থামাও। তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে আমার কোন ক্ষতি হতে দেবে না।"

এক লাফে এগিয়ে গিয়ে টারজন ব্রাউনের হাত চেপে ধরল। হুকুমের

ভঙ্গীতে বলল, "থাম! আমি ওকে কথা দিয়েছি।"

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ব্রাউন বলল, "আমাকে যেতে দাও মুখ্‌খু কোথাকার। নিজের চরকায় তেল দাও গে।" একটা বিরাশী সিক্কার ঘুসি বাগিয়ে সে টারজনের চোয়াল লক্ষ্য করে হাত তুলল। চকিতে সরে গিয়ে সে ব্রাউনকে চেপে ধরে দুই হাতে শূন্যে তুলে ঝোঁপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "নেপোলিয়ন হে, ওয়াটারলুর কথা বেমালুম ভুলে গেছ যে।"

মাথার উপরকার গাছের ডালে নকিমা কিচির-মিচির সুর তুলে নাচতে শুরু করে দিল। ব্রাউন অনেক কষ্টে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে দেখে নকিমা একটা পাকা ফল তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

টিব্‌স্ সভয়ে এই শ্বেতকায় দৈত্যটির দিকেই তাকিয়ে আছে। সে যখন দেখল টারজন ব্রাউনের দিকেই এগিয়ে চলেছে তখনই সে বুঝতে পারল, এবার দুজনেরই মৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু টারজন কখনও বুকের মধ্যে রাগ পুষে রাখে না। পুনরায় ব্রাউনকে দুই হাতে ধরে ঝোঁপের ভিতর থেকে তুলে এনে পথের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "দ্বিতীয় বার ভুলে যেয়ো না যে আমি বানররাজ টারজন, আর আমি যা হুকুম করি সেটা অবশ্য পালনীয়।"

তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে ব্রাউন বলল, "সেটা এক আছাড়েই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না সেই উকুনটাকে মারতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন।"

"কারণ তোমাদের ঝগড়াটা এখন বড় কথা নয়, আসল কথা হচ্ছে লেডি গ্রেস্টোকের পাত্তা করা।"

"আর আনেতের," ব্রাউন যোগ করল।

"ঠিক," টারজন বলতে লাগল। "তোমাদের তিনজনকে সভ্য জগতে ফেরৎ পাঠানোও দরকার। তোমরা কেউ জঙ্গলের লোক নও। তবু বোকার মত জঙ্গলে এসে নিজেরাও বিপদে পড়েছ, আর অন্যদেরও বিপদ ঘটিয়েছ।"

টিব্‌স্ এতক্ষণে সাহস করে বলল, "যদি অনুমতি কর তো বলি, আমিও তোমার সঙ্গে একমত।"

এতক্ষণে টারজনের খেয়াল হল, সুবরভ সরে পড়েছে।

বারকয়েক তার নাম ধরে ডাকল, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না। বলল, "ব্রাউনের চাইতে যখন জঙ্গলকে বেশী ভয় পাবে তখনই সে ফিরে আসবে।"

ব্রাউন বলল, "তার প্রতীক্ষায় আমরা কি এখানেই বসে থাকব?"

টারজন জবাব দিল, "না। আমি যাচ্ছি কাভুরুদের গ্রামের খোঁজে। পূব দিকে কোথাও আমার লোকজনরা রয়েছে। তোমাদের নিয়ে তাদের কাছে যাব। আজ রাতের মত আমরা যেখানে বিশ্রাম নেব, সুবরভ নিশ্চয় সেখানে এসে আমাদের ধরে ফেলবে। চল।"

২৭—পাগল ও চিতার মেলা

মইটার শেষ ধাপে পৌঁছেই একটা অস্পষ্ট শব্দ জেনের কানে এল। কাছেই কে যেন নড়াচড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাল করে কান পাতল। উপরের চতুষ্কোণ ফোঁকড় দিয়ে সামান্য আলো আসায় ঘরের অন্ধকার কিছুটা হাল্কা হয়েছে। একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে বলল, "ম্যাডাম, তুমি! তারা তোমাকেও ধরেছে?"

"আনেৎ, তুমি এখানে? তাহলে প্রিন্স তোমাকে চুরি করে নি?"

"না ম্যাডাম। একটা ভয়ংকর সাদা মানুষ মন্ত্রবলে আমাকে অসহায় করে তুলে এনেছে। সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে পারি নি। কোন রকম বাধা পর্যন্ত দেই নি। স্বেচ্ছায় তার কাছে এলাম আর সে আমাকে গাছের উপর তুলে নিয়ে চলে এল।"

"ওদেরই একজন আমাকেও ওই একই ভাবে তুলে এনেছে আনেৎ। ওরা যাদু জানে। ওরা কি তোমার কোন ক্ষতি করেছে আনেৎ?"

"তা করে নি; তবে আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। না জানি আমাকে নিয়ে ওরা কি করবে।"

"কি করবে বলে তোমার মনে হয়?" জেন প্রশ্ন করল। "কোন রকম আঁচ কিছু পেয়েছ?"

"না ম্যাডাম, কিছু বুঝতে পারছি না। তোমাকেও ওরা কিছু বলে নি?"

"যে লোকটি আমাকে ধরে এনেছে তার নাম ওগ্‌লি। সে শুধু বলেছে যে আমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবে। যতদূর জেনেছি সেই তাদের সর্দার। তারা বড় বাজে লোক।"

"ওইটুকু বললে সব বলা হয় না ম্যাডাম। তারা ভয়ংকর লোক। এ সময় মঁসিয় ব্রাউন যদি এখানে থাকত। হায়, তার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমার মন বলছে, এখানেই আমার মরণ হবে।"

"বাজে কথা রাখ আনেৎ। ও সব কথা মুখেও এনো না। এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা—কেমন করে এখান থেকে পালাব।"

"পালাব? তার কি কোন উপায় আছে ম্যাডাম?"

জেন আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি দেখেছি এ কুঠুরিতে ঢোকার মুখে কোন পাহারা নেই; রাতেও যদি কোন পাহারা না বসায় তাহলে সহজেই আমরা ছাদে উঠে যেতে পারব। তারপর সেখান থেকে কি ঘটবে কপালে তা ভবিতব্যই জানে; তবু একবার চেষ্টা করে তো দেখতে হবে।"

"আপনি যা বলবেন ম্যাডাম।"

"তাহলে আজ রাতেই।"

"স্‌-শ, ম্যাডাম! কে যেন আসছে।"

মইয়ের মুখে একটা লোক এসে দাঁড়াল। হুকুম করল, "চলে এস! দুজনই।"

জেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "হায়রে দুরাশা!"

দুজন ছাদে উঠে গেল। লোকটিকে চিনতে পেরে জেন বলল, "এবার কি হবে ওগ্‌লি? আমাদের মুক্তি দেবে কি?"

"চুপ কর," কাভুরুটি হুংকার দিল। "তুমি বড় বেশী কথা বল। কাবান্দা-বান্দা তোমাকে ডেকেছে। তার কাছে বেশী কথা বলোনা।"

ওগ্‌লি জেনের হাত ধরে টান দিল—একখানি নরম, মসৃণ, রোদে-পোড়া হাত। হঠাৎ থেমে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। জেনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নতুন অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল তার চোখে। "আগে তোমাকে ভাল করে দেখি নি," চাপা গলায় সে বলল। "আগে তোমাকে ভাল করে দেখি নি।" প্রায় অশ্রুত তার কণ্ঠস্বর।

বিদ্যুৎ-ঝলকের মত দাঁত বের করে জেন তাকে দেখাল। বলল, "আমার দাঁতের দিকে তাকাও। অচিরেই এই দাঁতের মালা দুলবে তোমার গলায়। তোমার হবে চারনরী হার।"

ফ্যাসফেঁসে গলায় ওগ্‌লি বলল, "তোমার দাঁত আমি চাইনা গো মেয়ে। তুমি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছ। যে নারীসঙ্গ আমি প্রতিজ্ঞা করে ত্যাগ করেছি, সেই নারীই আমাকে যাদু করেছে।"

বিদ্যুৎগতিতে জেন অনেক কিছু ভেবে নিল। ওগ্‌লির কথায় প্রথম সে ভয় পেয়েছিল। পরক্ষণেই ভাবল, লোকটির এই দুর্বলতাকে নিজের ও আনেতের উপকারে লাগাতে হবে। ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ওগ্‌লি, ইচ্ছা করলেই তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার। একথা কেউ কোন দিন জানবে না। রাত পর্যন্ত আমাদের লুকিয়ে রাখ। কাবান্দাবান্দাকে বল যে আমাদের খুঁজে পাচ্ছ না, আমরা পালিয়েছি। তারপর অন্ধকার হলে আমাদের গ্রামের বাইরে রেখে এসো। কাল ফিরে এলেই তুমি আমাদের—অন্তত আমাকে বনের মধ্যে দেখতে পাবে।"

তার কথাগুলির মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। যেন একটা অশুভ চিন্তাকে সরিয়ে দিচ্ছে এমনি ভাবে ওগ্‌লি বার কয়েক মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ "না!" বলে চীৎকার করেই ওগ্‌লি কঠিন মুঠিতে জেনের হাত ধরে তাকে টানতে টানতে এগিয়ে চলল। "তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবই। তারপর আর তুমি আমাকে গুন করতে পারবে না।"

জেন শুধাল, "তুমি আমাকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো একটি মেয়েমানুষ মাত্র।"

"তাই তো তোমাকে আমার ভয়। দেখতে পাচ্ছ, এখানে কোন মেয়ে-

মানুষ নেই। যে সব মেয়েদের কাবান্দাবান্দার জন্য আনা হয়েছে তারা ছাড়া আর কেউ নেই। আর তারাও এখানে থাকে খুব অল্প দিন। আমি একজন পুরোহিত। আমরা সকলেই পুরোহিত। মেয়েমানুষরা আমাদের অপবিত্র করে দেবে। যদি আমরা দুর্বল হয়ে তাদের ছলাকলায় ভুলে যাই, তাহলে মৃত্যুর পরে চিরকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে; আবার কাবান্দাবান্দা যদি সে কথা জানতে পারে তাহলে অচিরেই আমাদের মৃত্যু হবে তীব্র যন্ত্রণায়।"

দুটি মেয়েকে নিয়ে ওগ্‌লি রাজপথ ধরে ছুটতে লাগল গ্রামের পিছন দিক লক্ষ্য করে। গ্রামের শেষ প্রান্তের ফটক খুলতেই উঁচু পাহাড়ের নীচে দেখা দিল একটা খোলা প্রান্তর। তার শেষেই পর্বতবেষ্টিত একটা চতুষ্কোণ গিরিনালা। একটা ছোট নদী বয়ে চলেছে সেই গিরিনালার ভিতর দিয়ে। সেখানকার মাটি তাই খুব উর্বর। সেখানে বড় বড় অসংখ্য গাছ জন্মেছে, ফসল ফলেছে। ছোট ছোট ক্ষেতে মজুররা কাজ করছে। সৈনিকরা তদারক করছে।

হঠাৎ একটি মজুর হাতের কাঠের কোদাল ফেলে দিয়ে কাদার মধ্যে মাথা রেখে দুই পা শূন্যে তুলে দিয়ে বুকেনা ভাষায় বলে উঠল, "আমি একটা গাছ। কিন্তু ওরা আমাকে উল্টো করে লাগিয়ে দিয়েছে। আমাকে সঠিকভাবে পুঁতে দাও, শিকরগুলো মাটিতে গজাক, তাতে সেচ দাও, তাহলেই আমি চাঁদ পর্যন্ত উঠে যাব।"

সেখানে পাহারারত কাভুরু সৈনিকটি কয়েক পা এগিয়ে এসে বর্শার হাতল-দিয়ে সজোরে আঘাত করল মজুরটির উরুতে। হুকুম দিল, "সোজা হয়ে নিজের কাজে যাও।"

যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে লোকটি কোদাল তুলে নিয়ে আগের মতই নির্বিবাদে কাজ করতে লাগল।

একটু এগিয়ে যেতেই আর একটি মজুর ছুটে জেনের কাছে এসে বলে উঠল, "আমি পৃথিবীর রাজা, কিন্তু সে কথা ওদের বলো না। জানলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। ওরা তো কথাটা জানে না, কারণ আমি সকলকেই বলতে নিষেধ করে দিয়েছি।"

একলাফে এগিয়ে গিয়ে ওগ্‌লি তার মাথায় বর্শা দিয়ে আঘাত করল, আর পাহারাদার এসে তাকে টানতে টানতে কাজে লাগিয়ে দিল।

জেন শুধাল, "এই সব মজুরই কি পাগল নাকি?"

ওগ্‌লি জবাব দিল, "এদের প্রত্যেকের মাথায়ই একটা করে ভূত ঢুকে আছে; তাই ওরা অমন করে। কিন্তু কাবান্দাবান্দা জ্ঞানী মানুষ; সে জানে কেমন করে ওদের দিয়ে কাজ করাতে হয়।"

সামনে মস্ত বড় একটা বাড়ি—দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এটাই কাবান্দাবান্দার

দুর্গ। ফটকে দুজন শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। ওগ্‌লিকে দেখে তারা ফটক খুলে দিল।

মধ্যযুগীয় সব দুর্গের মতই এখানেও বাইরের প্রাচীর আর দুর্গের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে বড় বড় গাছ, কয়েকটা বাঁশ-ঝাড় ও নানা ঝোপঝাড়ের সমাবেশ। বাড়িগুলো সব কাঁচা ইট, বাঁশ ও খড় দিয়ে তৈরি। দেখতে বেশ ভালই লাগে।

দুর্গের প্রধান বাড়িটার ফটকের কাছে যেতেই ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে একটা চিতাবাঘ তাদের দিকে থাবা মেলে একটা বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তারপর আর একটা, আরও একটা চিতা তাদের পথ থেকে সরে গেল।

জেন শুধাল, "চিতাগুলো কি বিপজ্জনক?"

"খুব," কাভুরু জবাব দিল।

"তাহলে তাদের ছেড়ে রাখা হয়েছে কেন?"

"সাধারণত দিনের বেলায় ওরা বিশেষ গোলমাল করে না; ওদের স্বভাবই ঐ রকম। কিন্তু রাত হলেই ওরা কাবান্দাবান্দার উদ্দেশ্যমত কাজ করে। স্থির জেনো, রাতের বেলা কারও সাধ্য নেই যে মন্দির থেকে পালায়।"

"সেই জন্যই কি ওদের রাখা হয়েছে?" আনেৎ প্রশ্ন করল।

"সেটাই সব নয়," ওগ্‌লি জবাব দিল।

"তাহলে আর কি?"

ওগ্‌লি মাথা নেড়ে বলল, "বলতে পারব না। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে আর কি কারণে চিতাবাঘগুলোকে বাইরের উঠোনে ছেড়ে রাখা হয়েছে।"

ফটকের মুখে রক্ষী দুজনের সঙ্গে ওগ্‌লির কিছু কথা হতেই তাদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হল। বারান্দা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একসঙ্গে অনেকগুলি চিতার লড়াইয়ের শব্দ, তাদের আর্তনাদ, হুংকার ও ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ আওয়াজ কানে এল। সেই সব শব্দ শুনতে শুনতেই কাবান্দাবান্দার মন্দিরের স্বল্পালোকিত বারান্দা ও ঘরের ভিতর দিয়ে দুটি মেয়ে এগিয়ে গেল।

কাবান্দাবান্দা! সে কে, বা কি? কোন্ রহস্যময় পরিণতির জন্য সে তাদের ডেকেছে? জেন বুঝতে পেরেছে, অচিরেই এ সব প্রশ্নের জবাব মিলবে, আর সে জবাব সুখের হবে না।

হঠাৎ সে ওগুলিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এই মন্দিরে থাক, না পিছনের গ্রামে?"

"কাবান্দাবান্দা যখন যেখানে থাকতে বলে সেখানেই থাকি।"

"এখন কোথায় আছ?"

"গ্রামে।"

"তুমি কি সারা জীবনই এখানে আছ ?"

"না।"

"কতদিন আছ ?"

"মনে নেই। হয় তো একশ' বর্ষা পার হয়ে গেছে, অথবা দু'শ ; আমি গুণতে ভুলে গেছি। কিন্তু তাতে কি হল, আমি তো সারা জীবনই এখানে থাকব—অবশ্য তার আগে যদি আমাকে মেরে ফেলা না হয়। অন্য কোনভাবে আমার মৃত্যু হবে না।"

জেন অবাক চোখে তার দিকে তাকাল। এও কি আর এক পাগল ? এই ভয়ংকর শহরে সকলেই কি পাগল ? তবু একে দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে।

জেন বলল, "তুমি তো কাবান্দার বন্ধু। তাকে বলে এই মন্দিরে তোমার থাকার ব্যবস্থা কর।"

"কেন ?" ওগ্‌লির স্বরে সন্দেহের ছোঁয়া।

"কারণ এখানে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তুমি কাছে না থাকলে আমার ভয় করবে।"

একটা চাপা গর্জন করে ভুরু কুঁচকে ওগ্‌লি বলল, "আবার তুমি আমাকে মজাতে চেষ্টা করছ ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেন বলল, "তুমি তো নিজেই মজেছ ওগ্‌লি, আর আমাকেও মজিয়েছ। আমরা যে দুজনেই মজেছি।" অশ্রু-ছলছল চোখে সে ওগ্‌লির দিকে তাকাল।

ফ্যাসফেঁসে গলায় ওগ্‌লি বলল, "ওভাবে আমার দিকে তাকিও না।"

তার কাঁধে হাত রেখে জেন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "কাবান্দাবান্দার অনুমতি চাইবে তো ?"

ওগ্‌লি মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল ; কিন্তু জেনের ঠোঁটে খুশির হাসি ফুটল। সে বুঝতে পেরেছে যে তারই জয় হয়েছে।

যেতে যেতে জেন অনেকগুলো কালো মানুষকে দেখতে পেল ; নাদুস-নুদুস, তেল-চকচকে, কালো-কালো মানুষগুলোকে দেখে সুলতানদের হারেমের কথা তার মনে পড়ল। এরা যেমন নিষ্ঠুর ও লোভী, তেমনি কুশলী। এরা সবাই তো কাবান্দাবান্দার ভৃত্য। তাহলে কাবান্দাবান্দা নিজে কেমন মানুষ ?

অচিরেই এ প্রশ্নের জবাব সে পাবে।

২৮—কাবান্দাবান্দা

একটা আধা-পাগল লোক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বকর-বকর করেই চলেছে। একটা ছোট বানর গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়তেই সে ভয়ংকরভাবে চেঁচিয়ে উঠে সেটাকে ধরবার জন্ম লাফ দিল।

কাছাকাছি আর একটা গাছের অনেক উপরে ঘন পাতার আড়াল থেকে দুটি সতর্ক চোখ পাগলটার দিকে নজর রেখেছে। তার মাথায় কি মতলব ঘুরছে তা জানে শুধু সে আর তার সৃষ্টিকর্তা।

হঠাৎ পাগলটা অন্ধের মত ছুটতে লাগল। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। বেচারি খুবই দুর্বল। আবার উঠে টলতে টলতে চলতে লাগল। গাছের ডালে-ডালে সতর্ক চোখ দুটিও এগিয়ে চলল।

কিছু দূরেই খানিকটা খোলা জায়গা। এক প্রান্তে একটি মাত্র গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার নীচে শুয়ে আছে তিনটে সিংহ।

পাগলটা সেখানে পৌঁছতেই একটা সিংহ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে তার দিকে তাকাল। সিংহদের দেখেই পাগলা জোরে চীৎকার করতে করতে দুই হাত মাথার উপর তুলে তাদের দিকে ছুটতে লাগল।

সিংহরা বোধ হয় এ রকম পরিস্থিতিতে কখনও পড়ে নি। তিনটি সিংহই উঠে দাঁড়াল; মুহূর্তকাল লোকটিকে দেখল; তার পরই প্রথম সিংহটা মুখ ঘুরিয়ে এক লাফে জঙ্গলে ঢুকে গেল; অপর দুটিও তাকে অনুসরণ করল।

পাগলটা হঠাৎ বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করল। কেটে কেটে বলতে লাগল, "আমাকে দেখে সকলেই পালিয়ে যায়। ওরা জানে আমি খুনি, তাই সকলে আমাকে ভয় পায়—আমাকে ভয় পায়! আমাকে ভয় পায়! আ-মা-কে ভ-য় পা-য়!" তার চীৎকার বাড়তে বাড়তে চরমে উঠল।

অনুসরণকারী লোকটি গাছ থেকে নেমে পাগলার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটি কাভুরু ইদেনি। হাতে একটা পাকানো লম্বা দড়ি। পাগলার উপর লাফিয়ে পড়ে ইদেনি তাকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে হাত দুটিকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পাগলা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "আমারও বন্ধু আছে; শেষ পর্যন্ত একটি বন্ধুকে পেলাম, আর আমি একা নই। তোমার নাম কি বন্ধু? আমি প্রিন্স সুবরভ? বুঝতে পারছ? আমি একজন প্রিন্স।"

ইদেনি কিছুই বুঝতে পারল না। নাই বা পারল। মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে সে একটা পাগলকে পেয়ে গেছে। এতে কাবান্দাবান্দা খুশিই হবে। এ রাজ্যে মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু পাগলের সংখ্যা আরও কম। কাবান্দাবান্দা পাগলদের পছন্দ করে।

লোকটাকে দুর্বল ও অস্থিচর্মসার দেখে ইদেনির দয়া হল। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দড়িটা তার গলায় বেঁধে একটা গুপ্ত পথ দিয়ে টানতে টানতে গ্রামের দিকে নিয়ে চলল।

ওদিকে ব্রাউন ও টিব্‌স্‌কে নিয়ে টারজনও অন্য পথে এগিয়ে চলেছে একই গ্রামের দিকে। গ্রামটা যে কোথায় তা তারা জানে না; তবে অনুমান এই পথ ধরে গেলেই গ্রামটা পাওয়া যাবে।

জেনকে হাজির করা হল কাবান্দাবান্দা মন্দিরের প্রশস্ত কেন্দ্রীয় কক্ষে। কক্ষটি বড়। গাছের গুঁড়ির উপর বসানো নীচু ছাদ। কাঠের মেঝেতে পালিশ। প্রতিটি স্তম্ভের উপরে একটা করে দাঁতবিহীন মাথার খুলি সাজানো। ছাদের মাঝখানে ঘরের একটি মাত্র খোলা জায়গা দিয়ে প্রচুর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। চিতাবাঘের চামড়ায় মোড়া বেদীর উপর স্থাপিত প্রকাণ্ড সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তি।

সিংহাসনে উপবিষ্ট লোকটির দিকে প্রথম দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেন বিস্ময়ে ঢোক গিলল। লোকটি সুদর্শন।

এই তো কাবান্দাবান্দা, অথচ তার কল্পনার মূর্তির চাইতে কত আলাদা। এই তো সত্যিকারের রাজা; শুধু রাজা নয়, একাধারে ত্রিশক্তি—কাভুরুদের রাজা, ওঝা, ও ঈশ্বর। সিংহাসনের দুই পাশে দুটি চিতাবাঘ ছাড়া বেদীর উপরে সে একাই আসীন। তার নীচে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাভুরু সৈনিকরা; আর আছে মোটা-সোটা ক্রীতদাসরা। বেদীর দুই পাশে মেঝেতে বিছানো চিতার চামড়ার উপর বসে আছে এক ডজন করে মেয়ে; অধিকাংশই কালো মেয়ে; তবে বেদুইনদের মত সাদা চামড়ার কিছু মেয়েও আছে।

সঙ্গিনী দুটিকে বেদীর কাছে এনে ওগলি নতজানু হল; কর্কশ গলায় তাদেরও নতজানু হতে হুকুম করল। আনেৎ ভয়ে ভয়ে হুকুম পালন করল, কিন্তু জেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চোখে সিংহাসনারূঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল।

লোকটি যুবক; চওড়া কটি-বন্ধনী ও নানা অলংকার ছাড়া প্রায় নগ্নদেহ। মানুষের দাঁতের হার গলা থেকে নেমে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কটিবস্ত্রের কাছে নেমে এসেছে। কব্জিতে, বাহুতে, গোড়ালিতে ধাতু, কাঠ ও হাতির দাঁতের নানা অলংকার। কিন্তু জেনের দৃষ্টি সে সবের দিকে নেই; সে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে যুবকটির দেবোপম মুখ ও সুগঠিত দেহখানিকে।

প্রথমেই জেনের মনে হল, এর চাইতে সুন্দর মুখ সে কখনও দেখে নি। ডিম্বাকৃতি মুখকে ঘিরে একরাশ সোনালী চুল; প্রশস্ত, উন্নত কপালের নীচে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ। পরিমিত নাক ও ছোট ওষ্ঠ সেই দেবোপম সৌন্দর্যকে যেন পরিপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু—একটি দুর্বল, নিষ্ঠুর মুখ যেন কে

সৌন্দর্যকে বড়ই ক্ষুণ্ণ করে তুলেছে।

এক দৃষ্টিতে জেনের দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি রাজকীয় ভঙ্গীতে আদেশ করল, "নতজানু হও!"

জেন জানতে চাইল, "কেন? কেন আমি তোমার সামনে নতজানু হব?"

"আমি কাবান্দাবান্দা।"

"সেজন্য একটি ইংরেজ মহিলা তোমার সামনে নতজানু হবে কেন?"

যুবকটি বলল, "তুমি নতজানু হবে না?"

"নিশ্চয় না।"

দুটি ক্রীতদাস জেনের দিকে এগিয়ে গেল। কাবান্দাবান্দা হাতের ইশারায় তাদের সরে যেতে বলল। বিচিত্র ভঙ্গীতে তার ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। সেটা খুশিতে, না ক্রোধে তা বুঝতে পারল না জেন।

ওগ.লি ও জেনকে উঠে দাঁড়াতে বলে যুবক জেনের দিকে ফিরে বলল, "তুমি কে? আর কাভুরুদের দেশে কেন এসছ?"

"আমি জেন ক্লেটন, লেডি গ্রেস্টোক। উড়ো জাহাজ লণ্ডন থেকে নাইরোবি যাবার পথে আমরা মাঝখানে নামতে বাধ্য হই। সঙ্গীদের নিয়ে উপকূলে পৌছবার পথে তোমার সৈনিকরা এই মেয়েটিকে ও আমাকে অপহরণ করে। আমি চাই, তুমি আমাদের মুক্তি দিয়ে নিকটবর্তী কোন বন্ধু গ্রামে পৌছে দাও।"

কাবান্দাবান্দার ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল। বলল, "তাহলে তোমরাও একটা দানব পক্ষির পিঠে চড়ে এসেছ। আরও দু'জন এসেছে কাল। দানব পক্ষিটার পাশেই তাদের মৃতদেহ পড়ে আছে। আমার লোকজন দানব পক্ষিটাকে ভয় করে; কিছুতেই তার কাছে যাবে না। বলতো, সেটা কি ওদের কোন ক্ষতি করবে?"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওদের এই কুসংস্কারকে কাজে লাগাবার জন্য জেন বলল, "ওটা থেকে দূরে থাকাই ভাল। ওরকম দানব পক্ষি আরও অনেক আসবে। তারা যদি দেখে তোমরা বা আমার সঙ্গিনীর কোন ক্ষতি করেছে, তোমার এই গ্রাম ও লোকজনদের তারা ধ্বংস করে ফেলবে। আমাদের নিরাপদে পাঠিয়ে দাও; আমরা তাদের বলে দেব, যেন তোমাদের কোন ক্ষতি না করে।"

যুবক জবাব দিল, "তোমরা যে এখানে আছ তারা তা জানতেই পারবে না। কাভুরুদের গ্রামে অথবা কাবান্দার মন্দিরে কি ঘটে কেউ জানতে পারে না।"

"তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে না?"

"না। এ গ্রামের ফটক দিয়ে একবার যে ঢোকে সে আর বের হতে পারে না—আর তুমি তো পারবেই না। অনেক মেয়ে আমার কাছে এসেছে, কিন্তু

তোমার মত কেউ আসে নি।"

"তোমার তো অনেক মেয়ে আছে। তাহলে আমাকে চাইছ কেন?"

আধ-বোঝা চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আমি জানি না। ওগ্‌লি, এদের নিয়ে যাও তিন সাপের ঘরে।"

আনেৎ বলে উঠল, "তিন সাপের ঘর! সে ঘরে কি তিনটে সাপ থাকে?"

যেতে যেতে জেন বলল, "যে সব ঘর পার হয়ে যাবে তার দরজার উপরে চোখ রেখো। তাহলেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। একটা দরজার মাথায় আছে শুয়োরের মাথা। আর একটাতে আছে দুটো মানুষের খুলি। একটাতে আছে চিতার মাথা। এই ভাবেই এরা ঘরের নামকরণ করে থাকে, ঠিক আমরা যেমন হোটেলের ঘরে সংখ্যা লিখে দেই।"

মন্দিরের তিন তলায় উঠে ওগ্‌লি তাদের নিয়ে যে ঘরটায় ঢুকল, সত্যি তার দরজার উপরে তিনটে সাপের মাথা খোদাই করা।

ওগ্‌লি বলল, "পালাবার চেষ্টা করো না, তাতে কোন লাভ হবে না।"

জেন বলল, "মোটেই সে চেষ্টা করছি না। তুমি সাহায্য না করলে আমাদের পক্ষে পালানো অসম্ভব। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু।"

হঠাৎ লোকটি প্রশ্ন করল, "কাবান্দাবান্দা কি ভাবে তোমাকে দেখছিল সেটা কি তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"না তো," জেন বলল।

"আমি করেছি; আগে কখনও কোন বন্দীর দিকে ওভাবে তাকাতে তাকে আমি দেখি নি। মনে হচ্ছে, তুমি তাকে যাদু করেছ। তোমার কি তাকে ভাল লেগেছে গো মেয়ে?"

জেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তোমার মত এত ভাল লাগেনি।"

লোকটি হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, "একাজ সে করতে পারে না। আমাদের সকলের মতই তাকেও আইন মেনে চলতে হবে।"

"কিসের আইন?" জেন শুধাল।

"সে যদি এ কাজ করতে চেষ্টা করে, তাহলে আমি—বারান্দায় কিসের শব্দ শুনে ওগ্‌লি চুপ করে গেল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটি ক্রীতদাস। সে পাশে সরে দাঁড়াতেই প্রকাশ পেল কাবান্দাবান্দার মূর্তি।

সে ঘরে ঢুকতেই ওগ্‌লি নতজানু হল। আনেৎ তাকে অনুকরণ করল। কিন্তু জেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাবান্দাবান্দা বলল, "আচ্ছা, তুমি কিছুতেই নতজানু হবে না? ঠিক আছে, হয়তো এই কারণেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। তোমরা উঠে দাঁড়াও। জেন নামক এই মেয়েটি ছাড়া বাকি সকলেই বারান্দায় বেরিয়ে যাও। আমি ওর সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চাই।"

ওগ.লি সোআমুজি কাবান্দাবান্দার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে; কাভুরুর পুরোহিতদের প্রধান পুরোহিত, আমি যাচ্ছি; কিন্তু আমি কাছাকাছিই থাকব।"

মুহূর্তের জন্য কাবান্দাবান্দার মুখটা ক্রোধে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। সকলে বেরিয়ে গেলে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে জেনকে বসতে বলে নিজে তার পাশে বসল। অনেকক্ষণ জেনের দিকে তাকিয়ে রইল; সে চোখে বুঝি স্বপ্নের অঞ্জন মাখানো। এক সময় বলল, "তুমি খুব সুন্দর। তোমার চাইতে বেশী সুন্দর কাউকে আমি দেখি নি। বড়ই দুঃখের কথা; বড়ই দুঃখের কথা।"

"দুঃখের কথাটা কি?" জেন জানতে চাইল।

প্রসঙ্গ চাপা দিতে যুবক বলে উঠল, "কিছু মনে করো না। আমার চিন্তাটা একটু সরব হয়ে গেছে।" সে আবার চুপ করল; কিসের চিন্তায় ডুবে গেল। পরে আবার বলতে লাগল, "তোমাকে বলা যেতে পারে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি বুঝতে পারবে—যে মহৎ কাজ তুমি করতে যাচ্ছ তার মূল্য তুমি বুঝতে পারবে—অবশ্য আমি যদি যথেষ্ট শক্তিমান হই। কিন্তু যখন তোমার দিকে তাকাই, ওই দুটি চোখের গভীরে যখন দৃষ্টি মেলে দেই, তখন আমি বড় দুর্বল হয়ে পড়ি। না, না! আমি কর্তব্য পালনে বিচলিত হব না; জগৎ আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমাকে কর্তব্য সাধন করতেই হবে।"

"তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," জেন বলল।

"না, এখন না; কিন্তু তুমি জানতে পারবে। আমার দিকে ভাল করে তাকাও। বলতো, আমার বয়স কত?"

"বিশের ঘরে হবে।"

যুবক আর একটু ঝুঁকে বলল, "আমার কত বয়স তা আমি নিজেই জানি না। সব গুলিয়ে ফেলেছি। হয় তো হাজার বছর; হয় তো বা কয়েক শ' বছর; হয় তো আরও বেশী। তুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর?"

"নিশ্চয় করি।"

"করো না। ঈশ্বর বলে কেউ নেই—অন্তত এখনও পর্যন্ত নেই। তাই তো পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট। নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে না খুঁজে মানুষ কল্পনায় ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। নকল পয়গম্বর আর বিদ্যাবাগীশরা তাদের ভুল পথে নিয়ে গেছে। তাদের কোন নেতা নেই। ঈশ্বরেরই নেতা হওয়া উচিত, আর সে নেতা হবে ধরা-ছোঁয়ার মত সত্তা—তাকে মানুষ দেখতে পাবে, অনুভব করতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে। মর জগতের অধিবাসী হয়েও সে হবে অমর। তার মৃত্যু নেই। সে সর্বজ্ঞ। প্রকৃতির সব শক্তি যুগ যুগ ধরে এমন এক ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে এই পৃথিবীকে শাসন করবে ন্যায়ের

পথে, করুণার পথে,—যার হাতে নিয়ন্ত্রিত হবে প্রকৃতির সমস্ত শক্তি এবং মানুষের মন ও কর্মধারা।

"অনেকটা ঠিক আমার মত—আমি কাভুরুদের প্রধান পুরোহিত কাবান্দাবান্দা। ইতিমধ্যেই আমি মৃত্যুহীন হয়েছি, সর্বজ্ঞ হয়েছি, সর্বাংশে না হলেও মানুষের মন ও কাজকে আমি অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। একমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ এখনও আমাকে মেনে চলে না। তাদের যখন জয় করতে পারব, তখনই আমি হব ঈশ্বর।"

এই উন্মাদকে খুশি করতে জেন বলল, "ঠিক, তুমিই হবে সত্যিকারের ঈশ্বর; কিন্তু মনে রেখো, করুণাই হল ঈশ্বরের অন্যতম গুণ। অতএব তুমি করুণাময় হও, আমাদের দুজনকে মুক্তি দাও।"

"আর বহির্বিশ্বের যত সব বর্বরের দল ধেয়ে এসে আমাকে ধ্বংস করুক, মানব-মুক্তির একমাত্র আশার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাক? না!"

"কিন্তু এখানে থাকলে আমার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে?" জেন প্রশ্ন করল।

"তুমি সাধন করবে সে ব্রত একমাত্র নারীরাই যার উপযুক্ত। একমাত্র একক চেষ্টাতেই মানুষ পারে দেবত্ব লাভ করতে। নারী তাকে দুর্বল করে, ধ্বংস করে। আমাকে দেখ! আমার পুরোহিতদের দেখ! ভাবছ আমরা সকলেই যুবক। সর্বশেষ শিষ্যটি আমাদের এই পবিত্র সংঘে যোগ দেবার পরে শত শত বর্ষা এসেছে ও চলে গেছে। কেমন করে আমরা লাভ করেছি এই অমরত্ব? নারীর সাহায্যে। আমরা সকলেই চিরকুমার। আমাদের চিরকৌমার্যের শপথ মোহরাংকিত হয়েছে নারীর রক্তে; আর সে শপথ ভঙ্গ হলে আমাদের শাস্তি হবে নিজ নিজ রক্তে। কোন নারীর ছলাকলায় বশীভূত হলে কাভুরু পুরোহিতকে জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।"

জেন মাথা নেড়ে বলল, "বুঝতে পারলাম না।"

"পারবে—পারবে। অনেক কাল আগে মৃত্যুহীন যৌবনের গুপ্ত কথা আমি জানতে পারি। কতকগুলি বিশেষ ফুলের রেণু, কতকগুলি গাছের শিকড়, চিতাবাঘের শিরদাঁড়ার মজ্জা, আর প্রধানত নারীর—যুবতী নারীর গ্রন্থি ও রক্ত—এমনি সব বস্তুর মিশ্রনে তৈরি হয় সেই যৌবন-রসায়ন। বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ।" জেন শিউরে উঠল।

"চমকে উঠো না; মনে রেখো, এই ভাবেই তুমি হবে জীবন্ত ঈশ্বরের অংশ। তুমি বেঁচে থাকবে চিরকাল। গৌরবে দীপ্ত হবে তুমি।"

"কিন্তু এসব কিছুই তো আমি জানতে পারব না; তাহলে তাতে আমার কি লাভ?"

"আমি জানব যে তুমি আমার একটি অংশ। আর সেই ভাবেই আমি

তোমাকে পাব।" সে আরও ঝুঁকল। "কিন্তু তুমি যেমন আছ তেমনি তোমাকে রাখতে চাই আমি।" জেনের কপোলে লোকটির গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। "কেন নয়? আমি কি প্রায় ঈশ্বর নই? ঈশ্বর কি ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না? কে তাকে বাধা দেবে?"

জেনকে চেপে ধরে সে তাকে কাছে টানল।

২৯—নিয়তি

ইদেনি যখন বন্দীদের নিয়ে কাভুরুদের গ্রামের ভিতর দিয়ে কাবান্দাবান্দার মন্দিরে হাজির হল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ওদিকে আর একটা পথ ধরে গ্রামের মুখের খোলা জায়গাটায় পৌঁছে থামল টারজন। মাথাটা উঁচু করল।

"কি দেখছ?" ব্রাউন শুধাল।

"সামনেই একটা গ্রাম—কাভুরুদের গ্রাম; কিন্তু তারও কাছে রয়েছে বন্ধুরা—ওয়াজিরিরা।"

"কি করে জানলে?"

ব্রাউনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে টারজন তাকে ইসারায় চুপ করতে বলল। তারপর তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল ভারুই পাখির ডাক—তিন বার। সে কান পাতল। সব চুপচাপ। তারপর এক, দুই, তিন—তিনবার শোনা গেল সেই একই ডাক।

সঙ্গীদের নিয়ে টারজন এগিয়ে গেল। মুভিরো ও বালান্দো ছুটে এসে তার সামনে নতজানু হল। সংক্ষেপে মুভিরো সব কথাই জানাল। বিনা বাক্যব্যয়ে টারজন সব শুনল। বলল, "তাহলে তোমার ধারণা গ্রামে ঢোকা অসম্ভব?"

বিষণ্ণ গলায় মুভিরো বলল, "আমরা যে সংখ্যায় খুবই অল্প বাওয়ানা।"

টারজন বলতে লাগল, "কিন্তু বুইরা যদি এখনও বেঁচে থাকে, বেঁচে থাকে তোমাদের মেম-সাহেব ও এই লোকটির ভালবাসার সেই সাদা মেয়েটি, তাহলে?" সে ব্রাউনকে দেখাল। "আমাদের তিনজনের জীবনের প্রিয় পাত্রীরা রয়েছে ঐ গ্রামের ফটকের ওপারে। তাছাড়া আছে নিহত বন্ধুদের স্মৃতি। এর পরেও কি তুমি ফিরে যাবে মুভিরো?"

কালো মানুষটি সোজা জবাব দিল, "টারজন যেখানে নিয়ে যাবে, মুভিরো সেখানেই যাবে।"

টারজন নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। সকলে তাকে অনুসরণ করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রধান পুরোহিত জেনকে নিজের বুকে সজোরে চেপে ধরল।

অসহায়, আশাহীন মেয়েটি কি করবে! আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশেই লোকটি ঠোঁটকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চীৎকার করে ডাকল: "ওগ্‌লি!"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা সপাটে খুলে গেল। কাবান্দাবান্দা জেনকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেঝেটা পার হয়ে ওগ্‌লিও থামল। দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের জন্য কাবান্দাবান্দার মুখ ও গলা রাগে লাল হয়ে উঠল। তারপরেই মরার মত সাদা মুখে সে ওগ্‌লির পাশ দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। একটা কথাও বলল না।

সৈনিক অতি দ্রুত জেনের কাছে গিয়ে বলল, "ও আমাদের দুজনকেই খুন করবে। আমাদের পালাতেই হবে; তাহলেই তুমি আমার হবে।"

যেন খড়কুটোকে আশ্রয় করেই জেন বলে উঠল, "আর তোমার শপথ!"

ওগ্‌লি বলল, "যে মরতে বসেছে তার আবার শপথ কি? আমি তো এখন মরার সামিল। এখান থেকে আমি চলে যাব। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। মন্দির চত্বর ও গ্রামের নীচ দিয়ে একটা গোপন সুড়ঙ্গ আমি চিনি! জড়ি-বুটির খোঁজে কাবান্দাবান্দা মাঝে মাঝে সেই পথ দিয়ে যায়। অনেক রাত হলে আমরা যাব।"

রাগে লাল হয়ে কাবান্দাবান্দা যখন প্রাসাদের অলিন্দপথে হেঁটে যাচ্ছে তখন বন্দীসহ ইদেনির সঙ্গে তার দেখা হল।

"তোমার সঙ্গে ও কে?"

ইদেনি নতজানু হয়ে বলল, "এরও মাথায় দানো ঢুকেছে। তাই তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।"

প্রধান পুরোহিত হুংকার দিয়ে উঠল, "এখান থেকে নিয়ে যাও। তালাবন্ধ করে রাখ। কাল সকালে নিয়ে এস।"

স্বরভকে নিয়ে তিন তলায় উঠে ইদেনি তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ঠেলে দিল। এটা দুই সাপের ঘর। পাশেই তিন সাপের ঘর। বাইরে থেকে দরজায় খিল এঁটে ইদেনি চলে গেল।

পাশের ঘরে ওগ্‌লি বলল, "আমি যাচ্ছি। এখন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে। পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।"

"কিন্তু—আনেৎ কোথায়?"

"পাশে ঘরে। কাবান্দাবান্দা যখন আমাদের বের করে দিয়েছিল তখনই তাকে পাশের ঘরে রেখে দিয়েছি।"

"তাকেও সঙ্গে নেবে তো?"

"দেখি। তুমি কিন্তু পালাবার চেষ্টা করো না। গুপ্ত পথ ছাড়া অপর

একমাত্র পথ চত্বরের ভিতর দিয়ে। সেখানে ঢুকলেই নিশ্চিত মৃত্যু। সাবধান!"

বেরিয়ে যাবার আগে ওগ্‌লি দরজাটা বন্ধ করে বাইরে থেকে খিল এঁটে দিয়ে গেল।

দুই সাপের ঘরে অন্ধকারে সুবরত একা। পাশের ঘরে অস্পষ্ট শব্দ শুনে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা দরজা পেল। তালাবন্ধ। বৃথাই সেটা টানাটানি করল।

পাশের ঘরে জেন সে শব্দ শুনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ওগ্‌লি বলেছে, আনেৎ আছে পাশের ঘরে। তাহলে তো সেই শব্দ করছে।

জেন দেখতে পেল, তার দিকেই দরজায় একটা ভারী হুড়কো লাগানো। খুব সাবধানে সে একটু একটু করে হুড়কোটা সরাতে লাগল। ওপাশে আনেৎও তালা ধরে টানাটানি করছে। দুজনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। অস্পষ্ট আলোয় একটি মূর্তিকে ঘরে ঢুকতে দেখে জেন ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল, "আনেৎ!"

কথা বলল একটি পুরুষ কণ্ঠ। "সে মারা গেছে। ব্রাউন তাকে খুন করেছে। জেনকেও সেই মেরে ফেলেছে। তুমি কে?"

"এলেক্সিস!" জেন চেঁচিয়ে বলল।

"তুমি কে?" সুবরত প্রশ্ন করল।

"আমি জেন—লেডি গ্রেস্টোক। তুমি কি আমার গলা শুনে বুঝতে পারছ না?"

"তা পারছি, কিন্তু তুমি তো মৃত। কিটি কি তোমার সঙ্গে আছে? হা ঈশ্বর!"

উল্টো দিকের ঘরের দরজা থেকে কে যেন ছুটে এল। শোনা গেল আনেতের গলা। "ম্যাডাম! ম্যাডাম! এসব কি? কি হয়েছে?"

সুবরত সভয়ে বলে উঠল, "ও কে? আমি জানি—ও আনেৎ। তোমরা সবাই আমার উপর ভর করেছ।"

জেন সান্ত্বনার সুরে বলল, "শান্ত হও এলেক্সিস। কিটি এখানে নেই, আর আনেৎ ও আমি দুজনই বেঁচে আছি।" বলতে বলতে সে আনেতের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হুড়কোটা খুলে দিল।

সুবরত আর্তনাদ করে উঠল, "ওকে ঢুকতে দিও না! তুমি ভূত হও আর যাই হও, ওকে ঘরে ঢুকতে দিলে আমি তোমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।"

সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে আনেৎ ছুটে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দার দরজা খুলে ঘরে ঢুকল কালো ক্রীতদাস মেডেক।

সে বলল, "কী হচ্ছে এখানে? এ লোকটাকে কে এখানে আসতে দিল?"

আনেৎকে দেখে সুবরভ ভয়ে কুঁকড়ে সরে গেল। তার পরেই মেভেককে দেখে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "কিটি! না, আমি যাব না! তুমি চলে যাও!"

মেভেক এগিয়ে গেল। সুবরভ ঘুরে ঘরের একমাত্র জানালাটার দিকে ছুটে গেল। একমুহূর্ত গোবরাটে দাঁড়িয়ে থেকে পিছনে তাকিয়ে মেভেকের অস্পষ্ট মূর্তিটাকে দেখতে পেয়ে আতংকে চীৎকার করতে করতে বাইরের অন্ধকার চত্বরে লাফিয়ে পড়ল।

মেভেক ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। নীচ থেকে ভেসে এল সুবরভের আর্তকণ্ঠ। তাকেও ছাপিয়ে ভেসে এল অনেকগুলি চিতাবাঘের গর্জন ও হুংকার। বেচারি সুবরভ! সদ্য নিহত শিকারের মাংস নিয়ে চিতাদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। তারপর সব শেষ। চুপ।

মেভেক জানালা থেকে ফিরে এসে বলল, "এ পথে পালাবার চেষ্টা বৃথা।" তারপর বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আনেৎ বলল, "কী দুঃখের ব্যাপার ম্যাডাম।"

জেন বলল, "সত্যি দুঃখের। তবে এ ভালই হল। প্রিন্স সুবরভ পাগল হয়ে গিয়েছিল।"

বাইরে পায়ের শব্দ শুনে আনেৎ বলল, "স্-স্-স্ ম্যাডাম! কে যেন আসছে।"

জেন কান পেতে বলল, "ধপাস্ করে কে যেন পড়ে গেল। শুনতে পেয়েছ?"

"হ্যাঁ। এ যে আর এক বিপদ।"

দরজাটা সপাটে খুলে গেল; ঢুকল একটি মূর্তি। কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "কোথায় তুমি?" ওগ্‌লির কণ্ঠস্বর।

"আমি এখানে," জেন জবাব দিল।

"তাড়াতাড়ি চলে এস। সময় নষ্ট করো না।"

"চলে এস আনেৎ," জেন বলল।

"অন্য মেয়েটিও এখানেই আছে?" ওগ্‌লির প্রশ্ন।

জেন বলল, "হ্যাঁ, আমি গেলে ও-ও যাবে।"

কাভুরু বলল, "তাই হবে। কিন্তু জলদি।"

ওগ্‌লিকে অনুসরণ করে মেয়ে দুটি বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজার পাশে মেভেকের মৃতদেহ পড়ে আছে। মরা চোখ দুটি তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তার মুখে একটা লাথি মেরে ওগ্‌লি বলল, "ও তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না।"

অনেক বারান্দা ও ঘর পার হয়ে তিনজন এগিয়ে চলল সতর্ক পা ফেলে। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। তিনজনেরই একমাত্র লক্ষ্য জঙ্গলে পৌঁছবার

গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখ।

এক সময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওগ্‌লি বলল, "আমরা পৌঁছে গেছি। এই ঘরেই গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখ। কোন রকম শব্দ করো না।"

সাবধানে দরজা ঠেলে তিনজন ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর থেকে অনেকগুলো হাত বেরিয়ে এসে তাদের ঝাপ্‌টে ধরল। একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তির শব্দ জেন শুনতে পেল। শোনা গেল পলায়মান পদধ্বনি। তাকে টানতে টানতে বারান্দায় আনা হল। একজন নিয়ে এল একটা তৈল-প্রদীপ।

জেনের পাশে দাঁড়িয়ে আনেৎ ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। তাদের ঘিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সৈনিক। ওগ্‌লি সেখানে নেই।

একজন সৈনিক বলল, "কোথায় গেল ওগ্‌লি? নিশ্চয় সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়েছে। ছুটে চল। তাকে ধরতেই হবে।"

অপর সৈনিক বল, "এতক্ষণ সে অনেক দূর চলে গেছে। আমরা ধরবার আগেই সে বনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। রাতের অন্ধকারে সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সকাল হোক। তখন দেখা যাবে।"

আর একজন বলল, "সেই ভাল। আপাতত এই দুটিকে কাবান্দাবান্দার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাক।"

মেয়ে দুটিকে নিয়ে পাঁচ সৈনিক ফিরে গেল দরবার-কক্ষের পাশের ঘরে। গৃহ-রক্ষী কালো ক্রীতদাসটি চোখ মুছতে মুছতে শুধাল, "এত রাতে কাবান্দা-বান্দার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালে কেন?"

সব কথা খুলে বলতে ক্রীতদাসটি কাবান্দাবান্দার অনুমতি নিয়ে এল। সকলে তার ঘরে ঢুকল।

চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা বিছানায় বসে ছিল কাবান্দাবান্দা। বড় বড় চোখে জেনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা এখান থেকে পালিয়ে যাবে? তা—ওগ্‌লি কোথায় গেল?"

একজন সৈনিক জানাল, সে সুড়ঙ্গ-পথে পালিয়েছে।

বাঁকা হাসি হেসে কাবান্দাবান্দা বলল, "ঠিক আছে। এটিকে নিয়ে আবার তিন সাপের ঘরে আটকে রাখ। দেখ, যেন পালিয়ে না যায়।" তারপর জেনকে দেখিয়ে বলল, "এর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে; এই ষড়যন্ত্রে আর কারা লিপ্ত আছে তা তামাকে জানতে হবে। যাও।"

আনেৎকে নিয়ে সকলে চলে গেল।

কাবান্দাবান্দা জেনকে একা পেয়ে বলল, "বটে! ওগ্‌লির সঙ্গে পালাচ্ছিলে তার সঙ্গিনী হবার আশায়? তোমার জন্যই সে তার শপথ ভাঙতে যাচ্ছিল।"

জেনের ঠোঁট ঘৃণায় বেঁকে গেল। বলল, "ওগ্‌লি হয়তো তাই ভেবেছিল।"

"তুমিও তো তার সঙ্গী হয়েছিলে।"

"হয়েছিলাম, তবে জঙ্গল পর্যন্ত; তারপর হয় পালাতাম, নয়তো তাকে

খুন করতাম।"

প্রধান পুরোহিত বলল, "কেন? তোমারও কোন শপথ আছে না কি?"

"আছে—আনুগত্যের শপথ।"

সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে প্রধান পুরোহিত বলল, "কিন্তু সে শপথ তো ভাঙতে পারতে—ভালবাসার জন্য; আর তা না হলে মুক্তি-পণ হিসাবে।"

জেন মাথা নাড়ল। "কোন কিছুর জন্যই নয়।"

"আমি কিন্তু আমার শপথ ভাঙতে পারি। একসময় ভাবতাম কোন ক্রমেই এ শপথ ভাঙা যায় না, কিন্তু তোমাকে দেখার পর থেকে—" কাবান্দাবান্দা থামল; তারপর হঠাৎ বলল, "কাবান্দাবান্দা হয়েও আমি যদি আমার শপথ ভাঙতে পারি, তাহলে তুমিও তো তোমার শপথ ভাঙতে পার। তার জন্য যে মূল্য তুমি পাবে তার জন্য যে কোন নারী তার আত্মাকেই বেঁচে দিতে রাজী হবে—সে মূল্য অনন্ত যৌবন, শাশ্বত সৌন্দর্য।"

জেন এবারও মাথা নাড়ল। "না, সে প্রশ্নই ওঠে না।"

"তুমি কাবান্দাবান্দাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ?" তার মুখের নিষ্ঠুরতা দুটি চোখেও ছড়িয়ে পড়ল। "মনে রেখো, তোমাকে ধ্বংস করবার, অথবা কোন কিছু না দিয়েই তোমাকে অধিকার করবার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি উদার। কেন জান কি?"

"কল্পনাও করতে পারি না।"

"কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসা কি তা আগে জানতাম না। কোন জীবিত প্রাণী কখনও আমাকে এমন চঞ্চল করে নি। আমি তোমাকে চিরদিনের মত এখানে রাখব; তোমাকে করব প্রধান ভৈরবী; যুগ যুগ ধরে তোমাকে যৌবনবতী করে রাখব; রূপবতী করে রাখব। তুমি আর আমি চিরকাল বেঁচে থাকব। মানবজাতিকে নবযৌবন দানের ক্ষমতা আমার আছে; সেই ক্ষমতাবলে সারা জগৎকে রাখব পায়ের নীচে। আমরা হব ঈশ্বর—আমি দেব, আর তুমি দেবী।"

কাবান্দাবান্দা দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। চিত্র-বিচিত্র দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা বড় বাক্স বের করল। বলল, "এখানে এস; দেখ।" বাক্সের ডালাটা খুলে জেনের সামনে মেলে ধরল। ভিতরে মটর-দানার মত অনেকগুলি কালো রঙের বটিকা। "জান এগুলো কি?"

"না।"

"এই সব বটিকা হাজার মানুষকে দেবে অনন্ত যৌবন ও রূপ। একটি মুখের কথায় এগুলি তোমার হবে। আকাশে ভরা চাঁদ ওঠার শুভক্ষণে এর একটি বটিকা খেলে তুমি পাবে সেই অমূল্য রত্ন যার জন্য জগতের প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে গোটা মানবজাতি সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।" জেনের হাত ধরে যুবক তাকে কাছে টানল।

ঘৃণায় চীৎকার করে জেন নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল। যুবক তাকে আরও জোরে চেপে ধরল। জেন সজোরে তার মুখে আঘাত করল। বিস্মিত যুবকের মুঠি শিথিল হল। আর সেই সুযোগে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জেন পাশের ছোট ঘরে ছুটে গেল।

ক্রোধে গর্জন করতে করতে কাবান্দাবান্দা তার পিছু নিল। বারান্দায় যাবার দরজার কাছেই তাকে ধরে ফেলল। জেনের আপ্রাণ বাধা সত্ত্বেও চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে চলল।

৩০—মরা মানুষ কি উড়তে পারে!

কেমন করে কিভাবে কাভুরুদের গ্রামে ঢোকা যায় তা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করে টারজন ও ব্রাউন অনেক রাতে বনের প্রান্তে একটা গাছে চড়ে শুয়ে পড়ল।

টারজন বলল, "তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তুমি শুয়ে পড়। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেব।"

টারজনও মল। কিন্তু তার ঘুম খুব পাতলা। প্রয়োজন মতই ভেঙে যায়। জঙ্গলের স্বাভাবিক শব্দে তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা অস্বাভাবিক শব্দ যেন তার চেতনায় আঘাত করল।

গাছের ভিতর দিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল। কান থেকে এবার নাকে এসে লাগল একটা গন্ধ। বুঝতে পারল, কাছেই একটি কাভুরু আছে। ভাল করে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা লোক জঙ্গলের পথে হেঁটে চলেছে। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে টারজন তার উপর লাফিয়ে পড়ল; তাকে মাটিতে ফেলে দিল। লোকটির দেহ শক্তপোক্ত। নিজেকে ছাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। জঙ্গলের রাজার হাতে সে তো মোমের পুতুলমাত্র।

লোকটির দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে টারজন তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আধা অন্ধকারে টারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আর যাই হোক, এ লোকটি কাভুরু নয়।

বলল, "কে তুমি? তুমি তো কাভুরু নও; তাহলে নিশ্চয় আমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নিয়ে যাবে না।"

টারজন বলল, "তুমি যদি আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও তাহলে তোমাকে কাবান্দাবান্দার কাছে নেব না, যা তোমার কোন ক্ষতিও করব না। তুমি কে?"

"আমি ওগ্‌লি।"

"সন্তু গ্রাম থেকে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"গ্রামে ফিরে যেতে চাও?"

"না। কাবান্দাবান্দা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"কাবান্দাবান্দা কি এতই বড় যোদ্ধা যে তুমি তাকে ভয় কর?"

"তা ঠিক নয়, তবে সে খুব শক্তিধর—কাভুরুদের প্রধান পুরোহিত।"

একটু একটু করে টারজন ওগ্‌লির কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে বলল, "তাহলে মেয়ে দুটি এখনও জীবিত আছে?"

"হ্যাঁ; অন্তত কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত বেঁচে ছিল।"

"তাদের কি এখনই কোন বিপদ ঘটতে পারে?"

"কাবান্দাবান্দা কি করবে তা কেউ বলতে পারে না। তবে আমার মনে হয় এখনই তাদের কোন বিপদ ঘটবে না, কারণ তাদের একজনকে সে সঙ্গিনী-রূপে বেছে নেবে, হয়তো বা এতক্ষণ নিয়েছে।"

"গুপ্ত পথটা কোথায়? আমাকে সেখানে নিয়ে চল। দাঁড়াও; আগে আমার বন্ধুদের ডাকি।"

টারজন সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল।

ওগ্‌লি বলল, "আমি তোমাকে সুড়ঙ্গ-পথে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সে পথে তোমরা মন্দিরে ঢুকতে পারবে না। গুপ্ত পথের হদিস যারা জানে না তাদের কাছে সুড়ঙ্গের উভয় মুখই একদিকে খোলে—বনের দিকে; একমাত্র কাবান্দাবান্দাই ফেরার হদিস জানে। তাই সহজেই মন্দির থেকে বেরিয়ে আসা যায়, কিন্তু ফিরে যাওয়া অসম্ভব।"

কয়েক মিনিট ধরে আরও অনেক প্রশ্ন করে ওগ্‌লির কাছ থেকে খবরাখবর জেনে নিয়ে টারজন সঙ্গীদের বলল, "আনেৎ ও লেডি গ্রেস্টোক মন্দিরের মধ্যেই আছে। আমার বিশ্বাস লোকটি সত্য কথাই বলেছে। ওর কথায় যতদূর বুঝতে পারছি লেডি গ্রেস্টোকের সমূহ বিপদ; কাজেই সময় নষ্ট করা চলবে না।" মুভিরোর দিকে ফিরে বলল, "ব্রাউন ও আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই লোকটিকে আটকে রাখ। অন্ধকার নামবার আগে যদি আমরা ফিরে না আসি তো বুঝবে যে আমাদের সব চেষ্টা বিফল হয়েছে। তখন তোমরা দেশে ফিরে যেয়ো। এই বন্দীকে নিয়ে যা ইচ্ছা করো। এখন বিমানযাত্রীদের কাছ থেকে যে সব অস্ত্র পেয়েছ সেগুলি আমাদের দিয়ে দাও। ব্রাউনের ধারণা জাহাজে আরও অস্ত্র আছে। চলে এস ব্রাউন।"

দু'জন নিঃশব্দে এগিয়ে চলল খোলা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে। উড়ো জাহাজের কাছে পৌঁছে ব্রাউন সোজা তাতে উঠে গেল। নেমে এসে এক বাক্সভর্তি কার্তুজ টারজনের হাতে দিয়ে বলল, "তোমার তো পকেট নেই,

এইটে দিয়েই কাজ চালাবে। আমি সবগুলি পকেটভর্তি করে এনেছি—প্রায় টনখানেক ওজন হয়েছে।"

"পেট্রল কতটা আছে?" টারজন শুধাল।

"একটা টুপি-ভর্তি হবে," ব্রাউন জবাব দিল।

"ওতে হবে?"

"তা—মেসিন গরম হতে যদি বেশী সময় না লাগে। প্যারাসুট পেয়েছ?"

একটা প্যারাসুট নিজে পরে টারজন আর একটা দিল ব্রাউনকে। তারপর দুজনই ককপিটে উঠে গেল। মুখে কোন কথা বলল না। সব ব্যবস্থা রাতেই পাকা করা হয়েছিল।

অল্প চেষ্টাতেই প্রপেলার গর্জে উঠল। ব্রাউন হাসিমুখে বলল, "যদি স্তব-স্তুতি কিছু জানা থাকে তো সবগুলি আউড়ে যাও। যাত্রা শুরু হল।"

বিমানটা স্বচ্ছন্দে উপরে উঠতে লাগল। বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল মুভিরো, বালান্দো, টিব্স্ ও ওগ্লি। আর দেখতে লাগল কাভুরু সৈনিকরা; বিমানের গর্জন শুনে ইতিমধ্যেই তারা পথে পথে জড়ো হয়েছে।

একজন সৈনিক ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, "মরা মানুষ কি উড়তে পারে!" তার ধারণা যে দুটি যাত্রী বিমানের পাশে মরে পড়ে ছিল তারাই ওটাকে চালাচ্ছে।

সেকথা শোনামাত্রই সব কাভুরুদের মনে গেঁথে গেল। ভয়ে তারা শিউরে উঠল।

উড়োজাহাজটা যখন গ্রামের দিকে চলল তখন তারা আরও ভয় পেল।

একজন বলল, "ওরা প্রতিশোধ নিতে এসেছে।"

আর একজন বলল, "আমরা যদি কুটিরের মধ্যে ঢুকে যাই তাহলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না।"

যে কথা সেই কাজ। দেখতে দেখতে পথঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। প্রতিশোধ এড়াতে সকলেই ঘরে ঢুকে গেল।

জাহাজটা উপরে উঠতে লাগল—আরও উপরে।

একসময় ব্রাউন চীৎকার করে বলল, "প্রস্তুত হও।"

টারজন নিরাপত্তা-বেল্টের হুকটা খুলে দিল। হঠাৎ জাহাজটাকে ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে দিয়ে ব্রাউন চীৎকার করে উঠল, "লাফ দাও।"

নীচের পাখনাটা ধরে টারজন লাফ দিল। পরমুহূর্তে ব্রাউনও লাফিয়ে পড়ল।

৩১—পাপের প্রায়শ্চিত্ত

কাবান্দাবান্দার যৌবনপুষ্ট নরম দেহ তার শক্তির যথার্থ পরিমাপ নয়। জেন তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। ব্যাঘ্রীর মত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে জেনকে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল।

তাকে কোচের উপরে ঠেলে ফেলে দিয়ে কাবান্দাবান্দা বলল, "শয়তানী, তোমাকে মেরে ফেলাই উচিত, কিন্তু আমি তোমাকে মারব না। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব; পোষ মানাব—আর সে কাজ এখনই শুরু করব।" বিকৃত মুখে সে জেনের দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় ঘা পড়তে লাগল। কে যেন ভয়ার্ত গলায় ডাকল, "কাবান্দাবান্দা! কাবান্দাবান্দা! আমাদের বাঁচাও! আমাদের বাঁচাও!"

প্রধান পুরোহিত সক্রোধে চীৎকার করে বলল, "কার এত সাহস যে কাবান্দাবান্দাকে বিরক্ত করে! তোমরা চলে যাও!"

চলে যাওয়ার বদলে তারা দরজাটাকে সপাটে খুলে ফেলল। তাদের দলে সৈনিক ও ক্রীতদাস দুইই আছে।

প্রধান পুরোহিত শুধাল, "তোমরা কি চাও? কেন এখানে এসেছ?"

"মরা মানুষরা উড়ছে; তারা উড়ছে গ্রামের উপরে, মন্দিরের মাথার উপরে। তারা এসেছে প্রতিশোধ নিতে।"

কাবান্দাবান্দা ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা মূর্খ, ভীরু। মরা মানুষ কখনও উড়তে পারে না।"

একজন সৈনিক বলল, "কিন্তু সত্যি তারা উড়ছে। যে দুজনকে কাল আমরা মেরেছিলাম তারাই এখন উড়ছে গ্রাম ও মন্দিরের উপরে। তুমি বাইরে চল কাবান্দাবান্দা; মন্ত্রের বলে ওদের তাড়িয়ে দাও।"

প্রধান পুরোহিত বলল, "তাই যাব। ইদেনি, এই মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। সুযোগ পেলেই ও পালাবে।"

"ওকে পালাতে দেব না," বলতে বলতে ইদেনি সজোরে জেনের কব্জি চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রধান পুরোহিতের পিছন-পিছন। সকলে গিয়ে হাজির হল মন্দির-চত্বরে।

উড়োজাহাজের মোটরের শব্দ শুনেই জেন আকাশে চোখ তুলল। একটা ছোট বিমান পাক খেয়ে ঘুরছে। কাভুরুরা বিস্মিত চোখে, ভীত চোখে সেই দিকেই তাকিয়ে আছে।

পরমুহূর্তেই জেন দেখল, বিমান থেকে একজন লাফ দিল। তার দেখাদেখি আরও একজন।

একজন সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, "ওরা এসে পড়ল! কাবান্দাবান্দা, মরা মানুষের প্রতিহিংসার হাত থেকে আমাদের রক্ষা কর।"

বাতাসে প্যারাসুট দুটো খুলে গেল। তা দেখে একটি ক্রীতদাস আর্তনাদ করে উঠল, "এবার ওরা পাখ্‌না মেলেছে। শকুনের মত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

ওরা দুজন যখন ধীরে ধীরে মাটিতে নামছে তখন একটা হাল্কা হাওয়া ওদের বয়ে নিয়ে চলল মন্দিরের দিকে। ওরা দেখল, সমবেত জনতা মন্দির-চত্বরে ভিড় করে আছে। ওরা দেখল, বিমানটি তীব্রগতিতে নেমে যাচ্ছে। আরও দেখল, হঠাৎ জনতা উধাও হয়ে মন্দিরে ঢুকে গেল, আর তখনই বিমানটি চত্বরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আগুন ধরে গেল।

টারজনই প্রথম মাটিতে পা দিল। তারপর নামল ব্রাউন। দুজনই ছুটল মন্দিরের দিকে। বাঁধা দেবার কেউ নেই। রক্ষীরাও ভয়ে পালিয়েছে। কয়েকটা চিতাও ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

কিছুটা এগোতেই অনেক কণ্ঠের কল-গুঞ্জন কানে এল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে টারজন বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল।

সকলে সমবেত হয়েছে কাবান্দাবান্দার দরবার-কক্ষে। প্রধান পুরোহিত সিংহাসনে বসে কাঁপছে—আতংকের প্রতিমূর্তি যেন।

অন্য সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একটি সৈনিক সিংহাসনের দিকে এগিয়ে গেল। কাবান্দাবান্দার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "তোমার পাপেই আমাদের এই বিপদ। তুমি তোমার শপথ ভাঙতে চেয়েছ। এই মেয়েটা ওগ্‌লিকে যাদু করেছিল; তোমাকেও যাদু করেছে। এই মরা মানুষদের ওই লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। ওকে শেষ করে দাও। নিজের হাতে ওকে শেষ করে দাও; তবেই আমরা রক্ষা পাব।"

শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "ওকে সাবাড় কর! ওকে সাবাড় কর!"

দুজন সৈনিক জেনকে চেপে ধরে টানতে টানতে বেদীর কাছে নিয়ে গেল। কম্পিতদেহ কাবান্দাবান্দা চুলের মুঠি ধরে জেনকে বেদীর উপর তুলে নিল। কটি-বন্ধ হতে তুলে নিল তার সুতীক্ষ্ণ ছুরি। মেয়েটির বুক লক্ষ্য করে ছুরি তুলতেই দ্বারপথে গর্জে উঠল একটা পিস্তল। কাভুরুদের প্রধান পুরোহিত কাবান্দাবান্দা বুক চেপে ধরে মর্মভেদী হাহাকার করে জেনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

দরজার দিকে তাকিয়েই জেন বলল, "টারজন! অরণ্যরাজ টারজন!"

একশ' জোড়া চোখ পড়ল তাদের উপর—টারজন ও ব্রাউন নির্ভয়ে ঘরে ঢুকল। একজন সৈনিকের হাতে বর্শা উদ্যত হতেই কথা বলল ব্রাউনের পিস্তল; সৈনিক ধরাশায়ী হল।

টারজন কথা বলল স্থানীয় ভাষায়। "আমরা এসেছি আমাদের মেয়েদের

ফিরিয়ে নিতে। বিনা বাধায় তাদের তুলে দাও আমাদের হাতে, অন্যথায় তোমরা মরবে। মনে রেখো, আমরা অন্য লোকের মত নই। আমাদের রাগিও না।"

কাপুরুষরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ অন্য মেয়েদের মধ্যে আনেৎকে দেখতে পেয়ে ব্রাউন এক লাফে সেদিকে এগিয়ে গেল। সৈনিকরা দুই পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। আবেগরুদ্ধ গলায় সে আনেৎকে জড়িয়ে ধরল।

টারজন একলাফে এগিয়ে গিয়ে জেনকে বলল, "চলে এস। ওরা কোন কিছু ভাববার আগেই আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। নীচের ভয়ে জড়সড় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "মুভিরোর মেয়ে বুইরা কি এখানে আছে?"

একটি তরুণী ছুটে বেরিয়ে এল। চীৎকার করে বলল, "বড় বাওয়ানা! এবার তাহলে বেঁচে গেলাম!"

টারজন বলল, "তাড়াতাড়ি চল। অন্য যে সব মেয়ে এখান থেকে পালাতে চায় তাদেরও সঙ্গে নাও।"

পালাতে তো সকলেই চায়। পুরো দলটাই এসে টারজন ও ব্রাউনকে ঘিরে দাঁড়াল। মন্দিরের ফটকের কাছে যেতে না যেতেই তাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলি; মাথার উপরে দেখতে পেল সশব্দ অগ্নিশিখা।

আনেৎ বলে উঠল, "মন্দিরে আগুন লেগেছে।"

ব্রাউন বলল, "এটাও আমাদেরই কাজ। উড়ো জাহাজের আগুনেই মন্দির জ্বলছে। আমরাও বুঝি আটকা পড়ে গেলাম।" এখান থেকে বের হবার অন্য কোন পথ কি কারও জানা আছে?

জেন বলল, "আছে। মন্দির থেকে বনের মধ্যে যাবার একটা গুপ্ত পথ আছে। আমি তার প্রবেশ-পথটা জানি। এদিকে চল।" মুখ ফিরিয়ে সে দরবারকক্ষের দিকে পা সড়াল। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল কাবান্দাবান্দার ঘরে। হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা এল জেনের মাথায়। ব্রাউনের দিকে ফিরে বলল, "আমরা সকলেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, দুজন জীবনই দিয়েছে, চিরযৌবনের গুপ্ত রহস্য জানতে। সে জিনিস আছে এই ঘরে। চলে এস।"

প্রধান পুরোহিতের অন্দরমহলে ঢুকে আলমারিটা দেখিয়ে জেন বলল, "এর মধ্যে একটা রহস্য আছে; তাতেই আছে তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু। কিন্তু চাবিটা আছে কাবান্দাবান্দার কাছে।"

ব্রাউন বলল, "আমার কাছেও একটা চাবি আছে।" পিস্তলের একগুলিতে তালাটাকে ভেঙে সে আলমারি খুলে ফেলল।

ব্রাউন ছোট বাক্সটাকে তুলে নিল। তারপর সকলে ছুটল সুড়ঙ্গ-পথের

খোঁজে। কিছুক্ষণ পরেই জেন থেমে গেল; ইতস্তত করতে লাগল। বলল, "মনে হচ্ছে আমরা ভুল পথে এসেছি। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।"

টারজন বলল, "যেমন করে হোক মন্দির থেকে পালাতেই হবে। আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের ঘিরে ফেলছে।"

ধোঁয়া ও আগুনে দমবন্ধ হবার মত অবস্থায় একটি সৈনিক বারান্দার পথে সেখানে এসে হাজির হতেই টারজন তার হাতটা চেপে ধরে বলল, "যদি বাঁচতে চাও তো আমাদের এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।"

কোন রকমে চোখ খুলে সৈনিকটি বলে উঠল, "অরণ্যরাজ টারজন!"

টারজন বলল, "ইদেনি। প্রথমে তোমাকে চিনতে পারি নি। আমাদের বাইরে নিয়ে চল।"

ইদেনি বলল, "গ্রামের ভিতরকার পথ দিয়ে নিয়ে গেলে তোমরা মারা পড়বে। এখন কাভুরুদের মনের আতংক কেটে গেছে। তারা তোমাদের কিছুতেই যেতে দেবে না। একদিন তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে, আজ আমি তোমার জীবন বাঁচাব। আমাকে অনুসরণ কর।"

পাশের বারান্দা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ইদেনি সকলকে নিয়ে ঢুকল একটা অন্ধকার ঘরে। সেটা পার হয়ে একটা দরজা খুলে দিল। বাইরে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ইদেনি বলল, "এই সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে বনের মধ্যে। এই পথে চলে যাও অরণ্যরাজ; আর কোন দিন কাভুরুদের গাঁয়ে ফিরে এসো না।"

* * *

তিন সপ্তাহ পরে। ছটি প্রাণীর একটি দল সমবেত হয়েছে কাভুরুদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে টারজনের বাংলোর বসবার ঘরের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে। সেখানে আছে অরণ্যরাজ ও তার স্ত্রী; হাতে হাত ধরে সিংহের চামড়ার আসনে বসে আছে ব্রাউন ও আনেৎ; পিছনে একটা চেয়ারে ঝাঁকিয়ে বসে আছে টিবস্; আর ছোট্ট নকিমা গম্ভীরভাবে বসেছে একজন ভাইকাউণ্টের কাঁধে।

ব্রাউন প্রশ্ন করল, "বটিকাগুলি নিয়ে কি করতে চাও?"

জেন বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা। ওগুলো পাবার জন্য তুমি তো জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছিলে। ওগুলো তুমিই নাও।"

ব্রাউন বলল, "না। জীবনের ঝুঁকি তো আমরা সকলেই নিয়েছিলাম; তাছাড়া আসলে তুমিই তো ওগুলো পেয়েছ। এনিয়ে যত ভাবছি ততই নিজের ভুল বুঝতে পারছি। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা অনেকেই এত বেশীদিন বেঁচে থাকি যে তাতে জগতের কোন কল্যাণই হয় না। অনেকেরই আরও আগেই মরে যাওয়া উচিত।"

"কি করা হবে আমি বলছি। এগুলি আমরা ভাগাভাগি করে নেব। আমরা পাঁচজন হব চিরজীবী।"

"আর চিররূপসী," আনেৎ যোগ করল।

একটু কেশে টিব্‌স্ বলল, "যদি ক্ষমা করেন তো একটা কথা বলি মিস। এত বছর ধরে ট্রাউজার ইস্তিরি করতে হবে—সে কথা ভাবতেও ভাল লাগে না। আর রূপ—ওরে বাবা! তাহলে তো চাকরিই জুটবে না। সুন্দর খানসামার কথা কে কবে শুনেছে?"

ব্রাউন তবু বলল, "তাহলেও আমরা ভাগ করেই নেব। তুমি খেয়ো না। কিন্তু সাবধান, কোন প্রিন্সের কাছে যেন এগুলি বিক্রি করো না। এই নাও, পাঁচটা সমান ভাগ করেছি।"

জেন হেসে বলল, "তোমরা কি নকিমার কথা ভুলেই গেছ?"

ব্রাউন বলল, "ঠিক কথা। ভাগ হবে ছ'টা। অনেক মানুষের চাইতে এ জগতে নকিমার দরকার অনেক বেশী।"

টারজন এণ্ড দি লিওপার্ড মেন

চিতা-মানুষের দেশে টারজন

১—ঝড়

মেয়েটি অস্বস্তির সঙ্গে বিছানায় পাশ ফিরল। বাতাসের বেগে পেট-মোটা মাছিগুলো সশব্দে তাঁবুর চাদোয়ার উপর আছড়ে পড়ছে। খোঁটায় টান লেগে তাঁবুর দড়িগুলো কড়্‌কড়্ শব্দ করছে। খোলা পর্দাগুলো বাতাসে উড়ছে। তবু ঘুমন্ত মানুষটি পুরো জাগল না। সারা দিন অনেক ধকল গেছে। ভাপসা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একঘেঁয়ে দীর্ঘ পদযাত্রায় সে ক্লান্ত। শুধু একদিন তো নয়, অনেক দূর অতীতে যেদিন সে রেলের পথ ছেড়ে এসেছে তারপর থেকেই চলেছে এই একটানা পথ চলা।

অভ্যাসের ফলে শারীরিক ধকল তার অনেকটা সয়ে গেছে; কিন্তু এই অপরিকল্পিত ও অবিবেচনাপ্রসূত সফরে তার একমাত্র সঙ্গী স্থানীয় আদিবাসীদের অবাধ্যতা যেন তার মনের উপর প্রভূত চাপ সৃষ্টি করেছে।

মেয়েটি যুবতী, একহারা গড়ন, দীর্ঘ শারীরিক শ্রমে অনভ্যস্ত। এক রাউণ্ড গল্‌ফ্ খেলা, কয়েক সেট টেনিস খেলা, বা একটু দৌড়-ঝাঁপ করার বেশী পরিশ্রমে সে মোটেই অভ্যস্ত নয়। অথচ দেহ-মনের এইটুকু মূলধন নিয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই উন্মাদ অভিযানে; এ-পথের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের কোন ধারণাই তার ছিল না। এ ধরনের অভিযানের পক্ষে তার শারীরিক দক্ষতার যত অভাবই থাকুক, "গোল টেবিল"-এর কোন মহাবীরই তার চাইতে দৃঢ়তর ইচ্ছাশক্তির গর্ব করতে পারত না।

না জানি কি অনিবার্য প্রয়োজন তাকে এই পথে নিয়ে এসেছে! বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথ ছেড়ে কোন্ প্রয়োজনে সে এসেছে এই আদিম অরণ্যে; বিপদ, রোদ-বৃষ্টি ও ক্লান্তির এই অনভ্যস্ত জীবনে? কেন সে এসেছে? নিশ্চয়ই শিকার করতে নয়; একমাত্র খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া কোন শিকার সে করে নি। আফ্রিকার গভীর অরণ্যের জীবজন্তুর ছবি তোলার জন্যও নয়; তার সঙ্গে কোন ক্যামেরা নেই। কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থেও নয়; আর তা যদি হয়ও তাহলেও নিরক্ষবৃত্তীয় সূর্যের প্রচণ্ড দাবদাহের মুখে এবং পশ্চিম আফ্রিকাবাসীদের ভ্রূকুটি মুখ দেখে দেখে সে মানসিকতা অনেকদিন আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাজেই তার দুটি সাহসী ধূসর

চোখের দৃষ্টির মতই এ প্রশ্নের গোলকধাঁধা এখনও দুরধিগম্য গোলকধাঁধাই রয়ে গেছে।

বাতাসের দাপটে গোটা অরণ্য উথালপাথাল। ঘন কালো মেঘে আকাশের মুখ ঢাকা। অরণ্যের কণ্ঠও স্তব্ধ। হিংস্রতম পশুও যেন ডাকতে ভুলে গেছে। একমাত্র অগ্নিকুণ্ডের বায়ুতাড়িত লেলিহান শিখাগুলির কম্পিত আলোকপাতে তাঁবুর গায়ে নানা বিচিত্র আলো-ছায়ার নৃত্য চোখে পড়ছে।

এই প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে একটিমাত্র আস্কারি প্রহরী ঘুম-ঘুম চোখে জেগে আছে। দুটি প্রাণী ছাড়া তাঁবুর অন্য সকলেই ঘুমিয়ে আছে। বিশাল বপু আদিবাসীটি চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে ঘুমন্ত মেয়েটির তাঁবুর দিকে।

আকাশ ভেঙে ঝড় নেমে এল। বিদ্যুতের ঝলকানি। অবিরাম বজ্রের হুংকার। বৃষ্টি এল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়, তারপর মুষলধারে। বৃষ্টির ধারায় গোটা শিবিরই ঢেকে গেল।

মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল, একটা লোক তাঁবুতে ঢুকল। সর্দার গোলাটোর বিশাল দেহকে চিনতে তার ভুল হল না। কনুইতে ভর দিয়ে পাশ ফিরে প্রশ্ন করল, "কিছু কি গোলমাল হয়েছে গোলাটো? কি চাও তুমি?"

লোকটি চাপা গলায় জবাব দিল, "তোমাকে চাই কালি বাওয়ানা।"

তাহলে শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল! দুদিন যাবৎ এই ভয়ই সে করছিল। দলের অন্য সকলের মুখেই সে দেখেছে চাপা ঘৃণার প্রকাশ। সেই একই ঘৃণা ফুটে উঠেছে এই লোকটির চোখে।

খাটিয়ার পাশে রাখা খাপ থেকে রিভলবারটা বের করে মেয়েটি বলল, "বেরিয়ে যাও; নইলে তোমাকে মেরে ফেলব।"

লোকটি একলাফে তার দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটি গুলি ছুঁড়ল।

* * *

অরণ্যের বুকে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেল পশ্চিম থেকে পূবে। পিছনে পড়ে রইল ছিন্নভিন্ন, দুমড়ানো শাখা-প্রশাখা, কোথাও বা সমূলে উৎপাটিত বড় বড় গাছ।

একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। তার এক বগলে শীতে কুঁকড়ে গায়ের সঙ্গে কি একটা যেন লেপ্টে রয়েছে। লোকটি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলছে; অন্য হাত দিয়ে আদর করছে। দেখে মনে হয় তার ছেলে বুঝি। কিন্তু তা নয়, একটা ছোট বানর। বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্‌টা, বিদ্যুতের প্রতিটি ঝলকানি, আর বজ্রের প্রতিটি হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে সে কেঁপে কেঁপে আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝড়ের দাপট চরমে উঠল। যে গাছের নীচে তারা আশ্রয় নিয়েছিল সেটা

ভেঙে পড়ল। বিড়ালের মত লোকটি এক পাশে লাফিয়ে পড়ল। বানরটা ছিটকে পড়ল বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু একটা মোটা ডাল এসে লাগল লোকটির মাথায়; সে মাটিতে পড়ে গেল; ডালটা তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলল।

ঝড় থেমে গেল। বানরটা মনিবকে ডেকে ডেকে অনেক খুঁজল। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তারই মধ্যে এক সময় গাছের নীচে খুঁজে পেল মনিবকে, নিশ্চল ও নিষ্প্রাণ।

* * *

কিব্বু গ্রামের ছোট দলটির প্রাণ-পুরুষ ছিল নিয়ামওয়েগি। নিজের গ্রাম টুম্বাই থেকে সে সেখানে গিয়েছিল একটি কৃষ্ণা সুন্দরীর পানিগ্রহণ করতে। মনের ফূর্তিতে চলতে চলতে খেয়ালই ছিল না; হঠাৎ এক সময় নেমে এল নিরক্ষবৃত্তাঞ্চলের রাত।

কিব্বু ও টুম্বাই গ্রামের মাঝখানে কয়েক মাইলব্যাপী ঘন অরণ্য। মাইলের পর মাইল বিপজ্জনক পথ। প্রেমিকার কথামত সে হয়তো সে-রাতটা কিব্বুতেই কাটিয়ে দিত; কিন্তু একটা কারণে তা সম্ভব হয় নি। টুম্বাই গ্রামের ওঝা তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যে কিব্বুতে রাত কাটাতে হলে তাকে একটা মূল্য দিতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত সে মূল্য দেবার ক্ষমতা নিয়ামওয়েগির ছিল না; আর সেটাই তার দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিল।

সৈনিকটি নিঃশব্দ পদক্ষেপে টুম্বাইয়ের পরিচিত পথ ধরে চলতে লাগল। সঙ্গে বর্শা ও ঢাল; কোমরে ঝুলছে লম্বা ছুরি। কিন্তু নিশাচর দানবের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্রের শক্তি কতটুকু? বরং তার গলার তাবিজটা তার চাইতে বেশী শক্তি ধরে। মাঝে মাঝেই সেটাতে আঙুল বুলিয়ে সে তার কুল-দেবতা "মুজিমো'র স্তব করছে।

একসময় তার মনে হল, মেয়েটির জন্য এতটা ঝুঁকি নেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কিব্বু গ্রাম ছেড়ে মাইল খানেক আসার পর ঝড় উঠল। তার মধ্যেই বেশ কিছুটা পথ এগিয়েও গেল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা বড় গাছের নীচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। পরে ঝড় থেমে গেলে আবার যাত্রা করল।

অর্ধেক পথ পার হবার পরেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তাকে আক্রমণ করল। তার ধারালো নখর বসে গেল তার কাঁধের মাংসের মধ্যে। যন্ত্রণায় ও আতংকে আর্তনাদ করে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কাঁধের উপর থেকে থাবাটা সরিয়ে ছুরিটা বের করতেই আবার বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল; আর সেই আলোয় তার চোখে পড়ল চিতাবাঘের মুখোশে ঢাকা একটা মানুষের বীভৎস মুখ।

নিয়ামওয়েগি অন্ধকারেই আবোল-তাবোল ছুরি চালাতে লাগল; আর সেই লোকটি পুনরায় পিছন থেকে নখর বসিয়ে দিল তার বুকে ও পেটে; পিছন থেকে সে তাকে জড়িয়ে ধরেছে লোমশ হাত দিয়ে। আবার ঝল্সে উঠল বিদ্যুৎ। যে তাকে জড়িয়ে ধরেছে তাকে নিয়ামওয়েগি দেখতে পেল না, কিন্তু দেখতে পেল আরও তিনজনকে—একজন তার সামনে, আর দু'জন দুই পাশে। এবার সে আশা ছেড়ে দিল; আক্রমণকারীদের সে চিনতে পেরেছে; চিতাবাঘের চামড়া ও মুখোশপরা এই লোকগুলি চিতা-মানুষদের গুপ্ত সংঘের সদস্য।

এইভাবে উটেন্গান নিয়ামওয়েগির মৃত্যু হল।

২—শিকারী

উষার আলো পড়েছে গাছের মাথায়। নীচে টুম্বাই গ্রামের খড়ের ঘরে ঘুম ভাঙল গ্রাম-প্রধানের ছেলে ওরাণ্ডোর। খড়ের বিছানা ছেড়ে সে বাইরে এসে পথের উপর দাঁড়ালো। যে কুলদেবতার নামে তার নাম রাখা হয়েছে দুই হাত তুলে সেই "মুজিমো"র উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল। দুই প্রসারিত করতলে সুখাদ্য নৈবেদ্য নিয়ে আবলুস কাঠের মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে রইল আকাশের দিকে মুখ তুলে।

কোন পরিচিত অথচ শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে যেন ডাকছে এমনিভাবে সে বলতে লাগল, "হে আমার মিতা, চল দুজন একসঙ্গে শিকারে যাই। শিকারকে এনে দিও আমার কাছে, আর সব বিপদকে রেখো দূরে। হে শিকারী, আজকের মত খাদ্য আমাকে জুটিয়ে দিও।"

যে পথ ধরে ওরাণ্ডো একাকি শিকারে চলল মাইল দুই পর্যন্ত সেটা কিব্বু গ্রামে যাবারও পথ। পরিচিত পথ, কিন্তু আগের রাতের ঝড়ে পথের এত ক্ষতি হয়েছে যে অনেক জায়গায় সে পথে চলাই দুষ্কর। বার কয়েক তো পথের উপর গাছ পড়ে থাকায় তাকে পথের পাশের ঝোপের ভিতর দিয়েই যেতে হল। তেমনি ঘুরে যাবার পথে একবার তার চোখে পড়ল, একটা ভূপতিত গাছের ডালপালার নীচে থেকে মানুষের একটা পা বেরিয়ে আছে।

ওরাণ্ডো থামল। একটু পিছিয়ে এল। মানুষটা যেখানে পড়ে আছে সেখানকার ডালপালাগুলো নড়ে উঠল। সৈনিকের হাতের বর্শা উদ্যত হল; পরক্ষণেই মনে হল, পালিয়ে যাবে। পা দেখেই সে বুঝতে পেরেছে লোকটি শ্বেতকায়। গ্রাম-প্রধান লোবোঙ্গোর ছেলে হয়ে সে ভাল করেই জানে যে

কোন সাদা মানুষ তাদের বন্ধু নয়। গাছের পাতাগুলো আবার নড়ে উঠল; সেখান থেকে মাথা বের করল একটা ছোট্ট বানর।

ওরাণ্ডোকে দেখে ভয় পেয়ে বানরটা কিচিরমিচির করতে করতে ছুটে গিয়ে একটা বড় গাছের ডালে উঠে পড়ল। ওরাণ্ডো তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পায়ের দিকেই নজর দিল। সাবধানে অগ্রসর হয়ে ঝুঁকে পড়ে বাকি দেহটা দেখতে চেষ্টা করল।

দৈত্য বিশেষ একটি সাদা মানুষ; চিতাবাঘের চামড়ার কটি-বন্ধনী ছাড়া প্রায় নগ্নদেহ; গাছের একটা ভারী ডালের নীচে চাপা পড়ে আছে। দুটি ধূসর চোখের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ; লোকটি মারা যায় নি।

ওরাণ্ডো সাদামানুষ বেশী দেখে নি; তবে যে কয়েক জনকে দেখেছে তাদের সকলেরই অন্যরকম পোশাক। তাদের হাতের অস্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে ধোঁয়া, আগুন আর ধাতু। অথচ এ লোকটির পোশাক যে কোন আদিবাসীর মত; আর সেরকম কোন ভয়ানক অস্ত্রও তার কাছে দেখা যাচ্ছে না। তবু অপরিচিত লোকটি সাদা, অতএব শত্রু। তাকে বাঁচানো মানেই টুম্বাই গ্রামের ক্ষতি। কাজেই গ্রাম-প্রধানের ছেলে ও সৈনিক হিসাবে তার একটিই করণীয়। ওরাণ্ডো ধনুকে তীর বসাল।

অপরিচিত লোকটি বলে উঠল, "ঘুরে ওপাশে যাও। ওখান থেকে তোমার তীর আমার বুকে বিঁধবে না।"

লোকটিকে ওরাণ্ডোর নিজের ভাষায় কথা বলতে শুনে সে অবাক হয়ে গেল। ধনুক থেকে তীরটা তুলে নিল।

লোকটি বলল, "আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি গাছের নীচে চাপা পড়েছি; তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না।"

এ আবার কেমন মানুষ? এর কি মৃত্যু-ভয় নেই?

ওরাণ্ডো শুধাল, "তুমি কে?"

"জানি না।"

"কোন্ দেশ থেকে এসেছ?"

লোকটি আবার মাথা নাড়ল। "জানি না।"

"তোমাকে উদ্ধার করলে তুমি কি করবে?"

"তুমি আমাকে মারবে না?"

"না, তোমাকে মারব না।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটি বলল, "কি করব? আপাতত শিকার করব, কারণ খিদে পেয়েছে। তারপর একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে শুয়ে ঘুমব।"

"আমাকে মারবে না?"

"কেন মারব? তুমি যদি আমাকে মারতে চেষ্টা না কর তাহলে আমিও তোমাকে মারব না।"

মাটিতে পড়া গাছের ডালপালার ভিতর দিয়ে সৈনিক সাদা লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ছোট ডালের নীচে সে চাপা পড়ে আছে। ওরাণ্ডো ডালটাকে একটু তুলে ধরতেই লোকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ছোট বানরটা গাছের ডালে নিরাপদ দূরত্বে বসে মুখ ভেংচে কিচিরমিচির করতে লাগল।

কাজটা ভাল হল কি মন্দ হল বুঝতে না পেরে ওরাণ্ডো বর্শাটা হাতে নিয়ে নবাগতকে ভাল করে দেখতে লাগল। নবাগতও গাছটার নীচ থেকে ধনুক ও বর্শা তুলে নিল। তার কাঁধে তীরভর্তি তূণীর। অন্য কাঁধে একটা লম্বা, পাকানো দড়ি। কোমরে খাপে ঢাকা ছুরি। ওরাণ্ডোর দিকে তাকাল।

ওরাণ্ডো বলল, "এবার শিকারে যাব।"

"কোথায়?"

"সে আমার জানা আছে।"

ওরাণ্ডো কিন্তু গ্রামের পথ ধরেই এগিয়ে চলল। পিছনে নিঃশব্দ পায়ে চলল নবাগত লোকটি। চলতে চলতে আর একটা বানরের গলা শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে ওরাণ্ডো দেখল, বানরটা বসে আছে লোকটার কাঁধে, আর দুজনে অনবরত কথা বলে চলেছে বানরদের ভাষায়।

অবাক কাণ্ড! এ কেমন ধারা লোক যে ভয় কাকে বলে জানে না, যে বানরদের ভাষায় কথা বলতে পারে, যে নিজের পরিচয় জানে না, কোথা হতে এসেছে তাও জানে না? এ প্রশ্নের উত্তর সে জানে না; কিন্তু প্রশ্নটা মনে আসতেই আর একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগল তার মনে: এই জীবটি মানুষ তো?

যে জগতে ওরাণ্ডো জন্মেছে ও বড় হয়েছে সেখানে বাস করে মানুষ ছাড়া আরও অনেক রকমের প্রাণী। মানুষ কোন দিন তাদের দেখে নি, অথচ মানুষের উপর তাদের প্রভাব অপরিসীম। সেখানে আছে সংখ্যাতীত দৈত্য-দানো; আছে মৃত মানুষদের আত্মা যারা পরিচালিত হয় সেই সব দৈত্য-দানোর অশুভ উদ্দেশ্য সাধনের কাজে। বেশী কথা কি, টুম্বাই গাঁয়ের পাশ দিয়ে যে নদীটা বয়ে চলেছে তাতেই তো বাস করে এক দানো; গ্রামবাসীরা বছরের পর বছর ধরে তাকে আহার জোগায়; এখন সে নদীতে কুমীর হয়ে আছে। এই সব কারণেই ওরাণ্ডোর মনে এই নিঃশব্দ পথচারী সম্পর্কে সন্দেহ জেগেছে।

পথের একটা বাঁক ঘুরতেই একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ওরাণ্ডোর চিন্তায় বাধা পড়ল। তার চোখের সামনে পড়ে আছে একটি সৈনিকের বিকৃত মৃতদেহ। বন্ধু ও সহকর্মী নিয়ামওয়েগিকে চিনতে বিলম্ব হল না। কিন্তু কেমন করে তার মৃত্যু হল।

নবাগত লোকটি এসে তার পাশে দাঁড়াল। নীচু হয়ে মৃতদেহটাকে ভাল

করে পরীক্ষা করতে সেটাকে উল্টে দিতেই চোখে পড়ল মুখময় ইস্পাত-নখরের নির্মম আঘাতের চিহ্নগুলি।

নিরুত্তাপ গলায় সে শুধু বলল, "চিতা-মানুষের কাজ।"

কিন্তু ওরাণ্ডো তখন থরথর করে কাঁপছে। বন্ধুর মৃতদেহ দেখামাত্রই চিতা-মানুষদের কথা তার মনে হয়েছিল, কিন্তু সে চিন্তা এতই মারাত্মক যে তাতে বিশ্বাস করার সাহসই তার হয় নি। এই নৃশংস গুপ্ত সমিতির ভীতি বাসা বেঁধে আছে তার মনের গভীরে। তাদের রহস্যময় নরহন্তারক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরও বেশী ভয়ংকর এই কারণে যে তাদের সংঘবহির্ভূত কোন মানুষ সে সব কখনও চোখে দেখে নি, বা দেখলে আর বেঁচে থাকে নি।

মৃতদেহটাকে সেই একইভাবে বিকৃত করা হয়েছে; নরমেধ যজ্ঞের জন্য দেহের কতকগুলি বিশেষ অঙ্গকে কেটে নিয়েছে। ওরাণ্ডো শিউরে উঠল; কিন্তু সে শিহরণ যত না ভয়ের, তার চাইতে বেশী ক্রোধের। নিয়ামওয়েগি তার বন্ধু। শৈশব থেকে দুজন এক সঙ্গে বড় হয়েছে। এই পৈশাচিক আক্রমণ যারা হেনেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তার আত্মা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু অনেকের বিরুদ্ধে সে একা কি করবে? নরম মাটিতে অনেক পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেকে মিলে তাকে হত্যা করেছে।

নবাগত লোকটি বর্শায় ভর রেখে নিঃশব্দে সৈনিকটিকে দেখছিল—দেখছিল তার মুখের শোক ও ক্রোধের প্রকাশ। বলল, "তুমি একে চিনতে?"

"আমার বন্ধু।"

নবাগত কোন কথা বলল না; দক্ষিণের পথে পা বাড়াল।

ওরাণ্ডো তাকে অনুসরণ করে বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"যারা তোমার বন্ধুকে মেরেছে তাদের শাস্তি দিতে।"

ওরাণ্ডো প্রতিবাদ করে বলল, "তারা সংখ্যায় অনেক; আমাদেরই মেরে ফেলবে।"

নবাগত জবাব দিল, "তারা চারজন। আমিই মারতে পারব।"

"তারা যে চারজন তা জানলে কেমন করে?"

পায়ের কাছের পথটা দেখিয়ে নবাগত বলল, "একজন বৃদ্ধ, খুঁড়িয়ে হাঁটে, একজন ঢ্যাঙা ও সরু; অপর দুজন যুবক সৈনিক। তারা হাঁটে হাল্কা পায়ে, যদিও একজনের শরীর বেশ ভারী।"

"তুমি তাদের দেখেছ?"

"তাদের পায়ের ছাপ দেখেছি; সেটাই যথেষ্ট।"

কথাগুলি ওরাণ্ডোর মনে ধরল। লোকটা পথের হদিস বোঝে বটে। আর দ্বিধা নয়। যা থাকে কপালে, ওর সঙ্গেই সে যাবে।

বলল, "অন্তত ওরা কোন্ গ্রামে ফিরে গেল সেটা তো জেনে আসতে পারব। আমার বাবা টুম্বাই গ্রামের সর্দার। সারা ওয়াটেলা দেশে সে

হরকরা পাঠাবে ; যুদ্ধের ঢাক বেজে উঠবে ; উটেঙ্গা যোদ্ধারা দলে দলে আসবে। তখন আমরা চিতা-মানুষদের গ্রাম আক্রমণ করে নিয়ামওয়েগির রক্তের প্রতিশোধ নেব।"

দুজনে পথ চলতে লাগল। এক সময় ওরাণ্ডোর মনে হল, তার সঙ্গীটি কোন সাধারণ মানুষ নয়; অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিদ্যুৎ-চমকের মত সহসা একটা নতুন চিন্তা তার মনে দেখা দিল : যে পরলোকগত পূর্বপুরুষের নামে তার নামকরণ হয়েছে তার আত্মাই বুঝি এসে দেখা দিয়েছে এই নবাগতের রূপ ধরে—এই লোকটিই তার "মুজিমো।" তাছাড়া, মুজিমোর কাঁধের উপরকার ছোট বানরটিও একটি আত্মা। হয়তো বা নিয়ামওয়েগির যেমন সারা জীবনের বন্ধু ছিল, তেমনি এরা দুজনও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সে ডাকল, "মুজিমো!"

নবাগত মুখ ফিরিয়ে চারদিক তাকিয়ে বলল, "তুমি মুজিমোকে ডাকলে কেন?"

ওরাণ্ডো জবাব দিল, "আমি তোমাকেই ডেকেছি মুজিমো।"

"মুজিমো বলে?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি কি চাও?"

ওরাণ্ডো বুঝল, সে ভুল করে নি ; এই তো তার মুজিমো।

"তুমি আমাকে ডাকছিলে কেন?"

কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে ওরাণ্ডো শুধাল, "আমরা কি চিতা-মানুষদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি মুজিমো?"

"আমরা সেদিকেই চলেছি। তবে বাতাসটা উল্টো দিকের হওয়ায় পথের নিশানা ঠিক করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি তাদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি না। কিন্তু বাতাসে আমার গায়ের গন্ধ তাদের নাকে পৌঁছে যাচ্ছে।"

"তাহলে কি করবে? বাতাস তো আর আমাদের সুবিধামত বইবে না।"

"এক কাজ করা যাক। গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া যাক। তাতে দুটো সুবিধা—আমার গায়ের গন্ধ বাতাসে তাদের নাকে না গিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে, আর দ্রুত ছুটে যাওয়ার দরুণ আমি তাকে শিকারকে ছাড়িয়ে গিয়ে উল্টো দিক থেকে ধরতে পারব। চলে এস।"

বলেই একটা বড় গাছের ডাল ধরে সে ঝুলে পড়ল। ওরাণ্ডো চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়াও। আমি তো গাছে-গাছে চলতে পারব না।"

"তাহলে হেঁটেই এস। আমি এগিয়ে গিয়ে চিতা-মানুষদের ধরে ফেলব।"

ওরাণ্ডোকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বানরটাকে কাঁধে

নিয়ে নবাগত লোকটি মুহূর্তের মধ্যে গাছ-পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবিস্ময়ে তার কথা ভাবতে ভাবতেই ওরাণ্ডো পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল।

নিজের চিন্তায় সে এতই ডুবে গেল যে কোন দিকেই তার কোন খেয়াল ছিল না। কিন্তু এই আদিম অরণ্যে দীর্ঘ সময় নিজের স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকা যে ভাল নয় সেটা বোধ হয় তার জানা ছিল না।

হঠাৎ বনের মধ্যে একটা ছোট খোলা জায়গায় পৌঁছলে চার পাশের ডালপালা যে নড়েচড়ে উঠল সেটাও তার নজরে এল না। সে যদি আরও বেশী সতর্ক থাকত তাহলেই বুঝতে পারত যে চার জোড়া হিংস্র লোলুপ চোখ গাছপালার আড়াল থেকে তার উপর নজর রেখে চলেছে। যেই সে খোলা জায়গাটার মাঝখানে পৌঁছে গেল অমনি ভয়ংকর চীৎকার করতে করতে বীভৎসভাবে সজ্জিত চারজন সৈনিক লাফিয়ে পড়ে তার দিকে ছুটে এল।

লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডো আগে কখনও চিতা-মানুষদের সংঘের ভয়ঙ্কর কোন সদস্যকে চোখে দেখে নি; তবু এই চারজনকে চিনতে তার কোন অসুবিধা হল না। তখন তারা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেছে।

৩—মরা মানুষ কথা কয়

মেয়েটি গুলি ছুঁড়তেই গোলাটো যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল; ডান হাতের কনুইয়ের উপরটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। কালি বাওয়ানা উঠে পোশাক পরল, খাপে-ঢাকা পিস্তলসহ কার্তুজের বেল্টটা বেঁধে নিল। রাতে আর ঘুমনো যাবে না; গোলাটো আহত হলেও ভয় করবার মত আরও অনেকেই তো রয়েছে।

লণ্ঠনটা জেলে চেয়ারে বসল; রাইফেলটাকে পাশে রাখল। বাকি রাতটা জেগেই পাহারা দেবে। কিন্তু সে রাতে আর কিছুই ঘটল না। একসময় সে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘণ্টাখানেক মত বেলা হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু তাঁবুর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তার চিহ্ন। তাঁবুর দরজার কাছে এগিয়ে মেয়েটি তার চাকরকে ডেকে স্নানের জল ও প্রাতরাশ দিতে বলল। দেখল, কুলিরা বাঁধা-ছাদা করছে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে গোলাটো ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাকরটাকে দেখতে পেয়ে আবার ডাকল; কিন্তু কোনরকম সাড়া না দিয়েই সে একটা দড়ি নিয়ে হাঁটতে লাগল। ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটি তার কাছে গিয়ে বলল, "ইম্বা, আমার ডাক শুনেও কেন এলেনা? কেন আমার স্নানের জল ও প্রাতরাশ দিলে না?"

'মাঝবয়সী লোকটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। গোলাটো তাকিয়ে আছে তার দিকে। অভিযানের অন্য লোকরাও কাজ বন্ধ করে তাকিয়ে আছে। কারও চোখেই বন্ধুত্বের লেখামাত্র প্রকাশ নেই।'

মেয়েটি জোর গলায় বলল, "উত্তর দাও ইম্বা। কেন আমার কথার অবাধ্য হচ্ছ?"

লোকটি জবাব দিল, "গোলাটো আমাদের সর্দার। সে হুকুম দিয়েছে। ইম্বা গোলাটোকে মান্য করে।"

কালি বাওয়ানা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ইম্বা মান্য করবে আমাকে, গোলাটো আর তোমাদের সর্দার নয়। খাপ থেকে বন্দুকটা বের করে নলটা রাখল ইম্বার উপর। "স্নানের জল দিয়ে দাও। কাল রাতের অন্ধকারে দেখতে পাই নি, তাই গুলি লেগেছিল গোলাটোর হাতে। এখন কিন্তু নির্ভুল গুলি করতে পারি। যাও!"

মিনতিভরা চোখে ইম্বা তাকাল গোলাটোর দিকে। কোন ভরসা পেল না। ভয়ে ভয়ে ইম্বা কর্ত্রীর তাঁবুর দিকে চলে গেল। অন্য আদিবাসীরা নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলতে লাগল।

ইম্বা স্নানের জল দিল। প্রাতরাশও এনে দিল। খেতে খেতেই সে দেখল, কুলিরা মালপত্র বেঁধে যাত্রার আয়োজন করছে, অথচ সে তো যাত্রার হুকুম জারি করে নি।

এগিয়ে গিয়ে গোলাটোর বদলে আর একটি লোককে জিজ্ঞাসা করল, "এ সবের অর্থ কি?"

লোকটি জবাব দিল, "আমরা ফিরে যাচ্ছি।"

"আমাকে একা রেখে তোমরা ফিরে যেতে পার না।"

লোকটি বলল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে আসতে পার। তবে তোমার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।"

বেপরোয়া ভঙ্গীতে মেয়েটি বলল, "এ কাজ তোমরা করতে পার না। আমি যেখানেই যাব সেখানেই তোমরা আমার সঙ্গে যাবে—এই শর্তেই তোমরা রাজী হয়েছিলে। মালপত্র নামাও; আমি হুকুম না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

লোকটি তবু ইতস্তত করছে দেখে মেয়েটি রিভলবার বের করল। এবার গোলাটো হস্তক্ষেপ করল। রাইফেলধারী অস্কারিদের দিকে এগিয়ে এসে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "থাম! তোমরা তাঁবুতে ফিরে যাও। আমরা নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। গোলাটোর সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার করতে তাহলে এসব ঘটত না; কিন্তু তা তুমি কর নি, আর এটা তারই শাস্তি। তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পার, কিন্তু হুকুম চালাতে পারবে না। এখন গোলাটোই মনিব।"

"তোমাদের সঙ্গে আমি যাব না। যদি তোমরা আমাকে এখানে রেখে

চলে যাও তাহলে রেল-স্টেশনে পৌছে সমস্ত ব্যাপারটা কমিশনারকে রিপোর্ট করলে তোমাদের কি শাস্তি হবে তা তো জান।"

"তুমি কোন দিন ফিরে যেতে পারবে না।" উদ্ধত ভঙ্গীতে কথাগুলি বলে গোলাটো অপেক্ষমান কুলিদের যাত্রার হুকুম করল।

মেয়েটির চোখের সামনে সকলে সার বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভগ্নহৃদয়ে সে তাঁবুতে ফিরে গেল।

এখন সে কি করবে? এগিয়ে যেতে পারবে না; পিছিয়েও যাবে না। একটি মাত্র পথই খোলা আছে। এখানেই থাকবে, যথাসম্ভব ভাল একটা স্থায়ী আস্তানা বানাবে, অনেক অনেক মাস পরে যদি কোন উদ্ধারকারী দল এপথে আসে তারই প্রতীক্ষায় এখানে অপেক্ষা করবে।

যে খাদ্যসম্ভার ওরা তার জন্য রেখে গেছে, হিসাব করে দেখল তাতে তার এক মাসের মত চলে যাবে। তারপর যদি যথেষ্ট শিকার মেলে তাহলে সেই সময়টাকে ইচ্ছামত বাড়ানোও যাবে। কিন্তু অনাহারই তো একমাত্র সমস্যা নয়। চারদিকে আছে হিংস্র প্রাণীর দল। আছে শত্রুস্থানীয় আদিবাসীরা। তা ছাড়া আছে জঙ্গলের নানা রকম মারাত্মক রোগ।

যাই হোক, আপাতত সে সব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে সে নিজের কাজে মন দিল; জিনিসপত্র গোছগাছ করল। নিশাচর প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্থায়ী আবাস "বোমা" বানাতে শুরু করল।

যখন ক্লান্ত লাগে তখন বিশ্রাম নেয়, দিন-পঞ্জীতে সব কথা লিখে রাখে। এই ভাবেই সময় তার কেটে যায়।

ওদিকে সংঘের প্রতীক চিতাবাঘের চামড়ায় সজ্জিত চারমূর্তি ওরাঙোকে ঘিরে ধরতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বন্ধুর বিকৃত মৃতদেহের ছবি। মনের পটে আঁকা পড়ল নিজের শোচনীয় পরিণতির ছবি। কিন্তু সে ঘাবড়াল না। সে সৈনিক; মরতে হয় মরবে, তবু নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবে। প্রাণপণ শক্তিতে বর্শাটাকে চেপে ধরে আঘাত হানল। এক শত্রু আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল; উটেঙ্গার অস্ত্রের শানিত ফলাটা তার বুকে আমূল বিদ্ধ হয়েছে। ওরাঙোর ভাগ্য ভাল যে চিতা-মানুষরা শিকার ধরতে বর্শা বা তীরের বদলে ব্যবহার করে কেবলমাত্র ইস্পাত-নখর। এই নখরের সাহায্য ভিন্ন অন্য অস্ত্রে নিহত হলে সে দেহ তাদের ধর্মানুষ্ঠানের কাজে লাগে না।

বাকি তিনজন ধীর পায়ে এগোতে লাগল। গোটা বনভূমি নিস্তব্ধ। প্রকৃতি যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এই শোচনীয় ঘটনার দিকে তাকিয়ে আছে।

সহসা নিকটবর্তী গাছটার উপর থেকে আসা একটা বানরের আর্তনাদে সে স্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। শব্দটা এল ওরাঙোর পিছন দিক থেকে। পলকের জন্য পিছন ফিরে তাকিয়ে যা দেখতে পেল তাতে অপ্রত্যাশিত স্বস্তির আনন্দে তার মন নব বলে বলীয়ান হয়ে উঠল। তৃতীয় শক্রটি তার মুজিমোর হাতের মধ্যে বৃথাই হাত-পা ছুঁড়ছে প্রাণরক্ষার তাগিদে।

দ্রুত মুখ ফিরিয়ে এনে সে বাকি শত্রুদের মোকাবিলার জন্য রুখে দাঁড়াল। পিছন থেকে কানে এল একটা বর্বর হুংকার। তা শুনে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। ফিরে তাকাবার অবসর নেই। বীভৎস মূর্তিগুলো ইস্পাতের বাঁকা নখরগুলো থাবার মত মেলে ধরে এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে।

যে ঘটনাকে বলতে এত সময় লাগল আসলে সেটা ঘটে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। পিছন থেকে একটা মূর্তি হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে ওরাঙোকে পাশ কাটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রথম চিতা-মানুষটার উপর। মূর্তিটি ওরাঙোর মুজিমো। এও কি সম্ভব যে তার চিতার গলা থেকেই বেরিয়েছে সেই পাশবিক ভয়ংকর হুংকার! যাই হোক, বেগতিক বুঝে চতুর্থ শক্রটি মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুট দিল; শেষ সঙ্গীটিকে ছেড়ে দিয়ে গেল তার ভাগ্যের হাতে!

মুজিমো তখন দুটি যুবক চিতা-মানুষের বড়টির সঙ্গে লড়ছে। তাকে সাহায্য করতে ঘুরে দাঁড়াতেই ওরাঙো বুঝল, তার সাহায্যের কোন দরকার হবে না। শক্ত মুঠোয় দুটো থাবাওয়ালা হাতকে একসঙ্গে চেপে ধরে আর এক হাতে মুজিমো চেপে ধরেছে তার গলা। একটু একটু করে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমে তার হাত-পা সহ গোটা শরীরই শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল। মৃতদেহটাকে সে মাটিতে ফেলে দিল। একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে যন্ত্রের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের উপর একটা পা তুলে দিল। তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে এমন ভয়ংকরভাবে একটা হুংকার দিল যে ওরাঙোর পা দুটো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

এ রকম হুংকার উটেঙ্গা আগেও শুনেছে; শুনেছে অরণ্যের গহন গভীর থেকে ভেসে আসতে; সে হুংকার গোরিলাদের জয়োল্লাস। কিন্তু তার মুজিমোর কণ্ঠে কেন পশুর হুংকার? মুজিমোর কথা সে অনেক শুনেছে; প্রত্যেকেরই মুজিমো থাকে; আর প্রত্যেক মুজিমোই নানা মানবিক গুণের অধিকারী। কিন্তু এ কথা সে জীবনে কখনও শোনে নি যে মুজিমো সিংহ সিম্বার মত গর্জন করে, অথবা গোরিলার মত হুংকার দেয়। তাহলে কি তার মুজিমোই কোন মৃত সিংহ বা বানরের মুজিমোও হতে পারে?

তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওরাঙো ভয়ে ভয়ে বলল, "মুজিমো, আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। এ প্রাণ তোমার।"

মুজিমো বলল, "এখন মনে পড়ছে, তুমিও আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।"

"হ্যাঁ মুভিরো, আজ সকালেই।"

"আজই সকালে! হ্যাঁ, তাই। আমরা শিকারে যাচ্ছিলাম। আমি সত্যি ক্ষুধার্ত; শিকারে চল।"

ওরাণ্ডো বলল, "যে পালিয়ে গেল তার পিছু নেব না? ওদের গ্রামটা চিনে আসতে হবে না?"

মুভিরো বলল, "আগে মরা মানুষদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তারা কতটা কি বলতে পারে।"

ভয়কম্পিত গলায় ওরাণ্ডো শুধাল, "তুমি মরা মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পার?"

মুভিরো বলল, "শব্দ দিয়ে কথা না বললেও অনেক সময় তারা অনেক কিছু বলতে পারে। এই যে লোকটাকে দেখছ," সর্বশেষ নিহত যুবকের মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, "এ হচ্ছে দুটি যুবকের মধ্যে বড়টি। ওখানে পড়ে আছে ঢ্যাঙা, সরু লোকটি। আর তোমার বর্শায় বিদ্ধ হয়ে ওখানে যে পড়ে রয়েছে সেই হল বুড়ো খোঁড়া লোকটি। কাজেই এই তিনই আমাদের বলে দিচ্ছে যে পলায়িত লোকটিই যুবকদ্বয়ের মধ্যে ছোট।"

এবার সে আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল মৃতদেহগুলি, তাদের অলংকারপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, তাদের থলের জিনিসগুলি মাটিতে ঢেলে ফেলল। একটা বড় থলে থেকে বের হল মানুষের শরীরের কতকগুলি কাটা অংশ।

ওরাণ্ডো বলল, "এই তো নিয়ামওয়েগির কাটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে এরাই তাকে মেরে ফেলেছে।"

মুভিরো বলল, "সে বিষয়ে কখনও সন্দেহ ছিল না। এ কথাটা মরা মানুষরা না বললেও চলত।"

"তাহলে ওরা আর কি কি কথা বলেছে মুভিরো?"

ওদের ধারালো দাঁত বলেছে ওরা নরমাংস খায়; ওদের কবচ আর থলের জিনিসপত্র বলেছে যে ওরা জেলে; কোন বড় নদীর ধারে বাস করে, আর কুমীর গিমলাকে ভীষণ ভয় করে। ওদের থলের বড়শি ও কবচই সে কথা আমাকে বলে দিয়েছে। ওদের অলংকার অস্ত্র এবং কপাল ও থুতনির কাটা দাগ থেকেই জানতে পেরেছি ওরা কি জাতি, আর কোন্ দেশে বাস করে। যে পালিয়ে গেছে তাকে অনুসরণ করার কোন দরকার নেই; তার বন্ধুরাই সব কথা বলে দিয়েছে। তাই আপাতত শিকারে চল। চিতা-মানুষদের গ্রামে পরে যাওয়া যাবে।"

দুজন শিকারের সন্ধানে চলল। ঘুরতে ঘুরতে পেল একটা ওকাপি—মধ্য আফ্রিকার জিরাফ জাতীয় একটা জন্তু। তার মাংস নিয়ে দুজন বসে গেল খেতে। ওরাণ্ডো প্রথমে ইতস্তত করল। তার পছন্দ ঝল্‌সানো মাংস। কিন্তু

মুজিমোর পছন্দ কাঁচা মাংস। অরণ্য-দেবতা ওকাপির মাংসে দাঁত বসিয়ে একটুকরো ছিঁড়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। হঠাৎ একটা আরণ্যক উল্লাস ঝল্‌সে উঠল তার চোখে। তার গলার মধ্যে গর্‌ গর্‌ করে উঠল একটা গজরানি। শিকার সামনে নিয়ে বসা সিংহকে ওরাণ্ডো দেখেছে। দুটি দৃশ্যের মধ্যে পরিপূর্ণ মিল। ওরাণ্ডো আর কথা বাড়াতে সাহস করল না। মাংস নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বসল। দু'জন নিঃশব্দে খেতে লাগল; কেবল সাদা মানুষটির নীচু গর্জনে মাঝে মাঝে সে স্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল।

৪—ওঝা সোবিটো

দুটি সাদা মানুষ একটা তালি-মারা জীর্ণ তাঁবুর সামনে বসেছিল। কোন চেয়ার না থাকায় তারা মাটিতেই বসে ছিল। তাদের জামাকাপড় আরও বেশী তালি-মারা, আরও বেশী জীর্ণ। পাঁচটি আদিবাসী কিছুদূরে চুল্লীর পাশে বসে আছে। অপর একটি আদিবাসী তাঁবুর কাছে ছোট উনুনে সাদা মানুষদের জন্য আহার্য তৈরি করছে।

"আর পারা যায় না," বয়স্ক লোকটি বলল।

একুশ-বাইশ বছরের যুবকটি বলল, "তাহলে ফিরে যাচ্ছনা কেন?"

বয়স্ক সঙ্গীটি কাঁধ ঝাঁকাল। "কোথায় যাব? দেশে ফিরে গেলে একটা নোংরা বাউণ্ডুলে বনে যাব। শ্রদ্ধা করুক আর নাই করুক, তবু তো এখানে ক'টা চাকর রাখতে পেরেছি; নিজেকে একজন কেউ-কেটা বলে ভাবতে পারি। আর সেখানে গেলে তো অন্যের হুকুম-বরদার হতে হবে। কিন্তু তুমি—তুমি কেন যে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ছারপোকা ও জ্বরের সঙ্গে লড়াই করে চলেছ তা তো বুঝি না। তুমি যুবক। তোমার সামনে রয়েছে একটা পুরো জীবন—একটা গোটা জগৎ।

যুবকটি বলে উঠল, "থাক! এমন ভাবে কথা বলছ যেন তুমি একটা একশ' বছরের বুড়ো। তোমার বয়স তো তিরিশও হয় নি। আমাদের দেখা হবার পরেই তোমার বয়সটা আমাকে বলেছিলে।"

অপরজন বলল, "আরে, তিরিশ হলেই তো বুড়ো। মানুষ হতে হলে তিরিশের অনেক আগেই শুরু করতে হয়। আরে, এমন অনেক লোককে আমি জানি যারা মাল-কড়ি কামিয়ে তিরিশ বছরেই অবসর নিয়ে বসেছে। আমার বাবার কথাই ধর না—" হঠাৎ সে চুপ করে গেল। হাসতে হাসতে যুবকটি বলে উঠল, "মনে হচ্ছে ফিরে গেলে আমরা যুগল নিষ্কর্মা বনে যাব।"

সঙ্গীটি বলল, "তুমি কখনও নিষ্কর্মা হবে না কিন্তু।" বলেই হঠাৎ সে হেসে উঠল।

"হাসছ যে?"

"আমাদের প্রথম দেখা হবার দিনটার কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এক বছর হয়ে গেল। তুমি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলে যে তুমি একটা বস্তি থেকে উঠে এসেছ। বেশ নাটক করেছিলে বটে।"

কিড মুচকি হেসে বলল, "আর তুমি? এমন ভাবে কথা বলছিলে যেন জন্মেছিলে একটা জঙ্গলে, আর বড় হয়েছিলে বানরদের ঘরে। আমি কিন্তু সেদিন মনে মনে বলেছিলাম, 'এ নির্ঘাৎ ইয়েল কি প্রিন্সটনের মাল; ইয়েল হবার সম্ভাবনাই বেশী।"

"কিন্তু তুমি কোন প্রশ্ন কর নি। তাই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল।"

"তুমিও কোন প্রশ্ন কর নি টাইমার বুড়ো; তাই তো দু'জন বেশ ভাল-ভাবেই একত্রে কাটিয়ে দিতে পেরেছি।"

বুড়ো টাইমার বলল, কিন্তু এভাবে কতদিন কাটবে? দেখেশুনে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার সব হাতি কোন অজ্ঞাত জগতে চলে গেছে।"

কিড বলল, "বুড়ো বোবোলো দিব্যি গেলে বলেছিল যে এখানেই হাতির দেখা পাব; এখন বুঝছি লোকটা মিথ্যাবাদী।"

টাইমার বুড়ো বলল, "সে সন্দেহ আমার মনেও জেগেছে। কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। এই সব অনুগত লোকগুলো যদি অবিলম্বে কিছু হাতির দাঁত চোখে না দেখে তাহলে তারা নির্ঘাৎ আমাদের মত তারাও ভাল করেই জানে যে এখানে হাতির দাঁত নেই তো মাইনেও নেই।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা করবটা কি? হাতি বানাব?"

"খুঁজে বের কর। দূরের পাহাড়ে হাতি আছে; কিন্তু তারা তো তোমার গুলি খাবার জন্য নাচতে নাচতে এই শিবিরে এসে হাজির হবে না। কাজেই দু'জন করে লোক আর দিন কয়েকের রেশন সঙ্গে নিয়ে আমাদেরই বের হতে হবে। তাতে যদি হাতির খোঁজ না মেলে তো আমার নামে একটা জেব্রা পুষো।"

কিড বলল, "আমি রাজী।"

টাইমার বুড়ো বলল, "বেশ, কালই যাত্রা করব।"

* * *

টুম্বাই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সমবেত আদিবাসীদের মাঝখানে জোড়হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মুজিমো। তার কাঁধে বসে কিচরমিচির

করছে নিয়ামওয়েগির আত্মা। তাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু ওরাণ্ডোর মুখে মুজিমোর কীর্তি-কাহিনী বার বার শোনার পরে তারা অন্য জগতের এই রহস্যময় প্রাণীটি সম্পর্কে ভয়ে ও সম্ভ্রমে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই চলছে।

গ্রামে কিন্তু একটি অবিশ্বাসী লোক ছিল। সে গ্রামের ওঝা। অপরিচিত লোকটি সম্পর্কে আদিবাসীদের অতিরিক্ত মনোযোগ ও সম্ভ্রমের ভাব দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই গ্রামে এতদিন যে গুরুত্ব ও সম্মান সে পেয়ে এসেছে নবাগত আসার ফলে সে সবই সে ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছে। সকলেরই চোখ নবাগতকেই দেখছে, সকলের মুখে তার কথাই ফিরছে। কাজেই নিজের প্রাধান্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সাহসে ভর করে সে এগিয়ে গেল মুজিমোর কাছে। গলা তুলে বলল, "তুমি বলেছ লোবাঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডোর মুজিমো তুমি; কিন্তু আমরা কি করে বুঝব যে তোমার কথা সত্য? তুমি বলছ যে এই ছোট বানরটা নিয়ামওয়েগির প্রেতাত্মা। সেটাই বা আমরা বুঝব কি করে?"

মুজিমো জবাব দিল, "আমাকে এ সব প্রশ্ন করার তুমি কে হে বুড়ো?"

"আমি এদের ওঝা সোবিটো।"

"তুমি বলছ তুমি ওঝা সোবিটো; কিন্তু তোমার কথা যে সত্য সেটাই বা আমি জানব কেমন করে?"

বুড়ো উত্তেজিত গলায় বলল, "সকলেই জানে যে আমি ওঝা সোবিটো। যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।"

মুজিমো বলল, "বেশ কথা; তাহলে তুমিও ওরাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা কর আমি কে। একমাত্র সেই আমাকে চেনে। আমি বলি নি যে আমি মুজিমো। আমি বলি নি যে এই ছোট বানরটি নিয়ামওয়েগির প্রেতাত্মা। আমি যে কে তাও বলি নি। আমি কিছুই বলি নি। ওরাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নিও।"

কথা শেষ করে মুজিমো মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। সোবিটো বুঝল যে আদিবাসীদের চোখে সে আরও হাস্যাস্পদ হয়ে গেল।

ধর্মান্ধ, আত্মম্ভরী ও নীতিহীন এই বৃদ্ধ ওঝাটি টুম্বাই গ্রামের একজন শক্তিমান পুরুষ। সর্দার লোবোঙ্গোর চাইতেও তার ক্ষমতা বেশী। চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অনুরাগের সূত্রে গ্রামবাসীরা তাদের বংশানুক্রমিক সর্দার লোবোঙ্গোর প্রতি অনুগত; সবিটোকে তারা মনে মনে ঘৃণা করে, তবু ভয়ই তার প্রতি সকলকে অনুগত করে রেখেছে।

পরে এক সময় সব সৈনিকরা জমায়েত হল লোবোঙ্গোর কুটিরের সামনে। অনেকবার শোনা হলেও 'ওরাণ্ডোর মুখ থেকে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো কাহিনীটা শুনবে। বিস্তারিতভাবে সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে উপসংহারে

ওরাণ্ডো সর্দার ও সৈনিকদের প্রতি আবেদন রাখল, দূর ও নিকটের সমস্ত গ্রাম থেকে সৈনিকদের ডেকে এনে নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অভিযান চালানো হোক। মুজিমোই নেতৃত্ব দিয়ে সকলকে নিয়ে যাবে চিতা-মানুষদের গ্রামে।

সমবেত যুবকরা উচ্চকণ্ঠে তাকে সমর্থন জানাল; কিন্তু অধিকাংশ বৃদ্ধ চুপচাপ বসে থাকল। তাই হয়ে থাকে; যুবকরা চায় যুদ্ধ, আর বৃদ্ধরা চায় শান্তি। পুত্রের শৌর্যে গর্ববোধ করলেও বৃদ্ধ লোবোঙ্গোও চুপ করে রইল। কিন্তু চুপ করল না সোবিটো। হুংকার দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "কারা বলছে যুদ্ধের ফাঁকা বুলি? যুবকরা। যুবকরা যুদ্ধের কি জানে? তারা শুধু জয়ের কথাই ভাবে। ভুলে যায় পরাজয়ের কথা। তারা ভুলে গেছে যে আজ যদি আমরা সে গ্রাম আক্রমণ করি তাহলে একদিন তারাও এসে আমাদের গ্রাম আক্রমণ করবে। চিতা-মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভটা কি হবে? কোথায় তাদের গ্রাম তা কে জানে? নিশ্চয় বহুদূরে। আমাদের ছেলেরা কেন সেখানে যাবে যুদ্ধ করতে? নিয়ামওয়েগিকে হত্যা করা হয়েছে বলে? তার প্রতিশোধ তো নেওয়াই হয়েছে। কাজেই এখন যুদ্ধের বুলি বাতুলের বুলি। এ ধুয়া কে তুলেছে? হয় তো এই নবাগত লোকটি। সে হয় তো আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। কেন তা কে জানে। হয় তো চিতা-মানুষরাই তাকে পাঠিয়েছে। আমাদের সৈনিকদের ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়ে গোপনে হত্যা করাই তাদের উদ্দেশ্য। আসলে সেটাই ঘটবে। সুতরাং যুদ্ধের বুলি কেউ মুখেও এনো না।"

সোবিটো কথা শেষ করে বসে পড়ল। প্রতিবাদে উদ্ধত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে ওরাণ্ডো বলতে শুরু করল।

মুজিমোর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ খণ্ডন করে সে বলল, "আমি লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডো। একদিন আমি সর্দার হব। যুদ্ধটা অকারণ হলে লোবোঙ্গোর সৈনিকদের আমি চিতা-মানুষদের দেশে নিয়ে যেতাম না। আমি সে দেশে যুদ্ধ করতে যাব এই সত্য প্রমাণ করতে যে একটি উটেঙ্গা সৈনিকও বুড়ি নয়। মুজিমো আমার সঙ্গে যাচ্ছে। হয়তো এখানে এমন কিছু সাহসী মানুষ আছে যারা আমাদের সঙ্গী হবে। আমার আর কিছু বলার নেই।"

কিছু যুবক সৈনিক লাফিয়ে উঠে মাটিতে পা ঠুকে তাকে সমর্থন জানাল। জাতীয় রণ-হুংকার উচ্চারণ করে হাতের বর্শা তুলে ধরল। একজন তো ঘুরে ঘুরে নাচতেই শুরু করে দিল। বর্শা উঁচু করে বলল, "এই ভাবে আমি চিতা-মানুষদের বধ করব।"

আর একজন ছুরি বসাবার ভঙ্গী করে বলল, "চিতা-মানুষদের সর্দারের হৃৎপিণ্ড আমি তুলে আনব।"

"যুদ্ধ! যুদ্ধ!" অন্যরা একবাক্যে চেঁচাতে লাগল।

উঠে দাঁড়াল লোবোজো। গম্ভীর গলায় সকলকে চুপ করতে হুকুম দিল। চীৎকার-চেঁচামেচি থামিয়ে যুবকরা ওরাণ্ডোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লোবোজো বলতে লাগল, "কিছু যুবক যুদ্ধ চাইছে। কিন্তু কিছু যুবক চাইছে বলেই আমরা যুদ্ধে যেতে পারি না। যুদ্ধ ও শান্তি দুইয়েরই উপযুক্ত সময় আছে। জানতে হবে এটা যুদ্ধের সময় কি না। কাজেই যুদ্ধযাত্রার আগে আমাদের মৃত সর্দারদের আত্মার সঙ্গে কথা বলতে হবে।

সোবিটো চীৎকার করে বলে উঠল, "আমাদের সঙ্গে কথা বলতে তারা অপেক্ষা করে আছে। মৃত সর্দারদের আত্মার সঙ্গে আমি কথা বলছি। সকলে চুপ করে দেখুন।"

একজন-দুজন করে আদিবাসীরা ওঝাকে ঘিরে বসে পড়ল। সোবিটো ঝোলা থেকে কতকগুলি জিনিস বের করে মাটিতে সাজিয়ে ফেলল। কিছু শুকনো ডাল ও কচি পাতা আনতে বলল। সেগুলি আনা হলে একটা ছোট ধুনি জ্বালাল। কচি পাতা দিয়ে ধুনিটাকে মোটামুটি ঢেকে দিল। ফলে প্রচুর ধোঁয়া বের হতে লাগল। সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডুলির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ওঝা ধুনিটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। তার এক হাতে ইঁদুরের চামড়ার একটা থলে, অন্য হাতে একটা হায়েনার লেজ। তার গোড়াটা তামার তার দিয়ে বেঁধে একটা হাতলের মত করা হয়েছে। ক্রমেই সে প্রদক্ষিণের গতিবেগ বাড়াতে লাগল। এক সময়ে ধুনিটাকে ঘিরে লাফ ঝাঁপ শুরু করে দিল। সারাক্ষণ মুখে উচ্চারণ করতে লাগল অর্থহীন কতকগুলো শব্দ, আর তার ফাঁকে ফাঁকে কর্কশ চীৎকার। সমবেত সকল দর্শকের চোখ আতংকে বিস্ফারিত হতে লাগল।

হঠাৎ সে থেমে গেল। নীচু হয়ে থলে থেকে কিছু গুঁড়ো আগুনে ছড়িয়ে দিল। হায়েনার লেজের হাতলটা দিয়ে আগুনের পাশে ধুলোর উপর একটা জ্যামিতিক নক্সা আঁকল। তারপর শক্ত কাঠ হয়ে দুই চোখ বুজে আকাশের দিকে মুখ তুলে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে কি যেন শুনবার জন্য কান পেতে রইল।

তারপর একসময় চোখ মেলে সকলের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, "অনেক প্রেতাত্মা এখানে হাজির হয়েছে। সকলেই কথা বলছে যুদ্ধের বিপক্ষে। চিতা-মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যারা যাবে তারা সকলেই মরবে। কেউ ফিরে আসবে না। প্রেতাত্মারা ওরাণ্ডোর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। ওরাণ্ডোর আসল মুজিঃমা আমার সঙ্গে কথা বলেছে। সেও তার উপর ভীষণ রাগ করেছে। সাবধান হও ওরাণ্ডো। বাস, এই পর্যন্ত। যুবকরা চিতা-মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে না।"

সর্দারের ছেলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মুজিমোর দিকে তাকাল। প্রশ্ন করল, "সোবিটোর কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো তুমি আমার মুজিঃমো নও।"

মুজিমো বলল, "সোবিটো কতটুকু জানে? আমিও তো আগুন জ্বালিয়ে তার উপর ডাঙ্গোর লেজ নাড়তে পারি। ধুলোর উপর কতকগুলি দাগ কেটে আমিও তো আগুনের মধ্যে গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে পারি। যা খুশি তাই বলতে পারি। কিন্তু তাতে তো কিছু প্রমাণ হয় না। চিতা-মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ হবে কি না সেটা জানবার একমাত্র পথ সৈনিকদের যুদ্ধে পাঠানো। সে ব্যাপারে সোবিটো কিছুই জানে না।"

ওঝা রাগে কাঁপতে লাগল। তার ক্ষমতাকে সন্দেহ! চীৎকার করে বলে উঠল, "তোমার জিহ্বা মিথ্যা বলেছে। আমার পিশাচকে তুমি রাগিয়েছ। এখন কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তুমি মরবে। অবশ্য তুমি যদি চলে যাও, আর কোন দিন এ দেশে না আস, সে কথা আলাদা।"

মুজিমো দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, "আমি যাব না। সোবিটোকে আমি ভয় করি না।"

সঙ্গে সঙ্গে সোবিটো হায়েনার লেজটা ঘোরাতে ঘোরাতে এক লাফে মুজিমোর সামনে গিয়ে বলল, "মর! মর! এখন কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। আকাশে তৃতীয়বার চাঁদ ওঠার আগেই তুই মরবি। আমার পিশাচ তাই বলেছে। মুজিমো মুখের সামনে সে হায়েনার লেজটা নাড়তে লাগল।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট বাঁকিয়ে সাদা লোকটি বলল, "আমি মুজিমো, ওরাণ্ডোর পূর্বপুরুষের আত্মা আমি। সোবিটো তো মানুষ; তার পিশাচ তো ডাঙ্গোর একটা লেজমাত্র।" কথা শেষ করেই সে হাত বাড়িয়ে ওঝার মুঠি থেকে পিশাচটাকে কেড়ে নিল; "সকলে দেখ, মুজিমোর হাতে সোবিটোর পিশাচের কী হাল হয়!" লেজটাকে সে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। গ্রামবাসীরা আতংকে হাঁ করে রইল।

ধর্মবিকারে অন্ধ, ক্রুদ্ধ সোবিটো খোলা খড়্গ হাতে নিয়ে মুজিমোর দিকে এগিয়ে গেল। তার দুই কস্ থেকে লালা গড়াচ্ছে। বীভৎস দাঁতগুলো চকচক্ করছে। উন্মত্ত ক্রোধ ও জিঘাংসার এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি যেন। মুজিমোও প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাত-কঠিন মুঠিতে ওঝার কব্জি চেপে ধরে অন্য হাতে খড়্গটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর একটা হাল্কা পালকের মত তাকে মাথার উপর তুলে ধরে ওরাণ্ডোর দিকে তাকিয়ে বলল, "একে মেরে ফেলব কি?"

এ দৃশ্য দেখে সঙ্গীদের মতই ওরাণ্ডোও আতংকে বিহ্বল ও বিচলিত। ওঝার অলৌকিক ক্ষমতায় সারা জীবনের সন্দেহাতীত বিশ্বাস তো মুহূর্তের মধ্যেই ভেঙে যায় না। ছুটে গিয়ে সে বাধা দিল। "না, ওকে মেরো না"

গাছের উপরে ছোট বানরটা নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে বলল, "মার! মার!" একটা ঘৃণ্য বোঝার মত মুজিমো সোবিটোকে মাটিতে ফেলে দিল। বলল, "এটা কোন কর্মের না। ওঝারা সব বাজে। ওরা পিশাচও বাজে। নইলে

সে সোবিটোকে রক্ষা করল না কেন? উটেঙ্গাদের মধ্যে যদি সাহসী বীর কেউ থাক তো এগিয়ে এস; ওরাণ্ডো ও মুজিমোর সঙ্গে যোগ দাও; চিতা-মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়।"

যুবক সৈনিকদের মুখে উচ্চারিত হল একটানা জয়ধ্বনি। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সেই ফাঁকে সোবিটো উঠে তার ঘরের দিকে ছুট দিল। যেতে যেতে বলে গেল, "আমি যাচ্ছি; এবার এমন কড়া ওষুধ বানাব যে আজ রাতেই ও মরবে।"

সর্দার লোবোঙ্গো যুদ্ধে সম্মতি না দিলেও ওরাণ্ডো ও তার দলবলের দাবীতে একটা ছোট আক্রমণকারী দল পাঠাবার অনুমতি দিল। সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠানো হল গ্রামে গ্রামে সৈন্য-সংগ্রহের জন্য। রাতে একটা নাচের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

রাতের অন্ধকার নেমে আসার আগেই কাছাকাছি গ্রাম থেকে অনেক সৈনিক এসে লোবোঙ্গোর গ্রামের বিশজন স্বেচ্ছা-সৈনিকের সঙ্গে যোগ দিল। শুরু হয়ে গেল নাচ-গান-হল্লা।

কিব্বু গ্রাম থেকে এল বিশজন যুবক। তাদের মধ্যে নিয়ামওয়েগির প্রেমিকার দাদা আছে, আর আছে মেয়েটির ব্যর্থপ্রেমিক লুপিঙ্গু! সোবিটোর পরাজয়ে সে বেচারি খুবই বিপন্ন বোধ করছে। সম্প্রতি সে সোবিটোর কাছ থেকে একটা বশীকরণ কবচ কিনেছিল। সে টাকাটা কি তাহলে জলেই গেল? গোপনে সে ওঝার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অবশ্য সোবিটোর সঙ্গে দেখা করার আরও একটা বড় কারণও তার ছিল।

সোবিটোর ঘরে ঢুকে লুপিঙ্গু দেখল, নানা রকম কবচ-তাবিজ মেঝেতে ছড়িয়ে ওঝাটি বসে আছে। ছোট উনুনের উপর একটা পাত্র টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। আগুনের আভায় ওঝার বীভৎস মুখটা চক্‌চক্‌ করছে।

ওঝার ঘরে লুপিঙ্গু অনেকটা সময় কাটাল। দুজনে ফিস্‌ফিস্‌ করে অনেক শলা-পরামর্শ করল। ফিরে যাবার সময় লুপিঙ্গু এত শক্তিশালী একটা কবচ সঙ্গে নিয়ে গেল যেটা সঙ্গে থাকলে কোন শত্রু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তার মাথার মধ্যে তখন একটা ফন্দি ঘুরপাক খাচ্ছে যাতে সে যুগপৎ হর্ষে ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

৫—অকথ্য অভদ্র

অনেক নির্জন দিন। অনেক আতংকের রাত। নৈরাশ্য ও অনুশোচনায় দীর্ণ। সঙ্গী লোকজনদের দ্বারা পরিত্যক্ত হবার পরে একমাত্র অন্তরের নির্ভিকতাই মেয়েটিকে পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তারপর অনন্তকাল বুঝি পার হয়ে গেছে; প্রতিটি দিন যেন একটি যুগ।

আজ সে একটা শিকার করেছে। রাইফেল চালিয়ে মেরেছে একটা শুয়োর। গুলির শব্দ শুনে একটি মানুষ থেমে গিয়েছিল। তার সঙ্গী তিনজন উত্তেজিত ভাবে বক্‌বক্‌ করেছিল।

অনেক কষ্টে শুয়োরটার নাড়িভুঁড়ি বের করে কিছুটা হাল্কা করে তবে সেটাকে বয়ে এনেছে শিবিরে। তাও অনেকবার বিশ্রাম নিয়েছে। তাঁবুর কাছে পৌঁছে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে সেখানেই শিকারের পাশে বসে পড়েছে।

এখনও অনেক কাজ বাকি। শুয়োরটার ছাল ছাড়াতে হবে, টুকরো-টুকরো করে কাটতে হবে। আগুনে ঝলসাতে হবে। তাতেও বেশী দিন রাখা যাবে না। কিন্তু এর চাইতে ভাল কোন ব্যবস্থা তার জানা নেই।

কাজ করতে করতেই একটা শব্দ শুনে চোখ তুলেই দেখতে পেল, চারটি লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। একজন সাদা, বাকি তিনজন আদিবাসী। একটা যেন আশার আলো দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। ওরা এগিয়ে এল। সাদা মানুষটি সকলের আগে। ভাল করে তাকাতেই আশার আলো যেন নিভে এল। কোন সাদা মানুষের এরকম অভদ্র চেহারা সে আগে কখনও দেখে নি। নোংরা জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন ও তালি-মারা; মুখময় দাড়ি; টুপিটার এতই ভগ্নদশা যে মাথায় পরা আছে বলেই সেটাকে টুপি বলে চেনা যাচ্ছে; মুখটাও রুক্ষ, কঠিন। কথা যখন বলল তাতেও আপ্যায়নের কোন সুর ফুটে উঠল না।

বলল, "তুমি কে? এখানে কি করছ?"

তার কথা বলার ভঙ্গী মেয়েটির মোটেই ভাল লাগল না। বলল, "ও দুটোর কোনটা নিয়েই তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।" মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল।

লোকটির মুখ আরও বিকৃত হল; কিছু কড়া কথা ঠোঁটের ডগায় এসেও-ছিল; কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে মেয়েটিকেই দেখতে লাগল। মেয়েটি সুন্দরী। নোংরা পোশাক, মুখ ঘামে ভেজা, শরীরে রক্তের দাগ; তবু তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। দুই বছর পরে বুড়ো টাইমার এই প্রথম একটি সাদা মেয়েমানুষকে দেখল। দেখামাত্রই আর একটি সুন্দরী নারীর কথা তার মনে পড়ে গেল; তার জন্য যত দুঃখ-দুর্দশা তাকে ভোগ করতে হয়েছে তাও মনে

পড়ল ; আরও মনে পড়ল যে সেই নারীর প্রতি ঘৃণা থেকেই দুটি দীর্ঘ বছর সে নারীজাতিকেই ঘৃণা করেছে।

তবু সে বলল, "তোমার দরকার না থাকলেও আমার আছে। এই দেশে একটি সাদা চামড়ার মেয়েকে একাকি দেখতে পাওয়া খুবই অস্বাভাবিক। তুমি কি এখানে একা ?"

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "একাই ছিলাম, আর একাই থাকতে চাই।"

"তার মানে তোমার সঙ্গে কোন কুলি বা সাদা মানুষ নেই ?"

"ঠিক তাই।"

"আর ফিরে যাবার যানবাহনের কোন ব্যবস্থাও নেই ?"

"না।"

"নিশ্চয় তুমি একাকি এদেশের এত ভিতরে ঢোক নি। দলের অন্য সকলে কোথায় গেল ?"

"তারা আমাকে ফেলে চলে গেছে।"

"আর তোমার সাদা সঙ্গীরা—তারা ?"

"সে রকম সঙ্গী কেউ ছিল না।" মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল।

"কোন সাদা মানুষকে সঙ্গে না নিয়েই তুমি এত ভিতরে ঢুকেছ ?" লোকটির কথায় অবিশ্বাসের সুর।

"হ্যাঁ।"

"তোমার লোকজনরা কতদিন হল চলে গেছে ?"

"তিন দিন।"

"এখন তুমি কি করবে ? একা তো এখানে থাকতে পারবে না। তাছাড়া, কুলির সাহায্য ছাড়া থাকবেই বা কেমন করে ?"

"একাই তিন দিন কাটিয়েছি ; আরও কাটাব যতদিন—"

"যতদিন মানে ?"

"জানি না।"

লোকটি বলল, "আমার কথা শোন। বল তো, এখানে থেকে তুমি কি করছ ?"

একটু আশার আলো যেন দেখতে পেল মেয়েটি। বলল, "একজনের খোঁজ করছি। তুমি হয় তো তার কথা শুনেছ, হয় তো সে কোথায় আছে তাও জান।" আগ্রহে মেয়েটির গলা কাঁপছে।

"তার নাম কি ?" বুড়ো টাইমার জিজ্ঞাসা করল।

"জেরি জেরোম।" মেয়েটি অনেক আশা নিয়ে চোখ তুলল।

লোকটি মাথা নাড়ল। "তার কথা কখনও শুনি নি।"

মেয়েটির চোখ থেকে আশার সামান্য আলোটুকুও নিভে গেল। দুই চোখ বুঝি বা তার অজ্ঞাতেই জলে ভরে উঠল। তা দেখে বুড়ো টাইমার বলল,

"খুব হয়েছে ; এখন চল।"

"কোথায় ?"

"আমার সঙ্গে।"

"কেন ?"

"এই জঙ্গলে একটা সাদা ইঁদুরকেও আমি রেখে যেতে পারতাম না ; আর তুমি তো একটি সাদা মেয়ে।"

মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "তোমার সঙ্গে যদি না যাই তাহলে ?"

"না যাই-টাই নয়, তোমাকে যেতেই হবে। মাথায় ঘিলু থাকলে সে জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হবার কথা। কিন্তু তোমাদের কাছে তো ও সব কথা বলাই বৃথা। তুমিও তো অন্য সব মেয়েরই মত—স্বার্থপর, অবিবেচক, অকৃতজ্ঞ।"

"মেয়েদের সম্পর্কে তোমার ধারণা দেখছি খুব ভাল, কি বল ?"

"ঠিক ধরেছ ?"

এবার নরম স্বরে মেয়েটি শুধাল, "আচ্ছা তোমার শিবিরে গেলে আমাকে নিয়ে কি করবে ?"

"সঙ্গী-সাথী পেলেই যত তাড়াতাড়ি পারি আফ্রিকার বাইরে পাঠিয়ে দেব।"

"আফ্রিকা ছেড়ে আমি যাব না। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

"তোমার উদ্দেশ্য তো সেই জেরোম নামক ভদ্রলোককে খুঁজে বের করা ; কিন্তু তার ভালর জন্যই একটি পুরুষ মানুষ হিসাবে আমার কর্তব্য তুমি তাকে খুঁজে পাবার আগেই তোমাকে এ দেশ থেকে বের করে দেওয়া।"

লোকটা পাগল না কি ? মেয়েটি শুনেছে, পাগলের কথামত চলতে হয় ; নইলে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বলল, "হয় তো তোমার কথাই ঠিক। আমি যাব তোমার সঙ্গে।"

লোকটি বলল, "খুব ভাল কথা। এই তো বেশ মীমাংশা হয়ে গেল। তাহলে বাকি কথাটাও খোলসা হয়ে যাক। এখানকার কাজ শেষ করে আগামীকাল অথবা পরশু আমি শিবিরে ফিরে যাব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আমার একটি চাকর তোমার দেখাশুনা করবে—রান্না করবে, সব কাজ করে দেবে। কোন মেয়ের হেপা আমি পোহাতে পারব না। তুমি আমাকে ঘাটাবে না, আমিও তোমাকে ঘাটাব না। তোমার সঙ্গে কথাও বলব না।"

"সেটা আমারও কথা," মেয়েটি সায় দিল।

লোকটি আবার বলল, "আর একটা কথা। সর্দার বোবোলোর দেশে আমার শিবির। আমার যদি একটা কিছু হয় তাহলে একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে যেয়ো। সেখানে আমার অংশীদার তোমার দেখাশুনা

করবে। শুধু আমার নাম ক'রো, তাহলেই হবে।"

বুড়ো টাইমার ও তার সঙ্গীরা সে রাতের মত সেখানেই তাঁবু খাটাল। সন্ধ্যার পরে নিজের তাঁবু থেকেই মেয়েটি দেখল, লোকটি আগুনের পাশে বসে পাইপ টানছে। হঠাৎ তার মনে এমন একটা নিরাপত্তার ভাব জাগল যা আফ্রিকায় ঢোকার পর থেকে কখনও অনুভব করে নি। তার মন বলল, একেবারে একা থাকার চাইতে একটি সাদা পাগলা মানুষও ভাল। কিন্তু লোকটি কি সত্যিই পাগল?

কী আশ্চর্য, ওদিকে বুড়ো টাইমাও মেয়েটির কথাই ভাবছে। পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে ভেসে উঠছে তারই মুখ—এক অপরূপা সুন্দরীর মুখ।

নিজের মনেই সে বলে উঠল, "মলো যা! কেন যে মরতে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?"

পরদিন সকালে উঠেই সে তাঁবু ছেড়ে চলে গেল। সঙ্গে নিল দুটো চাকর। একটা পুরনো রাইফেল দিয়ে অপর চাকরটিকে রেখে গেল মেয়েটির রক্ষী হিসাবে। সে যাবার আগেই মেয়েটি ঘুম থেকে উঠে এসে দাঁড়াল; কিন্তু তার দিকে না তাকিয়েই সে চলে গেল।

মনের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে মেয়েটি হিস্‌হিস্ করে বলে উঠল, "অকথ্য অসভ্য কোথাকার!"

* * *

বুড়ো টাইমারের সারাটা দিন কঠোর পরিশ্রমে কেটে গেল। অনেক খুঁজেও একটা হাতির চিহ্ন মাত্র দেখতে পেল না। এমন একটা আদিবাসীর দেখা পর্যন্ত পেল না যে হাতির দলের চলাফেরার হদিসটাও অন্তত দিতে পারে। অগত্যা ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে সে আবার শিবিরেই ফিরে চলল।

দূর থেকে যখন খোলা জায়গাটা দেখতে পেল সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ল মেয়েটির তাঁবু। আহা, ওখানেই তো সে আছে। ভাবতেই তার দেহে-মনে যেন শিহরণ খেলে গেল। মেয়েটিকে আলিঙ্গন করার আশায় সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

তাঁবুর বাইরে কি যেন পড়ে আছে দেখেই তার শরীর ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এল। দ্রুত ছুটে গেল সেই দিকে। চাকর দুটিও ছুটল তার পিছনে। মেয়েটির রক্ষী হিসাবে যাকে রেখে গিয়েছিল তার ভয়ংকরভাবে বিকৃত মৃতদেহটা সেখানে পড়ে আছে। নিষ্ঠুর নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে তার দেহ।

সঙ্গীর দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে নিগ্রো দুটি নিজেদের ভাষায় কি যেন বলল; তারপর বুড়ো টাইমারের দিকে ফিরে বলল, "চিতা-মানুষরা এসেছিল বাওয়ানা।"

বুড়ো টাইমার ভয়ে ভয়ে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। না জানি সেখানে কি দেখতে পাবে; অথবা হয়তো কিছুই দেখতে পাবে না। সেই আশংকাই সত্য হল। মেয়েটি তাঁবুর মধ্যে নেই। প্রথমেই তার মনে হল, গলা ছেড়ে তাকে ডাকবে। কিন্তু কেমন করে ডাকবে? তার নামটাই তা জানা হয় নি। পরমুহূর্তেই মনে হল, তাকে ডাকা বৃথা। সে যদি বেঁচেও থাকে তাহলেও এতক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গেছে—রক্তপিপাসু শয়তানরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। যেমন করে হোক তাকে উদ্ধার করতেই হবে—প্রতিশোধ নিতে হবে।

বেলা গড়িয়ে এসেছে। সে স্থির করল, অবিলম্বে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। তার নির্দেশে নিগ্রো দুজন তাদের সহকর্মীকে কবর দিল, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও টুকিটাকি জিনিস দিয়ে দুটো পুঁটুলি বাঁধল। তারপর সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে চিতামানুষদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে তাদের পাগলা মনিবকে অনুসরণ করে চলতে লাগল।

৬—বিশ্বাসঘাতক

ওরাণ্ডোর ডাকে উটেঙ্গা সৈনিকদের কাছ থেকে ভাল সাড়া পাওয়া গেল না। যুদ্ধের নামে সকলেই নাচে; কিন্তু চিতা-মানুষদের গুপ্ত সংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথায় সকলেরই বুক কাঁপে। তাই তো যখন দেখা গেল যে ওরাণ্ডোর ডাকে হাজারখানেক সৈনিক এসে টুম্বাইতে নাচ-গানে ও খানাপিনায় যোগ দিলেও সকালে যুদ্ধযাত্রার ডাক পড়লে কুল্লে শ' খানেক লোক এসে হাজির হল, তাতে বিস্ময় কিছু ছিল না। ভরা পেটে মাথা ধরা নিয়ে কারই বা যুদ্ধে যেতে ভাল লাগে।

এদিকে আর এক বিপদ। মুভিমোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে নিয়ামওয়াগির আত্মাও উধাও হয়েছে। বড়ই অশুভ লক্ষণ। তবে কি সোবিটোর কথাই ঠিক? সে কি চিতা-মানুষদের চর? তখন সোবিটোর খোঁজ পড়ল। সেও নিখোঁজ।

কিব্বু গ্রামের লুপিঙ্গুও যুদ্ধের বিপক্ষে। সুযোগ বুঝে সে ওরাণ্ডোকে শুধাল, "তোমার মুভিমো তো চলে গেল। এখন কে আমাদের চিতা-মানুষদের গ্রামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?"

ওরাণ্ডো প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, "সে আমাকে ছেড়ে যাবে তা আমি বিশ্বাস করি না।"

বুঝি বা তার কথা রাখতেই কাছের একটা গাছের ডাল থেকে নেমে এল একটি দৈত্যাকার মূর্তি। সে মুজিমো। এক কাঁধে একটা মরা হরিণ, অন্য কাঁধে নিয়ামওয়েগির আত্মা।

ওরাণ্ডো শুধাল, "কোথায় ছিলে মুজিমো? ওরা বলছিল, সোবিটো তোমাকে মেরে ফেলেছে।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে মুজিমো বলল, "শুধু মুখের কথায় মানুষ মরে না। সোবিটো তো কথার বস্তা।"

একটি বুড়ো প্রশ্ন করল, "তুমি কি সোবিটোকে মেরে ফেলেছ?

"কাল রাতে সূর্য কুডু শুতে যাবার পর থেকে সোবিটোকে আমি চোখেও দেখি নি।"

ওরাণ্ডো বলল, "সে গ্রাম থেকে চলে গেছে। তাই সকলে ভেবেছিল হয় তো—"

তাকে বাধা দিয়ে মুজিমো বলল, "আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম। তোমাদের খাদ্য ভাল নয়; আগুনে পুড়িয়ে তোমরা সব নষ্ট করে ফেল।"

একটা গাছের নীচে বসে শিকারের শরীর থেকে খানিকটা মাংস কেটে নিয়ে সে খেতে শুরু করল। মাঝে মাঝে গলার মধ্যে একটা গর্‌-গর্‌ শব্দ হচ্ছে। বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে সৈনিকরা সভয়ে তাকে দেখতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। শরীরের আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, "মুজিমো প্রস্তুত। উটেঙ্গারা প্রস্তুত থাকলে এবার যাত্রা শুরু হোক।"

তিন দিন ধরে চলল একটানা অভিযান। মুজিমো পথ-প্রদর্শক; ওরাণ্ডো নেতা। যত এগিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকদের মনোবল ততই বাড়ছে। সকলের ঠাট্টা-বিদ্রূপের ফলে লুপিঙ্গুও চুপচাপ পথ চলছে।

চতুর্থ দিন সকালে মুজিমো জানাল, তারা চিতা-মানুষদের গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছে। পরদিন সকালেই সে একা এগিয়ে গিয়ে সব কিছু ভাল করে দেখে আসবে।

প্রাতরাশের পরে আগুনকে ঘিরে বসে গল্প করতে করতে এক সময় সকলের খেয়াল হল লুপিঙ্গু সেখানে নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই ধরে নিল যে শত্রুর কাছাকাছি এসে সে ভয়ে পালিয়ে গেছে। তীব্র কণ্ঠে ধিক্কার উঠল; তার নিন্দায় সকলেই মুখর। সেই ফাঁকে মুজিমো ও নিয়ামওয়েগির আত্মা নিঃশব্দে গাছের ডালে ডালে ঝুলে চিতা-মানুষদের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

* * *

গলায় দড়ি বেঁধে মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে আছে একটি বলিষ্ঠ আদিবাসী যুবক; তার

আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছে একটি বুড়ো; আর পিছনে আছে আর একটি যুবক। তিনজনেরই শরীর চিতাবাঘের চামড়ায় ঢাকা; মাথায় বেশ ভাল করে বসানো চিতাবাঘের মাথা; ইস্পাতের বাঁকা নখ বসানো তাদের আঙুলের ডগায়; দাঁতগুলি ঘসে ঘসে ধারালো করা হয়েছে; আর সারা মুখ চিত্র-বিচিত্র করে আঁকা। তিনজনের মধ্যে বুড়োটাই সর্দার; দেখতেও ভয়ংকর। যুবক দুটি তার কথায় উঠছে-বসছে।

মেয়েটি তাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছে না। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাও জানে না। এখনও পর্যন্ত তার কোন ক্ষতিও তারা করে নি; তবু এই ভয়ংকর পথযাত্রার পরিণতি যে ততোধিক ভয়ংকর কিছু হবে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

দুদিন একটানা বনের পথ ধরেই তারা চলল। কোন গ্রাম নেই, অন্য কোন মানুষের দেখা নেই। দ্বিতীয় দিনের শেষে তারা হাজির হল নদীর ধারে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা গ্রামে। ফটকের ভারী পাল্লা দুটো বন্ধ। তখনও সূর্য ডোবে নি। কাছে এগিয়ে গিয়ে বুড়ো লোকটি ডাক দিতেই রক্ষীরা ফটক খুলে দিল।

সর্দার গাটো মুঙ্গুর এই গ্রামই চিতা-মানুষদের ঘাঁটি। এখানকার বাসিন্দা উপজাতিরা এক সময় খুবই শক্তিশালী ছিল। সংখ্যা কমতে কমতে এখন এই একটি মাত্র গ্রামের অধিবাসীতে এসে ঠেকেছে। তবু চিতা-মানুষদের সর্দার গাটো মুঙ্গু আজও অনেক বড় বড় গ্রামের সর্দারদের চাইতে বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া আশপাশের গ্রামের কিছু কিছু লোকও গোপনে এই গুপ্ত সংঘের সদস্য হয়ে আছে।

সাধারণত দুর্গম গহন অরণ্যের গুপ্ত ঘাঁটিতেই চিতা-মানুষদের নারকীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলি হয়ে থাকে। আবার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তারা সকলে এসে সমবেত হয় গাটো মুঙ্গুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে। সেই কারণেই আজ এ গ্রামে অনেক সৈনিক এবং কিছু কিছু নারী ও শিশু এসে জমায়েত হয়েছে।

সকলের কুটিল, কঠোর দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে আদিবাসীরা মেয়েটিকে নিয়ে হাজির হল একটা বড় কুটিরের সামনে। বাড়ির সামনে বসে আছে একটি পেটমোটা বুড়ো নিগ্রো; তার সারা মুখ বলীরেখায় ভরা। চিতা-মানুষদের সর্দার গাটো মুঙ্গু। চোখ তুলে তাকাতেই সাদা মেয়েটিকে দেখে তার রক্ত-রাঙা চোখ দুটো জল্ জল্ করে উঠল। বুড়ো লোকটিকে লক্ষ্য করে বলল, "তুমি আমার জন্য উপহার এনেছ লুলিমি?"

বুড়ো জবাব দিল, "উপহার এনেছি, তবে কেবলমাত্র গাটো মুঙ্গুর জন্য নয়।"

"তার মানে?" সর্দার ভেংচে উঠল।

"উপহার এনেছি গোটা জাতির জন্য—চিতা-দেবতার জন্য।"

সর্দার বলল, "গাটো মুঙ্গু ক্রীতদাসীদের কারও সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করে না।"

লুলিমি বলল, "আমি কোন ক্রীতদাসীকে আনি নি।" স্পষ্ট বোঝা যায় সে গাটো মুঙ্গুকে খুব একটা ভয় করে না। আর করবেই বা কেন? সেও তো চিতা-মানুষদের প্রধান পুরোহিত।

"তাহলে এই সাদা মেয়েটিকে আমার গাঁয়ে এনেছ কেন?"

লুলিমি বলতে লাগল, "তিন রাত আগে আমরা শুয়ে ছিলাম তোমার গ্রাম থেকে, চিতা-দেবতার মন্দির থেকে অনেক দূরে একটা বনের মধ্যে। অন্ধকার রাত। দূরে একটা সিংহ ছিল, একটা চিতাবাঘও। তাদের ভয় দেখাতে আমরা একটা বড় আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তখন আমার পাহারার পালা। অন্য সবাই ঘুমিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, আগুনের ঠিক ওপারে দুটো সবুজ চোখ জ্বল্জ্বল্ করছে। যেন দুই টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার। চোখ দুটি আরও কাছে এল; আমি ভয় পেলাম। কিন্তু না পারলাম সরে যেতে, না পারলাম কথা বলতে। জিভ আটকে গেল মুখের তালুতে। ঠোঁট খুলল না। কাছে, আরও কাছে। দেখলাম মস্ত বড় একটা চিতাবাঘ; এত বড় চিতাবাঘ আমি কখনও দেখি নি। বুঝলাম, আমার শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। এই বুঝি সে লাফিয়ে পড়ল আমার উপর।

কিন্তু না, লাফিয়ে পড়ার বদলে মুখ খুলে সে আমার সঙ্গে কথা বলল।"

সমবেত সকলেই তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলেই বিস্মিত বিমূঢ়।

গাটো মুঙ্গু বলল, "কি বলল তোমাকে?"

"বলল, আমি চিতা-দেবতার ভাই। সেই আমাকে পাঠিয়েছে লুলিমির খোঁজে, কারণ লুলিমি একজন মহৎ লোক। সে খুব সাহসী ও জ্ঞানী।"

গাটো মুঙ্গু বিরক্তিভাবে বলল, "এর সঙ্গে সাদা মেয়েটার কি সম্পর্ক?"

লুলিমিও বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল, "বলছি, সব বলছি। তারপর আমার কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে চিতা-দেবতার ভাই একটা বিশেষ জায়গার নাম করে আমাকে সেখানে যেতে বলল; সেখানে গেলেই একটি সাদা মেয়েকে দেখতে পাব। সেখানে থাকবে শুধু সে আর একটি কালো মানুষ। সে আমাকে আদেশ করল, কালো মানুষটাকে মেরে ফেলে সাদা মেয়েটিকে মন্দিরে এনে চিতা-বংশের প্রধান সন্ন্যাসিনী বানাতে হবে। লুলিমি সে আদেশ পালন করবে। আজ রাতেই প্রধান সন্ন্যাসিনীকে বড় মন্দিরে নিয়ে যাবে।"

মুহূর্ত কাল সকলেই চুপচাপ। ভীত, শংকিত। গাটো মুঙ্গু লুলিমির কথা শুনে খুশি হয় নি। সে জানে লোকটা ধূর্ত, আর তার গল্পটাও বানানো। তবু তাকে চটাবার সাহস তার নেই। সে প্রধান পুরোহিত; অসীম তার ক্ষমতা।

গাটো মুঙ্গু উঠে দাঁড়াল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "লুলিমির কাহিনী

আমরা সকলেই শুনলাম। লুলিমিকে আমরা সকলেই জানি। গ্রামের সে সব চাইতে বড় ওঝা। চিতা-দেবতার মন্দিরে ইমিগেগ-এর পরে তার চাইতে বড় পুরোহিত কেউ নেই, দেবতার ভাই তার সঙ্গে কথা বলতেই পারে। তার কথা আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবু মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হোক। চিতা-দেবতাই বলতে পারবে, জঙ্গলের চিতাবাঘ লুলিমিকে যা বলেছে তা সত্য কিনা। কেমন,, আমি ঠিক বলি নি?"

উপস্থিত সকলেই তার কথায় সায় দিল। মেয়েটিকে মন্দিরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা চলতে লাগল। এমন সময় একটি সৈনিক ঘর্মাক্ত দেহে রুদ্ধশ্বাসে গ্রামের ফটকে এসে হাজির হল। ফটকে রক্ষীদের সঙ্গে তার অনেক কথা হল। চিতা-সম্প্রদায়ের গোপন-সংকেত জানিয়ে সে বার বার শুধু একটি কথাই বলল,—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে তাকে অবিলম্বে গাটো মুঙ্গুর সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

তাকে সর্দারের সামনে হাজির করা হল। সেখানেও গোপন-সংকত দেখাতে গাটো মুঙ্গু বলল, "তুমি কি সংবাদ এনেছ?"

"উ:টঙ্গাদের সর্দার লোবোঙ্গোর ছেলে ওরাণ্ডোর নেতৃত্বে একশ' সৈনিক এখান থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ দূরে হাজির হয়েছে। তারা আক্রমণ করবে তোমার গ্রাম। এখনই যদি কিছু সৈনিক পাঠিয়ে তাদের পথের পাশে লুকিয়ে রাখতে পার তাহলে অতর্কিতে আক্রমণ করে তার সব উ:টঙ্গাকে মেরে ফেলতে পারবে।"

"কোথায় তাঁবু ফেলেছে তারা?"

বার্তাবহ সে স্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিল। গাটো মুঙ্গু একজন উপ-প্রধানকে হুকুম দিল, তিনশ' সৈনিক নিয়ে সে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করুক। তারপর বলল, "আজ রাতে আমাদের মহাভোজ হবে, আর এই অতিথি সেখানে আমার পাশে বসে পানাহার করবে।"

বার্তাবহ বলল, "আমি তো থাকতে পারব না। এখনই আমাকে ফিরে যেতে হবে, নইলে সকলে আমাকে সন্দেহ করবে।"

"তুমি কে?" গাটো মুঙ্গু প্রশ্ন করল।

বার্তাবহ জবাব দিল, "আমি ওয়াটেঙ্গা দেশের কিব্বু গ্রামের লুপিঙ্গু।"

৭—বন্দী

এসব কথাবার্তার কোন কিছুই মেয়েটি বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু বুঝল যে সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, চারদিকে যেন যুদ্ধের সাজ-সাজ রব উ.ঠছে। তবে কি কোন শত্রুপক্ষ আক্রমণ করতে আসছে? তারা কি আসছে তাকেই উদ্ধার করতে? হায়রে দুরাশা! কিন্তু আশা তো একটুকরো খড়কেও আঁকড়ে ধরে।

যুদ্ধের দলবল চলে যাবার পরে আবার সকলে মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লুসিমি ডাইনে বাঁয়ে হুকুম চালাতে লাগল। বর্শা ও ঢাল নিয়ে তৈরি হল বিশজন। তাদের হাতে অনেক বৈঠা। লুসিমির নেতৃত্বে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তারা গ্রামের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। সেখানে মেয়েটিকে একটা বড় ডোঙ্গায় চাপিয়ে নিঃশব্দে জলে ভাসিয়ে দিল। শত্রুরা কাছেই কোথাও থাকতে পারে, এই আশংকায় কোনরকম হৈ-চৈ হল না, নাচ-গান হল না। খরস্রোতা নদীর বুকে সকলে নিঃশব্দে বৈঠা চালাতে লাগল।

বেচারি ছোট্ট কালি বাওয়ানা! তার গলা থেকে দাড়ি খুলে ফেলা হয়েছে; সকলেই এখন তাকে কিছুটা শ্রদ্ধা ও সমীহ করছে, কারণ এবার সেই তো হবে চিতা-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসীনী।

মাইল দুই পর্যন্ত ডোঙ্গাটা ভাটির টানেই চলতে লাগল; ঘড়ির কাঁটার মত বৈঠাগুলি তালে তালে উঠছে আর নামছে। হঠাৎ গতি কমিয়ে সেটা তীরের দিকে ঘুরে গিয়ে একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ খালটার দু'ধারে বড় বড় গাছ; তাদের ডালপালায় খালের উপরটা ঢাকা পড়ে গেছে।

এই পথে আরও মাইল দুই চলবার পরে খালের ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড খড়ে-ছাওয়া বাড়ি চোখে পড়ল। গত কয়েক মাসে মেয়েটি এত বড় বাড়ি একটাও দেখে নি। বাড়িটা দৈর্ঘ্যে দু'শ', প্রস্থে পঞ্চাশ, আর উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটেরও বেশী। নদী বরাবর বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। নদীর দিকে মুখ করে একটা চওড়া বারান্দা আগাগোড়া বিস্তৃত। মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উঁচু ভিতের উপর গোটা বাড়িটা গড়ে উঠেছে। মেয়েটি জানে না যে এটা চিতা-দেবতার সেই মন্দির যার প্রধানা সন্ন্যাসিনী সে হতে চলেছে।

ডোঙ্গাটা মন্দিরের কাছাকাছি হতেই ভিতর থেকে একদল লোক বেরিয়ে এল। লুসিমি উঠে দাঁড়াল। কিছু সংকেত-বাণী উচ্চারণ করল। তারপর ডোঙ্গা তীরে ভিড়ল।

কয়েকজন কৌতূহলী পুরোহিত পরিবৃত হয়ে লুসিমি মেয়েটিকে নিয়ে মন্দিরে ঢুকল। একটা মস্ত বড় ঘর। স্তম্ভগুলির গায়ে ঝুলছে নানা রকম

বীভৎস মুখোশ, ঢাল, বর্শা, ছুরি ও মানুষের করোটি। মেঝেতে অনেক রকম মূর্তি দাঁড় করানো রয়েছে। মানুষের দেহের উপর পশুর মুণ্ড বসানো। খুব স্পষ্ট না হলেও সেগুলো চিতার মুণ্ড ব'লেই মনে হয়।

ঘরের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা উঁচু মাটির বেদী। তার উপরে প্রায় দু'ফুট উঁচু পাঁচ ফুট চওড়া ও তার দ্বিগুণ লম্বা আর একটা ছোট বেদী পশুর চামড়ায় ঢাকা। ছোট বেদীটার শেষ প্রান্তে দৈর্ঘ্যের ঠিক মাঝখানে একটা মোটা খুঁটির মাথায় একটা মানুষের করোটি বসানো; অবশ্য এ সব কিছুকে স্পষ্টভাবে স্মরণে রাখবার কারণ আরও পরে দেখা দেবে।

লুলিমি মেয়েটিকে নিয়ে বেদীর দিকে এগিয়ে যেতেই তার পিছনের দেওয়ালে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটি অতি বৃদ্ধ লোক। তার মুখটা এতই বীভৎস যে সেদিকে ভাল করে তাকানো যায় না।

লুলিমির উপর দৃষ্টি পড়তেই পরিচিতির একটা ম্লান আলোর রেখা যেন দেখা দিল তার চোখে। তো-তো করে বৃদ্ধ বলল, "তুমি এসেছ? কিন্তু এই সাদা মেয়েটাকে এনেছ কেন? ও কে? কোন বন্দি কি?"

লুলিমি তার কানে কানে বলল, "মন দিয়ে শোন ইমিগেগ, আর ভাল করে ভাবো। স্মরণ কর তোমার ভবিষ্যদ্বাণী।"

"কোন্ ভবিষ্যদ্বাণী?" প্রধান পুরোহিত শুধাল।

"অনেক কাল আগে তুমি বলেছিলে একদিন মন্দিরের এই সিংহাসনে তোমার চিতা-দেবতার পাশে প্রধানা সন্ন্যাসিনী হয়ে বসবে একটি সাদা মেয়ে। এবার তোমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে।"

ইমিগেগ এ রকম কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করতে পারল না, কারণ আসলে এরকম কোন ভবিষ্যদ্বাণী সে কখনও করে নি; নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এটা লুলিমির একটা চালাকি কিন্তু বুড়ো ইমিগেগ এ টোপ গিলল—টোপ, বড়শি, সুতো ও ছিপ সব। সে বলল, "ইমিগেগ কথা বলে দত্যি-দানা ও প্রেতাত্মার সঙ্গে; তারাই তাকে সবকিছু ব'লে দেয়। চিতা-দেবতা ও পুরোহিতদের জন্য যখন নরমাংস পাওয়া যাবে তখনই এই সাদা মেয়েটিকে প্রধানা সন্ন্যাসিনী করা হবে।"

"তাহলে তো অচিরেই হবে", লুলিমি বলল।

"কেমন করে জানলে?"

"আমার মুজিমো বলে দিয়েছে, গাটো মুঙ্গুর গাঁয়ের সৈনিকরা আজই যুদ্ধযাত্রা করবে, আর ফিরে আসবে প্রচুর খাদ্য নিয়ে।"

ইমিগেগ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "গতকাল ছোট পুরোহিতদের আমি এই কথাই বলেছি।"

লুলিমি বলল, "তাহলে আজ রাতেই সাদা মেয়েটিকে এবার প্রস্তুত করতে বলুন।"

ইমিগেগ হাততালি দিতেই কয়েকজন ছোট পুরোহিত এগিয়ে এল। প্রধান পুরোহিত একজনকে নির্দেশ দিল, "একে নিয়ে যাও মেয়েদের মহলে। এই হবে সংঘের প্রধানা সন্ন্যাসিনী। সেই ভাবে একে প্রস্তুত করে দিতে বল। আরও বলে দাও, এর নিরাপত্তার সব দায়িত্ব ইমিগেগ তাদের উপরেই ছেড়ে দিয়েছে।"

ছোট পুরোহিত মেয়েটিকে নিয়ে মেয়েদের মহলে ঢুকল। একটা বড় ঘরে ডজনখানেক মেয়ে জটলা করছে। সকলেরই একমাত্র কটিবস্ত্র ছাড়া প্রায় নগ্ন দেহ। একজন থুত্থুরে বুড়ি; বাকি সকলেই যুবতী।

বুড়ি সব শুনে বলল, "একে আমার কাছে রেখে যাও। অনেক বর্ষা ধরে আমি মন্দিরের পরিচর্যা করছি, কিন্তু এখনও চিতা-দেবতার পেট ভরাতে পারি নি।"

একটি যুবতী ফোঁস করে উঠল, "তোমার বুড়ো মাংস যে ছিঁবড়ে হয়ে গেছে গো।"

বুড়ি তাকে ধমক দিয়ে ছোট পুরোহিতকে বলল, "তুমি যাও। বুড়ি মুমগার কাছে সাদা মেয়েটি নিরাপদেই থাকবে।"

লোকটি চলে যেতেই মেয়েগুলি নবাগতাকে ঘিরে ধরল। উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে বলতে তার পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলল; তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করল; কিন্তু তার বিশেষ কোন ক্ষতি করল না; কেবল ধারালো নখে শরীরের অনেক জায়গায় আঁচড় লাগাল।

একে একে মেয়েটির সব পোশাক ওরা খুলে ফেলল; ওকে নিজেদের চাইতে বেশী নগ্ন করে তুলল; তারপর সেই পোশাকের টুকরো নিয়ে নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে দিল। তারপর বুড়ি মুমগার নির্দেশে আবার মেয়েটির দিকে নজর দিল। একটা নোংরা মাদুরের উপর তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা মাটির পাত্র থেকে পচা মাখনের মত একটা দুর্গন্ধ তেল তার সারা গায়ে ঘসে ঘসে মাখাতে লাগল। তারপর একটা সবুজ রঙের পাতার রস তার গায়ে ঢেলে দিয়ে ঘসে ঘসে সেটাকে সম্পূর্ণ তুলে দিল। এবার নতুন করে সাজাবার পালা। ইমিগেগের পরামর্শমত নানা রকম গয়না এনে তাকে পরানো হল। যে কালি বাওয়ানা একদিন সেজেছে প্যারিসের খ্যাতনামা শিল্পীদের তৈরি পোশাকে ও অলংকারে, এক অভূতপূর্ব পোশাক পরে সে আজ উঠে দাঁড়াল।

চিতার চামড়া জড়ানো হল মেয়েটির কটিদেশে; কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল চকচকে কালো ছোপ-দেওয়া হলুদ চামড়া। কোমরে ঝুলিয়ে দেওয়া হল চিতার লেজের মালা। গলায় দুলল মানুষের দাঁতের হার; কব্জিতে, বাহুতে, সারা অঙ্গে মূল্যবান সব অলংকার; মাথায় শোভা পেল নানা রকম পালক গোজা চিতাবাঘের চামড়ার মুকুট; আর তার নখে পরিয়ে

দিল সোনার তৈরি দীর্ঘ, বাঁকা নখর।

এই ভাবে কালি বাওয়ানাকে প্রস্তুত করা হল চিতা-মানুষদের বীভৎস অনুষ্ঠানের জন্য; তাকে যে বানানো হবে তাদের বর্বর দেবতার প্রধানা সন্ন্যাসিনী।

৮—বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ খুলল

মুভিরো এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। মানুষের হট্টগোল থেকে দূরে একাকিই সে ভাল থাকে। চিতা-মানুষদের গ্রামকে চিনতে এবং দরকারী খোঁজ-খবর নিতে ভোর সকালে সে বেরিয়েছে উটেঙ্গাদের শিবির থেকে।

গাছপালার আড়াল থেকে যে গ্রামটা সে দূরে দেখতে পেল সেটা আর পাঁচটা আদিবাসী গ্রামের মতই, শুধু এ গ্রামের বেড়াটা আরও উঁচু এবং মজবুত। রাস্তায় নরনারীর সংখ্যা খুবই কম। খুব বেশী সৈনিক চোখে পড়ছে না। তবে বন্ধ ফটকটা বেশ উঁচু। মুভিরোর মনে হল, রাত হলে দু' একজন হাল্‌কা লোক বেড়া টপকে ঢুকে সহজেই ফটকটা খুলে দিতে পারবে। শেষ পর্যন্ত স্থির করল যে কাজটা সে নিজেই করবে।

হঠাৎ একটা বড় বাড়ির সামনে একদল লোকের উপর তার চোখ পড়ল। একজন সর্দার মত লোক অপর কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু সর্দারের বদলে তার চোখ আটকে গেল আর একজনের উপর। দেখেই মুভিরো তাকে চিনতে পেরেছে। চিতা-মানুষদের গ্রামে লুপিঙ্গু কি করছে? সে যে বন্দী নয় তাতো কথাবার্তার ধরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

মুভিরো অপেক্ষা করতে লাগল। লুপিঙ্গু সর্দারের ঘরের সামনে থেকে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে রক্ষীরা ফটক খুলে দিল। বনের মধ্যে ঢুকে লুপিঙ্গু উটেঙ্গাদের শিবিরের দিকে হাঁটতে লাগল। মুভিরো অবাক। লুপিঙ্গু কি করছে? ইতিমধ্যেই বা কি করেছে? হয়তো চিতা-মানুষদের খোঁজ-খবর নিয়ে এখন চলেছে ওরাণ্ডোকে সব কথা জানাতে। দেখাই যাক।

নিঃশব্দে লুপিঙ্গুর পিছু নিল। খুশি মনে লুপিঙ্গু ফিরে চলেছে তার নিজের দলের শিবিরে; সে তো জানে না যে স্বয়ং যম চলেছে তার মাথার উপর দিয়ে।

কিছুদূর এগিয়ে সামনে অনেক দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল মুভিরোর কানে, যদিও লুপিঙ্গু সে শব্দ শুনতে পেল না। আরও কাছে এলে শব্দট লুপিঙ্গুর কানেও গেল। চকিতে পথ থেকে সরে গিয়ে সে একটা ঝোপের

আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

পাতার আড়াল থেকে মুজিমো সবই দেখল। বাতাসে গন্ধ শুঁকেই সে বুঝল, যারা আসছে তারা সৈনিক ও অপরিচিত। তাজা রক্তের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। সৈনিকদের মধ্যে অনেকে আহত হয়েছে।

ওরা এসে পড়ল। যা ভেবেছে তাই, ওরা উটেঙ্গা নয়; নিশ্চয় চিতা-মানুষদের দেশ থেকে এসেছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে। তারা কোথায় গিয়েছিল? ওরাণ্ডোর ছোট দলের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়েছে কি?

গুণে দেখল তারা সংখ্যায় প্রায় তিনশ'। ওরাণ্ডোর সৈন্য-সংখ্যা তো মাত্র একশ'। তবু সে চরম পরাজয় মেনে নেয় নি; কারণ এদের সঙ্গে কোন বন্দী নেই, বা শত্রুপক্ষের কোন মৃতদেহও নেই।

চিতা-মানুষরা চলে যাবার পরে লুপিঙ্গু বেরিয়ে এসে আবার পথ চলতে লাগল। নিয়ামওয়েগির আত্মাকে কাঁধে নিয়ে মুজিমোও তার পিছু নিল।

অবশেষে উটেঙ্গারা যেখানে তাঁবু ফেলেছিল সেখানে পৌঁছে তারা উটেঙ্গাদের দেখতে পেল না; চারদিকে ছড়িয়ে আছে যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য। লুপিঙ্গুর ঠোঁটে খুশির হাসি দেখা দিল। আবার এগিয়ে চলল।

নতুন শিবিরে উটেঙ্গা সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হল। আহত সৈনিকরা মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে; একপাশে পড়ে আছে দশটি মৃতদেহ; একদল লোক তাদের সমাধি দেবার জন্য কবর খুঁড়ছে।

লুপিঙ্গুকে দেখেই সকলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। ওরাণ্ডো ধমক দিয়ে বলল, "আমরা যখন যুদ্ধ করলাম তখন তুমি কোথায় ছিলে লুপিঙ্গু?"

লুপিঙ্গু জবাব দিল, "আমিও যুদ্ধ করছিলাম।"

"যুদ্ধ করছিলে? তোমাকে তো সেখানে দেখি নি। সকালেও তুমি শিবিরে ছিলে না। কোথায় ছিলে? সত্যি কথা বল।"

"আমার জিভ শুধু সত্যি কথাই জানে," লুপিঙ্গু বলল। তারপর বানিয়ে বানিয়ে একটা মন-গড়া গল্প শুনিয়ে দিল। বলল, চিতা-মানুষদের খবর সংগ্রহ করতে সে লুকিয়ে গিয়েছিল তাদের গাঁয়ের খোঁজে; কিন্তু পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকে। সেই সময় একদল চিতা-মানুষ পথে তাকে আক্রমণ করলে সেও সাহসের সঙ্গে লড়াই করে তাদের হাতে বন্দী হয়।

উপসংহারে সে বেশ কায়দা করে বলল, "তারপরই তোমাদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধ আমি দেখতে পাই নি, কারণ রক্ষীরা আমাকে অনেক পিছনে আটকে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা যখন পালাতে লাগল তখন বুঝলাম যে উটেঙ্গাদের জয় হয়েছে। সেই সুযোগে আমিও পালিয়ে এসেছি।"

অকস্মাৎ একটা উঁচু গাছের ডাল থেকে সৈনিকদের ঠিক মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল মুজিমো; তার কাঁধে নিয়ামওয়েগির আত্মা। তাকে দেখে সকলেই চমকে উঠল।

মুজিমো ওরাণ্ডোকে বলল, "তোমরা যুদ্ধ করেছ; চিতা-মানুষদের পালিয়ে যেতেও দেখেছি। কিন্তু তোমার সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছে যে তারাই পরাজিত হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ওরাণ্ডো বুঝিয়ে বলতে লাগল, "অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা আমাদের শিবির আক্রমণ করে। প্রথম আঘাতে আমাদের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। কিন্তু উটেঙ্গারা সাহসী; তারাও পাল্টা আক্রমণ করে; চিতা-মানুষরাও অনেকে হতাহত হয়; তারপর তারা পালিয়ে যায়। তখন আমরা এই নতুন শিবিরে ফিরে আসি। এখন সকলেই বলেছে, নিয়ামওয়েগির মৃত্যুর প্রতিশোধ তো নিয়েছি, এবার আমরা গাঁয়ে ফিরে যাব।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওরাণ্ডো আবার বলল, "তবে একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছা করে; কেমন করে চিতা-মানুষরা জানল যে আমরা এখানে এসেছি।"

"তুমি কি জানতে চাও চিতা-মানুষদের কে বলে দিয়েছে তোমাদের অভিযানের কথা? কে তাদের দিয়েছে তোমাদের শিবিরের খবর?"

লুপিঙ্গুর চোখে হঠাৎ ত্রাসের ছায়া পড়ল। সে জঙ্গলের দিকে সরে গেল। মুজিমো বলল, "লুপিঙ্গুর উপর নজর রাখ; নইলে সে হয়তো আবার চিতা-মানুষদের খবর আনতে যাবে।" কথা শেষ হবার আগেই লুপিঙ্গু এক লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডজন-খানেক সৈনিক তাকে ধরে ফেলল; টানতে টানতে নিয়ে এল সকলের সামনে। মুজিমো তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "উটেঙ্গাদের এখানে আসার কথা চিতা-মানুষদের জানিয়ে দিয়েছে এই লুপিঙ্গু। ওরাণ্ডোকে সে মিথ্যে কথা বলেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্ঠ গর্জে উঠল প্রতিহিংসার দাবীতে। কিল-চড়-লাথি পড়তে লাগল লুপিঙ্গুর দেহে। মুজিমো বাধা না দিলে সকলে তাকে মেরেই ফেলত। মস্ত বড় শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে মুজিমো বলল, "ওকে মেরো না। আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

"বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু চাই", একজন বলল।

"আমার হাতে ছেড়ে দাও", মুজিমো আবার বলল। "একটা দড়ি নিয়ে এস; ওর হাত-পা কসে বাঁধো।"

বাঁধা হয়ে গেলে মুজিমো বন্দীকে তুলে নিল কাঁধে। কয়েক পা দৌড়ে অতি সহজেই একটা নীচু ডাল ধরে ঝুলে উপরে উঠে গেল। পরমুহূর্তেই গাছ-পাতার আড়াল হয়ে সে আসন্ন গোধূলির আঁধারে মিলিয়ে গেল।

৯—চিতা-দেবতা

রাত নামছে। গাছের মাথায় অর্ধেক ঢাকা-পড়া সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। তার শেষ রশ্মি পড়ে চওড়া নদীটার ঘোলা জল গলানো সোনার মত দেখাচ্ছে।

বনের পথ ধরে ছিন্নবসন একটি সাদা মানুষ এসে দাঁড়াল একটা ফসলের ক্ষেতের শেষ প্রান্তে। ক্ষেতের ওপারে একটা বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রামের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে মাঠের উপরে। লোকটির সঙ্গে দুটি কালো মানুষ।

তাদের একজন বলল, "আর যেয়োনা বাওয়ানা। ওটা চিতা-মানুষদের গ্রাম।"

বুড়ো টাইমার বলল, "ওটা গাটো মুঙ্গুর-গ্রাম। আগেও আমি তার সঙ্গে ব্যবসা করেছি।"

"তখন তুমি এসেছিলে অনেক লোকজন ও বন্দুক নিয়ে। আর তখন গাটো মুঙ্গু ছিল ব্যবসাদার। আজ তুমি এসেছ মাত্র দুটি চাকর নিয়ে; আর আজ তুমি দেখবে বুড়ো গাটো মুঙ্গু চিতা-মানুষ হয়ে গেছে।"

"বাজে কথা!" সাদা মানুষটি চেঁচিয়ে বলল। "একজন সাদা মানুষের কোন ক্ষতি করার সাহস তার হবে না। তাছাড়া, সব কিছু দেখে একটা কথাই মনে হচ্ছে যে মেয়েটিকে এখানেই আনা হয়েছে। চিতা-মানুষ থাকুক আর না থাকুক, আমি ঐ গ্রামে যাবই।"

নিগ্রোটি বলল, "আমি মরতে চাই না।"

অপরজন বলল, "আমিও।"

বুড়ো টাইমার বলল, "তাহলে বনের ভিতর গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করগে। সকাল পার হলেও যদি আমি না ফিরি তাহলে তোমরা শিবিরে ফিরে যেয়ো, আর যুবক বাওয়ানাকে বলো যে আমি মারা গেছি।"

নিগ্রোরা মাথা নাড়ল। "তুমি যেয়োনা বাওয়ানা। সাদা মেয়েটি তোমার স্ত্রী নয়, মা নয়, বোন নয়। তাহলে তার জন্য তুমি কেন জীবনটা দেবে?"

বুড়ো টাইমারও মাথা নাড়ল। "সে তোমরা বুঝবে না।" সে নিজেই কি বুঝেছে! হাত নেড়ে বলল, "তাহলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

"তোমার সৌভাগ্য কামনা করি বাওয়ানা।"

বুড়ো টাইমার মাঠ পেরিয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল। নিগ্রো দুটির চোখ জলে ভরে এল। বেড়ার ওপারে একটি সৈনিক ছুটে গেল গাটো মুঙ্গুর কাছে।

"একটি সাদা মানুষ আসছে। সে একা।"

সর্দার বলল, "তাকে ঢুকতে দাও। আমার কাছে নিয়ে এস।"

বুড়ো টাইমারকে দেখে গাটো মুঙ্গু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "এখানে কি করতে এসেছ ?"

বুড়ো টাইমার বুঝল, অবস্থা সুবিধার নয়। এখানে নরম কথায় কোন কাজ হবে না। সে সরাসরি বলল, "আমি এসেছি সাদা মেয়েটিকে নিয়ে যেতে।"

"কোন্ সাদা মেয়ে ?"

"মিথ্যা প্রশ্ন করে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করোনা। মেয়েটি এখানেই আছে। তাকে আমার হাতে তুলে দাও।"

গাটো মুঙ্গু হুংকার দিয়ে উঠল, "এ গাঁয়ে কোন সাদা মেয়ে নেই। আর আমি সর্দার গাটো মুঙ্গু, হুকুম করি, কারও হুকুম শুনি না।"

"হুকুম তোমাকে শুনতে হবে বদমাস। অন্যথায় একদল সৈন্য নিয়ে এসে তোমার গ্রামটাকে আমি মানচিত্রের বুক থেকে মুছে ফেলব।"

গাটো মুঙ্গু ঘৃণাভরে বলল, "তোমাদের আমি চিনি। তোমরা তো মাত্র দুজন, আর বাকি পাঁচজন তো এখানকার মানুষ। তোমরা তো গরিব। হাতির দাঁত চুরি করে বেড়াও। মুখেই শুধু বড় বড় কথা বল। গাটো মুঙ্গু তোমার কথায় ভয় পায় না। তুমি তো এখন আমার বন্দী। একে এখান থেকে নিয়ে যাও। দেখো যেন পালিয়ে না যায়।

দুজন সৈনিক এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। একটা নোংরা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিল। হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রেখে চলে গেল। একজন মাত্র শাস্ত্রী রইল দরজার পাশে পাহারায়। কিন্তু লোকটির পাজামার পকেটে যে একটা ছোট ছুরি ছিল সেটা খেয়ালই করল না।

অন্ধকার কারাগারে বসে বুড়ো টাইমার মেয়েটির কথাই ভাবছিল। এদের কবল থেকে কেমন করে তাকে উদ্ধার করবে সেই চিন্তাই এখন তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এমন সময় কে যেন ঘরে ঢুকল। অন্ধকারে তাকে চিনতে পারল না, কিন্তু কথা শুনেই বুঝতে পারল যে লোকটি তার পূর্ব-পরিচিত সর্দার বোবোলো।

বোবোলো বলল, "আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এখান থেকে বাইরে যেতে চাও তো ?"

"নিশ্চয় চাই। বুড়ো মুঙ্গুর তো মাথা খারাপ হয়েছে। তার কি হয়েছে বলতো ?"

"সে সাদা মানুষদের দেখতে পারে না। আমি আবার তাদেরই বন্ধু। আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তার জন্য দাম চাই।"

"কি দাম চাও বল।"

"আমি কিছু চাই না; কিন্তু অন্যদের তো দিতে হবে।"

"কত ?"

"দশটা হাতির দাঁত।"

বুড়ো টাইমার শিস দিয়ে উঠল। বলল "সেই সঙ্গে একটা স্টিম-ইয়াট আর একটা রোল্‌স্ রয়েসও চাই তো?"

কিছু না বুঝেই বোবোলো ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"দেখ, ও সব কিছুই পাবে না; তাছাড়া, দশটা দাঁত বড়ই বেশী।"

"একশ'টা দাঁত চাওয়াই আমার উচিত ছিল; কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, তাই মাত্র দশটা চেয়েছি।"

"বেশ আমাকে বাইরে নিয়ে চল; পরে তোমাকে হাতির দাঁত এনে দেব।"

বোবোলো মাথা নেড়ে বলল, "তা হবে না; আগে দাঁত চাই। বন্ধুকে চিঠি লিখে দাও যাতে সে আমাকে দাঁত দিয়ে দেয়। তাহলেই তুমি ছাড়া পাবে।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পর স্থির হল, বুড়ো টাইমার তার আংটিটা দেবে। সেই আংটি নিয়ে বোবোলো যাবে তার সঙ্গী কিডের কাছে। সেটা দেখেই কিড চিনতে পারবে এবং বোবোলোর দাবীমত তাকে দশটা দাঁত দিয়ে দেবে। আর বুড়ো টাইমারও ছাড়া পাবে।

বুড়ো টাইমারের পিছনে গিয়ে বোবোলো তার আঙুল থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে বলল, "আংটি আর হাতির দাঁত দুইই হাতিয়ে নেব। বুড়ো টাইমার এবার গভীর গাড্ডায়।"

সাদা মানুষটি ভাবল, "এ বুড়ো জোচ্চোরকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ডুবন্ত মানুষ তো খড়কুটোকেও আঁকড়ে ধরে।"

ওদিকে গাটো মুঙ্গু অন্য সর্দারদের নিয়ে আলোচনায় বসেছে, নতুন বন্দীকে নিয়ে কি করা যায়। বোবোলো এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। নানা জনের নানা মত। সকলেরই গলা সপ্তমে চড়া।

হঠাৎ তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। যে গাছের নীচে বসে আলোচনা চলছিল তার ডালে একটা সর্‌ সর্‌ শব্দ উঠল, আর পরক্ষণেই একটা ভারী জিনিস কে যেন ছুঁড়ে দিল তাদের ঠিক মাঝখানে। সভয়ে তারা উপরে তাকাল; অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। নীচে তাকিয়ে দেখল, তাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা মানুষের মৃতদেহ। তার হাত-পা বাঁধা, আর গলাটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত কাটা।

গাটো মুঙ্গু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "এ তো সেই উটেঙ্গা লুপিঙ্গু। এই তো আমাদের গোপনে খবর এনে দিয়েছিল।"

একজন বলল, "তারা বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিয়েছে।"

বোবোলো বলল, "কিন্তু তাকে গাছের উপর তুলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল কে?"

সকলেই একে-অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বোবোলোই আবার

মুখ খুলল, "ওয়াণ্ডোর এক মুজিমোর কথা আমরা শুনেছি। সেই সাদা মানুষটা নাকি টুম্বাইয়ের ওঝা লোবিটোর চাইতেও বেশী শক্তিশালী। হয় তো সেই লুপিঙ্গুকে এখানে ফেলে দিয়েছে। আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে। কাজেই বন্দীকে অবিলম্বে প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। সে যা ভাল বোঝে তাই করবে। বন্দীকে যদি মেরেও ফেলে তো সে দোষ আমাদের উপর বর্তাবে না।"

একজন বলল, "খুব বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছ।"

আর একজন বলল, "এখন তো অন্ধকার। কাল সকালে নিয়ে গেলেই হবে।"

গাটো মুঙ্গু বলল, "না এখনই নিয়ে যেতে হবে। নইলে সেই মুজিমোর রাগ পড়বে আমাদের উপর। বন্দীকে মন্দিরে নিয়ে যেতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আমাদের প্রধান পুরোহিত ও চিতা-দেবতা যে কোন মুজিমোর চাইতে বেশী শক্তিশালী।"

পাতার ফাঁক দিয়ে মুজিমো সবই দেখতে পাচ্ছিল। নিয়ামওয়েগির আত্মা ঘুমিয়ে পড়েছে তার কাঁধের উপরে। সে দেখল, সাদা বন্দীটিকে সকলে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তার পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। নদীর তীরে পৌঁছে ছোট ছোট ডোঙার একটা বহর (প্রায় ত্রিশটা ডোঙা) তারা জলে ভাসিয়ে দিল। প্রায় তিনশ' সৈনিক তাতে চড়ে বসল। গায়ে-মুখে রং-করা অসভ্য লোকগুলিকে নিয়ে সবগুলি ডোঙা ভাঁটির স্রোতে তরতর করে চলতে লাগল।

নিয়ামওয়েগির আত্মাকে কাঁধে নিয়ে মুজিমোও গাছ থেকে নেমে নদীর সমান্তরাল পথটা ধরে এগোতে লাগল।

ঘটনাক্রমে বুড়ো টাইমার ও বোবোলো এক ডোঙাতেই উঠেছে। সুযোগ বুঝে বুড়ো টাইমার এক সময় বোবোলোকে প্রশ্ন করল, তারা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। বোবোলো ইংগতে তাকে চুপ করে থাকতে বলে চুপিচুপি বলল, "যেখানে যাচ্ছ সেখানে তুমি নিরাপদেই থাকবে; শত্রুরা তোমার খোঁজ পাবে না।"

বুড়ো টাইমার বলল, "বন্ধুরাও পাবে না।" বোবোলো আর কোন কথা বলল না।

মন্দিরের কাছে পৌঁছে সকলে ডোঙা থেকে নামল। মন্দির থেকেও অনেক লোক বেরিয়ে এল। সকলে মিলে মিছিল করে ঢুকল মন্দিরের সেই বড় ঘরটায়। ঘরটা লোকজনে ভর্তি। সকলে যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসল। বুড়ো টাইমারের সাগ্রহ চোখ দুটি বৃথাই সাদা মেয়েটির সন্ধানে চারদিকে ঘুরতে লাগল। সেখানে সে নেই।

ছোট বেদীটার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত। তার নীচে ও চারদিকে অনেক ছোট পুরোহিতের ভিড়। পাশেই ভারী দণ্ডের সঙ্গে শিকল

দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ; নীচের জনতার দিকে তাকিয়ে গর্-গর্ করছে। বুড়ো টাইমারের মনে হল, সেটা যেন এই সব কালো মানুষদের পাশবিক ধর্মের এক মূর্ত প্রতীক।

প্রধান পুরোহিত তাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল, "হে চিতা-দেবতা, তোমার সন্তানরা তাদের এক শত্রুকে বন্দী করেছে। তোমার মহামন্দিরে তাকে নিয়ে এসেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছা?"

মুহূর্তের জন্য সব নিশ্চুপ। সকলেরই চোখ প্রধান পুরোহিত ও চিতাবাঘের উপর নিবদ্ধ। তারপরই ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। সাদা মানুষটির শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল; চুল উঠল খাড়া হয়ে। চিতাবাঘের মুখ থেকে বের হল মানুষের ভাষা। এ যে অবিশ্বাস্য; অথচ সে তো নিজের কানেই শুনল: "চিতা-দেবতার সন্তানরা যাতে খেতে পারে তার জন্য তাকে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু তার আগে মন্দিরের নতুন প্রধানা সন্ন্যাসীকে এখানে আনা হোক; আমার ভাইয়ের নির্দেশে লুলিমি তাকে এনেছে বহু দূর দেশ থেকে; আমার সন্তানরা তাকে একবার দেখুক।"

পদাধিকার বলে লুলিমি দাঁড়িয়েছিল প্রধান পুরোহিতের সিংহাসনের খুব কাছে। গর্বে যেন টগ্‌বগ্‌ করছে। এই মহামুহূর্তটির জন্যই তো সে অপেক্ষা করে ছিল। সকলেই তাকে দেখছে। নাচের ভঙ্গীতে কয়েক পা এগিয়ে সে প্রচণ্ড একটা লাফ দিল, আর তারপরেই এমন বীভৎসভাবে চীৎকার করে উঠল যে সারা ঘর যেন গম্ গম্ করে উঠল। উপস্থিত সকলেই অভিভূত। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের দৃষ্টি ফিরে গেল বেদীর পিছন দিকটার দ্বারপথে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, কিন্তু অলংকার ব্যতীত প্রায় নগ্নদেহ। সে এসে বেদীর উপর দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে এল অনুরূপ অলংকারে ভূষিত আরও এগারোটি মেয়ে। এরা সকলেই সন্ন্যাসিনী।

বুড়ো টাইমার অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এদের মধ্যে কে নতুন প্রধানা সন্ন্যাসিনী। বয়স ও বীভৎসতার তারতম্য ছাড়া এদের মধ্যে তো কোন পার্থক্য চোখে পড়ছে না। সকলেরই ধারালো ঝকঝকে দাঁত; নাকের দু'পাশে ছিদ্র করে তার মধ্যে হাতির দাঁতের কাঠি বসানো, লোহা, পিতল ও হাতির দাঁতের অলংকার ঝুলছে কান থেকে কাঁধ পর্যন্ত; সকলের মুখ নীল ও সাদা রঙে বীভৎসভাবে চিত্র-বিচিত্র।

চিতা-দেবতা আবার কথা বলল। "এবার নিয়ে এস প্রধানা সন্ন্যাসিনীকে!" অন্য তিনশ' জনের সঙ্গে বুড়ো টাইমারের দৃষ্টি পড়ল বেদীর পিছনকার খোলা দরজার উপরে। অস্পষ্ট একটি মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দ্বারপথে দাঁড়াল; মশালের আলো পড়ল তার উপর।

বিস্ময় ও আতংকের একটা চীৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল সাদা মানুষটির কণ্ঠ-তালুতে। এ মূর্তি যে সেই মেয়ের যাকে সে খুঁজছে।

১০—পুরোহিতরা ঘুমিয়ে পড়লে

বেদীর পিছনকার দরজার ভিতর থেকে কালি বাওয়ানাকে ঠেলে দিল তার প্রধান রক্ষিনী সেই ভুতুড়ে বুড়িটা। সামনের দৃশ্য দেখে মেয়েটি হতচকিত, বিহ্বল। তারই ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান সর্দার; বিচিত্র তার সাজ, মুখে বীভৎস মুখোশ। কাছেই শিকলে বাঁধা একটা অশান্ত চিতাবাঘ। দূরে অনেক অসভ্য রং মাখা মুখ ও কিম্ভূত মুখোশের সমুদ্র।

বুড়িটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ফিস্‌ফিসিয়ে তাকে সামনে ঠেলে দিল, আর প্রধান পুরোহিত ইমিগেগ তার হাত ধরে টানতে টানে নিয়ে গেল ছোট, উঁচু বেদীটার মাঝখানে গর্জনমুখর চিতাবাঘটার পাশে। পশুটা হুংকার করে একটা লাফ দিল। ইমিগেগও প্রস্তুত ছিল। মেয়েটির নরম মাংসে নখ বসাবার আগেই সে শিকল টেনে চিতাবাঘটাকে থামিয়ে দিল।

মেয়েটির এই সংকট-অবস্থা দেখে বুড়ো টাইমার আতংকে শিউরে উঠল। লোকগুলির প্রতি নিষ্ফল ক্রোধে তার দেহটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটির চোখ পড়ল তার উপর; তাকে চিনতে পারল। বিস্ময় ও অবিশ্বাস একযোগে ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। নিয়তির কী বিচিত্র খেলা! আবার তারা একই জায়গায় এসেছে; দুজনই বন্দী হয়েছে। তার নিজের জাতিরই একটি মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, এই চিন্তাই যেন মেয়েটির মনে কিছুটা ভরসা এনে দিল।

কিন্তু হায়, অনেক লোলুপ চোখের দৃষ্টি যে তাকে ঘিরে আছে। তার মধ্যে আছে বোবোলোর চোখ—বর্বর, রক্তাভ দুটি চোখ, লোভী কামনাতুর। বোবোলো ক্ষুধার্তের মত ঠোঁট চাটছে। বর্বর সর্দার ক্ষুধিত, কিন্তু খাদ্যের ক্ষুধা নয়।

অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। বেদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইমিগেগ অনবরত বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগল; কখনও কোন ছোট সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বা চিতা-দেবতার উদ্দেশে। আর যখনই চিতা-দেবতা জবাব দেয় তখনই সমবেত সৈনিকরা ভয়ে আঁতকে ওঠে। প্রথম বিস্ময় কাটাবার পরে সাদা মেয়েটি বা বুড়ো টাইমার এখন আর তা দেখে ভয় বা বিস্ময় বোধ করছে না।

চিতার মুখে কথা শুনে আরও একজন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে। ঘরটার ছাদের একটা বরগা সামনের দেয়াল ভেদ করে বাইরে খানিকটা বেরিয়ে আছে। তার উপর বসে একটা ফোঁকড়ের ভিতর দিয়ে সব কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে।

সে লোকটি মুভিমো। তার পাশেই নিয়ামওয়েগির আত্মা। এত চিতাবাঘ দেখে সে বেচারি ভয়ে কাঁপছে। বার বার বলছে, "নকিমা ভয় পেয়েছে। চল

আমরা টারজনের দেশে ফিরে যাই। সেখানে টারজন রাজা ; আর এখানে কেউ তাকে চেনে না ; এখানে সে তো একজন গোমাঙ্গানি মাত্র।"

মুজিমো, "তুমি সব সময় নকিমা ও টারজনের কথা' বল। আমি তো তাদের নামও শুনি নি। তুমি নিয়ামওয়েগির আত্মা, আর আমি মুজিমো।"

বানরটি তবু বলল, "না ; তুমি টারজন, আর আমি নকিমা। তুমি একজন টার্মাঙ্গানি।"

তার কথায় কান না দিয়ে মুজিমো আবার নীচে তাকাল। ঐ সাদা পুরুষ ও সাদা মেয়েটির কি হবে তা সে অনুমান করতে পারছে। কিন্তু তা নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু দেখে তার আগ্রহ বেড়ে গেল। বীভৎস মুখোশগুলির আড়ালে একটা পরিচিত মুখ যেন তার চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরেই তার উপর সে নজর রেখেছিল। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। মুজিমোর ঠোঁটে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। "চলে এস" বলে সঙ্গীকে ডেকে সে কোন রকমে ছাদে উঠে গেল। বিড়ালের মত পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটা গাছের ডালে লাফিয়ে পড়ল। বনের অন্ধকার দুজনকেই ঢেকে দিল।

নীচের বড় ঘরে সন্ন্যাসিনীরা তখন বেদীর উপর অনেক উনুন জ্বেলে দিয়েছে, তার উপর মাটির পাত্রে পাত্রে নরমাংস রান্না হচ্ছে। ওদিকে সন্ন্যাসীরা ভাড়ে ভর্তি করে নিয়ে এনেছে ঘোল আর চোলাই। সেগুলো খেয়ে সকলেই নাচতে শুরু করেছে। চোলাই পেটে পড়ায় প্রধান সন্ন্যাসীও পাগলের মত নাচতে শুরু করে দিল।

নাচ দেখতে দেখতে সাদা মানুষটি বার বার ভীতত্রস্ত মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে। এই সব উন্মাদপ্রায় নরখাদকদের হাতে অচিরেই মেয়েটির যে কী দুর্দশা হবে তা ভেবে তার উদ্বেগের সীমা নেই।

বোবোলোও তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে। তার মাতাল মস্তিষ্কে অনেক রকম ফন্দী খেলছে। নিজের স্বার্থেই সে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চায় ; কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। এক সময় বুড়ো টাইমারের উপর চোখ পড়তেই চোলাইয়ের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে একটা উপায় অস্পষ্টভাবে তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সাদা মানুষটিও চায় সাদা মেয়েটিকে বাঁচাতে। সে নিজেও পালাতে চায়। বোবোলোকে সে বন্ধু মনে করে। বাস! প্রধান সন্ন্যাসিনীকে এখান থেকে অপহরণের কাজে সে নিশ্চয় বোবোলোকে সাহায্য করবে। কিন্তু এখনও তার সময় হয়নি। এখানকার এই নরক যখন গুলজার হয়ে উঠবে, মাতাল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা যখন নাচের ঝোঁকে দিশেহারা হয়ে পড়বে, তখন আর কেউ তাকে রুখতে পারবেনা ; এমন কি মাতাল প্রধান সন্ন্যাসীও নয়।

বুড়ো টাইমারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বোবোলো রক্ষীদের বলল, "তোমরা

যাও, ফুর্তি করোগে ; আমি বন্দীকে পাহারা দিচ্ছি।"

আর তাদের পায় কে ? মুহূর্তের মধ্যে রক্ষীরা সেখানে থেকে সরে গিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। বুড়ো টাইমারের হাত ধরে বোবোলো বলল, "আমার সঙ্গে চলে এস।"

"কোথায় ?"

"তোমাকে পালাতে সাহায্য করব।"

মেয়েটিকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যাব না।"

"বেশ তো, সে ব্যবস্থাও করা হবে। কিন্তু তোমাদের দুজনকে তো একসঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। বুঝতে পারলে ইমিগেগ আমাকে মেরে ফেলবে। আগে তুমি এস। মন্দিরের পিছনে একটা ঘরে তোমাকে লুকিয়ে রেখে আসি। তারপর মেয়েটিকে নিয়ে যাব।"

"অগত্যা ; তাই চল।"

বুড়ো টাইমারকে মন্দিরের পিছনের একটা ঘরে নিয়ে গেলে সে বলল, "ফিরে যাবার আগে আমার হাতের বাঁধন কেটে দাও।"

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে বোবোলো বলল, "বেশ তো, তাই দিচ্ছি। এখান থেকে তুমি একা তো পালাতে পারবে না। মন্দির একটা দ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত। চারদিকের নদী কুমীরে ভর্তি ; নদীপথে ছাড়া এখান থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই।"

বুড়ো টাইমার অধৈর্য গলায় বলল, "বুঝেছি। এখন যাও ; শিগ্গির মেয়েটিকে নিয়ে এস।"

বোবোলো চলে গেল।

মন্দিরে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড চলেছে। হাড়ির মাংস বিলি করা হচ্ছে ; পাত্রের পর পাত্র চোলাই উজাড় হয়ে যাচ্ছে ; উপরের বেদীতে প্রধান সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। চিতা-দেবতা উপুড় হয়ে একটা মানুষের হাড় চিবুচ্ছে। প্রধান সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

বোবোলো তার কাঁধে হাত রাখল। মেয়েটি চমকে চোখ ফেরাল।

বোবোলো ইসারা করে চুপি চুপি বলল, "চলে এস।"

মেয়েটি একটু আগেই দেখেছে, এই মেয়েটি বুড়ো টাইমারকে এখান থেকে নিয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক, এই লোকটি হয় তো তাদের বন্ধু। সে বোবোলোকে অনুসরণ করল।

মেয়েটিকে বুড়ো টাইমারের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বোবোলো বলল, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। যদি ধরা পড়, তাহলে আমার নাম করো না। বলো যে ভয় পেয়ে তোমরা এখানে এসে লুকিয়েছ।" সে ঘুরে দাঁড়াল।

বুড়ো টাইমার বলল, "দাঁড়াও। ধর, এই মেয়েটিকে যদি এখান থেকে নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে এর কি হবে ?"

বোবোলো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এখানে তো আগে কখনও কোন সাদা সন্ন্যাসিনী আসে নি। হয়তো চিতা-দেবতার ভোগে লাগবে, নয়তো প্রধান সন্ন্যাসীর। কে জানে?" সে চলে গেল।

কালি বাওয়ানা শিউরে উঠে বলল, "উঃ, কী ভয়ংকর।"

বুড়ো টাইমার বলল, "আমরা হয় তো শিগ্‌গিরই পালাতে পারব; বোবোলো আমাকে কথা দিয়েছে।"

"তুমি তাকে চেন? তাকে বিশ্বাস করা চলে?"

"বছর দুই হল তার সঙ্গে আমার পরিচয়; তবে তাকে আমি বিশ্বাস করি না; এদের কাউকেই বিশ্বাস করি না।"

"তাহলে?"

বুড়ো টাইমার বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে বলল, "আমরা গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি। বেশী আশা করা কোন কাজের কথা নয়। তবু আপাতত বোবোলোই আমাদের একমাত্র ভরসা। সে চিতা-মানুষ, একটা বদমাস; তার উপর মাতাল—অবশ্য সেটাই কিছুটা বাঁচোয়া।"

মন্দিরে ফিরে গিয়ে বোবোলো দেখল সেখানকার হৈ-হল্লা অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ কৃতকর্মের জন্য তার কেমন ভয় করতে লাগল। মনে জোর আনবার জন্য চোলাইয়ের একটা বড় পাত্র তুলে মুখে ঢেলে দিল। ফল ফলতে দেরী হল না। তার চোখে পড়ল, মন্দিরের এক কোণে একটা মাতাল সন্ন্যাসিনী টলে বেড়াচ্ছে; বোবোলোর চোখে ক্ষণেকের জন্য সে একটি বহু-বাঞ্ছিতা বেহেস্তের হুরী হয়ে দেখা দিল। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল, বোবোলো মেঝেতে পড়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

ওদিকে চোলাইয়ের নেশা যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনই তাড়াতাড়ি কেটে গেল। সৈনিকরা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, মাথা ধরেছে। আরও চোলাই চাই, আরও খাবার চাই; কিন্তু খাদ্য-পানীয় সব শেষ।

গাটো মুঙ্গুরও একই অবস্থা। অগত্যা সে হুকুম জারি করল, খাদ্য-পানীয় যখন নেই, তখন ফিরে চল বাড়ি। সকলেই সম্মত হল। এমন কি বোবোলো পর্যন্ত। তারও মাথার মধ্যে সব কিছু গুলিয়ে গেছে। কি যেন তার করার ছিল, কিন্তু কিছু মনে করতে পারছে না। অগত্যা অন্য সর্দারদের সঙ্গে সেও তার দলবল নিয়ে ডোঙায় উঠে পড়ল।

কিছু সৈনিকের নেশা তখনও ভাঙে নি। মন্দিরের চত্বরে সকলেই ছড়িয়ে পড়ে আছে। কিছু ছোট সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীও আছে তাদের মধ্যে। তাদের জন্য একটা ডোঙা সর্দাররা রেখে গেছে। বেদীর এক কোণে ইমিগেগ গভীর ঘুমে কুঁকড়ে পড়ে আছে। পেট ভরা থাকায় চিতা-দেবতাও ঘুমিয়ে পড়েছে।

কালি বাওয়ানা ও বুড়ো টাইমার বোবোলোর অপেক্ষায় বসে আছে মন্দিরের পিছনের অন্ধকার ঘরে। বাড়িটা ক্রমেই চুপচাপ হয়ে আসছে; সকলের ফিরে যাবার আয়োজনও কানে আসছে; নদীতীরের হৈ-হল্লা শুনেও তারা বুঝতে পেরেছে যে আদিবাসীরা নদীতে ডোঙ্গা ভাসিয়েছে।

বুড়ো টাইমার বলল, "বোবোলোর তো এতক্ষণে আসা উচিত।"

কালি বাওয়ানা বলল, "সে হয় তো আমাদের ফেলেই চলে গেছে।"

আরও কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করল। মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে কোন শব্দ নেই। টাইমার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, "আমি একবার দেখে আসি। বেশী দেরী করব না। তুমি ভয় পেয়ো না।"

নিঃশব্দ পায়ে বুড়ো টাইমার অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে মন্দিরে ঢুকল। উনুনের আগুন নিভে গেছে। একটি মাত্র মশাল তখনও জ্বলছে। তারই ধোঁয়াটে আলোয় দেখা গেল, মেঝের উপর কিছু লোক ঘুমিয়ে আছে; তাদের মধ্যে বোবোলো আছে কিনা বোঝা গেল না। অগত্যা সে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল।

মেয়েটি শুধাল, "পেলে?"

"না। প্রায় সকলেই চলে গেছে। বাকিরা নেশায় ঘুমুচ্ছে। এই আমাদের সুযোগ।"

"কি বলছ তুমি?"

"আমাদের পালাবার পথে বাধা দেবার কেউ নেই। হয় তো নদীতে কোন ডোঙ্গা নেই। তা না থাক, তবু আমাদের পালাতেই হবে। এখানে থাকলে তো মৃত্যু অনিবার্য। নদীর কুমীরও এই পিশাচদের চাইতে দয়ালু।"

কালি বাওয়ানা বলল, "তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

টাইমার বলল, "তাহলে চলে এস। সময় নষ্ট করো না।" হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বলল, "হাতে হাত দাও; আমরা যেন কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি।"

অনেক কষ্টে মন্দির থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা নদীর তীরে পৌঁছে গেল। মনে ভয় ছিল, নদীতে ডোঙ্গা না পেলে সব পরিশ্রমই বৃথা হয়ে যাবে। কিন্তু না, উল্লাসে তাদের মন নেচে উঠল। তীরে কাদার মধ্যে একটা ডোঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃশব্দে সেটাকে নদীতে নামাতে দুজন একসঙ্গে ঠেলতে লাগল। ভারী ডোঙ্গা নড়লই না; কিন্তু একটু একটু করে সরতে সরতে আঠালো মাটিটা ছাড়িয়ে যেতেই ডোঙ্গাটা তরতর করে জলে নেমে পড়ল।

বুড়ো টাইমার হাত ধরে কালি বাওয়ানাকে ডোঙ্গায় তুলে দিল; তারপর নিজেও উঠে বসল। নীরবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বড় নদীর দিকে ভেসে চলল।

১১—যুদ্ধ

মধ্যরাতের ঘণ্টাখানেক পরে মুজিমো ও নিয়ামওয়েগির আত্মা ঘুমন্ত উটেঙ্গাদের মাঝখানে এসে নামল। শান্ত্রীদের ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করে ওরাণ্ডো সবেমাত্র ফিরেছে। সে জেগেই ছিল। বলল, "কি সংবাদ নিয়ে এলে মুজিমো? শত্রুপক্ষের খবর কি?"

মুজিমো বলল, "আমরা সে গ্রামে গিয়েছিলাম—নিয়ামওয়েগির আত্মা, লুপিঙ্গু ও আমি।"

"লুপিঙ্গু এখন কোথায়?"

"গাটো মুঙ্গুকে একটা খবর দিয়ে সেখানেই রয়ে গেছে।"

"বিশ্বাসঘাতককে তুমি ছেড়ে দিলে?"

"গাটো মুঙ্গুর গ্রামে ঢুকেছে তার মরা দেহটা।"

"তাহলে সেখানকার সর্দারকে খবর দিল কেমন করে?"

"যে খবর চিতা-মানুষরা ভাল বুঝতে পারে সেই ত্রাসের খবরই সে তাদের দিয়েছে। সে তাদের জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক কখনও বিনা শাস্তিতে পার পায় না। ওরাণ্ডো যে কত শক্তিমান সে কথাই সে তাদের জানিয়ে দিয়েছে।"

"চিতা-মানুষরা তখন কি করল?"

"প্রধান সন্ন্যাসী ও চিতা-দেবতার সঙ্গে পরামর্শ করতে তারা মন্দিরে চলে গেল। আমরাও সেখানে গেলাম। কিন্তু এত বেশী পরিমাণ দেশী চোলাই তারা গিলল যে কিছু জানতেই পারল না। তাই তো তোমাকে বলতে এলাম, তাদের গ্রাম এখন প্রায় ফাঁকা; নারী, শিশু ও সামান্য কিছু সৈনিকমাত্র আছে। সে গ্রাম আক্রমণ করার এই উপযুক্ত সময়।"

"ঠিক বলেছ।" ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে তুলতে ওরাণ্ডো হাততালি দিল।

মুজিমো বলল, "চিতা-দেবতার মন্দিরে এমন একজনকে দেখে এলাম যাকে তুমি ভাল করেই চেন।"

ওরাণ্ডো বলল, "কোন চিতা-মানুষকেই আমি চিনি না।"

"লুপিঙ্গুকে তুমি চেন, যদিও সে যে একজন চিতা-মানুষ সেটা জানতে না। তাছাড়া সোবিটোকে তুমি চেন। সন্ন্যাসীর মুখোশের আড়ালে তাকেও সেখানে দেখেছি। সেও একজন চিতা-মানুষ।"

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে ওরাণ্ডো বলল, "তুমি ঠিক জান?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে সেও বিশ্বাসঘাতক। সেও মরবে।"

মুজিমো বলল, "হ্যাঁ। গোবিটো মরবে। অনেক আগেই তার মরা উচিত ছিল।"

বনের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওরাণ্ডোর সৈন্যদলকে সে নিয়ে চলল গাটো মুঞ্জুর গ্রামের দিকে। বনের শেষে ফসলের মাঠে পৌঁছে তারা একটু থামল, তারপর নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর দিকে গেল। এতক্ষণে মুজিমো বুঝতে পারল যে চিতা-মানুষরা মন্দির থেকে ফেরে নি। সৈন্যদের নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে মুজিমো এগিয়ে গেল খোঁজ-খবর আনতে। একটু পরেই ফিরে এসে জানাল, উজান স্রোতে বৈঠা বেয়ে উনত্রিশটা ডোঙা গ্রামের দিকে যাচ্ছে, যদিও মন্দিরে গিয়েছিল ত্রিশটা ডোঙা। কাজেই ঐ সব ডোঙাতেই চিতা-মানুষরা গ্রামে ফিরছে।

ঝোপের মধ্যে ঢুকে ওরাণ্ডো প্রতিটি সৈনিককে নির্দেশ দিল, সংকেত পেলেই তারা যেন সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। ডোঙার শব্দ কানে আসছে—ছলাৎ, ছলাৎ, ছলাৎ। উটেঙ্গারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। প্রথম ডোঙাটা এসে তীরে ভিড়ল; সৈনিকরা লাফিয়ে তীরে নামল। একে একে বিশটা ডোঙা এসে ভিড়ল; সব সৈনিক ডোঙা থেকে নেমে সারিবদ্ধভাবে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। আর দেরী নয়। ওরাণ্ডো সংকত করল। সঙ্গে সঙ্গে নব্বুইটি উটেঙ্গা সৈনিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হল রণহুংকার; তাদের বর্শা ও তীর বৃষ্টিধারার মত ঝরে পড়তে লাগল চিতা মানুষদের উপর।

চিতা মানুষদের লম্বা সারি তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে পলায়ন ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাদের মাথায় এল না। নদীর তীরে যারা পড়েছিল তারা আবার ডোঙা ভাসাবার চেষ্টা করল; যারা তখনও তীরে নামে নি তারা ডোঙার মুখ ঘুরিয়ে দিল মন্দিরের দিকে। বাকিরা পালাতে লাগল গ্রামের দিকে। তাদের পিছু ধাওয়া করল উটেঙ্গা সৈনিকরা। গ্রামের ফটক বন্ধ; ভিতরের রক্ষীরা ফটক খুলতে সাহস করল না। তুমুল যুদ্ধ হল সেখানেই। নদীর তীরে যারা পড়ে ছিল উটেঙ্গা সৈনিকদের হাতে তারা একেবারে কচুকাটা হয়ে গেল। আর অনেকক্ষণ যুদ্ধের পরে ভিতরের রক্ষীরা যখন ফটক খুলে দিল বাইরে তখন তাদের দলের আর কেউ অবশিষ্ট নেই, হয় মরেছে, না হয় তো পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উটেঙ্গা সৈন্যরা হৈ-হৈ করতে করতে ভিতরে ঢুকে গেল। তাদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আগুনে গাটো মুঞ্জুর গ্রামের খড়ের ঘরগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। জয় সম্পূর্ণ হল।

ওরাণ্ডো তখন সেই ঘর-পোড়া আলোয় খুঁজে খুঁজে নিজের ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব করতে লাগল। ক্ষেতের ওপারে একটা গাছের ডাল থেকে ভেসে এল ছোট বানরটির কিচির মিচির। সে ডাকছে মুজিমোকে। মুজিমো সাড়া দিল না। ওরাণ্ডো দেখল, হতাহত সৈনিকদের পাশে একদলা কাদার মত চিৎ হয়ে

পড়ে আছে মুজিমো।

সে দৃশ্য দেখে সর্দারের ছেলে বিস্মিত হল, শোকাহত হল ; তার অনুচররাও মর্মাহত। তাদের ধারণা ছিল, মুজিমো প্রেতলোকের জীব, কাজেই তার মৃত্যু নেই। কিন্তু সেও তো মানুষের মতই মরণশীল। এতদিন লোকটা তাদের ধোঁকা দিয়েছে।

ওরাণ্ডো বলল, "মানুষই হোক আর প্রেতই হোক, আমার প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল ; তোমরাই তো চোখে দেখেছ, সে যুদ্ধ করেছে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে।"

সকলেই সে কথা মেনে নিল।

নিয়ামওয়েগির আত্মা গাছের ডালে বসে তখন কেঁদে কেঁদে বলছে, "টারজন! টারজন! অরণ্যরাজ টারজন! নকিমার বড় ভয় করছে!"

ওদিকে শেষ ডোঙাটাতে চেপে বুড়ো টাইমার প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে যাচ্ছে ছোট খালের জলে। কালি বাওয়ানা বসে আছে ডোঙার মধ্যে। অসভ্য লোকদের পরানো মাথার ঢাকনা খুলে ফেলেছে ; ছিঁড়ে ফেলেছে গলার দাঁতের হার।

মনের সুখে ডোঙা বাইছে বুড়ো টাইমার। আর তাদের কে ধরবে! তাদের আগে যে সব ডোঙা বেরিয়ে গেছে এতক্ষণ তারা গ্রামে পৌঁছে গেছে ; তাদের আর ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। মন্দিরেও আর কোন ডোঙা নেই। কাজেই তারা নিশ্চিন্ত।

হঠাৎ বৈঠার ছপ-ছপাৎ শব্দ তার কানে এল। টাইমারের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি ডোঙার মুখ দক্ষিণ তীরের দিকে ঘুরিয়ে দিল। সেখানে গাছপালার ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। পাছে কেউ দেখে ফেলে সেই ভয়ে মেয়েটিও ডোঙার মধ্যে সটান শুয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই আর একটা ডোঙা পিছনে এসে হাজির হল। বোবোলোর গলা চিনতে বুড়ো টাইমারের ভুল হবার কথা নয়। কয়েকজন সৈনিক লাফিয়ে তাদের ডোঙায় চড়ে তার মাথায় আঘাত করল, টেনে-হিঁচড়ে তাকে ফেলে দিল। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল।

আবার বোবোলোর গলা। "জলদি কর। ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে। উটেঙ্গারা আসছে।"

অনেকগুলো শক্ত হাত ডোঙার বৈঠা চেপে ধরল। বিদ্যুৎ বেগে ডোঙাটা ছুটে চলল মন্দিরের দিকে। সাদা মানুষটির মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়েটাকে প্রায় উদ্ধার করে এনেছিল। এমন সুযোগ আর আসবে না। কে জানে, এবার তার কপালে কি আছে। বুড়ো টাইমার এবারও নিজের কথা ভাবছে না। তার যত দুশ্চিন্তা মেয়েটির জন্য।

মেয়েটিকে ডাকল। কোন সাড়া এল না। একজন সৈনিক ধমকে উঠল, "চুপ কর।"

"মেয়েটা কোথায় ?"

"চুপ কর। এখানে কোন মেয়ে নেই।"

বোবোলোর ডোঙ্গা যখন বুড়ো টাইমার ও মেয়েটির ডোঙ্গার কাছাকাছি চলছিল তখন সাদা চামড়া ও নীল চুল দেখে বোবোলো মেয়েটিকে চিনতে পেরে অন্ধকারেই সবল হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল তার নিজের ডোঙ্গায়। ডোঙ্গার অন্য সকলেই তার নিজের লোক। আরও অনেকটা ভাটিতে নদীর বাঁ তীরে তার গ্রাম। বোবোলোর হুকুমে তার ডোঙ্গাটা বিদ্যুৎগতিতে সেই দিকে ছুটে গিয়েছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় মেয়েটি তখন একেবারেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একমাত্র যে মানুষটির উপর এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভরসা করে ছিল এবার সেও হারিয়ে গেল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অসহায় বুড়ো টাইমার ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। নিজেকে নিয়ে তার কোন দুর্ভাবনা নেই। মৃত্যুকে সে ভয় করে না।

সকলে তাকে টানতে টানতে মন্দিরে নিয়ে গেল। মাতাল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ইতস্তত পড়ে আছে মন্দিরের মেঝেতে। গণ্ডগোল কানে যেতে প্রধান সন্ন্যাসী ইমিগেগ ঘুম থেকে জেগে উঠল। দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে স্খলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, "কি হয়েছে ?"

ততক্ষণে গাটো মুঙ্গু ঢুকেছে মন্দিরে। সেই জবাব দিল, "অনেক কিছু ঘটেছে। তোমরা সকলে যখন মাতাল হয়ে পড়ে ছিলে, এই সাদা মানুষটা তখন পালিয়েছিল। উটেঙ্গারা আমার সৈনিকদের হত্যা করেছে, আমার গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই কি তোমার ওষুধের ক্ষমতা ? সব বাজে।"

প্রধান সন্ন্যাসী আবছা চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "সাদা সন্ন্যাসিনী কোথায় ? সেও কি পালিয়েছে ?"

একজন সৈনিক বলল, "সে বোবোলোর ডোঙ্গায় ছিল।"

গাটো মুঙ্গু বলল, "তাহলে এখনই এসে পড়বে। বোবোলের ডোঙ্গা আমার পিছনেই ছিল।"

"এবার আর কাউকে পালাতে দেব না," ইমিগেগ বলল। "এই লোকটাকে কসে বেঁধে মন্দিরের পিছনে ছোট ঘরটাতে ফেলে রাখ।"

গাটো মুঙ্গু বলল, "ওকে মেরে ফেল। নইলে পালাবে।"

ইমিগেগ বলল, "পরে মারব।"

"না, এখনই মেরে ফেল," গাটো মুঙ্গু জোর গলায় বলল।

এবার ইমিগেগ উদ্ধত স্বরে বলল, "আমি প্রধান সন্ন্যাসী। একমাত্র চিতা-দেবতা ছাড়া আর কারও হুকুম আমি শুনি না। তাকেই প্রশ্ন করব। সে যা বলবে তাই করব।"

ঘুমন্ত চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ছুঁচলো দণ্ড দিয়ে তার গায়ে খোঁচা

মারতেই চিতাবাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে একটা মস্ত হাই তুলল।

ইমিগেগ সবিনয়ে বলল, "এই সাদা মানুষটা পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আজ রাতেই কি তার মৃত্যু হবে?"

চিতাবাঘ জবাব দিল, "না। ওকে বেঁধে মন্দিরের পিছনের ছোট ঘরে ফেলে রাখ। এখন আমার খিদে নেই।"

গাটো মুঙ্গুর দিকে তাকিয়ে ইমিগেগ বলল, "চিতা-দেবতার বাণী শুনলে তো?"

গাটো মুঙ্গু বিনীত গলায় বলল, "বন্দীকে তাহলে ভাল করে বেঁধে মন্দিরের পিছনেই রেখে আসি?"

ইমিগেগ বলল, "তাই যাও। এমন করে বেঁধো যেন পালাতে না পারে।"

১২—বলি

"টারজন! টারজন!" ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গাছের ডালে বসে চীৎকার করে ডাকল নিয়ামওয়েগির আত্মা। "অরণ্যরাজ টারজন! নকিমার বড় ভয় করছে!"

মাটিতে শুয়েই শ্বেতকায় দানব চোখ মেলে তাকাল। দেখল, ওরাণ্ডো ও তার সৈনিকরা দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন মনে পড়ায় হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বানরদের ভাষায় বলল, "নকিমা! নকিমা! কোথায় তুমি নকিমা? টারজন এখানে!"

ছোট বানরটি একলাফে গাছ থেকে নেমে ছুটে এসে সাদা মানুষটির কাঁধে চড়ে বসল; তার গলা জড়িয়ে ধরে মনিবের গালে গাল রেখে আনন্দে কিচির-মিচির করতে লাগল।

ওরাণ্ডো সঙ্গীদের বলল, "দেখছ তো, মুজিমো মরে নি।"

সাদা মানুষটি ওরাণ্ডোর দিকে ফিরে বলল, "আমি মুজিমো নই; আমি অরণ্যরাজ টারজন।" বানরটিকে ছুঁয়ে বলল, "এও নিয়ামওয়েগির আত্মা নয়; এ হল নকিমা। এখন আমার সব কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন থেকে মনে করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারি নি—যেমনি একটা গাছের নীচে চাপা পড়েছিলাম সেদিন থেকেই সব কিছু ভুলে ছিলাম।"

অরণ্যরাজ টারজনের কথা সকলেই শুনেছে। তার নানা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে দূরদূরান্তরের দেশে। ভূত-প্রেত, দত্যি-দানার মতই তাকে কেউ কখনও দেখে নি; দেখার আশাও করে নি।

গাটো মুজুর গ্রামের ধ্বংসাবশেষের কাছেই নদীর তীরে সকলে শিবির তৈরি করল। সেখানে ক্ষেতে ফসল আছে, কলা আছে, চিতা-মানুষদের অনেক ছাগল-মুরগি তাদের হাতে এসেছে। কাজেই খাওয়া-দাওয়ার কোন অভাব ঘটল না।

সারা দিন বসে বসে অনেক কথাই টারজনের মনে পড়তে লাগল: কেন সে এদেশে এসেছিল, কেমন করে একটা দুর্ঘটনার ফলে বাঞ্ছিত পথ ধরে সেই দেশেই সে এসে পড়েছে, আর যে দেশের মন্দিরের সন্ধানে সে একদা পথে নেমেছিল তার সন্ধানও সে পেয়ে গেছে। এজন্য সেই দুর্ঘটনার কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ।

সন্ধ্যার পরে রাতের খাবার খেতে বসে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল চিতা-দেবতার মন্দিরে দেখা সাদা মানুষ ও সাদা মেয়েটির কথা। ওরাণ্ডোকে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলে সেও কিছুই বলতে পারল না।

টারজন অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নকিমাকে ডাকল।

"কোথায় চললে?" ওরাণ্ডো শুধাল।

"চিতা-দেবতার মন্দিরে," টারজন জবাব দিল।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বুড়ো টাইমার সারা দিন সেখানে পড়ে রইল। না খাবার, না পানীয়। মাঝে মাঝে মন্দির-কক্ষ থেকে ভেসে আসছে মন্ত্রের শব্দ, প্রধান সন্ন্যাসীর কর্কশ কণ্ঠস্বর, আর চিতাবাঘের গর্জন।

মশাল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল এক সন্ন্যাসী। শয়তানের মত দেখতে এক বুড়ো; মুখে রং মাখানোর ফলে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে। লোকটি টুম্বাই গ্রামের ওঝা সোবিটো। উপুড় হয়ে সে বুড়ো টাইমারের পায়ের বাঁধন খুলতে লাগল।

"আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?" বুড়ো টাইমার প্রশ্ন করল।

হলদে দাঁত বের করে সোবিটো বলল, "তোমার কি মনে হয়?"

"নিশ্চয় মেরে ফেলবে।"

"এত তাড়াতাড়ি নয়। অনেক যন্ত্রণা পেয়ে ধীরে ধীরে যারা মরে তাদের মাংস খুব নরম হয়।"

বন্দী চেঁচিয়ে বলল, "তুমি একটা বুড়ো শয়তান!"

ঠোঁট চাটতে চাটতে সোবিটো বলল, "প্রথমে তোমার হাত-পা ভেঙে দেওয়া হবে; তারপর জলাভূমির উপর থেকে তোমাকে এমন ভাবে হেঁট মুণ্ডে ঝুলিয়ে রাখা হবে যাতে তোমার নাক-মুখ জলের নীচে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে তোমার মৃত্যু না ঘটে। এই ভাবে তোমাকে তিন দিন রাখা হবে, আর তাতেই তোমার

মাংস হবে নরম, সুস্বাদু।"

বুড়ো টাইমার শিউরে উঠল। তিন দিন! হা, ভগবান, এও কপালে ছিল!

তবু বাইরে মনের সে ভাব সে প্রকাশ করল না। শান্ত গলায় বলল, "তোমরা কি সাদা মেয়েটিকেও খাবে?"

"সে এখানে নেই। বোবোলো তাকে চুরি করেছে। আর সেটা তোমারই দোষে।" বুড়ো টাইমারকে একটা লাথি মেরে বলল, "আমার সঙ্গে এস।"

অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে তারা সেই বড় ঘরটায় হাজির হল। বন্দীকে দেখামাত্রই দেড়শ' কণ্ঠ একযোগে চীৎকার করে উঠল, চিতাবাঘ গর্জে উঠল, প্রধান সন্ন্যাসী উপরের বেদীতে নাচতে লাগল, বীভৎস-দর্শন সন্ন্যাসিনীরা তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে এমনভাবে লাফিয়ে এল বুঝি সাদা মানুষটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সোবিটো একধাক্কায় বন্দীকে নীচু বেদীর উপর ফেলে দিয়ে টানতে টানতে প্রধান সন্ন্যাসীর সামনে নিয়ে বলল, "বলি এনেছি!"

চিতা-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে ইমিগেগ বলল, "বলি এসে গেছে! চিতা-সন্তানদের হে পরম পিতা, এবার বল তোমার কি আদেশ?"

ইমিগেগের হাতের ধারালো লাঠির খোঁচা খেয়ে পশুটার দাঁত বের করা মুখ থেকেই বেরিয়ে এল আদেশ। "ওর হাত-পা ভেঙে দেওয়া হোক, আর তৃতীয় রাতে একটা ভোজের আয়োজন করা হোক!"

"আর বোবোলো ও সাদা সন্ন্যাসিনীর কি হবে?" ইমিগেগ প্রশ্ন করল।

"তাদের মন্দিরে নিয়ে আসতে সৈনিক পাঠাও। আরেকটা ভোজের জন্য তার হাত-পা ভেঙে দাও। আর সাদা মেয়েটিকে পাবে প্রধান সন্ন্যাসী ইমিগেগ। তারপর সেও ভোজে লাগবে।"

ইমিগেগ চেঁচিয়ে বলল, "চিতা-দেবতার বাণী শোনা হল। তার হুকুম মতই কাজ হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে আটজন সন্ন্যাসী লাফিয়ে পড়ে বন্দীকে চেপে ধরল, তাকে বেদীর উপর ছুঁড়ে ফেলল, হাত-পা ছড়িয়ে তাকে চিৎ করে ধরে রাখল, আর চারজন সন্নাসিনী ছুটে এল ভারী মুগুর হাতে নিয়ে। মন্দিরে কোথায় যেন ঢাক বাজতে লাগল। বন্দীর প্রসারিত দেহকে ঘিরে সন্নাসিনীরা শুরু করল উদ্দাম নৃত্য।

একজন ছুটে গিয়ে হাতের মুগুর তুলল বন্দীকে লক্ষ্য করে, কিন্তু একজন সন্ন্যাসী তাকে বাধা দিল; সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়ে গেল সন্ন্যাসিনীদের উদ্দাম নৃত্য। এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বার বার ঘটতে লাগল। এ সবই যে অভিনয় মাত্র, বর্বর অনুষ্ঠানেরই একটা অঙ্গ, সে কথা বুঝতে বুড়ো টাইমারের বেশী সময় লাগল না; কিন্তু এ সবের অর্থ সে কিছুই বুঝতে পারল না।

ক্রমাগত নাচ ও বাজনার ফলে সৈনিকদের মনেও উন্মাদনা ক্রমেই বাড়তে লাগল। একবাক্যে তারা সন্ন্যাসিনীদের উস্কানি দিতে লাগল। মূল নায়ক প্রধান সন্ন্যাসী শ্রোতাদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ইসারা করল। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের বাদ্য থেমে গেল। থেমে গেল নাচ। শ্রোতারাও হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। সে স্তব্ধতা যেন আরও ভয়ংকর হয়ে মন্দিরটাকে ছেয়ে ফেলল। আর তখনই সন্ন্যাসিনীরা উদ্যত মুগুর হাতে চুপি চুপি অসহায় বন্দীটির দিকে এগিয়ে গেল।

১৩—ভাটির টানে

ডোঙ্গার মধ্যে গুড়িসুড়ি মেরে বসে কালি বাওয়ানা বৈঠার ছপ-ছপাৎ শব্দ শুনছিল। বুঝতে পারছে, তারা বড় নদীতে পড়েছে; মন্দিরেও ফিরে যাচ্ছে না, আবার নদীর উজানে গাটো মুঙ্গুর গ্রামেও ফিরছে না। তাহলে, ভাগ্য তাকে আবার কোন্ দুর্বিপাকের দিকে নিয়ে চলেছে?

বোবোলো ঝুঁকে পড়ে চুপি চুপি বলল, "ভয় নেই। আমি তোমাকে চিতা-মানুষদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

মেয়েটি শুধাল, "তুমি কে?"

"আমি সর্দার বোবোলো।"

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মনে পড়ে গেল, সাদা মানুষটি এর সহায়তার কথাই বলেছিল; কয়েকটা হাতির দাঁত পেলে সে তাদের বাঁচিয়ে দেবে। নতুন আশা জাগল তার মনে। বলল, "ডোঙ্গায় সেই সাদা মানুষটিও আছে কি?"

"না।"

"তুমি কথা দিয়েছিলে তাকে উদ্ধার করবে।"

"আমি শুধু একজনকেই বাঁচাতে পারি," লোকটি জবাব দিল।

"আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"আমার গাঁয়ে। সেখানে তুমি নিরাপদ। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

"সেখান থেকে ভাটির দেশে আমার নিজের লোকদের কাছে নিয়ে যাবে তো?"

লোকটি জবাব দিল, "সে হবে। এত তাড়া কিসের। বোবোলোর কাছে থাক। সে একজন বড় সর্দার। তার অনেক ঘর, অনেক সৈনিক। প্রচুর খাবার পাবে; ক্রীতদাসী পাবে; কোন কাজ করতে হবে না।"

মেয়েটি শিউরে উঠল ; এসব কথার অর্থ সে বোঝে। চেঁচিয়ে বলল, "না ! দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে টাকা দেব।"

বোবোলো গর্জে উঠল, "আমি টাকা চাইনা। চাই তোমাকে।"

মেয়েটি বুঝল, আর কোন আশা নেই। না, আছে ; একটা পথ খোলা আছে। কথাটা হঠাৎই তার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। নদী !

ঠাণ্ডা কালো জল, কুমীর সব ভুলে গেল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু বোবোলো কাছেই ছিল। চকিতে মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে ডোঙ্গার উপর ফেলে দিল ; মুখে আঘাত করল ; তারপর কসে তার হাত-পা বাঁধল।

চার ঘণ্টা ধরে ডোঙ্গাটা তরতর করে এগিয়ে চলল। কালো কালো লোকগুলো অশ্রান্তভাবে বৈঠা ফেলছে। আকাশে সূর্য উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত অনেক মানুষের হাঁকাহাঁকি তীর থেকে ভেসে এল। ডোঙ্গার লোকগুলিও তাতে সাড়া দিল। ডোঙ্গা তীরে ভিড়ল। বোবোলো মেয়েটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে হাত ধরে দাঁড় করল। তীরে শত শত অসভ্য মানুষ—পুরুষ, নারী, শিশু। দূরে খড়ের চালাঘরের একটা গ্রাম ; বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

সাদা বন্দিনীকে ডোঙ্গা থেকে নামতে দেখেই লোকজনরা হৈ-হৈ করে উঠল। মেয়েগুলো এগিয়ে এসে বন্দিনীকে খোঁচা দিল, তার গায়ে থুতু দিল। আরও ক্ষতিও করত, কিন্তু বোবোলো এগিয়ে এসে বর্শার হাতল দিয়ে আগা-পাস্তলা পিটিয়ে তাদের সরিয়ে দিল।

কালি বাওয়ানাকে নিয়ে বোবোলো বাড়িতে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে ডজন-খানেক ক্রুদ্ধ রমণী তাকে ঘিরে ধরল। এরা সকলেই বোবোলোর স্ত্রী ; চতুর্দশী থেকে দাঁত-পড়া, গাল-তোবড়ানো বৃদ্ধাটি পর্যন্ত। কিন্তু বৃদ্ধা হলেও তারই প্রতাপ বেশী।

তাকে ডেকে বোবোলো বলল, "উবুগা, এই আমার নতুন বৌ। একে তোমার হেপাজতে রেখে যাচ্ছি। দেখ, ওর যেন কষ্ট না হয়।"

বুড়ি চীৎকার করে বলল, "তুমি একটা মূখ্যু। তোমার অন্য বউরা এই সাদা মেয়েটাকে জ্বালিয়ে মারবে ; তোমাকেও জ্বালাতন করবে। বোকার মত কেন ওকে এখানে আনলে ?"

বোবোলো ধমকে উঠল, "চুপ কর ! আমি সর্দার। বেটিরা যদি এর উপর অত্যাচার করে তাহলে আমি সবাইকে খুন করব—তোমাকেও।

বুড়ি তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "ওদের খুন করতে পার, কিন্তু আমাকে খুন করতে পারবে না। আমি তোমার চোখ উপড়ে নেব, তোমার কলজেটা খেয়ে ফেলব। শুয়োরের বাচ্চা ! তোমার মা তো একটা শেয়ালনি। আর তুমি—"

আর কি যেন বলতে গিয়ে বুড়ি থেমে গেল। বোবোলো পালিয়েছে।

কালি বাওয়ানার দিকে ফিরে তাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখল; তারপর তার চুল ধরে টেনে বলল, "চলে আয়!"

সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল। এভাবে বেঁচে থাকার চাইতে মৃত্যু ভাল। কালি বাওয়ানা এক ঘুসি বসাল বুড়ির মাথায়। অন্ত বৌরা হি-হি করে হেসে উঠল। তা দেখে একটা লাঠি তুলে নিয়ে বুড়ি তার সতীনদের তাড়া করল। দু'একজনের মাথায় লাঠির বাড়িও পড়ল। সকলেই যে যার মত পালিয়ে গেল।

বুড়ি ফিরে এসে নরম গলায় মেয়েটিকে বলল, "এস আমার সঙ্গে।" একটা ঘরে তাকে বসিয়ে দুটো ক্রীতদাসীকে এনে দিল তার দেখাশুনা করার জন্ত। তারপর মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে একে একে সব কথাই জেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে এসে বোবোলো জানতে চাইল, "সাদা মেয়েটি কোথায়?"

উবুগা হিস্‌হিসিয়ে বলে উঠল, "তোমার সন্ন্যাসিনী ভালই আছে গো চিতা-মানুষ।"

বোবোলো চমকে উঠল, "চিতা-মানুষ! কি বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। আমি সব জেনে ফেলেছি।"

"কি জেনেছ?"

"জেনেছি—এই মেয়েটা চিতা-দেবতার প্রধানা সন্ন্যাসিনী। গাটো মুঙ্গুর সঙ্গে তুমি চিতা-দেবতার মন্দিরে গিয়েছিলে। সেখান থেকেই মেয়েটাকে এনেছ। আর গাটো মুঙ্গু যে চিতা-মানুষদের সর্দার তা তো সকলেই জানে।"

"সব মিথ্যা কথা। ওকে আমি চিতা-মানুষদের কাছে থেকে চুরি করে এনেছি ঠিকই; কিন্তু আমি চিতা-মানুষ নই।"

"বেশ তো, ওকে চিতা-মানুষদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস, আমি একটা কথাও কাউকে বলব না।"

বোবোলো বলল, "যত সব বাজে কথা।"

"বাজে হোক আর কাজের হোক, তুমি ওকে ছেড়ে দেবে কিনা?"

বোবোলো ভয়ে ভয়ে বলল, "বেশ তো, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরিয়ে দিয়ে আসব।"

"না, আজই; নইলে আজ রাতেই আমি ওকে খুন করব।"

"বেশ, তাহলে আজই।" বোবোলো চলে গেল।

গ্রামের শেষ প্রান্তে ওঝা কাপোপার বাড়ি। লোকটি তার পুরনো বন্ধু। সব কথা তাকে শুনিয়ে বলল, "কাপোপা নিশ্চয় জানে যে নদীর উজান থেকে আসার সময় একটি সাদা স্ত্রীকে আমি সঙ্গে করে এনেছি।"

কাপোপা মাথা নেড়ে বলল, "সে কথা কে না জানে।"

বোবোলো বলল, "কিন্তু তাকে নিয়ে মহা ঝামেলা হচ্ছে।"

"তাই তুমি তাকে ছাড়তে চাইছ।"

"আমি চাই না। কিন্তু উবুগা তাকে তাড়াতে চায়।"

কাপোপা বলল, "উবুগাকে মারবার মারণ-মন্ত্র চাও, এই তো?"

"না। ভুকতাকের জন্য আগেও তোমাকে তিনবার টাকা দিয়েছি, অথচ উবুগা এখনও বেঁচে আছে। তোমার মন্ত্রের জোর কম, উবুগার সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

"তাহলে কি চাও?"

"বলছি সাদা মেয়েটি চিতা-দেবতার একজন সন্ন্যাসিনী। তাই উবুগার ধারণা হয়েছে আমিও চিতা-মানুষ। কিন্তু সেটা তার ভুল ধারণা। আমি চিতা-মানুষ নই। অথচ উবুগা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, আমি যদি মেয়েটাকে খুন না করি, বা কোথাও পাঠিয়ে না দেই, তাহলে সে সব্বাইকে বলে দেবে যে আমি চিতা-মানুষ। এখন আমি কি করি বল তো?"

কাপোপা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে একটা নোংরা পুঁটুলি বের করে মেঝের উপর খুলে ফেলল। তার ভিতর থেকে বের হল কয়েকটা গাছের ডাল ও ছোট একটা হাড়ের পুতুল। পুতুলটাকে মাটিতে বসিয়ে ডালগুলোকে পাশার মত তার সামনে ছুঁড়ে দিল। সেগুলোকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার ডালগুলো হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিল। তারপর মুখ তুলল।

বলল, "একটা মতলব পেয়েছি। তোমার একটা মেয়ে আছে।"

বোবোলো বলল, "একটা কেন, অনেকগুলি আছে।"

"সকলকে আমার দরকার নেই।"

"বেশ তো, তোমার যাকে খুশি নাও, শুধু বল উবুগার অজ্ঞাতে কি ভাবে সাদা মেয়েটাকে কাছে রাখতে পারি।"

"উপায় একটা আছে" কাপোপা বলল। "এখান থেকে অল্প দূরে একটা বামনদের গাঁ আছে। আমি তাদের ওঝা। আমি যা বলব তারা শুনবে। খাওয়া-পরা বাবদ কিছু ধরে দিলেই উবুগার মৃত্যু পর্যন্ত তারা মেয়েটিকে তাদের কাছে রেখে দেবে, আর বোবোলোও ইচ্ছামত বামনদের গাঁয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।"

"তুমি ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কাপোপা?"

"নিশ্চয় পারব।"

"তাহলে সাদা মেয়েটিকে নিয়ে এখনই চল। ফিরে এসেই তুমি বোবোলোর হারেম থেকে তার যে মেয়েকে তোমার পছন্দ তাকে নিয়ে যেয়ো।"

গাছের ডাল ও পুতুলটাকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে থলের মধ্যে ভরে কাপোপা বর্শা ও ঢাল হাতে নিয়ে বলল, "সাদা মেয়েটাকে নিয়ে এস।"

১৪—সোবিটো ফিরে এল

ধোঁয়াটে মশালের আলোয় মন্দিরের ভিতরটা আলোকিত হলেও বাইরে তখন ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে একটা কালো মূর্তি দ্রুত ছুটে চলেছে নদীর তীর ধরে। নিঃশব্দে চিতা-মানুষদের ডোঙার কাছে পৌঁছে সেগুলিকে ঠেলে দিল স্রোতের মুখে; শুধু একটা ডোঙাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল মন্দিরের পিছন দিকটাতে। তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল মন্দিরে। বারান্দার ছাদ বেয়ে উপরে উঠে বাইরে বের করা বরগাটার উপর চড়ে বসল। সেখান থেকে মন্দিরের ভিতরকার সব কিছু দেখা যায়।

কিছুক্ষণ আগেও সে ওখানেই বসে ছিল। সেখান থেকে সাদা বন্দীটির অসহায় সংকট অবস্থা বুঝতে পেরেই মুহূর্তের মধ্যে একটা ফন্দি এঁটে ছুটে চলে গিয়েছিল নদীর তীরে। সেখানকার কাজ সেরে আবার সেখানেই এসে বসেছে। নীচে তাকিয়েই মনে হল আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড দেরী হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। মন্দিরের মধ্যে চিতা-দেবতার সন্ন্যাসিনীরা মুগুর হাতে চুপিসারে এগিয়ে চলেছে অসহায় বন্দীটির দিকে।

দেয়ালের ছোট ফোকরটার ভিতর দিয়ে অরণ্যরাজ টারজন ঢুকে গেল ভিতরকার উঁচু বরগাটার উপরে। একটা থেকে আর একটা বরগায় ঝুলতে ঝুলতে সে এগিয়ে গেল।

মেঝেতে চিৎ করে ধরে রাখা বুড়ো টাইমারকে লক্ষ্য করে সন্ন্যাসিনীদের হাতের মুগুরগুলো একসঙ্গে উদ্যত হওয়া মাত্রই একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ঘরের মৃত্যু-স্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিল। মন্দিরের বরগার উপর থেকে গর্জন শোনা গেল; "সোবিটো! সোবিটো! আমি মুজিমো, নিয়ামওয়েগির বন্ধু ওরাণ্ডোর মুজিমো। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। নিয়ামওয়েগির আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি তোমাকে নিতে!"

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নগ্নদেহ সেই দৈত্যাকার সাদা মানুষটি বানরের মত স্বচ্ছন্দ গতিতে মন্দিরের একটা থাম বেয়ে নীচে নেমে এল। এক লাফে নীচু বেদীটার উপর গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ও বিস্ময়ে লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। সোবিটোর মুখেও কথা নেই। পা কাঁপছে। সে-ঘোর কাটিয়ে আর্তনাদ করতে করতে বেদীর উপর থেকে সে ছুটে নীচে গেল সৈনিকদের পাশে।

বুড়ো টাইমারও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বিচিত্র মানুষটি সোবিটোকে ধরবার চেষ্টা না করে তার কাছেই এগিয়ে এল। বলল, আমাকে অনুসরণ কর। মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব।" নীচু গলায় ইংরেজিতে কথাগুলি বলেই সৈনিকদের লক্ষ্য করে স্থানীয় ভাষায় চীৎকার করে বলল,

"সোবিটোকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এস। যতক্ষণ না আনবে ততক্ষণ এই সাদা মানুষটিকে আমি জামিন স্বরূপ ধরে রাখব।"

কোন রকম জবাব বা প্রতিরোধের আগেই বুড়ো টাইমারের কাছে লাফিয়ে পড়ে সে আতংকিত সন্ন্যাসীদের একে একে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দুই হাতে তাকে তুলে ধরে মুখে কিছু না বলে এক ছুটে নীচু বেদীটা পার হয়ে লাফিয়ে উঠে গেল উঁচু বেদীতে। ইমিগেগ সভয়ে এক পাশে সরে গেল; পিছনের দরজা দিয়ে দুজনই অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য থেমে বলল, "সাদা মেয়েটি কোথায়? তাকেও সঙ্গে নিতে হবে।"

বুড়ো টাইমার জবাব দিল, "সে এখানে নেই; একজন সর্দার তাকে চুরি করেছে; মনে হয়, ভাটির দিকে তার গ্রামে নিয়ে গেছে।"

"তাহলে এই দিকে এস।" টারজন তীরের মত বাঁ দিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুজন ছুটে চলল নদীর দিকে। সেখানে পৌঁছে ডোঙাটা দেখিয়ে বলল, "চড়ে বস। এখানে একটা ডোঙাই আছে। কেউ তোমার পিছু নিতে পারবে না। একবার বড় নদীতে পড়লে আর ওরা তোমাকে ধরতে পারবে না।"

"তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে না?"

"না।" ডোঙাটাকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করল, "যে সর্দার মেয়েটিকে চুরি করেছে তার নাম জান?"

"তার নাম বোবোলো।" ডোঙা জলে ভাসিয়ে বুড়ো টাইমার আরও বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারলাম না; ইংরেজি ভাষায় সে রকম কোন শব্দ নেই।"

নীরব মূর্তিটি কোন কথা বলল না। স্রোতের টানে ডোঙা ভেসে চলল। বুড়ো টাইমার বৈঠা তুলে নিল হাতে। সাধ্যমত গতি বাড়াতে হবে। রহস্য ও মৃত্যু দিয়ে ঘেরা এই নিঃশব্দ নদীর হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে।

ডোঙাটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে টারজন ফিরে চলল মন্দিরের দিকে। উঁচু বেদীর পিছন দিকের দরজা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকতেই কয়েকজন সৈনিক সোবিটোকে লাথি ও ঘুসি মারতে মারতে তার দিকে নিয়ে এল। টারজনও গিয়ে দাঁড়াল চিতা-দেবতার পাশে। গম্ভীর গলায় হুকুম দিল, "হাত-পা বেঁধে ওকে আমার হাতে তুলে দাও। নিয়ামওয়েগির আত্মা ওকে মারবার জন্য অপেক্ষা করে আছে; অতএব বিলম্ব করো না। আমি পাশের ঘরেই আছি।"

বেদীর পাশের ঘর দিয়ে টারজন বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সোবিটোর হাত-পা বেঁধে সৈনিকরা তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

টারজন বলল, "ওকে রেখে চলে যাও।"

একজন সাহস করে প্রশ্ন করল, "যাকে জামিন রেখেছিলে সে কোথায়?"

"মন্দিরের সর্ব শেষ ঘরে তার খোঁজ কর গে।" টারজন কিন্তু একথা বলল না যে তাকে সেখানে পাওয়া যাবে। সোবিটোকে কাঁধে তুলে টারজন পাশের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল। সৈনিকরা যখন অন্ধকারে বন্দীকে খুঁজতে ব্যস্ত ততক্ষণে সোবিটোকে নিয়ে টারজন ছুটছে জঙ্গলের পথে।

বৃথা খোঁজা-খুঁজি করে মন্দিরে ফিরে এসে সে কথা জানাতেই ইমিগেগ চীৎকার করে বলল, "উটেঙ্গা ওরাণ্ডোর মুজিমো আমাদের বন্দীকে চুরি করেছে।"

গাটো মুঙ্গু বলল, "হয়তো মুজিমো যখন সোবিটোর সঙ্গে কথা বলছিল তখনই সে পালিয়েছে।"

আর একজন বলল, "সারা দ্বীপ খুঁজে দেখ।"

"ডোঙ্গা! ডোঙ্গা!" আর একজন চেঁচিয়ে উঠল।

কোথায় ডোঙ্গা! নদীর তীরে একটা ডোঙ্গাও নেই। বিপদ যেন তাদের ঘিরে ধরেছে। তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যারা মন্দিরে ফিরে আসতে পারে নি তারা হয় মরেছে, না হয় তো দলছাড়া হয়ে ঘুরছে। যারা এখানে আছে তাদেরও ফিরে যাবার উপায় নেই। মন্দিরে যে খাদ্য আছে তাতে মাত্র কয়েকদিন চলতে পারে। তারা সকলেই নরমাংসভোজী; কাজেই দলের মধ্যে যারা দুর্বলতর তাদেরই সমূহ বিপদ।

* * *

গাটো মুঙ্গুর ফসল-ক্ষেতের পাশে ওরাণ্ডোর সৈনিকরা তাঁবুতে বসে আগুন পোয়াচ্ছে। তাদের পেট ভরা, তাই তারা খুশি। কাল দেশে ফিরে যাবে। সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বিজয়ীর সম্বর্ধনা।

এমন সময় একটি দৈত্যাকার মূর্তি যেন বাতাস থেকে নেমে এল তাদের সামনে। সকলেই তাকে চিনল। অরণ্যরাজ টারজন। কাঁধে হাত-পা বাঁধা একটা লোক।

কয়েকজন বলে উঠল, "অরণ্যরাজ টারজন!"

কেউ বলল, "মুজিমো!"

ওরাণ্ডো বলল, "কাকে নিয়ে এসেছ?"

লোকটাকে মাটিতে ফেলে টারজন বলল, "তোমাদের ওঝাকে ফিরিয়ে এনেছি। ফিরিয়ে এনেছি সোবিটোকে—সে যে চিতা-দেবতার একজন সন্ন্যাসী।"

"মিথ্যা কথা!" সোবিটো আর্তনাদ করে উঠল।

টারজন বলল, "চিতা-মানুষদের মন্দিরে আমি ওকে পেয়েছি। ভাবলাম,

তোমরা হয়তো তোমাদের ওঝাকে ফিরে পেতেই চাও যাতে খুব কড়া ওষুধ বানিয়ে চিতা-মানুষদের হাত থেকে সে তোমাদের রক্ষা করতে পারে।"

একজন সৈনিক গর্জে উঠল, "ওকে খুন কর!"

"সোবিটোকে খুন কর! খুন কর!" চার কুড়ি কণ্ঠ একসঙ্গে গর্জে উঠল।

ওরাণ্ডো বলল, "থাম। ওকে টুম্বাইতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। সেখানকার অনেকেই ওর মৃত্যু দেখতে চাইবে।"

সোবিটো অনুনয় করে বলল, "আমাকে এখনই খুন কর। টুম্বাইতে ফিরে যেতে আমি চাই না।"

একজন সৈনিক বলল, "সোবিটোকে বন্দী করেছে অরণ্যরাজ। সেই বলে দিক ওকে নিয়ে আমরা কি করব।"

টারজন বলল, "তোমাদের যা ইচ্ছা হয় তাই কর। সে তো আমার ওঝা নয়। আমার অন্য কাজ আছে। আমি চলি। যদি আর দেখা না পাও তবু টারজনকে মনে রেখো; তার জন্যই সাদা মানুষদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো, কারণ টারজন তোমাদের বন্ধু, আর তোমরা তার বন্ধু।"

যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তার সঙ্গে নকিমাও চলে গেল—চলে গেল নিয়ামওয়েগির আত্মা।

১৫—বামনের দেশে

বোবোলো ও কাপোপা বনের সংকীর্ণ পথ ধরে কালি বাওয়ানাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে। কাপোপা চলেছে আগে, কারণ পথ-ঘাট সেই ভাল চেনে। তার পিছনে কালি বাওয়ানা, গলায় দড়ি বাঁধা। তারও পিছনে বোবোলো, হাতে দড়ির অপর প্রান্ত।

চলেছে তো চলেছে; পথ আর শেষ হয় না। হঠাৎ কে যেন তাদের থামতে বলল; কাপোপা থামল।

"রেবেগার দেশে তোমরা কি চাও?" কণ্ঠস্বর বলল।

কাপোপা উত্তর দিল, "আমি ওঝা কাপোপা। আমার সঙ্গে সর্দার বোবোলো ও তার বউ। আমরা এসেছি রেবেগার সঙ্গে দেখা করতে।"

"তোমাকে তো আমি চিনি কাপোপা," বলতে বলতে তাদের সুমুখের ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি বেঁটে সৈনিক। উচ্চতা প্রায় চার ফুট, নগ্নদেহ, পরিধানে শুধু তামা ও লোহার একটা হার, বাজুবন্ধ ও চুরি। কুত্‌কুতে দুটি ছোট চোখে ধূর্ততার আভাষ। ইসারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে বামনটি আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। যেন শূন্য থেকে

নেমে এসে আরও দুটি সৈনিক তাদের সকলের পিছু নিল।

রেবেগার গ্রামটা ছোট। নীচু নীচু ঘর, দু-তিন ফুট উঁচু দরজা। গ্রামের চারদিক ঘিরে ছুঁচলো মাথা বাঁশের বেড়া; ঢুকবার ও বেরবার জন্য দুদিকে দুটো দরজা।

রেবেগা খুব বুড়ো। মুখময় বলীরেখা। নারী ও শিশুপরিবৃত হয়ে সে পাছায় ভর দিয়ে বসে আছে তার কুটিরের সামনে। অতিথিদের কাউকেই সে চিনতে পারল না। সন্দেহের চোখে তাদের দেখতে লাগল।

কাপোপা বলল, "তুমি তো আমাদের চেন রেবেগা—আমি ওঝা কাপোপা, আর এ হল সর্দার বোবোলো।"

রেবেগা মাথা নেড়ে বলল, "এখানে কি চাও?"

"আমরা রেবেগার বন্ধু।"

"বন্ধু যদি তাহলে তোমাদের হাত খালি কেন? রেবেগার জন্য কোন উপহার তো আন নি।"

বোবোলো বলল, "আমাদের কথামত কাজ করলেই উপহার পাবে।"

"কি কাজ?"

"বোবোলো তার সাদা বৌকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাকে তোমাদের গাঁয়ে নিরাপদে রাখতে হবে। কেউ যেন তাকে দেখতে না পায়; আর সে যে এখানে আছে তা যেন কেউ জানতে না পারে।"

"কি উপহার দেবে?"

"ফসল, কলা, মাছ; প্রতি ভরা চাঁদে যা পাবে তাতে গোটা গাঁয়ের ভোজ হতে পারবে।"

"সব খাবার এখনই পাঠাবে। আমাদের নিজেদেরই যথেষ্ট খাবার নেই; আর এ মেয়েটা তো একাই দুজনের খাবার খাবে।"

বোবোলো কথা দিল। "কালই পাঠাব। আমি নিজে নিয়ে আসব। রাতটা কাটিয়ে ফিরে যাব। এবার চলি। রাত হলে পথ চলা নিরাপদ নয়। চিতা-মানুষরা তো সর্বত্র ঘুরছে।"

রেবেগা বলল, "তা যা বলেছ। চিতা-মানুষদের উৎপাত সর্বত্র।"

কাপোপা ও বোবোলো চলে গেলে একটা বুড়িকে ডেকে রেবেগা বলল, "এই সাদা মেয়েটাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। দেখো, এর যেন কোন ক্ষতি না হয়। আর কোন অপরিচিত লোক যেন একে দেখতে না পায়। আমি কথা দিয়েছি।"

বুড়ি বলল, "কিন্তু ওকে খাওয়াব কি? আমার মরদকে তো মোষে মেরে ফেলেছে। আমার নিজেরই খাবার জোটে না।"

"বোবোলো যতদিন কথামত খাবার না পাঠায় ততদিন এ মেয়েটা ভুখাই থাকবে।"

কালি বাওয়ানার হাত ধরে বুড়ি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

পরদিন বোবোলো এল না; তারপরদিনও না; তৃতীয় দিনও না। কোন খাবারও পাঠাল না। এদিকে অনেক কষ্টে কালি বাওয়ানার দিন কাটতে লাগল। বুড়ি ওয়ালালা দিন রাত তাকে খাটায়; কাজ না করলেই মারধোর করে; কিছু খেতে দেয় না।

কিন্তু তৃতীয় দিন একটা অঘটন ঘটল। ওয়ালালা সাদা মেয়েটিকে মারতে তেড়ে আসতেই তার হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে কালি বাওয়ানা উল্টে তার পিঠেই সে লাঠি ভাঙতে শুরু করল। বুড়িটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল।

তা শুনে অনেক মেয়ে-মরদ সেখানে এসে হাজির হল। সকলেই ক্রুদ্ধ; সকলেই ক্ষুধার্ত। সকলেই বার বার বলতে লাগল, "মোবোলো একতিল খাবারও আনে নি।"

ওয়ালালার ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে একজন বলল, "সকলের খাবার মত মাংসই যখন রয়েছে তখন ফসল, কলা, মাছ দিয়ে কি হবে?"

একজন সতর্ক করে দিয়ে বলল, "তার সাদা বৌকে খেয়ে ফেললে বোবোলো সৈন্য নিয়ে আসবে।"

আর একজন বলল, "কাপোপা ভুক্‌ করে আমাদের অনেককে মেরে ফেলবে।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পর ঠিক হল, বোবোলো ও কাপোপাকে বলা হবে যে চিতা-মানুষরা এসে সাদা মেয়েটাকে নিয়ে গেছে; সে কথা যদি তারা বিশ্বাস না করে তাহলে আমরা অন্য দেশে চলে যাব। ইদানিং এখানে তো যথেষ্ট শিকারও মিলছে না।"

একটি মেয়ে বলল, "বোবোলো খাবার পাঠায় নি, কিন্তু আজ রাতে আমরা খাবই; ইচ্ছামত খাব; ফসল নয়, কলা নয়, মাছ নয়।" কালি বাওয়ানার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার চামড়ায় চিমটি কেটে আরও বলল, "হ্যাঁ, আজ রাতে আমরা খাবই।"

এ কথার অর্থ বুঝতে কালি বাওয়ানার দেরী হল না। তবু সে ভয় পেল না; তার মৃত্যুই ভাল; মৃত্যুই স্বাগত।

রাত নেমে এল। ওয়ালালার ঘরের সামনে উৎসব শুরু হল। কিছুক্ষণ নাচ হল। কিন্তু খালি পেটে বেশীক্ষণ নাচ ভাল লাগল না। খাদ্য চাই।

কালি বাওয়ানাকে টানতে টানতে উঠোনে নিয়ে আসা হল। তাকে মারবার কাজটা ওয়ালালাই সেধে নিল। বলল, "ওর হাত-পা বেঁধে দাও। আমিই ওকে শেষ করে দেব।"

দুই হাত এক করে কালি বাওয়ানা সৈনিকদের সামনে মেলে ধরল; তাকে মাটিতে ফেলে হাত-পা বেঁধে ফেলা হল; চোখ বুজে সে প্রার্থনা করতে লাগল। বহুদূর দেশে যাদের সে রেখে এসেছে তাদের জন্য, "জেরি"র জন্য প্রার্থনা।

১৬—একটি সূত্র

সোবিটোকে হাতে পেয়ে সে রাতে উটেঙ্গারা উৎসবে মেতে উঠল। গাটো মুঙ্গুর গ্রাম থেকে যত চোলাই লুট করে এনেছিল সব শেষ করে অনেক রাতে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল। এমন কি শান্ত্রীরাও দাঁড়িয়ে ঢুলতে লাগল।

ঘুম নেই শুধু সোবিটোর চোখে। হাতের বাঁধন খুলবার চেষ্টায় হাতে হাত ঘসতে লাগল, টানাটানি করতে লাগল। ধীরে ধীরে বাঁধন ঢিলে হতে হতে এক সময় আলগা হয়ে গেল। এবার সে মুক্ত। একটানা পরিশ্রমে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। দুই পা তুলে সেখানকার বাঁধনও খুলে ফেলল। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল।

উটেঙ্গারা যে সব ডোঙ্গা লুট করে এনেছিল সেগুলি নদীতেই ছিল। অনেক কষ্টে একটা ছোট ডোঙ্গাকে ঠেলে জলে নামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। স্রোতের টানে ডোঙ্গা তর্‌তরিয়ে চলতে লাগল। সোবিটোর মনে হল, অপ্রত্যাশিত এক অলৌকিক উপায়ে সে যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে চলেছে।

অনেক ভেবে চিন্তে সে ঠিক করল, পুরনো বন্ধু বোবোলোর গ্রামেই আপাতত যাবে; সাদা সন্ন্যাসিনীকে চুরি করার ফলে সেও এখন তারই মত চিতা-মানুষদের বিষ-নজরে পড়েছে। পরে সেখান থেকে কোথায় যাবে তা ঈশ্বরই জানেন।

*   *   *

আরও একজন ডোঙ্গা আরোহীও ভেসে চলেছে বোবোলোর গ্রামের দিকে। সে বুড়ো টাইমার। অবশ্য পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা তার উদ্দেশ্য নয়; সে চলেছে সাদা মেয়েটির টানে।

বৈঠা চালাতে চালাতে সেই মেয়েটির স্বপ্নেই সে বিভোর হয়ে রইল। মনে পড়ে গেল, তাকে প্রথম দেখার দৃশ্যটি: রক্তমাখা পোশাক, ঘাম ও নোংরা, তার সুন্দর মুখের উজ্জ্বলতা, নীল চুলের হাতছানি। মনে পড়ল, চিতা-দেবতার মন্দিরে দেখা তার সেই বিচিত্র সাজে সজ্জিত সুন্দর মুখশ্রী। অতীত মুহূর্তগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ধরা দিল তার চোখে।

এতদিনে সে ভুলে গেছে সেই আর একটি মেয়ের কথা যার নিস্পৃহ স্বার্থপরতাই তাকে বানিয়েছে এক ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে। তার যে ছবি দুটি দীর্ঘ বছর ধরে সে মনের পটে এঁকে রেখেছিল এতদিনে তা ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে গেছে। তার কথা মনে হলে এখন তাকে অভিশাপ দেওয়ার বদলে তার হাসি পায়।

বোবোলোর গ্রাম ও তার পথ-ঘাট বুড়ো টাইমারের খুবই পরিচিত। তবু সোজাসুজি বোবোলোর বাড়িতে না গিয়ে আগে লুকিয়ে থেকে সব কিছু জেনে নেওয়াই সঙ্গত। তাই ভোর হতেই সে নদীর বাঁ দিকে ডোঙাটাকে ভিড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর একটা গাছের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে রেখে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিছুদূর হেঁটে সুবিধামত গাছ দেখে তাতে উঠে পড়ল। পাশেই বেশ খানিকটা খোলা জায়গা; তার পরেই বোবোলোর গ্রাম।

ওদিকে বোবোলো তখন মহা গোলমালে পড়েছে। সোবিটো এসে হাজির তার বাড়িতে। চিতা-দেবতার এই সন্ন্যাসীটির বর্তমান অবস্থা সে কিছুই জানে না; সোবিটোও তাকে কিছুই বলে নি। বোবোলো ভেবেছিল, আজই খাবার নিয়ে রেবেগার কাছে যাবে, আর সাদা বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবে। সোবিটো এসে সে ব্যবস্থাও ভেস্তে দিয়েছে। এই অবাঞ্ছিত অতিথিটিকে যে কি ভাবে এখান থেকে সরাবে সেটাই তার ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাছের উপর বসে বসে বুড়ো টাইমারেরও সময় আর কাটে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে খুবই কাতর, অথচ গাছ থেকে নামতেও পারছে না, পাছে সেই অবসরে কোন বিশেষ ঘটনা তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়। তাছাড়া, ক্ষেতে কাজ করতে করতে গ্রামের মেয়েগুলি এত কাছে এসে পড়েছে যে এখন গাছ থেকে নামলেই দেখে ফেলবে। অনেকে তো সেই গাছটার ছায়ায় বসেই গল্প-গুজব করছে।

তাদের অনেক কথাই বুড়ো টাইমারের কানে আসছে। কিন্তু সে সব কথায় তার মন নেই। হঠাৎ একটা কথা শুনে সে কান খাড়া করল।

"বোবোলো তার সাদা বৌকে নিয়ে কি করেছে বলতে পার?"

"সে তো উবুগাকে বলেছে, বৌকে চিতা-মানুষদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।"

"বোবোলো তো মিথ্যে কথার পাণ্ডা। সে কখনও সত্যি কথাটা বলে না।"

"আমি জানি সত্যি কথা। কাপোপা যখন তার বৌকে বলছিল তখন আমি লুকিয়ে শুনে ফেলেছি।"

"কি শুনেছ?"

"তাকে বামনদের গাঁয়ে রেখে এসেছে।"

"তারা তো মেয়েটাকে খেয়ে ফেলবে।"

"না। বোবোলো কথা দিয়ে এসেছে, তারা যদি তার পক্ষ হয়ে মেয়েটাকে ভালভাবে রাখে তাহলে প্রতি ভরা চাঁদের রাতে তাদের জন্ম খাবার পাঠিয়ে দেবে।"

"যে যাই কথা দিক, আমি হলে কিন্তু বামনদের গাঁয়ে যেতাম না। তারা মানুষ খায়; তাদের খিদে লেগেই থাকে; তারা সবাই মিথ্যেবাদী।"

কাজ করতে করতে মেয়েগুলো দূরে চলে গেল। বুড়ো টাইমার আর কিছুই শুনতে পেল না। কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাই যথেষ্ট। আর বোবোলোর গ্রামে নয়; এবার যেতে হবে অন্য গ্রামে।

১৭—সিংহের তাড়া

উটেঙ্গাদের আস্তানা থেকে চলে যাবার সময় টারজনও পরাজিত চিতা-মানুষদের একটা ডোঙ্গায় চেপেই বড় নদীটার অপর তীর ধরে এগোতে লাগল। তারও লক্ষ্য বোবোলোর গ্রাম; উদ্দেশ্য সাদা মেয়েটার খোঁজ-খবর করা। সে ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কোন আগ্রহ নেই; একটি সাদা মেয়ের জন্য একজন সাদা পুরুষের বর্ণগত সাদৃশ্যই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রেরণা।

পরপর কয়েকটা দিন ও রাত তার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। সে বড়ই ক্লান্ত। নকিমারও সেই অবস্থা। ডোঙ্গা থেকে নেমে একটা বড় গাছে চড়ে দুজন ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য আকাশের অনেক উপরে উঠে এসেছে। হাই তুলে উঠে বসেই টারজন বলল, "ভীষণ খিদে পেয়েছে; শিকারে যেতে হবে।"

নকিমা বলল, "আমি বুঝতে পারছি, সব ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে সিংহ নুমা কাছেই কোথাও আছে; ছোট্ট নকিমাকে সে খেয়ে ফেলবে। নকিমার বড় ভয় করছে।"

টারজন মাথা নেড়ে বলল, "নকিমা একটা ভীতুর ডিম। সে যা খুশি করুক। টারজন শিকারে চলল।"

জঙ্গল পার হয়ে সে নিঃশব্দে বাইরের খোলা জায়গায় লম্বা ঘাসের ভিতর ঢুকে গেল। নকিমাও তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছে চড়ে বসল। সে বুঝতে পারছে, ওই লম্বা ঘাসের মধ্যে সিংহরা বসে আছে। চারদিক গরম, তবু সে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

দূরের পাহাড়টাকে বাঁয়ে রেখে টারজন এগিয়ে গেল। সিংহের গন্ধ ক্রমেই বেশী করে তার নাকে লাগছে। তবু সে ভয় পেল না। ভয় কাকে বলে তা সে জানে না।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন তার কানে এল। টারজন জানে, এ গর্জন আক্রমণের পূর্বাভাষ। কিন্তু এখন সে সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না। শিকার করে ফিরে যাওয়াই তার লক্ষ্য। সে ডান দিকে সরে গেল। পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা গাছ রয়েছে। সিংহ যদি আক্রমণ করে তাহলে ওই গাছে আশ্রয় নেবার উদ্দেশ্যে টারজন সেদিকেই এগিয়ে চলল। বাতাসে তীব্রতর গন্ধ এল তার নাকে। সেটা সিংহী সাবোর-এর গন্ধ। বুঝল, সঙ্গী সিংহটাকে সে প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছে; আরও বুঝল, এবার আক্রমণ অনিবার্য; সিংহটা বাধা পেয়ে ক্ষেপে গেছে।

গাছটা প্রায় পঁচিশ ফুট দূরে। পিছনে ঘাসের ভিতর থেকে একটা বজ্র যেন গর্জে উঠল। চকিতে পিছনে তাকিয়ে টারজন দেখল, ঘাসের মাথাগুলো দুলছে। বিপদ আসন্ন। নুমা আক্রমণে উদ্যত।

এতক্ষণ সে সিংহটাকে দেখতে পায় নি ; এবার ঘন বাদামী কেশরে ঢাকা একটা মস্ত মাথা চোখে পড়ল। দুরন্ত গতিতে ছুটলে সিংহটার আগেই সে গাছটার কাছে পৌঁছে যেতে পারে ; কিন্তু সে চেষ্টা সে করল না। চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জনমুখর সবুজ-চোখ রাক্ষসটার মুখোমুখি হল। বর্শা-ধরা হাতটা পিছনে সরে গেল, চামড়ার নীচে মাংসপেশীগুলো ঘুরতে লাগল গলিত ইস্পাতের মত ; তারপর সমস্ত শক্তিকে এক করে ছুঁড়ে দিল ভারী উটেঙ্গা বর্শাটাকে। সিংহটা ছুটে আসছে। নুমার পিছনে আসছে সিংহী সাবোর। তারও পিছনে এখানে-ওখানে অনেক জায়গায় দুলছে উঁচু ঘাসের ডগা। এবার কিন্তু টারজন পালাতে লাগল—সে পলায়ন নিশ্চিত আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে।

বর্শার আঘাতে আক্রমণকারী সিংহটার গতি মুহূর্তের জন্য শিথিল হতেই টারজন সেই সুযোগে গাছে উঠে গেল। নুমার ক্ষুরধার নখর তার গোড়ালির উপরে ছুঁতে পারল না।

নিরাপদ দূরত্বে উঠে টারজন নীচে তাকাল। বর্শাবিদ্ধ সিংহটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। তার পিছনে সিংহীটা। দেখতে দেখতে আরও ছটা সিংহ এসে জুটল সেখানে।

তীব্র আক্রোশে সিংহটা এক লাফে গাছের নীচের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ডালের উপরে উঠতে পারল না। শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ে গিয়ে গাছটাকে ঘিরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গজরাতে গজরাতে ছটা সিংহ গাছের নীচে ঘুরতে লাগল।

উপর থেকে গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে টারজন সিংহীটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল। তবু সেটা নড়ল না। মৃত সঙ্গীর পাশেই বসে রইল।

এইভাবে দিন কেটে গেল। রাত হল। সঙ্গী সিংহগুলি শিকার ধরতে গেল। কিন্তু সিংহী তার সিংহকে ছেড়ে গেল না। ঠায় বসে রইল।

সকাল হল। তীব্র ক্ষুধায় টারজন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুই করার নেই। সে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিল। সিংহীটা তো অনন্তকাল এখানে বসে থাকবে না।

ইতিমধ্যে একটা সিংহ শিকার মেরে কিছুটা দূরেই এনে রেখেছে। দুপুরের পর সিংহীটাও এক-পা দু-পা করে সেদিকেই চলে গেল। সে উঁচু ঘাসের মধ্যে অদৃশ্য হতেই অন্য সিংহগুলোও সেইদিকে চলে গেল।

এই সুযোগ। কাল বিলম্ব না করে টারজন গাছ থেকে নেমে এল। মৃত নুমার বুক থেকে বর্শাটাকে তুলে নিয়ে দ্রুত ছুটে চলল বনের দিকে।

নকিমা আনন্দে চেঁচাতে শুরু করে দিল। টারজন একটা জন্তুকে মেরে ক্ষিধেটা মেটাল। তারপরই মনে পড়ল, কেন সে এখানে এসেছে। বোবোলোর গ্রামে গিয়ে তাকে অনেক কিছু জানাতে হবে।

নকিমাকে কাঁধে নিয়ে সে বনের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

১৮—রাতের তীর

হাতির সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে কিড শিবিরে ফিরে এসেছিল। আশা করেছিল, বুড়ো টাইমারের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটে গেল, বন্ধু ফিরল না। তখন সে চিন্তিত হয়ে পড়ল।

একদিন পড়ন্ত বেলায় তাঁবুতে বসে এইসব কথাই ভাবছিল এমন সময় "বয়"দের চীৎকারে তার অলস চিন্তায় বাধা পড়ল। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, যে দুটি চাকর বুড়ো টাইমারের সঙ্গে গিয়েছিল তারা শিবিরে ঢুকছে। লাফ দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল; নিশ্চয় তার বন্ধু ও তৃতীয় চাকরটিকেও দেখতে পাবে। কিন্তু যে দুজন এসেছে তাদের মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারল, অঘটন কিছু ঘটেছে।

বলল, "তোমাদের বাওয়ানা আর আণ্ডেরেয়া কোথায়?"

"দুজনই মারা গেছে।"

"মারা গেছে!" কিড আঁতকে উঠল। তার মনে হল, আকাশটা বুঝি ভেঙে পড়ল। বুড়ো টাইমার মারা গেছে! এ যে অচিন্ত্যনীয়। প্রশ্ন করল, "কি হয়েছিল? হাতির কাজ কি?"

"চিতা-মানুষ বাওয়ানা।"

"চিতা-মানুষ! কি হয়েছে খুলে বল।"

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দুজনে মিলে সব কথাই বলল। সব শুনে কিড যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল। এরা কেউ বুড়ো টাইমারকে মরতে দেখে নি। সে হয়তো এখনও গাটো মুঙ্গুর গ্রামে বন্দী হয়েই আছে।

চাকরদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল সূর্য উঠলেই আমরা যাত্রা করব। তোমরা তৈরি থেকো।"

সকলেই ইতস্তত করতে লাগল। একজন বলল, "কোথায় যেতে হবে?"

কিড সংক্ষেপে বলল, "আমি যেখানে নিয়ে যাব।"

একজন বলল, "দেখ বাওয়ানা, তুমি যদি চিতা-মানুষদের গ্রামে যেতে চাও তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে নেই। আমরা মাত্র কয়েকজন; ওরা আমাদের মেরে খেয়ে ফেলবে।"

"বাজে কথা!" কিড চেঁচিয়ে উঠল। "অত সাহস তাদের হবে না।"

"বুড়ো বাওয়ানাও তাই বলেছিল, কিন্তু সে আর ফিরে আসে নি। মারা গেছে।"

কিড সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সে মারা গেছে একথা আমি বিশ্বাস করি না। তাকে খুঁজে বের করতেই আমরা যাব।"

"তুমি যেতে পার, কিন্তু আমরা যাব না।"

কিড বুঝল এরা সংকল্পে অটল। অবস্থা সঙ্গীণ। কিন্তু একা হলেও তাকে যেতেই হবে। অথচ এদের সঙ্গী না পেলে সে একা কি করতে পারবে? একটা ফন্দি তার মাথায় এল।

বলল, "তোমরা কিছুদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে রাজী আছ?"

"কতদূর?"

"বোবোলোর গ্রাম পর্যন্ত; তার কাছ থেকে হয়তো সাহায্য পাওয়া যাবে।"

আদিবাসীরা নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে একজন জানাল, "বোবোলোর গ্রাম পর্যন্ত আমরা যাব।"

আর একজন যোগ করল, "কিন্তু তার বেশী নয়।"

বুড়ো টাইমার যে গাছটার উপর লুকিয়েছিল কাজ করতে করতে মেয়েগুলো সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে সে গাছ থেকে নামল। বামনদের গ্রামে সে আগে কখনও যায় নি, তবে বোবোলোর গ্রামের লোকদের কাছে সে গ্রামের কথা, গ্রামটা কোন্‌দিকে সে সবই শুনেছে। কিন্তু বনের ভিতর দিয়ে সে গ্রামে যাবার অনেকগুলো পায়ে-হাঁটা পথ থাকায় সহজেই পথ ভুল হয়ে যেতে পারে।

রাত হতেই সে থেমে গেল, কারণ অন্ধকারে কিছুই চোখে দেখা যায় না। ভোর হলে আবার যাত্রা শুরু হল। ঘন বনের ভিতরটা অন্ধকার। সূর্য দেখা যায় না। ঘুরতে ঘুরতে পড়ন্ত বেলায় পথের উপর নিজের পায়ের ছাপ দেখেই সে বুঝতে পারল, পথ ভুল হয়ে গেছে। একই পথে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এবার কোন্ পথে যাবে বুঝতে না পেরে কপাল ঠুকে সে আর একটা পথ ধরে চলতে লাগল। আবার রাত হল। কিন্তু এবার সে থামল না। অন্ধকারেই পথ চলতে লাগল।

দূর থেকে অনেক মানুষের গোলমাল কানে এল। দুরু দুরু বুকে আরও দ্রুত চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত একটা গ্রাম দেখতে পেল। কিন্তু বাঁশের বেড়া ও গাছের উপর আগুনের আভা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে এটাই বামনদের গ্রাম। নিশ্চয় বেড়ার ওপাশেই আছে সেই মেয়েটি যার খোঁজে সে এতদূর এসেছে।

হামাগুড়ি দিয়ে খুব সাবধানে সে এগিয়ে গেল। ফটকে কোন শান্ত্রী নেই। রাতের বেলা এই জঙ্গলে কেউ আসতেই সাহস করে না; তাই বামনরা রাতে ফটকে কেন পাহারা রাখে না।

ফটকে ধাক্কা দিতেই বুঝল সেটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করে ফটকের বাঁধন কেটে ফেলল। এখন তার মনে অনেক আশা; অচিরেই মেয়েটির সঙ্গে তার দেখা হবে।

গ্রামের মাঝখানে বামনগুলো গোল হয়ে নাচছে। তারই একটু ফাঁক দিয়ে চোখ ফেলতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে ভয়ে তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হাত-পা বাঁধা একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আর একটি কুৎসিত মেয়েমানুষ তার উপর ঝুঁকে হাতের বড় ছুরিটা ঘোরাচ্ছে। বুড়ো টাইমারের আতংকিত দৃষ্টির সামনে মুহূর্তের মধ্যে অভিনীত হল একটা বীভৎস নির্বাক দৃশ্য: সেই কুৎসিত মেয়েমানুষটা সাদা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, আর তার হাতের উদ্যত ছুরিটা আগুনের আলোয় ঝলসে উঠল। একটিমাত্র ছুরি ছাড়া সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও বুড়ো টাইমার ছুটে গিয়ে আসন্ন নারী-হত্যার সেই দৃশ্যের সামিল হয়ে পড়ল।

তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল রণ-হুংকার; আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তীর এসে বিঁধল ওয়ালালার বুকে। বুড়ো টাইমারের দৃষ্টি তখন হত্যাকারীর উপরেই নিবদ্ধ; তীরটা সে দেখতে পেল; কিন্তু সে তীর কে ছুঁড়েছে—কোন বন্ধু না শত্রু, সেটা সেও যেমন বুঝতে পারল না তেমনি বামনরাও বুঝতে পারল না।

মুহূর্তের জন্য বামনরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ো টাইমার বুঝতে পারল যে তাদের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বেশীক্ষণ থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা চালাকি খেলে গেল তার মনে। খোলা ফটকের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "গ্রাম ঘিরে ফেল! কাউকে পালাতে দিও না! তবে আমাকে না মারলে কাউকে মেরো না!" সে কথাগুলি বলল বোবোলোদের ভাষায়। কাজেই বামনরা তার কথা বুঝতে পারল। এবার তার দিকে ফিরে বলল, "এক পাশে সরে দাঁড়াও! সাদা মেয়েটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। কেউ তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।"

কেউ কিছু বলার আগেই এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। ততক্ষণে রেবেগার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে। তার সামনে মাত্র একটি লোক। গ্রামের বাইরে আরও লোক থাকতে পারে। কিন্তু তার সৈনিকরাও কি যুদ্ধ জানে না? লাফ দিয়ে সামনে এগিয়ে সে চীৎকার করে বলল, "সাদা লোকটাকে মেরে ফেল!"

আর একটা তীর এসে বিঁধল রেবেগার বুকে; সে মাটিতে পড়ে গেল। আরও তিনটে তীর এসে পর পর তিনটে বামনকে খতম করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোকগুলো সভয়ে চীৎকার করতে করতে নিজেদের ঘরে ঢুকে গেল।

মেয়েটিকে কাঁধে ফেলে বুড়ো টাইমার বিদ্যুৎগতিতে ফটক পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিসের যেন একটা মড়্‌-মড়্‌ শব্দ তার কানে এল, কিন্তু সেটা কিসের শব্দ তা বুঝতে পারল না, বুঝবার চেষ্টাও করল না।

১৯—"দৈত্যরা আসছে!"

বন্দিনী সাদা মেয়েটির খোঁজে বোবোলোদের গ্রামে যাবার পথে রেবেগাদের গ্রামে পৌঁছে একটা দৃশ্য দেখে টারজন অবাক হয়ে গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটি সাদা মেয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর তাকে ঘিরে রান্না-বান্না ও নাচ-গানের মৌজ চলেছে। তাহলে কি একই অঞ্চলে আদিবাসীরা দুটি সাদা মেয়েকে বন্দী করেছে? তা তো সম্ভব বলে মনে হয় না। তাহলে কি বোবোলোর গ্রামের সাদা মেয়েটিই এখানে এসে হাজির হয়েছে? কিন্তু এখানে সে এল কেমন করে?

কিন্তু এসব চিন্তা পরেও করা যাবে। এখন তার একমাত্র কাজ মেয়েটিকে উদ্ধার করা। মাটিতে নেমে বেড়া টপকে সে গ্রামের ভিতর ঢুকল পিছন দিক দিয়ে; তারপর কাছেই একটা গাছে চড়ে লুকিয়ে সব দেখতে লাগল। আর ঠিক তখনই ওয়ালালা মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে হাতের ছুরিটা তুলল তার গলায় বসিয়ে দিতে।

মুহূর্তমাত্র সময় নেই; টারজন সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দিকে হুংকার দিয়ে ছুটে এল একটি সাদা মানুষ। বুঝতে পারল, মেয়েটিকে উদ্ধার করতেই সে এসেছে। তারপরের ঘটনা তো সকলেরই জানা।

টারজন গাছ থেকে নামবার আগেই যে ডালে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে টারজনও মাটিতে ছিটকে পড়ল। তার জ্ঞান হারিয়ে গেল। আবার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখল, তার শরীরের উপর চেপে বসে বামনরা তার হাত-পাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। টারজন একবার আড়মোড়া ভাঙতেই বামনরা চারিদিকে ছিটকে পড়ে গেল, কিন্তু তার হাত-পার বাঁধন ছিঁড়ল না। সে বুঝল, একদল নির্মম, নিষ্ঠুর মানুষের হাতে সে বন্দী হয়েছে।

আত্মরক্ষা ও ফটক রক্ষার যথেষ্ট আয়োজন করা সত্ত্বেও বামনরা ভীষণ ভয় পেয়েছে। তাদের সর্দার মরেছে; মুখের গ্রাস সাদা মেয়েটা উধাও হয়েছে; দৈত্যের মত একটা সাদা মানুষ আকাশ থেকে নেমে এসে তাদের হাতে বন্দী

হয়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তারা বেশ শংকিত হয়ে পড়েছে।

বন্দীকে নিয়েই বা কি করা যায়? একদল বলল, ওকে এখনই সাবাড় করে দেওয়া হোক; টারজনের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখে আরেক দল বলল, হুট করে কিছু করা ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে টানতে টানতে টারজনকে একটা খালি ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে দুজন পাহারা বসিয়ে দিল।

একটা গাছের একেবারে মগডালে ভয়ে কুঁকড়ে বসে আছে নকিমা। একা বেচারির ভয়ের আর অন্ত নেই। আহা, এ সময় ওয়াজিরিদের সঙ্গে নিয়ে মুভিরো যদি এখানে থাকত; অথবা সোনালী সিংহ জাদ্-বাল্-জা যদি এসে হাজির হত; তাহলে হয় তো টারজনের উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হত। কিন্তু তারা তো এখন অনেক দূরে।

এই সব ভাবতে ভাবতেই নীচের গ্রাম থেকে একটা অদ্ভুত হুংকার তার কানে এসে লাগল। ওটা কিসের শব্দ ভাল করে বুঝতে না পেরে আদিবাসীরাও ভয়ে আঁতকে উঠল। জঙ্গলের অন্ধকারে অনেক দূর থেকে ভেসে-আসা এ ধরনের রহস্যময়, ভয়-জাগানো ডাক তারা আগেও শুনেছে, কিন্তু আগে কখনও গ্রামের এত কাছ থেকে শোনে নি; এ যে প্রায় গ্রামের মধ্যে।

যে দুটি বামন বন্দী দৈত্যটির পাহারায় ছিল তারাই ছুটতে ছুটতে এসে জানাল, শব্দটা এসেছে তাদেরই সেই ফাঁকা ঘরটার ভিতর থেকে। তাদের চোখ বিস্ফারিত, শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "যাকে আমরা বন্দী করেছি সে মানুষ নয়, একটা দৈত্য। এখন সে একটা বড় হনুমান হয়ে বসেছে। শোননি তার হুংকার?"

অন্য আদিবাসীরাও ভয় পেয়েছে। একজন বলল, "তোমরা তাকে দেখেছ? দেখতে কেমন?"

"তাকে আমরা দেখি নি, তবে গলা শুনেছি।"

"যদি দেখই নি তাহলে জানলে কেমন করে যে সে একটা বড় হনুমান হয়েছে?"

পাহারাদার বলল, "বললাম তো তার গলা শুনেছি। সিংহ যখন ডাকে তখন কি তুমি বাইরে গিয়ে দেখে তবে তাকে চেন?"

লোকটি মাথা চুল্‌কাতে লাগল। তবু বলল, "তাকে ভাল করে দেখলে নিশ্চিত হতে পারতে।"

পাহারাদারটি বলল, "যাও না, গিয়ে দেখে এস।" লোকটি চুপ করে গেল।

এই সমস্যাটাই বামনদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। কে যে সে ঘরে ঢুকে বড় হনুমানকে দেখে আসবে সেটা স্থির করতেই ঘণ্টাখানেক কেটে গেল।

সেই ফাঁকে নকিমা গাছ থেকে নেমে গ্রামের পিছন দিক থেকে বেড়া

টপ্‌কে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

এদিকে বামনদের নতুন সর্দার নিয়ালওয়া দলবল নিয়ে টারজনের ঘরটাকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলেরই হাতে বিষ-মাখানো তীর ও বর্শা। নিয়ালওয়ার সংকেত পেলেই সেই সব ছোঁড়া হবে। টারজনের জীবন মুহূর্তকালের সুতোয় ঝুলছে। এমন সময় বেড়ার ওপাশ থেকে ভেসে এল অনেক ক্রুদ্ধ কণ্ঠের গর্জন। নিয়ালওয়ার মুখের হুকুম তার ঠোঁটে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

চীৎকার করে সে বলে উঠল, "ও কি?"

বেড়ার দিকে তাকিয়ে বামনরা সভয়ে দেখল, কালো কালো সব মূর্তি বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকছে। সকলেই একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল, "দৈত্যরা আসছে!"

আর একজন চেঁচিয়ে বলল, "ওরা সব জঙ্গলের লোমশ মানুষের দল।"

হাতের বর্শা ছুঁড়ে ফেলে বামনরা পালাতে লাগল। একটা বাড়ির ছাদে উঠে নকিমা চেঁচাতে শুরু করে দিল, "এই পথে! এই পথে জু-টো! গোমাঙ্গানির বাসায় এখানেই আছে অরণ্যরাজ টারজন।"

একটা প্রকাণ্ড, থল্‌থলে মূর্তি সেই বাড়িটার দিকে দুলে দুলে এগোতে লাগল। যেমন চওড়া তার কাঁধ, তেমনি লম্বা তার হাত। তার পিছু নিল আধা ডজন মস্ত বড় বড় গোরিলা।

টারজন ডাক দিয়ে বলল, "এখানে! টারজন এখানে আছে জু-টো!"

বড় গোরিলাটা নীচু হয়ে দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। তার ভিতর দিয়ে তার প্রকাণ্ড শরীর ঢুকল না। দুই হাত দিয়ে দরজার চৌ-কাঠ ধরে গোটা বাড়িটাকেই মাটি থেকে তুলে নিজের পিঠের উপরে আছড়ে ভেঙে ফেলল।

টারজন হুকুম করল, "আমাকে জঙ্গলে নিয়ে চল্।"

জু-টো তাকে কোলে করে বেড়ার কাছে নিয়ে গেল। রাগে গর্-গর্ করতে করতে অন্য গোরিলারাও তাকে অনুসরণ করল। মানুষের গন্ধ তাদের ভাল লাগছে না। তারা যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। মুহূর্তকাল পরেই তারা জঙ্গলের ঘন অন্ধকারে মিশে গেল।

২০—"আমি তোমাকে ঘৃণা করি"

বামনদের গ্রাম থেকে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার দেহের উষ্ণ স্পর্শে বুড়ো টাইমার বার বার রোমাঞ্চিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সে তাকে কোলেই নিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মুহূর্তের জন্য বিপদ-আপদ সব ভুলে গেল। মেয়েটিকে সে খুঁজে পেয়েছে! তাকে উদ্ধার করতে পেরেছে! সেই খুশিতেই সে মশ্‌গুল।

গ্রাম থেকে কিছুদূর যাবার পরে বুড়ো টাইমার মেয়েটিকে মাটিতে শুইয়ে দিল; তার বাঁধন কেটে দিতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও সে বলে নি; বলতে পারে নি; বুকের ভিতরটা কেবলই ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করেছে।

বাঁধন কেটে দিয়ে মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে সে প্রথমেই বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ঠিক সময়ে আমি পৌঁছেছিলাম।"

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলল, "তুমি কে? দেখছি তুমি একজন সাদা মানুষ!"

"আমি কে বলে তোমার ধারণা?"

"বোবোলো।"

বুড়ো টাইমার হেসে বলল, "আমি এমন একটি মানুষ যাকে তুমি পছন্দ কর না।"

"ওহো! তাহলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তুমি আমাকে বাঁচালে কেন? তুমি আমাকে পছন্দ কর নি বলেই তো আমিও তোমাকে পছন্দ করি নি।"

"এস আমরা সে সব কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে পরিচয় করি।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট করলে কেন?"

"কারণ আমি—" বুড়ো টাইমার একটু ইতস্তত করে বলল, "কারণ একটি সাদা মেয়েকে সেই শয়তানদের হাতে ছেড়ে দিতে আমি পারি নি।"

"এখন আমরা কি করব? কোথায় যাব?"

"সকালের আগে কিছুই করা যাবে না। তখন আমরা শিবিরে যাবার চেষ্টা করব। একবার যদি নদীতে পৌঁছতে পারি তাহলে শিবিরের পথ খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। আসলে রেবেগার গ্রাম খুঁজতে বেরিয়েই আজ আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম।

মেয়েটি বলল, "আচ্ছা, বোবোলো যখন আমাকে ডোঙ্গা থেকে তুলে নিয়ে গেল, তারপর তোমার কি হল?"

"ওরা আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেল।"

মেয়েটি শিউরে উঠল। "সেখান থেকে কেমন করে পালালে?"

বুড়ো টাইমার বলল, "সে এক অলৌকিক ঘটনা। এখনও আমি ঠিক

বুঝে উঠতে পারি নি। মন্দিরের বরগার উপর থেকে কে যেন কথা বলল। সে নাকি কোন আদিবাসীর মুজিমো। জান তো, মুজিমো একরকম প্রেতাত্মা। সেই সুঠাম চেহারার সাদা মানুষটি একটা থাম বেয়ে নেমে এসে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের নাকের ডগার সামনে দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে নদীতে এসে একটা ডোঙ্গায় চাপল।"

"তাকে আগে কখনও দেখেছ?"

"না। এ যেন এক আধুনিক রূপকথা; বামনদের গ্রামে সেই রক্ত-খাকি বুড়ি শয়তানীটার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে আমি যখন ছুটে গিয়েছিলাম তখন যা ঘটেছিল ঠিক সেই রকম।"

"কি ঘটেছিল তখন?"

"সেও এক অলৌকিক ঘটনা।"

"কি রকম?"

"শয়তানী বুড়িটা যখন তোমার চুলের মুঠি ধরে ছুরিটা তুলল তোমাকে খুন করতে, ঠিক তখনই একটা তীর এসে বিঁধল তার বুকে; বুড়ি মাটিতে পড়ে গেল। আমি ছুটে যেতেই সৈনিকরা আমাকে বাধা দিল; সঙ্গে সঙ্গে তীরবিদ্ধ হয়ে তাদের তিন-চারজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কে যে তীর ছুঁড়ল কিছুই বুঝতে পারলাম না; কাউকে দেখতেও পেলাম না।"

কথা বলতে বলতে আরও এক ঘণ্টা অন্ধকারে হেঁটে তারা থামল। বুড়ো টাইমার বলল, "এবার গাছে চড়ে বিশ্রাম নেওয়া যাক। তারপর কি করা হবে সেটা কাল দেখা যাবে।"

দুটো গাছে চড়ে দো-ডালার উপর ডালপালা বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করা হল। একটু পরে ঘুম-ঘুম গলায় মেয়েটি বলল, "এখন আমি কত সুখী। জীবনে যে আর কখনও সুখী হতে পারব তা তো ভাবিই নি। আর এই সুখের কারণ, তোমার কাছে থেকে বড়ই নিরাপদ বোধ করছি।"

লোকটি জবাব দিল না। ভাবল, "মেয়েটার এ সব কথার মানে কি?"

মেয়েটি আবার বলল, "কী আশ্চর্য ব্যাপার!"

"কোন্‌টা আশ্চর্য?"

"তুমি যখন আমার শিবিরে এসেছিলে তখন তোমাকে দেখে কত ভয় পেয়েছিলাম, আর এখন তুমি কাছে না থাকলেই ভয় করে। অবশ্য তখন তুমি সত্যি খুব ভাল মানুষ ছিলে না; এখন অনেক পাল্টে গেছ।"

লোকটি কোন কথা বলল না। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠেছে। তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি উঠে বসে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে-চোখে হতেই মেয়েটি হাসল। আহা, একটুখানি হাসি মানুষের জীবনে কত পরিবর্তনই না আনতে পারে!

মেয়েটি "সুপ্রভাত!" বলতেই বুড়ো টাইমারও হেসে বলল, "ভাল ঘুম হয়েছে?"

"সারা রাত ঘুমিয়েছি। লোকজনরা আমাকে ছেড়ে যাবার পরে এই প্রথম নিশ্চিন্তে ঘুমলাম।"

গাছ থেকে নেমে দুজন আবার হাঁটতে শুরু করল।

একসময় মেয়েটি বলল, "কী আশ্চর্য, তোমার নামটাও তো জানা হয় নি।"

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে লোকটি বলল, "কিড আমাকে বুড়ো টাইমার বলে ডাকে।"

মেয়েটি আপত্তি জানাল, "ওটা তো কোন নাম হল না, তাছাড়া, তুমি তো বুড়ো নও।"

লোকটি বলল, "ধন্যবাদ, কিন্তু মানুষের অনুভূতি যদি বয়সের মাপকাঠি হয় তাহলে আমি সকলের চাইতে বুড়ো।"

মেয়েটি আবার বলল, "বুড়ো টাইমার কোন নাম নয়; ও নামে তোমাকে ডাকতে পারব না।"

"আসল নামটা আরও খারাপ; ঠাকুর্দার নামে আমার নাম রাখা হয়েছিল; আর ঠাকুর্দাদের নাম প্রায়ই অদ্ভুত হয়।"

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। "তা ঠিক; আমার নাম ছিল এব্‌নার। আর তোমার নাম কি ছিল?"

"হাইরাম; কিন্তু বন্ধুরা ডাকত 'হাই' বলে।"

"কিন্তু আমি তো 'হাই' বলে ডাকতে পারব না।"

"কেন পারবে না? আশা করি, আমরা বন্ধু হয়েছি।"

মেয়েটি বলল, "ঠিক আছে, 'হাই' বলেই ডাকব।"

লোকটি খুশি হয়ে বলল, "তোমার নামটা?"

"আদিবাসীরা আমাকে 'কালি বাওয়ানা' বলে ডাকে।"

"কিন্তু আমি তো আদিবাসী নই।"

মেয়েটি বলল, "কালি নামটা আমার পছন্দ; আমাকে কালি বলেই ডেকো।"

বুড়ো টাইমার আবেগের সঙ্গে ডাকল, "কালি! কালি!"

মেয়েটি তার হাতে হাত রাখল। তার নরম, গরম হাতের ছোঁয়ায় যেন বারুদে আগুনের ছোঁয়া লাগল। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিল। মেয়েটি বাধা দেবার আগেই দুজনের ঠোঁট পরস্পরকে স্পর্শ করল। মেয়েটি বুড়ো টাইমারকে কিল মেরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, "তোমার—তোমার সাহস তো কম নয়! আমি তোমাকে ঘৃণা করি।"

বুড়ো টাইমার মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে

দুজন দুজনকে দেখতে লাগল।

মেয়েটি আবার বলল, "আমি তোমাকে ঘৃণা করি।"

তার জলন্ত চোখের দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ো টাইমার বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি কালি। আমার কালি!"

২১—যেহেতু নেনেনে ভালবেসেছিল

গভীর জঙ্গলে বাস করে দুই বড় গোরিলা বন্ধু—জু-টো আর গা-ইয়াট। দলের সর্দার যদিও জু-টো, তবু গায়ে-গর্দানে গা-ইয়াট অনেক বেশী ভারী। তারা দুজনই আবার টারজনেরও পুরনো বন্ধু। টারজনকে নিজেদের দেশে পেয়ে তারা খুব খুশি। তার মুখ থেকে সাহায্যের হুংকার শুনে তাই তারা সদলবলে ছুটে গিয়েছিল টারজনকে উদ্ধার করতে।

বন্দী টারজনকে তুলে নিয়ে গ্রাম থেকে অনেক দূরে নদীর ধারে তারা থামল। একটা গাছের ছায়ায় নরম ঘাসের উপর তাকে শুইয়ে দিল। কিন্তু তার হাত-পায়ের তারের বাঁধন কিছুতেই খুলতে পারল না। অনেক চেষ্টা করল। নকিমাও চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না। তবে অনেক চেষ্টার পরে নকিমা দাঁতে কেটে তার হাত-পায়ের দড়ির বাঁধন কেটে ফেলল; কিন্তু তারের বাঁধন রয়েই গেল। তাতে দাঁত বসানো গেল না।

নকিমা ও গা-ইয়াট খাদ্য-পানীয় এনে দিল। হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে গোরিলারাই তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এভাবে বন্দী হয়ে অসহায়ভাবে কতদিন থাকা যায়। টারজন বন্ধন-মুক্তির উপায়ের কথা ভাবতে লাগল। একটা মতলব মাথায় আসতেই গা-ইয়াটকে কাছে ডাকল।

বলল, "গা-ইয়াট তো কাউকে ভয় করেনা।"

গা-ইয়াট বলল, "কাউকে না। গা-ইয়াট সকলকে মারে।"

"গা-ইয়াট তো গোমাঙ্গানিকেও ভয় করে না।"

"গা-ইয়াট কাউকে ভয় করে না।"

"যে তার দিয়ে টারজনকে বাঁধা হয়েছে তা খুলতে পারে একমাত্র টার্মাঙ্গানি বা গোমাঙ্গানি।"

"গা-ইয়াট দুজনকেই মেরে ফেলবে।"

টারজন বাধা দিয়ে বলল, "না। গা-ইয়াট গিয়ে একজনকে এখানে নিয়ে আসুক। সেই টারজনের বাঁধন খুলে দেবে। মেরো না। এখানে নিয়ে এসো।"

একটু চিন্তা করে গা-ইয়াট বলল, "গা-ইয়াট বুঝতে পেরেছে।"

টারজন বলল, "তাহলে চলে যাও।" আর একটা কথাও না বলে গা-ইয়াট হেলে-দুলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাঁচজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে কিড হাজির হল নদীর উত্তর তীরে বোবোলোর গ্রামের বিপরীৎ দিকে। সেখান থেকে ইসারা করতেই ও-পার থেকে কিছু লোক এল ডোঙা নিয়ে। ব্যবসা-সূত্রে তারা অনেকেই কিডকে চেনে। সকলকে নিয়ে ডোঙা গ্রামে ফিরে এল।

বোবোলোর সামনে উপস্থিত হয়ে কিড বোবোলোর কুশল জানতে চাইল। বোবোলো কিন্তু কোন রকম বন্ধুত্বের ভাব না দেখিয়ে রূঢ় গলায় জিজ্ঞাসা করল, "সাদা মানুষটা কি চায়?"

বন্ধুর এই পরিবর্তন দেখে কিড অবাক হয়ে গেল। সম্মানসূচক "বাওয়ানা" শব্দটা তো ব্যবহার করলই না, উপরন্তু তার মুখের "সাদা মানুষটা" শব্দ দুটোতে কেমন যেন তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ পেল।

তবু সে নরম গলায় বলল, "আমি তোমার কাছে এসেছি বুড়ো বাওয়ানাকে খোঁজার ব্যাপারে তোমার সাহায্যের আশায়। আমার চাকররা বলছে, গাটো মুঙ্গুর গ্রামে ঢুকে সে আর ফিরে আসে নি।"

বোবোলো বলল, "তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন? গাটো মুঙ্গুর কাছে যাও।"

"তুমি আমাদের পুরনো বন্ধু; তাই তোমার সাহায্য পাব বলে এসেছি।"

"আমি কি সাহায্য করব? তোমার বন্ধুর কথা আমি কিছুই জানি না।"

"গাটো মুঙ্গুর গ্রামে যেতে তুমি আমার সঙ্গে কিছু লোক দিতে পার।"

বোবোলো সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তার জন্য কি দেবে?"

"এখন তো কিছু দিতে পারব না। হাতির দাঁত পেলে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব।"

বোবোলো নাক সিঁট্‌কে বলল, "তোমার সঙ্গে পাঠাবার মত লোক আমার নেই। তুমি কেমন লোক হে? একজন সর্দারের কাছে এসেছ, অথচ কোন নজরানা আনো নি।"

কিড রাগে সংযম হারিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল, "ব্যাটা বুড়ো শয়তান। ভেবেছিস, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলে তুই পার পেয়ে যাবি! কাল সকালে আমি আবার আসব; তখন বোঝাপড়া হবে।"

বোবোলোও পাল্টা জবাব দিল, "এই—সকলে মিলে এদের পাকড়াও কর তো।"

কিড ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "তার আগে একটা কথা শুনে রাখো। ঘাঁটিতে

লোক পাঠিয়ে খবর দিয়ে তবে আমরা এখানে এসেছি। সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা এখুনি এসে পড়বে। অতএব বুঝতেই তো পারছ বোবোলো, আমার কোন ক্ষতি করলে অনেক দুঃখ আছে তোমার কপালে।"

বোবোলোর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই কিড ফটকের দিকে পা বাড়াল। কেউ তাদের বাধা দিল না। গ্রামের বাইরে গিয়ে তার মুখে হাসি দেখা দিল; কারণ সে কোন সংবাদই কোথাও পাঠায় নি, আর কোন সৈন্য-সামন্তও আসছে না। সবটাই ধাপ্পা।

বোবোলোর হুমকির পরোয়া যে সে করে না সেটা বোঝাবার জন্য কিড গ্রামের বাইরেই ছাউনি ফেলল। কিছু গ্রামের মানুষ কাপড়ের বদলে তাদের খাদ্য ও পানীয় এনে দিল। তাদের সঙ্গে কিডের পরিচিত একটি মেয়েও এসেছে। মেয়েটি কিডকে মনে মনে ভালবাসে।

সন্ধ্যার পরে মেয়েটি লুকিয়ে আবার তার কাছে এল। অসময়ে তাকে দেখে কিড চমকে উঠল। বলল, "আরে নেনেনে, তুমি এখানে?"

"চুপ!" মেয়েটি তাকে সতর্ক করে দিল। "আমার নাম করোনা। এখানে এসেছি জানলে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।"

"ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার খুব খারাপ। কাল বোবোলো তোমার সঙ্গে কিছু লোক দেবে। মুখে বলবে, তারা তোমার সঙ্গে গাটো মুঙ্গুর গ্রামে যাবে, কিন্তু আসলে তা নয়। নদীতে পৌঁছবার পরে ওরা তোমাকে ও তোমার লোক-জনদের মেরে কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেবে। তারপর সাদা মানুষরা এলে তাদের বলবে যে তোমরা গাটো মুঙ্গুর গাঁয়ে চলে গেছ; কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা কোন গ্রামই দেখতে পাবে না, কারণ উটেঙ্গারা সে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। বোবোলো যে তাদের মিথ্যে বলেছে সে কথা বলে দেবার মত কেউ সেখানে নেই।"

"গাটো মুঙ্গুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে! তাহলে বুড়ো বাওয়ানার কি হয়েছে?"

"তা আমি জানি না; তবে সে গ্রামে কেউ নেই। মনে হচ্ছে বুড়ো বাওয়ানা মারা গেছে। শুনেছি চিতা-মানুষরা তাকে মেরে ফেলেছে। বোবোলো চিতা-মানুষদের খুব ভয় পায়, কারণ তাদের সাদা সন্ন্যাসিনীকে সে চুরি করে এনেছে।"

"সাদা সন্ন্যাসিনী! কী বলছ তুমি?" কিড সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ, তাকে যে আমি এখানে দেখেছি। বোবোলো তাকে এনেছিল বৌ করবে বলে, কিন্তু উবুগা তাকে কিছুতেই রাখতে দেয় নি; বাধ্য হয়ে বোবোলো তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে।"

"এসব কবে হল?"

"তিন দিন আগে ; চার দিনও হতে পারে। ঠিক মনে নেই।"

"এখন সে কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে যাব।"

নেনেনে জবাব দিল, "তুমি কোনদিনই তাকে দেখতে পাবে না ; কেউ দেখতে পাবে না।"

"কেন?"

"কারণ তাকে পাঠানো হয়েছে বামনদের দেশে।"

"সে দেশ কোথায়?"

নেনেনের চোখে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। কঠিন গলায় প্রশ্ন করল, "সে দেশে গিয়ে তুমি সাদা মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে চাও?"

নেনেনের এই আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে কিড ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপি চুপি বলল, "কাউকে বলো না নেনেন ; সেই সাদা মেয়েটি আমার বোন ; তাকে উদ্ধার করতেই হবে।"

নেনেনে যেন স্বস্তির সঙ্গে বলে উঠল, "তোমার বোন! ঠিক, এবার মনে পড়ছে সেও দেখতে ঠিক তোমার মত। তার চোখ-নাকও তোমার মত।"

উদ্গত হাসি চেপে কিড বলল, "আমরা দুজন একই রকম দেখতে। এবার বল, সে গ্রামটা কোথায়?"

নেনেনে সাধ্যমত রেবেগার গ্রাম ও তার পথের বর্ণনা দিয়ে বলল, "তুমি যদি নিয়ে যাও তো আমিও তোমার সঙ্গে যাব। এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না। বাবা আমাকে এক বুড়োর কাছে বেচে দেবে ; তাকে আমার একেবারেই পছন্দ না। আমি তোমার সঙ্গে যাব, তোমার রান্নাবান্না করে দেব ; যতদিন বাঁচব তোমার কাছেই থাকব।"

কিড বলল, "এখন তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারি না ; হয়তো অনেক লড়াই-টড়াই হবে। পরে নিয়ে যাব।"

মেয়েটি বলল, "তাহলে পরেই নিয়ো। এখন আমি যাই। ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।"

ভোর হতে না হতেই কিড সদলে রেবেগার গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। সঙ্গীদের বলল, হাতির দাঁতের খোঁজে যাচ্ছে। সত্য কথা বললে হয়তো তার সঙ্গে যেতেই রাজী হত না।

২২—বিপদের অগ্নি-পরীক্ষা

বুড়ো টাইমার ও মেয়েটি নিঃশব্দে অনেক পথ হাঁটল। কারও মুখে কথা নেই। থমথমে ভাব। কালি বাওয়ানা হাঁটছে একটু পিছনে থেকে। বারবার সে লোকটিকে দেখছে। কি যেন গভীর চিন্তায় সে মগ্ন।

একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে বুড়ো টাইমার থামল। পাশেই নদী। নদীর তীরে একটা বড় গাছ। বলল, "এখানেই আমরা বিশ্রাম নেব।"

মেয়েটি কিছুই বলল না।

গাছের ডালপালা ও পাতা দিয়ে একটা আস্তানা বানাতে শুরু করে দিল বুড়ো টাইমার। তা দেখে কালি বাওয়ানাও সে কাজে হাত লাগাল। কাজ হয়ে গেলে দুজনে মিলে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাল। কারও মুখে কথা নেই।

প্রথম কথা বলল টাইমার, "যতক্ষণ একটা ধনুক ও তীর বানাতে না পারছি ততক্ষণ অল্পসল্প খেয়েই কাটাতে হবে।"

মেয়েটা এবারও কোন কথা বলল না। সেও বেরিয়ে পড়ল তীর-ধনুক বানাবার উপযোগী জিনিসের খোঁজে। ফিরে এসে লোকটি ছুরি দিয়ে কেটে কোন রকমে একটা ধনুক বানাল; একরকম শক্ত লতা দিয়ে ধনুকের মুখ বাঁধল; তারপর তীর বানাতে বসে গেল। মেয়েটি বসে বসে তার কুশলী আঙুলের কাজ দেখতে লাগল। মাঝে মাঝেই সে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে; কিন্তু লোকটি মুখ তুলে তাকাতেই চোখ নামিয়ে নেয়।

নদীর কিছুটা উজানে একটা ছোট জঙ্গলের এক প্রান্ত থেকে দুটি চোখ তাদের উপর নজর রেখেছে। ঘন ভুরুর নীচে টকটকে লাল দৃঢ়বদ্ধ চোখ। কর্মরত নরনারী দুজনের কিন্তু সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। নিজেদের কাজ নিয়েই তারা ব্যস্ত।

এক সময় জঙ্গলের দিকে চোখ পড়তেই মেয়েটি চীৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"হা ঈশ্বর! দেখ! দেখ!"

চীৎকার শুনেই লোকটিও চোখ তুলে তাকাল। পরক্ষণে সেও লাফিয়ে উঠে বলল, "পালাও! ঈশ্বরের দোহাই কালি, পালাও!" মেয়েটি কিন্তু পালাল না। ছোট লাঠিটা হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। একটা বড় মুগুর হাতে নিয়ে লোকটিও অপেক্ষা করতে লাগল।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে দুলতে দুলতে তাদের দিকে এগিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড

গোরিলা। এতবড় গোরিলা বুড়ো টাইমার আগে কখনও দেখে নি। মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে মিনতিভরা গলায় বলল, "কালি, দয়া করে পালাও। ঐ জন্তুটাকে আমি কিছুক্ষণ আটকে রাখতে হয়তো পারব, কিন্তু ওকে থামাতে পারব না। তুমি কি বুঝতে পারছ না কালি যে ও তোমাকেই চাইছে?" মেয়েটি তবু নড়ল না। গোরিলাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। "দোহাই তোমার!" লোকটি আবার মিনতি জানাল।

মেয়েটি বলল, "আমি যখন বিপদে পড়েছিলাম তখন তুমি তো পালিয়ে যাও নি।"

লোকটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গোরিলাটা আক্রমণ করে বসল। বুড়ো টাইমার মুগুর দিয়ে তাকে আঘাত করল; মেয়েটিও আঘাত করতে লাগল। সব বৃথা! জন্তুটা বুড়ো টাইমারের হাত থেকে মুগুরটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অন্য হাতে আঘাত করল কালি বাওয়ানাকে; মেয়েটির মাথা ঘুরতে লাগল; যে জোরে সে আঘাত করেছিল তাতে যে কোন ষাঁড়ই অক্কা পেত, কিন্তু বুড়ো টাইমার মাঝপথে তার লোমশ হাতটাকে চেপে ধরায় এ যাত্রায় কালি বাওয়ানা বেঁচে গেলেও গোরিলাটা মুহূর্তের মধ্যে বুড়ো টাইমারকে একটা ভাঙ্গা পুতুলের মত তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

আঘাতের জের কাটিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বুঝল সে একেবারে একা; বুড়ো টাইমার ও জন্তুটা উধাও। চেঁচিয়ে ডাকল; কোন সাড়া নেই। ভাবল, তাকে খুঁজতে যাবে, কিন্তু তারা কোন্ পথে গেছে তাই তো সে জানে না। তাহলে? এই প্রথম কালি বাওয়ানার মনে একটা নতুন অনুভূতি জাগল। এই মানুষটি তো তারই মানুষ। সেই তো তাকে ডেকেছিল—"আমার কালি!"

একটি ছোট ঘটনা তার মনে কী পরিবর্তনই না এনে দিল। কিছু-দিন আগেও এই মানুষটির শতছিন্ন পোশাক, তার অবিন্যস্ত দাঁড়ি, তার নোংরা শরীর—সব কিছুর প্রতি কী দারুণ বিতৃষ্ণাই না তার ছিল। আর এখন সেই মানুষটিকেই ফিরে পাবার জন্য একটা পৃথিবীকে দিতেও সে প্রস্তুত। সে মানুষটিকে ভালবাসে—শতছিন্ন পোশাকে আবৃত দেহ একটি নামগোত্রহীন মানুষকে।

অরণ্যরাজ টারজন ভাগ্যের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। হাত-পায়ের যে বন্ধন আচ্ছেদ্য তাকে ছিন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে শক্তিক্ষয় করে নি, আবার অকারণ অনুশোচনার গ্লানিও ভোগ করে নি। সে চুপচাপ শুয়ে থাকে। নকিমাও মন-মরা হয়ে তার পাশেই বসে থাকে।

বেলা পড়ে আসছে। এমন সময় কার যেন পদধ্বনি টারজনের কানে এল। নকিমা বা বড় গোরিলা সে শব্দ শোনার আগেই সে শুনতে পেল; সঙ্গে সঙ্গে গর-র্, গর-র্ শব্দ করে সে সকলকে সজাগ করে দিল। লোমশ জন্তুগুলো কান খাড়া করল। মেয়ে জন্তুগুলোও এসে হাজির হল।

একটা প্রকাণ্ড মূর্তি হেলে-দুলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সে গা-ইয়াট। তার এক বগলে একটা মানুষ।

বুড়ো টাইমারকে নিয়ে গা-ইয়াট টারজনের সামনে মাটিতে নামিয়ে দিল। বলল, "আমি গা-ইয়াট। এই নাও একটা টার্মাঙ্গানি। কোন গোমাঙ্গানির দেখা পেলাম না।"

গোরিলারা ক্রমেই বুড়ো টাইমারের কাছাকাছি আসতে লাগল। গোরিলাদের এত বড় দল সে আগে কখনও দেখে নি; গোরিলা যে এত বড় হয় তাও সে জানত না। হয়তো এগুলো গোরিলাই নয়; এরা গোরিলার চাইতে অনেক বেশী মানুষের মত দেখতে। আদিবাসীরা এই সব লোমশ মানুষদের কথা বলে বটে, কিন্তু সে সব গল্প সে বিশ্বাস করত না। সে আরও দেখল, হাত-পা বাঁধা একটি অসহায় সাদা মানুষ গোরিলাদের মাঝখানে শুয়ে আছে। প্রথমে সে তাকে চিনতে পারে নি। ভাবল, সেও হয়তো এই সব বন-মানুষদের হাতে বন্দী। বন-মানুষটা যে কালির বদলে তাকে ধরে এনেছে সে জন্য সে কৃতজ্ঞ। বেচারী কালি! না জানি তার কপালে কি ঘটেছে!

গোরিলারা বুড়ো টাইমারকে ঘিরে ধরেছে। তাদের উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। সে বেশ বুঝল, তার শেষের দিন সমাগত। তার পরই—কী আশ্চর্য! পাশেই মানুষটি গর্জন করে উঠল; ঠোঁট উল্টে যাওয়ায় তার ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। বলল, "সাবধান"! এই টার্মাঙ্গানি টারজনের সম্পত্তি; কেউ তার কোন ক্ষতি করো না।"

গা-ইয়াট ও জু-টো ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য সব গোরিলাদের তাড়িয়ে দিল। বুড়ো টাইমার অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। টারজনের কথা সে বুঝতে পারে নি; সে যে গোরিলাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে এটা তার বিশ্বাস হয় না; কিন্তু নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করবে কেমন করে?

গম্ভীর নীচু গলায় ইংরেজি ভাষায় কে যেন বলে উঠল, "এক বিপদ পার হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আর এক বিপদে পড়েছ।"

বুড়ো টাইমার বক্তার দিকে ফিরে তাকাল। গলাটা যেন চেনা-চেনা লাগছে। এতক্ষণে চিনতে পেরেই সোল্লাসে বলে উঠল, "তুমিই তো আমাকে মন্দিরের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলে!"

"আর এখন আমিই পড়েছি বিপদে," টারজন বলল।

বুড়ো টাইমার বলল, "বিপদ তো দুজনেরই। ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে বলে তোমার ধারণা?"

"কিছুই করবে না" টারজন বলল।

"তাহলে আমাকে এখানে এনেছ কেন?"

টারজন বলল, "আমিই ওদের বলেছিলাম একটি মানুষকে ধরে আনতে। ঘটনাক্রমে তোমাকেই সে প্রথম দেখতে পেয়েছিল।"

"ওই জানোয়ারটাকে তুমি পাঠিয়েছিলে? তুমি যা বল তাই ওরা করে? তুমি কে? আর কেনই বা একটা মানুষকে আনতে ওকে পাঠিয়েছিলে?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন। আমার হাত-পায়ের এই তারের বাঁধন-গুলি খুলতে পারে এরকম একজনকে আমার প্রয়োজন। এইসব গোরিলা বা নকিমাকে দিয়ে সে কাজটা হয় নি।"

বুড়ো টাইমার বলে উঠল, "তুমিই অরণ্যরাজ টারজন! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আদিবাসীদের উপকথার এক নায়ক।" বলতে বলতেই সে অতি সহজে টারজনের হাত-পায়ের তামার তারের বাঁধন খুলতে লাগল।

টারজন শুধাল, "সেই সাদা মেয়েটির কি হল? তুমি তো তাকে নিয়ে বামনদের গাঁ থেকে বেরিয়ে গেলে, কিন্তু আমি পারলাম না, বেঁটে শয়তানরা আমাকে আটক করল।"

"তুমি সেখানে ছিলে! ওহো, এবার বুঝতে পেরেছি; তুমিই তীরগুলি ছুঁড়েছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"তারা তোমাকে ধরল কেমন করে, আর তুমি ছাড়াই বা পেলে কেমন করে?"

"আমি ছিলাম একটা গাছের উপরে। ডালটা ভেঙে পড়ল। মুহূর্তের জন্য আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। সেই সুযোগে তারা আমাকে বেঁধে ফেলে।"

"ঠিক বটে। গ্রাম ছেড়ে আসার সময় একটা মড়-মড় শব্দ শুনেছিলাম।"

টারজন বলল, "নিঃসন্দেহে বড় গোরিলাদের আমি ডেকেছিলাম, আর তারাই গিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে এসেছে। ভাল কথা, সাদা মেয়েটি কোথায়?"

"আমরা দুজন শিবিরের দিকেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় গোরিলাটা আমাকে পাকড়াও করল," বুড়ো টাইমার বলল। "সেখানে, সে এখন একা রয়েছে। তার খুলে দেবার পরে আমি তার কাছে ফিরে যেতে পারব তো?"

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব। জায়গাটা কোথায়? চিনতে পারবে তো?"

"বেশী দূর নয়, কয়েক মাইলের বেশী হবে না; তবু খুঁজে নাও পেতে পারি।"

"আমি পারব," টারজন বলল।

"কেমন করে ?" বুড়ো টাইমার শুধাল।

"গা-ইয়াটের পায়ের ছাপ দেখে ; সেটা এখনও স্পষ্ট আছে।"

বুড়ো টাইমার তখন টারজনের কব্জির তার খুলে গোড়ালির তার খুলতে ব্যস্ত। একমুহূর্ত পরেই টারজনের বন্ধন-মুক্তি ঘটল। একলাফে সে উঠে দাঁড়াল।

"চলে এস!" গা-ইয়াট যেখানে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই দিকটা দেখিয়ে টারজন জোর-কদমে ছুটল।

বুড়ো টাইমার তার সঙ্গে সমান তালে ছুটতে পারল না ; ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। বলল, "তুমি এগিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে সমান গতিতে আমি ছুটতে পারছি না। কিন্তু সময় নষ্ট করা চলবে না। মেয়েটি সেখানে একা রয়েছে।"

টারজন আপত্তি জানিয়ে বলল, "একা রেখে গেলে তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।" নকিমাকে ডাকতেই সে গাছ থেকে লাফ দিয়ে টারজনের কাঁধে এসে বসল। টারজন বলল, "তুমি টার্মাঙ্গানির কাছে থাক। ওকে পথ দেখিয়ে আমার পিছু পিছু নিয়ে এস।"

দুজনকে আলাপ করতে দেখে বুড়ো টাইমার তো অবাক। মানুষ আর বানরে কথা বলছে, এ যে অবিশ্বাস্য অথচ যা সে চোখে দেখছে, কানে শুনছে তাতো মায়া নয়, খাঁটি সত্য ঘটনা।

অসহায় সংকটে পড়ে কালি বাওয়ানা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। লোকটি যখন বামনদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করে আনল তখন তবু তার মনে কিছুটা স্বস্তির ভাব এসেছিল ; তার সঙ্গে তুলনায় এখনকার পরিস্থিতি আরও অসহ্য মনে হতে লাগল। পরন্তু, বিপদের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত দুঃখ।

বুড়ো টাইমার যে অস্থায়ী আস্তানাটা তার জন্য বানিয়েছিল সে দিকে তাকিয়ে মেয়েটির দুই গাল বেয়ে চোখের জল ঝরতে লাগল। তার হাতের তৈরি ধনুকটা তুলে তাতে ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না। এ-কথা ভাবতেই অবরুদ্ধ কান্নায় তার গলা আটকে এল। অনেক-অনেক দিন সে কাঁদে নি। সাহসের সঙ্গে কত দুঃখ, দুর্দশা ও বিপদের মোকাবিলা করেছে ; কিন্তু এখন আস্তানার ভিতরে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সব কিছুই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। জেরির সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গেছে। দুঃখে ও অনুশোচনায় এখন তারই মূল্য তাকে শুধতে হচ্ছে!

বেশ কিছু সময় সেখানে শুয়ে হা-হুতাশ করল। তারপর এক সময় বুঝল এতে কোন ফল হবে না। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এই শেষ আঘাতের পরেও থেমে যাওয়া চলবে না। এখনও সে বেঁচে আছে, অথচ জেরিকে খুঁজে পায় নি। তাকে এগিয়ে যেতে হবে। নদীতে পৌঁছতে হবে। যেমন করে হোক নদী পার হতে হবে। বুড়ো টাইমারের শিবির খুঁজে বের করতে হবে। তার অংশীদারটির সাহায্য নিতে হবে কিন্তু তার জন্ত তো খাদ্য চাই; বলকারক মাংস চাই। এই দুর্বল দেহ নিয়ে সে তো চলতে পারবে না। যে ধনুকটা সে তৈরি করে রেখে গেছে সেটার সাহায্যেই তাকে মাংসের ব্যবস্থা করতে হবে। তীরগুলি নিতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। এখনও শিকারের সময় পার হয়ে যায় নি।

ঘর থেকে বেরিয়েই সে চমকে উঠল। ওটা কি? মনে মনে এই ভয়ই সে করছিল। জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে একটা চিতাবাঘ তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চিতার হলুদে চোখ দুটি তার উপর পড়তেই তার পেটটা মাটিতে নেমে গেল, বিকৃত মুখে একটা ফ্যাচ-ফ্যাচ শব্দ হতে লাগল। জন্তুটা গুঁড়ি-মেরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে; লেজটা বেঁকে বেঁকে নড়ছে।

ক্রমেই কাছে—আরও কাছে। মেয়েটি ধনুকে তীর লাগাল। এ চেষ্টা বৃথা তা সে জানে। একটা বিধ্বংসী কামানকে এত ছোট একটা গুলিতে বিদ্ধ করা যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করতেই হবে।

চিতাটা এগিয়ে আসছে। এখন শুধু লাফিয়ে পড়ার অপেক্ষা। এমন সময় মেয়েটি দেখল, চিতাটার ঠিক পিছনে একটি মনুষ্য-মূর্তি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল—একটি দৈত্যাকার সাদা মানুষ, শুধুমাত্র কটিবস্ত্র পরিহিত।

কোন রকম ইতস্তত না করে লোকটি ছুটে আসছে চিতাটাকে লক্ষ্য করে। নরম ঘাসের উপর তার পায়ের কোন রকম শব্দও হচ্ছে না। হঠাৎ মেয়েটি সভয়ে লক্ষ্য করল, লোকটি নিরস্ত্র।

চিতা শরীরটাকে মাটি থেকে একটুখানি তুলল। পিছনের পা দুটি শরীরের নীচে টেনে আনল। এবার একটা লাফ। বাস, তাহলেই মেয়েটির ভবলীলা সাঙ্গ। ঠিক তখনই লোকটি যেন বাতাসে ভেসে এসে জন্তুটার পিঠের উপর চেপে বসল।

তারপর যা ঘটল সে অবিশ্বাস্য ঘটনা। দাগ-দাগ চামড়া ও বাদামী চামড়া, হাত ও পা, নখর ও দাঁতের অতি দ্রুত ওলোট-পালোট ও জড়াজড়ি; আর সে সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল দুটি রক্তপাগল জন্তুর বীভৎস চীৎকার।

জড়াজড়ি করতে করতে মানুষটি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। পিছন থেকে

চিতাটার গলা পেঁচিয়ে ধরে সেটাকেও টেনে তুলল। সেই মৃত্যু-মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়াতে জন্তুটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে; কিন্তু তার গলা দিয়ে এখন আর স্বর বেরুচ্ছে না। ধীরে ধীরে জন্তুটার দেহ শান্ত হয়ে এল। তখন চিতাটার গলাটা মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলে লোকটি তার মৃত-দেহটাকে মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের জন্য লোকটি তার উপর পা রেখে দাঁড়াল। গোরিলার বিজয়-চীৎকারে সারা বনভূমি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কালি বাওয়ানা শিউরে উঠল। তার শরীরের ভিতরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। একবার ভাবল এই জংলী মানুষটার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তখনই সে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; পালাবার সুযোগই হল না। ভাবল, তীর-ধনুক তো হাতেই আছে; কিন্তু তা দিয়ে কি এই মানুষটাকে ভয় দেখানো যাবে!

লোকটি কিন্তু সহজভাবেই বলল, "ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। তোমার বন্ধুটিও এখনই এসে পড়বে।" একটু থেমে বলল, "ধনুকটা নামিয়ে রাখ, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

ধনুকটা পাশে রেখে মেয়েটি বলল, "আমার বন্ধু! কে? তুমি কার কথা বলছ?"

"নাম তো জানি না। তোমার কি অনেক বন্ধু আছে?"

"বন্ধু তো একজনই আছে। কিন্তু আমি তো ভেবেছি সে মারা গেছে। একটা মস্ত গোরিলা তাকে তুলে নিয়ে গেছে।"

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, "সে ভালই আছে। এখনই আসবে।"

কালি বাওয়ানা মাটিতে বসে পড়ল। অস্ফুট স্বরে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!"

বুকের উপর দুই হাত রেখে টারজন মেয়েটিকে দেখছে। কী সুন্দর দেখতে! এই নরম শরীরে এত কষ্ট সে সহ্য করেছে? অরণ্যরাজ সাহসের প্রশংসা করে; সে জানে, যে বিপদের ভিতর দিয়ে মেয়েটি এসেছে তাতে কতখানি সাহস থাকা দরকার।

কার যেন পায়ের শব্দ কানে এল। টারজন বুঝতে পারল। পরিশ্রমের ফলে লোকটি হাঁপাচ্ছে। মেয়েটিকে দেখেই ছুটে গিয়ে বলে উঠল, "তুমি ভাল আছ?" মরা চিতাটা তার পাশেই পড়ে আছে।

"হ্যাঁ", মেয়েটি জবাব দিল।

দুজনই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কার মনে কি আছে তা কেউ জানে না। লোকটিকে নিরাপদ দেখে মেয়েটি তার মনের ভাবটা চেপেই রাখল। আবার ওদিকে বুড়ো টাইমারের কানে তখনও বাজছে কালি বাওয়ানার সেই কঠোর উক্তি, "আমি তোমাকে ঘৃণা করি!"

টারজন বলল, তাদের দুজনকে সে বুড়ো টাইমারের শিবিরে পৌঁছে দিতে পারে, অথবা নদীর ভাটিতে প্রথম থানায় তাদের রেখে আসতে পারে। মেয়েটি কিন্তু জিদ ধরল, সে শিবিরেই ফিরে যাবে; তারপর সেখান থেকে নতুন করে যাত্রার আয়োজন করবে; তখন বুড়ো টাইমার তার সঙ্গে নদীর ভাঁটিতেও যেতে পারে, অথবা জেরি জেরোমের অনুসন্ধানে তার সঙ্গীও হতে পারে।

রাত হবার আগেই টারজন মাংস নিয়ে ফিরে এল। দুজনে সে মাংস রান্না করতে বসল, আর টারজন একটু দূরে বসে শক্ত সাদা দাঁত দিয়ে কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। তার কাঁধে বসে ছোট্ট নকিমা ঘুমে ঢুলতে লাগল।

২৩—পথ-সঙ্গম

পরদিন সকালে তারা নদীর উদ্দেশে যাত্রা করল। কিছুদূর যেতেই বাতাস বইতে লাগল উত্তর দিকে। টারজন থামল। বাতাসে যেন কিসের গন্ধ।

বলল, "সামনেই আর একটা শিবির আছে; সেখানে সাদা মানুষ আছে।"

বুড়ো টাইমার বনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"আমিও পাচ্ছি না; কিন্তু আমার একটা নাক আছে।"

কালি শুধাল, "তুমি গন্ধ পাচ্ছ?"

"নিশ্চয়; আর যেহেতু আমার নাক বলছে যে ওখানে সাদা মানুষ আছে, তাই ধরে নিচ্ছি যে ওটা বন্ধু-শিবির। তবু কাছে যাবার আগে একবার ভাল করে দেখা দরকার। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর।"

এক লাফে গাছে উঠে সে চলে গেল। দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কারও কথা কেউ মুখ ফুটে বলছে না। বুড়ো টাইমারের ইচ্ছা করছে, গত কাল কালিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাওয়ার জন্য তার কাছে ক্ষমা চায়; আবার মেয়েটি চাইছে টাইমার তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খাক। তবু দুজন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল একান্ত অপরিচিতের মত।

টারজন ফিরে এসে বলল, "সব ঠিক আছে। ওখানে রয়েছে একদল সৈনিক; সঙ্গে তাদের সাদা অফিসার ও একজন অসামরিক লোক। চল! তারা হয়তো তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবে।"

সকলকে নিয়ে টারজন যখন সেখানে পৌঁছল তখন শিবির ভাঙার

কাজ চলেছে। কালো সৈনিকদের বিস্মিত চীৎকার শুনে তিনজনই বেরিয়ে এল। অসামরিক লোকটির উপর চোখ পড়তেই বুড়ো টাইমার বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কিড!"

আনন্দের একটা শব্দ করে মেয়েটি ছুটে গেল। কিডের দুই বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠল, "জেরি! জেরি!"

বুড়ো টাইমারের বুকটা বুঝি ভেঙে যাবে। জেরি! এই জেরি-জেরোম, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু! নিয়তির কী নিদারুণ পরিহাস!

শুভেচ্ছা-বিনিময় ও পরিচয়-পর্ব সমাধা হল। সকলেই যার যার কথা খুলে বলল। তখন সেনাদলের লেফ্‌টেন্যান্ট কালিকে বলল, "বেশী দিন আগের কথা নয়, আমরা গুজব শুনলাম যে তোমাদের লোকজনরা দল ছেড়ে চলে গেছে। তাদের গাঁয়ে গিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করতেই সব খবর জানতে পারলাম। তখন আমার উপর হুকুম হল, তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে। গতকাল বোবোলোদের গাঁয়ে পৌঁছে নেনেনে নামের একটি মেয়ের কাছে তোমাদের খবর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বামনদের গাঁয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, আর পথে এই যুবকটির দেখা পেলাম; পথ হারিয়ে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমাদের উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমাদের সভ্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ আমাদের আপাতত নেই।"

বুড়ো টাইমার বলল, "এখানে থাকতে থাকতেই আরও একটা কাজ তোমরা করতে পার।"

"কি কাজ?" লেফ্‌টেন্যান্ট প্রশ্ন করল।

"বোবোলোর গ্রামে দুজন পরিচিত চিতা-মানুষ আছে। আমরা তিনজনেই তাদের দেখেছি চিতা-দেবতার মন্দিরে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাদের যদি গ্রেপ্তার করতে চাও তো অনায়াসেই করতে পার।"

অফিসার বলল, "অবশ্যই গ্রেপ্তার করব। তাদের দেখলে চিনতে পারবে?"

বুড়ো টাইমার বলল, "একেবারে নির্ভুল। তাদের একজন বুড়ো ওঝা সোবিটো; অপর জন বোবোলো স্বয়ং।"

টারজন বলল, "সোবিটো! তুমি ঠিক জান?"

"যাকে তুমি মন্দির থেকে নিয়ে এসেছিলে সেই তো সোবিটো।"

অফিসার বলল, "তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করব। যাত্রার সময় হয়ে গেছে, আমরা চলি।"

টারজন মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, "আমিও এখান থেকেই চলে যাব। এবার তোমরা নিরাপদ। এদের সঙ্গে জঙ্গল ছেড়ে চলে যাও; আর কোন দিন এসো না; কোন সাদা মেয়ের একাকি এখানে আসা উচিত নয়।"

অফিসার বলল, "তোমরা এখনই চলে যেয়ো না; সোবিটোকে সনাক্ত করতে তোমাদের দরকার হবে।"

"সোবিটোকে সনাক্ত করতে কাউকে দরকার হবে না", বলেই একটা ডাল ধরে ঝুলে টারজন মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোবোলোর গ্রামে যাবার পথে কিড আর মেয়েটি হাঁটতে লাগল পাশাপাশি, আর বুড়ো টাইমার বিষণ্ণ মনে চলল তাদের পিছনে পিছনে। শেষ পর্যন্ত কিড মুখ ফিরিয়ে তাকে ডেকে বলল, "আরে বুড়ো, এগিয়ে আমাদের দলে এস। এইমাত্র জেসিকে বলছিলাম যে কাল রাতে বোবোলোর গ্রামে আমি এমন কিছু বলেছি যেটা আশ্চর্যভাবে বাস্তবে মিলে গেছে। সেখানে একটি মেয়ে আছে। নাম নেনেনে। তোমার হয়তো তার কথা মনে আছে বুড়ো টাইমার। আরে, তার মুখে একটি বন্দিনী সাদা মেয়ের কথা শুনে যেই না আমি আগ্রহ দেখালাম অমনি দুষ্ট মেয়েটা কেমন যেন ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। বুঝলাম সে আমার উপর চটে গেছে; তাই তাকে বুঝিয়ে বললাম যে মেয়েটি আমার বোন। খুব আশ্চর্য মিল নয় কি?"

বুড়ো টাইমার বলল, "এর মধ্যে মিলটা কোথায়?"

কিড তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেকি, তুমি কি জানতে না? জেরি যে সত্যি আমার বোন।"

বুড়ো টাইমারের চোয়াল ঝুলে পড়ল। "তোমার বোন!" আবার যেন সূর্য হাসল, পাখি গান গাইল। কালির দিকে ফিরে বলল, "তুমি যে তোমার দাদাকে খুঁজছ সে কথা বল নি কেন?"

কালি পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি যে জেরি-জেরোমকে জানতে সে কথা আমাকে বল নি কেন?"

"তাকে যে চিনতাম তাই তো জানতাম না। কিডের নামটাই তো জানতাম না। কখনও জিজ্ঞাসাও করি নি।"

কিড বলল, "নাম না বলার একটা কারণ ছিল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, এইমাত্র জেরি সব বলেছে।"

"কি জান—" কালি ইতস্তত করতে লাগল।

"হাই", বুড়ো টাইমার কথাটা জুগিয়ে দিল।

মেয়েটি হাসল। লজ্জায় ঈষৎ লাল হল। আবার বলতে শুরু করল, "কি জান হাই, জেরির ধারণা ছিল সে একটা মানুষকে মেরে ফেলেছে। তোমরা দুজন এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই পুরো কাহিনীটা তোমাদের বলছি।

"আমাদের শহরের একটি মেয়েকে জেরি ভালবাসত। একদিন রাতে সে শুনল যে একটি কুখ্যাত বুড়ো মেয়েটিকে ভুলিয়ে তার বাসায় নিয়ে গেছে। জেরি সেখানে পৌঁছে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে। লোকটি তো

রেগে আগুন। ফলে লড়াই। জেরি তাকে গুলি করে মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে আসে। সেই রাতেই সে বাড়ি থেকে পালায়। একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে যায় যে সে স্থাম বার্জারকে গুলি করেছে; কিন্তু কোন কারণ উল্লেখ করে না।

"বার্জার কিন্তু মারা যায় নি; আর কোন মামলা করতেও রাজী হয় নি; কাজেই ব্যাপারটা চুকে গেছে। আমরা জানতাম, শাস্তির ভয়ে নয়, মেয়েটিকে দুর্নামের হাত থেকে বাঁচাতেই জেরি পালিয়েছিল; কিন্তু সে যে কোথায় গেছে তা জানতাম না। অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতেই পারি নি কোথায় তাকে খুঁজতে যাব।

"তারপর আর একটি মেয়ের গুলিতে বার্জারের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে আমার একটি স্কুলের পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারি যে জেরি আফ্রিকায় এসেছে। এখন তো তার বাড়িতে না ফেরার কোন কারণ নেই; তাই আমি তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।"

"আর তাকে খুঁজেও পেলে", বুড়ো টাইমার বলল।

"পেলাম আরও কিছু", মেয়েটি বলল, কিন্তু বুড়ো টাইমার ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না।

সকলে দলবলসহ বোবোলোর গ্রামে ঢুকল। কিড, বুড়ো টাইমার ও মেয়েটিকে দেখেই বোবোলো ভয় পেয়ে গেল। পালাতে চেষ্টা করে সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ল। অফিসারের হুকুমে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। বোবোলো কোন কারণ জানতে চাইল না। সে সবই জানত।

অফিসার জিজ্ঞাসা করল, "ওঝা সোবিটো কোথায়?"

বোবোলো কাঁপতে কাঁপতে বলল, "সে চলে গেছে।"

"কোথায়?"

"টুম্বাইতে। কিছুক্ষণ আগে একটা দৈত্য এসে তাকে তুলে নিয়ে গেছে। আকাশ থেকে গ্রামের মাঝখানে নেমে সে এমন ভাবে সোবিটোকে তুলে নিয়ে গেল যেন তার কোন ওজনই নেই। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'সোবিটো টুম্বাইয়ের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।' এই কথা বলেই সে ফটক পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ বাধা দেবার সময়ই পেল না।"

মুচকি হেসে বুড়ো টাইমার বলল, "কেউ চেষ্টা করেছিল কি?"

বোবোলো বলল, "না। প্রেতাত্মাকে কে রুখতে পারে?"

* * *

পশ্চিম অরণ্যের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বোবোলোর গ্রামের পাশ-দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় নদীটার খরস্রোতে তার আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী সেই স্রোতধারার দিকে তাকিয়ে

আছে। এই অন্ধকার গহন অরণ্য আর সভ্য জগতের মধ্যে এই নদীই একমাত্র যোগসূত্র; অনেক নগর, বন্দর পার হয়ে সে দীর্ঘ যাত্রায় চলেছে পশ্চিম দিকে সাগরের ডাকে।

লোকটি বলল, "কালই আমরা যাত্রা করব। ছয় বা আট সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা দুজন বাড়ি পৌঁছে যাবে। বাড়ি! এই একটি মাত্র ছোট শব্দের মধ্যে কত না ইচ্ছাপূরণের আনন্দ লুকিয়ে আছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বলল, "তোমাদের দুজনের জন্য আমার কত আনন্দ।"

মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে বলল, "তুমিও তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছ।"

"এ কথা কেন ভাবছ?" লোকটি শুধাল।

"যেহেতু আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই তুমি যাবে।"

টারজন এণ্ড দি অ্যাণ্ট মেন

বামনের দেশে টারজন

উগোগো নদীর তীরে নর-খাদক ওবেবের গ্রামের একটা অন্ধকার নোংরা ঘরে পাছার উপর ভর দিয়ে বসে এস্টেবান মিরাণ্ডা একটা আধসিদ্ধ মাছের বাকি অংশটা খুবলে খুবলে খাচ্ছিল। তার গলায় ঝুলছে কয়েক ফুট লম্বা মরচে-ধরা শিকল আটকানো একটা ক্রীতদাস-কণ্ঠি; ওবেবের ঘরের অনতিদূরে গ্রাম্য রাস্তার উপরকার নীচু ফটকের কাছে শক্ত করে পোতা একটা থামের সঙ্গে শিকলটা বাঁধা।

গত এক বছর ধরে এস্টেবান মিরাণ্ডা এইভাবে কুকুরের মত শিকলে বাঁধা আছে, আর কুকুরের মতই সেও মাঝে মাঝে তার খোয়াড় থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরে বসে রোদ পোয়ায়। তার জীবনে দুটিমাত্র আনন্দের দিক আছে; শুধুই দুটি। তার একটা হল: তার নিশ্চিত ধারণা যে সেই গোরিলাদের টারজন; দীর্ঘকাল যাবৎ সে নিজেকে টারজনের সঙ্গে একাত্ম করে ভেবেছে এবং একজন ভাল অভিনেতার মত অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সেই ভূমিকায় অভিনয় তো করেছেই, উপরন্তু তার মতই জীবন-যাপন করেছে—টারজনই হয়ে উঠেছে। তার নিজের দিক থেকে সেই গোরিলাদের টারজন—অপর কেউ নয়। ওবেবের কাছেও সে গোরিলাদের টারজন; কিন্তু গ্রামের ওঝা এখনও বলে যে আসলে সে হচ্ছে জল-পিশাচ, আর তাকে না রাগিয়ে বরং তার পূজা করাই উচিত।

সর্দার ও ওঝার মধ্যে এই মত-পার্থক্যের ফলেই এস্টেবান মিরাণ্ডাকে এখনও গ্রামের মাংস রান্নার হাঁড়িতে ঢুকতে হয় নি। তাকে পুরনো শত্রু গোরিলা-মানুষ ভেবে ওবেবে চেয়েছে তাকে খেয়ে ফেলতে; কিন্তু ওঝা গ্রামের মানুষদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে যে তাদের এই বন্দীটি টারজনের ছদ্মবেশে আসলে জল-পিশাচ; সুতরাং তার কোন ক্ষতি হলে গ্রামের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দুজনের এই মত-পার্থক্য স্পেন দেশের এই মানুষটিকে ঠিক ততদিনই বাঁচিয়ে রাখবে যতদিন দুটো মতের যে কোন একটার সত্যতা প্রমাণিত হয়—যদি স্বাভাবিকভাবেই এস্টেবানের মৃত্যু ঘটে তাহলে সে নির্ঘাৎ মরণশীল টারজন, আর সেক্ষেত্রে সর্দার ওবেবের মনোবাসনাই পূর্ণ হবে; আবার সে যদি চিরকাল বেঁচে থাকে, অথবা রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়, তাহলে ওঝার কথাই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে।

গ্রাম্য লোকদের ভাষা শিখে নেবার পরে সে যখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন আর নিজেকে টারজন বলে জাহির করার কোন আগ্রহই তার থাকল না; বরং এমন সব রহস্যময় কথাবার্তা সে বলতে শুরু করল যাতে সকলেই বিশ্বাস করতে লাগল যে সে জল-পিশাচ ছাড়া অন্য কেউ নয়।

গোপনে নিজেকে টারজন বলে ভাবা ছাড়া এস্টেবান মিরাণ্ডার অপর সুখের বিষয়টি হল রুশ ক্রাস্কির হীরকের থলের চিন্তা। গোরিলা-মানুষটির কাছ থেকে থলেটা চুরি করার পরে স্পেনীয় লোকটি ক্রাস্কিকে খুন করে সেটা হস্তগত করে—আবার বোলগানির নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে "হীরক প্রাসাদ উপত্যকায়" গোমাঙ্গানিকে উদ্ধার করার পরে সেই লোকটিই হীরক গম্বুজের নীচে অবস্থিত সুরক্ষিত কক্ষে থলেটি তুলে দেয় টারজনের হাতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা নোংরা খোয়াড়ের অস্পষ্ট আলোয় বসে এস্টেবান মিরাণ্ডা সেই উজ্জল পাথরগুলি গোণে, আদর করে তাতে হাত বুলোয়। হাজার বার সে প্রতিটি হীরকখণ্ডকে হাতে নিয়ে ওজন করে, তার দামের হিসাব কসে, এবং সেই প্রভুত অর্থের বিনিময়ে পৃথিবীর সব রাজধানী-শহরে কত রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে সেই ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকে। থাকে নোংরা ঘরে, বেঁচে আছে ছুঁড়ে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়ে, অথচ ক্রোয়েসাসের রত্ন-ভাণ্ডার তার দখলে, আর কল্পনায় ক্রোয়েসাসের জীবনই সে যাপন করে; হীরকের ঝলমলে দীপ্তিতে অন্ধকার কুঁড়ে ঘর রাজপ্রাসাদের জাকজমকে পরিণত হয়ে ওঠে। কারও পায়ের শব্দ শুনলেই রূপকথার ঐশ্বর্যকে লুকিয়ে ফেলে তার একমাত্র পরিধেয় শতচ্ছিন্ন কটি-বস্ত্রের মধ্যে। আবার সে হয়ে যায় এক নর-খাদকের কুঁড়ে ঘরের বন্দী।

একটি বছরের নির্জন বন্দী-জীবনের পরে এখন আবার তার সামনে দেখা দিয়েছে আনন্দের তৃতীয় খোরাক: ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা। চতুর্দশী, সুন্দরী, কৌতূহল-পরায়ণা। এক বছর ধরে এই রহস্যময় বন্দীটিকে সে দূর থেকে দেখেছে; ক্রমে তার ভয় ভেঙেছে; একদিন বন্দী যখন কুঁড়ের বাইরে রোদে শুয়েছিল তখন মেয়েটি তার কাছে এগিয়ে এল।

তাকে দেখে এস্টেবান থেমে থেমে বলল, "এক বছর হল আমি সর্দার ওবেবের গাঁয়ে এসেছি, কিন্তু আগে কখনও ভাবতেও পারি নি যে তোমার মত একটি সুন্দরী এখানে থাকে। তোমার নাম কি?"

উহ্‌হা খুশি হল। হাসল। বলল, "আমি উহ্‌হা। ওঝা খামিস আমার বাবা।"

এবার এস্টেবানের খুশি হবার পালা। ভাগ্য তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে; এতদিনে সে সুপ্রসন্ন হয়েছে। এমন একজনকে তার কাছে পাঠিয়েছে সযত্ন পরিচর্যায় যে একদিন আশার ফল হয়ে ফুটে উঠতে পারে।

শুধাল, "তুমি এতদিন আসনি কেন?"

"ভয়ে।"

"কিসের ভয় ?"

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। এস্টেবান হেসে বলল, "আমি জল-পিশাচ, তোমার ক্ষতি করব—এই ভয় তো ?"

"হ্যা।"

"শোন!" এস্টেবান ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "কাউকে বলো না কিন্তু। জল-পিশাচ হলেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

উহ্‌হা বলল, "তুমি যদি জল-পিশাচ, তাহলে এখানে থামের সঙ্গে বাঁধা থাক কেন ? কেন অন্য রূপ ধরে নদীতে ফিরে যাও না ?"

"সেটা তোমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে, তাই না ?" প্রশ্নটা করে এস্টেবান একটু সময় নিল। একটা যুক্তিসঙ্গত জবাব তো বানাতে হবে। পরে বলল, "আরও কাছে এস সুন্দরী উহ্‌হা। সত্যি আমি জল-পিশাচ; ইচ্ছামত আসা-যাওয়া করতে পারি। রাতের বেলা সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমি উগোগোর জলে হেঁটে বেড়াই, আবার ফিরে আসি। আমি শুধু পরখ করে দেখছি, এ গাঁয়ে কারা আমার বন্ধু, আর কারা শত্রু। ইতিমধ্যেই জেনেছি যে ওবেবে আমার বন্ধু নয়। খামিসের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না; সে যদি আমার বন্ধু হত তাহলে তো ভাল খাদ্য ও পানীয় আমাকে এনে দিত। ইচ্ছা করলেই আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি; আমি শুধু দেখতে চাইছি, এ গ্রামের কেউ এসে আমাকে মুক্ত করে দেয় কি না। তাহলেই আমি জানতে পারব কে আমার সেরা বন্ধু। কি জান উহ্‌হা, সে রকম কেউ যদি থাকে তাহলে ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন হবে, তার সব মনোবাসনা পূর্ণ হবে, সে অনেক বছর বাঁচবে। কিন্তু শোন উহ্‌হা, আমি যে তোমাকে এসব বলেছি তা কাউকে বলো না। আরও কিছুদিন দেখে যদি সে রকম কোন বন্ধুর দেখা না পাই তাহলে আমি ফিরে যাব আমার বাবা-মা উগোগোর কাছে, আর ওবেবের লোকজনদের ধ্বংস করে ফেলব। কেউ বেঁচে থাকবে না।"

মেয়েটি আতংকে সরে গেল।

এস্টেবান বলল, "ভয় নেই; তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

"কিন্তু তুমি যদি সব্বাইকে মেরে ফেল ?"

"তাহলে অবশ্য আমার কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু আমি এখনও আশা করছি, একজন এসে আমাকে মুক্তি দেবে, আর সেই হবে আমার বন্ধু। এবার চলে যাও উহ্‌হা; মনে রেখো, একথা কাউকে বলবে না।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উহ্‌হা ছুটে বাড়ি ফিরে গেল। খামিস বা তার বৌরা কেউ তখন বাড়ি ছিল না। সকলেই মাঠে চলে গেছে। একা একা বাড়িতে বসে উহ্‌হা অনেক কথাই ভাবতে লাগল, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পেল না।

দিনের শেষে খামিস বাড়ি ফিরলে এক সময় উহ্‌হা তাকে শুধাল, "আচ্ছা বাবা, জল-পিশাচের ক্ষতি যারা করে সে তাদের কেমন করে শাস্তি দেয়?"

খামিস বলল, "নদীতে যত মাছ আছে, তারও তেমনি অসংখ্য উপায় আছে। নদী থেকে মাছ তাড়িয়ে দিতে পারে, জঙ্গল থেকে শিকার তাড়িয়ে দিতে পারে, ফসল নষ্ট করে দিতে পারে। তাহলেই তো আমরা না খেয়ে মরে যাব। রাতের বেলা আকাশ থেকে আগুন এনে ওবেবের সব মানুষকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পারে।"

একটু চুপ করে থেকে উহ্‌হা আবার বলল, "তার গলায় কণ্ঠি বাঁধা থাকলে সে পালাবে কেমন করে? কে ওটা খুলে দেবে?"

খামিস বলল, "ওবেবে ছাড়া আর কেউ ওটা খুলতে পারবে না। তার থলের মধ্যে একটা পিতলের টুকরো থাকে; সেটা দিয়েই কণ্ঠিটা খোলা যায়। কিন্তু জল-পিশাচের কোন কিছুরই দরকার হয় না। ইচ্ছা করলেই সে সাপ হয়ে কণ্ঠির ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে। আরে, তুমি চললে কোথায়?"

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়ে বলল, "ওবেবের মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে।"

ওবেবের মেয়ে তখন ভুট্টা পেষাই করছিল। ওঝার মেয়েকে দেখে মুখ তুলে হাসল। সতর্ক করে দিয়ে বলল, "গোলমাল করো না উহ্‌হা, ভিতরে বাবা ঘুমচ্ছে।"

দুজনে বসে নীচুগলায় কথা বলতে লাগল। যার যার গয়না-কাপড়ের কথা বলে হাসাহাসি করতে লাগল। উহ্‌হা বার বার ওবেবের ঘরের দিকে তাকাচ্ছে; কি এক গভীর চিন্তায় তার ভুরু দুটো কুঁচকে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে বলল, "গত চাঁদের শুরুতে খুড়ো তোমাকে যে তামার তারের বাজুবন্ধটা দিয়েছিল সেটা কোথায়?"

ওবেবের মেয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "সেটা তো আমার কাছ থেকে নিয়ে তার ছোট বৌয়ের বোনকে দিয়েছে।"

জবাব শুনে উহ্‌হা হতাশ হল। না জানি বন্ধু কি ভাবল? তবু কি ভেবে নিয়ে সে আবার বলল, "যে সাতনরী হারটা তোমার বাবা দিয়েছিল সেটা কি হারিয়ে ফেলেছ?"

"না তো, হারাব কেন? সেটা বাবার ঘরেই আছে। ভুট্টা কুটতে হাতে লাগে বলে খুলে রেখেছি।"

উহ্‌হা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "একবার দেখতে পারি কি? আচ্ছা, আমিই নিয়ে আসছি।"

সর্দারের মেয়ে বলল, "না, না, ও ঘরে যেয়ো না; বাবার ঘুম ভেঙে যাবে; বাবা রাগ করবে।"

"মোটেই ঘুম ভাঙবে না," বলতে বলতেই উহ্‌হা ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াল। আবছা আঁধার সত্ত্বেও ক্রমে ঘরের ভিতরটা স্পষ্টতর হল। ওপাশের দেয়ালের গায়ে ওবেবে মাদুরে শুয়ে ঘুমচ্ছে। তার নাক ডাকছে। উহ্‌হা চুপিসারে এগিয়ে গেল। সর্দারের শরীরের নীচ থেকে তার থলির অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে সে থলিটা চেপে ধরল। টান দিতে যাবে এমন সময় ঘুমের মধ্যেই ওবেবে নড়ে উঠল। পাশ ফিরে শুল। আতংকিত উহ্‌হা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পালাতেও পারল না। পরক্ষণেই আবার সর্দারের নাক ডাকা শুরু হল। সে ঘুমিয়েই আছে। মেয়েটির চোখ পড়ল থলির উপর। সর্দার পাশ ফেরায় থলিটা এক পাশে পড়ে আছে।

হাত বাড়িয়ে থলিটা তুলে নিল। মুখটা খুলে ভিতরে কি আছে দেখল। পিতলের চাবিটা চিনতে তার অসুবিধা হল না। চাবিটা বের করে নিয়ে থলিটা বন্ধ করে আবার বিছানায় রেখে দিল। তারপর সতর্ক দ্রুতপদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে রাতে ওবেবের ঘরে উনুনের আগুন ক্রমে নিভে ছাই হয়ে গেল; একে একে সকলেই ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল। এস্টেবান মিরাণ্ডা তার খোয়াড়ের দরজায় ত্রস্ত পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে কান পাতল। কে বা কি যেন ভিতরে ঢুকছে।

সে হাঁক দিল, "কে?"

"চুপ! আমি ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা। তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।"

মিরাণ্ডা হাসল। তার মতলব যে এত তাড়াতাড়ি হাসিল হবে তা সে আশা করে নি। মুখে বলল, "কেমন করে মুক্তি দেবে?"

"এই দেখ! তোমার গলার কণ্ঠির চাবি আমার হাতে।"

"খুব ভাল করেছ। ওটা দাও।"

আর একটু এগিয়ে চাবিটা তার হাতে দিয়েই উহ্‌হা পালিয়ে যাচ্ছিল; বন্দী তাকে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও! যখন মুক্তি দিয়েছ তখন আমাকে জঙ্গল পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, আর কিছু অস্ত্রশস্ত্র এনে দাও। যে আমাকে মুক্তি দেবে, জল-দেবতার কৃপালাভ করতে হলে এ কাজ তাকে করতেই হবে।"

উহ্‌হা তীরবেগে অন্ধকার গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। বার কয়েক ব্যর্থ চেষ্টার পরে মিরাণ্ডার গলায় মরচে-ধরা তালাটা খুলে গেল। এবার সে মুক্ত, স্বাধীন। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই উহ্‌হা তীরভর্তি একটা তূনীর, একটা ধনুক ও একটা ছুরি নিয়ে হাজির হল।

এস্টেবান বলল, "এবার আমাকে ফটক পর্যন্ত নিয়ে চল।"

জল-পিশাচের ভয়ে এবং জল-দেবতার কৃপালাভের আশায় উহ্‌হা এ প্রস্তাবেও রাজী হল। বড় রাস্তাটা এড়িয়ে যতটা সম্ভব কুঁড়ে ঘরগুলির ছায়ায় ছায়ায় সে এস্টেবানকে নিয়ে গ্রামের ফটকে পৌঁছে গেল।

ফটক খুলে এস্টেবানও ভয় পেয়ে গেল। বাইরে বিরাট সব গাছের সারি। জঙ্গলের ভিতরটা অন্ধকার। এই অন্ধকার জঙ্গলে একা পথ চলার কথা ভাবতেই আতংকে তার বুকটা কেঁপে উঠল।

উহ্‌হা ফটক বন্ধ করে গ্রামে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই এস্টেবান তার হাতটা ধরে বলল, "এস, তোমার পুরস্কার নাও।"

উহ্‌হা কুঁকড়ে সরে গেল। বলল, "আমাকে যেতে দাও! আমার ভয় করছে।"

ভয়তো এস্টেবানও পেয়েছে। এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে একেবারে সঙ্গীহীন হওয়ার চাইতে এই ছোট নিগ্রো মেয়েটির সঙ্গও অনেক ভাল।

উহ্‌হা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। হয়তো সাহায্যের জন্যে সে চীৎকারও করত, কিন্তু মিরাণ্ডা হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিছনে সুখ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল নর-খাদক ওবেবের যোদ্ধারা; তাদের জীবনে যে কী আকস্মিক শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল তা তারা টেরও পেল না।

দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা সিংহ বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল।

লর্ড গ্রেস্টোকের আফ্রিকাস্থ বাংলোর বারান্দা থেকে নেমে তিনটি প্রাণী গোলাপ-বীথির ভিতর দিয়ে ফটকের দিকে হাঁটতে লাগল। দুজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক; সকলেরই পরনে খাকি পোশাক; বয়স্ক লোকটির হাতে বৈমানিকের শিরস্ত্রাণ ও একজোড়া গগল্‌স্। যুবকটির কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে সে নিঃশব্দে হাসছে।

যুবকটি বলল, "মা এখানে থাকলে তুমি একাজ করতে পারতে না; মা তোমাকে করতে দিত না।"

টারজন বলল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা; কিন্তু এবারটা তুমি আমাকে উড়তে দাও; আমি কথা দিচ্ছি, তোমার মা ফিরে না আসা পর্যন্ত আর আকাশে পাড়ি দেব না। তুমি নিজেই বলেছ আমি একজন উপযুক্ত শিক্ষার্থী; আর তুমি যদি শিক্ষকই হও তাহলে একা একটা উড়োজাহাজ চালাবার সম্পূর্ণ উপযুক্ততা আমার আছে এ-কথা বলার পরে আমার উপর তো তোমার পূর্ণ আস্থাই থাকা উচিত। কি বল মেরিয়েম, ঠিক বলি নি?"

তরুণীটি মাথা নেড়ে বলল, "ওর মতই আমারও তোমার জন্য ভয়ের অন্ত নেই বাবা। তুমি এত বেশী ঝুঁকি নাও যে মনে হয় তুমি বুঝি বা নিজেকে

অমর বলে মনে কর। তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত।"

যুবকটি স্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "মিরিয়েম ঠিকই বলেছে; তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত বাবা।"

টারজন কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। "তোমার আর তোমার মার কথামত চললে তো আমার স্নায়ু ও পেশীগুলি অনেক আগেই অসাড় হয়ে যেত। ওগুলো আমাকে দেওয়া হয়েছে ব্যবহারের জন্য, আর ব্যবহার করতেই আমি চাই—অবশ্য বিবেচনার সঙ্গে। বুড়ো হবার, অকর্মন্য হবার আমার তো বেশী দেরী নেই।"

হঠাৎ একটি শিশু ছুটে বেরিয়ে এল। তার পিছনে একটি ঘর্মাক্ত গভর্ণেস। এক ছুটে এসে শিশুটি মিরিয়েমকে জড়িয়ে ধরল।

দূরের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাইপ্লেন। আর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটি ওয়াজিরি সৈনিক। টারজনের ছেলে কোরাক তাদের প্রথমে শিখিয়েছে হাওয়াই জাহাজের যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ, এবং শিখিয়েছে বিমান চালানো। ফলে ওয়াজিরিদের সর্দার হিসাবে টারজনকেও ভালভাবে বিমান চালানো শিখতে হয়েছে। তারই অধীনস্থ কোন ওয়াজিরি কোন ব্যাপারে তাকে টেক্কা দেবে সেটা তো হতে পারে না। শিরস্ত্রাণ ও গগল্‌স্ পরে টারজন ককপিটে চড়ে বসল।

"বরং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল", কোরাক পরামর্শ দিল। মৃদু হেসে টারজন মাথা নাড়ল।

ছেলে বলল, "তাহলে এদের একজনকে সঙ্গে নাও। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য যদি তোমাকে বাধ্য হয়ে কোথাও নামতে হয় তখন সঙ্গে কোন মেকানিক না থাকলে তুমি কি করবে?"

গোরিলা-মানুষটি সহজেই জবাব দিল, "কেন? হাঁটব।"

এক মুহূর্ত পরেই বাইপ্লেনটা আকাশে উড়ল। প্রথমে পাক খেয়ে খেয়ে দূর আকাশে দ্রুত উড়তে লাগল। নীচে দাঁড়িয়ে দুটি মানুষ এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল। আকাশ-পথের ছোট বিন্দুটি একসময় একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

"বাবা কোথাও গেল বলে তোমার মনে হয়?" মিরিয়েম শুধাল।

কোরাক মাথা নেড়ে বলল, "সঠিক কোথাও যাচ্ছে বলে তো মনে হয় না; হয়তো একলা বিমান চালানোর একটা মহলা দিচ্ছে; তবে বাবাকে যতটা জানি, সে যদি ওটা নিয়ে লণ্ডনে মার কাছে চলে যায় তাহলেও আমি অবাক হব না।"

"না, না, এমন কাজ বাবা করবে না," মিরিয়েম বলল।

"কোন সাধারণ মানুষই করবে না; কিন্তু বাবাকে তো চেন, সে সাধারণ মানুষ নয়।"

ঘণ্টা দেড়ের ধরে টারজন সোজা উড়ে চলল। যে রকম সহজ নৈপুণ্যের সঙ্গে সে জাহাজটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে তারই অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দে সে ভুলেই গেল কতক্ষণ ধরে উড়ছে, বা কতদূর পথ পার হয়েছে। পাখির মত উড়ে চলার অবাধ মুক্তি ও গতির নেশা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সামনে অদূরেই দেখতে পেল একটা নদীর অববাহিকা, অথবা বলা যায় অনেকগুলি নদীর অববাহিকা। চারদিকে অরণ্যঘেরা পাহাড়; বাঁদিকে এঁকে বেঁকে চলেছে উগোগো নদী; কিন্তু অঞ্চলটা তার কাছে একেবারেই নতুন মনে হওয়ায় সে কিছুটা বিচলিত বোধ করল। সঙ্গে সঙ্গে আরও বুঝতে পারল যে সে বাড়ি থেকে একশ' মাইলেরও বেশী দূরে এসে পড়েছে; সুতরাং অবিলম্বে বাড়ির দিকে ফেরা দরকার। কিন্তু এই অববাহিকা অঞ্চলের রহস্য তখন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—আরও ভাল করে জায়গাটাকে না দেখে সে ফিরতে পারল না। দেশটাকে ভাল করে দেখার জন্য বেশ কিছুটা নীচে নেমে এল। নীচে যেন পর পর অনেকগুলি লুপ্ত আগ্নেয়গিরির মুখ ছড়িয়ে আছে। আর আছে বন, হ্রদ, নদী। এতসব সুন্দর সুন্দর জিনিস এখানে আছে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এবার সে বুঝতে পারল—এটাকেই বলে "গ্রেট থর্ণ ফরেস্ট।" একটা বিরাট অঞ্চল এমন দুর্ভেদ্য কাঁটা-ঝোপে ঘেরা যে একমাত্র ক্ষুদ্রদেহ প্রাণী ছাড়া আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। তাই কোন মানুষের দৃষ্টি আজ পর্যন্ত এদেশের উপর পড়ে নি।

টারজন স্থির করল, জাহাজটাকে বাড়িমুখো ফেরাবার আগে এই রহস্য-ঢাকা দেশটাকে আরও ভাল করে দেখতে মাটির আরও কাছাকাছি নামবে। করলও তাই। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বিচিত্র এই নতুন দেশটাকে দেখতে সে এতই মশগুল হয়ে পড়েছিল যে কখন অজান্তে জাহাজটা বড় বেশী নীচে নেমে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গেই জাহাজটা অনেক উঁচু একটা বড় গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পাক খেয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পরেই সব নিশ্চুপ।

বনপথ ধরে এগিয়ে এল একটি অতিকায় প্রাণী; দেহ-গঠন মানুষের মত, অথচ ঠিক মানুষ নয়। কড়া-পড়া শক্ত হাতে একটা মুগুর নিয়ে একটা অতিকায় পশু বুঝি দুই পায়ে খাড়া হয়ে এগিয়ে এল। এলোমেলো লম্বা চুল ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে; বুকে, হাতে ও পায়েও কিছু কিছু চুল আছে। কোমরে জড়ানো এক ফালি চামড়ার সঙ্গে ঝুলছে একটা গুলতি আর এক বা দুই ইঞ্চি মাপের সব পাথর। যে সব সুতোর সঙ্গে পাথরগুলো ঝুলছে সেগুলো আঠারো ইঞ্চির মত লম্বা হওয়ায় হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো একটা স্কার্টের মত দেখাচ্ছে। তার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে

রঙিন পাথর ও পালক। প্রাণীটির উচ্চতা ছ'ফুটের মত, কিন্তু শক্ত ঘাড়-গর্দান আর বলিষ্ঠ মাংসপেশীর জন্য তাকে দেখায় অনেক বেশী বড়।

নিঃশব্দে সে এগিয়ে আসছে। কাল চোখ দুটো সদাসতর্ক; কান দুটো নড়ছে; আবার যখনই কোন শিকার বা শত্রুর শব্দ শুনতে কান পাতছে তখনই কান দুটো স্থির হয়ে যাচ্ছে।

এবার সেই নারী-মূর্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল; কান দুটো সামনে ঝুলে পড়ল, নাকের ছিদ্র বিস্ফারিত হল, বাতাসে কি যেন শুঁকতে লাগল। আরও খানিকটা এগিয়ে এসে দেখতে পেল, একটা লোক পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সে গোরিলা-মানুষ টারজন। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাথার উপরে তার বিধ্বস্ত বাইপ্লেনটা গাছের ডালে আটকে রয়েছে।

মুগুরটাকে সজোরে চেপে ধরে সে এগিয়ে গেল। এই বিচিত্র লোকটিকে দেখে সে অবাক হল, কিন্তু ভয় পেল না। আঘাত করতে হাতের মুগুরটা তুলেও কেন কে জানে আঘাত করল না। লোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বুকের উপর একটা কান রাখল। তারপর টারজনের শার্টের সামনের অংশটা দুই ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে তার খোলা বুকের উপর কান রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। তারপর গোরিলা-মানুষের দেহটাকে একঝটকায় কাঁধে তুলে নিয়ে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই হাঁটতে লাগল।

বনের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে চলতে পথটা একটা পার্কের মত খোলা জায়গায় গিয়ে পড়ল। সেটা পার হয়ে সে একটা পাহাড়ি খাদের মধ্যে ঢুকল।

মুখ থেকে আধ মাইলটাক দূরে খাদটা ঢুকল একটা চক্রাকার মঞ্চের মধ্যে। মঞ্চের খাড়া দেয়ালের মধ্যে অসংখ্য গুহা-মুখ; আর কয়েকটি মুখের সামনে বসে আছে এই রকমেরই আরও অনেকগুলি প্রাণী।

সে মঞ্চে ঢোকামাত্রই সকলের চোখ পড়ল তার উপরে; আর তাকে ও তার কাঁধের বোঝাটাকে দেখামাত্রই কয়েকজন উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। এরা সকলেই নারী; দেহ-গঠন ও স্বল্পবাসের দিক থেকে আগেকার নারীটিরই মত। কারও মুখে কোন কথা বা শব্দ নেই; সে নিজেও কোন কথা না বলে মুগুরটাকে সবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে সোজা এগিয়ে চলল একটা গুহা-মুখের দিকে। অন্য সব নারীদের প্রতি তার দৃষ্টি যেমন সতর্ক তেমনি সজাগ।

সে প্রায় গুহা-মুখে পৌঁছে গেছে এমন সময় একটি নারী হঠাৎ তীরবেগে ছুটে এসে টারজনকে আকড়ে ধরল। বিড়ালের মত ক্ষিপ্র গতিতে সে বোঝাটাকে নীচে ফেলে আক্রমণকারিণীর দিকে রুখে দাঁড়াল, বিদ্যুৎগতিতে হাতের মুগুরটা তুলে তার মাথায় সজোরে আঘাত করে তাকে ভূপাতিত করল; গর্বিতা সিংহীর মত বাকি সকলের দিকে স্পর্ধাভরে

তাকাল; তা দেখে অন্য সবাই যার যার গুহায় ঢুকে গেল; পরাজিত নারীটি অচেতন অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইল। এবার সে গোরিলা-মানুষটিকে আবার কাঁধে তুলে নিজের গুহায় ঢুকে তাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে তার পাশে বসে বাইরে তাকাল। কেউ তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে আসছে কি না দেখে নিয়ে সে টারজনের স্বল্পবাস খুলে ফেলতে চেষ্টা করল। বোতাম ও কোমরবন্ধের ব্যবহার জানা না থাকায় সেগুলোকে টেনে ছিঁড়ে ফেলল। শক্ত হাতে ছিঁড়ে ফেলল ছাগলের চামড়ার মজবুত জুতোর সেলাই। শুধু টারজনের মায়ের দেওয়া হীরে-বসানো সোনার লকেটটা গলা থেকে খুলল না।

মঞ্চের ঠিক মাঝখানে পাথরের তৈরি অনেকগুলি নীচু বাড়ি। তারই একটাতে টারজনকে শুইয়ে দিয়ে স্ত্রীলোকটি তিনবার হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকল; তাদের বয়স এক থেকে ষোল সতেরো বছরের মধ্যে; অথচ তারা সকলেই যার যার মত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। সব মেয়েগুলির হাতেই একটা করে মুগুর, কিন্তু ছেলেদের হাতে কোন অস্ত্রই নেই—না আক্রমণের, না আত্মরক্ষার। আকারে-ইঙ্গিতে টারজনের অসুস্থতার কথা ছেলেমেয়েদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় পাথরের চাঁই দিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

এদিকে আক্রান্ত স্ত্রীলোকটি জ্ঞান ফিরে আসায় উঠে বসল। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিজের গুহার দিকে চলে গেল। ঠিক সেই সময় কার যেন পায়ের শব্দ শুনে সকলেই কান খাড়া করল। মঞ্চের মাঝখানে এসে দেখা দিল তাদেরই মত আর একটি প্রাণী। তার এক কাঁধে একটা মরা হরিণ, অন্য কাঁধে অর্ধ-নর অর্ধ-পশু এমন একটি প্রাণী যাকে দেখলে ও দুটোর কোনটা বলেই মনে হয় না।

এখানে কারও কোন নাম নেই, কিন্তু তাদের আলাদা করে বোঝাবার জন্য যে স্ত্রীলোকটি টারজনকে নিয়ে এসেছে আমরা তার নাম দিলাম প্রথম নারী, যাকে সে মুগুর মেরেছে তার নাম দিলাম দ্বিতীয় নারী, আর যে সদ্য মঞ্চে ঢুকল তার নাম তৃতীয় নারী।

নবাগতাকে দেখেই প্রথম নারী কান খাড়া করে উঠে দাঁড়াল। দ্বিতীয় নারী এবং অন্য সকলেও তাই করল। প্রথম নারী এক পা এগিয়ে দ্বিতীয় নারীর দিকে তাকাতেই সেও এক পা এগিয়ে গেল। অন্য সকলেও এক দৃষ্টিতে তৃতীয় নারীকে দেখতে লাগল। তাদের হাবভাব দেখে তৃতীয় নারী নিজের গুহার দিকে পা চালিয়ে দিল। দ্বিতীয় নারীও প্রথম নারীর সঙ্গে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। কারও মুখে কথা নেই, কারও ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না; হাসি কাকে

বলে তাও সে সব ঠোঁট জানে না, কোন দিন জানবেও না।

দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে তৃতীয় নারী কাঁধের বোঝা পায়ের নীচে ফেলে দিয়ে মুগুর উঁচিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। অপর দুজন মুগুর ঘোরাতে ঘোরাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য, অন্য সব নারীরা নীরব দর্শকের ভূমিকাই নিল, কোন পক্ষ নিল না।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হল, দুজনের মুগুরাঘাতে তৃতীয় নারী অচিরেই ধরাশায়ী হবে। কিন্তু আশ্চর্য কৌশল ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুজনের আঘাতকে প্রতিরোধ করে সে প্রথম নারীর মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল; মেঝের খানিকটা জায়গা রক্ত ও ঘিলুতে মাখামাখি হয়ে গেল।

এবার দ্বিতীয় নারীর পালা। কিন্তু সঙ্গিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে সে রণে ভঙ্গ দিয়ে গুহার দিকে পালাল। তৃতীয় নারীর কাঁধের প্রাণীটি এই সুযোগে পালাবার চেষ্টায় চুপি চুপি বিপরীত দিকে এগিয়ে যেতেই তৃতীয় নারী এক-লাফে তার দিকে ফিরে এল। সেই সুযোগে দ্বিতীয় নারী হরিণটাকে হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে সেই দিকে এগিয়ে গেল; আর পলাতক প্রাণীটাও এক লাফে গুহামুখে পৌঁছে জঙ্গলের পথ ধরে উপত্যকার দিকে ছুটতে লাগল।

সে উঠে দাঁড়াতেই বোঝা গেল সে একটি পুরুষ মানুষ; এই সব নারীজাতির একজন হলেও সে এদের তুলনায় বেঁটে এবং ক্ষীণ দেহ। উচ্চতায় পাঁচ ফুটের মত, উপরের ঠোঁটে ও থুতনিতে কিছু লোম আছে, নারীদের তুলনায় কপালটা নীচু, চোখ আরও গর্তে বসা। তার পা দুটো লম্বা ও সরু হওয়ায় শুরুতেই বোঝা গেল যে দৌড় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় নারী তার শিকারের সঙ্গে পেরে উঠবে না। আর তখনই তার মনে পড়ে গেল কোমরে ঝোলানো গুল্‌তি, পাথর ও পালকের কথা। কোমর থেকে একটা গুল্‌তিকে খুলে নিয়ে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মাঝখানে একটা পাথরকে গুলতির দড়িতে বসিয়ে সজোরে গুল্‌তিটাকে টেনে এমনভাবে ছেড়ে দিল যে পাথরটা তীরবেগে ছুটে গিয়ে লোকটির পিঠে লাগতেই সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এবার তৃতীয় নারী ঘুরে দাঁড়াল দ্বিতীয় নারীর দিকে; মুগুর উঁচিয়ে তাকে তাড়া করল। দ্বিতীয় নারীও রুখে দাঁড়াল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তৃতীয় নারীর মুগুরের প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তৃতীয় নারী বিজয়গর্বে চারদিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল—"এস না আর কে আমার বিরুদ্ধে লাগবে!" কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। সে তখন মাটিতে পড়ে থাকা লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে সজোরে নাড়া দিল। ধীরে ধীরে তার

জ্ঞান ফিরে আসছে। সে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তা দেখে তাকে এক কাঁধে এবং মরা হরিণটাকে অন্য কাঁধে তুলে নিয়ে নারী নিজের গুহায় ঢুকল। দুই কাঁধের বোঝা নামিয়ে রেখে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাল। হরিণের মাংস কেটে কেটে আগুনে ঝল্‌সে খেতে শুরু করল। ততক্ষণে লোকটির জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে আচ্ছন্নের মত চারদিকে তাকাতে লাগল। আধ-পোড়া মাংসের গন্ধ নাকে আসায় সেইদিকে হাত বাড়াল। মেঝের উপর ফেলে-রাখা পাথরের ছুরিটাকে দেখিয়ে তৃতীয় নারী মাংসের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। লোকটি ছুরি নিয়ে মাংসের একটা বড় টুকরো কেটে আগুনে ঝল্‌সে নিল। তারপর বেশ স্বাদ করে সেই আধ-পোড়া আধ-কাঁচা মাংস খেতে লাগল। নারীটি বসে বসে তাকে দেখতে লাগল।

খাওয়া শেষ হলে নারী চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে তাকে গুহার ভিতরে নিয়ে চলল। লোকটি ছাড়া পাবার চেষ্টায় আঁচড়-কামড় দিতে লাগল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না।

মঞ্চের মেঝেতে পড়ে রইল প্রথম ও দ্বিতীয় নারীর মৃতদেহ; আর আকাশের ঝাড়ুদাররা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাদের ঘিরে বসল। গিন্নী-শকুন একা এল সকলের আগে।

সেই বিচিত্র পাথরের ঘরে বেশ কিছু আলালি ছেলেমেয়ে টারজনকে ঘিরে দাঁড়াল। তাকে ভাল করে দেখল, উল্টে দিল, খোঁচা দিল, চিমটি কাটল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, টারজন যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। একটা ছেলে তো টারজনের গলার লকেটটা খুলে নিজের গলায়ই পরে নিল। তারপর সকলে সেখান থেকে চলে গেল।

টারজনের ভাগ্য ভাল, উড়োজাহাজ থেকে পড়ার সময় নরম ডাল-পালার ভিতর দিয়ে পড়ায় মাথায় সামান্য আঘাত ছাড়া বড় রকমের কোন আঘাত পায় নি। ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল; আবার যখন চোখ মেলল তখন মনে হল, লম্বা ঘুমের পরে বুঝি সদ্য জেগে উঠেছে; মাথার মধ্যে একটা বোবা যন্ত্রণা ছাড়া দুর্ঘটনার আর কোন লক্ষণই নেই।

উঠে বসল। ক্রমে গুহার অন্ধকার চোখে সয়ে এল। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে অনেকগুলি আলাল ছেলেমেয়ে কেউ রোদে, কেউ বা ছায়ায় বসে আছে। টারজন ভাবল, এরা কারা? এরা কি তার রক্ষী, না নিজেরাই বন্দী?

কালো চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে টারজন মাথাটা নাড়তে

লাগল। তার মনে পড়ল, মাঝপথে হঠাৎ বিমানটা ভেঙে পড়েছিল, একটা বড় গাছের ডালপাতার ভিতর দিয়ে সে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু তাছাড়া আর কিছুই তার মনে পড়ছে না। আলালি ছেলেমেয়েদের দিকে চোখ রেখে নির্ভীক সিংহের মত সদম্ভে পা ফেলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল। ছেলেগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেয়েগুলোই কাছে এগিয়ে এল। টারজন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল; পর পর নানা উপজাতির ভাষায় কথা বলল, কিন্তু তারা কোনটাই বুঝতে পারল না। তখন সে গোরিলাদের আদিম ভাষায় কথা বলতে লাগল—যে ভাষা সে প্রথম শিখেছিল একেবারে শৈশবে ধাত্রী-মাতা নারী গোরিলা কালার লোমশ বুকের দুধ খেতে খেতে। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না; শ্রোতারা কোন কথাই বলল না, কেবল হাত-পা-মাথা নাড়তে লাগল। এ ভাবে আর কতক্ষণ চলে? আলালি ছেলেমেয়েগুলো একে একে সরে পড়ল। টারজনও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। খুঁজতে লাগল এখান থেকে পালাবার পথ। প্রাচীরের উচ্চতা পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, দৌড়ে এসে লাফ দিলে তার আঙুল প্রাচীরের মাথাটা ছুঁতে পারবে; কিন্তু সেটা এখন নয়—রাতের অন্ধকারে চেষ্টাটা করতে হবে।

ক্রমে রাত হল। ছেলেমেয়েগুলো ক্রমেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠল। একজন হঠাৎ সজোরে মাটিতে পা ঠুকল; তার দেখাদেখি অন্য সকলেও পা ঠুকতে লাগল; তালে তালে পা উঠছে আর পড়ছে, আর শব্দ হচ্ছে। কেন যে তারা এ রকম করছে টারজন তা বুঝতে পারল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নিজের খিদের জ্বালাই তাকে বুঝিয়ে দিল যে এদের খুব খিদে পেয়েছে, আর তাই পায়ের শব্দ করে এরা অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। সে আরও বুঝতে পারল, এদের কোন ভাষা নেই; হয়তো বা এরা কথাই বলতে পারে না।

ইতিমধ্যে রাগে মুখ খিঁচিয়ে একটা মেয়ে দুই হাতে মুগুরটাকে তুলে সজোরে আঘাত করল পাথরের প্রাচীরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মেয়েরাও মুগুর ঠুকতে লাগল দেয়ালে। তার সঙ্গে চলতে লাগল ছেলেদের তালে তালে পা ঠোকার শব্দ।

যে মেয়েটা প্রথমে দেয়ালে মুগুরের আঘাত করেছিল হঠাৎ সে থেমে গিয়ে আঙুল বাড়িয়ে টারজনকে দেখাল। সকলেই টারজনের দিকে তাকাল। প্রথম মেয়েটা তখন মূকাভিনয়ের ভঙ্গীতে মুগুর দিয়ে টারজনের মাথায় আঘাত করার ও তার মাংস ছিঁড়ে খাবার ইঙ্গিত করল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল পাথরে মুগুর ঠোকা আর মাটিতে পা ঠোকার শব্দ। সকলেরই

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি পড়ল টারজনের উপর। তাকে দিয়ে পেটের ক্ষিধে মেটাতে তারা তখন কৃতসংকল্প।

কিন্তু তাদের বাধা দিল ষোল বছরের একটি ছেলে। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে ও মাথা নেড়ে সে অন্য সকলকে বিরত করতে চেষ্টা করতে লাগল। ফল কিন্তু হল উল্টো। ক্ষিধের জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অন্য ছেলেমেয়েগুলো সেই ছেলেটাকেই পাল্টা আক্রমণ করে বসল। দ্রুত সরে গিয়ে ছেলেটা কোমর থেকে কয়েকটা পালক-লাগানো পাথর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। দুটি মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তৃতীয় পাথরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একটা ছেলের কপালে গিয়ে লাগতে সেও সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এই ছেলেটাই টারজনের গলার লকেটটা খুলে নিয়েছে। টারজনের জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকেই একটা বড় পাতা দিয়ে সেটাকে ভাল করে ঢেকে গলায় পরে আছে। এবার ছেলেমেয়েরা সকলেই মার-মার ভঙ্গীতে ছেলেটাকে তাড়া করে এল। একটা পাথর আবার তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েই ছেলেটা টারজনের দিকে ছুটে গেল।

কিসের টানে কে জানে টারজন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটা ভয়ংকর দুই পাটি দাঁত মেলে ধরল; অবশ্য টারজনের বুঝতে অসুবিধা হল না যে ছেলেটা তার হাসিরই প্রতিদান দিল। টারজন আবার ছেলেটার দিকে তাকাল; সে তখন ভয়ে কাঁপছে। অদূরেই পিছনের একটা প্রাচীর। একটানে আলালুস জাতির ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে টারজন সেই দিকে ছুটে গেল। এক লাফে প্রাচীরের উপর চড়ে বসে ছেলেটিকেও ও পাশের মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল।

একবার চারদিকে তাকাল। অন্ধকার হয়ে আসছে। পশ্চিম পর্বতমালার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

পথ দেখিয়ে ছেলেটা ছুটছে আগে আগে; পিছনে ছুটছে টারজন। কিন্তু অচিরেই সে দ্রুততর গতিতে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে আগে চলে গেল। পরমুহূর্তেই অনুসরণকারীদের বোকা বানিয়ে টারজন জঙ্গলে ঢুকেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু দূর থেকেও তার চোখ রইল আলালুস ছেলেটার দিকে। তখন নীচের পথ ধরে প্রাণপনে ছুটছে।

বেশ কিছুক্ষণ টারজনকে দেখতে না পেয়ে অনুসরণকারীরা যার যার গুহায় ফিরে গেল। ছেলেটা যখন বুঝতে পারল যে কেউ তাকে তাড়া করছে না তখন সে থামল; চারদিকে তাকাতে লাগল তার উদ্ধারকারী বিচিত্র প্রাণীটির খোঁজে। কিন্তু বনের অন্ধকারে তার দৃষ্টি বেশীদূর পৌঁছল না। কান পাতল। কোন মানুষের পায়ের শব্দই শুনতে পেল

না। কিন্তু শুনতে পেল অন্য সব পরিচিত শব্দ—সে শব্দ আসছে চারদিকের ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে, আসছে মাথার উপরকার গাছের ডাল থেকে; আর আসছে ভয়ংকর সব গন্ধ। ছেলেটা ভয় পেল। দুর্ভেদ্য অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরেছে, চেপে ধরেছে। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

কাছেই ঝোপের ভিতরকার সর্-সর্ শব্দ শুনে একটা নতুন আতংকে তার শরীর শিউরে উঠল। সিংহ কাকে বলে সে জানে না কারণ এর আগে সে কখনও গুহার বাইরে আসে নি। সহজাত প্রবৃত্তিবশেই সে বুঝতে পারল, একটি প্রাণী তাকে দেখতে পেয়ে গুড়িসুড়ি মেরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

সিংহটা গর্জে উঠল, আর সেই গর্জন শুনেই সে বুঝতে পারল যে এটা সিংহ।

বিশ মাইল দূরের আর একটি বনের মধ্যে এস্টেবান মিরাণ্ডা তখন ছোট্ট উহ্-হার হাত ধরে অন্ধকারে চলতে চলতে আর একটা সিংহের বজ্র-গর্জন শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল।

একটা বড় মানুষকে এ ভাবে কাঁপতে দেখে মেয়েটি ঘৃণার চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কিছুতেই জল-পিশাচ নও; এমন কি তুমি টারজনও নও, কারণ আমার বাবা খামিস বলেছে, টারজন কাউকে ভয় করে না। হাত ছেড়ে দাও, আমি গাছে উঠে যাব; তুমি ভীতুর ডিম, সিংহ এসে তোমাকে খেয়ে ফেলুক। ছেড়ে দাও বলছি।" সে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল।

এস্টেবান হিস্‌হিসিয়ে বলল, "চুপ কর! সিংহটা যে তোমার চীৎকার শুনতে পাবে।" নীচু হয়ে সে মেয়েটিকে তুলে ধরল। হাত বাড়িয়ে একটা নীচু ডাল ধরে মেয়েটি গাছে উঠে গেলে সে নিজেও এক লাফে গাছে চড়ে বসল।

একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিয়ে দুজন ভোরের প্রতীক্ষায় সেখানে বসে কাটাল। সিংহ নুমা গাছের তলায় কিছুক্ষণ গজরাল; তারপর বন কাঁপিয়ে বার কয়েক গর্জন করে চলে গেল।

দিনের আলো ফুটলে তারা দুজনও ঘুম-ঘুম ক্লান্ত দেহে গাছ থেকে নেমে এল। মেয়েটি সেখানেই অপেক্ষা করতে চাইলেও ওবেবের হাতে আবার ধরা পড়ার ভয়ে এস্টেবান তাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল উত্তরের দিকে।

আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকেই প্রথম নারীর গুহার মধ্যে পড়ে ছিল একটি যুবকের মৃতদেহ। দিনের আলো ফুটতেই দূর নীলাকাশে প্রথম দেখা গেল একটা কালো বিন্দু। ক্রমে সেটা বড় হতে হতে একটা উড়ন্ত পাখির রূপ নিল। পাক খেতে খেতে সেই পাখিটা—শকুনি স্কা—

নেমে এল মৃত যুবকটার উপর। এক ঘণ্টার মধ্যেই তার মৃতদেহটাকে ঘিরে ধরল অনেকগুলি শকুন। যখন তারা উড়ে গেল তখন সেখানে পড়ে রইল কেবলমাত্র কয়েকখণ্ড মাংসহীন হাড়, আর একটা শকুনের গলায় জড়িয়ে রইল সোনার চেনের সঙ্গে ঝোলানো একটি হীরে-বসানো লকেট। সেটা যত উড়ছে, সূর্যের আলোয় লকেটটা ততই ঝলমল করছে।

এদিকে আলালুস যুবকটিকে ভয় পেয়ে যে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে পড়ল ঠিক তার উপরেই ছিল টারজন। নুমা তার উপর লাফিয়ে পড়ার আগেই সে দ্রুত নীচে নেমে চুল ধরে টেনে যুবকটিকে গাছের উপর তুলে নিল; নুমার শানিত নখর আলালুসের পায়ের নীচেকার মাটিতে আছড়ে পড়ল।

তারপর আলালুস যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে শুরু হল টারজনের দীর্ঘপথযাত্রা। যেতে যেতে সে কখনও একটা হরিণ, কখনও বা একটা শুয়োর মেরে আহারের ব্যবস্থা করল।

কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন ও রাত। এক সময় টারজনের মনে হল, এই বিপদ-সংকুল অরণ্য-পথে তার নিজের জন্য এবং যুবকটির আত্মরক্ষার জন্য কিছু তীর, ধনুক ও একটা করে ভাল বর্শা তৈরি করা একান্ত দরকার। জঙ্গল ও নদী থেকে মাল-মশলা যোগাড় করে এনে প্রথমে নিজের জন্য তৈরি করল তীর, ধনুক ও বর্শা। তারপর যুবকটির মত করে সেই সব অস্ত্র বানিয়ে একটু একটু করে সে সবের ব্যবহার তাকে শেখাতে লাগল।

এইভাবে টারজন ও আলালুস যখন দীর্ঘ অরণ্যপথ পার হয়ে চলল আর টারজন খুঁজতে লাগল একটা পালাবার পথ, ঠিক তখনই ওঝা খামিসের মেয়ে ছোট্ট উহ্হাকে সঙ্গে নিয়ে সেই একই অরণ্যের অন্য প্রান্তের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম উপকূলে যাবার একটা পথের সন্ধানে।

আলালুস যুবকটি টারজনের পিছনেই লেগে রইল। এতদিনে টারজনও যুবকটির ইঙ্গিত-ভাষা কিছুটা শিখে নিয়েছে; তাতেই দুজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান মোটামুটি চলে যাচ্ছে। নতুন নতুন অস্ত্রচালনা শেখার ফলে যুবকটির আত্ম-বিশ্বাসও অনেক বেড়ে গেছে। ফলে মাঝে মাঝে দুজনই আলাদাভাবে শিকারে বেরিয়ে যায়।

একদিন তেমনিভাবে একা শিকারে বেরিয়ে টারজন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। হরিণের গন্ধ শুঁকে এগিয়ে যেতে যেতেই হঠাৎ একটা আলালি নারীর গন্ধ এসে তার নাকে লাগল। গাছের উপরে উঠে সেই গন্ধকে অনুসরণ করে কিছুটা এগিয়ে যেতেই দূরের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল, আর প্রায় শ'খানেক

গজ দূরে যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে নিজের চোখকেই যেন প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারল না। দেখতে পেল একটি বিরাটকায়া আলালুস নারীকে; তাকে ঘিরে ধরেছে একদল বেঁটে বামন—পশ্চিম উপকূলের বিশেষ ধরনের হরিনের পিঠে সওয়ার হয়ে তারা হাতের বর্শা ও তরবারি দিয়ে বার বার আঘাত করছে আলালুস নারীর বিরাট দুটি পায়ে; নারীটিও আক্রমণকারীদের লাথি মেরে ও হাতের মুগুর চালিয়ে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে পিছু হটে যাচ্ছে।

অচিরেই টারজন বুঝতে পারল যে বিরাটকায়া নারীটির পায়ের পেশীগুলো কেটে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টাই আক্রমণকারীরা করছে। কিন্তু এই অসম যুদ্ধে তারা কিছুতেই এঁটে উঠছে না। নারীটির এক এক লাথিতে আক্রমণকারীদের ডজনখানেক সৈনিক ধরাশায়ী হচ্ছে; ইতিমধ্যেই শ'খানেক যোদ্ধার প্রায় অর্ধেকই মারা পড়েছে।

তথাপি যারা তখনও বেঁচে আছে তাদের সাহসিকতা টারজনকে চমৎকৃত করল। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তারা বার বার বিরাটকায়ার পায়ের উপর লাফিয়ে পড়ছে; যেন তেন প্রকারেণ তাকে ধরাশায়ী করতেই হবে। ক্রমে তাদের এই উন্মত্ত প্রাণবলির কারণটা টারজন বুঝতে পারল —আলালুস নারীর বাঁ হাতের মুঠিতে ঝুলছে তাদেরই একজন সহ-যোদ্ধা; তাকে উদ্ধার করতেই এই অসম যুদ্ধ।

ধীরে ধীরে ছবিটা টারজনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল, যে সব কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আফ্রিকা-অভিযানকারীদের পরিচয় আছে এরা তারা নয়; এরা হচ্ছে সেই সব লুপ্তপ্রায় শ্বেত বামন জাতি যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ভ্রমণ ও আবিষ্কার-অভিযানের প্রাচীন পুথিপত্রে এবং রূপকথা ও উপকথায়।

টারজন জঙ্গলের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। তাকে দেখামাত্রই দ্বিতীয় শত্রু মনে করে বামন সৈন্যরা হতাশায় চীৎকার করে রণে ভঙ্গ দিল। তাদের সে ভুল ভেঙে দেবার জন্য টারজন নারীটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের ভাষায় নারীকে বলল, সে যেন বন্দীকে হাতের মুঠো থেকে ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে সেখান থেকে চলে যায়। তা শুনে নারীটি মুখ ভেংচে মুগুর উঁচিয়ে তাকেই তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনও ধনুকে তীর জুড়ে হুংকার দিয়ে উঠল, "চলে যাও, নইলে তোমাকে খুন করে ফেলব। আর যাবার আগে হাতের ছোট মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে যাও।"

নারীটি কিন্তু হিংস্র ভঙ্গীতে দাঁত বের করে আরও জোরে ছুটে এল। আর দেরী করা বিপজ্জনক। টারজন হাতের তীর ছুঁড়ে দিল। সে

তীর আমূল বিদ্ধ হল নারীটির বুকে। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। কিন্তু তার আগেই টারজন এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার মুঠোর ভিতর থেকে বামন সৈন্যটিকে উদ্ধার করে আনল।

সমবেত বামনরা আনন্দে হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল। নতজানু হয়ে সকলে টারজনের হাতে চুমো খেতে লাগল। তারপর সকলে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত বামনটিকে ঘিরে স্বাগত জানাতে লাগল। টারজন বুঝতে পারল, এই লোকটি তাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র; হয়তো তাদের সর্দার।

সকলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে টারজন বুঝল, এদের মধ্যে যে সব চাইতে লম্বা তার উচ্চতা প্রায় আঠারো ইঞ্চি; রোদে পুড়ে তাদের সাদা চামড়া অনেকটা তামাটে রং ধরেছে; তবে তারা যে শ্বেতকায় সেটা সহজেই বোঝা যায়; আর দেখতেও মোটামুটি সুশ্রী।

মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকটি এগিয়ে এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে হাত বাড়াল; টারজনও মাথাটাকে ঈষৎ নামিয়ে হাত বাড়িয়ে অভিবাদন জানাল। সর্দার জানাল, তারা এবার ফিরে যাবে; অতএব টারজনও তাদের সঙ্গেই চলুক।

কৌতূহল বশতই টারজন তাদের সঙ্গে যেতে সম্মত হল। বামন সৈন্যরাও যার যার হরিণের পিঠে সওয়ার হল। হরিণগুলো এক এক লাফে পাঁচ/ছ' ফুট পার হয়ে এত দ্রুত ছুটতে লাগল যে দ্রুতগামী টারজনের পক্ষেও তাদের চলার সঙ্গে তাল রাখা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠল।

যাই হোক, দিনের আলো থাকতে থাকতেই একসময় টারজন দেখতে পেল, অনেক দূরে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজ-আকারের অনেকগুলি পাহাড়ের চূড়া, আর একদল সৈনিক হরিণের পিঠে সওয়ার হয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে।

দু দলের দেখা হতে সকলেই খুশি হয়ে উঠল। পারস্পরিক কুশল-প্রশ্নের পরে সকলে একসঙ্গে এগিয়ে চলল।

আরও কাছে পৌঁছে টারজন দেখল, অসংখ্য বামন সেই পাহাড়-চূড়াগুলিতে চলাফেরা করছে; আর যেগুলিকে দূর থেকে পাহাড়ের চূড়া বলে মনে হয়েছিল আসলে সেগুলি ছোট ছোট পাথরের তৈরি গম্বুজওয়ালা বাড়ি; বামনরা নিজেরাই সেগুলি তৈরি করছে। দলে দলে সব বামন শ্রমিকরা পাথর বয়ে নিয়ে একটা চূড়া থেকে আর একটা চূড়ায় উঠে যাচ্ছে; আবার আর এক দল শূন্য হাতে নেমে আসছে নতুন করে পাথর বয়ে নিয়ে যেতে। তাদের দেখে টারজনের মনে হল, অসংখ্য পিপড়ে যেন ঢিপি গড়ার কাজ করে চলেছে।

অনেক মাইল দূরে একটি বিরাটকায় সাদা মানুষ একটি ছোট্ট কালো মেয়েকে নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে গুড়ি মেরে বসে আছে। তার এক

হাতের আঙুল মেয়েটির মুখ চেপে ধরে আছে, আর অন্য হাতে একটি ছুরি ধরে আছে মেয়েটির বুকের উপর। কিন্তু তার চোখ দুটি পড়ে আছে ঘন লতাপাতায় ঢাকা বনপথের দিকে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে দুটি আবলুস-কালো সৈনিক। ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হার উদ্ধারের একমাত্র উপায় একেবারে তার হাতের কাছেই এসে গেছে, কারণ কালো শিকারী দুটি সর্দার ওবেবের গ্রাম থেকেই এসেছে। কিন্তু পাছে মিরাণ্ডার হাতের ছুরি তার বুকের মধ্যে বসে যায় এই ভয়ে সে টুশব্দটি করতে পারল না। শিকারী দুটি কাছে এসেও দূরে চলে গেল। ক্রমে তাদের পায়ের শব্দও মিলিয়ে গেল। তখন স্পেনীয় লোকটি আবার তাকে টানতে টানতে পথে নামল; সে অরণ্য-পথের বুঝি শেষ নেই।

পিঁপড়ে-মানুষদের দেশে সকলেই টারজনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সেও অপরিচিত লোকগুলির আচার-আচরণ ও রীতিনীতি জানবার কৌতূহলে সেখানেই থেকে গেল। আগে থেকেই সে অনেক রকম ভাষা জানত, তাই আর একটি নতুন ভাষা আয়ত্ত করতে তার বিশেষ অসুবিধা হল না; কিছু দিনের মধ্যেই সে তাদের কথা বুঝতে পারল, আর তাদেরও নিজের কথা বোঝাতে পারল। ফলে সকলের সঙ্গেই তার একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠল। বিশেষ করে তাদের রাজা অ্যাডন্‌ড্রোহাখিস তো তার উপর খুব খুশি, কারণ রাজার ছেলে কোমোডোফ্লোরেন্সালকেই সে বাঁচিয়েছে আলালুস নারীর কবল থেকে। অতএব পরম সুখেই তার দিন কাটতে লাগল। শহরের ঠিক বাইরে একটা নির্জন বড় গাছের নীচে সে আস্তানা পাতল। শত শত ক্রীতদাস তার জন্য খাবার বয়ে আনে। সে যখন গম্বুজওয়ালা বাড়িগুলোর ভিতর দিয়ে হেঁটে বেড়ায় তখন একদল হরিণারোহী সৈন্য তার আগে আগে পথঘাট পরিষ্কার করতে করতে চলে তাতে তার পায়ের নীচে চাপা পড়ে শহরের কোন লোক মারা না পড়ে। টারজনও খুব সর্তক হয়ে পথ চলে। কাজেই কোন রকম বিপদ ঘটে না।

ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখতে ও বুঝতেই তার দিন কাটে। রাজা অ্যাডেন্‌ড্রোহাখিসের প্রাসাদটি একশ' দশ ফুট উঁচু, পরিধি দু'শ' বিশ ফুট; মোট ছত্রিশটি তলায় আশী হাজার লোকের বসবাস; ঠিক যেন মানুষের জন্য তৈরি একটা বড় মাপের পিঁপড়ের ঢিবি। রাজার বাড়ি থেকে কিছুটা ছোট একই মাপের দশটি গম্বুজ নিয়েই শহর; তাতে বাস করে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ; তার দুই-তৃতীয়াংশ ক্রীতদাস; মোটামুটিভাবে তারাই কারিগর ও শাসকশ্রেণীর গৃহ-ভৃত্য; আরও পাঁচ লক্ষ ক্রীতদাস বাস করে মাটির নীচে বিভিন্ন খনিতে; সেখানেই তারা মজুর হিসেবে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন টারজন রাজকুমার কোমোডোফ্লোরেন্সালকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার স্ত্রী কোথায়?"

সে জবাব দিল, "আমার স্ত্রী নেই। পার্শ্ববর্তী শহর ভেন্টোপিস্‌মেকাসের বিরুদ্ধে আমাদের একটা যুদ্ধের আয়োজন চলছে। সেখানকার রাজার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা আছে; নাম জাগ্গারা। রাজা অ্যাডেন্‌ড্রোহাখিসের ছেলের সেই হবে উপযুক্ত পাত্রী।

টারজন বলল, "সে যে উপযুক্ত পাত্রীই হবে তা বুঝলে কেমন করে? তোমাদের মধ্যে ভালবাসা হয় নি—ধর তোমাদের দুজনের যদি বনিবনা না হয় তাহলে?"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল ঘাড় নেড়ে বলল, "বনিবনার কি আছে? সে আমাকে একটি ছেলে দেবে, আর একদিন সেই হবে ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের রাজা। বাস, তাহলেই তো হল।"

দিন কাটে। ক্রমেই এই অলস কর্মহীন জীবন টারজনের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। যাকে কাছে পায় তাকেই এখান থেকে বের হবার পথের হদিস জিজ্ঞাসা করে। সকলেই একই জবাব দেয়; যে কাঁটা গাছের জঙ্গলে অঞ্চলটা ঘেরা তার ভিতরে ঢোকাটা শক্ত নয়, কিন্তু সে জঙ্গল এত বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে তাকে পার হবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু এই ক্ষুদে মানুষগুলোর কাছে যে কাঁটা-বন দুর্ভেদ্য, টারজনের কাছে তা নয়। এখান থেকে পালাবার একটা মতলব সে ধীরেসুস্থে সন্ধান করতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎই একটা পরিবর্তন ঘটল। অতি প্রত্যুষে উষার প্রথম আলো যখন পূবের আকাশকে সবে রাঙিয়ে দিয়েছে, ঠিক তখনই সেটা ঘটল।

প্রথম নারীর ছেলে আলালুস যুবকটি জঙ্গলের পথে পথে টারজনকে খুঁজে বেড়িয়েছে, কিন্তু তার সন্ধান পায় নি। তার পরিবর্তে নিজের জাতির দুটি পুরুষের দেখা পেয়ে তাদের সঙ্গেই শিকার করতে বেরিয়েছে।

হঠাৎ একসময় তারা তিনজন একটি বিপুলকায় নারীর সামনে পড়ে গেল। তাকে দেখেই তো দুজন দেছুট-দেছুট। এক ছুটে একটা বড় গাছের দো-ডালায় চড়ে বসে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে তারা পিছনে তাকিয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। তাদের অপর সঙ্গী প্রথম নারীর ছেলেটি মোটেই ছুটে পালায় নি; বরং বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে নারীটিকে চলে যেতে বলছে; অন্যথায় তাকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।

এখানে কোন পুরুষ কোন নারীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে এটা যে এক অভাবনীয় কাণ্ড। তাই প্রথমে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলেও পরে নারীটি ভীষণ রেগে গেল। কোমরে ঝোলানো একটা পাথর হাতে তুলে নিল। কিন্তু সেটা ছুঁড়বার আগেই যুবকটির হাতের তীর

সবেগে এসে তার বুকে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে সেই নারী দুই হাতে বুকের তীরটা চেপেধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় কিছুক্ষণ ছটফট করে একসময় নিশ্চল হয়ে গেল।

এতক্ষণে সাহসে ভর করে সঙ্গী দুজন গাছের ডাল থেকে নেমে এল। একবার যুবকটির হাতের তীর-ধনুক দেখে, আবার নারীটির বুকের দিকে তাকাল। তীর-ধনুকের ব্যবহার এই তারা জীবনে প্রথম দেখল। এ যে বিস্ময়কর ঘটনা! আলালিদের ইতিহাসে এটা যে একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

রাজা অ্যাডেন্‌দ্রোহাখিসের শহরের এক প্রান্তে একটা বড় গাছের নীচে ঘাসের বিছানায় শুয়ে ছিল টারজন। ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের পূর্বদিকে অরণ্যশীর্ষে তখন উষার প্রথম আলো এসে পড়েছে। হঠাৎ মাটির নীচ থেকে একটা অস্পষ্ট কাঁপন কানে আসায় তার ঘুম ভেঙে গেল। কাঁপনটা এতই দূরবর্তী ও অস্পষ্ট যে বলে দিলেও অন্য কারও কানে সেটা বাজত কি না সন্দেহ; কিন্তু টারজনের শ্রবণশক্তি অন্যের চাইতে স্বতন্ত্র; রাতের অন্য সব সাধারণ শব্দের চাইতে এটা আলাদা বলেই ঘুমের মধ্যেও সে শব্দ তার কানে বাজল।

জেগে উঠে ভাল করে কান পাততেই সে বুঝতে পারল, শব্দটা মাটির নীচ থেকে আসছে না, আসছে মাটির উপর থেকেই, আর সেটাও খুব দূর থেকে নয়। শব্দটা অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। মুহূর্তমাত্র হতচকিত ভাবে থেকেই হঠাৎ সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাজা অ্যাডেন্‌দ্রোহাখিসের প্রাসাদ-গম্বুজ মাত্র শ'খানেক গজ দূরে; টারজন সেই দিকে পা চালিয়ে দিল। দক্ষিণ ফটকের মুখে একটি বেঁটে শান্ত্রী তাকে বাধা দিল।

টারজন হুকুম দিল, "রাজাকে জানাও যে টারজন বলছে, অনেক হরিণ ছুটে আসছে ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের দিকে, আর সে যদি খুব বেশী ভুল না বুঝে থাকে তো তাদের প্রত্যেকের পিঠে আছে একজন করে শত্রু-সৈন্য।"

শান্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই জনাকয়েক সৈনিকসহ একজন অফিসার এসে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি?"

শান্ত্রীটি জবাব দিল, "রাজ-অতিথি বলছে, অনেক হরিণের আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে।"

অফিসার টারজনের দিকে ফিরে বলল, "কোন্ দিক থেকে আসছে?"

পশ্চিম দিকে আঙুল বাড়িয়ে টারজন বলল, "শব্দটা ঐদিক থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে।"

"জেন্টোপিস্‌মেকাসের লোকরা আসছে!" চীৎকার করে কথাগুলি বলেই

অফিসার সঙ্গীদের দিকে ঘুরে বলল, "শীঘ্র যাও! ট্রোহানাডালমেকাসের লোকদের জাগাও—আমি যাচ্ছি রাজ-প্রাসাদ ও রাজাকে সতর্ক করে দিতে।"

সকলেই যার যার পথে চলে গেল।

টারজন দেখতে পেল, অবিশ্বাস্যরকম অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার সৈনিক দশটি গম্বুজের প্রতিটি থেকে জলস্রোতের মত বেরিয়ে আসছে। উত্তর ও দক্ষিণ ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে হরিণারোহী সৈনিক আর পূর্ব ও পশ্চিম ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছে পদাতিক সৈন্যের দল। কোন রকম হৈ-হট্টগোল নেই; সকলে চলেছে সুনির্দিষ্ট সামরিক শৃংখলার সঙ্গে; দেখলেই বোঝা যায়, প্রতিটি সৈনিক সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত।

সৈন্য-পরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিয়ে গম্বুজ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে যুবরাজ কোমোডোফ্লোরেন্সাল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সে শহর থেকে দু' মাইল দূরে প্রথম ঘাঁটি বানিয়েছে সাত হাজার পাঁচ শ' সৈন্যের। তার পিছনে আধ মাইল দূরে রেখেছে দু'হাজার সৈন্য; তাছাড়া অগ্রবর্তী সৈন্যদলে আছে দশ হাজার সৈনিক; গোটা শহরকে তারা ঘিরে রেখেছে। শহরের ভিতরে তখনও আছে পনেরো হাজার রিজার্ভ সৈন্য।

আগন্তুক ভেল্টোপিসমেকাস-বাহিনীর ক্ষুরের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। বোঝা গেল, তারা হয়তো বুঝতে পেরেছে যে তাদের অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। তারা কি আক্রমণের পরিকল্পনা পাল্টাবে? না কি অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে থেমেছে?

ভাবতে ভাবতে টারজন রাজা অ্যাডেনড্রোহাথিসের দিকে এগিয়ে গেল। রাজার গায়ের সোনালী পোশাক ঝলমল করছে; চামড়ার আবরণের উপর ছোট ছোট সোনার চাকতি থরে থরে সাজানো; তিনটি সোনার বকলশ-আঁটা চওড়া চামড়ার কোমরবন্ধটি কোমরে জড়ানো; তা থেকে ঝুলছে তীক্ষ্ণমুখ তরবারি ও শাণিত ছুরি; সেগুলির খাপের উপর সোনা ও অন্য ধাতুর বিচিত্র কারুকার্য।

তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজা বলল, "রক্ষী-দলপতি আমাকে বলেছে, ভেল্টোপিসমেকাস বাহিনীর আগমন-বার্তা তুমিই সকলের আগে জানিয়েছ। তাই আর একবার ট্রোহামাডালমেকাসের মানুষদের তুমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধেছ। কি করলে সে ঋণ শোধ হবে বল?"

টারজন সবিনয়ে জানাল, "আমার কাছে তোমাদের কোন ঋণ নেই। তোমাদের বন্ধুত্ব লাভ করলেই আমি খুশি হব। তুমি শুধু এই অনুমতি দাও, আমি যেন তোমার ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারি।"

রাজা বলল, "মৃত্যু-কীট যত দিন আমাকে গিলে না খাবে ততদিনই আমি তোমার বন্ধু থাকব। তোমার যেখানে খুশি যেতে পার। তুমি যে যুদ্ধের জায়গাটাই বেছে নিয়েছ তাতে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি।"

যুবরাজ কোমোডোফ্লোরেন্সাল তাকে সাদরে গ্রহণ করল। তার কাঁধে একটা পাতা-ভরা ডাল দেখে যুবরাজ অবাক হয়ে তাকাল।

টারজন বলল, "খবর কি ?"

যুবরাজ বলল, "খবর পেয়েছি, ওদের দলে আছে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য।"

ঠিক তখনই পশ্চিম দিক থেকে একটা শব্দের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল।

যুবরাজ হাঁক দিল, "ওরা এসে পড়েছে।"

উঁচু-নীচু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল, ভেল্টোপিস্‌মেকোসবাসীরা দলে দলে এগিয়ে আসছে। বলল, "আমাদের স্কাউটরা পিছিয়ে পড়ছে।"

"তুমি শত্রুপক্ষকে দেখতে পাচ্ছ ?" যুবরাজ শুধাল।

"হ্যাঁ।"

"তাদের গতিবিধি সম্পর্কে যা দেখছ বল।"

"বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে অনেকগুলি দীর্ঘ সারি বেঁধে তারা এগোচ্ছে। আমাদের স্কাউটরা পিছিয়ে আসছে। তাদের পিছনেই রয়েছে আমাদের একটা ঘাঁটি।"

কোমোডোফ্লোরেন্সালের হুকুমে একহাজার হরিণ-আরোহী সৈন্য দ্রুত ছুটতে লাগল; তাদের বাহনগুলি এক এক লাফে ছ'সাত ফুট পর্যন্ত এগিয়ে যাচ্ছে। আরও এক হাজার ছুটল ডান দিকে; আর এক হাজার বাঁ দিকে।

শুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। সেদিকে তাকিয়ে যুবরাজ বলল, "সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী। সেই সংখ্যার জোরেই ওরা আমাদের কিছু লোককে বন্দী করবে, আমরাও কিছু বন্দী করব—কিন্তু আর দেরী নয়। তুমি শহরে ফিরে যাও।"

"আমি তো ভাবছি এখানেই থাকব," টারজন বলল।

"কিন্তু ওরা তোমাকে বন্দী করবে, অথবা মেরেই ফেলবে।"

টারজন হেসে হাতের ডালটা নাড়ল। বলল, "ওদের আমি ভয় করি না।"

যুবরাজ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "তার কারণ তুমি ওদের চেন না। চেহারাটা বড় বলেই নিজের উপর তোমার ভরসাটা বড় বেশী; কিন্তু মনে রেখো, একজন মিনুনিয়ানের চাইতে তুমি মাত্র চারগুণ বড়, আর ওরা তোমাকে আক্রমণ করবে হাজারে হাজারে।"

বলতে বলতেই যুবরাজ সেখান থেকে সরে গেল। সেনাপতির গুরু দায়িত্ব তাকে ডাকছে। সে ছুটে গেল নিজের সৈন্যদের পাশে। সেখানে চলেছে দুই পক্ষের হাজার হাজার সৈন্যের মরণ-পণ সংগ্রাম।

এতক্ষণে ভেল্টোপিসমেকোসবাসীদের দৃষ্টি পড়ল টারজনের উপর। তারা

দলে দলে ধেয়ে এল তাকে লক্ষ্য করে। টারজনও প্রথমে হাতের ডালটা দিয়ে তাদের ঝাঁটা-পেটা করতে লাগল। কিন্তু শত্রুপক্ষ যে সংখ্যাহীন। টারজনের ঝাঁটার আঘাতে যতজন মারা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা দশগুণ এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ যেন সমুদ্রের অবিশ্রাম ঢেউ; প্রতিটি ঢেউ নরম, দুর্বল, ভঙ্গুর; কিন্তু সংঘবদ্ধতার গুণে সেই ঢেউই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড, প্রবল, প্রাণঘাতী।

এবার টারজন গাছের ডালটা ফেলে দিয়ে হাত-চালাতে শুরু করল। এক একজনকে ধরে, আর বাহনের পিঠ থেকে তুলে নিয়ে আছাড় মারে আগন্তুক অন্য সৈন্যদের উপরে। তবু তাদের আসার বিরাম নেই; সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত একটার পর একটা আসছে তো আসছেই।

প্রতিটি শত্রুসৈন্য বাহনশুদ্ধ লাফিয়ে পড়ছে তার উপরে। একজন লাফিয়ে পড়ে মাথা দিয়ে ঢুঁ মারল তার পেটে। একটু ঘুরে গিয়ে টারজন এক পা সরে দাঁড়াল। আর একজন—আরও একজন আঘাত করল তার পায়ে—তার বুকের পাঁজরে। বার বার তাদের হাতের সূচীমুখ শানিত তরবারি তার বাদামী চামড়াকে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল, তার হাঁটুর উপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত। রক্তে লাল হয়ে উঠল দুই পা। তবু হাজার হাজার শত্রুসৈন্যের আগমনেরও বিরাম নেই, আক্রমণেরও বিরাম নেই। এক্ষেত্রে টারজনের তীর-ধনুক একেবারেই অকেজো। শুধু দুটি হাত দিয়েই সে মারমার কাণ্ড করতে লাগল। কিন্তু অসংখ্যের বিরুদ্ধে একের সংগ্রাম কতক্ষণ চলে!

ক্রমে টারজন বুঝতে পারল, এই ক্ষুদ্রকায় ছোট মানুষগুলো বুঝি অরণ্যরাজ অদ্বিতীয় টারজনের জন্য এখানে রচনা করেছে ওয়েলিংটনের রণক্ষেত্র। একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

আর একটি বেঁটে সৈনিক এসে ঢুঁ মারল তার পেটে; সে আঘাতে তার মাথাটা ঘুরে গেল। আত্মস্থ হবার আগেই আর একজন বাহনও লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। তাল সামলাতে না পেরে টারজন মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার সবাহন বামন সৈন্য পিঁপড়ের সারির মত এসে তাকে ঢেকে ফেলল। সে উঠতে চেষ্টা করেও পারল না। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

নরখাদক ওবেবেদের ওঝা খামিসের মেয়ে উহ্‌হা জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা ঘরে ঘাসের উপর গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে আছে। রাত হয়েছে, কিন্তু এখনও সে ঘুমোয় নি। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে বাইরের একটা ছোট ধুনির পাশে শুয়ে-থাকা বিরাটদেহ সাদা মানুষটার দিকে। এখন আর তার চোখে কোন ভয়ের চিহ্ন নেই—আছে শুধু ঘৃণা, অনন্ত ঘৃণা।

অনেক দিন থেকেই এস্টেবান মিরাণ্ডাকে উহ্‌হা আর জল-পিশাচ বলে মনে করে না। বনের বড় বড় পশুকেও সে ভয় করে, কিন্তু জল-পিশাচরা তো কাউকে ভয় করে না। লোকটা আসলে টারজন কি না সে সম্পর্কেও তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে টারজন সম্পর্কে এত সব অলৌকিক কাহিনী সে শুনেছে যে তার সঙ্গে এস্টেবান মিরাণ্ডার কোন চাল-চলনই খাপ খায় না।

উহ্‌হা জানে, গ্রাম ছেড়ে তারা যত দূরই এসে থাকুক, এখান থেকে সে একাই গ্রামে ফিরে যেতে পারবে। পথে খাবার সংগ্রহ করতে অথবা হিংস্র প্রাণীদের এড়িয়ে চলতেও সে পারবে। তার একমাত্র ভয় মানুষকে। ঈশ্বরের সব সৃষ্ট জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই সার্বিক ঘৃণার পাত্র; অন্য সব ইতর প্রাণীরা তো তাকে ঘৃণা করেই, এমন কি মানুষও মানুষকে ঘৃণা করে, কারণ একমাত্র মানুষই অন্যের মৃত্যুতে আনন্দ করে—অন্য সব প্রাণীর তুলনায় মানুষই সব চাইতে ভীরু—সেই মৃত্যুকে ভয় করে সকলের চাইতে বেশী।

স্পেনীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিগ্রো মেয়েটির চোখ দুটি ঝিকমিকিয়ে উঠল, কারণ তার প্রতিহিংসা সাধনের উপায় রয়েছে ঐ লোকটিরই দখলে। আগুনের দিকে ঝুঁকে শুয়ে পড়ে লোকটি খুশি মনে তাকিয়ে আছে তার ছোট হরিণ-চামড়ার থলেটার দিকে; সেই থলেরই কিছু জিনিস সে নিজের হাতের তালুতে ঢেলেছে। ছোট্ট উহ্‌হা জানে, এই ঝকমকে ছোট পাথরগুলোকে এস্টেবান মিরাণ্ডা কত ভালবাসে। সেগুলো যে হীরে তা সে জানে না, সেগুলোর মূল্যও বোঝে না। শুধু জানে যে এই পাথরগুলোকে লোকটা এত ভালবাসে যে সে মরবে তবু ওগুলো হাতছাড়া করবে না।

অনেকক্ষণ ধরে মিরাণ্ডা পাথরগুলি নিয়ে খেলা করল; উহ্‌হাও একদৃষ্টিতে দেখল। তারপর সবগুলি পাথরকে থলের মধ্যে ভরে কটিবস্ত্রের নীচে থলেটাকে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখল। অনেক রাত হল। মিরাণ্ডা উঁচু হয়ে কাঁটার কুঁড়ে ঘরে ঢুকে তার মুখে কিছু কাঁটাগাছ ছড়িয়ে রেখে উহ্‌হার পাশে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু টারজনের মত দীর্ঘদেহ এই স্পেনীয় লোকটির কাছ থেকে ছোট্ট মেয়েটি কেমন করে চুরি করবে এই হীরেগুলো? ঘুমের মধ্যে থলেটা সরাতে গেলেই তো সে জেগে উঠবে। গায়ের জোরেও তো ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তাহলে কি তার মাথার বাসনা মাথার মধ্যেই মাথা কুটে মরবে?

এক সময় স্পেনীয় লোকটির শ্বাস-প্রশ্বাস থেকেই বোঝা গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উহ্‌হা ঘাসের নীচে হাত ঢুকিয়ে

একটা বড় মুগুর টেনে বের করল। খুব সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে ঘুমন্ত মিরাণ্ডার পাশে হাঁটু ভেঙে বসল। মুগুরটাকে মাথার উপর তুলে সবেগে মাত্র একবার এস্টেবানের খুলিতে আঘাত হানল—একটি আঘাতই যথেষ্ট। কিন্তু উহ্‌হা চায় না যে সে মারা যাক; সে বেঁচে থেকে জানুক যে উহ্‌হা তার বড় আদরের থলেটা চুরি করেছে। মিরাণ্ডার কোমরে ঝোলানো ছুরিটা দিয়েই কটিবস্ত্রটা কেটে উহ্‌হা তার চামড়ার থলে ও হীরেগুলো হাতিয়ে নিল। তারপর দরজার কাঁটাগাছগুলো সরিয়ে রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার একশ' গজ সামনে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে বসে সিংহ নুমা কিসের যেন গন্ধ পেয়ে উহ্‌হার পথের দিকেই কান খাড়া করল। মেয়েটি কাছে—আরও কাছে এগিয়ে আসছে। নুমা লালাসিক্ত জিব চাটতে চাটতে অপেক্ষা করতে লাগল।

উহ্‌হা এগিয়ে চলেছে। সে জানেই না যে একটি ক্ষুধার্ত শিকারী সিংহ তার থেকে দুই পা দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। উহ্‌হা চলেছে; নুমাও চলেছে তার পাশে পাশে ঝোপের আড়ালে। রাতের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দু'জন চলেছে—একটি বিরাট সিংহ চলেছে চুপিচুপি নিঃশব্দ পায়ে, আর ঠিক তার সামনে চলেছে একটি ছোট্ট কালো মেয়ে; সে জানেই না যে আবছা চাঁদের আলোয় তার পিছু নিয়েছে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

জ্ঞান ফিরে এলে টারজন দেখল, একটা বড় ঘরের মাটির মেঝেতে সে শুয়ে আছে। দুটো বড় আকারের মোমবাতি জ্বলছে ঘরে; প্রতিটির পরিধি পুরো তিন ফুট, এবং বেশ কিছুটা গলে যাওয়া সত্ত্বেও উচ্চতা অন্তত পাঁচ ফুট। মোমবাতির সল্‌তে একজন মানুষের কব্জির মত পুরু, আর তা থেকে কোন ধোঁয়া বের হচ্ছে না।

ঘরে পঞ্চাশ থেকে একশ' জন অন্য লোক রয়েছে। সকলেরই উচ্চতা প্রায় তারই মত, কিন্তু তারা সকলেই সশস্ত্র ও সুসজ্জিত। টারজন ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এরা কারা? সেই বা কোথায় আছে।

ভালকরে জ্ঞান হতে আরও বুঝতে পারল যে তার সারা শরীরে ব্যথা, হাত দুটো ভারী ও অবশ। হাত নাড়তে চেষ্টা করল—পারল না, দুটো হাতই পিছমোড়া করে বাঁধা। তবে পায়ে কোন বাঁধন নেই। অনেক কষ্টে উঠে বসে চারদিকে তাকাল। ঘরভর্তি সৈনিক; দেখতে হুবহু ভোণ্টোপিস্‌মেকাসবাসীদের মত, কিন্তু তাদের উচ্চতা স্বাভাবিক মানুষেরই মত। ঘরে অনেকগুলো টেবিল ও বেঞ্চি পাতা; লোকগুলি হয় তাতে বসে আছে, নয়তো মেঝেতে শুয়ে আছে। তাদের প্রায় সকলেই

আহত, অনেকে গুরুতর আহত। কিছু লোক তাদের সেবা-শুশ্রূষা করছে; তাদের পরনে নার্সের পোশাক। আর আছে আধ ডজন সুস্থ সৈনিক। তারা সব কিছু তদারক করছে।

তাদেরই একজন টারজনকে উঠে বসতে দেখে বলে উঠল, "হো! দৈত্যটির জ্ঞান ফিরেছে।" টারজনের কাছে এগিয়ে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল, "এত বড় দেহটা থেকে কি লাভ হল? এখন তো আমরাও তোমার মতই বড় হয়েছি; আমরাও তো দৈত্য বনে গিয়েছি; কি বল?"

তার কথা শুনে অন্য সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

সে যে এখন শত্রুপরিবৃত একজন বন্দী সেটা বুঝতে পেরে টারজন একেবারে চুপ করে গেল। কোন জবাব না দিয়ে ক্রুদ্ধ শ্বাপদ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

যোদ্ধাটি বলল, "এও হয়তো গুহাবাসিনী নারী-পশুর মতই বোবা।"

অন্য একজন বলল, "হয় তো এও তাদেরই একজন।"

প্রথম যোদ্ধা বলল, "কিন্তু তাদের পুরুষরা তো ভীতুর ডিম; আর এ লোকটি যুদ্ধ করেছে জাত-যোদ্ধার মত।"

"তা ঠিক, খালি হাতে ও যুদ্ধ করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।"

"ও নিশ্চয় একজন জার্টালাকোলোল।"

একজন বলল, "কিন্তু ও তো জার্টালাকোলোলদের মত দেখতে নয়; জিগ্যেস কর তো ওকে।"

টারজন কিন্তু প্রথম লোকটির প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। শুধু হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

প্রথম যোদ্ধাটি বলল, "আমার কথা ও বুঝতে পারছে না। তবে আমার তো ওকে জার্টালাকোলো বলে মনে হয় না। অবশ্য ও যে কি তাও আমরা জানি না।"

এগিয়ে গিয়ে টারজনের আঘাতগুলি পরীক্ষা করে বলল, "এগুলি অচিরেই শুকিয়ে যাবে। সাতদিনের মধ্যেই সে খনিতে কাজ করতে পারবে।"

তারা টারজনের ক্ষতস্থানগুলিতে একটা বাদামি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল, তাকে খাদ্য ও পানীয় এনে দিল। হাত দুটো খুব ফুলে উঠেছে দেখে একটা লোহার শিকল এনে তার একটা দিক টারজনের কোমরের সঙ্গে আটকে তালা লাগিয়ে দিল, এবং আর একটা দিক পাথরের দেয়ালের আংটার সঙ্গে আটকে দিল। তারপর তারা কব্জির বাঁধন কেটে দিল।

টারজন তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারছে না ধরে নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি সব কথা আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু যেহেতু তাদের ভাষা ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের লোকদের ভাষারই অনুরূপ, তাই তাদের সব কথাই সে বুঝতে পারল। আর তা থেকেই জানল যে

যুদ্ধের ফলাফল ভেন্টোপিসমেকোসবাসীদের পক্ষে আশানুরূপ হয় নি। তাদের অনেক লোক মারা গেছে ও বন্দী হয়েছে; কিন্তু সেই তুলনায় শত্রুপক্ষের মৃত ও বন্দীর সংখ্যা অনেক কম। যদিও তাদের রাজা এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো মনে করে যে, কেবলমাত্র টারজনকে পাওয়াতেই তাদের এ যুদ্ধের সব খবর উশুল হয়ে গেছে।

টারজন কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে এই লোকগুলি কেমন করে তার মত বড় আকার ধারণ করেছে; তাদের কথাবার্তা থেকেও এর কোন হদিস পেল না।

ক্ষতস্থানগুলি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল। সাত দিনের দিন তাকে হাজির করা হল রাজা এল্‌কোমোয়েলহাগোর সামনে।

অনেক ঘর ও বারান্দা পার হয়ে একটা বড় ঘরের সামনে এসে তারা থামল। একজন যোদ্ধার ডাকে সাদা পোশাক পরা একটি ক্রীতদাস এগিয়ে এল।

যোদ্ধা হুকুম দিল, "ট্রোহানাডাল্‌মেকাস থেকে আগত এই লোকটার জন্য একটা সবুজ পোশাক এনে দাও।"

"তার পিঠে কার প্রতীক-চিহ্ন লাগাব?" ক্রীতদাস জানতে চাইল।

"এ জোয়ান্‌থ্রোহাগোর লোক", যোদ্ধা বলল।

ক্রীতদাস ছুটে গিয়ে তাক থেকে একটা সবুজ পোশাক নিয়ে এল। অপর তাক থেকে দুটো কাঠের টুকরো এনে জামার উপর দুটো ছাপ এঁকে দিল। জামাটা গায়ে দিতে গিয়ে টারজন দেখল সেটার বুক ও পিঠের কালো রং দিয়ে কি যেন আঁকা হয়েছে; তার অর্থ সে কিছু বুঝতে পারল না।

তারপর টারজনকে সঙ্গে নিয়ে যোদ্ধারা হাজির হল একটা মস্তবড় ফটকের সামনে। ফটকের দরজায় সোনার কারুকার্য। পাহারারত যোদ্ধাদের পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ। তাদের একজনের প্রশ্নের জবাবে রক্ষীদলের প্রধান জানাল, "রাজার আদেশে জোয়ান্‌থ্রোহাগোর এই ক্রীতদাসকে নিয়ে এসেছি; ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের যুদ্ধে এই দৈত্যটিকে বন্দী করা হয়েছিল।"

ফটকের দরজা খুলে গেল। প্রকাণ্ড ঘর। উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, নানা কারুকর্মে ঝলমল। উঁচু বেদীর উপর আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে আছে রাজা।

রক্ষী-সর্দার তার সম্মুখে নতজানু হল; দুই হাত মাথার উপরে তুলে মাথাটাকে যথাসম্ভব পিছনে ঠেলে রেখে প্রায় অস্পষ্ট একঘেয়ে সুরে অভিবাদন জানিয়ে বলল:

"হে এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো, ভেন্টোপিস্‌মেকাসের রাজা, সর্ব-মানবের শাসনকর্তা, সব-সৃষ্টজীবের অধিকর্তা, হে সর্বজ্ঞ, সর্বসাহসী, সর্বগৌরবভূষিত!

তোমার হুকুম মতই জোয়ান্‌থে্রাহাগোর এই ক্রীতদাসকে এনেছি।"

রাজা বলল, "উঠে দাঁড়াও ; ক্রীতদাসকে আরও কাছে নিয়ে এস।"

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজা বলল, "তুমি কোন্ শহর থেকে এসেছ ?"

জবাব দিল রক্ষী-সর্দার, "হে মহামহিম এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো, এ বেচারি কথা বলতে পারে না।"

"কোন শব্দ করতে পারে ?" রাজা শুধাল।

"বন্দী হবার পর থেকে কোন শব্দই উচ্চারণ করে নি।"

এই সময় ঘরের অন্য দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটি সৈনিক ঘরে ঢুকে বলল, "হে ভেন্টোপিস্‌মেকাসের রাজা এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো, তোমার কন্যা রাজকুমারী জান্‌জারা হাজির। জোয়ান্‌থে্রাহাগো যে বিচিত্র ক্রীতদাস-টিকে নিয়ে এসেছে ট্রোহানাডাল্‌মেকাস থেকে, রাজকুমারী তাকে দেখতে চায়, আর সেজন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করে।"

রাজা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। "তাকে এখানে নিয়ে এস।"

রাজকুমারী ঘরে ঢুকলে রাজা বলল, "এস জান্‌জারা। দেখ কী বিচিত্র এক দৈত্যকে এখানে আনা হয়েছে।"

রাজকুমারী মেঝে পেরিয়ে টারজনের সামনে এসে দাঁড়াল। বুকের উপর দুই হাত রেখে টারজনও একান্ত ঔদাসিন্যের সঙ্গে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি রাজকুমারীর দুটি চোখের উপর নিবদ্ধ। চোখ দুটি ধূসর, কিন্তু ভারী পাতায় ঢাকা বলে কিছুটা গাঢ় দেখাচ্ছে। টারজন জানে, এই মেয়েটির সঙ্গেই একদিন তার বন্ধু কোমোডোফ্লোরেন্সালের বিয়ে হবে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, রাজকুমারীর সুন্দর ভুরু দুটি যেন বাঁকা হয়ে উঠল।

সে চীৎকার করে বলে উঠল, "এই পশুটার হল কি ? ও কি কাঠের পুতুল ?"

তার বাবা বুঝিয়ে বলল, "ও কোন ভাষা বলতে পারে না, কোন ভাষা বোঝেও না। বন্দী হবার পর থেকে একটা শব্দও করে নি।"

রাজকুমারী বলল, "কি কুৎসিত একগুঁয়ে জানোয়ার! আমি বাজি রেখে ওকে কথা বলাব, আর এখনই। বলতে বলতেই সে কোমরবন্ধ থেকে একটা সরু ছুরি টেনে বের করে টারজনের হাতে বসিয়ে দিল। এত দ্রুত কাজটি করা হল যে কেউ বাধা দেবার সময়ই পেল না। এমন কি টারজনও না। আঘাতটাকে সে এড়াতে পারল না, কিন্তু বাজিতে রাজকুমারীকে হারিয়ে দিল ; মুখে একটা ক্ষীণতম শব্দও উচ্চারণ করল না। দারুণ রাগে সে হয় তো আরও একবার আঘাত করত, কিন্তু রাজার কঠোর কণ্ঠ তাকে থামিয়ে দিল।

রাজা চেঁচিয়ে বলল, "যথেষ্ট হয়েছে জান্‌জারা! ভেন্টোপিস্‌মেকাসের

ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য ওকে নিয়ে আমরা একটা পরীক্ষা চালাব ঠিক করেছি; অতএব এই ক্রীতদাসের কোন ক্ষতি হতে আমরা দেব না।"

রাজকুমারী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "ওর এত সাহস যে আমার চোখে চোখ রাখে! আর আমি খুশি হব জেনেও ও কথাই বলল না। ওকে মেরে ফেলাই উচিত।"

"ও তোমার জিনিস নয় যে মেরে ফেলবে; ওর মালিক জোয়ানথো্রাহাগো।"

"আমি ওকে কিনে নেব," বলে রাজকুমারী একটি সৈনিককে বলল, "নিয়ে এস জোয়ানথো্রাহাগোকে!"

এস্টেবান মিরাণ্ডার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন ছাউনির বাইরের ধুনিটা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। ভোর হয়ে এসেছে। খুব দুর্বল লাগছে। মাথায় ব্যথা। হাত দিয়ে বুঝল, রক্ত জমে চুলে জটা বেঁধে গেছে; খুলির মাঝখানে একটা গভীর ক্ষত। অবস্থাটা ভাবতেই আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সে আবার মূর্চ্ছা গেল। আবার যখন চোখ মেলল তখন অনেক বেলা হয়েছে। চার দিকে তাকাল। সে কোথায় আছে? একটি মেয়ের সুরেলা নাম ধরে ডাকল। ফ্লোরা হকেস নয়, এমন একটা মিষ্টি স্পেনীয় নাম যা ফ্লোরা কোন দিন শোনে নি।

উঠে বসল। সে তখন উলঙ্গ। মেঝে থেকে কটিবস্ত্রটা তুলে নিল। পাশেই পড়ে আছে তার বর্শা, ছুরি, ধনুক ও তীর। সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু এ সবই সে করছে অচেতন আচ্ছন্নতার মধ্যে। সে যে উলঙ্গ সে জ্ঞান তার নেই। উহ্‌হা তার সব হীরে নিয়ে গেছে, কিন্তু তার একটা হীরেও এখন সে চিনতে পারবে না। একটা মরা মানুষের মত সে হেঁটে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। কখনও চুপচাপ, কখনও স্পেনীয় ভাষায় বক্‌-বক্‌ করছে, আবার কখনও বা ইংরেজীতে শেকস্‌পীয়র আবৃত্তি করে চলেছে পাতার পর পাতা। যে লোকটি একদিন মানুষ ছিল সে যেন মাটির পুতুলের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলেছে; শিকার করছে, খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে; সবই করছে একটি স্বাভাবিক মানুষের মত, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজের অজান্তে। দূর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জঙ্গলের ঘন লতাপাতার আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভেল্টোপিস্‌মেকাসের রাজকুমারী জানজারা জোয়ানথো্রাহাগোর ক্রীত-দাসটিকে কিনতে পারে নি; তার বাবা অনুমতি দেয় নি। তাই সে খুব রেগে গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার দিকে মুখ করে তার দৃষ্টির আড়াল

থেকে তাকে একবার ভেংচে দিল। তা দেখে তার সঙ্গের সৈনিকরা ও দাসী দুজন হেসে উঠল।

রাজকুমারী বলল, "মূর্খ! ইচ্ছা করলে এখনও আমি ক্রীতদাসটাকে কিনে নিতে পারি, তাকে খুন করতে পারি।"

সৈনিক ও দাসীরা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

রাজা এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো আলস্যভরে চেয়ার থেকে উঠে বলল, "একে খনিতে নিয়ে যাও, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে বলে দিও—রাজার ইচ্ছা একে যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম না করানো হয়, বা কোন রকম ক্ষতি করা না হয়।"

টারজনকে ঘর থেকে নিয়ে যাবার পরে রাজাও পাশের ঘরে চলে গেল। তার ছয় সভাসদ বিচিত্রভাবে অভিবাদন জানাল। একজন চুপিচুপি দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে চাপাগলায় বলল, "আধ-পাগ্‌লটা চলে গেছে।"

আর একজন বলল, "এ রকম অহংকারী জীব তুমি আর একটা দেখেছ কখনও?"

অপর একজন বলল, "ওর তো বিশ্বাস, পৃথিবীর সব মানুষের চাইতে ওর জ্ঞান বেশী। লোকটার এই আস্পর্ধা আর সহ্য হয় না।"

গোফোলোসে নামক সদস্য বলে উঠল, কিন্তু সহ্য তো তোমাকে করতেই হবে গেফাস্টো; ভেন্টোপিস্‌মেকাসের প্রধান সেনাপতির পদটা তো আর হেলায় হারানো চলে না।"

খনির প্রধান টর্নডালি ঠাট্টার সুরে বলল, "জীবনটাকে বোধ হয় হেলায় হারানো যায়?"

পূর্ত বিভাগের প্রধান মাকাহাগো কি যেন একটা মন্তব্য করার পরে কৃষি দপ্তরের প্রধান থ্রোয়াল্ডো বলল, "এই একটা লোকের আত্মম্ভরিতায় ভেন্টোপিস্‌-মেকাসের গৌরব ডুবতে বসেছে। আমাদের মত দু'জন রাজপুত্রকে সে তার সভাসদ ও পরামর্শদাতা হিসাবে বেছে নিয়েছে। যার যার বিভাগে আমরা প্রত্যেকেই দক্ষ ও কর্মিৎকর্মা। অথচ কোন ব্যাপারেই রাজা আমাদের কথা শোনে না। কিছু বলতে গেলেই মনে করে রাজার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে; পীড়াপীড়ি করাটাতো প্রায় রাজদ্রোহের সামিল; তাঁর বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাহলে ভেন্টোপিস্‌-মেকাসের কোন্ কাজে আমরা লাগছি? আমাদের সম্পর্কে লোকরা কি ভাবছে?"

গোফোলোসো বলল, "তারা যে কি ভাবছে সে তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সে কথা থাক। এখন বল্ তো গেফাস্টো, এ রকমটা ঘটল কেন? অনেকে অনেক কথাই বলে, কিন্তু সঠিক কারণটা যে কি তা তো আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।"

গেফাস্টো বলল, "আমার মত যদি শুনতে চাও গোফোলোসো তাহলে আমি বলি অতিমাত্রায় শান্তিই ভেল্টোপিস্‌মেকাসের এই দুরবস্থার কারণ। শান্তির পরেই আসে সমৃদ্ধি—সমৃদ্ধি ও প্রচুর কর্মহীন অবসর। কিন্তু অবসর সময়কে তো কাজে লাগাতে হবে। অথচ নির্বিঘ্ন শান্তি আমাদের এত সমৃদ্ধি দিয়েছে যে আমাদের হাতে করবার মত কোন কাজই নেই।"

"কিন্তু কথা হচ্ছে, এই দুরবস্থার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় কি?"

"উপায়? উপায় একটাই—যুদ্ধ। যুদ্ধ চাই। আমরা বুঝতে পেরেছি যে স্থায়ী শান্তিতে সুখ নেই। একই উপাদানে তৈরি খাবার দীর্ঘদিন ভাল লাগে না। চাই বৈচিত্র্য। যুদ্ধ এনে দেবে সেই বৈচিত্র্য। যুদ্ধ ও কাজ—দুটোই পৃথিবীর সবচাইতে বিস্বাদ বস্তু—অথচ মানুষের সুখের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য এ দুটিই একান্ত প্রয়োজন। শান্তি পরিশ্রমের প্রয়োজনকে হ্রাস করে, আলস্য এনে দেয়, আর যুদ্ধ মানুষকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করে। শান্তি আমাদের পেট-মোটা পতঙ্গে পরিণত করে, আর যুদ্ধ আমাদের মানুষ করে তোলে।"

রাজকীয় গম্বুজ থেকে টারজনকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল শহর থেকে সিকি মাইল দূরে অবস্থিত খনি অঞ্চলে। মাটির নীচে একটা আলোকিত ঘরে ঢুকে তাকে খনির ভারপ্রাপ্ত অফিসারের হাতে তুলে দিয়ে রাজার হুকুম জানিয়ে দেওয়া হল।

টেবিলে রাখা একটা মস্ত বড় খাতা খুলে অফিসার বলল, "তোমার নাম?"

রক্ষী-সর্দার বলল, "ও তো আলাকোলোলদের মতই বোবা; সুতরাং ওর কোন নাম নেই।"

অফিসার বলল, "ঠিক আছে, ওকে আমরা দৈত্য বলে ডাকব।" খাতায় লিখল—জুয়ানথ্‌ল, মালিক জোয়ানথ্রোহাগো, নিবাস ট্রোহানাডাল্‌মেকাস; তারপর একজন সৈনিককে ডেকে বলল, "ওকে ছত্রিশ তলায় নিয়ে যাও; সেখানকার সর্দারকে বলে দিও ওকে যেন হাল্কা কাজ দেওয়া হয়, আর ওর যেন কোন রকম ক্ষতি না হয়, কারণ সেটাই রাজার হুকুম—যাও! না, দাঁড়াও; এই নাও ওর সংখ্যা; এটা ওর কাঁধে সেঁটে দাও।"

কালো অক্ষরে সংখ্যার ছাপ মারা একটা গোল কাপড়ের টুকরো নিয়ে সৈনিক সেটাকে পিতলের আংটা দিয়ে টারজনের সবুজ জামার কাঁধের সঙ্গে আটকে দিল।

একটা সংকীর্ণ অন্ধকার বারান্দা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে তারা প্রশস্ততর ও উজ্জ্বলতর একটা বারান্দায় পড়ল। অসংখ্য ক্রীতদাস সেই একই পথ

ধরে এগিয়ে চলেছে। টারজন লক্ষ্য করল, বারান্দার পথটা ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে—যেন একটা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তারা পাতালের দিকে চলেছে।

অনেকটা নেমে যাবার পরে একটা ঘরে ঢুকে সৈনিকটি টারজনকে সর্দারের কাছে জমা করে দিল। তাকে দেখেই সর্দার বলে উঠল, "তাহলে এই হল দৈত্য! আর একে দিতে হবে হাল্কা কাজ! দেখ, এখানে ওকে কাজ করতে হবে। নইলে চাবুক পড়বে পিঠে। কাল্‌ফাস্টোবান কোন রকম আলসেমি বরদাস্ত করে না।"

রক্ষী-সর্দার বলল, "রাজার হুকুম মেনে চলাই তোমার পক্ষে ভাল হে কাল্‌ফাস্টোবান।

কাল্‌ফাস্টোবান হুংকার দিয়ে উঠল, "আমি কোন রাজার তোয়াক্কা করি না। সে তো বোকার হদ্দ। আমরা সকলেই জানি, জোয়ানথ্রোহাগো তার মস্তিষ্ক, আর গেফাস্টো তার তরবারি।"

"যাই হোক, জুয়ান্‌থ্রোল সম্পর্কে সাবধান থেকো," বলে লোকটি চলে গেল।

টারজনকে হাল্কা কাজই দেওয়া হল। সেই সুযোগে অবসর সময়ে সে চারদিকের সব কিছু দেখে বেড়াতে লাগল।

তাকে সব চাইতে বিস্মিত করেছে এই লোকগুলির দেহের আকার। তারা কেউই বামন নয়, যে কোন ইওরোপীয় মানুষের মতই দেখতে। প্রত্যেকেই উচ্চতায় টারজনের কাছাকাছি। তারা টারজনকে ডাকে দৈত্য জুয়ান্‌থ্রোল বলে, অথচ তারা তো উচ্চতায় তারই মত।

সে যেখানেই যায়, যার সঙ্গেই কথা বলে, সর্বত্রই তার মনে হয়েছে যে এখানকার লোকরা রাজা ও তার শাসনের উপর বিরক্ত। এই বিরক্তির সুযোগ নিয়েই তাকে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে হবে। সে সুযোগ আজই অথবা আগামী কালই আসবে না তা ঠিক, কিন্তু একদিন না একদিন পালাবার সুযোগ সে পাবেই।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি তরুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। উনুনের আগুনে সে একটুকরো মাংস ঝলসাচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তেই সে ইসারায় টারজনকে কাছে ডাকল। কাছে গিয়ে দেখল মেয়েটি খুবই সুন্দরী; এক ঢাল কালো চুলের মাঝখানে তার সাদা মুখখানি বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে।

"তুমি দৈত্য?" মেয়েটি শুধাল।

"আমি জুয়ান্‌থ্রল," টারজন জবাব দিল।

"ওর কাছে তোমার কথা শুনেছি। আমি তোমার জন্যও খানা পাকাব, অবশ্য অন্য কারও সঙ্গে যদি সে ব্যবস্থা না করে থাক।"

"কারও সঙ্গে কোন ব্যবস্থাই আমি করি নি; কিন্তু তুমি কে, আর ওটাই বা কে?"

মেয়েটি বলল, "আমি টালাস্কার, কিন্তু আমি তো ওর শুধু সংখ্যাটাই জানি। তার সংখ্যা আট শ'র তিনগুণ যোগ উনিশ। তোমার সংখ্যা দেখছি আট শ'র তিনগুণ যোগ একুশ। তোমার কি কোন নাম আছে?"

"সবাই আমাকে জুয়ানথ্ুল বলে ডাকে।

"আমি তো ভেবেছিলাম তুমি একজন জার্টালাকোলোল," একটি পুরুষ-কণ্ঠ টারজনের কানে এল।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, খনির সহকর্মী একটি ক্রীতদাস রহস্যময় হাসি হাসছে।

টারজন বলল, "মালিকদের কাছে আমি একজন জার্টালাকোলোল।"

লোকটি ভুরু দুটি তুলে বলল, "তাই বুঝি। তোমার হয়তো বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। আমি তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাই না।" বলেই লোকটি তার কাছে চলে গেল।

মেয়েটি শুধাল, "ও কি বলে গেল?"

টারজন বলল, "এখানে আসা অবধি আমি একটিও কথা বলি নি; তাই সকলে ধরে নিয়েছে যে আমি বোবা; একজন জার্টালাকোলোল।"

"আমি কোন জার্টালাকোলোলকে দেখি নি।"

"তোমার ভাগ্য ভাল। তারা মোটেই সুবিধার লোক নয়।"

"তবু আমি তাদের দেখতে চাই। রোজ রোজ এই ক্রীতদাসদের দেখে দেখে অন্য কাউকে দেখার বড় সাধ আমার মনে।"

টারজন আশ্বাস দিয়ে বলল, "আশা ছেড় না; কে জানে অচিরেই হয়তো তুমি বাইরের জগতে ফিরে যেতে পারবে।"

"ফিরে যাব? বাইরের জগৎটা আমি চোখেই দেখি নি।"

"কোন দিন বাইরে ছিলে না?"

"এই ঘরেই আমার জন্ম; কোন দিন এর বাইরে যাই নি।"

এই সময় একটি বলিষ্ঠদেহ ক্রীতদাস পিছন থেকে বলে উঠল, "তুই এই লোকটির জন্য খানা পাকাচ্ছিস? ও কে? ওকি আমার চাইতে ভাল? আমার জন্যেও খানা পাকা।"

"না, তোমার জন্য খানা পাকাবার অনেক মেয়ে আছে কারাফ্টাপ। তাদের কাছে যাও। আমি পারব না।"

"পারবি না! বেশ, তাহলে তোকে কাল্ফাস্টোবানের হাতে তুলে দেব। তখন বুঝবি মজা!"

ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে মেয়েটি বলল, "তোমার চাইতে কাল্ফাস্টোবানও ভাল; তবে তোমাদের দুজনের কেউই আমাকে পাবে না।"

"বটে! পাব না।" চীৎকার করতে করতে লোকটি এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত চেপে ধরল। বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেতে চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। কয়েকটা ইস্পাত-কঠিন আঙুল চেপে বসল তার কাঁধে; মেয়েটির কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে তাকে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। তার ও মেয়েটির মাঝখানে তখন দাঁড়িয়ে আছে ধূসর-নয়ন নবাগত মানুষটি।

"এর ফলেই তোমাকে মরতে হবে" লোকটি আর্তনাদ করে উঠল।

প্রথম নারীর ছেলেটি সদর্পে চলেছে বনের পথে। হাতে বর্শা, পিঠে ঝোলানো ধনুক ও তীর। সঙ্গে তারই দলের আরও দশজন; সকলের একই অস্ত্রসজ্জা; এমনভাবে হাঁটছে যেন তারাই ধরার মালিক। তাদের দৃষ্টির আড়ালে হলেও তাদের জাতিরই একটি নারীও এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। হঠাৎ সে চোখ কুঁচকে কান খাড়া করে থেমে গেল। বাতাস শুঁকতে লাগল। পুরুষ মানুষের গন্ধ যেন পাই। সে গতি বাড়িয়ে দিল। একজন নয়—বেশ কয়েকজন। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, আর সে অবস্থায় তাদের একজনকে সে অবশ্যই কব্জা করতে পারবে; আর যদি তা নাও হয়, তার কোমরে পালক-লাগানো যে পাথর ঝুলছে তা দিয়ে অন্তত একজনকে ঠিক হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা পথের বাঁক ঘুরতেই তাদের দেখা হয়ে গেল। কোমর থেকে একটা পাথর খুলে নিয়ে মুগুরটা বাগিয়ে ধরে নারী ছুটে গেল তাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু—কা আশ্চর্য—তারা পালাবার কোন চেষ্টাই করল না। বরং তারাও এগিয়ে আসছে। তাদের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই—আছে শুধু ক্রোধ ও হিংসা। তাদের হাতে ও সব কি? একজন তো ছুটে এসে একটা লম্বা লাঠি তার দিকে ছুঁড়ে দিল। জিনিসটা ধারালো, কাঁধে আঁচড়ে কেটে যাওয়ায় রক্ত ঝরতে লাগল। আর একজন একটা বাঁকানো লাঠির সঙ্গে একটা ছোট লাঠি জুড়ে দিয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল। হুস্ করে আকাশে উঠে সেটা এসে বিঁধল তার হাতে। পিছন পিছন আরও দুজন ছুটে এল তার দিকে। এবার সে ভয় পেল। পিছন ফিরে প্রাণপণে ছুট দিল নিজের গুহার দিকে।

গুহায় পৌঁছেই সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

অন্য সকলে জিজ্ঞাসা করল, "কি দেখে ছুটে পালিয়ে এসেছ?"

"পুরুষ মানুষ।"

"বল কি? তুমি এত ভীরু?"

"তারা যে সংখ্যায় অনেক। উড়ন্ত লাঠি দিয়ে তারা আমাকে শেষ করে দেবে। এই দেখ!" বর্শার ক্ষত এবং হাতে বিদ্ধ তীরটা সকলকে দেখাল। "আমাকে দেখে পালিয়ে যাওয়া দূরে থাক, তারা এগিয়ে এল আমাকে আক্রমণ করতে। গত কয়েক চাঁদ যাবৎ পথে-ঘাটে যে সব মেয়েদের মৃতদেহ আমরা দেখেছি তারা নিশ্চয় এদের হাতেই মরেছে।"

সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। একজন বলে উঠল, "চল! তাদের সবগুলোকে ধরে এনে সাজা দিতে হবে।"

মুখ বিকৃত করে হাতের মুগুর উঁচিয়ে সবাই নাচতে নাচতে ছুটল বনের দিকে।

ভেন্টোপিস্‌মেকাসের রাজা এল্‌কোমোয়েল্‌হাগোর খনির সারি সারি আবাস-শ্রেণীর সামনে কারাফ্‌টাপ টারজনের উপর লাফিয়ে পড়ে চীৎকার করে বলল, "এর ফলেই তোমাকে মরতে হবে!"

টারজন অতি দ্রুত কয়েক পা সরে গিয়ে পা বাড়িয়ে কারাফ্‌টাপকে ল্যাং মারল; সে ছিট্‌কে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার আগে একটা অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে জ্বলন্ত উনুনটাই তার চোখে পড়ে গেল। সেটাকে হাতে নিয়ে ছুটে যেতেই কাছাকাছির ক্রীতদাসরা আপত্তি জানিয়ে বলল, "কোন অস্ত্র চলবে না! সেটা যুদ্ধ-রীতি নয়। হয় খালি হাতে যুদ্ধ কর, নয় তো করো না।"

মাতাল কারাফ্‌টাপ সে কথা কানে তুলল না; উনুনটা হাতে নিয়ে ছুটে যেতেই আরেকজন তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল, আর দুজন ক্রীতদাস উনুনটাকে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "রীতিমাফিক যুদ্ধ কর!"

এতদিন কারাফ্‌টাপই ছিল ক্রীতদাসদের বড় পাণ্ডা; এবার কিন্তু সে থুত্‌নিতে টারজনের হাতের এক ঘুষি খেয়েই ধরাশায়ী হল।

টালাস্কার ততক্ষণে টারজনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। স্মিত মুখে সে বলল, "তোমার গায়ে জোর আছে বটে।" তার চোখে তখন যে হাসি দেখা দিয়েছে সেটা কি শুধুই প্রশংসার, না আর কিছু!

রাগী শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে কারাফ্‌টাপ আবার এগিয়ে গেল টারজনকে আঘাত করতে। আর ঠিক তখনই একটি যোদ্ধা কোথা থেকে ছুটে এসে টারজন ও টালাস্কারের মুখোমুখি দাঁড়াল। সে কাল্‌ফাস্টোবান।

চড়া গলায় সে বলল, "এ সব কী হচ্ছে এখানে? আচ্ছা, এ যে দেখছি সেই দৈত্য। খুব কেরামতি দেখানো হচ্ছে, না? কিন্তু এখানে

এ সব চলবে না। একশ' চাবুক পিঠে পড়লেই বুঝবে যে এ সব লড়াই চলবে না।" কথাগুলি টারজনকে বললেও তার চোখ ছিল টালাস্কারের দিকে।

মেয়েটি নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলে উঠল, "ওকে সাজা দিও না। সব দোষ কারাফ্‌টাপের। জুয়ানথ্রল শুধু আত্মরক্ষাই করেছে।"

বাঁকা হাসি হেসে মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে কাল্‌ফাস্টোবান শুধাল, "তোর বয়স কত ?"

কাঁপা গলায় মেয়েটি বয়স বলল।

"আমি তোর মালিক হব। তোকে কিনে নেব।" বলে টারজনের দিকে ঘুরে কাল্‌ফাস্টোবান বলল, "এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম; কিন্তু ভবিষ্যতে এ কাজ করলে গুণে গুণে একশ' চাবুক পড়বে পিঠে। আর এই মেয়েটাকে নিয়ে যদি ফস্টিনস্টি কর তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

কথাগুলি বলে কাল্‌ফাস্টোবান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে একটা হাত তার কাঁধ স্পর্শ করল; একটি পুরুষ-কণ্ঠ ডাকল তার নাম ধরে: "টারজন!"

আশ্চর্য! বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে মাটির নীচের এই ঘরে কে তার নাম ধরে ডাকল। এখানে কেউ তো তার নাম জানে না। মুখ ফেরাতেই পূর্ব-পরিচয়ের একটা খুশির ঝলকে টারজনের মুখ ঝল্‌মল্‌ করে উঠল।

"কোম—!" সহর্ষে সে ডাকতেই যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটির তর্জনী ততক্ষণে তার ঠোঁটের উপর উঠে এসেছে। লোকটি বলল, "এখানে ও নাম নয়। এখানে আমি আওপোলটো।"

"কিন্তু তোমার এত বড় শরীর! তুমি তো এখন আমার মতই বড়। বামনরা সব হঠাৎ এত বড় হয়ে উঠল কেমন করে ?"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল হাসল। বলল, "মানুষের অহংকারই তাকে বুঝতে দেয় না যে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো দিক থেকেও তো ঘটে থাকতে পারে।"

টারজন বলল, "কী বলতে চাও তুমি? তাহলে কি আমিই বেঁটে হয়ে গেছি ?"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল মাথা নাড়ল। "একটা গোটা জাতির মানুষজন, তাদের জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, বাড়িঘর সব কিছু হঠাৎ আকারে বড় হয়ে গেছে—এটা ভাবার চাইতে তুমি নিজেই ছোট হয়ে গেছ সেটা ভাবাই সহজতর নয় ?"

"কিন্তু সে তো অসম্ভব!" টারজন চীৎকার করে বলল।

যুবরাজ বলল, "কয়েক চাঁদ আগে পর্যন্ত আমিও তাই বলতাম। এমন কি যখন গুজব রটে গেল যে ওরা তোমাকে বেঁটে করে দিয়েছে তখনও আমি

তা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন তো নিজের চোখেই সব দেখতে পাচ্ছি।"

"কি করে এটা করল?" টারজন জানতে চাইল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলতে লাগল, "ভেন্টোপিস্‌মেকাসে, হয়তো গোটা বামনদের দেশেই, জোয়ানথেুাহাগো হচ্ছে সব চাইতে পণ্ডিত লোক। তার অনেক অলৌকিক কীর্তির কথা আমরা শুনেছি। সে একজন শ্রেষ্ঠ ওয়ালমাক।"

টারজন বলল, "বামনদের দেশে এরকম কোন যাদুকরের কথা তো আগে কখনও শুনি নি।" টারজনের ধারণা "ওয়ালমাক" কথাটার অর্থ যাদুকর। অবশ্য অনেকটা তাই বটে। যে বিজ্ঞানী অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে তাকেই বলা হয় ওয়ালমাক।"

আওপোলটো বলতে লাগল, "জোয়ানথেুাহাগোই তোমাকে বন্দী করেছিল। তোমাকে ভেন্টোপিস্‌মেকাসে নিয়ে আসার পরে নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই তোমাকে বেঁটে বানিয়ে দিয়েছে। ওদের আলোচনা থেকেই আমি এ সব জেনেছি; ওরা বলছে, এ কাজ করতে তার নাকি বেশী সময়ও লাগে নি।"

কি ভেবে টারজন বলল, "যে কাজ জোয়ানথেুাহাগো করেছে সেটাকে পাল্টে দেবার ক্ষমতাও নিশ্চয় তার আছে।"

"সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোন জীবকে মূল আকারের চাইতে বড় করতে সে পারে না, যদিও অনেক জীবজন্তুকে সেই আজ পর্যন্ত ছোট করেছে।"

টারজন সখেদে বলল, "তাহলে তো দেশে ফিরে আমার শত্রুদের কাছে আমি খুবই অসহায় হয়ে পড়ব।"

যুবরাজ ধীর গলায় বলল, "তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করোনা বন্ধু।"

"কেন?"

"কারণ তোমার নিজের দেশে ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আবার যে ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের মুখ দেখতে পাবে সে আশাই তো করি না। যদি বাবা কখনও ভেন্টোপিস্‌মেকাসের লোকদের যুদ্ধে হারাতে পারে, তবেই আমাদের উদ্ধারের একটা উপায় হতে পারে।"

টারজন বলল, "তাহলে তুমি কি মনে কর যে বাকি জীবনটা আমাদের এই পাতালের গর্তেই কাটাতে হবে?"

দুঃখের হাসি হেসে যুবরাজ বলল, "কখনও যদি আমাদের মজুরের কাজ করতে বাইরের জগতে পাঠায়, তাহলে—"

দুই কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে টারজন বলল, "বুঝেছি। দেখাই যাক।"

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে কারাফটাপ আপনমনে কি যেন বিড়বিড় করছিল। মাথা ঘুরিয়ে ইসারায় তাকে দেখিয়ে টালাস্কার বলল, "আমি দুঃখিত, আমার দোষেই তোমার এই ফ্যাসাদ হল।"

"তোমার দোষে ?" কোমাডোফ্লোরেন্সাল শুধাল।

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ ; আওপোণ্টান্তো আমাকে বাঁচাতেই তো ওকে মেরেছে।"

'আওপোণ্টান্তো ?" যুবরাজ প্রশ্ন করল।

জবাব দিল টারজন, "ওটাই আমার সংখ্যা।"

তাহলে টালাস্কারের জন্যই তুমি লড়েছ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বন্ধু। টালাস্কার আমার রান্না করে। বড় ভাল মেয়ে।" টালাস্কারকে বলল, "তাহলে এই সেই আওপোনটো যার কথা তুমি বলেছ ?"

"হ্যাঁ, এই সে ।"

টারজন বলল, "একজন বন্ধুকে পেয়ে ভালই লাগছে। তিনজনে মিলে পালাবার একটা ফন্দি করতে পারবই।"

তিনজনই মাথা নাড়তে লাগল।

গল্প করতে করতে তারা শুয়ে পড়ল। টারজন বলল, "আমি সর্বত্র ঘুমতে পারি। তবে অন্ধকারে ঘুমটা সহজে আসে। তাই আলো নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"

"তাহলে তোমাকে চিরকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে," যুবরাজ বলল ।

"সে কি ? কখনও আলো নেভানো হয় না ?" টারজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

"তাহলে তো আমরা সকলেই মারা পড়তাম। এই আগুনের শিখাগুলি দুটো কাজ করে—অন্ধকার দূর করে, আর খনির দূষিত গ্যাসকে পুড়িয়ে ফেলে। সাধারণ অগ্নিশিখা অক্সিজেনকে শুষে নেয় ; কিন্তু এখানকার প্রাচীন বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে যে সব মোমের বাতি আবিষ্কার হয়েছে তারা বিষাক্ত গ্যাসকে শুষে নিয়ে অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। তাই তো এখানে সব সময়ে এই আলো জ্বালিয়ে রাখা হয় ; অন্যথায় খনিগুলোতে তো কাজকর্মই অচল হয়ে পড়ত।"

"তাহলে আর বাতি নেভানোর জন্য অপেক্ষা করব না," বলে টারজন নোংরা মেঝেতেই সটান শুয়ে পড়ল ; টালাস্কার ও কোমোডোফ্লোরেন্সালকে "টুয়ানো!"—বামনদের "শুভরাত্রি"—জানিয়ে পাশ ফিরল।

পরদিন সকালে টালাস্কার যখন প্রাতরাশ তৈরির কাজে ব্যস্ত তখন কোমোডোফ্লোরেন্সাল টারজনকে জানাল, তাদের দুজনকে একই কাজ দেওয়া হলে খুব ভাল হয়, কারণ তাহলে তারা দুজন সব সময় এক সঙ্গে থাকতে পারবে। বলল, "তোমার কথামত পালাবার সুযোগ যদি সত্যি কখনও আসে, তাহলে একসঙ্গে থাকতে পারলে অনেক সুবিধা হবে।"

টারজন বলল, "আমরা যখন পালাব তখন টালাস্কারকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"তোমরা আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে! হায়রে, সে দিবাস্বপ্ন কি কোনদিন সত্যি হবে! তোমাদের সঙ্গে ট্রোহানাডালমেকাসে যেতে পারলে তোমাদের ক্রীতদাসী হয়ে থাকত। কিন্তু হায়, সে তো ক্ষণিকের দিবাস্বপ্নমাত্র।"

টারজন বলল, "দেখ টালাস্কার, আমরা যদি পালাবার কোন সুযোগ করতে পারি তাহলে তোমাকেও সঙ্গে নেব। কিন্তু তার আগে আমরা দুজন যাতে আরও বেশী সময় একসঙ্গে থাকতে পারি তার একটা উপায় বের করতে হবে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওরা জানে যে তুমি কথা বলতে পার না, ওদের ভাষাও বুঝতে পার না। এ রকম ক্রীতদাসকে নিয়ে কাজ করা খুব বিরক্তিকর। আমি যদি ওদের বলি যে আমি তোমাকে সব কথা বোঝাতে পারব তাহলে হয় তো আমাদের দুজনকে একই দলে কাজ করতে দেবে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সালের মতলব হাসিল হতে বেশী দেরী হল না। দুজনের একসঙ্গে কাজ হয়ে গেল কাঠ-চেরাই বিভাগে। তারপর একদিন তাদের ডাক পড়ল দরবারে। কয়েকটি সৈনিক তাদের নিয়ে চলল। একে একে অনেক তলা পার হয়ে তারা রাজ-গম্বুজের সর্বোচ্চ তলায় উঠল। লক্ষ্য করল, হঠাৎ যেন দেয়ালের কারুকার্য অনেক বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে মোমবাতির সংখ্যা; টারজন বুঝতে পারল তারা কোন হোমরা-চোমরা লোকের বাসভবনে পৌঁছে গেছে!

দ্বারপথে একটি শাস্ত্রী তাদের থামাল। সৈনিক বলল, "জোয়ানথোহাগো জার্টলকে বল, আমরা জুয়ানথুল ও এমন একজন ক্রীতদাসকে নিয়ে এসেছি যে এক বিচিত্র ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলতে পারে।"

শাস্ত্রী হাতের বর্শা দিয়ে একটা ভারী ঘণ্টা বাজাতেই ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। শাস্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে সে বলল, "ওদের ঢুকতে দাও। আমার মহামান্য প্রভু জোয়ানথোহাগো জার্টল তার ক্রীতদাস জুয়ানথুলের জন্য অপেক্ষা করছে। এস আমার সঙ্গে।"

অনেকগুলো ঘর পার হয়ে তারা হাজির হল ঝলমলে দামী পোশাক পরা একজন যোদ্ধার সামনে। একটা বড় টেবিলের ওপারে বসে আছে। টেবিলে সাজানো রয়েছে নানা রকম বিচিত্র যন্ত্রপাতি, মোটা মোটা বই, লেখার কাগজ ও অন্য সরঞ্জাম। লোকটি চোখ তুলে তাকাল।

সঙ্গের লোকটি বলল, "এই তোমার ক্রীতদাস জুয়ানথুল।"

"অপরটি?" যুবরাজ জোয়ানথোহাগো কোমোডোফ্লোরেন্সালকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল।

"জুয়ানথোল যে ভাষায় কথা বলে এই লোকটি সেই বিচিত্র ভাষা

জানে। প্রভু যাতে জুয়ানথ্রলের সঙ্গে কথা বলতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ওকে সঙ্গে করে এনেছি।"

কোমোডোফ্লোরেন্সালের দিকে ঘুরে সে হুকুম করল, "ওকে জিজ্ঞাসা কর, বেঁটে করে দেবার পরে ওর কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না।"

পূর্ব ব্যবস্থামত একটা কাল্পনিক ভাষায় প্রশ্নটা করা হলে টারজন মাথা নেড়ে ইংরেজিতে কয়েকটা কথা বলে দিল। কোমোডোফ্লোরেন্সালও একটা মন-গড়া জবাব দিল। "মহামান্য যুবরাজ, ও বলছে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ও চাইছে, কবে তুমি ওকে আগেকার চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দেবে।"

জার্টল বলল, "কোন দিন সে আর নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে না—ট্রোহানডাল্মেকাস আর কোন দিন তার মুখ দেখতে পাবে না।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল তবু বলল, "কিন্তু ও তো ট্রোহানডাল্মেকাসের লোক নয়, বা এই "মিনুনি" দেশের লোকও নয়। ও আমাদের রাজ্যে এসে পড়ে, কিন্তু আমরা ওকে ক্রীতদাস বানাই নি, ওর সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছি, কারণ বহুদূরের যে দেশে ওর বাড়ি সে দেশের বিরুদ্ধে আমরা কখনও যুদ্ধ করি নি।"

"সেটা আবার কোন্ দেশ?" জোয়ানথ্রহাগো শুধাল।

"তা আমরা জানি না; তবে ও বলে যে এই কাঁটার জঙ্গলের ওপারে আছে একটা বিরাট দেশ। সেখানে ওর মত দীর্ঘদেহ লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে।"

জোয়ানথ্রহাগো হেসে বলল, "তুমি সরল মানুষ, তাই এ সব কথা বিশ্বাস করেছ। আমরা সকলেই জানি, মিনুনি দেশের ওপারে দুর্ভেদ্য কাঁটার জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, সে আর কখনও—"

এই সময় বাইরের ফটকের বড় ঘণ্টাটা বেজে ওঠায় তার কথায় বাধা পড়ল। ঘণ্টাটা পাঁচবার বেজেই যখন থেমে গেল তখন সে সঙ্গী সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই ক্রীতদাসদের নিয়ে পাশের ঘরে চলে যাও। রাজা চলে গেলে আবার তাদের ডেকে পাঠাব।"

দরজা পার হবার মুখেই একজন সৈনিক ঘোষণা করল, "এল্কোমোয়েল-হাগো, ভেন্টোপিস্মেকাসের ঠাগোস্টো, সর্বমানবের শাসনকর্তা, সব সৃষ্ট জীবের প্রভু, সর্বজ্ঞ, সর্বসাহসী, সর্বগৌরবের আধার! ঠাগোস্টোর সম্মুখে সকলে নতজানু হও।"

যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে টারজন দেখল, এল্কো-মোয়েলহাগো একডজন রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই জোয়ানথ্রহাগোসহ সকলেই নতজানু হয়ে যথাসম্ভব পিছনে হেলে দুই হাত মাথার উপর তুলে তাকে অভিবাদন জানাল। সকলের অভিবাদনের জবাবে হাতটা একটু দুলিয়ে রাজা বলল, "এইমাত্র ঘর থেকে কারা বেরিয়ে গেল?"

জার্টল জবাব দিল, "ক্রীতদাস জুয়ানৎুল ও অপর একজন যে তার বিচিত্র ভাষা বুঝতে পারে।"

ঠাগোস্টো হুকুম করল, "ওদের ফিরিয়ে আন; জুয়ানৎুলের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

জার্টলের নির্দেশে জনৈক ক্রীতদাস তাদের দুজনকে নিয়ে এসে রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাতে বলল। কোমোডো-ফ্লোরেন্সাল কোনরকম দ্বিধা না করে এক হাঁটু ভেঙে বসে শত্রু-রাজাকে অভিবাদন করল। কিন্তু অরণ্যরাজ টারজন তার কাছে মাথা নোয়াল না।

রুষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এল্‌কোমোয়েলহাগো জোয়ান্‌থ্রোহাগোর কানে কানে বলল, "এই লোকটা নতজানু হয় নি।"

জার্টল চীৎকার করে বলল, "নতজানু হও!" তখনই মনে পড়ল, লোকটি তো "মিনুনি" ভাষা জানে না; তাই সে কোমোডোফ্লোরেন্সালকে বলল টারজনকে নতজানু হবার নির্দেশ দিতে। টারজন কিন্তু তাতেও মাথা নাড়ল।

অন্য সকলকে ইঙ্গিতে উঠে দাঁড়াতে বলে এল্‌কোমোয়েলহাগো বলল, "এবারকার মত ক্ষমা করা গেল।" মনে মনে ভাবল, ওকে নিয়ে যে পরীক্ষাটা চালানো হচ্ছে সেটা খুবই দামী; তাই ওকে কোন শাস্তি দেওয়া চলবে না। মুখে বলল, "লোকটা বোকা জোর্টালাকোলোল। আবার যখন ওকে আমার সামনে আনবে তখন ভাল করে শিখিয়ে-পড়িয়ে এনো।"

বিদ্রোহী পুরুষদের শায়েস্তা করতে জঙ্গলে ঢুকেছে পঞ্চাশটি আলালি নারী। হাতে ভারী মুগুর, কোমরে পালক-লাগানো পাথর, আর বুকের মধ্যে হিংস্র ক্রোধ। যতদূর মনে পড়ে, আগে কখনও কোন পুরুষ তাদের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে নি; তাদের দেখে শুধু ভয়ই করেছে; আর এখন—পালিয়ে যাওয়া দূরে থাক, পুরুষরা তাদের অগ্রাহ্য করছে, আক্রমণ করছে, মেরে ফেলছে। এ ভয়ংকর অবস্থাকে আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না।

একটা খোলা জায়গায় পুরুষদের দেখা মিলল। আগুন জ্বালিয়ে তারা অনেকগুলি হরিণের মাংস ঝলসে নিচ্ছিল। নারীরা গুঁড়িসুড়ি মেরে কাছে যেতেই একজন পুরুষ তাদের দেখতে পেল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের বশে লোকটি নবলব্ধ মুক্তির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এক লাফে একটা গাছের দিকে ছুট দিল। কোন কিছু না বুঝেই অন্যরাও তার পিছন পিছন ছুটল। নারীরাও তাদের তাড়া করল। দেখতে দেখতে পুরুষরা উধাও হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

কিন্তু সকলে উধাও হয় নি। আত্মরক্ষার তাগিদে কয়েক পা ছুটেই যে ফিরে দাঁড়াল ছুটন্ত নারীদের সম্মুখীন হতে সে প্রথম নারীর সেই ছেলে যাকে টারজন শুধু অস্ত্র শিক্ষাই দেয় নি, অন্তরস্থিত সাহসেরও উদ্বোধন করেছে। পলায়নপর পুরুষরাও এতক্ষণে থামল। তারা দূর থেকে দেখতে পেল, পঞ্চাশটি নারীর বিরুদ্ধে একক সাহসে দাঁড়িয়ে সেই যুবক তার ধনুকে তীর বসিয়ে টংকার দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখবর্তিনী নারীর বুকে সে তীর আমূল বিদ্ধ হল; নারী মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু অপর নারীরা তাতে থামল না। যুবকের ধনুক থেকে আর একটি তীর এসে আর একটি নারীর বুকে বিঁধল। এবার অন্য নারীরা থমকে দাঁড়াল; দাঁড়াল কি হারল। কারণ তাদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে দূরবর্তী পুরুষরা সাহস ফিরে পেল। তাদেরই মাত্র একজন যদি পঞ্চাশটি নারীর মোকাবিলা করে থামিয়ে দিতে পারে, তাহলে তারা বাকী এগারো জন কী না করতে পারে। হৈ হৈ করে তারাও এগিয়ে এল বর্শা ও তীর নিয়ে। শুরু হল নারী-পুরুষে সংঘর্ষ। একদিক থেকে ছুটতে লাগল পালক-লাগানো পাথর, অপর দিক থেকে ছুটতে লাগল পালক-লাগানো তীর; একদলের হাতে মুগুর, অপর দলের হাতে বর্শা। তীর ও বর্শারই জয় হল। বাকি নারীরা প্রাণ বাঁচাতে পালাতে লাগল। পুরুষরাও তাদের পিছু নিল। চিরকালের নারী-শত্রুদের তারা আজ শেষ করে ফেলবে।

কিন্তু এ কি হল? তাদের দলপতি প্রথম নারীর যুবক ছেলেটি একটি সুন্দরী যুবতীর চুলের মুঠি ধরে তার অস্ত্র কেড়ে নিল, কিন্তু তাকে হত্যা করল না।

সকলে একসঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল: "ওকে ধরে রেখেছ কেন?" "ওকে খুন করছ না কেন?" "ও যে তোমাকে খুন করতে পারে সে ভয় তোমার নেই?"

প্রথম নারীর ছেলে জবাব দিল, "আমি ওকে রাখব। রান্না করতে আমার ভাল লাগে না। ও আমার রান্না করে দেবে।"

অন্য সকলে ভাবল—মন্দ কথা তো নয়; আমরাই বা তাহলে বাদ যাই কেন? সঙ্গে সঙ্গে সকলে ছুটল পলায়িত মেয়েদের খোঁজে। সকলেরই একটি করে রাঁধুনি চাই।

হাতের বর্শা উঁচিয়ে যুবক যুবতীকে বলল, "তুমি আমার রান্না করে দেবে?"

"সারা জীবন দেব," নিজেদের প্রতীক-ভাষায় যুবতীটি বলল।

টারজনকে আবার সে-ঘরে ডাকা হল; কিন্তু এবার শুধু তাকেই ডাকা হল। ঘরে ঢুকে দেখল, টেবিলের ওপাশে বসে আছে কেবলমাত্র দুজন; এমন কি সৈনিকদেরও বিদায় দেওয়া হয়েছে।

রাজা বলল, "তুমি ঠিক জান যে আমাদের ভাষা ও কিছুই বোঝে না?"

জোয়ানথে্রাহাগো জবাব দিল, "আজ পর্যন্ত ও একটা কথাও বলে নি। হে সর্বজ্ঞ, ওর সামনে কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

রাজা বলল, "এই পরীক্ষাটা নিয়ে আমরা কখনও বিশদভাবে আলোচনা করি নি। সেই জন্যই আজ আমি ল্যাবরেটরিতে এসেছি। আলোচনার বিষয়বস্তু যখন সামনেই রয়েছে, তখন কথা শুরু করা যাক।"

জোয়ানথে্রাহাগো বলল, "বেশ তো। তবে আলোচনা শুরু করার আগে আমি একটা বর প্রার্থনা করি।"

"বল, কি বর চাও?"

"আমি রাজকীয় পরিষদে বসতে চাই।"

রাজা বিচলিত বোধ করল। আর যেই হোক, অন্তত এই লোকটিকে পরিষদের সদস্য করতে সে অনিচ্ছুক। বলল, "এখন তো কোন সদস্য-পদ খালি নেই।"

জোয়ানথে্রাহাগো বলল, "সর্বজনশাসনকর্তা ইচ্ছা করলেই একটা পদ শূন্য করে দিতে পারেন, অথবা একটা নতুন পদ সৃষ্টিও করতে পারেন।"

একটু ভেবে রাজা বলল, "ঠিক আছে, তোমাকে আজই সদস্য করা হবে—যখনই পরিষদের সভায় তোমাকে দরকার হবে তখনই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।"

অভিবাদন জানিয়ে জোয়ানথে্রাহাগো বলল, "এবার তাহলে আলোচনা শুরু করা যাক। এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে যুদ্ধে যাবার আগে আমাদের সৈন্যদের দেহকে অনেক বড় করা যাবে, আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেই তাদের স্বাভাবিক আকার ফিরে পাবে।"

শিউরে উঠে রাজা বলল, "যুদ্ধের কথাকে আমি ঘৃণা করি।"

কিন্তু যুদ্ধ যদি আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তো যুদ্ধজয়ের প্রস্তুতি আমাদের নিতেই হবে।"

রাজা মাথা নেড়ে বলল, "সে কথা ঠিক; তবে আমাদের এই পদ্ধতি যদি সফল হয় তাহলে অল্প কিছু সৈনিক হলেই আমাদের চলে যাবে; বাকিরা শান্তিপূর্ণ দরকারি কাজে লাগতে পারবে। যাই হোক, আলোচনা চলুক।"

হাসি গোপন করে জোয়ানথে্রাহাগো টেবিলটা ঘুরে টারজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার মাথার খুলির নীচের দিকে একটা আঙুল রেখে বলল, "এই-খানে এমন একটি ছোট ডিম্বাকৃতি লালচে-ধূসর গ্ল্যাণ্ড আছে যার ভিতরকার তরল পদার্থের প্রভাবেই জীবদেহের স্নায়ুতন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। অনেক দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে এই গ্ল্যাণ্ডের স্বাভাবিক কাজকর্মের হেরফের ঘটিয়ে জীবদেহের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। ক্ষুদ্রকায় জন্তুর প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আমি খুব ভাল ফল পেয়েছি, কিন্তু মানুষের আকার বৃদ্ধি

করার ব্যাপারে এখনও সফল হতে পারি নি। আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সঠিক পদ্ধতির হদিস পাই নি। মানুষকে আমি ছোট করতে পারি, কিন্তু বড় করতে পারি না। আবার অতি সহজেই ছোট করতে পারলেও সেই ক্ষুদ্রাকার কত দিন স্থায়ী হবে তাও সঠিক বুঝতে পারি না। অনেক ক্ষেত্রে উনচল্লিশ চাঁদ পর্যন্ত প্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক আকার ফিরে পায় নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে মাত্র তিনটি চাঁদের সময়কালেই সেটা ঘটেছে।"

এল্‌কোমোয়েল্‌হাগো হেসে বলল, "আরে, ব্যাপারটা তো তাহলে খুবই সহজ, সরল। তুমি বলছ, কোন প্রাণীর আকারকে ছোট করতে হলে একটা পাথর দিয়ে তার খুলির নীচে আঘাত করতে হয়। সুতরাং তাকে বড় করতে হলে তার কপালে পাথর দিয়ে আঘাত করলেই হবে। পাথরটা নিয়ে এস, এখনই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যাক।"

কী সর্বনাশ! জোয়ান্‌থ্রোহাগো প্রমাদ গুণল। বোকা রাজার এই পাগলামিকে এখন কে আটকাবে? অতি দ্রুত তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

বলল, "সে চেষ্টাও আমি করে দেখেছি ঠাগোসোটো, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় নি। বরং এক কাজ করা যাক। দস্তর প্রাণীকে নিয়ে যে পরীক্ষাটা আমি করেছি, সেটাকেই সহজভাবে ও উল্টোভাবে আর একবার করে দেখা যাক, কোথায় আমার ভুলটা হয়েছিল সেটা ধরা পড়ে কি না।"

তাড়াতাড়ি ঘরের উল্টো দিকের দেয়ালের লম্বা কাবার্ডের কাছে গিয়ে সেটার পাল্লা খুলে সে একটা খাঁচা বের করল। তার মধ্যে অনেকগুলো দস্তর প্রাণী কিচির-মিচির করছে। তার ভিতর থেকে একটাকে তুলে নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে একটি জটিল যন্ত্রের চাকার সঙ্গে সেটাকে তার দিয়ে আটকে দিল। তারপর চাকাটাকে অতি দ্রুত ঘোরাতে লাগল।

কাণ্ড-কারখানা দেখে এল্‌কোমোয়েলহাগো হতচকিত, বিস্ময়ে মুগ্ধ। এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল যন্ত্র ও প্রাণীটার দিকে। সেই সুযোগে সকলের অলক্ষ্যে জুয়ান্‌থ্‌ল টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। পরীক্ষার ব্যাপারটা তাকে ভাল করে দেখতেই হবে।

পরীক্ষার ফল হল যেমন তাৎক্ষণিক, তেমনই বিস্ময়কর। তাদের চোখের সামনে দস্তর প্রাণীটির আকার কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। ওয়াল্‌মাকের প্রতিটি কাজ ও কথার প্রতি টারজনের সজাগ সতর্ক দৃষ্টি। গভীর আগ্রহে ক্রমেই সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়তে লাগল। এল্‌কোমোয়েলহাগো চোখ তুলতেই সে দৃশ্য তার নজরে পড়ল।

জোয়ান্‌থ্রোহাগোকে বলল, "এই লোকটিকে আর আমাদের দরকার নেই। ওকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।"

"ঠিক আছে ঠাগোসোটো," বলে জোয়ানথেলাহাগো একটি সৈনিককে ডেকে টারজন ও কোমোডোফ্লোরেন্সালকে এমন একটি ঘরে আটকে রাখতে হুকুম দিল যেখান থেকে ডাক পড়লেই আবার তাদের এনে হাজির করা যাবে।

অনেকগুলো ঘর ও বারান্দা পেরিয়ে তাদের নিয়ে যাওয়া হল গম্বুজ-প্রাসাদের একই তলায় একেবারে ভিতরের দিকের একটা ছোট ঘরে। দুজনকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে খিল এঁটে দেওয়া হল।

ঘরে কোন মোমবাতি নেই। ভারী গরাদে দিয়ে ঢাকা খোলা জায়গা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাতেই দেখা গেল ঘরের মধ্যে আছে শুধু দুটো বেঞ্চি ও একটা টেবিল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল ফিস্ ফিস্ করে বলল, "এবার আমরা একা; সব কথা বলা যেতে পারে। তবু সাবধান। ঘরের পাথরের আনুগত্যকেও বেশী বিশ্বাস করা ভাল নয়।"

টারজন শুধাল, "আমরা কোথায় আছি? মিনুনীদের বাড়িঘর আমার চাইতে তুমি বেশী চেন।"

যুবরাজ বলল, "আমরা আছি এল্‌কোমোয়েলহাগোর রাজকীয় গম্বুজের একেবারে সর্বোচ্চ তলায় একটা ভিতরের ঘরে। একেবারে নীচু তলা থেকে ছাদ পর্যন্ত যে খোলা জায়গাটা সোজা উঠে গেছে এ ঘরটা তার ঠিক পাশে বলেই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কোন মোমবাতির দরকার হচ্ছে না—খোলা জায়গাটা দিয়ে যথেষ্ট হাওয়া আমরা পাচ্ছি। এবার বল, ঘরের মধ্যে এতক্ষণ কি হল।"

টারজন বলল, "কি পদ্ধতিতে আমাকে বামন করা হয়েছে সেটা দেখলাম; আরও জানলাম, যে কোন সময়ে আমার আগেকার শরীর আবার ফিরে পেতে পারি—তিন থেকে উনচল্লিশ চাঁদের মধ্যে যে কোন দিন সেটা ঘটতে পারে।"

"যতদিন এই ছোট ঘরে আছ ততদিন সেটা না ঘটলেই ভাল।"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে এখান থেকে বের হতেই হবে।"

যুবরাজ বলল, "আশা খুবই ভাল জিনিস বন্ধু, কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি তাতে সে আশা দুরাশামাত্র।" জানালার কাছে গিয়ে গরাদের মোটা শিকগুলো দেখিয়ে বলল, "তুমি কি মনে কর যে এগুলো ভাঙতে পারবে?"

টারজন বলল, "এখনও তো পরীক্ষা করে দেখি নি, কিন্তু কিছুতেই

আমি আশা ছাড়ব না।"

জানালার কাছে গিয়ে শিকগুলো পরীক্ষা করতে করতে বলল, "খুব শক্ত বলে তো মনে হচ্ছে না।" কিছুটা চাপ দিতেই বেঁকে গেল। এবার সবলে চাপ দিতেই দুটো শিক সম্পূর্ণ বেঁকে গিয়ে জানালা থেকে খুলে বেরিয়ে এল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল অবাক হয়ে বলল, "জোয়ানথ্লোহাগো তোমার আকার ছোট করেছে বটে, কিন্তু তোমার ক্ষমতাকে খাটো করতে পারে নি।"

সবগুলো শিক খুলে ফেলে একটা ছোট শিককে সোজা করে নিয়ে যুবরাজের হাতে দিয়ে বলল, "বেশ ভাল অস্ত্র হবে। পালাতে গিয়ে যুদ্ধ করতে হলে কাজে লাগবে।" নিজের জন্যও একটা শিক সোজা করে নিল।

যুবরাজ বলল, "কেবলমাত্র একটা লোহার শিক নিয়ে তুমি কি একটা গোটা শহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর সঙ্গে লড়াই করতে পারবে?"

টারজন বলল, "তা কেন? আর আছে আমার বুদ্ধি।"

"কখন কাজ শুরু করবে?"

"আজ রাতে, কাল, অথবা পরবর্তী চাঁদে—কে জানে?" সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল মাথা নাড়তে লাগল।

"আমার উপর তোমার ভরসা নেই?" টারজন প্রশ্ন করল।

"শুধু ওটাই আছে—ভরসা। আমার বিচার-বুদ্ধি বলছে কিছুতেই তুমি পালাতে পারবে না; তবু পালাবার আশাতেই আমি তোমার সঙ্গে আছি। তোমার উপর ভরসা রাখি বলেই তো।"

টারজন বলল, "ঠিক আছে। এখন থেকেই কাজ শুরু করা যাক। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই সকলের আগে শিকগুলোকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে রাখতে হবে।"

সে কাজটা শেষ করতে করতেই অন্ধকার হয়ে এল। একটু পরেই দরজা খুলে দুটি সৈনিক ঘরে ঢুকল মোমবাতি হাতে নিয়ে। সঙ্গে একটি ক্রীতদাস। তার হাতে খাদ্য ও পানীয়।

খাদ্য ও পানীয় দরজার কাছে রেখেই তারা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "আমাদের কাছে মোমবাতি নেই, তোমরা বরং রেখে যাও।"

সৈনিক জবাব দিল, "এ ঘরে মোমবাতির কোন দরকার নেই; একটা রাত অন্ধকারে ভালই কাটাতে পারবে; কালই তো তোমরা খনিতে ফিরে যাচ্ছ।"

দরজা বন্ধ করে তারা চলে গেল। অন্ধকারেই একটা খাবারের পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "এবার? কাল পাঁচশ' হুয়াল মাটির নীচে খনিতে ঢুকলে কি পালানো খুব সহজ হবে বলে মনে হয়?"

টারজন বলল, "আমি তো খনিতে যাচ্ছি না; তুমিও যাবে না।"

"মানে?"

"যেহেতু কালই ওরা আমাদের খনিতে নামিয়ে নিয়ে যাবে, সেই হেতু আজ রাতেই আমাদের পালাতে হবে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল হেসে উঠল।

টারজন শুধাল, "এই তলা থেকে গোলাকার গম্বুজের পথে একেবারে ছাদ পর্যন্ত দূরত্ব কতটা হবে বল তো?"

"তা বারো হুয়াল হবে।"

মিনুনিদের মাপকাঠি অনুসারে এক হুয়াল মোটামুটি তিন ইঞ্চির মত।

সব চাইতে লম্বা শিকটা নিয়ে যতদূর সম্ভব মেপে টারজন বলল, "দূরত্বটা বড়ই বেশী।"

"কিসের?"

"ছাদের।"

"তাতে তোমার কি? তুমি কি ভাবছ যে গম্বুজের ছাদে উঠে সেখান থেকে পালাবে?"

টারজন দৃঢ়স্বরে বলল, "নিশ্চয়—অবশ্য যদি ছাদে উঠতে পারি।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল আরও জোরে হেসে উঠল। "তুমি কি ভাবছ নীচে নামলেই পালাতে পারবে? শাস্ত্রীরা নেই? অন্য পাহারাদার নেই? অর্ধেক পথে নামতে নামতেই তারা তোমাকে দেখে ফেলবে না?"

টারজন বলল, "তাহলে তো দেখছি সুড়ঙ্গের ভিতর দিক দিয়ে নামাই নিরাপদ।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল চেঁচিয়ে বলল, "এই সুড়ঙ্গ বেয়ে নামবে? তুমি কি পাগল! নামতে গেলেই তো একেবারে চারশ' হুয়াল নীচে পড়ে যাবে।"

"থাম!" টারজন ধমকে উঠল।

অন্ধকার ঘরে কোমোডোফ্লোরেন্সাল সঙ্গীর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল; শুনতে পেল পাথরের গায়ে লোহার শিক ঘসার ও ঠোকার শব্দ।

"কি করছ তুমি?"

"থাম!" টারজন বলল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল অবাক বিস্ময়ে অপেক্ষা করে রইল। আবার কথা বলল টারজন, "খনির যে ঘরে টালাস্কারকে আটকে রেখেছে সেটা

খুঁজে বের করতে পারবে?"

"কেন?"

"তার কাছে যেতে হবে। তাকে কথা দিয়েছি, সঙ্গে করে নিয়ে যাব।"

"তা বের করতে পারব।"

টারজন নিঃশব্দে কাজ করে চলল। শুধু শোনা যাচ্ছে পাথরের উপর শিক ঘসার শব্দ, আর না হয় তো শিকের গায়ে শিক ঘসার শব্দ; মাঝে মাঝে কি যেন ঠোকার শব্দ।

আর কিছু সময় পরে টারজন বলল, "এস। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "তোমার সঙ্গে আমি যাব, কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি, আর ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরাই ভাল।"

জুয়ানথ্রল বলল, "হয়তো আমরা পালাতে পারব না; কিন্তু তোমার মতই আমিও মনে করি যে আজীবন ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল। আজ রাতেই হবে মুক্তির পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ, কারণ একবার খনির পাতালে ঢুকলে মুক্তির কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না। মাটির উপরে আজই আমাদের শেষ রাত।"

"কোন্ পথে পালাবে?"

"মাঝখানের সুড়ঙ্গ-পথে। যে ছুঁচলো শিকটা তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা সঙ্গে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে জানালার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এস। মুখের কাছে যে শিকগুলো রেখেছি সেগুলো নিয়ে এস। বেশীর ভাগটা আমিই বইব। চলে এস।"

জানালার মুখে চারটে শিক পড়ে ছিল। প্রত্যেকটার মুখ বড়শির মত বাঁকানো। টারজন তাহলে অন্ধকারে এতক্ষণ এই কাজ করছিল। একটু এগোতেই সে টারজনের গায়ে ধাক্কা খেল।

টারজন বলল, "এক মিনিট দাঁড়াও। জানালার গোবরাটে একটা গর্ত করছি। সেটা হয়ে গেলেই যাত্রা শুরু।" একটু পরে আবার বলল, "এবার শিকগুলো দাও।"

আরও কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাজ করে টারজন মাথা তুলে বলল, "আমি আগে নামছি। আমার শিস শুনলেই তুমি আমাকে অনুসরণ করবে।"

"কোথায়?" যুবরাজ প্রশ্ন করল।

"সুড়ঙ্গ-পথে সর্বপ্রথম যেখানে পা রাখার জায়গা পাব সেখানে। আশা করছি, আঠারো হয়ালের মধ্যেই আর একটা তলা পেয়ে যাব। চারটে শিককে হুকে আটকে উপরের প্রান্তটাকে আটকে দিয়েছি গোবরাটের গর্তের সঙ্গে, আর একেবারে নীচের দিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছি আঠারো হয়াল নীচে।"

"বিদায় বন্ধু, বিদায়," কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলে উঠল।

টারজন ঈষৎ হেসে জানালা বেয়ে নীচে নেমে গেল; তার এক হাতে ছুঁচলো শিকের অস্ত্র, অন্য হাত ঝুলছে গোবরাট থেকে। পাশেই ঝুলছে আঠারো ছয়াল দীর্ঘ লোহার শিকের নড়বড়ে সিঁড়ি; আর তারও নীচে আছে চারশ' ছয়াল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পাথুরে চত্বর। কে জানে কখন গোবরাটের অগভীর গর্ত থেকে শিকটা খুলে আসবে, অথবা তার দেহের ভারে যে কোন একটা হুক সোজা হয়ে যাবে!

কিন্তু সে রকম কোন বিপদ ঘটল না। একটার পর একটা শিক ধরে ঝুলতে ঝুলতে টারজন অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে নামতে লাগল। এক সময় ঠিক নীচু তলার জানালার গোবরাটটা পেয়েও গেল পায়ের নীচে। সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বার কয়েক নিঃশ্বাস টেনে খুব নীচু করে একটা শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়িটা নড়ে উঠল। টারজন বুঝতে পারল, তার সঙ্গী নামতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে সেও টারজনের পাশে এসে দাঁড়াল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আরে! আমরা যে অসাধ্য সাধন করেছি! এবার মনে হচ্ছে, আমাদের পলায়নটা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে।"

টারজন বলল, "ধীরে, বন্ধু, ধীরে; এখনও অনেক পথ বাকি। টালাস্কারের দেখা এখনও পাই নি। চলে এস।"

হাতের শিক বাগিয়ে ধরে তারা পাশের ঘরটাতে ঢুকল। কোমোডোফ্লো-রেন্সাল চারদিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের ভাগ্য ভাল বন্ধু যে কোন রক্ষী নেই।"

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিপরীত দিকের দরজাটা সপাটে খুলে দুটি সৈনিক ঘরে ঢুকল। চারদিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা এখানে কি করছ ক্রীতদাসরা?"

"শ-শ্‌, শ্‌!" ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে টারজন বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দাও। কেউ শুনতে পাবে।"

একটি সৈনিক বলল, "কি শুনতে পাবে?"

একলাফে তাদের পেরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল টারজন; লোহার শিকটা উদ্যত করে বলল, "শুনতে পাবে যে তোমরা আমাদের বন্দী।"

ভেল্টোপিসমেকাসের দুই সৈনিকের মুখই তাচ্ছিল্যে বেঁকে গেল; কোষ থেকে তরবারি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। সেই মুহূর্তের সুযোগে কোমোডোফ্লোরেন্সাল হাতের শিকটা ফেলে দিয়ে ঘরের দেয়াল থেকে একখানা তরবারি তুলে নিল হাতে। সারা ট্রোহানাডালমেকাসের মধ্যে অদ্বিতীয় অসিযোদ্ধা সে। হাতে তরবারি পেলে সে এক দুর্ধর্ষ সৈনিক।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল উন্মুক্ত তরবারি হাতে একজনকে আক্রমণ করতেই

সে ঘুরে দাঁড়াল। এবার টারজন মুখোমুখি হল অপর সৈনিকের। ক্ষিপ্র-গতিতে তাকে পরাস্ত করে লোহার শিকের এক আঘাতে তার মাথার খুলিটা ভেঙে দিল। সৈনিক ধপাস করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

এবার সঙ্গীকে সাহায্য করতে তার দিকে ফিরে তাকাতেই বুঝতে পারল, তার সাহায্যের দরকার হবে না। সঙ্গীর হাতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি তখন আমূল বিদ্ধ হয়েছে প্রতিপক্ষের বুকে।

মুখ ফিরিয়ে টারজনের দিকে তাকিয়ে সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, "আরে! একটা শিকমাত্র সম্বল করে একজন মিনুনি যোদ্ধাকে তুমি পরাস্ত করেছ, চোখে না দেখলে এটা তো আমি বিশ্বাসই করতাম না। যাই হোক, এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

টারজন বলল, "প্রথম কর্তব্য এই দুই সৈনিকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় করা।" বলতে বলতেই গায়ের সবুজ জামাটা সে খুলে ফেলল।

মুচকি হেসে কোমোডোফ্লোরেন্সালও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

ভেল্টোপিসমেকাসের দুই সৈনিকের সঙ্গে পোশাক বিনিময় সমাধা হয়ে গেলে যুবরাজ শুধাল, "এটা করে কি হল?"

"সেটা এখনই বুঝতে পারবে," টারজন জবাব দিল।

একটা মৃতদেহকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে টারজন পাশের ঘরে গেল এবং জানালা দিয়ে সেটাকে সুড়ঙ্গপথে নীচে ফেলে দিল। তার নির্দেশমত কোমোডোফ্লোরেন্সাল অপর মৃতদেহটি নিয়ে অনুরূপভাবে নীচে ফেলে দিল।

টারজন বলল, "মৃতদেহ দুটোকে ভাল করে পরীক্ষা না করলে সকলেই মনে করবে পালাবার চেষ্টা করে আমরা দুজনই মারা গেছি। বলতে বলতে যে হুক-করা শিকের মই বেয়ে তারা নেমেছে তারই দুটো খুলে নিয়ে টারজন সে দুটোকেও মৃতদেহের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখে বলল, "এর ফলে কথাটা আরও সহজেই সকলের মাথায় আসবে।"

নতুন সাজে সেজে দুজন বারান্দায় বেরিয়ে এল। একটার পর একটা তলা পার হয়ে নীচে নামতে লাগল। বারান্দায় বা সিঁড়িতে খুব অল্প লোকই চলাচল করছে। যারা যাতায়াত করছে তারাও বেশীর ভাগই ক্রীতদাস। তাই সৈনিকের পোশাক-পরা লোক দুটির দিকে তারা কেউই বিশেষ মনোযোগ দিল না। যে যার কাজে চলে গেল।

নামতে নামতে একটা ফাঁকা জনহীন ঘর পেয়ে সেখানেই তারা রাতটা কাটিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে উঠে আবার যখন হাঁটতে শুরু করল তখন সবগুলি বারান্দাতেই লোকের ভিড় বেড়ে গেছে।

টারজন বলল, "এটা ভালই হল। ভিড় যত বেশী হবে আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা ততই কমে যাবে।"

একেবারে শেষ তলার বারান্দায় পৌঁছতেই দেখতে পেল সুড়ঙ্গ-পথের

নীচেকার চত্বরে অনেক মানুষের ভিড়। যারা ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তারা ঘাড় উঁচু করে কি যেন দেখার চেষ্টা করছে। সকলেই নানা রকম প্রশ্ন করছে, কিন্তু কেউই কোন জবাব দিচ্ছে না।

একটু একটু করে টারজন আর কোমোডোফ্লোরেন্সালও ভিড়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। দুই কনুই দিয়ে ভিড় সরিয়ে একটি লোক বেরিয়ে আসতেই সকলে তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইল। লোকটি তখন জানাল, পালিয়ে যাবার চষ্টার ফলে দুটি ক্রীতদাস ওখানে মরে পড়ে আছে। বলল, "গম্বুজ-প্রাসাদের একেবারে উপরের তলায় জোয়ানথেুহাগোর ক্রীতদাসদের ঘরে তাদের আটক করে রাখা হয়েছিল। কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে একটা মই বানিয়ে সুড়ঙ্গ-পথে নীচে নামতে গিয়ে মইটা ভেঙে নীচে পড়ে গেছে। দুজনের শরীরই এমন ভাবে দুমড়ে ভেঙে গেছে যে তাদের চেনাই শক্ত। এখন লাশ দুটোকে বাইরে নিয়ে বন্য জন্তুদের মুখে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"

আর দেরী না করে টারজন ও তার সঙ্গী ভিড়ের সঙ্গে মিশে ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

টারজন যেতে যেতে শুধাল, "তোমাদের দেশে সব মৃতদেহের সংকারই কি এই ভাবে করা হয়?"

"না। কেবলমাত্র ক্রীতদাসদের বেলায়ই এই ব্যবস্থা। যোদ্ধা বা সম্ভ্রান্ত লোকদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়।"

কিছু লোক দুই সৈনিকের মৃতদেহ দোলায় চাপিয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে টারজন বলল, "আর কিছুক্ষণ পরেই ওদের চিনবার সব সম্ভাবনা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে।"

বাইরের খোলা রোদে দাঁড়িয়ে কোমোডোফ্লোরেন্সাল জানতে চাইল, "এবার কোন্ দিকে যাওয়া হবে?"

টারজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, "টালাস্কারের খোঁজে যেতে হবে; তাকে আমি কথা দিয়েছি।"

আর্টোলস্টো বলল, "তা জানি। তোমার বিশ্বস্ততা ও সাহসের প্রশংসা করলেও তোমার বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারছি না। টালাস্কাকে উদ্ধার করা অসম্ভব। তাতে আমরাই আবার মনিবদের খপ্পরে গিয়ে পড়ব।"

টারজন শক্ত গলায় বলল, "তাই যদি মনে কর তাহলে আমার সঙ্গে এসো না। শুধু টালাস্কারের ঘরটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তাহলেই হবে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "তুমি কি ভাবছ আমি

বিপদকে এড়িয়ে যেতে চাইছি? না, তা নয়। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব। তুমি যদি গ্রেপ্তার হও তো আমিও হব। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় হোক, আমরা কখনও বিচ্ছিন্ন হব না। তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে যেতেই রাজী।"

টারজন বলল, "ভাল কথা। তাহলে খনির দিকেই এগিয়ে চল।"

ক্রীতদাসদের দলে মিশে তারা খনির ভিতর ঢুকে গেল। রক্ষীরা তাদের দিকে বিশেষ নজর দিল না। পঁয়ত্রিশ তলায় নেমে তারা একটা সুড়ঙ্গ-পথ ধরে টালাস্কারের ঘরের সামনে হাজির হল। সেখানে পাহারায় আছে একটমাত্র সৈনিক। দেয়ালে হেলান দিয়ে সে মেঝেতে বসে ছিল। তাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "আমরা ক্রীতদাসী টালাস্কারকে নিতে এসেছি।"

ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে টারজন লক্ষ্য করল, সৈনিকটির চোখ দুটি যেন সহসা জ্বলে উঠল। সে কি তাদের চিনতে পেরেছে?

"কে তোমাদের পাঠিয়েছে?" সৈনিক প্রশ্ন করল।

"তার মনিব জোয়ানথ্রোহাগো।"

সৈনিকটির মুখে কুটিল হাসি ফুটে উঠল। দরজার হুড়কোটা খুলে পাল্লা ফাঁক করে দিয়ে বলল, "ভিতরে গিয়ে তাকে নিয়ে এস।"

হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে কোমোডোফ্লোরেন্সাল নীচু দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। টারজন যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

"ভিতরে যাও", সৈনিক তাকেও বলল।

"আমি ঠিক আছি। একটি ক্রীতদাসীকে আনতে দুজন লাগবে না।"

মুহূর্তকাল ইতস্তত করে সৈনিক দরজাটা বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিল। তারপর খোলা তলোয়ার বাগিয়ে ধরে টারজনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ততক্ষণে টারজনও তার তীক্ষ্নমুখ তরবারি নিয়ে প্রস্তুত।

সৈনিক চীৎকার করে বলল, "আত্মসমর্পণ কর। তোমাদের দুজনকেই আমি চিনতে পেরেছি।"

জুয়ানথ্রল বলল, "আমারও তাই মনে হয়েছিল। তুমি চালাক, কিন্তু তোমার চোখ দুটি বোকা; তারাই তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

"কিন্তু আমার তলোয়ার বোকা নয়", বলেই হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে সৈনিকটি টারজনের দিকে এগিয়ে গেল।

ফরাসী নৌ-বাহিনীর বন্ধু লেফটেন্যান্ট পল দ' আর্নোর কাছে গ্রেস্টোকের অস্ত্রশিক্ষা বৃথা যায় নি। টারজনও ক্ষিপ্রগতিতে সরে গিয়ে সৈনিকের আক্রমণ প্রতিহত করল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বৈত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। টারজনের

তীক্ষ্মমুখ তরবারি আমূল বসে গেল সৈনিকটির হৃৎপিণ্ডে। সেটাকে একটানে বের করে নিয়ে দরজার হুড়কোটা খুলে সে ভিতরে ঢুকল।

দুজনে বাইরে এল। টারজনের হাতের রক্তাক্ত তরবারি ও মৃত সৈনিকটিকে দেখে যুবরাজ বলল, "এটা কেমন করে ঘটল?"

"ও আমাদের চিনতে পেরেছিল; কিন্তু টালাস্কার কোথায়? সে কি আসবে না?"

"সে এখানে নেই, কাল্‌ফাস্টোবান তাকে কিনে নিয়েছে।"

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, "দরজায় হুড়কোটা লাগিয়ে আমার সঙ্গে চল।"

"কোথায়?"

"কাল্‌ফাস্টোবানের বাড়িতে।"

যেতে যেতে এক সময় টারজন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, "আরও জোরে পা চালাও।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "এত তাড়া কিসের?"

"যে লোকটি এই মাত্র আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল সে যে পিছন ফিরে আর একবার আমাদের ভাল করে দেখে নিল সেটা কি তুমি লক্ষ্য করেছ?"

"না তো; লোকটা কে?"

"কারফ্‌টাপ", টারজন জবাব দিল।

"সে কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না; তবে সন্দেহ করছি যে পেরেছে।"

"তাহলে তো আর দেরী করা উচিত নয়; এখনই এখান থেকে এবং ভেন্টোপিস্‌মেকাস থেকে আমাদের চলে যেতে হবে।"

দুজন পা চালিয়ে দিল। টারজন শুধাল, "কাল্‌ফাস্টোবানের বাড়ি আর কত দূরে?"

কাল্‌ফাস্টোবানের বাড়িটা বেশ বড়। অনেকগুলো ঘর, অনেকগুলো বারান্দা।

হঠাৎ একটা গর্বিত কণ্ঠস্বর শুনে টারজন যুবরাজের হাত ধরে টেনে পাশের ভাঁড়ার ঘরটায় লুকিয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "শুনতে পেয়েছ?"

যুবরাজ বলল, "হ্যাঁ, কাল্‌ফাস্টোবানের গলা।"

কাল্‌ফাস্টোবান বন্ধু হামাদাল্‌বানকে বলছে, "এবার বাজি মাৎ করেছি বন্ধু। দাঁড়াও, এখনই তোমাকে দেখাচ্ছি।" একটু পরেই আবার বলল, "এই দেখ। এর মনিব ছিল জোয়ানথ্রোহাগো। সে বোধ হয় চোখ মেলে একবার তাকিয়েও দেখে নি। দেখলে এত কম দামে কিছুতেই বিক্রি করত না।"

হামাদাল্‌বান বলল, "তুমি কি ওকে বৌ করে জাতে তুলবে না কি ?"

"আরে না ; বৌ করলে তো সে আর ক্রীতদাসী থাকবে না ; তখন তাকে বিক্রি করতেও পারব না। কিছুদিন কাছে রেখে তারপর চড়াদামে বেচে দেব।"

কথাগুলি শুনে টারজনের হাতের সবগুলি আঙুল দৃঢ়বদ্ধ হল ; যেন কারও গলা টিপে ধরতে চাইছে।

এই সময় একটি স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকে বলল, "খনি থেকে দুজন রক্ষী এসেছে একটি সবুজ ক্রীতদাসকে সঙ্গে নিয়ে। সে কাল্‌ফাস্টোবানের খোঁজ করছে।"

"তাদের এখানে পাঠিয়ে দাও," কাল্‌ফাস্টোবান বলল।

একটু পরেই তিনজন ঘরে ঢুকল—ক্রীতদাসটি কারফ্‌টাপ।

কাল্‌ফাস্টোবান বলল, "আরে, কারফ্‌টাপ যে! এ তো খনির সেরা শ্রমিক। ওকে এখানে এনেছ কেন ?"

একজন রক্ষী বলল, "ও বলছে ওর কাছে খুব দামী খবর আছে, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কাউকে সে খবর বলবে না। তাই—"

"কি খবর আছে তোমার কাছে ?" কাল্‌ফাস্টোবান শুধাল।

"জব্বর খবর ; শুনলে জোয়ান্‌থ্রোহাগো, এমন কি রাজাও খুশি হবে।"

"বেশ। বলে ফেল।"

দুই ক্রীতদাস আওপোনাটো ও জুয়ান্‌থ্রলের মৃত্যু-সংবাদ আমরা আগেই শুনেছিলাম। অথচ কী আশ্চর্য ব্যাপার, একটু আগে প্রধান সিঁড়িটা পার হবার সময় সচক্ষে তাদের দুজনকেই আমি দেখেছি ; তবে তাদের পরনে সৈনিকের পোশাক।"

হামাদাল্‌বানের ক্রীতদাসীটি চীৎকার করে বলল, "আরে, একটু আগে আমাদের বাড়িতে এসে তারাই তো পালাস্টোকার নামে একটি মেয়ের খোঁজ করছিল।"

কাল্‌ফাস্টোবান বলল, "কি নাম বললে ?"

"পালাস্টোকার।"

"রাজ-গম্বুজে এ নামের কোন স্ত্রীলোক তো থাকে না। ওটা নিশ্চয় আমার বাড়িতে ঢোকার ছুতোমাত্র।"

খনির প্রথম রক্ষী বলল, "অথবা খনি থেকে পালাবার একটা ফন্দি।"

অপর রক্ষী বলল, "এখনি তাদের পিছু নিতে হবে।"

প্রথম রক্ষী বলল, "কাল্‌ফাস্টোবান, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত কারফ্‌টাপকে এখানেই আটকে রাখ। আর নিজে বাড়ি ও আশপাশটা ভাল করে খুঁজে দেখ। চলে এস!"

তারা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরাও চলে গেল। ঘরে রইল শুধু

কাল্‌ফাস্টোবান ও কারাফ্‌টাপ।

কাল্‌ফাস্টোবান তখনই ঘরগুলি খুঁজে দেখতে চাইল; কিন্তু কারাফ্‌টাপ বাধা দিয়ে বলল, "তার আগে এ বাড়ি থেকে বের হবার দরজাগুলো বন্ধ করা দরকার নয় কি?"

"ঠিক বলেছ কারাফ্‌টাপ; সে কাজ করা হলে আমরা ধীরেসুস্থে ঘর-গুলো খুঁজে দেখার সময় পাব।"

দুটো ফটক বন্ধ করে দেবার পরে কারাফ্‌টাপ বলল, "তারা যখন দুজন তখন আমার হাতেও তো একটা অস্ত্র থাকা ভাল।"

কাল্‌ফাস্টোবান বুকটা ফুলিয়ে বলল, "কালফাস্টোবান একাই ও রকম একডজনকে কাহিল করতে পারে; তবে তোমার আত্মরক্ষার স্বার্থে ওই ঘর থেকে একটা তলোয়ার নিয়ে নাও। আমি ততক্ষণ এই স্পর্ধিতা বিড়ালটাকে তার ঘরে আটকে রেখে আসি।"

টালাস্কারকে নিয়ে কাল্‌ফাস্টোবান তার ঘরে গেল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে ধরে বলল, "এত তাড়া কিসের সুন্দরী! যাবার আগে একটা চুমো খাও। ঘরগুলো একবার খুঁজে দেখেই ফিরে আসছি।"

টালাস্কার বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে আঘাত করল। চেঁচিয়ে বলল, "আমার গায়ে হাত দিও না জানোয়ার।"

"বটে রে বিড়ালী!" বলেই সে আবার মেয়েটিকে জাপটে ধরল।

ওদিকে কারাফ্‌টাপ ভাঁড়ার ঘরে পা দিতেই অন্ধকারে কয়েকটা ইস্পাত-কঠিন আঙুল তার গলায় চেপে বসল। কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে তার কানের কাছে বলল, "এবার তুমি মর কারাফ্‌টাপ, কারণ এটাই তোমার যোগ্য শাস্তি। মর কারাফ্‌টাপ, মর, আর মরবার আগে জেনে যাও যে জুয়ান্‌থ্রপের সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার হাতেই তোমার মৃত্যু হল।"

মৃতদেহটাকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টারজন ছুটল টালাস্কারের ঘরের দিকে। তার পিছন পিছন ছুটল কোমোডোফ্লোরেন্সাল।

বাধা পেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে কাল্‌ফাস্টোবান চেষ্টা করছে টালাস্কারকে আঘাত করতে, আর মেয়েটি হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে সে আঘাতকে বাধা দিতে চেষ্টা করছে।

একটা ভারী হাত নেমে এল কাল্‌ফাস্টোবানের কাঁধে। নীচু গলায় তার কানের কাছে কে যেন বলল, "আমাদের খুঁজছ তো? এই তো আমরা এসেছি।"

টারজন এবার ঠাট্টা করে বলল, "কাল্‌ফাস্টোবান একাই এ রকম একডজনকে কাহিল করতে পারে. কি বল? শোন হে বাক্যবীর, একডজন নয়, আমরা এসেছি মাত্র দুজন। কিন্তু তোমার শক্তির পরীক্ষা নেবার মত

সময় আমাদের নেই। একটি অসহায় মেয়ের উপর তুমি অত্যাচার করেছ, তার একটিমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।"

টারজনের কঠিন মুঠিতে আটকা পড়ে কাল্‌ফাস্টোবান চেঁচিয়ে বলল, "কারাফ্‌টাপ! আমাকে বাঁচাও!"

টারজন বলল, "কারাফ্‌টাপ মরেছে। তার মৃত্যু হয়েছে সঙ্গীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, আর তুমি মরবে একটি অসহায় ক্রীতদাসীর উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য। তোমার কাজ শেষ কর বন্ধু।"

কোমোডোফ্লোরেন্সালের তরবারি আমূল বিদ্ধ হল কাল্‌ফাস্টোবানের বুকে; তার মৃতদেহটা গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

টালাস্কার ছুটে এসে টারজনের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে বলল, "জুয়ান্‌থ্রল ও আওপস্টাটো! ভাবতেও পারি নি যে আবার তোমাদের দেখতে পাব। কিন্তু তোমরা এখানে এলে কেন? আমাকে বাঁচালে, কিন্তু তোমরা তো এদের হাতে রেহাই পাবে না। পালাও—কোথায় পালাবে তা জানি না—কিন্তু এখান থেকে পালাও!"

যুবরাজ বলল, "পালাবার চেষ্টাই তো করছি; কিন্তু জুয়ান্‌থ্রল যে তোমাকে ফেলে কিছুতেই যাবে না।"

টালাস্কার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকাল। টারজন বলল, "আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি চল। ওদের লোকজন সব এখনই এসে পড়বে। কিন্তু কোন্‌ পথে পালাব? হামাডাল্‌বানের বাড়ির ভিতর দিয়ে, না গ্যালারির পথে? কোমোডোফ্লোরেন্সাল, তুমি তো এখানকার পথঘাট আমার চাইতে ভাল জান। বল তো, কোন্‌ পথে বিপদ কম?"

যুবরাজ বলল, "বিপদ সব পথেই সমান। তবু মনে হয় গ্যালারির পথেই—"

দরজায় কারা যেন করাঘাত করল। টারজন বলল, "ওরা এসে পড়েছে। এখন উপায়?" এদিকে-ওদিকে তাকাতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল, মাথার উপরে ছাদের খানিকটা খোলা। বলল, "ঐ দেখ! ওই খোলাপথেই আমরা পালাব।"

একলাফে টারজন ছাদের উপরে উঠে গেল। সেখান থেকে নীচে তাকিয়ে বলল, "তোমরাও উঠে এস।"

যুবরাজ বলল, "অতটা উঁচুতে আমরা লাফিয়ে উঠে যেতে পারব না।"

তখন টারজন পায়ের সঙ্গে শরীরের ভর রেখে সেই খোলা ছাদের ভিতর ঝুঁকে পড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে একে একে দুজনকেই উপরে টেনে তুলল। কিন্তু যেখানে উঠল সেটা যে আর একটা ঘর। এখন কি করবে?

চিন্তা করার সময় নেই। ঘর থেকে ঘরের ভিতর দিয়ে তারা ছুটতে শুরু করল।

কী আশ্চর্য! কোন ঘরেই লোকজনের সাড়া নেই। যেন এক নিঃঝুম মৃত্যুপুরী। তারা তো জানে না সেটা রাজার হারেম—অন্তঃপুর।

দিনের পর দিন যায়। টারজন বাড়ি ফেরে না। তার ছেলে ক্রমেই শংকিত হয়ে উঠছে। আশপাশের গ্রামে লোক পাঠিয়েছে। কোন খবর নেই। বড় বাওয়ানার সঙ্গে কারও দেখা হয় নি। কোরাক নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ আপিসে বার্তা পাঠিয়েছে—আফ্রিকার প্রধান প্রধান শহরে টারজনের কোন খবর পাওয়া যায় কি না সেটা জানাতে; কিন্তু সব জায়গা থেকেই এসেছে নেতিবাচক খবর।

শেষ পর্যন্ত একটা গুল্‌তি ও কিছু আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিশেষ দ্রুতগামী সাহসী ওয়াজিরিকে সঙ্গী করে কোরাক নিজেই বেরিয়ে পড়ল বাবার খোঁজে। অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করে প্রতিটি জঙ্গল ও বনভূমি তারা চষে ফেলল, কিন্তু বাবার কোন খোঁজই পেল না। তবু জঙ্গল ও পাহাড়ের পথে এগিয়েই চলল।

ওদিকে এল্‌কোমোয়েলহাগোর রাজ-গম্বুজের ভিতরে তিনটি একটা পাথরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা গুপ্তকক্ষের সামনে এসে থামল। সেই পাথরের দেয়াল ভেদ করে মানুষের গলা তাদের কানে এল।

টারজনের আরও কাছে ঘেঁসে মেয়েটি চাপা গলায় শুধাল, "ও কে?"

টারজন মাথা নাড়ল।

কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল, "কোন স্ত্রীলোকের গলা।"

হাতের মোমবাতিটা তুলে ধরে টারজন বাঁদিকে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখাল। সকলে দেখতে পেল, তার মাথা থেকে দু'এক হয়াল উঁচুতে একটা খোলা জায়গা রয়েছে। হাতের মোমবাতিটা যুবরাজকে দিয়ে, খাপ থেকে তরবারিটা খুলে মেঝেতে রেখে টারজন একলাফে দেয়ালের সেই গর্তের মুখটা ধরে ফেলল। এক মুহূর্ত সেই ভাবে ঝুলে কান পেতে কি যেন শুনল; তারপর মেঝেতে নেমে এল।

বলল, "ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। যার গলা আমরা শুনেছি সে নিশ্চয় পাশের অন্য একটা ঘরে আছে। এ ঘরটায় জনমানুষ নেই।"

যুবরাজ বলল, "ঘরটা যদি ঘুটঘুটে অন্ধকার, তা হলে এত কথা তুমি জানলে কি করে?"

"ঘরে কেউ থাকলে আমি তার গন্ধ পেতাম।"

যুবরাজ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল, "আর সে গন্ধ তুমি ধরতে পারতে? দেখ বন্ধু, তোমার সব কথা বিশ্বাস করলেও এটা বিশ্বাস করতে পারলাম না।"

টারজন হেসে বলল, "আমি যা বলি তা বিশ্বাস করি। সে সাহস আমার আছে। আমি ও ঘরে যাচ্ছি খোঁজ খবর নিতে।" সে আবার দেয়ালের গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল।

মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, "আমাদের রেখে যেয়ো না। যেখানেই যাই, আমরা সকলেই যাব।"

যুবরাজ বলল, "দু'খানা তরবারি অবশ্যই একখানার চাইতে ভাল।"

টারজন বলল, "ঠিক আছে। আমি আগে যাচ্ছি; তারপর তোমরা এস।"

যুবরাজ মাথা নাড়ল। দু'এক মিনিটের মধ্যেই দু'জন পাশের ঘরে পৌঁছে গেল। যে দেয়ালের ভিতর দিয়ে তারা এসেছে সেটা পাথরের, কিন্তু এ ঘরের উল্টো দিকের দেয়ালটা শক্ত বোর্ডের। সেখানে পৌঁছে তারা কান পাতল। এবার আর শুধু কণ্ঠস্বর নয়। কথাগুলিও শোনা যাচ্ছে।

"—জোয়ান্‌থেলাহাগো একটা বোকা, তার মরাই উচিত। আর আমার বাবা রাজামশায় আরও বড় বোকা। আমাকে যদি ওরা জুয়ান্‌থ্রলকে কিনবার অনুমতি দিত তাহলে তো সে পালাতে পারত না।"

"তাকে নিয়ে তুমি কি করতে রাজকুমারী?"

সঙ্গে সঙ্গে ধমক শোনা গেল, "সে প্রশ্ন করবার বা সে কথা জানবার অধিকার একজন ক্রীতদাসীর নেই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

টারজন যুবরাজের কানে কানে বলল, "রাজকুমারী জান্‌জারা কথা বলছে। এল্‌কোমোয়েলহাগোর এই মেয়েকেই তো তুমি বন্দিনী করে বিয়ে করতে চাও।"

"সে কি সত্যি সুন্দরী?"

"খুব সুন্দরী, কিন্তু সে একটি শয়তানী।"

টারজন চুপ করল। তার মাথায় একটা ফন্দি এসেছে।

ওপাশ থেকে আবার কথা শোনা গেল।

"—এবার তুমি যেতে পার। আমি বিশ্রাম করব। দেখো, কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।"

"তোমার রূপের মতই তোমার ঘরের মোমের বাতি চির অনির্বাণ হোক হে রাজকুমারী।"

ক্রীতদাসী ঘর থেকে চলে গেল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল।

ও ঘরে যাবার গুপ্ত দ্বারটা খুঁজতে খুঁজতে টালাস্কারই সেটা প্রথম দেখতে পেল। টারজন বলল, "তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি যাচ্ছি রাজকুমারী জান্‌জারাকে আনতে। তাকে নিয়ে যদি পালাতে নাও পারি, মুক্তি-পণ হিসাবে তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারব।"

গুপ্তদ্বারের হাতলটা ঘুরিয়ে টারজন ঘরে ঢুকল। একটা শ্বেতপাথরের টাইয়ের উপর রাজকুমারী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথা ও পায়ের কাছে দুটো বৃহদাকার মোমবাতি জ্বলছে।

টারজন এগিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে পৌঁছতেই দমকা বাতাসে পাল্লাটা এমন সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল যে রাজকুমারী চোখ মেলে তাকাল। চকিতে উঠে দাঁড়াল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টারজনের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল টারজনের দিকে। তার চলন-ভঙ্গী দেখে অরণ্য রাজের মনে পড়ে গেল সিংহী সাবরের বর্বর ভঙ্গিমার কথা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজকুমারী শুধাল, "জুয়ান্‌থ্রল! তুমি এসেছ আমার কাছে?"

"তোমাকে নিতেই আমি এসেছি রাজকুমারী", টারজন বলল, "চেঁচামেচি করো না, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।"

জান্‌জারা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "কোন রকম চেঁচামেচি করব না।" বলেই সে এগিয়ে এসে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরল।

আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টারজন বলল, "আমার কথা তুমি বুঝতে পার নি রাজকুমারী। তুমি আমার বন্দিনী। আমার সঙ্গে চলে এস।"

রাজকুমারী বলল, "হ্যাঁ, আমি তোমার বন্দিনী। কিন্তু তুমিই আমাকে বুঝতে পার নি। আমি তোমাকে ভালবাসি। যে কোন ক্রীতদাসকে স্বামীরূপে গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমি তোমাকে পছন্দ করেছি।"

টারজন অধৈর্য হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি না। নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। চলে এস!" তার হাত ধরবার জন্য টারজন এগিয়ে গেল।

রাজকুমারীর চোখ দুটি সংকুচিত হল। "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? না কি আমি যে কে তাই জান না?"

"আমি তোমাকে ভাল করেই চিনি। তুমি জান্‌জারা, এল্‌কোমোয়েল-হাগোর কন্যা।"

"আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করার সাহস তোমার হল?" দুরন্ত ক্রোধে ও ক্ষোভে জান্‌জারার বুকটা উঠছে আর নামছে।

টারজন বলল, "এটা আমাদের দুজনের ভালবাসার ব্যাপার নয়; আমার ও আমার সঙ্গীদের বাঁচার প্রশ্ন।"

"তুমি অন্য কাউকে ভালবাস?" জান্‌জারা প্রশ্ন করল।

"হ্যাঁ", টারজনের স্পষ্ট জবাব।

"কে সে?"

প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে টারজন বলল, "তুমি শান্তভাবে আসবে, না কি জোর করে নিয়ে যাব?"

মুহূর্তের জন্য সেই নারী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল; দেহের প্রতিটি পেশী টান-টান; দুটি কালো চোখ যেন অগ্নি গোলক। ধীরে ধীরে তার মুখের ভাব বদলে গেল। শান্ত হয়ে এল। হাত বাড়িয়ে বলল, "আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করব। চলে এস আমার সঙ্গে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গীরা? তাদের রেখে তো আমি যেতে পারি না।"

"তারা কোথায়?"

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে টারজন বলল, "আমাকে পথটা দেখিয়ে দাও, আমিই ফিরে এসে তাদের নিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে, তাই দেব; তাহলে হয়তো তুমি অন্যের চাইতে আমাকেই বেশী ভালবাসবে।"

বোর্ডের তৈরি দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে টালাস্কার ও কোমোডোফ্লোরেন্সাল তাদের সব কথাই শুনতে পাচ্ছে। পায়ের শব্দ শুনে টালাস্কার বলল, "মেয়েটি জুয়ানৃথ্লকে তার ঘর থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। চল, আমরাও তাদের পিছু নেই।"

টালাস্কার গুপ্তদরজার হাতলে চাপ দিয়েই দেখতে পেল, জান্‌জারা টারজনকে নিয়ে পাশের দেয়ালের আর একটা দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে।

ফিস্‌ফিসিয়ে জান্‌জারা বলল, "আমার পিছনে পিছনে চলে এস; তাহলেই জান্‌জারার ভালবাসা কি বস্তু সেটা বুঝতে পারবে।"

টারজন কিছুটা সন্দিগ্ধভাবে পা বাড়াতে জান্‌জারা বলল, "তুমি ভয় পাচ্ছ। আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না! বেশ তো, ঘরে ঢুকবার আগে এখানে এসে উঁকি মেরে দেখে নাও ঘরে কি আছে।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল সবে সে ঘরে পা দিয়েছে এমন সময় টারজন দরজার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পায়ের নীচে মেঝেটা ফাঁক হয়ে গেল, আর টারজন তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। জান্‌জারা উন্মাদের মত হো-হো করে হেসে উঠল।

মেঝের ফাঁকটা আবার আগেকার মতই ভরে গেল। আবেগের তাড়নায় বায়ুতাড়িত অ্যাস্পেন গাছের পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে

জান্‌জারা বলে উঠল, "আমি যদি তোমাকে না পাই তো অন্য কেউ কোন দিন তোমাকে পাবে না।" মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, কোমোডোফ্লোরেন্সাল ও টালাস্কার তার দিকেই ছুটে আসছে।

অতিদ্রুত গতিতে তারপর যা ঘটে গেল সেটুকু সময়ের মধ্যে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মেঝের নীচে যে ঘরে টারজন নেমে গেল সেখানে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কুলুঙ্গির মধ্যে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। উল্টো দিকের একটা লোহার শিক-বসানো ভারী দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, বুকের উপর মাথা গুঁজে একটি লোক পাশের ঘরটাতে বসে আছে। টারজনের আকস্মিক আগমনের শব্দ শুনে মুখ তুলতেই জুয়ান্‌থ্‌লকে দেখে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটি চীৎকার করে বলল, "জল্‌দি! তোমার বাঁ দিকে!" সে-দিকে তাকাতেই টারজন দেখল, চারটে বড় বড় সবুজ চোখ যেন জ্বলছে—দুটি পশু লাফিয়ে পড়তে উদ্যত।

যেন দুঃস্বপ্নে দেখা দুটো ভৌতিক মূর্তিকে দৃষ্টি থেকে মুছে ফেলবার জন্যই টারজন নিজের চোখ দুটি একবার কচলে নিল। তার সামনে উদ্যত থাবা দুটি আফ্রিকার বন-বিড়াল; সাধারণ বন-বিড়ালের মতই দেখতে হলেও আকারে প্রকাণ্ড।

খাপ থেকে তলোয়ার বের করে টারজন বাঁচার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। পাশের ঘর থেকে লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "ও দুটোকে কোনরকম ঠেকিয়ে যদি এই দরজাটা পর্যন্ত আসতে পার তাহলে আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব।"

জান্‌জারাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কোমোডোফ্লোরেন্সাল লাফ দিয়ে ঠিক সেই জায়গাটায় গিয়ে হাজির হল যেখান থেকে টারজন নীচে তলিয়ে গেছে। ফলে সেই একই ফাঁদে সেও ধরা পড়ল। নীচে পড়তে পড়তেই তার কানে এল ভেন্টোপিস্‌মেকাসের রাজকন্যার অট্টহাসি। পরমুহূর্তেই সেই নারী-কণ্ঠ বলে উঠল, "ওঃ, তাহলে তোমাকেই সে ভালবাসে? কিন্তু সে তোমাকে পাবে না—মৃত্যুর ওপারে গিয়েও না।"

টালাস্কারের সামনে এসে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত দাঁড়াল জান্‌জারা। তার হাতে খোলা ছুরি। টালাস্কার মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

"তুই মর্‌ ক্রীতদাস!" বলেই জান্‌জারা হাতের ছুরি তুলল টালাস্কারের বুক লক্ষ্য করে। ক্রীতদাসীও তার কব্জি চেপে ধরে টান দিতেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দুজনেই মেঝেতে পড়ে গড়াতে লাগল; এল্‌কোমোয়েলহাগোর কন্যা চেষ্টা করছে হাতের ছুরিটাকে ক্রীতদাসীর বুকে বসাতে, আর ক্রীতদাসী চেষ্টা করছে তার গলা টিপে ধরে নিজেকে বাঁচাতে।

নীচে প্রথম বন-বিড়ালটির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে টারজন

চকিতে একপাশে সরে গিয়ে একপাশ থেকে সেটাকে আঘাত করতে উদ্যত হল। আর ঠিক তখনই খোলা তলোয়ার হাতে কোমোডোফ্লোরেন্সাল পড়ল দ্বিতীয় বন-বিড়ালটির একেবারে মুখের সামনে।

উপরের ঘরে জড়াজড়ি করতে করতে দুটি মানুষ-বাঘিনী একসময় মেঝের সেই গুপ্ত জায়গাটায় পৌঁছতেই অবস্থাটা বুঝতে পেরে জান্‌জারা সভয়ে চীৎকার করে উঠল: "বন-বিড়াল! বন-বিড়াল!" তারপরই দুজন ছিটকে পড়ল অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে।

কোমোডোফ্লোরেন্সালের তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে দ্বিতীয় বন-বিড়ালটি ঘরের এক কোণে সরে যেতেই সে এক লাফে টারজনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দুজন একযোগে প্রথম বিড়ালটাকে আক্রমণ করে হটিয়ে দিয়ে পাশের ঘরের দরজার পাশে পৌঁছে গেল। পাশের ঘরের লোকটি দরজাটা খুলে দিল। বলল, "শিগ্‌গির!"

ঠিক তখনই দুটি নারী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকার-গুহার ভিতর দিয়ে নেমে এল আক্রমণোদ্যত দুটো হিংস্র বন-বিড়ালের একেবারে মুখের সামনে।

টালাস্কার ও জান্‌জারাকে দুটি ক্ষুধার্ত জন্তুর আক্রমণের অসহায় শিকার হতে দেখে টারজন ও কোমোডোফ্লোরেন্সাল কাল বিলম্ব না করে একলাফে তাদের কাছে চলে গেল। দুটি নতুন মানুষের আকস্মিক আবির্ভাবে হকচকিয়ে গিয়ে জন্তু দুটিও লাফ দিয়ে ঘরের আর এক কোণে ছুটে গেল।

জান্‌জারার হাতের ছুরিটা নীচে পড়বার সময় ছিটকে দূরে পড়ে গিয়েছিল। আলাস্কার সেটাকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জান্‌জারাও বিমূঢ়ের মত উঠে দাঁড়াল। লোকটি তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "জান্‌জারা! আমার রাজকুমারী, আমি আসছি!" যে বেঞ্চির উপর সে বসে ছিল সেটাকেই অস্ত্রের মত হাতে তুলে নিয়ে সে এক লাফে বেরিয়ে এল। চারটি মানুষের সঙ্গে তখন দুটি বন-বিড়ালের মরণ-পণ যুদ্ধ চলেছে।

মেয়ে দুটিকে পিছনে রেখে টারজন ও কোমোডোফ্লোরেন্সাল তলোয়ার উঁচিয়ে বন-বিড়ালের সঙ্গে লড়ছে। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত দেহ, ক্ষুধায় ও ক্রোধে উন্মাদপ্রায় জন্তু দুটি তখনও বার বার আক্রমণ করে চলেছে। বেঞ্চি হাতে এবার যুদ্ধে যোগ দিল লোকটিও। তার হাতের অস্ত্র অপর দুজনের চাইতে কম মারাত্মক নয়। তার আঘাতে জর্জরদেহ বিড়াল দুটি এক সময় তার ঘরের মধ্যেই ঢুকে গেল, আর সেই সুযোগে লোকটি ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"জোয়ান্‌থেরাহাগো!" রাজকুমারী চেঁচিয়ে ডাকল।

লোকটি একটা হাঁটু ভেঙে বসে যতটা সম্ভব পিছনে ঝুঁকে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তোমার ক্রীতদাস!"

জানজারা বলল, "তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ জোয়ান্থ্রোহাগো, জানি না কেমন করে এ ঋণ আমি শোধ করব।"

লোকটি বলল, "তুমি তো জান রাজকুমারী, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আজ তো অনেক দেরী হয়ে গেছে, রাজার আদেশে কালই আমার মৃত্যু হবে।"

জানজারা বলল, "আমি জানি। আমার বাবা হলেও তাকে আমি ভালবাসি না। অকারণ ঈর্ষাবশত সে আমার মাকে মেরেছে। সে তো মূর্খ—মহামূর্খ।"

হঠাৎ অন্যদের দিকে ফিরে সে বলল, "এই ক্রীতদাসরা নিশ্চয় এখান থেকে পালাতে ইচ্ছুক জোয়ান্থ্রোহাগো। আমার সাহায্যে তারা পালাতে পারবে। সেই সঙ্গে আমরাও এখান থেকে পালিয়ে যাব। ওদের দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারব।"

জোয়ান্থ্রোহাগো বলল, "অবশ্য নিজেদের দেশে তাদের যদি যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে।"

টারজন সঙ্গে সঙ্গে বলল, "এই যুবকটি ট্রোহানাডালমেকাসের রাজা এডেনড্রোহাথিসের জ্যেষ্ঠ পুত্র।"

জানজারা মুহূর্তকাল টারজনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমারই অন্যায় হয়েছে জুয়ান্থ্রল; আমি তোমাকে চেয়েছিলাম, আর রাজকন্যা হিসাবে কারও প্রত্যাখ্যান আমি সইতে পারি না।" টালাস্কারের দিকে ঘুরে বলল, "এই নাও তোমার মনের মানুষকে, আর তাকে নিয়ে সুখী হও।" আস্তে সে টালাস্কারকে টারজনের দিকে ঠেলে দিল; কিন্তু টালাস্কার পিছিয়ে এল।

বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ জানজারা; জুয়ান্থ্রলকে আমি ভালবাসি না; আর সেও আমাকে ভালবাসে না।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল তাকাল টারজনের দিকে; টারজন মাথা নেড়ে টালাস্কারের কথাকেই সমর্থন জানাল।

বন্ধুর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল, "কি বলছ তুমি? টালাস্কারকে তুমি ভালবাস না?"

টারজন জবাব দিল, "আমি তাকে খুবই ভালবাসি, কিন্তু তুমি যে ভালবাসার আশংকা করেছ সে ভাবে নয়। আমি তাকে ভালবাসি, কারণ মেয়েটি ভাল, মেয়েটি দয়াশীলা, মেয়েটি বিশ্বস্ত বন্ধু; তাছাড়া সে এখানে বিপন্ন, তাই আমাদের ভালবাসা ও ভরসার তার খুবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মানুষ যে ভাবে তার সঙ্গিনীকে ভালবাসে, সে ভাবে

তাকে আমি ভালবাসি না, কারণ এই কাঁটা-বনের ওপারে আমার নিজের দেশেই রয়েছে আমার জীবন-সঙ্গিনী।"

কোমোডোফ্লোরেন্সাল আর কোন কথাই বলল না; তার মনে তখন অনেক ভাবনা। সে ভাবছে, দেশে ফিরে গিয়ে সে কি করবে? দেশের প্রথামত তাকে বিয়ে করতে হবে কোন রাজকন্যাকে। কিন্তু সে তো রাজকন্যা চায় না, সে চায় টালাস্কারকে—নামগোত্রপরিচয়হীনা একটি ছোট ক্রীতদাসীকে।

এত কথা ভাববার মত সময় নেই। ওদিকে চলেছে পালাবার পরামর্শ।

বিপরীত দিকের দেয়ালে একটা ছোট দরজা দেখিয়ে জোয়ানথ্রোহাগো বলল, "এই পথে রক্ষীরা বিড়াল দুটোর খাবার দিতে আসে।"

জানজারা বলল, "তাহলে দরজায় নিশ্চয় কোন তালা নেই, কারণ কোন বন্দীকে এখানে আসতে হলে বন-বিড়ালদের সামনে দিয়েই আসতে হবে।"

"আমি দেখছি" বলে টারজন সেদিকে এগিয়ে গেল।

জানজারা ঠিকই অনুমান করেছে। ছোট দরজাটায় তালা নেই। সকলে সেই পথে পালিয়ে গেল।

ছ'জন যাত্রী তিনদিন ধরে একটানা পুবের দিকে হাঁটল, চতুর্থ দিনে মোড় নিল দক্ষিণ দিকে। দূরে দক্ষিণ দিগন্তে দেখা দিল একটা মহা অরণ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমে আছে ট্রোহাণ্ডালমেকাস, এখনও দু'দিনের পথ।

চতুর্থ দিন বিকেলে হঠাৎ পিছন থেকে উঠে-আসা একটা ছোট ধুলোর ঝড়ের দিকে টালাস্কার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকলে দীর্ঘ সময় সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মেঘটা ক্রমেই বড় হতে হতে নিকটতর হতে লাগল।

"এতদিনে বোধ হয় ওরা আমাদের খুঁজতে আসছে," জোয়ানথ্রোহাগো বলল।

"আমার তো মনে হয় ওরা আমাদের লোক, আসছে ট্রোহানাডালমেকাস থেকে," কোমোডোফ্লোরেন্সাল বলল।

জানজারা বলল, "ওরা যেই হোক সংখ্যায় আমাদের চাইতে অনেক বেশী; তাদের সঠিক পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমাদের উচিত কোথাও আত্মগোপন করা।"

একজন বলল, "ওরা আমাদের ধরে ফেলবার আগেই আমরা জঙ্গলে পৌছে যাব; দরকার হলে সেখান থেকে আমরা ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারব।"

জানজারা বলল, "জঙ্গলকে আমার বড় ভয়।"

জোয়ানথ্রোহাগো বলল, "আর কোন পথ নেই; অবশ্য ওদের আগে আমরা জঙ্গলে পৌছতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

অতএব চল! তাড়াতাড়ি পা চালাও!"

সকলেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল। কোন জন্তুর পিঠে চেপে টারজন আগে কখনও এত দ্রুত ছোটে নি। পিছনে তাকিয়ে দেখল, ধূলোর ঝড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একডজন হরিণ-আরোহী সৈনিক; নিজেদের মাত্র চারখানি অস্ত্র তাদের বিরুদ্ধে নেহাৎই অসহায়। সুতরাং তাড়াতাড়ি জঙ্গলে পৌঁছে যাওয়াই একমাত্র আশা।

শত্রুরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে; তারা সকলেই ভেল্টোপিস্মেকাসের সৈনিক। পশ্চাদ্ধাবনকারীদের একজন দল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এল। এ দলের সকলের পিছনে পাশাপাশি ছুটছে জোয়ান্থেুাহাগো ও টারজন। তাদের আগে আগে চলেছে জান্জারা।

অগ্রগামী লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "রাজকুমারী! ক্রীতদাসদের আমাদের হাতে তুলে দিলেই রাজা তোমাদের সকলকে ক্ষমা করবে।"

"কখনও না!" জোয়ান্থেুাহাগো চেঁচিয়ে বলল।

"কখনও না!" জান্জারার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল।

"ফলাফলের সব দায় তোমাদের," লোকটি বলল।

দু'দলই প্রাণপণে ছুটছে—একদল আত্মরক্ষা করতে, অপর দল তাদের ধরতে। ওদিকে জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে অনেকগুলি চোখ এই দৌড় প্রতিযোগিতা দেখছে আর সাগ্রহ প্রত্যাশায় ক্ষুধার্ত লাল ঠোঁট চাটছে।

ছ'জন প্রায় পৌঁছে গেছে অরণ্যের সীমান্তে। একবার সেখানে ঢুকতে পারলে বারোজন সৈনিকের মহড়া নেওয়া তাদের পক্ষে শক্ত হবে না, কারণ জঙ্গলের মধ্যে বারোজন এক সঙ্গে তাদের আক্রমণ করতে পারবে না।

সাফল্যের প্রায় দ্বারে পৌঁছে হঠাৎ তাদের কণ্ঠের অর্ধোচ্চারিত উল্লাস-ধ্বনি মাঝপথে থেমে গেল। গাছের উপর থেকে বড় বড় সব হাত নেমে এসে একের পর এক তাদের তুলে নিতে লাগল। তারা সব বীভৎস-দর্শন আলোকোলো। পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈনিকরা সে দৃশ্য দেখে জঙ্গলে না ঢুকে চকিতে মুখ ফিরিয়ে জোর কদমে ফিরে গেল।

একটা নারী-আলালির মুঠোর মধ্যে যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে টালাস্কার কোমোডোফ্লোরেন্সালের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিদায়! এই আমাদের শেষ পরিণতি হল! তবু তোমার পাশে থেকে যে মরতে পারছি তাতেই আমার সুখ।"

যুবরাজ বলল, "বিদায় টালাস্কার! বেঁচে থাকতে তোমাকে সাহস করে বলতে পারি নি, কিন্তু আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলছি আমার ভালবাসার কথা। বল টালাস্কার, তুমিও আমাকে ভালবাস।"

"সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালবাসি কোমোডোফ্লোরেন্সাল!"

টারজন ধরা পড়েছে একটি পুরুষ আলালির হাতে। নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখে

দাঁড়িয়েও সে অবাক হয়ে শুধু ভাবছে, কোন্ মন্ত্র বলে পুরুষ ও নারী আলালিরা আজ এক সঙ্গে শিকারে নেমেছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ল পুরুষ আলালিদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে। এ তো তাদের সেকেলে মুগুর ও গুলতি নয়; তাদের হাতে যে লম্বা বর্শা, আর তীর ও ধনুক।

পুরুষ আলালিটি টারজনকে মুখের সামনে তুলে ধরে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। চকিতে টারজনের মনে হল, আলালিটির চোখে যেন পরিচয়ের আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল, তার মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়। তাকে চিনতেও টারজনের দেরী হল না। এ হল প্রথম নারীর সেই ছেলে যাকে টারজন এই সব অস্ত্র চালাতে শিখিয়েছিল, আর একদিন যে ছিল তার প্রতি কুকুরের মত অনুগত।

এতদিন পরে আজ তার মনের অবস্থা কি হয়েছে সেটা পরীক্ষা করবার জন্য টারজন আদেশের ভঙ্গীতে বলল, "আমাকে নামিয়ে দাও, আর তোমার লোকজনদের বল আমার সব লোককে নামিয়ে দিতে। তাদের কোন ক্ষতি করো না।"

দৈত্যাকার যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে টারজনকে মাটিতে নামিয়ে দিল; সঙ্গীদেরও ইসারা করল, সকলকে নামিয়ে দিতে। সকলেই সঙ্গে সঙ্গে তার হুকুম পালন করল, কেবল একটি মাত্র স্ত্রীলোক ইতস্তত করতে লাগল। প্রথম নারীর ছেলে বর্শাটাকে চাবুকের মত তুলে ধরে একলাফে তার কাছে হাজির হতেই সে ভয়ে কুঁকড়ে টালাস্কারকে মাটিতে নামিয়ে দিল।

তখন প্রথম নারীর ছেলেটি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আলালি জাতির এই মহা পরিবর্তনের ইতিহাস সাধ্যমত সবিস্তারে বর্ণনা করে জানাল, টারজন তাকে যে সব অস্ত্র চালনা শিখিয়েছিল তারই ফলে আলালি পুরুষরা এই গৌরবের অধিকারী হয়েছে। এখন প্রতিটি পুরুষের অন্তত একটি করে নারী আছে তার জন্য রান্না করে দিতে, আর কোন কোন অধিকতর শক্তিমান পুরুষের একাধিক নারীও আছে।

জার্টালাকোলোলদের দেশে সভ্যতার কতটা অগ্রগতি ঘটেছে সেটা টারজনকে বোঝাবার জন্য প্রথম নারীর ছেলেটি একটি নারীকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে এনে তার মাথায় ও মুখে ঘুষি মারতে লাগল, আর নারীটি তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল; তার চোখে মুখে ফুটে উঠল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা!

সে রাতটা ছ'জনই খোলা জায়গায় ঘুমল; তাদের ঘিরে পাহারা দিল বিরাট দেহ জার্টালাকোলোলরা। পরদিন তারা যাত্রা করল ট্রোহানাডাল্মেকাসের উদ্দেশে। টারজন স্থির করেছে, স্বাভাবিক আকার ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে; তারপর সাধ্যমত চেষ্টা করবে কাঁটা-বন পার হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের।

জার্টালাকোলোলরা অনেক দূর পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিল; নতুন জীবনের পথ দেখানোর জন্য টারজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল।

দু'দিন পরে দুটি পলাতক প্রাণী ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের রাজপ্রাসাদের অদূরে পৌঁছে গেল। দূর থেকেই শান্ত্রীরা তাদের দেখতে পেল; সঙ্গে সঙ্গে একদল সৈন্য ছুটে গেল তাদের খোঁজ-খবর নিতে। যুবরাজ ও টারজনকে দেখেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল; সুসংবাদ দিতে একদল তখনই শহরে ফিরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিয়ে যাওয়া হল এডেণ্ড্রোহাখিসের দরবার-কক্ষে। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাজা আনন্দে কেঁদেই ফেলল। টারজনকেও সে ভোলে নি; যদিও প্রায় তাদের সমান উঁচু এই মানুষটিই যে সেই দৈত্যাকার টারজন একথা বুঝতে সকলেরই বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল।

যাই হোক, রাজা তাকেও সিংহাসনের কাছে ডেকে নিয়ে জারটল বা যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করল, উপযুক্ত যান-বাহন ও অর্থ দিল, বাসস্থানের ব্যবস্থা করল, আর অনুরোধ জানাল, সে যেন তাদের মধ্যেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

জানুজারা ও জোয়ানথ্রোহাগোকে মুক্তি দিয়ে ট্রোহানাডালমেকাসেই থাকবার অনুমতি দেওয়া হল। তখন কোমোডোফ্লোরেন্সাল টালাস্কারকে সিংহাসনের নীচে নিয়ে বলল, "মহান এডেণ্ড্রোহাখিস, এবার আমার নিজের জন্য একটি বর চাইছি। জার্টোলোস্টো হিসাবে অন্য শহর থেকে লুট করে আনা কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে আমি প্রথাবদ্ধ; কিন্তু এই ক্রীতদাসী মেয়েটির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি আমার প্রেয়সীকে। তাই সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে এই মেয়েটিকে গ্রহণ করার অনুমতি আমাকে দেওয়া হোক।"

রাজা তখন সিংহাসনের সোপান বেয়ে নীচে নেমে এসে জানুজারার হাত ধরে তাকে নিয়ে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে দিল।

বলল, "কেবলমাত্র প্রথামতেই তুমি কোন রাজকন্যাকে বিয়ে করতে বাধ্য; কিন্তু প্রথা তো বিধান নয়। ট্রোহানাডাল্‌মেকাসের একজন অধিবাসী যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে পারে।"

টালাস্কার বলল, "সে যদি বিধান অনুসারে কোন রাজকন্যাকেই বিয়ে করতে বাধ্য হত তাহলেও সে আমাকে বিয়ে করতে পারত, কারণ আমি মাণ্ডালামেকাসের রাজা টালাস্থাগোর মেয়ে। ভেল্টোপিসমেকাসের লোকরা আমার মাকে বন্দিনী করে নিয়ে এসেছিল আমার জন্মের মাত্র কয়েক চাঁদ আগে। মা আমাকে বলে গিয়েছিল, কোন রাজপুত্র ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করার আগে আমি যেন আত্মহত্যা করি; কিন্তু কোমোডোফ্লোরেন্সাল যদি কোন ক্রীতদাসের পুত্র হত তাহলে মায়ের সে

নির্দেশ আমি লংঘন করতাম। ভেন্টোপিসমেকাস ছেড়ে আসার রাত পর্যন্ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নি যে সে রাজপুত্র ; কিন্তু তখন তো আমার মন-প্রাণ সবই তাকে সঁপে দিয়েছি, যদিও সে কথা সে মোটেই জানত না।"

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু টারজনের দেহের কোন পরিবর্তন হল না। মিনুনিদের মধ্যে বেশ সুখেই তার দিন কাটছিল; তবু দেশের জন্য তার মন কেঁদে উঠল; সে স্থির করল, এই চেহারা নিয়েই বিঘ্নসংকুল স্বদেশের পথে যাত্রা করবে। যত বিপদই আসুক সব সে পার হয়ে যাবে। কে জানে, হয় তো দীর্ঘ পথযাত্রাই এক সময় সে তার স্বাভাবিক দেহ ফিরে পাবে।

বন্ধুরা তাকে বাধা দিল, কিন্তু টারজন কৃতসংকল্প। অকারণে আর বিলম্ব না করে সে দক্ষিণ পূর্ব দিকে যাত্রা করল। এক হাজার হরিণ-আরোহী সৈন্যের এক কামাক সেনাদল মহাঅরণ্য পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল। সেখানে প্রথম নারীর ছেলেটির সঙ্গে তার দেখা হল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেনাদল তাকে বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গেল। তাদের দিকে তাকিয়ে টারজনের মনটাও ভারী হয়ে উঠল।

প্রথম নারীর ছেলে ও তার দলবল টারজনকে কাঁটা-বনের সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দিল। তার বেশী তারা যেতে পারে না। মুহূর্তকাল পরে হাত নেড়ে তাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে টারজন কাঁটা-বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোট ছোট পশু পাখি ও ডিম খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে গাছের ডালে শুয়ে সে রাত কাটাল। দ্বিতীয় রাতেই একটা বমির ভাব হওয়াতে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা আসন্ন বিপদের আশংকা তাকে পেয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে হল, হয়তো স্বাভাবিক দেহ ফিরে পাবারই এটা পূর্বলক্ষণ। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে যে রকম হয়ে থাকে সেই রকম তারও মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল। গাছের উপর থেকে নীচে নামবার মত জোরও যেন পাচ্ছে না। হাঁটু কাঁপছে। কোন রকমে নীচে নেমে একটা চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একটা তাজা বাতাসের ঝাপটা এসে নাকে লাগল। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। সে বন পার হয়েছে। এবার সে মুক্ত!

পিছন থেকে একটা গর্জন কানে এল। তলোয়ার হাতে নিয়ে সে কাঁটা-বনের মধ্যে ঢুকে গেল। কত দূর গেল বা কোন্ দিকে গেল কিছুই বুঝতে পারল না। তখনও ঘন অন্ধকার চারদিকে ঢাকা! হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়েই সে জ্ঞান হারাল।

নর-খাদক ওবেবের গ্রাম থেকে ফিরবার পথে জনৈক ওয়াজিরি পথের পাশে একটা কংকাল দেখতে পেল। সেটা কোন বিশেষ ঘটনা নয়। আফ্রিকার বনপথে এ রকম অনেক কংকাল পড়ে থাকে। কিন্তু এ কংকালটা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটি শিশুর কংকাল অবশ্য একটা অমিত্র অঞ্চল থেকে দ্রুত দেশে ফিরবার পথে একজন সৈনিকের পক্ষে পথের মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ার সেটাই একমাত্র কারণ নয়।

কিন্তু ওবেবের গ্রামের অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনেই উসুলা তার প্রিয় মনিবের খোঁজে এদেশে এসেছিল। ওবেবে কখনও টারজনকে দেখে নি, বা তার কথাও শোনে নি। এ কথা সে বার বার উসুলাকে বলেছে; কিন্তু ওখানকার অন্য অনেকের মুখ থেকে সে শুনেছে যে এক বছর বা তারও বেশী সময় ওবেবে একটি সাদা মানুষকে বন্দী করে রেখেছিল, আর কিছুদিন আগে সে পালিয়ে গেছে। প্রথমে উসুলা সেই সাদা লোকটিকেই টারজন বলে ধরে নিয়েছিল, কিন্তু সে লোকটির বন্দী হওয়ার সময়-কালটা বিবেচনা করে সে বুঝতে পেরেছে যে সে লোক টারজন হতে পারে না; তাই সে দেশে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু পথের পাশে একটি শিশুর কংকাল দেখেই তার মনে পড়ে গেল উহ্‌হার নিরুদ্দেশ হবার কথা। সে থমকে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করতে আরও একটা জিনিস সে দেখতে পেল—পথ থেকে কয়েক ফুট দূরে আরও কয়েকটা কংকালের মধ্যে পড়ে আছে একটা ছোট চামড়ার থলে। উসুলা নীচু হয়ে সেটা তুলে নিয়ে ভিতরকার জিনিসগুলো হাতের উপরেই ঢেলে ফেলল। দেখেই বুঝতে পারল জিনিসগুলি তার মনিবের। অনেক চাঁদ আগে সাদা মানুষরা বড় বাওয়ানার এই সব হিরে চুরি করেছিল। এগুলি সে তার মনিব-পত্নীকে ফিরিয়ে দেবে।

তিনদিন পরে বৃহৎ কণ্টক বনের কাছাকাছি পথ ধরে নিঃশব্দে চলতে চলতে হঠাৎ সে থেমে গেল; দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরল হাতের বর্শাটা। একটি ছোট খোলা জায়গায় প্রায় উলঙ্গ একটি লোক মাটিতে পড়ে আছে। লোকটি জীবিত—নড়াচড়া করছে—কিন্তু সে কি করছে। উসুলা নিঃশব্দে আরও কাছে এগিয়ে গেল। কী বিভৎস দৃশ্য! একটি মোষের পচা-গলা মৃতদেহের পাশে শুয়ে সাদা মানুষটি সাগ্রহে মোষের হাড় থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

লোকটি মাথাটা একটু তুলতেই তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেয়ে উসুলা আতংকে চীৎকার করে উঠল। এ যে বড় বাওয়ানা!

ছুটে গিয়ে উসুলা তাকে হাঁটুর উপর তুলে নিল। কিন্তু লোকটি সমানে হাসতে লাগল, আর শিশুর মত বক্ বক্ করে চলল। পাশেই মোষটার শিং-এর সঙ্গে ঝুলছে বড় বাওয়ানার হীরে বসানো সোনার

লকেটটা। উম্বলা আবার সেটাকে বড় বাওয়ানার গলায় পরিয়ে দিল। কাছাকাছি তার জন্য একটা ভাল কুটির বানিয়ে দিল; শিকার করে তার খাবার এনে দিল; গায়ের জোর ফিরে না আসা পর্যন্ত তার কাছেই রয়ে গেল। গায়ের জোর ফিরে এলেও তার মনের জোর কিন্তু ফিরল না। সেই অবস্থাতেই উম্বলা মনিবকে বাড়ি নিয়ে গেল।

তার সারা দেহে ও মাথায় অনেক আঘাত ও ক্ষত—কিছু পুরনো, কিছু নতুন, কিছু সামান্য, কিছু গুরুতর। যে মানুষটি একদিন ছিল অরণ্যরাজ টারজন আজ সেই ছোট্ট মানুষটিকে সারিয়ে তুলবার জন্য ইংলণ্ড থেকে একজন বড় সার্জনকে আফ্রিকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হল।

যে কুকুরের দল একদিন লর্ড গ্রেস্টোককে ভালবাসত আজ তারা এই জড়বুদ্ধি লোকটিকে দেখে দূরে সরে যায়। তাকে যখন হুইল-চেয়ারে বসিয়ে সোনালী সিংহ জাদ্-বাল্-জার খাঁচার কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সেটাও তাকে দেখে গর্জন করতে থাকে।

ছেলে কোরাক অসহায়ভাবে মেঝেতে পায়চারি করে। মা ইংলণ্ড থেকে রওনা হয়েছে। এখানে পৌঁছে বাবার এই অবস্থা দেখে তার যে কি প্রতিক্রিয়া হবে সে কথা ভাবতেও সে ভয়ে শিউরে ওঠে।

জল-পিশাচটা যেদিন নর-খাদক ওবেবের গ্রাম থেকে তার মেয়ে উহ্‌হাকে চুরি করে পালিয়েছে সেই দিন থেকেই বুড়ো খামিস তাকে নিরন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। অনেক দূর-দূর গ্রামেও গেছে; কিন্তু মেয়েকে বা তার অপহরণকারীকে খুঁজে পায় নি।

তেমনি একটা ব্যর্থ অনুসন্ধানের পরে খামিস দেশে ফিরে চলেছে। সবে সকাল হয়েছে। শিবির তুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করতেই ডান দিকে শ'খানেক গজ দূরে একটা খোলা জায়গায় কিছু একটাকে পড়ে থাকতে দেখল। এমন একটা জিনিস সে দেখতে পেল যেটা আশপাশের গাছগাছালির মত নয়। সতর্ক ভাবে আরও কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেল, নীচু ঘাসের উপরে বেরিয়ে আছে মানুষের একটা হাঁটু। আরও কাছে এগিয়ে যেতেই বিস্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট থেকে—জল-পিশাচের দেহটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে; একটা হাঁটু ভেঙে রয়েছে—সেটাই সে দেখতে পেয়েছে ঘাসের উপরে।

জল-পিশাচ কি মৃত, না ঘুমিয়ে আছে? হাতের বর্শাটাকে খামিস তার বুকে ছোঁয়াল। জল-পিশাচ জাগল না। ও তাহলে ঘুমিয়ে নেই! আবার মৃত বলেও মনে হচ্ছে না। খামিস হাঁটু ভেঙে বসে তার বুকে কান রাখল। সে মরে নি!

এই পিশাচ তার মেয়েকে চুরি করেছে। খামিস ক্রোধে জ্বলে উঠল। ক্রোধ এনে দিল সাহস। যেমন করে হোক তার মুখ থেকে মেয়ের

খবর জানতেই হবে।

কোমরে জড়ানো শক্ত দড়িটা খুলে নিয়ে পিশাচের হাত দুটোকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টা খানেক পরে জ্ঞান ফিরে এলে জল-পিশাচ চোখ মেলে তাকাল।

ওঝা বলল, "আমার মেয়ে উহ্‌হা কোথায় ?"

জল-পিশাচ হাতের বাঁধন খুলতে চেষ্টা করল, পারল না। খামিসের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। চুপচাপ শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আবার চোখ মেলল।

হাতের বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরে ওঝা হুকুম করল, "উঠে দাঁড়াও !"

জল-পিশাচ পাশ ফিরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। খামিস বর্শা উঁচিয়ে পথ দেখিয়ে দিল। সন্ধ্যা নাগাদ তারা পৌঁছে গেল ওবেবের গ্রামে।

যে কুঁড়ে ঘর থেকে জল-পিশাচ একদিন পালিয়েছিল খামিস তাকে সেই ঘরেই ঠেলে দিল। অনেক বর্শা ও প্রশ্নের খোঁচা খেয়েও জল-পিশাচ একটা কথাও বলল না। তাকে দেখতে এসে ওবেবেও অনেক প্রশ্ন করল; কিন্তু জল-পিশাচ শুধু হা করে তাকিয়ে রইল, কোন কথাই বলল না।

তখন ওবেবে বলল, "কথা বলিয়ে তবে ছাড়ব। চল, খেয়ে আসি। তারপর দেখা যাবে।"

ওঝা বলল, "ওকে কিন্তু মেরে ফেলতে পারবে না। উহ্‌হার সব কথা ও জানে। সে সব না বলার আগে ওকে মারা চলবে না।"

"মারার আগেই সব বলবে," ওবেবে বলল।

খামিস বলল, "ও তো জল-পিশাচ; ওর মরণ নেই।"

ওবেবে বলল, "ও টারজন।"

সেই পুরনো প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক করতে করতে তারা চলে গেল।

জল-পিশাচ তার ঘর থেকেই দেখল, খাওয়া শেষ করে এসে তারা একটা আগুন জ্বালিয়ে লোহা গরম করছে; আর ওঝা দরজার কাছে বসে নানা রকম তুকতাকের আয়োজন করছে—পাতায় মোড়া কিছু শিকড়-বাকড়, কিছু পাথর, একটা জেব্রার লেজ ইত্যাদি।

ক্রমে ক্রমে গ্রামের লোক এসে খামিসকে ঘিরে দাঁড়াল; জল-পিশাচ আর কিছুই দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ পরে দুটি রক্ষী এসে তাকে ঠেলতে ঠেলতে খামিসের ঘরের কাছে নিয়ে গেল। ওবেবেও সেখানে ছিল

খামিস প্রশ্ন করল, "আমার মেয়ে উহ্‌হা কোথায় ?" কোন জবাব নেই।

ওবেবে বলল, "ওর একটা চোখে ছ্যাঁকা দিয়ে দাও, তাহলেই মুখে কথা ফুটবে।"

একটি স্ত্রীলোক চেঁচিয়ে বলল, "ওর জিবটা কেটে নাও!"

থামিস বলল, "মূর্খ! তাহলে তো ও কথাই বলতে পারবে না।"

ওঝা উঠে এসে আবার প্রশ্ন করল। জবাব পেল না। প্রচণ্ড রাগে সে জল-পিশাচের মুখে একটা ঘুসি মারল। নীচু হয়ে একটা গরম শিক তুলে নিয়ে বলল, "এবার আমার প্রশ্নের জবাব ঠিকই দেবে!"

ওবেবে কর্কশ গলায় বলল, "আগে ডান চোখটা!"

ডাক্তার এল টারজনের বাংলোতে—লেডি গ্রেস্টোকই সঙ্গে করে নিয়ে এল। লণ্ডনের খ্যাতনামা সার্জন, লেডি গ্রেস্টোক ও তার দাসী ফ্লোরা হকেস—তিনজন যখন গোলাপ-বীথির ফটকের সামনে ঘোড়া থেকে নামল তখন তিনজনই ক্লান্ত, ধূলি-ধূসরিত। সার্জন ও লেডি গ্রেস্টোক সঙ্গে সঙ্গে টারজনের ঘরে গেল। জোড়াতালি দিয়ে তৈরি একটা হুইল-চেয়ারে টারজন বসেছিল। অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে তাকাল।

"তুমি আমাকে চিনতে পারছ না জন?" লেডি বলল।

ছেলে এসে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। মা তখন কাঁদছে।

ছেলে বলল, "বাবা আমাদের কাউকেই চিনতে পারছে না মা। অস্ত্রপ্রচারের আগে তুমি আর বাবার সঙ্গে দেখা করো না। তুমি তো কিছুই করতে পারবে না, অথচ এ অবস্থায় ওকে দেখলে তোমার কেবল কষ্টই বাড়বে।"

সার্জন তাকে পরীক্ষা করল। মাথার খুলিতে আঘাত লাগায় মস্তিষ্কের উপর একটা চাপ পড়েছে। অস্ত্রপ্রচারের ফলে সেই চাপটা চলে গেলে রোগীর মানসিক ভারসাম্য ও স্মৃতিশক্তি ফিরে আসতে পারে। কাজেই অস্ত্রপ্রচার করাই সঙ্গত।

পরেরদিনই কয়েকজন নার্স ও দুজন ডাক্তার এল নাইরোবি থেকে। সকালেই অস্ত্রপ্রচার করা হল।

উদ্বিগ্ন চিত্তে লেডি গ্রেস্টোক, কোরাক ও মেরিয়েম সার্জনের কথার অপেক্ষায় পাশের ঘরেই বসে ছিল। যেন কতকাল পরে মনে হলেও মাত্র ঘণ্টাখানেক পরেই দরজা খুলে সার্জন তাদের ঘরে ঢুকল। মুখে কোন প্রশ্ন করতে না পারলেও তাদের চোখের ভাষাই তা বলে দিল।

সার্জন জবাব দিল, "এখনই আপনাদের কিছু বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে অস্ত্রপ্রচার সফল হয়েছে। ফলাফল কি হবে তা একমাত্র ভবিষ্যৎই বলতে পারে। আমি নির্দেশ দিয়েছি, দশদিন পর্যন্ত

নার্স ছাড়া আর কেউ লর্ডের ঘরে ঢুকতে পারবে না। নার্সদের প্রতিও নির্দেশ আছে, ঐ সময়ের মধ্যে তারাও রোগীর সঙ্গে কোন কথা বলবে না, অবশ্য রোগী কোন কথা বলতেও চাইবে না; ওষুধ খাইয়ে তাকে আমি দশ দিনের জন্য আধা-অজ্ঞান অবস্থায় রেখে গেলাম। লেডি গ্রেস্ট্রোক, ততদিন আমরা শুধু আশাই করতে পারি। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে আপনার স্বামীর সম্পূর্ণ নিরাময় হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমার বিশ্বাস সে ভাবনা আপনারাও করতে পারেন।”

ওঝার বাঁ হাত জল-পিশাচের কাঁধে; তার ডান হাতে দগ্‌দগে লাল লোহার শিক।

ওবেবে আবার, “ডান চোখটা আগে।”

সহসা বন্দীর পিঠ ও কাঁধের মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। মুহূর্তের জন্য এত প্রচণ্ড শক্তিতে সে শরীরটা ঝাঁকি দিল যে তার হাতের বাঁধন পট্ পট্ করে ছিঁড়ে গেল; মুহূর্ত পরেই তার ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলি ওঝার ডান কব্জির উপর চেপে বসল। জ্বলন্ত দৃষ্টি পড়ল তার চোখের উপর। ওঝার আঙুলগুলি অসাড় হয়ে এল; জ্বলন্ত শিকটা হাত থেকে পড়ে গেল; অপদেবতার ক্রুদ্ধ মুখে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখতে পেয়ে সে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

ওবেবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সৈনিকরা এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও কি ভেবে থেমে গেল। তাদের সকলেরই মনে হল, আমরা যদি ওদের দুজনের দলে না থাকি তাহলে অপদেবতাও আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যার যার বাড়ির দিকে ছুট দিল; আর তাদের দেখাদেখি স্ত্রী-পুরুষ ছেলে-বুড়ো যারাই সেখানে এসেছিল সকলেই ছুটল পড়ি-কি-মরি করে। ওবেবেও পালিয়ে গেল।

তখন জল-পিশাচ দুই হাতে খামিসকে ধরে মাথার উপর তুলে সর্দার ওবেবের পিছনে ছুটতে লাগল। ওবেবে তার আগেই নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু ঘরের মাঝখানে যাওয়া মাত্রই প্রচণ্ড শব্দ করে ঘরের হাল্কা খড়ের চালটা ভেঙে ঢুকে পড়ল। একটা দেহ তার উপর নেমে আসায় সর্দার ভীষণ ভয় পেল। তাকে শেষ করে দিতে জল-পিশাচই লাফ দিয়ে ঘরের চাল ভেঙে ঢুকে পড়েছে। সেই মুহূর্তে আতংকের চাইতেও আত্মরক্ষার তাগিদটাই ওবেবের কাছে বড় হয়ে উঠল। কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়ে বার বার বসিয়ে দিল জল-পিশাচের দেহে। যখন বুঝতে পারল যে তার ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে তখন তাকে টানতে টানতে বাইরের চাঁদ ও আগুনের আলোয় নিয়ে এসে ওবেবে চীৎকার করে বলতে লাগল, “ফিরে

এস ভাই সব, ফিরে এস; ভয়ের কিছু নেই, কারণ আমি তোমাদের সর্দার ওবেবে নিজের হাতে জল-পিশাচকে হত্যা করেছে।"

বলতে বলতে পিছনের মৃতদেহটাকে ভাল করে দেখেই ওবেবে আঁতকে উঠে পথের ধুলোর উপরেই বসে পড়ল। যাকে সে টেনে এনেছে সেটা ওঝা খামিসের দেহ।

লোকজনরা এগিয়ে এসে সবই দেখল; কোন কথা বলল না; সকলেই ভয় পেয়েছে। কয়েকটি সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে ওবেবে ঘরের ভিতরে ও বাইরে অনেক খুঁজল। লোকটি চলে গেছে। ফটক পর্যন্ত গেল। ফটক বন্ধ। কিন্তু ফটকের সামনের ধুলোয় খালি পায়ের ছাপ রয়েছে—একটি সাদা মানুষের খালি পায়ের ছাপ।

ওবেবে ঘরে ফিরে এল। ভয়ার্ত লোকগুলি তার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

সে বলল, "ওবেবের কথাই ঠিক। লোকটা জল-পিশাচ নয়—অরণ্যরাজ টারজন, কারণ একমাত্র সেই পারে খামিসকে অতটা উঁচুতে তুলে ধরে ঘরের চালের উপর ছুঁড়ে দিত, আর একমাত্র সেই পারে কোন রকম সাহায্য ছাড়া আমাদের ফটক ডিঙিয়ে যেতে।"

এল সেই দশম দিনটি। অস্ত্রপ্রচারের ফলাফল জানতে বড় সার্জনটি এখনও গ্রেস্টোক বাংলোতেই অপেক্ষা করছে। রোগী আগের রাতে খাওয়ানো ওষুধের ঘোর ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল; সকাল পেরিয়ে বিকাল হল, সন্ধ্যা নামল, তখনও রোগীর ঘর থেকে কোন খবর এল না।

অন্ধকার হল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলল। পরিবারের সকলেই বসবার ঘরে অপেক্ষমান। সহসা দরজা খুলে নার্স ঘরে ঢুকল। তার পিছনে রোগী। তার মুখে বিস্মিত, বিচলিত, ভাব; কিন্তু নার্সের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। সকলের পিছনে সার্জন; রোগীকে ধরে আছে; দীর্ঘ দিনের নিষ্ক্রিয়তার ফলে তার শরীর দুর্বল।

সার্জন বলল, "লর্ড গ্রেস্টোক এবার তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠবেন। অনেক কথাই তাকে বলে দিতে হবে। জ্ঞান হবার পরেও তিনি নিজেকেই চিনতে পারেন নি; কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।"

আশ্চর্য চোখে চারদিকে তাকিয়ে রোগী ঘরের মধ্যে কয়েক পা হাঁটল।

সার্জন বলল, "ইনি আপনার স্ত্রী গ্রেস্টোক।"

লেডি গ্রেস্টোক দুই হাত বাড়িয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল। অশক্ত রোগীর মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল; সেও দুই পা বাড়িয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। সহসা কে যেন তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। ফ্লোরা হকেস।

সে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর, লেডি গ্রেস্টোক! এ আপনার স্বামী নয়। এতো মিরাণ্ডা, এস্টেবান মিরাণ্ডা! আপনি কি মনে করেন, লক্ষ লোকের মধ্যেও আমি ওকে চিনতে পারব না? এখানে আসার পর থেকে আমি তাকে একবারও দেখি নি, রোগীর ঘরেই তো যাই নি, কিন্তু সে এ ঘরে ঢোকামাত্রই আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। মুখের হাসি দেখেই আমি তাকে চিনতে পেরেছি।"

বিহ্বল স্ত্রী চীৎকার করে বলল, "ফ্লোরা! তুমি ঠিক চিনেছ? না! না! নিশ্চয় তোমার ভুল হয়েছে! স্বামাকে ফিরিয়ে দিয়ে আবার নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর নিশ্চয় তাকে আমার কাছে এনে দেয় নি। জন! বল, সত্যি কি তুমি? তুমি নিশ্চয় আমাকে মিথ্যা বলবে না।"

মুহূর্তের জন্য লোকটি চুপ করে রইল। যেন দুর্বলতাবশতই এদিক-ওদিক দুলতে লাগল। সার্জন এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলল।

লোকটি বলল, "আমি খুবই অসুস্থ। হয় তো আমি বদলে গেছি, কিন্তু আমিই লর্ড গ্রেস্টোক। কিন্তু এই নারীকে তো আমি স্মরণ করতে পারছি না।" সে ফ্লোরা হকেসকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

"মিথ্যা কথা!" মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

"হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যা", একটি শান্ত কণ্ঠস্বর পিছন থেকে বলে উঠল। সকলে ঘুরে দাঁড়াল। বারান্দায় যাবার ফরাসী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি দৈত্যাকার শ্বেতকায় মূর্তি।

তার দিকে ছুটতে ছুটতে লেডি গ্রেস্টোক চীৎকার করে বলে উঠল, "জন! কী করে এত বড় ভুল আমি করলাম? আমি—"

বাকি কথা আর বলা হল না; অরণ্যরাজ টারজন এক লাফে ঘরের ভিতরে ঢুকে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে চুমোয়-চুমোয় তার ঠোঁট দুখানিকে ঢেকে দিল।

টারজন এ্যাণ্ড দি ফরেন লিজিয়ন

টারজন ও বিদেশী দূত

হয়তো হল্যাণ্ডের সব মানুষই জেদী নয়, যদিও অন্য অনেক গুণের সঙ্গে জেদী মানসিকতাকেও তাদের অন্যতম জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। সেখানকার কিছু লোকের হয় তো এই জেদী মনোভাবটা থাকে না, কিন্তু হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডেন মিয়ার-এর চরিত্রে এই জেদটা পুরোপুরিই আছে। অবশ্য তার চাল-চলনে এই জেদটাই একটি চারুকলার রূপ নিয়েছে। এটা তার প্রধান বৃত্তিও বটে। কর্মসূত্রে সে সুমাত্রার একজন রবার ব্যবসায়ী। আর ব্যবসাতে সফলও বটে। কিন্তু এই জেদ নিয়েই অপরিচিত জনের কাছে তার বন্ধুবান্ধবদের যত কিছু গর্ব।

ফিলিফিন আক্রান্ত হল। হংকং সিঙ্গাপুরের পতন ঘটল। সে কিন্তু তখনও স্বীকার করল না যে জাপানীরা নেদারল্যাণ্ড পূর্ব ভারতকে দখল করতে পারবে। ফলে, স্ত্রী ও কন্যাকে সে অন্যত্র সরিয়ে দিল না। এ জন্য তাকে হয় তো নির্বোধ বলা যেতে পারে, কিন্তু সে তো এক নয়। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ—তাদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত—জাপানের শক্তি-সামর্থ্যকে তখন ছোট করেই দেখেছিল।

তাছাড়া হেন্‌ড্রিক ভ্যানডের মিয়ার জাপানীদের ঘৃণা করত। সে বলল, "আরে দেখই না, দুদিন পরে আমরাই ওদের ঠেঙিয়ে গাছে চড়িয়ে দেব।" ইতিহাস কিন্তু প্রমাণ করে দিল যে তার এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই ভুল।

জাপানীরা এসে হাজির হল। হেন্‌ড্রিক ভ্যানডের মিয়ার পাহাড়ে আশ্রয় নিল। সঙ্গে তার স্ত্রী এল্‌জে ভার্শ্চুর; আঠারো বছর আগে তাকে সে হল্যাণ্ড থেকে সঙ্গে করে এসেছিল; আর ছিল তার মেয়ে কোরি। দুটি চীনা চকের লুম্‌ কাম্‌ এবং সিং তাইও ওদের সঙ্গ নিল। সঙ্গ নিল দুটি কারণে—প্রথমটা জাপানী-ভীতি; তাদের হাতে যে কী হাল হবে সেটা তারা ভালই জানে; আর দ্বিতীয় কারণ, ভ্যানডের মিয়ার পরিবারের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালবাসা। জাপানী রবার-শ্রমিকরা থেকেই গেল। তারা জানত, আক্রমণকারীরা রবারের ব্যবসা চালাবে, আর তাদেরও কাজ জুটবে। তাছারা, "বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সহ-সমৃদ্ধি" কথাটাও তাদের মনে ধরল। এ কথা ভাবতেও ভাল লাগল যে তারাও প্রভূত বিত্তের অধিকারী হবে, আর সাহেব-মেমরা তাদের সেবা করবে।

যাই হোক, জাপানীরা এল, আর হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়াররাও পাহাড়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু কিছুটা দেরী করে ফেলল। জাপানীরা তাদের তাড়া করে ফিরতে লাগল। সব নেদারল্যাণ্ডবাসীদেরই তাড়া করতে লাগল। ভ্যানডের মিয়ার পরিবার যেখানে সাময়িক বিশ্রামের জন্য থামল সেখানকার আদিবাসীরা তাদের সব রকম খবর এনে দিত। স্বাভাবিক অথবা অলৌকিক কোন্ ক্ষমতাবলে তারা জাপানীদের খবর পেত সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সভ্য মানুষরা তারে বা বেতারে যত তাড়াতাড়ি খবর জানতে পারে আদিবাসীরাও তাই পারে। একটা বিশেষ সেনাদলে কতজন লোক আছে তাও তারা জেনেছে—একজন কর্পোরাল, ও ন'জন সৈনিক।

সিং তাই বলল, "খুব খারাপ, একজন অফিসার তবু কখনও-সখনও ভাল লোক হতে পারে, কিন্তু সৈন্যরা কদাপি ভাল হয় না। তাদের হাতে কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না।"

পাহাড়ের আরও উপরে উঠতে গিয়ে ক্রমেই কষ্ট বাড়তে লাগল। রোজ বৃষ্টি হচ্ছে। পথঘাট কর্দমাক্ত। ভ্যান ডের মিয়ারের যৌবন পার হয়েছে; তবু এখনও সে কর্মক্ষম আছে; আর জেদটা তো আছেই। শক্তিতে না কুলোলেও জেদই তাকে চালিয়ে নেবে।

কোরির বয়স ষোল। স্বাস্থ্য, শক্তি, ও পরিশ্রমের অভ্যাস তার আছে। সে দলের অন্য সকলের সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। কিন্তু এল্.জেভ্যান ডের মিয়ারের কথা আলাদা। মনের বল থাকলেও দেহের বল নেই। তার উপর বিশ্রামের অভাব। একটা গ্রামে পৌঁছে কুঁড়ে ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে সবে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়েছে, এমন সময় আদিবাসীরা এসে খবর দিল, এই মুহূর্তে পালাতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঘোড়াগুলোও হাল ছেড়ে দিল; বাধ্য হয়ে সকলেই হাঁটতে শুরু করল। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে তারা উঠে এসেছে। গ্রামগুলোও দূরে দূরে। আদিবাসীরা হিংস্র; তাদেরও বন্ধু মনে করা যায় না। ক'বছর আগেও তারা ছিল নরখাদক।

তিন সপ্তাহ ধরে চলল একটানা হাঁটা একটা নির্ভরযোগ্য গ্রামের সন্ধানে। এল্.জে ভ্যান ডের মিয়ার আর চলতে পারছে না। দু'দিন কোন গ্রামের দেখা মেলে নি। বন-জঙ্গলে যা জোটে তাই একমাত্র খাদ্য। জামা-কাপড় সব সময়ই বৃষ্টিতে ভেজা।

পড়ন্ত বিকেলে একটা হতদরিদ্র গ্রামে তারা পৌঁছে গেল। গ্রামবাসীরা যতটুকু পারল সাহায্য করল। সর্দার তাদের সব কথা শুনে বলল, নিজের গ্রামে তাদের রাখতে না পারলেও চলতি পথ থেকে অনেক দূরে এমন একটা জায়গায় সে তাদের পৌঁছে দেবে যেখানে জাপানীরা তাদের কোন

খোঁজই পাবে না।

ভ্যান ডের মিয়ার নিজের দম্ভকে হজম করে কাতর মিনতি জানাল, তার স্ত্রী যাতে একটু বিশ্রাম নিতে পারে সেজন্য অন্তত রাতটা তাঁদের গ্রামেই কাটাতে দেওয়া হোক। কিন্তু হুসিন আপত্তি জানাল। বলল, "এখনই তোমরা চলে যাও, আমি লোক সঙ্গে দিচ্ছি। আর যদি না যাও তো তোমাদের বন্দী করব; জাপানীরা এলে তাদের হাতে তুলে দেব।" অন্য সব গ্রামের সর্দারদের মতই সেও জাপানীদের ক্রোধকে ভয় করে।

অগত্যা পাহাড়ের খাড়ি-পথ ধরে আবার শুরু হল দুর্গম যাত্রা রাতের অন্ধকারে। মাঝে মাঝেই পাহাড়ি নদী। কখনও হেঁটে পার হল, কখনও বা ভঙ্গুর দড়ির ঝুলন্ত সেতু বেয়ে। জ্যোৎস্নাহীন অন্ধকার রাতে দীর্ঘ যাত্রা।

এল্‌জে ভ্যান ডের মিয়ার আর হাঁটতে পারল না। লুম্ কাম্ তাকে পিঠে তুলে নিল। গাইডরা বার বার তাড়া দিচ্ছে তাড়াতাড়ি পথ চলতে, কারণ, ইতিমধ্যেই দু'দুবার তারা বাঘের ডাক শুনেছে।

ভ্যান ডের মিয়ার হাঁটছে লুম কামের ঠিক পিছনে, যাতে পা পিছলে গেলে তাকে ধরে ফেলতে পারে। কোরি হাঁটছে বাবার পিছনে, আর সকলের শেষে সিংতাই। গাইড দুজন চলেছে দলের আগে আগে।

সিংতাই বলল, "খুব ক্লান্ত লাগছে মিসি? আমি বরং তোমাকে পিঠে তুলে নিচ্ছি।"

মেয়েটি বলল, "আমরা সকলেই তো ক্লান্ত; তোমরা যতদূর যেতে পারবে আমিও তা পারব। শুধু ভাবছি, আরও কত দূর পথ চলতে হবে।"

তখন তারা একটা চড়াই বেয়ে উঠছে। সিংতাই বলল, "শিগ্‌গিরই ওখানে উঠে যাব। গাইড বলছে, পাহাড়ের উপরেই গ্রাম আছে।"

কিন্তু চড়াই পথের শেষ অংশটুকু ওঠাই সব চাইতে কষ্টকর। বার বার থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের মাথায় উঠে কুকুরের ডাক শুনেই বুঝতে পারল তারা একটা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। গাইডদের মুখে সব কথা শুনে গ্রামের সর্দার তাকু মুদা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

বলল, "এখানে তোমরা নিরাপদ। আমাদের বন্ধু।"

ভ্যান ডের মিয়ার বলল, "আমার স্ত্রী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আজকের রাতটা এখানে বিশ্রাম করে কালই আমরা চলে যাব। পাহাড়ের আরও ভিতরে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকার মত একটা গুহা পাওয়া যাবে।"

তাকু মুদা বলল, "গুহা অনেক আছে। তবে তোমরা এখানেই

থাকবে। শত্রুরা আমাদের গ্রাম খুঁজেই পাবে না।"

তারা তাদের খাবার দিল; ঘুমবার জন্য শুকনো ঘর দিল। কিন্তু এল্‌ক্কে ভ্যান ডের মিয়ার কিছুই খেতে পারল না। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। হেন্‌ড্রিক ভ্যান ডের মিয়ার ও কোরি সারা রাত তার পাশে জেগে কাটাল। দুপুরের আগেই এল্‌ক্কে ভ্যান ডের মিয়ার মারা গেল।

এত বড় দুঃখে বুঝি চোখের জলও শুকিয়ে যায়। বাপ-মেয়েতে শুক্‌নো চোখে পাথরের মত মৃতার পাশেই বসে রইল। এমন সময় বাইরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। ছুটে ঘরে ঢুকল সিংতাই।

বলল, "শিগ্‌গির কর! জাপানীরা এসে পড়েছে। হুসিন বদলোক। সেই তাদের পাঠিয়েছে।"

ভ্যান ডের মিয়ার উঠে দাঁড়াল। বলল, "আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে কথা বলতে। আমরা তো ওদের কোন ক্ষতি করি নি। হয় তো ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।"

সিংতাই বলল, "ওই বাঁদর-মুখোদের তুমি চেন না।"

"কিন্তু আমার তো আর কিছু করার নেই। দেখ সিংতাই, আমি যদি বিফল হই, তাহলে মিসিকে নিয়ে তুমি পালিয়ে যেয়ো। সে যেন জাপানীদের হাতে না পড়ে।"

সে মই বেয়ে নেমে গেল। লুম্ কাম্ গেল তার সঙ্গে। দুজনই নিরস্ত্র। কোরিও সিংতাই ঘরের ভিতর থেকেই তাদের উপর নজর রাখল।

তারা দেখল, জাপানীরা লোক দুটিকে ঘিরে ধরেছে। কানে এল সাদা মানুষটির কণ্ঠস্বর আর জাপানীদের বকবকানি। তার কিছুই তারা বুঝতে পারল না। হঠাৎ দেখতে পেল, একটা রাইফেলের কুঁদো লোক দুটির মাথার উপরে উঠল আবার হঠাৎ নেমে এল। তারা জানে, রাইফেলের মাথায় আছে বেয়নেট। কানে এল একটা আর্তনাদ। আরও রাইফেলের কুঁদো উঠল ও নামল। আর্তনাদ থেমে গেল। কানে এল শুধু অমানুষদের উচ্চ হাসি।

সিংতাই মেয়েটির হাত ধরে "চলে এস" বলে টানতে টানতে তাকে ঘরের পিছন দিকে নিয়ে গেল। সেখানে একটা দরজা আছে, নীচে আছে শক্ত মাটি।

সিংতাই বলল, "আমি লাফিয়ে পড়ছি। তারপর মিসি লাফ দেবে। আমি ধরে নেব। ঠিক আছে?"

মেয়েটি মাথা নাড়ল। সিংতাই লাফ দিয়ে নীচে পড়ল। মেয়েটি মুখ বের করে দেখল, সে এমনিতেই নেমে যেতে পারবে। মাটি থেকে

কয়েক ফুট উপর পর্যন্ত নামতেই সিংতাই তাকে ধরে নামাল। তারপর তাকে নিয়ে চলল গ্রামের বাইরের জঙ্গলের দিকে।

অন্ধকার নেমে আসার আগেই একটা গুহা খুঁজে পেয়ে দুদিন সেখানেই লুকিয়ে রইল। তারপর ব্যাপারটা জানতে সিংতাই গ্রামে ফিরে গেল।

বিকেলে খালি হাতে ফিরে এসে বলল, "সব্বাই চলে গেছে। সব মারা পড়েছে! ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।"

কোরি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বেচারি তাকু মুদা। মানুষের মত একটা কাজ করে এই পুরস্কার সে পেল।"

দুটি বছর কেটে গেছে। কোরি ও সিংতাই আশ্রয় পেয়েছে অনেক দূরের একটা পাহাড়ি গ্রামে। তার সর্দার তিয়েং উমর। বাইরের জগতের সংবাদ সেখানে কালে-ভদ্রে আসে। জাপানীরা দ্বীপ থেকে বিতাড়িত হয়েছে—তাদের কাছে এটাই একমাত্র। কিন্তু সে সংবাদ সুসংবাদ এল না। কোন গ্রামবাসী ব্যবসার খাতিরে অনেক দূর থেকে ঘুরে এসে গল্প করে জাপানীদের জয়ের কথা, মার্কিন নৌবহরের জলে ডোবার কথা, আফ্রিকা, ইয়োরোপ, ও রাশিয়াতে জার্মানদের জয়ের কথা। কোরির চোখে ভবিষ্যৎটা নিরাশার অন্ধকারে ঢেকে যায়।

একদিন অন্য গ্রামের একটি লোক সেখানে এল। কোরি ও সিংতাইকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেল। সিংতাই বলল, "খুব খারাপ। ওটা সর্দার হুসিনের লোক। ও গিয়ে আমাদের কথা বলে দেবে, আর বাঁদর-মুখোরা চলে আসবে। তুমি বরং ছেলে সাজ, তারপর আমরা অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে পড়ি।"

সিংতাই কোরির সোনালী চুলকে মাপ মত করে কেটে দিল; কলপ লাগিয়ে কালো করে দিল। ভুরুও রং করে দিল। নীল ট্রাউজার ও ঢিলে ব্লাউজে তাকে একটি আদিবাসী ছেলের মতই দেখতে লাগল। তারপর দুজন নামল এক সীমাহীন যাত্রা পথে। নতুন আশ্রয় খুঁজে দেবার জন্য তিয়াং উমর তাদের সঙ্গে কয়েকজন গাইড দিয়ে দিল। গ্রামের অনতিদূরে একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণার ধারে একটা গুহায় তারা আশ্রয় পেল। সুমাত্রার জঙ্গলে নানা রকম ফল-মূল পাওয়া যায়। ঝর্ণায় মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া, তিয়াং উমর মাঝে মাঝে তাদের জন্য মুরগি ও ডিম পাঠায়। আলম নামে একটি যুবক সে সব নিয়ে আসে। অচিরেই তিনজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল।

উপকূলরক্ষী ভারী কামান বসাবার উপযুক্ত জায়গার খোঁজে এবং

সেখানে যাতায়াতের পথের জরিপ করতে ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাইদিয়ো সোকাবে একদল সৈন্য নিয়ে হুসিনের গ্রামে এসে হাজির হল। এই হুসিনই ভ্যান ডের মিয়ার পরিবারকে ধরিয়ে দিয়েছিল। তারা সর্দার হুসিনকে জানিয়ে দিল, আপাতত এই গ্রামেই তারা ছাউনি ফেলবে। হুসিন যেন তাদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে।

হুসিনের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তবু অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার আশায় বলল, "দু'বছর আগে তিনটে সাদা মানুষ ও দুটো চীনা তাদের গাঁয়ে এসেছিল। আমি তাদের অন্য গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। বৃহত্তর পূর্ব এসিয়ার কোন শত্রুকে তো আশ্রয় দিতে পারি না। সাদা মানুষটার নাম ছিল ভ্যান ডের মিয়ার।"

জাপানীরা বলল, "তার কথা আমরা শুনেছি। সে তো মারা গেছে।"

"আমিই তোমার সৈন্যদের সে খোঁজ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার মেয়ে ও একটি চীনা পালিয়ে যায়। মেয়েটি খুব সুন্দরী।"

"সে কোথায় জান?"

"জানি। সঙ্গে লোক দিচ্ছি। সেই তাদের ডেরা দেখিয়ে দেবে।"

ক্যাপ্টেন মাৎসুয়ো কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে হুকুম করল, "খানা বোলাও।"

খেতে খেতেই সোকাবে বলল, "ওরা বলছে মেয়েটি সুন্দরী।"

ক্যাপ্টেন বলল, "পিছনে শত্রু রেখে এগিয়ে যাওয়াও কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু আমরা দুজন যেতে পারি না। কাজেই কিছু সৈন্য নিয়ে তুমিও যাও। চীনাটাকে মেরে ফেলবে। আর মেয়েটাকে নিয়ে আসবে—অক্ষত দেহ। বুঝেছ? অক্ষত দেহ।"

কয়েকদিন পরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাইদিয়ো সোকাবে সর্দার তিয়াং উমরের গ্রামে পৌঁছেই নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে বুড়ো সর্দারকে এত জোরে এক চড় কসাল যে বেচারা মাটিতে পড়ে গেল। তার পেটে ও মুখে লাথি মেরে বলল, "সাদা মেয়েটা আর চীনাটা কোথায়?"

"এখন কোন সাদা মেয়ে বা চীনা নেই।"

"তারা কোথায়?

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"মিথ্যেবাদী। এখনই সত্যি কথা বেরুবে।" একজন সার্জেণ্টকে সে হুকুম করল, বাঁশের কয়েকটা সরু টুকরো নিয়ে আসতে। তারই একটা ঢুকিয়ে দিল তিয়াং উমরের নখের মধ্যে। বুড়ো মানুষটি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

জাপানীটা গর্জে উঠল, "সাদা মেয়েটা কোথায়?"

তিয়াং উমর বলল, "জানি না।"

আর একটা টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হল তার নখের মধ্যে। তবু বুড়োর মুখে সেই একই কথা, সে কিছু জানে না।

পুনরায় অত্যাচারের উদ্যোগ করতেই তিম্বাং উমরের বুড়ি বৌ এসে সোকাবের পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ওকে আর মেরো না, আমি সব বলছি।"

একটি যুবকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বুড়ি বলল, "আলাম জানে তারা কোথায় লুকিয়ে আছে।"

কোরি ও সিংতাই গুহার মুখে বসে আছে। এক সপ্তাহ আগে আলাম তাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল। তারপর আর আসে নি। তাই খাবারের অপেক্ষাতেই দুজন বসে আছে।

কান পেতে সিংতাই বলল, "কারা যেন আসছে। অনেক লোক। ভিতরে চল।"

আলাম দূর থেকে গুহাটা দেখিয়ে দিল। তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা। শুধু যদি তার নিজের জীবন বিপন্ন হত তাহলে সে জীবন দিত, তবু এই বাঁদর-মুখোদের এখানে নিয়ে আসত না। কিন্তু লেফটেন্যান্ট তাকে ভয় দেখিয়েছে, মেয়েটার খোঁজ না দিলে সে গ্রামের সব্বাইকে মেরে ফেলবে।

হাইদিয়ো সোকাবে সসৈন্যে গুহায় ঢুকল। তার হাতে উদ্যত তরবারি, আর সৈন্যদের হাতে বেয়নেট। অস্পষ্ট আলোয় সোকাবে দেখতে পেল একটা চীনা ও একটা স্থানীয় ছেলেকে। সোকাবে চেঁচিয়ে বলল, "কোথায়? এর জন্য তোমরা সব্বাই মরবে। এটাকে শেষ করে দাও!"

আলাম আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, "না! এটাই মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছে।"

সোকাবে কোরির ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল। মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসি। একটি সৈনিকের বেয়নেট বিঁধল সিংতাই-র বুকে। সৈন্যদল ফিরে চলল বন্দিনীকে নিয়ে।

গোলন্দাজ বাহিনীর সহকারী ইঞ্জিনীয়ার ব্রুক্লিনের এস/সার্জেন্ট জো "ডাট্‌বুম" বুবোনোভিচ অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে "লাভ্‌লি লেডি"র ডানার ছায়ায় দাঁড়িয়েছিল।

একটা জিপ এসে দাঁড়াল বি-২৪-এর ডানার নীচে। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তিন অফিসার—আর-এ-এফ কর্ণেল, এ-এ-এফ কর্ণেল, ও এ-এ-এফ মেজর। "লাভলি লেডি"-র পাইলট ওকলাহোমা সিটির ক্যাপ্টেন

জেরি লুকাস এগিয়ে গেল; এ-এ-এফ কর্ণেল তাকে পরিচয় করিয়ে দিল কর্ণেল ক্লেটনের সঙ্গে।

মার্কিন কর্ণেল শুধাল, "সব ঠিক আছে জেরি?"

"সব ঠিক স্যার।"

বিদ্যুৎ ও মেরামত কর্মীরা তাদের গ্যাজেট ও কামানকে শেষ বারের মত পরীক্ষা করে পিছনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-যাত্রীরাও বিমানে চড়ে বসল।

আগাম পর্যবেক্ষণ ও ফটো তোলার উদ্দেশ্যে কর্ণেল জন ক্লেটন একটি বিমান-ঘাঁটি (সেন্সর বিমান-ঘাঁটির নামটা কেটে দিয়েছে) থেকে উড়ে চলেছে নেদারল্যাণ্ড পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাপ-অধিকৃত সুমাত্রার আকাশপথে। বিমানে উঠে প্রথমে সে দাঁড়াল পাইলটের পিছনে। তারপর দীর্ঘ যাত্রাপথে কখনও বসল সহ-পাইলটের আসনে, কখনও বা পাইলটের আসনে। কথা বলল চালক ও রেডিও ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে। বিমানে কোথাও কোন বোমা নেই।

ফটোগ্রাফার জনৈক এস/সি সার্জেন্ট হাতের ক্যামেরাটা ঠিকঠাক করছিল। সে মুখ তুলে হাসলে ক্লেটনও হাসতে হাসতে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল।

প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। মোটরের শব্দে কানে তালা লাগছে। ফটোগ্রাফারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ক্লেটন চীৎকার করে ক্যামেরা-সংক্রান্ত কয়েকটা প্রশ্ন করল। ফটোগ্রাফারও চীৎকার করে জবাব দিল। বি-২৪ যখন আকাশে ওড়ে তখন কথাবার্তা বলাই দায়। তবু ক্লেটন তার দরকারী তথ্যগুলি জেনে নিল।

ভোরের দিকে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম ভূখণ্ড তাদের চোখে পড়ল। দিনটিও ফটো তোলার পক্ষে চমৎকার। মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এগারোশ' মাইল দীর্ঘ এই ভূখণ্ডটির মেরুদণ্ড স্বরূপ পর্বত শ্রেণীর মাথার উপরে মেঘ জমেছে; কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় উপকূল রেখা সম্পূর্ণ নির্মেঘ। আর তাদের কাজ তো উপকূলকে নিয়েই।

জাপানিরা নিশ্চয় তাদের আগমনের খবর রাখে না। তাই প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তারা নির্বিঘ্নে ফটো তুলল। তার পরই বাধা এল। সে বাধা কাটিয়ে আরও নীচে নামতেই শত্রুর আক্রমণ তীব্রতর হল। কয়েকটি গোলা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বিমানটা আরও বেশ কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নেই উড়ে চলল।

পাডাং-এর কাছে তিনটি জিরো-প্লেন যেন সূর্যের বুক থেকে গর্জে উঠে নেমে এল তাদের উপর। বুবোনোভিচের পাল্টা আক্রমণে একটা প্লেন আগুন লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। অপর দুটি বিমান সরে গিয়ে

বেশ কিছুটা দূর থেকে উড়তে লাগল। তার পরই আবার নেমে এসে অ্যাক-অ্যাক শব্দে গোলা ছুঁড়তে লাগল। ইঞ্জিনের মাথায় পড়ে বোমাটা ছিটকে এসে পড়ল ককপিটে। লুকাস রক্ষা পেল, কিন্তু তার সহ-পাইলটের আঘাত লাগল মুখে। পাশে বসা পর্যবেক্ষকটি তার সেফ্‌টি-বেল্টটা খুলে দিয়ে টানতে টানতে তাকে ককপিটের বাইরে নিয়ে গেল প্রাথমিক সাহায্যের জন্য। কিন্তু ততক্ষণে তার মৃত্যু ঘটেছে।

ক্রমেই আক্রমণ এত তীব্র হয়ে উঠল যে, মস্ত বড় বিমানটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে লাগল। অগত্যা আক্রমণের হাত এড়াতে লুকাস সেটাকে চালিয়ে দিল তীরভূমির ভিতর দিকে, কারণ সে জানে যে, বিমানধ্বংসী কামানগুলি বসানো আছে তটরেখা বরাবর। তাছাড়া, পাহাড়ের মাথার উপরকার মেঘের আড়ালে লুকিয়ে তারা সেখান থেকে দেশের দিকে পাড়ি দিতে পারবে।

দেশ! মুক্তি-যোদ্ধারা অতীতেও অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিয়েছে। তেইশ বছর বয়সের ক্যাপ্টেন একটি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। দ্রুত হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত। হুকুম দিল, একমাত্র প্যারাসুট ছাড়া বিমানে আর যা কিছু আছে—কামান, গোলা, লাইফ বেল্ট—সব ফেলে দেওয়া হোক। ঘাঁটিতে ফিরে যাবার সেটাই একমাত্র পথ।

যেই তারা মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের দিকে মুখ ফেরাল অমনি আক্রমণ-কারীরাও সেই দিকেই এগিয়ে এল। লুকাসের মতলবটা জাপানিরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। লুকাস জানে এখানকার পাহাড়ের অনেক চূড়াই বারো হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। তাই সে উড়তে লাগল বিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। ধীরে ধীরে সে উচ্চতা কমাতে লাগল।

একটা পাহাড়ের ঠিক উপরে পৌঁছতেই চূড়ার উপর থেকে গর্জে উঠল কামান। লুকাসের কানে এল একটা প্রচণ্ড শব্দ। একটা আহত জন্তুর মত বিমানটা কাত হয়ে পড়ল। লুকাস সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল বিমানটাকে চালিয়ে নিতে। সংযোগ-রক্ষাকারীর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করল। কোন জবাব এল না। লোকটি মারা গেছে। সহ-পাইলটের আসনে বসে ক্লেটনও সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। পর্যবেক্ষককে ডেকে বলল, "সব কিছু দেখে নাও। সকলেই যাতে লাফিয়ে পড়ে সেদিকে নজর রেখো। তারপর তুমি লাফ দিও।"

পর্যবেক্ষক মুখ বাড়িয়ে দেখল, সামনের গোলন্দাজটিও মারা গেছে। বেতারের লোকটি ডেকে ফিরে গিয়ে বলল, "পিছনদিকটাও উড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বুচ ও ফটোগ্রাফারও হাওয়া।"

লুকাস বলল, "ও কে। তুমি লাফ দাও।" ক্লেটনের দিকে ফিরে বলল, "এবার আপনার পালা স্যার।"

ক্লেটন বলল, "তোমার আপত্তি না থাকলে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ক্যাপ্টেন।"

লুকাস সঙ্গে সঙ্গে বলল, "লাফ দিন।"

ক্লেটন হেসে বলল, "রাইট-ও!"

লুকাস বলল, "বোমা ছুঁড়বার জানালাটা খুলে দিয়েছি; সেদিক দিয়েই সহজ হবে। তাড়াতাড়ি করুন!"

ক্লেটন জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। বিমানটি কাত হয়ে নীচে পড়ছে। তার ইচ্ছা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত—লুকাস লাফ দেওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। শেষ মুহূর্ত সমাগত। বিমানটি উল্টে গেল। ক্লেটন ছিটকে পড়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অজ্ঞান অবস্থায় সে ছুটে চলল মৃত্যুর দিকে। ভারী মেঘের ভিতর দিয়ে সে চলেছে। তিনটে গর্জনমুখর ইঞ্জিন নিয়ে "লাভ্‌লি লেডি" গর্জন করতে করতে তার পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। মাটিতে ভেঙে পড়ার আগেই সেটা জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। শত্রুরা কিছুই জানতে পারবে না, কিছু উদ্ধার করতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরেই ক্লেটনের জ্ঞান ফিরে এল। মেঘের স্তর পার হয়ে এখন সে পড়েছে মুষলধারা বর্ষণের মধ্যে। হয়তো সেই ঠাণ্ডা বৃষ্টির জন্যই সে বেঁচে গেল। জ্ঞান হতেই সে প্যারাসুটের দড়িটা ধরে টান দিল।

প্যারাসুটটা ফুলে উঠল। অদ্ভুতভাবে ঝুলতে লাগল তার শরীরটা। নীচে বৃষ্টি-ভেজা সবুজের সমুদ্র। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার শরীরটা নীচে ডালপালা ও লতার মধ্যে ছিটকে পড়ল। প্যারাসুটটা আটকে গেল। সে নিজে ঝুলতে লাগল মাটি থেকে শ' দুই ফুট উপরে। মৃত্যু আর দূরে নয়।

একই সঙ্গে কয়েকশ' গজ দূরে একটা প্রচণ্ড শব্দ হল—একটা বিস্ফোরণে আগুন জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে। "লাভলি লেডি"-র অন্তিম চিতার আগুনে জলে-ভেজা অরণ্য ঝিলমিল করতে লাগল।

একটা ছোট ডাল ধরে ক্লেটন একটা বড় ডালে উঠে সেখানে আশ্রয় নিল। প্যারাসুটের বাঁধন খুলে ফেলল। ইউনিফর্ম ও তলবাস ভিজে জপজপ করছে। টুপিটা আগেই কোথায় পড়ে গেছে। এবার জুতো জোড়াও খুলে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফেলে দিল পিস্তল ও গুলি। তারপর মোজা, ট্রাউজার ও তলবাস। রইল শুধু বেল্ট ও খাপবদ্ধ ছুরিটা।

তারপর আরও উপরে উঠে সবগুলো দড়ি কেটে দিয়ে প্যারাসুটটা খুলে নিল। ভাঁজ করে বেঁধে সেটাকে কাঁধে ফেলল। ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে নীচে নেমে গেল।

ভাল করে তাকাইতে একটা চীৎকার তার ঠোঁটে এসে কাঁপতে লাগল, বাইরে বের হল না। এটা যে শত্রুপক্ষের দেশ।

সকলের আগে তার মনে পড়ল সঙ্গীদের কথা। যারা কাছাকাছি নেমেছে তারা নিশ্চয় বিমান-ধ্বংসের শব্দটা শুনে সেদিকেই যেতে চেষ্টা করবে। ক্লেটনও সেইদিকে এগিয়ে চলল। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে যাওয়ার চাইতে গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে যাওয়াই সহজ। সে গাছে চড়ে বসল।

কিছুদূর এগোতেই দেখল, একটা লোক টলতে টলতে পোড়া বিমানটার দিকেই চলেছে। আরে, এ যে জেরি লুকাস। মাথার উপর থেকে সে লুকাসের নাম ধরে ডাকল। চারদিকে তাকিয়ে লুকাস কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু কণ্ঠস্বর তার পরিচিত।

"তুমি কোথায় হে কর্ণেল ?"

"লাফ দিলে ঠিক তোমার মাথায় গিয়ে পড়ব।"

উপরে তাকিয়ে লুকাসের মুখটা হা হয়ে গেল। প্রায় উলঙ্গ একটা দৈত্য গাছের ডালে বসে আছে। বিমান থেকে নামবার সময় নিশ্চয় তার মাথায় আঘাত লেগেছে। মাথার গোলমাল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ভাল তো ?"

ক্লেটন জবাব দিল, "হ্যাঁ। আর তুমি ?"

"বেহালার মত ঠিক। এখন বাজলেই হয়।"

একটু দূরেই "লাভলি লেডি" জ্বলছে। কাছে যেতেই সেখানে বুবোনোভিচকে দেখতে পেল। লুকাসকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। গাছ থেকে নেমে ক্লেটন সামনে এসে দাঁড়াল। বুবোনোভিচ কোমরের ৪৫-এ হাত দিল। পরক্ষণেই তাকে চিনতে পেরে সোৎসাহে বলে উঠল, "মাই গড! তোমার পোশাক কোথায় গেল ?"

"ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিয়েছ ?"

"ভিজে জব্‌জব্‌ করছিল। তাছাড়া, বড্ড ভারী হয়ে গিয়েছিল।"

বুবোনোভিচ মাথা নাড়তে লাগল। ছুরিটা চোখে পড়তেই বলল, "তোমার পিস্তল কোথায় ?"

"সেটাও ফেলে দিয়েছি।"

"তুমি পাগ্‌লা হয়ে গেছ দেখছি", এস/সার্জেণ্ট বুবোনোভিচ বলল।

ক্লেটন বলল, "না, ততটা পাগল হই নি। অচিরেই তুমিও পিস্তলটি ফেলে দেবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওটা মরচে ধরে অকেজো হয়ে যাবে। তাই বলে ছুরিটা ফেলে দিও না কিন্তু। বরং ওটাকে পরিষ্কার করে ধার দিয়ে রেখো। ওটা দিয়েও মানুষ মারা যাবে, আর তাতে

'৪৫-এর মত শব্দ হবে না।"

লুকাস অর্ধদগ্ধ প্রিয় বিমানটির দিকেই তাকিয়েছিল। বুবোনোভিচকে জিজ্ঞাসা করল, "সকলে বেরিয়ে এসেছিল কি?"

"হ্যাঁ। লেফ্‌টেন্যান্ট বার্ণহাম ও আমি একসঙ্গেই লাফ দিয়েছিলাম। সেও হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও আছে।"

লুকাস মুখ তুলে হাঁক দিল: "লুকাস বলছি! লুকাস বলছি!"

একটা অস্পষ্ট উত্তর এল: "রসেটি বলছি! রসেটি!"

লুকাস বলল, "রজারের গলা!"

শিকাগোর এস/সার্জেন্ট টনি "শ্রীম্প" রসেটির কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তিনজন সেই দিকে ছুটল।

প্যারাসুটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় প্রায় শ'খানেক ফুট উঁচুতে শ্রীম্প ঝুলছে।

লুকাস ও বুবোনোভিচ তাকে দেখে মাথা চুলকোতে লাগল।

অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুত করে শ্রীম্পকে গাছ থেকে নামানো হল। মাটিতে পা দিয়েই একটা পাতার মত কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটা শটান মাটিতে পড়ে গেল।

ক্লেটন বলল, "এবার অন্যদের খোঁজ করা দরকার। এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। অনেক মাইল দূর থেকে এই ধোঁয়াটা চোখে পড়ছে। জাপানিরা নিশ্চয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

কয়েক ঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি ডাকাডাকি করেও কাউকে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার ঠিক আগে পর্যবেক্ষক বার্ণহামের দেহটা পাওয়া গেল। তার প্যারাসুটটা খোলে নি। ছুরি দিয়ে একটা অগভীর কবর খুঁড়ে প্যারাসুটে জড়িয়ে তার দেহটাকে সমাধিস্থ করা হল। জেরি লুকাস সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করল। তারপর সকলে যাত্রা করল।

সকলেই ক্লেটনকে অনুসরণ করে চলল। ক্লেটন হাঁটছে আর দু' পাশের গাছগুলোকে ভাল করে লক্ষ্য করছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে একটা কিছু খুঁজছে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু বেড়েছে মশার উপদ্রপ। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তাদের ঘিরে ধরেছে।

লুকাস বলল, "এত মশার উৎপাত তুমি সহ্য করছ কেমন করে কর্ণেল?"

ক্লেটন বলল, "সেই মুস্কিল-আসানের চেষ্টাই তো করছি।" চলতে চলতে এক জায়গায় পথের পাশ থেকে একটা ছোট গাছের পাতা তুলে এনে বলল, "এই পাতা হাতে ডলে তার রস শরীরের খোলা জায়গায় লাগিয়ে দাও, দেখবে মশা আর তোমাদের কাছেও ঘেঁসবে না।"

তারপর মাটি থেকে ফুট বিশেক উপরে অনেকগুলি ডালপালা ছড়ানো

একটা গাছ দেখতে পেয়ে তার উপরেই শুকনো ডাল ও পাতা বিছিয়ে ক্লেটন রাতের মত শোবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

লুকাস বলল, "আরও অনেক সহজেই তো মাটিতে একটা আস্তানা বানানো যেত।"

ক্লেটন বলল, "তা যেত; তবে সেক্ষেত্রে আমাদের একজনকে হয়তো সকলের আগেই মরতে হত।"

"কেন?" বুবোনোভিচ জানতে চাইল।

"কারণ এটা বাঘের দেশ।"

"কি করে জানলে?"

"সারা বিকেলটাই তাদের গন্ধ নাকে এসেছে।"

এস/সার্জেন্ট রসেটি চোখ ঘুরিয়ে ক্লেটনের দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

রাত নেমে এল। জঙ্গলের শব্দ, জঙ্গলের ডাক বদলে গেল। চার দিকেই অদৃশ্য, চুপি চুপি চলা-ফেরার শব্দ। তাদের গাছের নীচেই একটা ফাঁকা কাশির মত শব্দ শোনা গেল।

"ওটা কি?" শ্রীম্প শুধাল।

"ডোরা-কাটা," ক্লেটন বলল।

"ডোরা-কাটা? তার মানে?"

"বাঘ।"

"গীজ! তার মানে, নীচেই একটা বাঘ আছে?"

"হ্যাঁ। দুটো।"

"গীজ! শিকাগোর জুতে একবার একটা দেখেছিলাম। শুনেছি ওরা নাকি মানুষ খায়।"

জেরি লুকাস বলল, "তোমার কপাল ভাল কর্ণেল যে আমাদের নীচে থাকতে হয় নি।"

বুবোনোভিচ বলল, "এই লোকটি না থাকলে এই জঙ্গলে আমাদের অবস্থা হত অসহায় খোকাদের মত।"

বন্দী অবস্থায় লোকগুলির সঙ্গে চলতে চলতে কোরিভ্যান ডের মিয়ার দুটি সমস্যার কথাই ভাবতে লাগল: কেমন করে পালাবে, আর পালাতে না পারলে কেমন করে মরবে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আলম তার নিজের ভাষায় কথা বলতে লাগল; সে ভাষা কোরি বুঝল, কিন্তু জাপানিরা বুঝল না।

সে বলল, "তোমাকে ধরিয়ে দিয়েছি; সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ওদের এখানে না নিয়ে এলে—

কোরি বাধা দিয়ে বলল, "আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুমি ঠিকই করেছ আলম। সিংতাই আর আমি তো মাত্র দুজন। একটা গাঁয়ের সব মানুষ মরার চাইতে দুজন মরা তো অনেক ভাল।"

আলম, "তোমার মৃত্যু আমি চাই না। বরং আমি নিজে মরতে প্রস্তুত।"

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। আমার ভয়—ঠিক সময়ে মরবার একটা উপায় পাছে খুঁজে না পাই।"

তিয়াং উমরের গ্রামেই লেফ্‌টেন্যাণ্ট সোকাবে রাতটা কাটাল। বন্দিনীকে নিয়ে যে বাড়িটাতে সে নিজে থাকল তার দরজায় দুজন শান্ত্রীকে পাহারায় রাখল। পাছে তা সত্ত্বেও বন্দিনী পালিয়ে যায় তাই তার হাত-পা বেঁধে রাখল। এ ছাড়া আর কোন রকম অত্যাচার সে করল না। ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়োকে সে সত্যি ভয় করে; লোকটি নীচাশয় ও বদ-মেজাজী।

পরদিন সকালে যাত্রার কালে সে আলমকে সঙ্গে নিল দো-ভাষীর কাজ করতে। যুবকটিকে সঙ্গী পেয়ে কোরিও খুশি। দুজনে কথা বলতে বলতে পথ চলতে লাগল। কোরি আলমকে জিজ্ঞাসা করল, প্রায়ই যে সব গোরিলা যোদ্ধাদের কথা শোনা যায় তাদের কাউকে সে কখনও দেখেছে কি না। রবার-বাগানের মালিক, কেরাণী ও সৈনিক ইত্যাদি যে সব ওলন্দাজ পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়েছে তারাই গোরিলা দল গড়েছে।

আলম বলল, "না, আমি তাদের দেখি নি, তবে তাদের কথা শুনেছি। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেকে জাপানিকে খুন করেছে। জাপানিরাও তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

সকাল গড়িয়ে গেল। আকাশে ঘন মেঘ। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে তারা পথ চলতে লাগল। পচা ঘাস-পাতার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। মাটি থেকে উঠে আসছে ভ্যাপ্‌সা মৃত্যু-বাষ্প। মেয়েটি জানে, প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে এগিয়ে দিচ্ছে মৃত্যুর মুখে; যদি না—

মাথার উপরে মোটরের গর্জন শোনা গেল। এ রকম শব্দ তো হামেশাই শোনা যায়। জাপানিরা তো সর্বদাই উড়ে বেড়াচ্ছে। পরক্ষণেই কানে এল বিস্ফোরণের একটা কান-ফাটা শব্দ। হয়তো শত্রুপক্ষের কোন বিমানই ভেঙে পড়েছে—এ কথা ভেবে কোরি মনে মনে খুশিই হল।

ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো যে গ্রামে বাসা নিয়েছে সেখানে পৌঁছতে তাদের রাত হয়ে গেল। তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন বলল, "বন্দীরা কোথায়?"

কোরির হাত ধরে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সোকাবে বলল, "এই নিন।"

"আমি তোমাকে পাঠালাম একটা চীনা ও একটা সোনালী চুল ওলন্দাজ মেয়েকে আনতে, আর তুমি এনে হাজির করলে একটা কালো চুল ছোকরাকে। ব্যাপারটা কি?"

সোকাবে বলল, "চীনাটাকে আমরা মেরে ফেলেছি। আর এটিই সেই ওলন্দাজ মেয়ে।"

মাৎসুয়ো ভেংচি কেটে বলল, "মূর্খ! তামাসা করার মত মনের অবস্থা আমার নয়।"

সোকাবে সব কথা খুলে বলল। মেয়েটির মাথার চুল তুলে নীচেকার সোনালী চুল বের করে বলল, "দেখুন।"

মেয়েটিকে ভাল করে দেখে মাথা নেড়ে মাৎসুয়ো বলল, "আমার কাজ চলবে; ওকে আমি রেখে দিলাম।"

সোকাবে বলে উঠল, "আমি ওকে এনেছি; ও আমার।"

মাৎসুয়ো থুথু ফেলল। রাগে টং হয়ে বলল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট সোকাবে, নিজেকে ভুলে যেয়ো না। আমি এখানকার কম্যাণ্ডিং অফিসার। মেয়েটিকে এখানে রেখে এই মুহূর্তে অন্য কোথাও বাসা দেখে নাও গে।"

সোকাবে পাল্টা জবাব দিল, "তুমি ক্যাপ্টেন হতে পার, কিন্তু আজকাল তো অনেক ছোট জাতের লোকও অফিসার হচ্ছে। আমার পূর্বপুরুষরা ছিল সামুরাই। জেনারেল হাইদেকি তোজো আমার খুড়োমশায়। আর তোমার বাবা-কাকারা তো সকলেই চাষা। আমি যদি কাকাকে এক লাইন লিখে পাঠাই, তাহলে আর তুমি ক্যাপ্টেন থাকবে না। এবার মেয়েটাকে পেতে পারি কি?"

মাৎসুয়োর মনে খুন চেপে গেল। কিন্তু যতদিন না দুর্ঘটনায় সোকাবের মৃত্যু ঘটে ততদিন রাগটা চেপে যাওয়াই সঙ্গত বলে তার মনে হল। নরম সুরে বলল, "দেখ, আপাতত এ নিয়ে কোন রকম হাঙ্গামা না করাই ভাল। শীঘ্রই কর্ণেল আসছে পরিদর্শনে। তার উপরেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তির ভার ছেড়ে দেওয়া হোক।" মনে মনে ভাবল, সে আসার আগেই তুমি দুর্ঘটনায় পড়বে।

সোকাবে প্রস্তাবটা মেনে নিল। তাদের কথাবার্তা মেয়েটি কিছুই বুঝল না। সে যে আপাতত নিরাপদ তাও জানল না।

পরদিন ভোরেই আলম তার গ্রামে ফিরে গেল।

...

গাছের ডালটা প্রবলভাবে নড়ে উঠতেই জেরি লুকাসের ঘুম ভেঙে গেল। বুবোনোভিচ ও রসেটিরও ঘুম ভাঙল। রসেটি বলল, "কথা বলো না।"

চারদিকে তাকিয়ে বুবোনোভিচ বলল, "কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

জেরি মাথাটা বের করে উপরে তাকাল। মস্ত বড় একটা কালো জন্তু কয়েক ফুট উপরে বসে গাছটাকে দোলাচ্ছে। জেরি বলল, "এবার দেখতে পাচ্ছ?"

রসেটি বলল, "গীজ! বাঁদর কখনও এত বড় হয় তা তো জানতাম না।"

বুবোনেভিচ বলল, "ওটা বাদর নয়। ওকে বলে বেঁটে পঙ্গো। কেন যে বেঁটে বলে তা তো বুঝি না। বলাতো উচিত পঙ্গো দানব।"

শ্রীম্প বলে উঠল, "মার্কিনী ভাষায় কথা বল।"

লুকাস বলল, "তাহলে বলি, ওটা ওরাংউটান।"

"মালয় ভাষায় ওরাংউটান মানে বনমানুষ; কথাটা তার থেকেই এসেছে," বুবোনোভিচ যোগ করল।

শ্রীম্প শুধাল, "ওটা কি মানুষ খায় অধ্যাপক বুবোনোভিচ?"

"না; ওরা প্রধানত শাকভোজী।"

ওরাংউটানটা ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শ্রীম্প বলল, "আরে, আমাদের ডিউক কোথায় গেল?"

লুকাস বলল, "তাই তো। কখন গেল খেয়াল করি নি তো।"

শ্রীম্প বলল, "কাল রাতে নির্ঘাৎ বাঘের পেটে গেছে।"

বুবোনোভিচ আঙুল বাড়িয়ে বলল, "ওটা তাহলে তার ভূত আসছে।"

সকলেই তাকাল। রসেটি বলল, "হায় পিটার! কী মানুষরে বাবা!"

গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে কাঁধে একটা মরা হরিণ নিয়ে ক্লেটন এসে নামল গাছের ডালে। বলল, "এই নাও প্রাতরাশ। লেগে যাও।"

হরিণটাকে নামিয়ে ছুরি বের করে একটা বড় টুকরো সে কেটে নিল নিজের জন্য। তারপর একটু সরে গিয়ে তাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

চোখ বড় বড় করে শ্রীম্প শুধাল, "ওটাকে রান্না করবে না?"

ক্লেটন বলল, "কি দরকার? তাছাড়া, আশপাশে তো আগুন জ্বালাবার মত শুকনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। অতএব খেতে হলে কাঁচাই খেতে হবে। তারপর খানিকটা জল খেয়ে আবার যাত্রা শুরু। কাছেই একটা ঝর্ণা দেখে এসেছি।

পথ চলতে চলতে এক সময় ক্লেটন বলল, "সম্প্রতি কোন মানুষ এ পথে হাঁটে নি। কিন্তু অন্য প্রাণী অনেক এসেছে ও গেছে—হাতি, গণ্ডার, বাঘ, হরিণ—সব।"

তারা হাঁটছে বাতাসের বিপরীত দিকে। হঠাৎ থেমে ক্লেটন হাত তুলল। চাপা গলায় বলল, "আমাদের আগে আর একটি মানুষ আছে।"

"কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো", রসেটি বলল।

ক্লেটন বলল, "দেখতে আমিও পাই নি। কিন্তু সে অবশ্যই আছে।" "কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার বলল, "আমরা যেদিকে চলেছি সেও সেই একই দিকে যাচ্ছে। আমি এগিয়ে দেখছি। তোমরা ধীরে ধীরে এস।" লাফ দিয়ে গাছে উঠে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"কাউকে দেখে নি, কারও কথা শোনে নি, অথচ লোকটা বলে গেল যে আমাদের আগেও লোক আছে, আর সেও সামনের দিকেই যাচ্ছে।" সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লুকাসের দিকে তাকিয়ে রসেটি কথাগুলি বলল।

"এখন পর্যন্ত সে কিন্তু কোন ভুল বলে নি", জেরি বলল।

সিংতাই মরে নি। জাপানি বেয়নেট তার বুকে বিঁধেছিল, কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে বিদীর্ণ করে নি। দুদিন সিংতাই সেই রক্তাপ্লুত গুহার মধ্যেই পড়ে ছিল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। প্রচুর রক্তপাত এবং খাদ্য-পাণীয়ের অভাবে দুর্বল দেহে কোন রকমে টলতে টলতে এগিয়ে চলল তিয়াং উমরের গ্রামের দিকে।

তিয়াং উমরের গ্রামে গেলে হয়তো কোরির খবর পাওয়া যাবে। তারপর সে বেঁচে থাকবে কি মরবে সেটা স্থির করা যাবে। এইসব ভাবতে ভাবতে পথ চলছে, এমন সময় প্রায় উলঙ্গ একটি দৈত্য তার পথের সামনে এসে হাজির হল। দৈত্যটার দেহ ব্রোঞ্জ-কঠিন, কালো চুল, ধূসর চোখ। সিংতাই ভাবল, এখানেই তার জীবনের অবসান হবে।

গাছ থেকে লাফিয়ে নেমেই ক্লেটন ইংরেজীতে সিংতাইএর সঙ্গে কথা বলল। সিংতাইও ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে জবাব দিল। হংকং-এ থাকতে অনেক বছর সে একটি ইংরেজ পরিবারে বাস করেছিল।

ক্লেটন জিজ্ঞাসা করল, "তোমার এ অবস্থা কি করে হল?"

"জাপানি বাঁদরগুলো একটা বেয়নেট বসিয়ে দিয়েছিল—ঠিক এইখানে।"

"কেন?"

সিংতাই সব ঘটনা খুলে বলল।

"জাপানিরা কি কাছাকাছি আছে?"

"মনে তো হয় না।"

"তুমি যে গ্রামের দিকে চলেছ সেটা কতদূর?"

"আর বেশী দূর নয়—এক কিলোমিটারের মত হতে পারে।"

"সে গ্রামের লোকেরা কি জাপানিদের বন্ধু?"

"না। জাপানিদের তারা ঘৃণা করে।"

ক্লেটনের সঙ্গীরা এতক্ষণে রাস্তার মোড় ঘুরে তাদের দেখতে পেল। লুকাস বলল, "দেখছ, এবারও সে ভুল করে নি।"

সকলে এগিয়ে আসতেই সিংতাই সভয়ে তাদের দিকে তাকাল। ক্লেটন বলল, "ভয় নেই। এরা আমার বন্ধু—মার্কিন বৈমানিক।"

"মার্কিন!" সিংতাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। "এতক্ষণে মনে হচ্ছে মিসিকে বাঁচাতে পারব।"

এবার ক্লেটনই সব কথা সকলকে শুনিয়ে দিল। সকলেই একমত হয়ে তিয়াং উমরের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

সিংতাইর মুখে সব কথা শুনে তিয়াং উমর সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সিংতাইকে দো-ভাষী করে বলল, আগের দিন সকালেই ওলন্দাজ মেয়েটি ও তাদের গাঁয়ের একটি যুবককে নিয়ে জাপানিরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে তা সে জানে না। তবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় একদিনের পথ দূরে তাদের একটা শিবির আছে। হয়তো তারা সেখানেই গেছে। এখানে অপেক্ষা করলেই হয়তো যুবক আলমের সঙ্গে তাদের দেখা হবে, কারণ পথে দো-ভাষীর কাজের জন্যই জাপানিরা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।

অপেক্ষা করাই স্থির হল। আর তখনই ক্লেটন একাকি জঙ্গলে ঢুকে গেল। শ্রীম্প বলল, "সে হয়তো ফিরে আসবে একটা বুনো মোষকে বগলে করে।" কিন্তু সে ফিরে এল কতকগুলি শক্ত ডাল ও কয়েকটা বাঁশ নিয়ে তারপর তিয়াং উমরের কাছ থেকে কিছু মুরগির পালক ও সুতো চেয়ে নিয়ে একটা ধনুক, কয়েকটা তীর ও একটা বর্শা তৈরি করল। অস্ত্রের মুখগুলো আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিল। আর প্যারাসুটের সিল্ক দিয়ে বানাল একটা তূণ।

বিকেলের দিকে আলম ফিরে এল। তাকে ঘিরে হৈ-চৈ পড়ে গেল। নানা জনের নানা প্রশ্ন। সব কথা জেনে নিয়ে সিংতাই সে কথা ক্লেটনকে বলল। অশ্রুসিক্ত চোখে তাকে মিনতি জানাল, কোরিকে তারা জাপানিদের হাত থেকে উদ্ধার করে দিক। কিন্তু আলোচনার পরে সকলেই তাতে সম্মত হল; কিন্তু সকলের কারণ এক নয়। ক্লেটন ও বুবোনোভিচ চায় মেয়েটির মুক্তি। লুকাস ও রসেটির উদ্দেশ্য জাপানিদের জব্দ করা। মেয়েটির প্রতি তাদের কোন আগ্রহ নেই, কারণ তারা দুজনেই নারী-বিদ্বেষী। লুকাস মেয়েদের ঘৃণা করে, কারণ ওক্লাহোমা সিটিতে যে মেয়েটিকে সে রেখে এসেছিল দু' মাস পরেই সে ৪-এফ্‌কে বিয়ে করেছে। আর রসেটির বেলায় আজীবন মাতৃ-বিদ্বেষই তার নারী-বিদ্বেষের উৎস।

আলমের নেতৃত্বে পরদিন সকালেই তারা যাত্রা করল।

তারা চলেছে ধীরে ধীরে, খুব সতর্ক হয়ে। সকলের আগে ক্লেটন।

গ্রামে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেল। সকলকে অপেক্ষা করতে বলে

ক্লেটন এগিয়ে গেল। গ্রামের মুখে কোন রক্ষীই নেই। সহজেই ভিতরে ঢুকে গেল। আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলি মেঘে ঢাকা পড়েছে। কয়েকটি ঘরে আবছা আলো জ্বলছে।

ক্লেটনের তীক্ষ্ণ নাকে যে গন্ধ এল তাতেই সে সাদা মেয়েটির অবস্থান বুঝতে পারল। দুটি জাপানির ক্রুদ্ধ তর্জন-গর্জনও কানে এল। নিশ্চয় সেই দুই অফিসার এখনও ঝগড়া করছে।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এক পাক ঘুরে সে গ্রামের অপর প্রান্তে চলে গেল। সেখানে একটি শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। এখানে শান্ত্রী থাকলে চলবে না। লোকটা একবার এদিক, একবার ওদিকে হাঁটছে। ক্লেটন একটা গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগল। শান্ত্রী এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। কোন রকম শব্দ করার আগেই একটা ধারালো অস্ত্র তার গলায় বসে গেল।

লাশটাকে গ্রামের বাইরে টেনে নিয়ে ক্লেটন সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। ফিস্‌ফিস্ করে কিছু নির্দেশ দিয়ে তাদের নিয়ে গ্রামের পিছন দিকটায় ফিরে গেল। বলল, "তোমাদের '৪৫ গুলোতে যে কার্তুজ ভরা সেগুলি নিশ্চয় ছোঁড়া যাবে। বৃষ্টির জলে জংপড়ার দরুণ নতুন কার্তুজ হয় তো তাতে ভরা যাবে না। তবু যতক্ষণ পারবে গুলি ছুঁড়বে। আটকে গেলে সামনে পাথর ছুঁড়তে থাকবে। আর সারাক্ষণ নারকীয় চীৎকার করতে থাকবে। মোটকথা এই দিকেই সকলের মনোযোগ টেনে রাখবে। তিন মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করবে, আর চতুর্থ মিনিটেই এখান থেকে সরে পড়বে।" বলেই সে চলে গেল।

গ্রামের উঁচু দিকটায় পৌঁছে সে অফিসারদের বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে পড়ল। এক মিনিট পরেই অপর প্রান্তে গুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গেল। হৈ-চৈ-চীৎকারে রাতের স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল। ক্লেটনের মুখে হাসি দেখা দিল।

এক সেকেণ্ড পরেই অফিসার দুজন হাঁক-ডাক করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সব বাড়ি থেকে সৈনিকরা ছুটল শব্দ লক্ষ্য করে। ক্লেটন ছুটে গিয়ে মই বেয়ে উপরে উঠে গেল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মেয়েটি মাদুরে শুয়ে আছে। নীচু হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ক্লেটন ছুটল জঙ্গলের দিকে। মেয়েটি ভয়ে সারা। এ আবার কি নতুন বিপদ?

জঙ্গলের পথে কিছুদূর চলেই ক্লেটন মেয়েটিকে নামিয়ে দিল। তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে ফেলল।

ওলন্দাজ ভাষায় মেয়েটি বলল, "কে তুমি?"

"চুপ!" ক্লেটন ধমক দিল।

আরও চারজন এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। অন্ধকার পথ বেয়ে তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। ইংরেজি ভাষায় "চুপ" কথাটা মেয়েটিকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে। আর যাই হোক, এরা জাপানি নয়।

একটি ঘণ্টা তারা নীরবে পথ চলল, এবার কোরি ইংরেজীতে শুধাল, "তোমরা কারা?"

ক্লেটন বলল, "বন্ধু। সিংতাই তোমার কথা আমাদের জানিয়েছে। তাই আমরা এসেছি।"

"তাহলে সিংতাই মারা যায় নি?"

"না; তবে মারাত্মক রকম জখম হয়েছে।"

এবার কথা বলল আলম। "এখন তুমি নিরাপদ। শুনেছি আমেরিকানরা সব করতে পারে। এখন সেটা বিশ্বাস করি।"

কোরি অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, "এরা আমেরিকান? শেষ পর্যন্ত তারা নেমে পড়েছে?"

"মাত্র এই ক'জন। এদের বিমানটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে। সে অনেক কথা; পরে বলব। এখন বল, বাকি রাতটা তুমি হাঁটতে পারবে তো?"

"খুব পারব। হাঁটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। জাপানিদের হাত এড়িয়ে গত দু' বছর ধরে আমি হেঁটেই চলেছি।"

"দু' বছর?"

"হ্যাঁ, জাপানি আক্রমণের পর থেকেই। সিংতাই ও আমি জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটিয়েছি।"

তিয়াং উমরের গ্রামে পৌঁছতে ভোর হয়ে গেল। সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা আবার যাত্রা করল। আলম গ্রামেই রয়ে গেল। পাহাড়ের দূর দূর অঞ্চলে লুকিয়ে থাকার মত অনেক জায়গার সন্ধান কোরি ও সিংতাই জানে। আর এখন তো তাদের সঙ্গে রয়েছে আমেরিকানরা। তারা সব কিছু করতে পারে।

দীর্ঘ পথ হাঁটার মত অবস্থা সিংতাইএর ছিল না; তাই তাকেও তিয়াং উমরের গ্রামে রেখে যেতে তারা বাধ্য হল। তিয়াং উমরও আশ্বাস দিল, চীনাটিকে সে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে যাতে জাপানিরা ফিরে এলেও তার খোঁজ পাবে না।

কোরি বলল, "তিয়াং উমর, যখনই পারব আমার ঠিকানা তোমাকে জানাব, তখন তুমি সিংতাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

কোরি পথ দেখিয়ে সকলকে নিয়ে গেল পাহাড়ের পিছনে গভীর জঙ্গলে। সেখানে আছে বন্ধুর খাঁড়ি, খরস্রোতা ঝর্ণা, সেগুনের বাগান, বড় বড় বাঁশ-ঝাড়, মানুষ-সমান উঁচু ঘাসে ঢাকা পাহাড়ি উপত্যকা।

পথ চলতে সকলের আগে থাকে ক্লেটন ও কোরি, তাদের পিছনে বুবোনোভিচ, আর সকলের শেষে লুকাস ও শ্রীম্প। শেষের দু' জন সব সময়ই ওলন্দাজ মেয়েটি থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলে। একটি নারীর সাহচর্য তারা যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না।

একদিন সকালে দলের পুরুষরা সকলেই শিকারে বেরিয়ে গেল। কোরি একা বসে হরিণের চামড়া দিয়ে একটা চটি বানাতে বসল। গত দু' বছরের অনেক কথাই একে একে মনে পড়ল। কত দুঃখ, কষ্ট, বিপদ। মাসের পর মাস কত যন্ত্রণা, কত চাপা অশ্রু, কত ঘৃণা। বর্তমান অবস্থার কথাও মনে হল—বিস্তীর্ণ পাহাড় জঙ্গলে চারটি অপরিচিত বিদেশী পুরুষের সঙ্গে সে একা। তবু তার মনে হল, এত নিরাপদ সে আগে কখনও বোধ করেনি ; দু' বছরের মধ্যে এই প্রথম নিজেকে সুখী মনে হচ্ছে।

দূর থেকে কাদের যেন কণ্ঠস্বর শুনে তার চিন্তায় বাধা পড়ল। প্রথমে ভাবল, শিকারীরা ফিরে আসছে। কিন্তু শব্দ আরও কাছে আসতেই বুঝল, কিছু স্থানীয় লোক কথা বলছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই কয়েকজন সুমাত্রাবাসীকে দেখা গেল গুহার মুখে। নোংরা চেহারা, চোখে কুটিল দৃষ্টি। সংখ্যায় দশজন। তারা কোরিকে তুলে নিয়ে গেল। তাদের কথাবার্তা থেকেই কোরি কারণটাও জানতে পারল : তাকে ও সিংতাইকে ধরে দেবার জন্য জাপানিরা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শিকারীরা গুহায় ফিরে এল। নিরক্ষবৃত্তীয় অঞ্চলের গোধূলি অচিরেই অন্ধকারে ঢেকে যাবে। গুহায় ঢুকেই তারা বুঝতে পারল, মেয়েটি নেই। কোথায় গেল ?

শ্রীম্প বলল, "সম্ভবতঃ আমাদের ছেড়ে পালিয়েছে। মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই।"

লুকাস খেঁকিয়ে উঠল, "বোকার মত কথা বলো না।" শ্রীম্প তো হাঁ। সে ভেবেছিল, লুকাস তার কথায় সায় দেবে। লুকাস আবার বলল, "সে কেন পালাবে ? একমাত্র আমাদের সাহায্যেই সে জাপানিদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। নিশ্চয় সেও শিকারে বেরিয়েছে।"

গুহার বাইরের মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ক্লেটন বলল, "না, সে শিকারেও যায় নি, পালিয়েও যায় নি। একদল আদিবাসী তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। দলে লোক ছিল প্রায় দশজন। তারা ঐ দিকে গেছে।" ক্লেটন আঙুল বাড়িয়ে দেখাল।

বুবোনোভিচ ঠাট্টার স্বরে বলল, "কর্ণেল, তোমার সঙ্গে কি যাদু-গোলক আছে নাকি।"

"তার চাইতেও নির্ভরযোগ্য কিছু আছে—দুটো চোখ আর একটা নাক।

তোমাদেরও চোখ-নাক আছে, কিন্তু সেগুলির কোন কাজের নয়। যুগ যুগ ধরে আয়েসি জীবনযাত্রার ফলে, আর আইন, পুলিশ ও সৈন্যদের উপর অতি-নির্ভরতার দরুণ তোমাদের ও দুটি ইন্দ্রিয় ভোঁতা হয়ে গেছে।"

লুকাস পরিহাসের সুরে বল, "আর তোমার ?"

"আমি যে আজও বেঁচে আছি তার একমাত্র কারণ আমার ইন্দ্রিয়গুলি শত্রুদের চাইতেও তীক্ষ্ণতর; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি; তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—কোন আইন নয়, পুলিশ নয়; সৈন্য নয়।"

জেরি লুকাস প্রশ্ন করল, "তুমি কি করে জানলে যে সে ওদের সঙ্গে-স্বেচ্ছায় যায় নি ?

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তাকে যে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে তার পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে মাটিতে। কোথায় গিয়ে সে বাধা দিয়েছিল এবং তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ। তারপরেই তার কোন পায়ের চিহ্ন নেই। সেখান থেকেই তাকে তুলে নিয়ে গেছে। ঘাসের মাথায় এখনও আদিবাসীদের গন্ধ লেগে আছে।"

লুকাস বলল, "তাহলে আমরা দেরী করছি কেন ? বেরিয়ে পড়া যাক।"

শ্রীম্প বলল, "নিশ্চয়। ওরা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমরা—" বলতে বলতেই সে থেমে গেল; মেয়েটির অপহরণে তার মনের এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল—নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রবল বর্ষণ। ক্লেটন গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। বলল, "এখনই বেরিয়ে কোন লাভ হবে না। বৃষ্টিতে পায়ের দাগ মুছে যাবে। যেটুকু থাকবে অন্ধকারে তা চোখে পড়বে না। ওরাও বড় বিড়ালের ভয়ে রাতে পথ চলতে সাহস করবে না। কোথাও রাতটা কাটাবে। কাজেই ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যাত্রা শুরু করব।"

আলো ফুটে উঠতেই কোরির অপহরণকারীদের পথ ধরে তারা যাত্রা করল। আমেরিকানদের চোখে কোন পায়ের দাগ দেখা না দিলেও ইংরেজটির অভ্যস্ত চোখে তা স্পষ্ট হয়েই ধরা দিল।

ক্রমে বেলা বাড়ল। বাতাস বইছে পিছন দিক থেকে। ক্লেটন হঠাৎ থেমে গিয়ে বাতাসে কি যেন শুঁকল। তারপর বলল, "সকলে গাছে উঠে পড়। একটা বাঘ আসছে পিছন থেকে। খুব একটা দূরে নয়।"

রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই কোরির অপহরণকারীরা একটা পাহাড়ি উপত্যকার একপ্রান্তে ছাউনি ফেলল। বড় বিড়ালকে দূরে রাখতে একটা

ধুনি জ্বালিয়ে সকলে সেটাকে ঘিরে বসল; শুধু একটি লোক পাহারায় রইল।

ক্লান্ত মেয়েটি বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমল। যখন ঘুম ভাঙল তখন ধুনি নিভে গেছে, পাহারাটিও ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগে পালাতে হবে। বাইরে তাকাল—বিপদসংকুল ঘন অন্ধকার, অন্ধকারের একটা নিরেট প্রাচীর যেন। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে সম্ভাবিত মৃত্যু। কোরি সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করল না।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। রক্ষীটি শুয়ে আছে নেভা আগুনের ছাইয়ের পাশে। সকলকে পাশ কাটিয়ে কোরি জঙ্গলে প্রবেশ করল। হোঁচট খেতে খেতে অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

মেয়েটি ভয় পেয়েছে। জঙ্গল জুড়ে নানা রকম শব্দ। তার যে কোনটি হতে পারে মৃত্যুর পদধ্বনি বা ডানার শব্দ। তবু সে এগিয়ে চলল গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে। হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই তার বুকের রক্ত জমে গেল—বাঘের কাশি। তার গন্ধ পেয়েই হোক, আর শব্দ শুনেই হোক, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে বাঘটা এগিয়ে আসছে।

অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে ছুটতে লাগল। একটা গাছ যদি হাতের নাগালে পড়ে তো তাতেই উঠে যাবে। একটা ঝুলন্ত লতা এসে লাগল তার মুখে। সেটাকে ধরেই ঝুলে পড়ল। লতা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। বাঘটা নীচে এসেই হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল। মেয়েটি ততক্ষণে বাঘের নাগালের বাইরে উঠে গেছে।

বাঘটা বেশ কিছু সময় গাছের নীচে বসে গজরাতে লাগল। তারপর চলে গেল। মেয়েটি ভাবল, নীচে নেমে আবার ছুটতে আরম্ভ করবে। ক্লেটন নিশ্চয় তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। জেরি লুকাস তাকে পছন্দ না করলেও হয়তো তার খোঁজ করবে—সে কোরি ভ্যান ডের মিয়ার বলে নয়, সে একজন নারী বলে। অন্তত লজ্জার খাতিরে বুবোনোভিচও আসবে।

কিন্তু দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত তো কিছুই করা যাবে না। মেয়েটি অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময় দীর্ঘ রাত্রির অবসান হল। কোরি গাছ থেকে নেমে সেই একই পথ ধরে দ্রুত ছুটতে লাগল।

পথের উপরকার গাছের ডালে বসে "লাভলি লেডি"র জীবিত যাত্রীরা বাঘের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কতক্ষণে সে এসে চলে যাবে, তবে তারা গাছ থেকে নামতে পারবে।

ক্লেটনের সঙ্গী হয়ে তারা এতবার গাছে চড়েছে যে শ্রীম্প বলেই ফেলল, যে কোন সময় তাদের একটা লেজ গজাতে পারে। বুবোনোভিচ বলল, "সেটাই তোমার দরকার।"

এদিকে বাঘের দেখা নেই। শ্রীম্প তো বলেই ফেলল যে এ সবই ভাঁওতা।

গাছের উপর থেকে নীচে পথের দুদিকের দুটো মোড় পর্যন্ত শ'খানেক ফুট পরিষ্কার দেখা যায়—যে কোন দিকেই প্রায় পঞ্চাশ ফুট করে। হঠাৎ নিঃশব্দ পায়ে দেখা দিল সেই বাঘ। আর সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকে মোড়ে দেখা দিল কোরির চিকন দেহ। বাঘ ও মেয়েটি যুগপৎ দাঁড়িয়ে পড়ল—দুজনের মধ্যে ব্যবধান একশ' ফুটেরও কম। চাপা গর্জন করে বাঘটা সামনে পা বাড়াল। কোরি বুঝি বা ভয়ে জমে গেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখল, একটি প্রায় উলঙ্গ মানুষ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল বাঘটার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিনটি লোক খাপ-খোলা ছুরি হাতে ছুটে এল বড় বিড়ালের সঙ্গে যুদ্ধরত মানুষটির দিকে। তাদেরই একজন বৃটিশবিদ্বেষী এস/সার্জেণ্ট রসেটি।

একটা ইস্পাত-কঠিন হাত জড়িয়ে ধরেছে বাঘটার গলা, পেশীবহুল দুটি পা চেপে ধরেছে তার তলপেট, আর অপর হাতের শানিত ছুরিটা আমূল বসে গেছে বাঘের বাঁ পাশে। যন্ত্রণায় ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত পশুটার গলা থেকে একটা গর্‌-গর্‌ আওয়াজ বের হতে লাগল। কোরি সভয়ে লক্ষ্য করল, লোকটির গলা থেকেও বের হচ্ছে সেই একই রকম পাশবিক আওয়াজ। অবিশ্বাস্য হলেও দেখা গেল, তিন আমেরিকান স্তব্ধ বিস্ময়ে দুই আরণ্য জীবনের যুদ্ধটাই দেখছে, কিছুতেই ছুরি চালাতে পারছে না, কারণ বাঘটা তখন ভীষণভাবে লাফাচ্ছে আর গড়াগড়ি খাচ্ছে।

যে ঘটনা লিখতে অনেক সময় লাগল, সেটা ঘটল কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। দেখতে দেখতে বাঘটা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোকটি তার উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা বীভৎস হুংকার ছাড়ল—গোরিলার বিজয়-হুংকার।

সভ্য ও সংস্কৃতিবান এই মানুষটিকে দেখে কোরি হঠাৎ ভীষণ ভয় পেল। অন্য তিনজনের অবস্থাও তথৈবচ।

হঠাৎ জেরি লুকাস তাকে চিনতে পারল। বলে উঠল, "জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক—গোরিলাদের টারজন।"

শ্রীম্পের চোয়াল ঝুলে পড়ল। সে জানতে চাইল, "এই কি সেই জনি উইসমুলার?"

বুঝিবা পরিস্থিতিটাকে ঠিক মত বুঝবার জন্যই টারজন মাথাটাকে বার কয়েক ঝাঁকি দিল। যুদ্ধের আগুনে সভ্যতার সূক্ষ্ম আবরণটাও

বোধ হয় পুড়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের জন্য হলেও সে পরিণত হয়েছিল একটা অসভ্য আদিম জন্তুতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার ফিরে পেল তার দ্বিতীয় সত্তাকে।

সহাস্যে কোরিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, "তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে ছাড়া পেলে ?"

কোরি মাথা নাড়ল ; তখনও সে ভয়ে কাঁপছে। বলল, "হ্যাঁ, কাল রাতেই পালিয়েছি ; কিন্তু তুমি না এলে কি তাতে বিশেষ কিছু লাভ হত ?"

"সৌভাগ্যবশত আমরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজির হতে পেরেছিলাম। আপাতত তুমি ভালভাবে বসে একটু বিশ্রাম নাও।"

বাঘ মারার প্রসঙ্গ উঠতেই কোরি জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি তখন ভয় পেয়েছিলে ?"

এ প্রশ্ন আগেও অনেকে করেছে, কিন্তু কেন যে করেছে টারজন তা ভেবেই পায় না। আসলে ভয় কাকে বলে তাই সে জানে না। তাই বলল, "আমি জানতাম যে বাঘটাকে আমি মারতে পারব।"

"কিন্তু তুমি যে টারজন সে কথা আগে বল নি কেন ?" জেরি শুধাল।

"তাতে তফাৎটা কি হত ?"

কথা বলতে বলতে সকলে ফিরে চলল পুরনো গুহায়। সেখানে বসে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। টারজন বলল, "কোরি বলছে তাদের দলে আছে দশজন। তাদের প্রায় সকলের হাতেই আছে লম্বা, ছুঁচলো কিরিচ, আমাদের মত বাঁকা ছুরি নয়। আর আছে এক রকম মালয়ের ছুরি, যার নাম পরাঙ, সেটার ব্যবহার অস্ত্রের চাইতে যন্ত্রের জন্যই বেশী। সঙ্গে কোন রকম আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

"যদি তারা এসেই পড়ে তো কাছে আসার আগেই তাদের রুখে দিতে হবে। আমরা আছি চার ধনুর্ধর—"

"পাঁচ", কোরি সংশোধন করে দিল।

টারজন হেসে বলল, "পাঁচজনের হাতে পাঁচ ধনুক, আর সকলেরই টিপ ভাল। অবশ্য আগে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করব যে তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়াই ভাল।"

কোরি বলল, "হয় তো শেষ পর্যন্ত তারা আসবেই না।"

টারজন মাথা নাড়ল। "তারা আসবেই। প্রায় এসে পড়েছে।"

ইস্কান্দারের যখন ঘুম ভাঙল তখন তার মুখের উপর রোদ এসে পড়েছে। কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলে চারদিকে তাকাল। সঙ্গী নজন ঘুমিয়ে আছে। নেভানো ধুনির পাশে অঘোরে ঘুমুচ্ছে শান্ত্রী। বন্দিনী উধাও।

রাগে তার নিষ্ঠুর মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শাস্ত্রীর আর্তনাদ শুনে অন্য সবাই জেগে উঠল। লোকটাকে আগাপাশতলা খুঁচিয়ে মারতে মারতে ইস্কান্দার চেঁচিয়ে বলল, "বাঘ এসে তো আমাদের সব্বাইকে খেয়ে ফেলত। আর তোর জন্যই মেয়েটা পালিয়েছে।"

মস্তিষ্কের নীচে শেষ আঘাতটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেচারির সব যন্ত্রণার অবসান হল। মরা মানুষটার পোশাকেই রক্তাক্ত কিরিচটা মুছে নিয়ে হুকুম করল, "চল! মেয়েটা এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি। জলদি কর!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কোরির পায়ের দাগ দেখতে পেয়ে তারা সেই পথ ধরেই ছুটতে লাগল। পথে দেখতে পেল, একটা মরা বাঘ পড়ে আছে। বাঁ কাঁধে ছুরির গভীর ক্ষত। কর্দমাক্ত পথে অনেক পায়ের দাগ। তার মধ্যে মেয়েটার পায়ের দাগও আছে। ইস্কান্দার হতবুদ্ধি। দেখে তো মনে হচ্ছে, ছুরির আঘাতে কেউ বাঘটাকে মেরেছে। কিন্তু সে যে অসম্ভব। ওই ভয়ংকর নখর ও দাঁতের কাছাকাছি এসে কেউ তো জীবন্ত ফিরে যেতে পারে না।

তারা এগিয়ে চলল। বিকেল নাগাদ গুহার কাছে পৌঁছে গেল।

"ওই তারা আসছে", জেরি লুকাস বলল।

ইস্কান্দার বলল, "ওরা মাত্র চারজন। লোকগুলোকে মেরে ফেল, কিন্তু মেয়েটার কোন ক্ষতি করো না।" উন্মুক্ত কিরিচ হাতে নয় আদিবাসী এগিয়ে গেল।

তাদের একশ' ফুটের মধ্যে এগিয়ে আসতে দিয়ে টারজন কোরিকে বলল কথা বলতে। কোরি বলল, "থাম। আর এগিয়ে এস না।"

প্রত্যেকেই ধনুকে তীর যোজনা করল। প্রত্যেকেরই বাঁ হাতে বাড়তি তীর। ইস্কান্দার হেসে উঠে আক্রমণের হুকুম দিল। "চালাও" বলে টারজনই প্রথম তীরটা ছুঁড়ল। সেটা ইস্কান্দারের পায়ে বিঁধে যাওয়ায় সে পড়ে গেল। আরও চারজন তীরবিদ্ধ হল। দুজন থেমে গেল, আর অন্য দু'জন দৈত্যের মত হুংকার দিয়ে এগিয়ে গেল। টারজনের দুটো তীর দু'জনের বুকে বিঁধল।

কোরির দিকে ফিরে টারজন বলল, "ওদের বলে দাও, ওরা যদি অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়ায়, তাহলে আমরা ওদের মারব না।"

মেয়েটি স্থানীয় ভাষায় কথাগুলির তর্জমা করে শোনালেও সুমাত্রাবাসীরা অস্ত্র ফেলে দিল না, হাতও তুলল না।

টারজন হুকুম দিল, "ধনুকে তীর বসিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল। কোন রকম বিপদের আভাষ পেলেই তীর ছুঁড়ে ওদের শেষ করে দেবে।"

জেরি বলল, "তুমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাক কোরি। একটা লড়াই বেঁধে

যেতে পারে।"

কোরি হাসল ; তার কথা শুনল না ; জেরি তখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

একটা লম্বা তীর ধনুকে বসিয়ে ইস্কান্দারের বুক লক্ষ্য করে তুলে ধরে টারজন কোরির কানে কানে কি যেন বলল।

কোরি সুমাত্রাবাসী ইস্কান্দারের উদ্দেশ্যে বলল, "ও দশ গুণবে। তার মধ্যে যদি তোমরা অস্ত্র ফেলে দিয়ে হাত তুলে না দাঁড়াও তাহলে দশ গোণা শেষ করেই ও তোমাকে শেষ করে দেবে। তারপর আমরা বাকিদের মেরে ফেলব।"

টারজন দশ গুণতে শুরু করল। পাঁচ গুণতেই ইস্কান্দার রণে ভঙ্গ দিল। দৈত্যটির ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেল। অন্যরাও নেতাকে অনুসরণ করল।

টারজন বলল, "রসেটি, ওদের অস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নাও। তোমাদের তীরগুলিও খুলে নাও।"

রসেটি প্রথমে অস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিল ; তারপর যে পাঁচজনের গায়ে তীর বিঁধেছে কিন্তু মারা যায় নি তাদের শরীর থেকে তীরগুলি খুলে নিল ; আর যারা মারা গেছে তাদের শরীর থেকেও তীরগুলি আল্‌তো হাতে খুলে নিল।

"ওদের বলে দাও কোরি, লাশগুলি নিয়ে এখান থেকে চলে যাক। আর কোনদিন যদি আমাদের বিরক্ত করতে আসে তো সব্বাইকে শেষ করে ফেলব।"

কোরি কথাগুলিকে তর্জমা করে শুনিয়ে উপসংহারে নিজের কিছু কথা যোগ করে দিল : "আমার মারফতে যে মানুষটি তোমাকে এসব কথা বলল সে কিন্তু সাধারণ মানুষ নয়। একটামাত্র ছুরি হাতে নিয়ে বাঘের পিঠে লাফিয়ে পড়ে সে বাঘটাকে মেরেছে। ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো তার কথা মতই কাজ কর।"

জেরি বলল, "এক মিনিট কোরি। ওদের জিজ্ঞাসা কর, সম্প্রতি কি কোন মার্কিন বৈমানিককে একটা বিধ্বস্ত বিমান থেকে বেরিয়ে আসতে ওরা দেখেছে ? বা সে রকম কারও কথা শুনেছে ?"

ঘাড় নেড়ে একটা নেতিবাচক জবাব দিয়ে ইস্কান্দার দলবল নিয়ে চলে গেল।

শ্রীম্প বলল, "ব্যাটাদের শেষ করে দেওয়াই ভাল ছিল। ওরাই হয়তো গিয়ে হল্‌দে ভুঁড়িওয়ালাদের আমাদের খোঁজ দেবে।"

টারজন বলল, "তোমার কথা মত চললে তো যাদের সঙ্গেই আমাদের দেখা হচ্ছে তাদের সকলকেই খুন করতে হয়।"

"তুমি দেখছি মানুষকে খুন করায় বিশ্বাস কর না।"

টারজন ঘাড় নাড়ল।

"জাপানিদেরও না?"

"সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলছে। ঘৃণায় নয়, প্রতিহিংসায় নয়, নিজের খুশিতেও নয়, যুদ্ধ যতদিন শেষ না হয় ততদিন যত পারি জাপানিদের আমি মারব। সেটা আমার কর্তব্য।"

"তুমি কি তাদেরও ঘৃণা কর না?"

টারজন হাসল। একটু পরে বলল, "যতদূর মনে পড়ে, জীবনে একবারই আমি অন্যের প্রতি ঘৃণা বোধ করেছি, প্রতিহিংসার বশে একবারই হত্যা করেছি—সে মোঙ্গার ছেলে কুলোঙ্গা। সে খুন করেছিল আমার পালিকা মা কালাকে। আমি তখন খুব ছোট, আর কালাই ছিল পৃথিবীর একমাত্র প্রাণী যে আমাকে ভালবাসত, অথবা যাকে আমি ভালবাসতাম। তখন আমি তাকে নিজের মা বলে জানতাম। সে হত্যার জন্য আমি কখনও অনুতাপ করি নি।"

সকলে যখন আলোচনায় ব্যস্ত কোরি তখন ব্যস্ত রান্নার কাজে। দরকার না থাকলেও তাকে সাহায্য করছে জেরি।

কোরি শুধাল, "তখন ডাকাত দলের কাছে মার্কিন বৈমানিকদের খোঁজ করছিলে কেন?"

"আমার বিমানের যে সব যাত্রী বেরিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের মধ্যে দু'জনের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—একজন বেতার-কর্মী ডগলাস, অপরজন ওলন্দাজ ডেভিস। অনেক খুঁজেও তাদের কোন সন্ধান মেলে নি। আমরা সকলেই তো কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম।"

"বিমানে তোমরা কতজন ছিলে?"

"এগারো—আমরা ন'জন, কর্ণেল ক্লেটন ও ফটোগ্রাফার।"

কোরি বলল, "দাঁড়াও। হিসাব করছি। এখানে তোমরা চারজন আছ, লেঃ বার্ণহামের মৃতদেহ পাওয়া গেছে, আর দু'জন নিখোঁজ—মোট হল সাত। বাকি চারজন?"

"যুদ্ধে মারা গেছে।"

"বেচারিরা!" কোরি বলল।

জেরি আপন মনেই বলতে লাগল, "যুদ্ধে যারা মারা যায় দুঃখ তারা পায় না, দুঃখ পায় তারা যারা বেঁচে থাকে—তাদের সঙ্গীরা, দেশে পরিবারের লোকেরা। কি জান, এ জগৎটা একটা নরক; এখান থেকে যারা যেতে পারে তারাই ভাগ্যবান।"

জেরির হাতে হাত রেখে কোরি বলল, "ও কথা বলো না। এ

জগতে তোমার জন্য এখনও হয় তো অনেক সুখ আছে—আমাদের সকলের জন্যই আছে।''

জেরি বলল, "তারা ছিল আমার বন্ধু ; বয়সও অল্প। জীবনের কতটুকুই বা তারা ভোগ করতে পারল। এটা ঠিক নয়। টারজন বলে, ঘৃণার ফল কখনও ভাল হয় না ; আমি জানি তার কথাই ঠিক। তবু আমি ঘৃণা করি—যে অসহায় মানুষগুলি আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে, আর আমরা যাদের লক্ষ্য করে গুলি করি তাদের ঘৃণা করি না ; ঘৃণা করি তাদের যারা এই যুদ্ধের জন্য দায়ী।"

কোরি বলল, "আমি জানি ; আমিও তাদের ঘৃণা করি। কিন্তু সব চাইতে বেশী ঘৃণা করি জাপানিদের। তোমার মত বা টারজনের মত দার্শনিক আমি নই। আমি তাদের ঘৃণা করতেই চাই।"

কোরির আগেকার কথার পুনরাবৃত্তি করেই জেরি বলল, "ও কথা বলো না। ঘৃণা করা তোমাকে সাজে না।"

"তুমি তো তোমার মাকে তাড়া করে মেরে ফেলতে দেখ নি। হলদে পশুগুলোর হাতে তোমার বাবাকে বেয়নেটে বিদ্ধ হতে দেখ নি। সে সব দেখেও যদি জাপানিদের ঘৃণা না কর তাহলে তুমি মানুষ নামের যোগ্য নও।"

"তুমি ঠিকই বলেছ।" কোরির হাতে চাপ দিয়ে জেরি বলল। "আহা, বেচারি!"

প্রায় রেগে গিয়েই কোরি বলল, "আমাকে সহানুভূতি দেখিও না। সেদিন আমি কাঁদি নি। সেই থেকে একটা দিনের জন্যও কাঁদি নি। কিন্তু তুমি সহানুভূতি দেখালে আমি কেঁদেই ফেলব।"

রাতের খাবারের আগেই একটা বড় গাছের বাকল থেকে টারজন দুটো বড় টুকরো কেটে এনেছিল। টুকরো দুটো ইঞ্চিখানেক পুরু, আর বেশ শক্ত। তার থেকে প্রায় সাড়ে ষোল ইঞ্চি ব্যাসের দুটো চাকতির মত কেটে নিল। প্রত্যেক চাকতির উপরের অংশে ছটা গর্ত করল, এবং সেগুলোর ফাঁকে পাঁচটা লম্বা উদ্গত অংশ রেখে দিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আগুনের পাশে বসে জেরি ও অন্য সবাই টারজনের কাজটাই লক্ষ্য করছিল। জেরি বলল, "ওটা কি বানাচ্ছ বলতো? দেখেতো মনে হচ্ছে পাঁচটা আঙুলওয়ালা একটা চওড়া পা।"

"ধন্যবাদ", টারজন বলল। "আমি যে এত ভাল খোদাইকর তাতো জানতাম না। এটা শত্রুর চোখে ধুলো দেবার ব্যবস্থা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জাপানিদের সঙ্গে নিয়ে বুড়ো শয়তানটা অচিরেই এসে

হাজির হবে। আদিবাসীরা পথ চলার ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, আর আমাদের পায়ের চিহ্নও ওরা ভালই চেনে। আমাদের হাতে-তৈরি চটির ছাপ ওদের পরিচিত। তাই সেগুলিকে মুছে দিতে হবে।

"প্রথমেই আমরা যে পথ ধরে যাব বলে স্থির করেছি তার পরিবর্তে অন্য একটা পথ ধরে আমরা জঙ্গলে ঢুকব, যাতে আমাদের পায়ের ছাপ দেখেই তারা বুঝতে পারে আমরা কোন্ দিকে গিয়েছি। তারপর ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ফিরে আসব যাতে ফেরার পথে মাটিতে আমাদের পায়ের কোন ছাপ না পড়ে। সঠিক যাত্রার সময় আমরা তিনজন হাঁটব পর পর এবং প্রত্যেকেই পা ফেলবে ঠিক আগের জনের পায়ের ছাপের ঠিক উপরে। কোরিকে আমি বয়ে নিয়ে যাব, কারণ একজন পুরুষ মানুষের পায়ের মাপে পা ফেলা তার পক্ষে কষ্টকর হবে। বুবোনোভিচ থাকবে সকলের শেষে, আর তার পায়ে থাকবে এই দুটো ফিতে-বাঁধা বাকলের পা। সেই পা নিয়ে সে আমাদের প্রত্যেকটি পায়ের ছাপের উপর পা ফেলবে। ফলে সেগুলি হয়ে উঠবে এক একটি হাতির পায়ের ছাপ; আর আমাদের পায়ের ছাপগুলিও উধাও হয়ে যাবে।

রসেটি চেঁচিয়ে বলল, "গীজ! হাতির পা হলেই কি এত বড় হয় নাকি?"

"এই ভারতীয় হাতিদের কথা আমি ঠিক জানি না," টারজন স্বীকার করে নিল। "তবে আফ্রিকার হাতিদের সামনের পা ঘাড়ের কাছে তার উচ্চতার অর্ধেক হয়ে থাকে। কাজেই এই সব পায়ের ছাপ থেকে মনে হবে যে হাতিটা মোটামুটি ভাবে ন ফুট উঁচু।"

পরদিন খুব সকালে ঠাণ্ডা প্রাতরাশ খেয়েই তারা বেরিয়ে পড়ল। মাইল খানেক পথ চলার পরেই বেচারি বুবোনোভিচ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথের পাশে বসে পড়ে পা দুটো খুলে পথের উপরেই ছুঁড়ে ফেলে দিল।

টারজন সে দুটোকে তুলে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল। বলল, "কাজটা খুবই শক্ত সার্জেন্ট। তুমি ছাড়া আর কেউ এ-কাজ করতে পারত না।"

হঠাৎ মাথাটা খাড়া করে সে একবার নাক টানল। পরক্ষণেই বলল, "সকলে গাছে উঠে পড়।"

"কিছু আসছে না কি?" কোরি শুধাল।

"হ্যাঁ। সার্জেন্টেরই কোন আত্মীয় হবে। একটা দাঁতাল হাতি আসছে। অবস্থা সুবিধার নয়।"

দুই হাতে দুলিয়ে সে কোরিকে একটা ঝুলে-পড়া ডালে তুলে দিল। অন্য সকলে কোন রকমে কাছাকাছি গাছে উঠে গেল। টারজন পথের উপর দাঁড়িয়েই হাসতে লাগল। লোকগুলি ক্রমেই পাকা-পোক্ত হয়ে উঠছে।

"তুমি কি নীচেই থাকবে না কি ?" জেরি জানতে চাইল।

"কিছুক্ষণ থাকব। হাতিদের আমি পছন্দ করি। তারা আমার বন্ধু। তারাও অনেকেই আমাকে পছন্দ করে।"

তবু জেরি বলল, "কিন্তু এটা তো আফ্রিকার হাতি নয়।"

"এ হয়তো টারজনের নামই শোনে নি," শ্রীম্প ফোঁড়ন কাটল।

"ভারতীয় হাতি আফ্রিকার হাতির মত অসভ্য নয়। আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই। আমার একটা থিয়োরি আছে। সেটা যদি ভুল প্রমাণিত হয় তখন গাছে উঠে যাব। সে যদি আক্রমণ করতে চায় তাহলে আমি আগেই বুঝতে পারব, কারণ সে কান খাড়া করবে, শুঁড়টা গুটিয়ে নেবে, আর ডেকে উঠবে। এবার দয়া করে আর কোন কথা বলো না, বা শব্দ করো না। হাতিটা কাছে এসে গেছে।

গাছের উপরে চারজন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। কোরি ভয় পেয়েছে—টারজনের জন্য ভয়। জেরি ভাবছে, এ ধরনের ঝুঁকি নেওয়া বোকামি। শ্রীম্প ভাবছে, এ সময় টমিগানটা সঙ্গে থাকলে ভাল হত।

হঠাৎ বিশাল বপু জন্তুটা দৃষ্টিপথে এল। তার পাশে টারজন তো বামন। কুৎকুতে চোখে টারজনের দিকে তাকিয়ে জন্তুটা থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কান দুটো ছড়িয়ে গেল, শুঁড়টা গুটিয়ে গেল। তাহলে তো সে আক্রমণই করবে।

কোরি বলে উঠল, "জলদি টারজন ! জলদি !"

তখনই টারজন কথা বলে উঠল। তার বিশ্বাস, যে ভাষায় সে কথা বলছে সেটা অধিকাংশ জন্তুই বুঝতে পারে। সে ভাষা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে। টারজন বলল, "ইয়ো টাণ্টর, ইয়ো !"

হাতিটা এ-পাশ ও-পাশ দুলতে লাগল। গলা দিয়ে কোন শব্দ করল না। কান ঝুলে পড়ল, শুঁড়টা খুলে গেল। টারজন বলল, "ইউড !"

বিশাল জন্তুটা মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল, তারপর লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে শুঁড়টা তার শরীরের উপর মেলে ধরল। পাছে পড়ে যায় এই ভয়ে কোরি গাছের ডালটা শক্ত করে চেপে ধরল।

টারজন শুঁড়টাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "আবু টাণ্ড—নালা !" হাতিটা ধীরে ধীরে হাঁটু ভেঙে বসল। শুঁড়টাকে নিজের গায়ে জড়িয়ে টারজন বলল, "নালা বেয়াৎ !" টাণ্টর তাকে তুলে নিয়ে মাথার উপর বসিয়ে দিল।

টারজন হুকুম দিল, "উংক্ !" হাতিটা দুলতে দুলতে পথ ধরে এগিয়ে চলল। গাছের উপর চারমূর্তি বিস্ময়ে রুদ্ধশ্বাস।

একটু পরেই টারজন পায়ে হেঁটে একা ফিরে এল। বলল, "এবার

এগিয়ে চলা যাক।" সকলে গাছ থেকে নেমে এল।

জেরি বিরক্ত গলায় বলল, "এ রকম ঝুঁকি নেবার কি দরকার ছিল কর্ণেল?"

টারজন বলল, "বন্যপশুদের আস্তানায় এসে বেঁচে থাকতে হলে অনেক কিছু জানা দরকার। এ দেশ আমার কাছে অপরিচিত। নিজের দেশে হাতিরা আমার বন্ধু। অনেকবার তারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমি চেয়েছিলাম এখানকার হাতিদের মেজাজ বুঝতে, আর তারা আমার কথা মত চলে কি না সেটা জানতে। এই হাতিটার সঙ্গে ভবিষ্যতে আর দেখা না হবার সম্ভাবনাই বেশী। তবু যদি আবার দেখা হয়, আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব। শত্রু-মিত্র দুজনকেই আমরা অনেক দিন মনে রাখি।"

জেরি বলল, "যা বলেছি সেজন্য আমি দুঃখিত। কি জান, তোমাকে এতটা ঝুঁকি নিতে দেখে আমরা সকলেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

টারজন বলল, "কোন রকম বিপদের ঝুঁকি আমি নেই নি। তাই বলে তোমরা কিন্তু কখনও এ কাজ করো না।"

"আমরা করলে হাতিটা কি করত?"

"সম্ভবত মাটিতে ফেলে তোমাদের উপর পা তুলে দিয়ে তোমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ দেহটাকে জঙ্গলের মধ্যে ছুঁড়ে দিত।"

কোরি শিউরে উঠল। শ্রীম্প মাথা নেড়ে বলল, "সার্কাসে হাতিদের কত মটর-ভাজা খাইয়েছি।"

বুবোনোভিচ বলল, "জু-তে যে সব বন্য প্রাণী দেখা যায় তাদের চাইতে জঙ্গলের প্রাণীগুলো অনেক বেশী বড় দেখায়।"

জেরি বলল, "আর মিউজিয়ামে খড়-ভর্তি যাদের দেখা যায় তারা?"

বুবোনোভিচ কোন জবাব দিল না।

এক সময় তারা একটা গভীর বনে প্রবেশ করল। লম্বা সব গাছ খাড়া উঠে গেছে। তাদের মাথাগুলো বড় বড় লতা, দাক্ষা ও পরগাছায় ছেয়ে থাকায় মাথার উপর একটা ঘন চাঁদোয়া তৈরি হয়েছে। নীচে আলো-আঁধারি। সূর্যের আলোর আশায় তারা নীরবে পথ চলতে লাগল।

হঠাৎ বন শেষ হয়ে দেখা দিল একটা গভীর খাদ। নীচে একটা খরস্রোতা ছোট নদী।

টারজন ভাল করে তাকাল। মানুষজনের কোন চিহ্ন নেই; কিছু হরিণ চরে বেড়াচ্ছে; গাছের ঘন ছায়ার সঙ্গে মিশে যাওয়া একটা কালো জন্তুও তার চোখে পড়ল; অন্য সকলকে সেটা দেখিয়ে বলল, "ওই জীবটি সম্পর্কে সাবধান। ট্যাণ্টরের চাইতে, এমন কি ডোয়া-কাটার

চাইতেও ওটা অনেক বেশী ভয়ংকর।"

"ওটা কি?" জেরি শুধাল।

"ওটা গণ্ডার 'বুটো।' চোখে ভাল দেখতে পায় না, কিন্তু ওর শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। সাধারণত মানুষ দেখলেও সরে পড়ে। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। অকারণেই হয়তো হঠাৎ ছুটে আসবে ঘোড়ার মত বেগে, আর নাগালের মধ্যে পেলেই তোমাকে গেঁথে ফেলবে।"

সকলেই খাদের নীচে নেমে গেল।

টারজন বলল, "তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর; কোন রকম শব্দ করো না, বা হরিণ ধরার চেষ্টাও করো না। এখানে থাকলে "বুটো" তোমাদের গন্ধ পাবে না। আমি ঝোপটার আড়াল দিয়ে চলে যাব। আমি নদীর ধারে পৌঁছলে তখন তোমরা এসে আমার সঙ্গে যোগ দিও। বুটো যেখানে আছে সেখান থেকে পথটার দূরত্ব শ' খানেক গজ। বুটো যদি তোমাদের গন্ধ পেয়ে বা শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলেও তোমাদের দিকে এগিয়ে আসার আগে কদাপি দৌড়বে না।"

টারজন চলে গেল। বাকিরা পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখতে পেল, টারজনের হাতের ছুরিটা ঝলসে উঠে তীরগতিতে নীচের ঘাসের মধ্যে নেমে গেল।

জেরি বলল, "কাম ফতে। এবার এগিয়ে চল।"

শ্রীম্প চেঁচিয়ে বলল, "গীজ! ওদিকে দেখ!"

সকলে তাকাল। "বুটো" উঠে দাঁড়িয়ে কুৎকুতে চোখ মেলে তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে। কান পেতে কি যেন শুনছে; বাতাসে গন্ধ শুঁকছে।

জেরি ফিস্ ফিস্ করে বলল, "নড়াচড়া করো না।"

শ্রীম্প বলল, "কাছাকাছি কোন গাছও তো নেই।"

জেরি পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে বলল, "ছুটো না। কাউকে ছুটতে দেখলেই ও তেড়ে আসবে।"

বুবোনোভিচ বলল, "ওই তো আসছে।" গণ্ডারটা তাদের দিকেই হাঁটছে। তার আর কোরির মাঝখানে থেকে তিনজন সতর্ক ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল। পরিস্থিতি সংকটজনক। বুটো আক্রমণ করলেই কেউ না কেউ আহত হবে; মারাও যেতে পারে।

ছোট লেজটাকে তুলে মাথাটা নীচু করে গণ্ডারটা ছুটতে শুরু করল। হঠাৎ আরও জোর। জেরি বলল, "হয়েছে!"

ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীম্প একলাফে দল থেকে বেরিয়ে কোণাকুনি ছুটে গেল আক্রমণোদ্যত জন্তুটার দিকে। বুটোও হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে এগোতে লাগল। শ্রীম্প প্রাণপণে ছুটতে লাগল; কিন্তু ঘোড়ার

মত দ্রুতগতিতে তো সে ছুটতে পারে না।

আতংকিত চোখে বাকিরা তাকিয়ে রইল। আতংকিত ও অসহায়। তখনই তাদের চোখ পড়ল টারজনের উপর। সে ছুটছে মানুষ ও পশুটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে কী করতে পারবে? টন টন ওজনের অসভ্য মাংস ও হাড়ের বিরুদ্ধে এই দুটি ছোট মানুষের শক্তি কতটুকু?

গণ্ডারটা শ্রীম্পকে প্রায় ধরে ফেলেছে। টারজন তখন কয়েক গজ মাত্র দূরে। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে শ্রীম্প পড়ে গেল। কোরি দুই হাতে মুখ ঢাকল। মুহূর্তমাত্র নিশ্চল অবস্থায় কাটিয়ে জেরি ও বুবোনোভিচও ছুট দিল নিশ্চিত দুর্ঘটনাকে লক্ষ্য করে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কোরি চোখের উপর থেকে হাত দুটি সরিয়ে নিল। গণ্ডারের উদ্যত মাথাটা সবেগে নেমে গেল মাটিতে পড়ে-থাকা লোকটির দিকে। টারজনও ঠিক সেই মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে বাতাসে একটা পাক খেয়ে গণ্ডারের পিঠে চেপে বসল। জন্তুটাও পিঠে চড়াও হওয়া মানুষটাকে ফেলে দেবার চেষ্টায় একলাফে শ্রীম্পকে পার হয়ে গেল। টারজনের হাতের উদ্যত ছুরি সবেগে বিঁধে গেল গণ্ডারটার মাথার ঠিক নীচে। সেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল, মুহূর্তকাল পরেই তার মৃত্যু হল।

সকলে ছুটে এসে মরা গণ্ডারটাকে ঘিরে দাঁড়াল।

টারজন শ্রীম্পের দিকে ফিরে বলল, "সার্জেন্ট, আজ পর্যন্ত যত সাহসিকতার কাজ আমি দেখিয়েছি এটা তার অন্যতম।"

বুবোনোভিচ সগর্বে বলল, "শ্রীম্প অকারণে এতগুলো মেডেল পায় নি।"

এবার তাদের মাংসের অভাব মিটল—বেশ ভালভাবেই মিটল। একটা হরিণ ও একটা গণ্ডার—পাঁচজনের পক্ষে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত। হরিণের খানিকটা ভাল মাংস আর গণ্ডারের কুঁজটা কেটে নিয়ে টারজন কিছুটা দূরে নদীর ধারে গিয়ে বসল। সেখানে একটা গর্ত করে একটা ধুনি জ্বালাল। অন্য একটা ধুনিতে বাকি সকলে হরিণের মাংস ঝলসাতে বসে গেল। গণ্ডারের মাংসটাকে চামড়া শুদ্ধ আগুনের উপর ফেলে রেখে হরিণের মাংসটাকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে টারজন কাঁচাই খেতে সুরু করল।

বেশ কিছু সময় পরে আগুনে পোড়ানো গণ্ডারের কুঁজটাকে টেনে বের করে এনে টুকরো টুকরো করে কেটে টারজন সকলের মধ্যে সেটা ভাগ করে দিল। আর কী আশ্চর্য, সকলেই বেশ মৌজ করে সেটা খেতে লাগল। স্বাদ ও গন্ধ দুইই তো বেশ ভাল।

তারা যখন খাওয়ায় ব্যস্ত তখন নদীর ওপারের ঝোপের আড়াল থেকে

দুটো চোখ তাদের উপর লক্ষ্য রেখেছিল। কয়েক মিনিট পরেই চোখ দুটো জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গণ্ডারের দেহটাকে ঘিরে বুনো কুকুরগুলো অনেক রাত পর্যন্ত ঝগড়া করল। ভোরের দিকে একটা বাঘ এসে তাড়িয়ে দিল। বাঘটা কতক্ষণে চলে যাবে তারই জন্য কুকুরগুলো একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগল।

দেশে দেশে যেখানে শত্রু আছে সেখানেই পঞ্চম বাহিনী গজিয়ে ওঠে। সুমাত্রাতেও পঞ্চম বাহিনী গজিয়ে উঠেছে। আমাত তাদেরই একজন। এই নীচ লোকটি জাপানি সৈন্য দেখলেই সেলাম ঠোকে, তার অনুগ্রহ-ভাজন হতে চেষ্টা করে।

নদীর ধারে পাঁচটি সাদা মানুষকে ছাউনি ফেলতে দেখেই আসন্ন ভোজের আশায় জিভটা চাটতে চাটতে সে দ্রুত পায়ে গ্রামে ফিরে গেল। একদল জাপানি সৈন্য সেখানে অস্থায়ী ঘাঁটি পেতেছে।

লোকটি দ্রুত ছুটছে। তার একটি কারণ শত্রুপক্ষকে খবরটা জানাবার তাড়া। দ্বিতীয় কারণ ভয়; বেলা শেষ হয়ে এসেছে। গ্রামে পৌছবার আগেই অন্ধকার নেমে আসবে। আর অন্ধকারেই বনের রাজা চলাফেরা শুরু করে দেয়।

বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে থাকতেই সত্যি সত্যি অন্ধকার নেমে এল। যা সে ভয় করেছিল তাই ঘটল। পথের সামনেই দেখা দিল বনের রাজার বীভৎস মুখ। নির্জন বনপথে মাত্র কয়েক গজ দূরে একটা জলজ্যান্ত বাঘের মুখ—এর চাইতে ভয়ংকর দৃশ্য আর কী হতে পারে।

বাঘটা লাফ দিল। আমাতও আর্তনাদ করে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। বাঘটাও লাফ দিল, কিন্তু আমাতের নাগাল পেল না। ঘর্মাক্ত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে আমাত আরও উঁচুতে উঠে গেল। আপাতত, সকাল পর্যন্ত সেখানেই সে কাঁপতে থাকুক।

পরদিন দিনের আলো ফুটতেই পাহাড়ের উৎরাই ধরে সকলে হাঁটতে শুরু করল।

শ্রীম্প বলে উঠল, "গীজ! কী দেশরে বাবা! হয় হামাগুড়ি দিয়ে গর্তে নামো, নয় তো গর্ত থেকে ওঠ। এ দেশটা বানাবার সময় ঈশ্বর বোধ হয় শিক্ষানবিশী করছিল।"

বুবোনোভিচ বলল, "আর শিক্ষানবিশী শেষ করে বোধ হয় বানিয়েছিল শিকাগো শহর।"

"কী বক্ বক্ করছ। আরে বাবা, শি-তো ঈশ্বরের হাতেই তৈরি। গীজ! আহা, সে দেশে যদি এখন থাকতে পারতাম।"

বুবোনোভিচ বলল, "একবার সামনে তাকাও। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার চোখও কি তোমার নেই?"

"সৌন্দর্য দেখার চোখ তো আছেই, কিন্তু পা নেই। পা দুটোই তো তৈরি হয়েছিল বিমান বাহিনীর জন্য, চড়াইতে হাঁটার জন্য নয়।"

এদিকে ছোট দলটা চলেছে বনের পথ ধরে, আর ওদিকে আমাত রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে গ্রামের দিকে; খবরটা জানাবার উত্তেজনায় তার বুকের ভিতরটা কাঁপছে। উত্তেজনাবশে একটি জাপানি সৈনিককে সেলাম ঠুকতে ভুলে গিয়ে তার হাতে খেল একটা থাপ্পর। অবশ্য পরে লেঃ কুমাজিরো তাদার সঙ্গে দেখা হতে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাতে ভুলল না।

হরবর করে তাকে কী যে বিবরণ দিল তার কিছুই বুঝতে না পেরে তাদা রেগে গিয়ে আমাতের কোমরে এক লাথি বসিয়ে দিল। আমাত আর্তনাদ করে পেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। এক টানে তাদা তলোয়ার বের করল। অনেকদিন কারও মাথা কাটা হয় নি, প্রাতরাশের আগেই আমাতের মাথাটা কেটে ফেলার ভারী শখ হল।

একজন সার্জেন্ট আমাতের কথাগুলি শুনতে পেয়েছিল; সে স্থানীয় ভাষাও জানত। সে এসে সেলাম জানিয়ে আমাতের বক্তব্যটা ভাল করে বুঝিয়ে বলায় তাদা আপাতত শান্ত হল; তলোয়ারটা আবার খাপে ভরল।

বনের মধ্যে মাইল দুই হাঁটার পরে টারজন দাঁড়িয়ে পড়ল। জায়গাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, "একটি মানুষ বাঘের তাড়া খেয়ে এইখানে গাছে চড়েছিল, আর আলো ফুটতেই কিছুক্ষণ আগে নেমেছিল। দেখছ না, বাঘের থাবায় লোকটার পায়ের ছাপ মুছে গেছে। আর এইখানে সে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে গন্তব্যস্থানের দিকে চলে গেছে।"

চলতে চলতে এক জায়গায় পথটা দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। টারজন আবার সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা দিকে চলে গেছে সেই লোকটি। অপর পথে বেশ কিছু লোকের কয়েক দিন আগেকার পায়ের ছাপ দেখে বলল, "তারা এদেশী লোক নয়, জাপানিও নয়। পায়ের ছাপগুলো বেশ বড় বড়। জেরি, তোমরা ওই পথটা ধরে এগিয়ে যাও। আমি এই পথটা একটু দেখে আসি। তারা ওলন্দাজ গোরিলাও হতে পারে। তাহলে তো আমাদের পক্ষে খুবই ভাল হয়।"

কথা শেষ করেই টারজন একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। সে দৃষ্টির আড়াল হতেই বুবোনোভিচ বলল, "কোথাও যেতে লোকটি দেখছি শক্ত পথটাই বেছে নেয়।"

কোরি বলল, "কেমন সুন্দরভাবে নিঃশব্দে সে পথ চলে। আমরা সকলেই যদি ওটা পারতাম তাহলে কী ভালই হত।"

সকলে ধীর পায়ে আমাতের গ্রামের দিকেই এগিয়ে চলল। আগে

বুবোনোভিচ, তার পিছনে রসেটি। জেরি ও কোরি চলেছে কয়েক গজ পিছনে। মোকাসিনের ফিতেটা বাঁধতে কোরি একটু থামল; জেরিও তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আঁকাবাঁকা পথের মোড়ে বাকি দুজন অদৃশ্য হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে কোরি বলল, "টারজন না থাকলে কেমন যেন অসহায় লাগে। তোমার লাগে না?...না, না, তোমার, বুবোনোভিচ, বা রসেটির উপরও আমার পুরো ভরসা আছে, তবু—"

জেরি হেসে বলল, "এতো কিন্তু-কিন্তু করার কিছু নেই। আমারও তাই মনে হয়। কি জান, এখানে আমাদের সকলের অবস্থাই ডাঙায় মাছের মত। কিন্তু টারজনের বেলায় তা নয়। এখানেই তাকে ভাল মানায়। সে না থাকলে আমাদের কি যে হত।"

"এই জঙ্গলে আমাদের অবস্থা হত মায়ের কোল ছাড়া ছোট শিশুর মত—"

হঠাৎ কান খাড়া করে জেরি বলে উঠল, "শুনতে পাচ্ছ!" বিচিত্র ভাষায় কর্কশ চেঁচামেচি। "জাপানি!" সে চেঁচিয়ে বলল। সেই দিকে ছুটে যাবার উদ্যোগ করেও সে থেমে গেল। কোন্ দিক সে রক্ষা করবে? দুই সহকর্মীকে, না এই মেয়েটিকে? দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সে সিদ্ধহস্ত। কোরির হাতটা চেপে ধরে তাকে টানতে টানতে পথের পাশের ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। খানিকটা গিয়ে একটা ঝোপের নীচে এমন ভাবে শুয়ে পড়ল যে তাদের খোঁজে কেউ এক ফুট দূর দিয়ে চলে গেলেও তাদের দুজনকে দেখতে পাবে না।

একডজন সৈনিক বুবোনোভিচ ও রসেটিকে আচমকা আক্রমণ করে বেঁধে ফেলল। আত্মরক্ষার কোন সুযোগই তারা পেল না। জাপানিরা তাদের চড়-চাপড় মারল, বেয়নেট দিয়ে খোঁচা দিল। এমন সময় লেঃ তাদা তাদের কাছে ডাকল। তাদা ইংরেজি ভাষা বলতে পারে। ও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইউজেন-এর একটা হোটেলে কাপ-ডিস ধোয়ার কাজ করত। দেখামাত্রই সে তাদের আমেরিকান বলে চিনতে পারল। তার প্রশ্নের জবাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাম, পদবি ও ক্রমিক সংখ্যা জানিয়ে দিল।

"যে বিমানটিকে আমরা গুলি করে নামিয়েছি তোমরা সেটাতেই ছিলে?" তাদা প্রশ্ন করল।

"যা কিছু বলা সম্ভব সবই বলেছি।"

জাপানি ভাষায় তাদা একটি সৈনিককে কি যেন বলল। লোকটি এগিয়ে গিয়ে বুবোনোভিচের পেটে বেয়নেটটা ঠেকাল। তাদা বলল, "এবার আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?"

বুবোনোভিচ বলল, "আশা করি যুদ্ধ-বন্দীদের প্রতি আচরণের বিধিগুলি তোমার জানা আছে। অবশ্য তোমার পক্ষে সে সব জানা আর না জানা দুইই সমান। যাই হোক, তোমার আর কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।"

"তুমি একটি মহামূর্খ," বলে তাদা রসেটির দিকে ঘুরে বলল, "আর তুমি? তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দেবে তো?"

রসেটি জবাব দিল, "বলার তো কিছু নেই।"

"তোমাদের দলে পাঁচজন ছিল—চারটি পুরুষ ও একটি মেয়ে। বাকি তিনজন কোথায়? মেয়েটিই বা কোথায়?"

আমাদের দলে ক'জন ছিল তা তো দেখতেই পাচ্ছ। আমাদের কি পাঁচজন বলে মনে হয়? না কি তুমি গুণতেই জান না? আমাদের দু'জনকে দেখে কি সুন্দরী বলে মনে হয়? না, দেখছি তোমার মাথাটি কেউ খেয়েছে তোজো।"

তাদা বলল, "ও. কে.। কাল সকাল পর্যন্ত ভাববার সময় দিলাম। কাল সকালে হয় আমার প্রশ্নের জবাব দেবে, আর না হয় তোমাদের দুজনেরই মাথা কাটা যাবে।" তাদা কোমরে ঝোলানো অফিসারদের লম্বা তলোয়ারে হাত রাখল।

দু'জনকে দলের অন্য লোকদের খোঁজে পাঠিয়ে বাকি সৈন্যদের নিয়ে তাদা বন্দীদ্বয়সহ আমাতের গ্রামের দিকে যাত্রা করল।

জেরি ও কোরি ঝোপের নীচে শুয়ে সব কথাই শুনল। দলটা যে-দিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই তাদের চলে যাবার শব্দ তারা শুনতে পেল, কিন্তু দু'জনকে যে তাদের খোঁজেই পাঠানো হয়েছে সেটা জানতে পারল না। আর ধরা পড়ার ভয় নেই ভেবে ঝোপের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে তারা আবার পথে পা বাড়াল।

জেরি অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

"আমি একটা বাজে লোক। ওদের দু'জনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালাম। কিন্তু তোমাকে এই বিপদের মুখে একা ফেলে আমি যে যেতে পারি নি কোরি।"

কোরি বলল, "আমি না থাকলেও তুমি যা করেছ সেটা করাই ঠিক হত। ওদের সঙ্গে তুমিও যদি বন্দী হতে, তাহলেই বা ওদের জন্য কি করতে পারতে? এখন হয়তো তুমি, টারজন, আমি—তিনজনে মিলে ওদের জন্য কিছু করতে পারব।"

"ওভাবে কথাটা বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবু আমি—" সে

কথা থামিয়ে কান পাতল। "কে যেন আসছে", বলে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে আবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

কথাবার্তাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসতে কোরি চুপি চুপি বলল, "জাপানিরা।" তূণ থেকে কয়েকটা তীর তুলে নিয়ে একটাকে ধনুকে বসাল। জেরি মুচকি হেসে তাকে অনুসরণ করল।

একটু পরেই দুটি জাপানি সৈন্য আলস্য ভরে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল। রাইফেল দুটো ঝুলছে তাদের পিঠের উপর।

জেরির আরও কাছে মাথাটা নিয়ে কেরি চুপি চুপি বলল, "আমি বাঁদিককার লোকটিকে তাক করছি, তুমি অন্যটিকে নাও।" জেরি মাথা নেড়ে ধনুক তুলল। বলল, "ওদের বিশ ফুটের মধ্যে আসতে দাও। তারপর আমি 'এবার' বলতেই দুজন একসঙ্গে তীর ছুঁড়ব।"

তারা অপেক্ষা করতে লাগল। আপন মনে বক্‌বক্ করতে করতে জাপানিরা এগিয়ে এল।

"বাঁদরের কিচির-মিচির", জেরি বলল।

"স-শ্!" মেয়েটি তাকে সাবধান করে দিল। ধনুকটা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়েছে। তীরের পালকটা তার ডান কানকে ছুঁয়েছে। বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে জেরি ভাবল, সুমাত্রার জোয়ান!

জাপানিরা মৃত্যু-নিশানার মধ্যে এসে গেল। জেরি বলল, "এবার!" শা করে দুটো তীর ছুটে গেল। লক্ষ্যভেদ হল। কোরির তীরটা বিঁধল বুকে। জেরির নিশানা ততটা সঠিক হল না। তীরটা বিঁধল গলায়।

জেরি এক লাফে পথে নামল। আহত জাপানিটা তার রাইফেলটা খুলতে চেষ্টা করছে। তার থুতনিতে জেরি প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসাল। লোকটা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জেরি খোলা ছুরিটা দু'দু'বার বসিয়ে দিল তার বুকে। লোকটা বার দুই হেঁচকি তুলেই নিথর হয়ে গেল।

অপর জাপানির দেহ থেকে কোরি তার রাইফেলটা খুলে নিল। পর পর তিনবার বেয়নেটটাকে ঢুকিয়ে দিল তার মৃতদেহের বুকে। জেরির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, এইভাবে আমার বাবাকে ওরা খুন করেছিল। আজ আমি তৃপ্ত। আহা, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকত!"

"তুমি সত্যি চমৎকার'" জেরি বলল।

মৃত জাপানিদের রাইফেল, বেল্ট ও গুলি সবই তারা নিয়ে নিল। দু'জন মিলে লাশ দুটোকে টেনে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিল।

জেরি বলল, "তোমার কাছে আজকের দিনটা স্মরণীয়। যাকে মারতে চেয়েছিলে সেই মানুষকে তুমি মেরেছ।"

কোরি বাধা দিয়ে বলল "মানুষকে নয়, আমি মেরেছি একটা জাপানিকে।"

"ক্রুদ্ধা জুনোর শ্রান্তিহীন ঘৃণা", জেরি আবৃত্তি করল।

কোরি বলল, "তুমি কি মনে কর যে কোন নারীর মনে ঘৃণা থাকা উচিত নয়? যে মেয়ে ঘৃণা করে তাকে বোধহয় তোমার ভাল লাগে না।"

শান্ত গম্ভীর গলায় জেরি বলল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে।"

"আমারও তোমাকে ভাল লেগেছে জেরি। তুমি এত ভাল, তোমরা সকলেই এত ভাল। তোমরা আমাকে বুঝতেই দাও নি যে আমি একটি মেয়ে, পুরুষদের মধ্যে একজন পুরুষরূপেই আমাকে দেখেছ।"

জেরি বলে উঠল, "ঈশ্বর যেন তা না করেন।" দু'জনই হেসে উঠল।

"পৃথিবীর সব জাপানিকে খুন করার পরে আমি আর কখনও কাউকে ঘৃণা করব না জেরি।"

জেরি চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

পথের উপরকার গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে টারজন হঠাৎ থেমে গেল, জমাট বরফের মত নিশ্চল হয়ে গেল। তার ঠিক আগেই গাছের ডালের উপর লতাপাতা বিছানো মঞ্চের উপর বসে আছে একটি লোক। তার মুখময় ঘন দাড়ি-গোঁফ, সঙ্গে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র। লোকটি শ্বেতকায়। নিশ্চয়ই সে কোন শত্রুর গমনাগমনের উপর লক্ষ্য রেখেছে।

পথ থেকে সরে গিয়ে টারজন একটা ঘুর-পথে শান্ত্রীটিকে এড়িয়ে পিছনের দিকে চলে গেল। সেখানে একটা ছোট পাহাড়ি উপত্যকার এক প্রান্তে দেখতে পেল একটা নোংরা, পুরোনো ছাউনি। জনা বিশেক লোক গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে। একটা বোতল তাদের হাত থেকে হাতে, মুখ থেকে মুখে ঘুরছে। একদল নারীও আছে তাদের দলে। তাদের অনেককেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে। মাত্র একজন ছাড়া পুরুষদের সকলেরই মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। সে একটি যুবক। তাদের সঙ্গে বসে সেও মাঝে মাঝে বোতলে চুমুক দিচ্ছে। পুরুষদের সকলের সঙ্গেই আছে পিস্তল ও ছুরি; হাতের কাছেই একটা করে রাইফেল। দলটা সুবিধার নয়।

টারজন স্থির করল, এদের সঙ্গ যত এড়ানো যায় ততই মঙ্গল। হঠাৎ যে ডালে সে বসেছিল সেটা ভেঙে পড়ল। টারজন শ' খানেক ফুট নীচে মাটিতে পড়ে গেল। মাথায় চোট লেগে সে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখল সে একটা গাছের নীচে শুয়ে আছে। হাত-পা বাঁধা। তাকে ঘিরে অনেক পুরুষ ও নারী বসে আছে, নয়তো দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে তাদের একজন ওলন্দাজ ভাষায় কি যেন বলল। টারজন তার কথা বুঝল, কিন্তু না বোঝার ভান করে মাথা নাড়ল।

আর একজন ফরাসী ভাষায় কথা বলল। টারজন এবারও মাথা নাড়ল। যুবকটি ইংরেজীতে কিছু বলল। টারজন এবারও না বোঝার ভান করে জাঞ্জিবার ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মুসলমান বাণ্টুদের ভাষা স্বাহিলিতে কথা বলল। সে তো জানে, এ ভাষা ওরা কেউ বুঝতে পারবে না।

একজন বলল, "জাপানি ভাষা বলে মনে হচ্ছে।"

আর একজন বলল, "চীনাও হতে পারে।"

একজন বলল, "অসভ্য মানুষও হতে পারে। শরীরে কোন পোশাক নেই, কেবল তীর-ধনুক সম্বল। বাঁদরের মতই একটা গাছ থেকে নেমে এসেছে।"

"কোন গুপ্তচরও হতে পারে।"

"যে কোন সভ্য ভাষাই জানে না সে আবার কেমন গুপ্তচর ?"

যাই হোক, তাকে নিয়ে আর বেশীক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে লোকগুলি গাছতলার দিকে চলে গেল নতুন করে গলা ভেজাতে। রয়ে গেল শুধু সেই যুবকটি। সকলে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেলে যুবকটি নীচু গলায় ইংরেজিতে বলল, "আমার নিশ্চিত ধারণা তুমি হয় আমেরিকান, না হয় ইংরেজ। সম্ভবত কিছুদিন আগে যে বোমারুটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে তুমি সেই দলের একজন আমেরিকান। তা যদি হয় তো আমাকে বিশ্বাস করতে পার। আমি নিজেও ওদের হাতে একজন বন্দী। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলেছ এটা যেন ওরা দেখতে না পায়। যদি মনে কর যে আমাকে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে কোন সংকেতের সাহায্যে জানিয়ে দাও যে তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।

"একদল নরঘাতক ডাকাতের হাতে তুমি পড়েছ। দু'একজন ছাড়া তারা সকলেই জেল-ফেরৎ আসামী; জাপানিরা এ দ্বীপ আক্রমণ করার পরেই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। দলের অধিকাংশ নারীও জেল-ফেরৎ আসামী। আর কিছু এসেছে সমাজের একেবারে নীচুতলা থেকে।

"জাপানিরা দ্বীপটা দখল করার পরেই এই লোকগুলো পাহাড়ে পালিয়ে এসেছে। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্যের কোন চেষ্টাই তারা করে নি। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই তারা ব্যস্ত। আমার সেনাদল আত্মসমর্পণ করার পরে আমি কোন রকমে পালিয়ে যাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সত্যিকারের গেরিলা দল ভেবে তাদের সঙ্গে যোগ দেই। আমার সব কথা জেনে তারা হয় তো আমাকে মেরেই ফেলত; কিন্তু তাদের দলে আমার দুজন পুরনো বন্ধু থাকায় তাদের চেষ্টায় আমি বেঁচে যাই। কিন্তু তারা আমাকে মোটেই বিশ্বাস করে না।

"কি জান, এই পাহাড়ে অনেক দেশভক্ত গেরিলাও আত্মগোপন করে আছে। তারা জাপানিদের মত এই দেশদ্রোহীদের পেলেও খুন করে ফেলবে।

তাদের ভয়, আমি হয় তো গোরিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ধরিয়ে দেব।

"আসল কথা হল, তারা তোমাকেও জাপানিদের হাতে তুলে দেবে। তুমি যখন অজ্ঞান হয়ে ছিলে তখনই তারা এটা স্থির করেছে। তোমাকে হাতে পেলে জাপানিরা ভাল দামই দেবে।"

টারজন ভাবল, তার ভাগ্য যখন স্থির হয়েই গেছে তখন আর এই যুবকটিকে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে কি হবে। তাছাড়া, যুবকটিকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে; তাকে বিশ্বাসও করা যায়।

বলল, "আমি একজন ইংরেজ।"

যুবকটি মুচকি হাসল। "আমাকে বিশ্বাস করার জন্য ধন্যবাদ। আমার নাম টাক ভ্যান ডের বস। আমি একজন রিজার্ভ অফিসার।"

"আমার নাম ক্লেটন। তুমি এই লোকগুলোর হাত থেকে পালাতে চাও?"

"চাই। কিন্তু কোথায় যাব? সেই তো জাপানিদের হাতেই গিয়ে পড়ব, নয় তো বাঘের পেটে। আমাদের গোরিলাদের কোন খোঁজ যদি জানতাম তাহলে নিশ্চয় পালাবার ঝুঁকি নিতাম। কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না।"

টারজন বলল, "আমার দলে আছে পাঁচজন। আমরা চেষ্টা করছি এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছতে। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একটা জাহাজ ভাড়া করে একদিন অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে পারব।"

ভ্যান ডের বস বলল, "আশাটা বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে যাত্রা করবার নিকটতম জায়গাটি বারো শ' মাইল, আর এখান থেকে দক্ষিণ উপকূলও পাঁচশ' মাইল।"

টারজন বলল, "তা জানি, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে। আমরা সকলেই একমত হয়েছি যে তাড়া-খাওয়া একপাল খরগোসের মত এখানে বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার চাইতে শেষ চেষ্টা করে মরাও ভাল।"

ভ্যান ডের বস কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মাথা তুলে বলল, "তোমার কথাই ঠিক। আমিও আছি তোমাদের সঙ্গে। সাধ্যে যতটা কুলোয় তা আমি করব।"

টারজন শুধাল, "রাতের বেলা ওরা কি তোমার উপর খুব কড়া নজর রাখে?"

"তারা আমাকে মোটেই পাহারা দেয় না। এটা বাঘের দেশ। সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি?"

"ভেবেছি। কিন্তু সে ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে।"

যত্র-তত্র চড়-থাপ্পড়, পাছায় বেয়নেটের খোঁচা, গায়ে থুথু—সব কিছু সয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে রসেটি ও বুবোনোভিচ এক সময় একটা আদিবাসী

গ্রামে পৌঁছে গেল। সেখানে জনৈক আদিবাসীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ঘরের কোণে দুজনকে ঠেলে দিল।

সারা রাত ঘুম হল না। হাত-পায়ের বাঁধন শরীরে কেটে বসে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। না খাদ্য, না পানীয়। রাতটা যেন অন্তহীন। তবু এক সময় রাত শেষ হল।

ঘরের মই বেয়ে কারা যেন উঠে আসছে। ঘরে ঢুকল দুটি সৈনিক। হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দুজনকে টেনে তুলল। দুজনই টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল। হো-হো করে হাসতে হাসতে সৈনিকরা তাদের মাথায় ও পেটে লাথি মারতে লাগল। তারপর টানতে টানতে মইয়ের মাথায় নিয়ে ছেড়ে দিল। গড়াতে গড়াতে দুজন মাটিতে পড়ে গেল।

তাদা এসে তাদের পরীক্ষা করে শুধাল, "আমার প্রশ্নের জবাব দিতে তোমরা রাজী?"

"না", বুবোনোভিচ জবাব দিল।

"উঠে দাঁড়াও", জাপানির হুকুম।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে দুজন উঠে দাঁড়াল। তাদের নিয়ে যাওয়া হল গ্রামের মাঝখানে। সৈনিক ও আদিবাসীরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। খোলা তলোয়ার হাতে তাদা এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। তার হুকুমে দুজনকে নতজানু করানো হল। তাদের মাথা দুটি এগিয়ে দেওয়া হল। তাদার হাতের তলোয়ার ঝলসে উঠল।

জেরি ও কোরি স্থির করল, তারা যেখানে আছে সেখানেই টারজনের জন্য অপেক্ষা করবে। ভেবেছিল, সে শীঘ্রই ফিরে আসবে। অধিকন্তর নিরাপত্তার জন্য তারা একটা গাছে চড়ে বসল। ক্রমেই রসেটি ও বুবোনোভিচের জন্য তাদের দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। রাত আর শেষ হয় না। টারজনেরও দেখা নেই।

জেরি বলল, "মনে হচ্ছে সে আর আসবে না। একটা কিছু ঘটেছে। যাই হোক, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। রসেটি ও বুবোনোভিচের খোঁজ করতেই হবে। তাহলে টারজন ফিরে এলে আমরা অন্তত জানতে পারব তারা কোথায় আছে, আর সকলে মিলে তাদের উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করতে পারব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। গাছের নীচ অপেক্ষা উপরেই তুমি বেশী নিরাপদ।"

"ধর, তুমি যদি ফিরে আসতে না পার?"

"আমি জানি না কোরি। আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, আশা করি তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তারা দুজন জাপানিদের হাতে বন্দী হয়েছে,

আর জাপানিরা বন্দীদের প্রতি কি ব্যবহার করে তা তো আমরা জানি, এখানে তুমি তো মুক্ত, সশস্ত্র।"

"সিদ্ধান্ত তুমি ঠিকই নিয়েছ, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

"মোটেই না", জেরি বলল। "যেখানে আছ ঠিক সেখানেই থাক।"

"হুকুম না কি?"

"হ্যাঁ।"

কোরির মুখে বুঝি হাসির রেখা দেখা দিল। "দেখ ক্যাপ্টেন, জাহাজে তুমি যখন হুকুম কর তখন একজন জেনারেলও সে হুকুম মানতে বাধ্য। কিন্তু তুমি তো এ গাছটার ক্যাপ্টেন নও। এখানে আমরা দুজনই সমান।"

কোরি গাছ বেয়ে নীচে নেমে এল। জেরিও গাছ থেকে নেমে বলল, "তোমারই জিত। মেয়ে মানুষের উপর যে সর্দারি ফলানো যায় না সেটা আমার বোঝা উচিত ছিল।"

দুজন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝেই তাদের হাতে হাত ছুঁয়ে গেল। একবার কোরি কাদার মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল, জেরি তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরে ফেলল। মনে মনে বলল, তুমি গাড্ডায় পড়ে গেছ জেরি, গভীর গাড্ডায়।

ঘন অন্ধকারে দুজন অনেক কষ্টে এগোতে লাগল। গল্প করতে করতে এক সময় কোরি শুধাল, "ওক্লাহোমা কি খুব সুন্দর?"

"ইউনিয়নের সব চাইতে সুন্দর শহর।" জেরি বলল।

গায়ের চাদর সরিয়ে নতুন দিন রাতের বিছানা থেকে উঠে এল। অচিরেই সকলে জেগে উঠবে। নিরক্ষবৃত্তীয় অঞ্চলে দিন খুব তাড়াতাড়ি হয়।

কোরি বলল, "বাঁচা গেল। রাত যেন আর কাটতে চায় না।"

"হুসিয়ার! ওই দেখ।" জেরি তাড়াতাড়ি রাইফেলটা তুলে ধরল। তাদের ঠিক সামনে একটা বাঘ।

"গুলি করো না!" কোরি সাবধান করে দিল।

"ওটা যদি গোলমাল না করে তো আমিও জাপানিদের এই '২৫ রাইফেল ব্যবহার করব না।"

বাঘটা কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে এক লাফে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কোরি বলল, "আমার হাঁটু কাঁপছে। একটু বসলে হত।"

জেরি বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও। শুনতে পাচ্ছ? মানুষের গলা না?"

"হ্যাঁ; আর সামান্য আগেই।"

সাবধানে এগিয়ে একটা ছোট উপত্যকার মুখে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। শ'খানেক গজ দূরেই একটা ছোট গ্রাম। সেখানে আদিবাসী ও জাপানি

সৈনিকদের দেখা যাচ্ছে।

"আমাদের ছেলে দুটো নিশ্চয় ওখানেই আছে" জেরি বলল।

কোরি ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ওই তো তারা। হায় ঈশ্বর! লোকটা যে ওদের খুন করবে!"

তাদার হাতের তলোয়ার উদ্যত হতেই জেরির রাইফেল থেকে আগুন ছুটল; লেঃ কুমাজিরো তাদা ছিটকে পড়ল তাদেরই পায়ের কাছে এইমাত্র যাদের মারতে সে তলোয়ার তুলেছিল। একটা জাপানি সৈনিক বন্দীদের দিকে ছুটে যেতেই কোরির গুলিতে তারও ভবলীলা সাঙ্গ হল। দুজনের অবিরাম গুলিবর্ষণে একের পর এক সৈনিকরা ধরাশায়ী হল; গাটা গ্রাম আতংকে অভিভূত হয়ে পড়ল।

প্রথম গুলির শব্দেই টারজন ছুটে এসে তাদের পাশে দাঁড়াল। এক-মুহূর্ত পরে এসে যোগ দিল ভ্যান ডের বস। যোগ হল আর একটা রাইফেল ও পিস্তল। পিস্তলটা টারজনের হাতে।

সুযোগ বুঝে বুবোনোভিচ ও রসেটি মৃত সৈনিকদের রাইফেল ও গুলি হাতিয়ে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল। দুটো হাত-বোমা হাতিয়ে নিয়ে রসেটি সেগুলোকে পকেটে ভরে ফেলল।

একটা ঘরের পিছনে জনৈক জাপানি সার্জেণ্ট সৈন্যদের একত্র করে হঠাৎ আবার আক্রমণ করে বসল। ঘুরে দাঁড়িয়ে রসেটি পর পর দুটো হাত-বোমাই ছুঁড়ে মারল। তারপরই দে ছুট।

দুজন বনের প্রান্তে ছোট দলটার কাছে যখন পৌঁছে গেল ততক্ষণে গোলা-গুলি বন্ধ হয়ে গেছে। জাপানিরা হয় রণে ভঙ্গ দিয়েছে, নয়তো মরেছে। সাময়িকভাবে হলেও এখানকার' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটেছে।

খণ্ডযুদ্ধ নিয়ে এতক্ষণ সকলেই এত ব্যতিব্যস্ত ছিল যে কেউ কারও দিকে তাকাবার সময়ও পায় নি। এবার সকলেই পরস্পরকে দেখতে লাগল। কোরি ও টাক ভ্যান ডের বস পরস্পরের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপরেই দুজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: "কোরি!" "টাক!"

ওলন্দাজ যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে কোরি বলে উঠল, "প্রিয়তম!" দৃশ্যটা জেরির ভাল লাগল না।

সকলেই যার যার কথায় মশগুল। সেই ফাঁকে নীচের গ্রামটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে টারজন বলল, "জাপানিরা হতভম্ব হয়ে গেছে। ওদের অফিসার মারা পড়েছে। এই সুযোগে আমরা যদি অবিলম্বে ওদের আক্রমণ করি তাহলে বাকি জাপানিগুলোকেও শেষ করে দিতে পারব। আমাদের হাতে এখন পাঁচটা রাইফেল, আর যুদ্ধক্ষম জাপানিরা সংখ্যায় দশের বেশী হবে না বলেই মনে হচ্ছে।

জেরি সকলের দিকে ফিরে বলল, "তোমরা কি বল?"

বুবোনোভিচ বলে উঠল, "তাই করা যাক! অকারণে সময় নষ্ট করছি কেন?"

যুদ্ধটা হল সংক্ষিপ্ত; ফলও সুখের; কিছু জাপানি হারাকিরি করে প্রতিপক্ষেরই সুবিধা করে দিল। কোরিকে জঙ্গলেই রেখে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে বেশীক্ষণ সেখানে থাকে নি। গ্রামের মাঝখানে পৌঁছেই জেরি দেখল, কোরি তারই পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে।

বুবোনোভিচ ও রসেটি পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছে। যুদ্ধ শেষ হতে দেখা গেল তাদের বেয়নেট থেকে জাপানিদের রক্ত ঝরে পড়ছে।

আদিবাসীরা ভয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। তারা জাপানিদের দলে ভিড়েছিল, কাজেই চরম শাস্তির আশংকাই তারা করেছিল; কিন্তু তাদের উপর কোন রকম অত্যাচার করা হল না। শুধু খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে দিতে তাদের বাধ্য করা হল।

টারজন ও জেরি গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাল; কোরি ও টাক দো-ভাষীর কাজ চালাতে লাগল। জানা গেল, দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার দূরে জাপানিদের যে বড় ঘাঁটি আছে এটা তারই অগ্রগামী ঘাঁটি হিসাবে কাজ করছিল। দু' একদিনের মধ্যেই সেখান থেকে আরও সৈন্য ও রসদ আসার কথা আছে।

আরও জানা গেল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকের পাহাড়ি অঞ্চলে একদল গোরিলাও রয়েছে। কিন্তু সে জায়গাটা কোথায় বা কতদূরে তা তারা কেউ জানে না। তারা গোরিলাদের নামে ভীষণ ভয় পায়।

সকলে মিলে যুদ্ধের আলোচনায় বসল। বুবোনোভিচ বলল, "মূল শত্রু-শিবিরটা এখান থেকে পনেরো-ষোল মাইল দূরে। এখানে পৌঁছতে তাদের একটা পুরো দিনই লেগে যাবে, কারণ তাদের দিক থেকে তাড়াহুড়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমাদের তৈরি হতে হবে আজ বিকেলেই। তারা হয় তো আজও এসে যেতে পারে।"

জেরি বলল, "ঠিক বলেছ। ধর, তোমরা যদি পথটা ধরে মাইলখানেক এগিয়ে যাও তো তারা তোমাদের দৃষ্টিপথে আসবার আগেই তোমরা তাদের এখানে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারবে; আর তখন আমরাও তৈরি হয়েই থাকব।"

কোরি বলল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ধর অনেক হাত-বোমা সঙ্গে নিয়ে পথের দুধারে গাছের ডালে ডালে ঘাঁটি গেড়ে বসে রইলাম। সেইভাবে আমরা যদি বেশ কিছুটা পথ পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি তাহলে পুরো দলটাকেই নিশানার মধ্যে পেয়ে ঝাড়ে-বংশে নিকেশ করতে পারব।"

"চমৎকার!" জেরি বলে উঠল।

টারজন বলল, "ফন্দিটা খুব ভাল। শত্রু আসছে আমরা জানি। ঠিক কখন আসছে তা জানি না; কাজেই আমাদের প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে। কোন মতেই তারা রাতের বেলায় পথ চলবে না। তবু আমার মনে হয় সারা রাত একজনের পাহারায় রাখা উচিত।"

"নিশ্চয়," জেরি সায় দিল।

সব ব্যবস্থা পাকা করে টারজন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে ঝাঁপসা চোখে হুফ্‌ট্-এর ঘুম ভাঙল। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ লাগছে। মাথায় যেন খুন চেপে আছে। র হাঁক-ডাকে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। মেয়েরা তড়িঘড়ি প্রাতরাশ তৈরি করতে বসে গেল।

দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে হুংকার দিয়ে উঠল, "বন্দিনী কোথায়?"

সকলেই এদিক-ওদিকে তাকাতে লাগল। বন্দিনীর দেখা নেই। একজন বলল, "অপর লোকটিও চলে গেছে।"

"পাহারায় কে ছিল?"

"কথা ছিল, মাঝ রাতে হুগো আমাকে ডেকে দেবে; দেয় নি," একজন জবাব দিল।

হুফ্‌ট্ হুকুম দিল, "তাকে ধরে নিয়ে এস। জ্যান্ত তার চামড়া তুলে নেব। হৃৎপিণ্ডটা কেটে বের করব—ঘুমিয়ে পড়ে দু'জনকে পালাবার মওকা করে দিয়েছে।"

একজন বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসে বলল, "সর্দার, একজন আগেই সে কাজ করে রেখেছে। হুগোর গলাটা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত কেটে ফেলেছে।"

"নিশ্চয় সেই বুনো লোকটার কাজ", সারিনা বলল।

"নিশ্চয় ভ্যান ডের বস তার হাতের বাঁধন কেটে দিয়েছে", হুফ্‌ট্ বলল। "দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।"

সারিনা বলল, "আর দেখিয়েছ। সে সোজা চলে গেছে গোরিলাদের কাছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে পড়ল বলে।"

তার কথায় কান না দিয়ে হুফ্‌ট্ বলল, "খাওয়া সেরেই আমরা তাদের খোঁজে বের হব। মেয়েরা এখানেই থাকবে।"

দস্যুরা পথ-ঘাটের হদিস ভালই জানে। টারজন ও ভ্যান ডের বস তাদের পায়ের ছাপও মুছে দিয়ে যায় নি। হুফ্‌ট্‌রা সহজেই তাদের পথ চিনে এগিয়ে চলল।

যে দিক থেকে জাপানিদের সাহায্য আসার কথা ছিল জেরি ও তার

ছোট দলটা সবগুলো হাত-বোমা সঙ্গে নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে গেল। ভ্যান ডের বসের মারফৎ জেরি আদিবাসীদের শাসিয়ে গেল, একটা রাইফেল বা গুলিও যেন সরানো না হয়। যদি তারা ফিরে এসে দেখে যে একটাও খোয়া গেছে তাহলে গোটা গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেবে।"

ভ্যান ডের বস আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে জানিয়ে দিল, গ্রাম তো পোড়ানো হবেই, তার উপর প্রত্যেকের মাথাও কেটে ফেলা হবে।

সর্দার ভয় পেয়ে গেল। আমাতও। সে ভেবেছিল ওদের পিছু নেবে। কিন্তু সাহসে কুলোল না। অন্য পথে সে কিছু বুনো ফল যোগাড় করতে গেল।

সে যখন আপন মনে ফল কুড়োতে ব্যস্ত, তখন হুফ্‌ট্‌ তাকে দেখতে পেয়ে গাছ থেকে নেমে আসতে বলল। হুফ্‌ট্‌ ও তার দলবলের চেহারা দেখেই আমাতের আক্কেল গুড়ুম।

হুফ্‌ট্‌ জানতে চাইল, দুটি পলায়নকারী মানুষকে সে দেখেছে কি না। আমাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তাদের অনেক খবরই সে এদের দিতে পারবে, আর তাহলেই সে অনেকটা নিরাপদ হতে পারবে।

বলল, "তাদের আমি দেখেছি। আরও দুজনকে নিয়ে আজ সকালেই তারা আমাদের গ্রামে এসেছিল। সঙ্গে একটি মেয়েমানুষ ছিল। জাপানিরা যে দুজনকে বন্দী করেছিল তাদের তারা উদ্ধার করেছে; তারপর দু'জনে মিলে সব জাপানিদের খতম করে দিয়েছে।"

"এখন তারা কোথায়?"

আর একটা পথ ধরে জঙ্গলে ঢুকেছে। কেন তা আমি জানি না। তবে বলে গেছে, সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। এবার আমি যেতে পারি?"

"ওদের সাবধান করে দেবে তো? তা হবে না।"

একজন বলল, "ওকে শেষ করে দাও।"

সে কথা শুনে আমাত কাঁপতে কাঁপতে নতজানু হয়ে প্রাণভিক্ষা চাইল।

হুফ্‌ট্‌ বলল, "আমাদের কথা মত চললে তোমাকে মারব না।"

আমাত বলল, "তোমরা যা বলবে আমাত তাই করবে। কি জান, ওদের দলে যে মেয়েটা আছে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে জাপানিরা অনেক দাম দেবে। জাপানিরা তাকেই খুঁজে—"

তার কথা শেষ হবার আগেই বনের ভিতর থেকে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল। বেশ কাছে বলেই মনে হল।

একজন বলল, "হাত-বোমা।"

হুফ্‌ট্‌ কান পেতে বলল, "রীতিমত লড়াইয়ের শব্দ।"

বোমা-ফাটার শব্দের মাঝে মাঝে ভেসে আসছে রাইফেলের খট্‌-খট্‌ আওয়াজ। "এগুলো জাপানিদের '২৫-এর শব্দ", গ্রোটিয়াস বলল।

অনেকের আর্ত চীৎকার কানে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শান্ত হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল, এক পক্ষ খতম হয়েছে। কিন্তু কোন্ পক্ষ?

যারাই হোক, বিজয়ী হয়ে তারা নিশ্চয় গ্রামে ফিরে যাবে। হুফ্‌ট্‌ দলবল নিয়ে বনের শেষ প্রান্তে লুকিয়ে রইল। ছোট উপত্যকা ও গ্রামটা সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। চারটি সাদা মানুষ ও একটি সাদা মেয়ে বনের পথ ধরে বেরিয়ে এল। তাদের সঙ্গে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে পুরুষরা গেল গ্রামের একটা বাড়িতে, আর মেয়েটি গেল অন্য বাড়িতে।

হুফ্‌ট্‌ অতি দ্রুত ব্যাপারটা ভেবে নিল। কোন রকম সংঘর্ষের পথে না গিয়ে কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হবে। আমাতের দিকে ঘুরে বলল, "এই চিঠিটা নিয়ে মেয়েটাকে দাও। তাকে বল, একটি পুরনো বন্ধু বনের মুখে তার জন্য অপেক্ষা করছে। গ্রামে আসতে সে সাহস পাচ্ছে না। সে যেন একা এসে তার সঙ্গে কথা বলে। সে তার বাবার একজন পুরনো বন্ধু। মেয়েটিকে আরও বলো, সে একা না এলে আমাকে পাবে না।"

নিঃশব্দে গ্রামে প্রবেশ করে আমার মইয়ের কাছ থেকেই কোরিকে ডাকল। বলল, "তোমার জন্য একটা খবর এনেছি।"

"কি খবর?"

"খবরটা গোপনীয়। চেঁচিয়ে বলা যাবে না।"

"তাহলে উঠে এস।"

আমাত ঘরে ঢুকল। তার কথা শুনে একটু ভেবে কোরি শুধাল, "লোকটি দেখতে কেমন?"

আমাত বলল, "সাদা মানুষ; দাড়ি আছে। এর বেশী কিছু জানি না।"

"সে কি একা?"

"হ্যাঁ, একা।"

রাইফেলটা হাতে নিয়ে কোরি মই বেয়ে নীচে নেমে এল। তার দলের লোকেরা তখন অন্য ঘরে বসে তাদের রাইফেল পরিষ্কার করছে। আশে পাশে কোন আদিবাসীও নেই। শুধু আমাত ও একটি আদিবাসী মেয়ে লয়া জানাল যে কোরি গ্রাম ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকল।

আদিবাসীদের কাছ থেকে টারজন গোরিলাদের সম্পর্কে বেশী কিছু জানতে পারে নি। তারা কেবল বলেছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে একটা আগ্নেয়গিরির পাশে তাদের একটা দল আছে। আগ্নেয়গিরিটার একটা মোটামুটি বিবরণও তারা দিয়েছে। মাত্র সেইটুকু

তথ্য সম্বল করেই টারজন গোরিলাদের খোঁজে বেরিয়েছে।

রাত না হওয়া পর্যন্ত সে হাঁটল। একটা গাছের উপর শুয়ে রাতটা কাটাল। সঙ্গে অস্ত্র বলতে তার তীর-ধনুক আর ছুরি। জাপানিদের রাইফেল ও গুলির বোঝা বয়ে বেড়াতে তার মন চায় নি। সকলে কিছু ফল ও একটা খরগোস মেরে তাই দিয়ে প্রাতরাশ সেরে আবার হাঁটতে শুরু করল।

কোথাও জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। শুধুই ঘন বন। টারজনের এই পরিবেশই ভাল লাগে। মানুষের চাইতে বনের পশুর সঙ্গই তার মনোমত। মানুষের চাইতে বনের পশুকেই সে ভাল করে বুঝতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটা ছোট খাদের মধ্যে একটা তাঁবু দেখতে পেল। একটি শাস্ত্রী খাদের ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে আছে। একজন দাড়িওয়ালা ওলন্দাজ। টারজন পঁচিশ-ত্রিশ গজের মধ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত লোকটি হাতের রাইফেল তাক করে অপেক্ষা করল। তারপর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?"

"আমি একজন ইংরেজ। তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

টারজনকে ভাল করে দেখে নিয়ে লোকটি বলল, "যেখানে আছ সেখানেই থাক; আর এগিয়ো না।" তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, "ডি লেটেনহোভ! একটি বুনো মানুষ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

ইতিমধ্যে তিনটি লোক উপরে উঠে এল। সকলেই সশস্ত্র। মুখময় দাড়ি; দেখতে শক্ত-সমর্থ। জোড়াতালি মারা শতচ্ছিন্ন পোশাক; কিছুটা বেসামরিক, কিছুটা সামরিক, আবার কিছুটা পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি। একজনের জামার কাঁধের উপর ফার্স্ট লেফ্‌টেন্যাণ্টের প্রতীক দুটো তারা বসানো। সেই ডি লেটেনহোভ। ওলন্দাজ ভাষায় শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, "লোকটা এখানে কি করছিল?"

"হেঁটে চলে এল। লুকোবার কোন চেষ্টাই করে নি। হয়তো কোন আধ-পাগলা নির্বিরোধ মানুষ। কথা বলে ইংরেজিতে।"

টারজনের দিকে ফিরে ডি লেটেনহোভ ইংরেজিতে শুধাল, "তুমি কে? এখানে কি করছ?"

"আমার নাম ক্লেটন। আর-এ-এফ-এর একজন কর্ণেল। আমি জানতে পেরেছি, একদল ওলন্দাজ গোরিলা এখানে আস্তানা গড়েছে। তাদের সি. ও.-র সঙ্গে কথা বলতেই আমি এখানে এসেছি।"

"আমি সি. ও. নই। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্ আমাদের দলপতি। আজ সে এখানে নেই। আশা করছি কালই এসে পড়বে। তাকে তোমার কি দরকার?"

এমন কিছু লোকের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে চাই যারা আমাকে জাপানি ঘাঁটির অবস্থান এবং বন্ধুস্থানীয় আদিবাসীদের খবর দিতে পারবে। আমি চেষ্টা করছি, কোন রকমে উপকূলে পৌঁছে একটা জাহাজ যোগাড় করে এ দ্বীপ থেকে পালাব।"

জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাবার কথা শুনেই ডি লেটেনহোভের কেমন যেন খটকা লাগল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকিয়ে শুধাল, "তুমি বলছ তুমি একজন ইংরেজ অফিসার; তার কোন প্রমাণ দেখাতে পার?"

"না," টারজন জবাব দিল।

"তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, একজন ইংরেজ অফিসার হয়েও এরকম নগ্ন দেহে শুধুমাত্র তীর-ধনুক ও একটা ছুরি সম্বল করে তুমি সুমাত্রার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? দেখ বন্ধু, তোমাকে আমরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স্ ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

"বন্দী হয়ে?" টারজন শুধাল।

"বন্দী হয়ে। আমার সঙ্গে নীচের তাঁবুতে চল।"

শিবিরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। সামরিক কায়দায় নির্মিত এক-সারি খড়ো ঘর। একটা ঘরের সামনে উড়ছে নেদারল্যাণ্ডের লাল-সাদা-নীল পতাকা। বিশ-ত্রিশটি লোক নানা কাজে ব্যস্ত; অধিকাংশই রাইফেল ও পিস্তল পরিষ্কার করছে। তাদের পরনে শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঝকঝক করছে। টারজন বুঝল, এটা একটা সুপরিচালিত সামরিক শিবির। এদের বিশ্বাস করা চলে।

টারজন ঢুকতে সকলেই কাজ থামিয়ে তাকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ তার সঙ্গের লোকদের নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

"কোথায় পেলে একে? বোর্নিও-র বনমানুষ কি?"

"ও বলছে ও একজন আর-এ-এফ কর্নেল; কিন্তু আমার ধারণা অন্য রকম; লোকটি হয় আধ-পাগল, আর না হয় তো জার্মান গুপ্তচর। শেষেরটাই ঠিক বলে আমার বিশ্বাস। লোকটির কথাবার্তা আধ-পাগলের মত নয়।"

"ও কি জার্মান জানে?"

"জানি না।"

"আমি পরীক্ষা করে দেখি।" জার্মান ভাষায় সে টারজনকে কিছু বলল; টারজনও নির্ভুল জার্মান ভাষায় গর-গর করে তার জবাব দিল।

লোকটি বলল, "বলেছিলাম না?"

টারজন তখন লেটেনহোভের দিকে ফিরে বলল, "আগেই বলেছি, নিজেকে সনাক্ত করার মত কোন প্রমাণ আমার সঙ্গে নেই; কিন্তু আমার

এমন সব বন্ধু আছে যারা আমাকে সনাক্ত করতে পারবে—তিনজন আমেরিকান ও দুজন ওলন্দাজ বন্ধু। শেষের দুজনকে তুমি হয়তো চেন।"

"কোরি ভ্যান ডের মিয়ার এবং টাক ভ্যান ডের বস। তাদের তুমি চেন?"

"খুব ভাল চিনি; কিন্তু তারা তো মারা গেছে।"

"গতকাল পর্যন্তও তারা মরে নি" টারজন বলল।

ডি লেটেনহোভ বলল, "তার আগে বল তুমি সুমাত্রায় এলে কেমন করে? যুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ কর্ণেল কেমন করে সুমাত্রায় আসতে পারে? আর আমেরিকানরাই বা এখানে কি করছে?"

একজন বলে উঠল, "কিছুদিন আগে একটা আমেরিকান বোমারু বিমান এখানে ভেঙে পড়েছে। এ লোকটার পক্ষে সে কথাটা জানা কিছু অসম্ভব নয়। যেমন করেই হোক, মিস ভ্যানডের মিয়ার ও টাকের নাম দুটোও সে জেনেছে। ওকে বলতে দাও। নিজের কবর ও তো নিজেই খুঁড়ছে।"

ডি লেটেনহোভ জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের এই ডেরার খবর তুমি জানলে কেমন করে?"

টারজন বলল, "তোমার সব প্রশ্নের জবাবই আমি দেব। যে বোমারু বিমানটাকে গুলি করে নামানো হয়েছে আমিও সেটাতে ছিলাম। যে তিনজন জীবিত আমেরিকানের কথা বলেছি তারাও সেই বিমানে ছিল। গতকাল একটা গ্রামে গিয়ে তোমাদের এই শিবিরের একটা মোটামুটি ধারণা আমি পাই। ওই গ্রামের বাসিন্দারা জাপানিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। জাপানিদের একটা ঘাঁটি সেখানে ছিল। কাল তাদের সঙ্গে আমাদের একটা সংঘর্ষ হয়েছে, আর তাতেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে একজন বলে উঠল, "তুমি দেখছি খাসা জার্মান বলতে পার।"

"আমি বেশ কয়েকটা ভাষায় কথা বলতে পারি; তার মধ্যে ওলন্দাজও আছে।" বলে টারজন একটু হাসল।

ডি লেটেনহোভ একটু লজ্জিত হল। বলল, "এ সব কথা তুমি আগে বল নি কেন?"

"কারণ আমি আগে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম যে যাদের হাতে পড়েছি তারা আমার বন্ধু লোক।"

"কি করে নিশ্চিত হলে?"

"এই শিবিরটা দেখে। এটা কোন উচ্ছৃংখল সমাজবিরোধীদের শিবির হতে পারে না। তাছাড়া, তোমরা ওলন্দাজ ভাষায় যে সব কথাবার্তা বলেছ সে সবই আমি বুঝতে পেরেছি। নিজেরা জাপানিদের বন্ধু হলে তোমরা আমাকে জাপানিদের গুপ্তচর বলে ভাবতে না।"

একজন বলল, "এ লোকটি যদি কোরি ভ্যান ডের মিয়ার ও টাক ভ্যান ডের

বসের সঠিক বিবরণ দিতে পারে, তাহলে একে বিশ্বাস করা যেতে পারে। আমরা যতদূর জানি, দু' বছর আগে কোরি তার বাবা-মার সঙ্গেই নিহত হয়েছে। আর বন্দী-শিবির থেকে পালাবার পরে টাক জাপানিদের হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়েছে। তারা দুজন এখনও বেঁচে না থাকলে এই লোকটার পক্ষে তাদের দেখা পাওয়া কোন মতেই সম্ভব হতে পারে না।"

টারজন দুজনেরই পুংখানুপুংখ বিবরণ দিয়ে তাদের গত দু'বছরের কাহিনী মোটামুটি সবই বলল।

ডি লেটেনহোভ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এবার তোমাকে বিশ্বাস করলাম। তোমার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছি বলে আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু একটা কথা জানতে বড়ই ইচ্ছা করছে; সত্যিকারের টারজনের মতই তুমি এরকম প্রায় নগ্নদেহে থাক কেন?"

"কারণ আমি সত্যি টারজন। তোমরা কেউ কেউ হয় তো জান যে টারজন একজন ইংরেজ, আর তার নাম ক্লেটন। আমি তো সেই নামটাই তোমাদের বলেছি।"

একজন চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক কথা। জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক।"

আর একজন বলে উঠল, "ওর কপালে ওই তো সেই কাটা দাগ; ছোটবেলায় গোরিলার সঙ্গে যুদ্ধে ওখানটা কেটে গিয়েছিল।"

সকলে টারজনকে ঘিরে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল।

"আমি কি এখনও বন্দী?" টারজন ডি লেটেনহোভকে প্রশ্ন করল।

"না; তবে আমার ইচ্ছা ক্যাপ্টেন ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি বন্দী হয়েই থাক। আমি জানি, তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সে খুবই খুশি হবে।"

বনের মধ্যে ঢুকেই কোরি দেখতে পেল, প্রায় একশ' ফুট দূরে একটা লোক পথের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি হুফ্‌ট্‌। টুপি খুলে মাথাটা নুইয়ে সে হেসে বলল, "এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। গ্রামের লোকজনদের মনোভাব না জেনে গ্রামে যেতে আমার সাহস হচ্ছিল না।"

কোরি এগিয়ে গেল। লোকটাকে সে চিনতে পারল না। মুখে হাসলেও তার চেহারাটা বিপজ্জনক। রাইফেলটা তুলে ধরে সে বলল, "তুমি যদি বিশ্বস্ত ওলন্দাজ হও তাহলে এ গ্রামের সাদা মানুষরা তোমার বন্ধু। তাদের কাছে তুমি কি চাও?"

সে আরও পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে যেতেই হঠাৎ অনেকগুলি লোক রাস্তার দু'পাশের ঝোপের ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল। তার রাইফেলের নলে ধাক্কা মেরে সেটাকে ছিনিয়ে নিল তার হাত থেকে।

একজন বলল, "সোরগোল করো না; তোমাকে মারব না।"

তাকে লক্ষ্য করে অনেকগুলি পিস্তল উদ্যত। যারা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা সকলেই ওলন্দাজ; সম্ভবত এই সমাজবিরোধীদের খপ্পড় থেকেই টাক ও টারজন পালিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করল, "আমার কাছে তোমরা কি চাও?"

হুফ্‌ট্ বলল, "আমরা তোমাকে মারব না। শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে চল; তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না।" কোরিকে মাঝখানে রেখে তারা হাঁটতে শুরু করে দিল। কোরি বুঝল, এখন পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। প্রশ্ন করল, "আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?"

"সেটা দুদিনেই বুঝতে পারবে।"

"আমার বন্ধুরা আমার খোঁজে এসে যখন তোমাদের ধরে ফেলবে তখন কিন্তু তোমাদের মনে হবে আমার সঙ্গে দেখা না হলেই তোমাদের পক্ষে ভাল ছিল।"

হুফ্‌ট্ বলল, "তারা কোনদিনই আমাদের খোঁজ পাবে না; আর যদি পায়ও তারা তো সংখ্যায় মোটে চারজন। নিমেষের মধ্যে আমরা তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।"

কোরি বলল, "তাদের তোমরা চেন না। চল্লিশটা জাপানিকে তারা শেষ করেছে। তোমরা যেখানেই লুকোও, তারা ঠিক খুঁজে বের করবে। বরং আমাকে ছেড়ে দাও; নইলে তোমাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে।"

"থাম," হুফ্‌ট্ বলল।

তারা দ্রুত এগিয়ে চলল। রাত নেমে এল, কিন্তু তারা থামল না। জেরি ও অন্য সকলের কথাই কোরির মনে পড়ল। সে জানে, এতক্ষণ তারা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। পথশ্রমে ক্লান্তির ওজুহাতে সে বার বার পিছিয়ে পড়তে লাগল। যাত্রায় বিলম্ব ঘটানোই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু ডাকাতরা তাকে গালাগালি করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

গ্রামে ফিরে জেরিই প্রথম আবিষ্কার করল যে কোরি সেখানে নেই। আমাতকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, "কিছুক্ষণ আগেই তাকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখেছি।"

জঙ্গলের কোন্ দিকে?" ভ্যান ডের বসের প্রশ্নের জবাবে আমাত একটা ভুল পথ দেখিয়ে দিল।

জেরি বলল, "একা একা কেন যে সে জঙ্গলে গেল তাও তো বুঝি না"

রসেটি বলল, "হয় তো সে আদপেই জঙ্গলে যায় নি। ও ব্যাটা নিশ্চয় মিথ্যা বলেছে। ওকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন যেন ইঁদুরের মত দেখতে। আমি বলি কি, গ্রামেই সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক।"

তাই স্থির হল। গ্রামের মাঝখানে জড় করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল।

ভ্যান ডের বসের জিজ্ঞাসার জবাবে প্রথম কয়েকজন জানাল, কোরির ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। লারার পালা আসতেই আমাত গা-ঢাকা দেবার চেষ্টা করল। গোড়া থেকেই শ্রীম্প তার উপর নজর রেখেছিল। আমাতের কলার চেপে ধরে প্যান্টে লাথি মারতে মারতে তাকে সকলের সামনে টেনে নিয়ে এল।

লারাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ভ্যান ডের বস অন্য সকলকে জানাল, "মেয়েটি বলছে, আমাত এসে কোরিকে বলে যে তার বাবার এক বন্ধু জঙ্গলের কাছে অপেক্ষা করছে ; সে কোরির সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিন্তু কোরিকে একা যেতে হবে, যেহেতু আমরা ওলন্দাজদের বন্ধু কি না সেটা সে ঠিক জানে না। তারপরই ওই পথটা ধরে সে জঙ্গলে চলে গেছে।" আমাত যে পথটা দেখিয়েছিল এটা সে পথ নয়।

রসেটি চেঁচিয়ে বলল, "আমি তো আগেই বলেছিলাম। এই বদমায়েস-টাকে শেষ প্রার্থনা সারতে বল ; আমি এখনই ওকে শেষ করে ফেলব।"

জেরি বলন, "না রসেটি। একমাত্র সেই আসল সত্যটা জানে। সে মরে গেলে তো আমরা সেটা জানতে পারব না।"

রসেটি বলল, "বেশ, আমি অপেক্ষা করছি।"

হাতের বেয়নেটটাকে সে আমাতের বাঁ মূত্রাশয়ের উপর চেপে ধরল : টাক ভ্যান ডের বস তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল।

সব শুনে টাক বলল, "এই লোকটা বলছে, বুনো ফল কুড়োতে সে জঙ্গলে গিয়েছিল। সেখানে একদল সাদা মানুষ তাকে পাকড়াও করে। তারা সংখ্যায় জন কুড়ি। তাদেরই একজন জোর করে তাকে দিয়ে ওই খবরটা কোরিকে পাঠায়। তারা তাকে শাসায়, কোরি যদি একা জঙ্গলে না যায় তা হলে তারা গ্রামে এসে তাকেই খুন করবে। তাই সে প্রাণভয়ে একাজ করেছে।"

"এই সব ?" শ্রীম্প শুধাল।

"হ্যাঁ, এই সব।"

"তাহলে এবার এটাকে মারতে পারি ক্যাপ ?"

"না," জেরি গম্ভীর গলায় বলল।

"কেন ? না কেন ? তুমি তো জান ওর কথা মিথ্যা।"

"দেখ রসেটি, আমরা জাপানি নই। আমাদের অন্য কাজ আছে।" মুখ ফিরিয়ে সে ভ্যান ডের বসকে শুধাল, "আচ্ছা, তুমি আর টারজন যাদের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসেছ, এরা তারা নয় তো ?"

"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"তুমি কি তাদের শিবিরে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে ?"

"পারব।"

"এই রাতে ?"

"এই মুহূর্তে।"

ওদিকে হুফ্‌ট্‌ ও তার দলবল কোরিকে নিয়ে বনের পথে এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় এসে একটা ভারী কিছু দিয়ে গাছের ডালে তিনবার আঘাত করার একটা শব্দ কোরির কানে এল। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল। হুফ্‌ট্‌ রাইফেলের কুঁদো দিয়ে গাছের ডালে তিনবার আঘাত করল।

উপর থেকে একটা নারী-কণ্ঠ ভেসে এল। "কে ওখানে ?"

ডাকাত-সর্দার বলল, "হুফ্‌ট্‌।"

নারী-কণ্ঠ বলল, "এগিয়ে এস। নরকে হলেও ও গলা চিনতে আমার ভুল হত না।"

গাছের মাথায় বাঁধা একটা মাচা থেকে নেমে এল একটি নারী। সে শিবিরের পথটা পাহারা দিচ্ছিল। শক্ত-পোক্ত পুরুষালি চেহারা। কাঁধে একটা রাইফেল ঝোলানো। হুফ্‌টের সঙ্গিনী সারিনা।

নীচে নেমেই শুধাল, "এ ছেলেটা কে ? কোন সুন্দর ছেলের থাকার মত জায়গা তো এটা নয়।"

একজন বলল, "ও ছেলে নয়—মেয়ে।"

সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে সারিনা বলল, "ওকে নিয়ে কি করবে ?"

দলের দ্বিতীয় সর্দার গ্রোটিয়াস বলল, "জাপানিরা ওকে খুঁজছে।"

"কিন্তু সেখানে ও যাবে না," হুফ্‌ট্‌ বলে উঠল।

"কেন ?"

"কারণ ওকে আমার ভাল লেগেছে। সারিনাকে এবার একটা গোরিলার হাতে তুলে দেব।"

সকলে হো-হো করে হেসে উঠল। সারিনার কণ্ঠস্বর উচ্চতর।

সে হাসিতে কোরি চমকে উঠল। ভবিষ্যতের চিন্তায় সে ভয় পেল। হয় তাকে জাপানিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, নয়তো হুফ্‌টের হাতে, অথবা সারিনার হাতে তার মৃত্যু ঘটবে। একটি মাত্র প্রার্থনাই তার বুকের মধ্যে গুমরে উঠল—এ সময় জেরি ও তার দল যদি এসে পড়ত !

টাক ভ্যান ডের বসের নেতৃত্বে জেরি, বুবনোভিচ ও রসেটি অন্ধকার জংলা পথ ধরে চলেছে ডাকাতদের ডেরার দিকে। চারদিকের জঙ্গলে রাত্রিকালের নানা রকম শব্দ, কিন্তু তাদের মুখে কথা নেই। তারা কিছু দেখতেও পাচ্ছে না, এমন কি পরস্পরকেও না। পথ চলেছে একে অন্যের পায়ের শব্দ অনুসরণ করে। কখনও বা একে অন্যের গায়ের উপরেও পড়ছে।

এক সময় ভ্যান ডের বস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "যার যার বন্দুক তৈরি

রাখ। আমরা শাস্ত্রীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। অন্ধকারে যদি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারি তো ভাল। কিন্তু সে যদি আক্রমণ করে তো জেরি ও আমিও ছেড়ে দেব না। তারপর নারকীয় ভঙ্গীতে চীৎকার করে তাদের শিবির আক্রমণ করব। কিন্তু কোরি কোথায় আছে সেটা না জানা পর্যন্ত গুলি করা চলবে না। তার পরেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শিবিরের ভিতর দিয়ে ও পাশে চলে যাব। সেখানে একটা পথ আছে। আর সব সময় আমরা একসঙ্গে থাকব।"

জেরি বলল, "আমার মনে হয় শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের এগোন উচিত।"

ভ্যান ডের বস বলল, "সেটাই ভাল। এগিয়ে চল।"

পথে কোন শাস্ত্রী ছিল না; কাজেই তারা নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে শিবিরে ঢুকল। শিবির ফাঁকা; শিকার পালিয়েছে।

রসেটি বলল, "এখন কোন্ দিকে যাব?"

জেরি বলল, "ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে তো পায়ের ছাপ দেখা যাবে না। আমি প্রথম ঘণ্টাটা পাহারা দিচ্ছি, তোমরা ঘুমিয়ে নাও। পরে অন্য একজন পাহারায় থেকো। ততক্ষণে সকাল হয়ে যাবে।"

দিনের আলো ফুটতেই তারা ডাকাতদের পায়ের ছাপ খুঁজতে শুরু করল; কিন্তু শিবির থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পায়ের ছাপ দেখা গেল না। অগত্যা তারা আবার সেই গ্রামেই ফিরে গেল।

জেরি বলল, "কোরিকে খুঁজে বের করা আমাদের মত অকম্মাদের কাজ নয়। টারজন সঙ্গে থাকলে ব্যাপারটা সহজ হত।"

তাদের গ্রামে ঢুকতে দেখেই আমাত সকলের অলক্ষ্যে জঙ্গলে ঢুকে একটা গাছে চড়ে বসল। রাত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন কেরভিন ভ্যান প্রিন্স্ ফিরে না আসা পর্যন্ত টারজন গোরিলাদের শিবিরেই অপেক্ষা করতে লাগল। সে এলে তার সঙ্গে আলোচনায় বসল। বলল, "কাল আমি যখন চলে আসি তখন আমার বন্ধুরা এগিয়ে গেল একটা সাহায্যকারী জাপানি দলকে অতর্কিতে আক্রমণ করার মতলবে; কাজেই সেদিকে এগিয়ে গেলে তোমরা নিশ্চয় আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে যাবে। তাছাড়া, গ্রামবাসীদেরও একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। ওরা জাপানিদের তাবেদারি করছে।"

ভ্যান প্রিন্স্ বলল, "তুমিই বলছ জাপানি সাহায্যকারী দলে জনবিশেক লোক থাকার কথা, আর তোমাদের দলে ছিল মাত্র পাঁচজন, তারও একজন আবার মেয়ে। তাহলে সংঘর্ষে তোমার লোকদের জয়লাভ সম্পর্কে তুমি এত নিশ্চিত হলে কেমন করে?"

টারজন হেসে বলল, "আমার লোকদের তুমি চেন না। তাছাড়া তারা জানে যে জাপানিরা আসছে, কিন্তু তাদের কথা জাপানিরা জানত না। রাইফেল ও হাত-বোমা নিয়ে তারা অতর্কিত আক্রমণে জাপানিদের নাজেহাল করে দেবে—এটাই তো স্বাভাবিক। আর মেয়েটির ক্ষমতাকেও তুমি ছোট করে দেখো না ক্যাপ্টেন। গুলি চালানোয় সে সিদ্ধহস্ত।"

ভ্যান প্রিন্স্ বলল, "ঠিক আছে। আমরা যাব তোমার সঙ্গে। আরও অস্ত্র ও গোলাগুলি পেলে আমাদের সুবিধাই হবে। কখন রওনা হতে চাও?"

টারজন বলল, "আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। গ্রামে পৌঁছে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।"

"আমরা তো তোমার সঙ্গেও যেতে পারি," ভ্যান প্রিন্স্ বলল।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, "আমি যে ভাবে যাব তা তোমরা পারবে না। তোমাদের পৌঁছতে কাল সকাল হয়ে যাবে, আর আমি পৌঁছে যাব আজ রাতেই।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওলন্দাজটি বলল, "ঠিক আছে। কাল সকালেই দেখা হবে।"

ডাকাতরা যখন জঙ্গল পার হয়ে একটা ছোট উপত্যকায় পৌঁছে গেল তখন দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। দলের সকলেরই তখন মাতাল অবস্থা। একটু শুয়ে ঘুমুতে পারলে যেন বেঁচে যায়। উপত্যকার পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। তারই পাশে গাছের ছায়ায় তারা তাঁবু ফেলল।

হুফ্‌ট্ বলল, আগের রাতে মেয়েরা কিছুটা ঘুমিয়েছে, কাজেই তারাই পাহারায় থাকুক। আর যেহেতু মেয়েদের মধ্যে একমাত্র সারিনাই সারারাতে এক ফোঁটাও মদ খায় নি, স্বেচ্ছায় সেই পাহারার প্রথম পালাটার ভার নিল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই শুয়ে পড়ল। তাদের নাক ডাকতে শুরু করল। কিন্তু ঘুম নেই কোরির চোখে। তার মাথায় ঘুরছে পালাবার ফন্দি। সারিনা ছাড়া আর সকলেই মরার মত ঘুমচ্ছে। অচিরে সারিনাও ক্লান্তিতে ঢুলতে শুরু করবে। সেই সুযোগে সেও সরে পড়তে পারবে।

সারিনাও ভুরু কুঁচকে কোরিকে দেখছিল। একসময় শুধাল, "তোমার নাম কি?"

"ভ্যান ডের মিয়ার," কোরি জবাব দিল।

"কোরি ভ্যান ডের মিয়ার?" সারিনা হাসল। "আমারও তাই মনে হয়েছিল। তুমি দেখতে ঠিক তোমার মায়ের মত।"

"তুমি আমার মাকে চিনতে ?"

"তোমার বাবাকেও চিনতাম। তুমি যখন হল্যাণ্ডের স্কুলে পড়তে তখন আমি তাদের বাড়িতে কাজ করতাম। তারা আমাকে খুব ভালবাসত। আমি তাদের দুজনকেই ভালবাসতাম। একবার বিপদে পড়লে তোমার বাবা একজন ভাল এটর্নি দিয়েছিলেন আমার হয়ে লড়তে। কিন্তু কোন ফল হল না। ন্যায় বিচার তো ইউরেশিয়ানদের জন্য নয়। যাকগে সে সব অতীতের কথা। তোমার বাবা-মা আমাকে একদা সাহায্য করেছিলেন, আমিও তোমাকে সাহায্য করব।"

"তোমার নাম কি ?" কোরি শুধাল।

"সারিনা।"

"বাবা-মার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু তুমি আমাকে কিভাবে সাহায্য করবে ?"

সারিনা একটি ঘুমন্ত মানুষের কাছে গিয়ে তার রাইফেল ও গুলি এনে কোরিকে দিল। বলল, "যে গ্রাম থেকে এরা তোমাকে ধরে এনেছে সেখানে ফিরে যাবার পথ তুমি চেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এখুনি রওনা হও। এ মাতালগুলো অনেকক্ষণ ঘুমবে।"

"কি করে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব সারিনা ?"

"আমাকে নয়, ধন্যবাদ জানাও তোমার বাবা-মার উদ্দেশে। তুমি রাইফেল চালাতে জান তো ?"

"জানি।"

"তাহলে—বিদায় !"

গভীর আবেগে কোরি সারিনাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন সারিনা," বলেই সে উপত্যকা বেয়ে নীচে নেমে গেল। সারিনা একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখে জলের ধারা। কোরি তার গালের যেখানে চুমো খেয়েছে, গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানটায় হাত বুলোতে লাগল।

নদীর বাঁ দিকে গাছপালার আড়ালে আড়ালে কোরি এগিয়ে চলল গ্রামের পথটার খোঁজে। কিছুদূর যেতেই একটা কিছু চোখে পড়ায় সে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ল। কিছু আদিবাসী মানুষ তার পথের ঠিক উপরেই রাতের মত একটা আস্তানা বানাচ্ছে। সঙ্গে দুটি জাপানি সৈনিক। অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

কোরি একটা গাছে চড়ে বসল। অনেক অসুবিধার মধ্যেও ক্লান্তিবশতঃ একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন চাঁদটা আকাশের অনেক উপরে উঠে এসেছে।

আদিবাসীদের শিবিরের ধুনি চোখে পড়ছে। এ সুযোগে ওদের পাশ কাটিয়ে গ্রামের পথটা ধরতে হবে। গাছ থেকে নামবার চেষ্টা করতেই কাছেই বাঘের গর্জন শুনে সে থেমে গেল। অনেক দূরে কতকগুলো কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। কোরি যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল।

টারজন যখন গ্রামে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। পাহারায় ছিল বুবোনোভিচ। বাঁধা দিতেই টারজন বলল, "কর্নেল ক্লেটন।"

"আর একটু এগিয়ে এস কর্নেল, যাতে তোমাকে চিনতে পারি, অবশ্য তোমার গলা আমার চেনা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি ফিরে এসেছ।"

আরও এগিয়ে টারজন বলল, "কিছু গোলমাল হয়েছে কি সার্জেণ্ট?"

"তা হয়েছে। কোরিকে হরণ করেছে।"

সব কথা শুনে টারজন বলল, "কোন্ পথে গেছে তার হদিস পাও নি?"

"পায়ের কোনরকম ছাপ নেই।"

"ছাপ থাকতেই হবে। যাই হোক, সকাল না হলে তো কিছু করা যাবে না। আলো ফুটতেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

কোরি দৃষ্টির আড়ালে বেশ কিছু দূর চলে যাবার পরে সারিনা এমন একটি মেয়েকে ডেকে তুলল বদলি-পাহারা হিসাবে যে সবচাইতে বেশী বুঁদ হয়ে আছে মদের নেশায়। সারিনা তাকে কোরির পলায়নের কথা বলল না। আর মেয়েটিও কিছু খেয়াল করল না। এইভাবে দু'বার পাহারা বদল হবার পরে হুফ্‌টের ঘুম ভাঙল।

কোরি পালিয়েছে বুঝতে পেরে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। যে সব মেয়েরা পাহারায় ছিল তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করল। সারিনা বলল, সে যখন ঘুমতে যায় তখনও কোরি এখানে ছিল। অন্যরাও সেই একই কথা বলল। হুফ্‌ট্ কিছুই বুঝতে পারল না।

সারাটা দিন সে ঘুমিয়েছে। এখন তো আঁধার হয়ে এসেছে; খোঁজাখুঁজি করা সম্ভবই নয়। ব্যর্থ আক্রোশে সে সকলকে গালিগালাজ করতে করতে মদ গিলতে লাগল।

পরদিন সকালে টারজন যখন দলবল নিয়ে কোরির খোঁজে বের হল, তখনও কোরি গাছের ডালেই বসে আছে। দুই জাপানিসহ আদিবাসীরা তখন প্রাতরাশ খেতে ব্যস্ত। তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত তো কোরি গাছ থেকে নামতে পারে না।

শেষ পর্যন্ত তারা সারি বেঁধে গাছের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাদের ভিতরে

নেতা ইস্কান্দারকে কোরি চিনতে পারল। তারা বেশকিছুটা দূরে চলে যাবার পরে কোরি গাছ থেকে নেমে পাহাড়ের চড়াই পথ ধরে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল।

আরও কিছুটা পথ চলার পরে ইস্কান্দারের দলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডাকাতদলের। সকলে মিলেমিশে দেশী মদের বোতল খুলে আলোচনায় বসে গেল। জাপানি দু'জন ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়োর সেনাদলের নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার। স্বভাবতই তারা কোরিকে গ্রেপ্তার করতে আগ্রহী। ইস্কান্দার ও হুফ্‌ট্‌ও স্বপ্ন দেখছে, কোরিকে জাপানিদের হাতে তুলে দিতে পারলে মোটা বকশিস মিলবে।

টারজন, জেরি ও অন্যরা দ্রুত পায়ে ডাকাতদের আস্তানায় পৌঁছে দেখল সেখানে কেউ নেই। অগত্যা তারা আবার পথে নামল।

ওদিকে কোরি তখন হাল্কা মনে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। টাক, জেরি, টারজন, বুবোনোভিচ ও রসেটি—সকলকেই তার ভাল লাগছে। তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই সে হাঁটছে। হঠাৎ তার মনে হল পথের পাশের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে একটা কিছু যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে। বেশ বড়সর কিছু। কোরির হাতে গুলি-ভরা রাইফেল; তার ঘোড়ায় আঙুল রেখে সে জঙ্গলের দিকে ভাল করে তাকাল। কী সর্বনাশ! এ যে কালো-হলুদ ডোরা-কাটা একটা বাঘ। তারই পিছু নিয়েছে।

এর বিরুদ্ধে তার হাতের '২৫ ক্যালিবারের জাপানি রাইফেল তো একেবারেই অকেজো! সে দাঁড়াতেই বাঘটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার কোরির চোখে পড়ল বাঘটার ভয়ংকর দুটি জ্বলন্ত চোখ। বাঘটা তাকে আক্রমণ করবে?

কোরি চারদিকে তাকাল। পাশেই একটা ডুরিয়ান ফলের গাছ থেকে নেমে এসেছে একটা লতা। সেটা ধরে উপরে ওঠার আগেই তো বাঘটা তাকে ধরে ফেলবে। আবার ছুটতে গেলেই বাঘটা তাড়া করবে। অতএব ছোটা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

খুব সতর্কতার সঙ্গে রাইফেলটাকে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে সে লতাটাকে চেপে ধরল। বাঘটার দিকে তাকিয়ে দেখল সেটা স্থির হয়ে বসে আছে কোরির উপর চোখ রেখে। কোরির দৃষ্টিও বাঘটার চোখের উপর নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে সে লতা বেয়ে উঠতে লাগল। বাঘটার চোখও সেই সঙ্গে উঠছে। হঠাৎ বাঘটা এগোতে লাগল। এবার কোরি তাড়াতাড়ি উঠতে লাগল। বাঘটা লাফ দিল, কিন্তু তার নাগাল পেল না। দ্বিতীয়বার লাফ দেবার আগেই কোরি নিরাপদ দূরত্বে উঠে গেল।

একটা দো-ডালায় বসে সে কাঁপতে লাগল। বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করছে। বাঘটা তখনও গাছের নীচে বসে আছে। বাঘটা বুড়ো ও অথর্ব;

বোধ হয় বেশ কয়েকদিন খাওয়া জোটে নি; তাই দিনের বেলায়ই শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে। গাছের তলায় বসে উপরের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝেই গজরাচ্ছে। একঘণ্টা কাটল। দু'ঘণ্টা। বাঘটা নট নড়ন-চড়ন! কোরি ভাবল, দু'জনের মধ্যে কে যে অনাহারে আগে মরবে তা কে জানে।

এক সময় কতকগুলি বানর এসে জুটল। তারাও বাঘটাকে ভেংচি কাটতে লাগল। কোরির মনে একটা মতলব জাগল। সে জানে বানররা খুব অনুকরণপ্রিয়। একটা ডুরিয়ান ফল হাতে নিয়ে সে বাঘটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। কী আশ্চর্য, ফলটা ঠিক বাঘটার গায়ে গিয়ে লাগল। বাঘটা হুংকার দিল। আর একটা ফল ছুঁড়ল; সেটা লাগল না। এবার বানররা হাত লাগাল। তারা যেন একটা খেলা পেয়ে গেল। বৃষ্টির ধারার মত অবিশ্রাম ফল পড়তে লাগল বাঘটার নাকে-মুখে। নিরুপায় হয়ে একসময় সেটা বনের ভিতর ছুট দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কোরি ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নামল। রাইফেলটা হাতে নিয়ে আবার গ্রামের পথ ধরল।

খুব দ্রুত চললেও যে কোন শব্দ শুনে চমকে তাকাল। একটা প্রকাণ্ড কালো প্রাণী গাছের উপর দিয়ে কোরির সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে চলেছে। কোরি তাকে দেখতে না পেলেও তার নজর কিন্তু রয়েছে কোরির উপর। একটা ওরাংউটান, নাম ওজু। কোরির হাতে রাইফেল দেখেই সে দূরে দূরে চলেছে। ওই কালো লাঠিটাকে তার বড় ভয়। কী প্রচণ্ড তার শব্দ!

গাছের উপরে ক্রমে আরও অনেক ওরাংউটান এসে হাজির হল। তারা মুখ ভেংচাল, নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল, কখনও বা তার দিকে এগিয়েও গেল। কিন্তু কোরি রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রাখতেই তারা সরে গেল।

ওজু যখন দেখল, মেয়ে-টারমাঙ্গানিটি ছোট জন্তুগুলোকে নিয়েই ব্যস্ত, তখন সে কোরির উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল; সেই সঙ্গে তার হাত থেকে রাইফেলটাও ছিনিয়ে নিল। টানাটানিতে রাইফেলের একটা গুলি বের হাওয়ায় তার শব্দে ভয় পেয়ে ওজু একলাফে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়িতে সে ভুলেই গেল যে তার অন্য হাতে তখনও ঝুলছে কোরির দেহ। তাকে নিয়েই ওজু উধাও হয়ে গেল।

গুলির আওয়াজ শুনে অন্য সব ওরাংউটানগুলো যে যেদিকে পারল ছুট দিল। পথটা শান্ত ও প্রাণীহীন। গাছের উপরে কোরি তখন জন্তুটার লোমশ দেহে বৃথাই আঁচড় কাটছে আর ঘুসি চালাচ্ছে। রেগে গিয়ে ওজুও কোরির মাথায় একটা ঘুসি বসিয়ে দিল। এক আঘাতেই কোরি অজ্ঞান হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসতেই বুঝল, লোমশ জন্তুটা গাছের ডালে

ডালে ছুটে চলেছে, আর অনবরত পিছন ফিরে তাকাচ্ছে, যেন আর কেউ তাকে তাড়া করছে।

কোরির সঙ্গে তখনও একটা পিস্তল ও একটা বড় ফালয়ী ছুরি আছে। কিন্তু ওরাংউটানটা এক হাতে তার দেহটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে সে কিছুতেই অস্ত্র দুটোকে টেনে বের করতে পারছে না। এদিকে জন্তুটা ক্রমে তাকে নিয়ে চলেছে গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলে—কোন্ ভয়ংকর পরিণামের দিকে কে জানে?

জেরি, বুবোনোভিচ, রসেটি ও ভ্যান ডের বস নদীর ভাঁটি বরাবর হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের উপরে উঠে এল। এমন সময় অনেক দূর থেকে একটি গুলির অস্পষ্ট আওয়াজ তারা শুনতে পেল।

কে গুলি ছুঁড়ল? তারা জানে টারজনের সঙ্গে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই; কোরির কাছে যে আছে সেটাও তাদের জানবার কথা নয়। ডাকাতরাও এ পথে আসে নি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জাপানিদের আগ্নেয়াস্ত্রে হাত দিতে সাহস করবে না।

ভ্যান ডের বস বলল, "নিশ্চয় কোন জাপানি গুলি ছুঁড়েছে। আর একজন জাপানি যেখানে আছে সেখানে আরও জাপানি অবশ্যই আছে।"

জেরি বলল, "আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। আমি শ'খানেক গজ এগিয়ে যাচ্ছি। প্রথম যে জাপানিকে দেখতে পাব তাকেই গুলি করে পিছিয়ে আসব। আমার গুলির শব্দ শুনলেই তোমরা পথের পাশে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে, আর ওরা কাছে এলেই গুলি করবে।"

রসেটি বলল, "গীজ ক্যাপ, ও কাজটা আমাকে করতে দাও।"

বুবোনোভিচ বলল, "অথবা আমাকে দাও। ওটা তোমার কাজ নয় ক্যাপ্টেন।"

জেরি বলল, "ও. কে.। তুমিই এগিয়ে যাও শ্রীম্প। কান দুটো খোলা রেখো।"

বুবোনোভিচ বলল, "ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে চলে যাও না।"

শ্রীম্প ঠোঁট বেঁকিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

কোরির চলার পথ ধরে কিছুটা এগিয়েই টারজন সেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেল যেখানে বাঘের ভয়ে কোরি গাছে চড়ে বসেছিল। সমস্ত ঘটনাটাই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে টারজনের কাছে ধরা পড়ল। এমন কি চারদিকে ছড়ানো ডুরিয়ান ফল দেখে সে বুঝতে পারল কেমন করে শেষ পর্যন্ত বাঘটাকে তাড়ানো হয়েছে। একটু হেসে সে কোরির নতুন পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল, আর তখনই একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল।

এবার সে গাছে উঠে পথের উপর দিয়ে চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই পথের উপর একটা রাইফেল দেখতে পেল।

আশ্চর্য! জাপানিরা নিশ্চয় রাইফেলটা ফেলেই চলে যায় নি। তাছাড়া, জাপানিদের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে না, বরং ওরাংউটানের গন্ধই বেশী করে নাকে লাগছে। টারজন গাছ থেকে নেমে পড়ল। দেখল, রাইফেলটা যেখানে পড়ে আছে কোরির পায়ের ছাপও সেখানেই শেষ হয়েছে। আরও দেখল, কোরির পায়ের ছাপের উপরে আঁকা পড়েছে একটা বড় ওরাংউটানের পুরুষালি পায়ের ছাপ; আর সে সব ছাপ রয়েছে কেবল গাছটারই নীচে।

সমস্ত ছবিটাই পরিষ্কার হয়ে গেল: একটা ওরাংউটান গাছ থেকে নেমে কোরিকে বগলদাবা করে পালিয়েছে। টারজন একলাফে গাছে উঠে ওজুর পথ ধরে এগোতে লাগল। তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণ-শক্তিই তাকে পথ দেখিয়ে দিল।

বনের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গায় টারজন তাদের ধরে ফেলল। কেউ তার পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরে ওজু দাঁড়িয়ে পড়েছে; দরকার হলে সেখানেই লড়াই করবে। কোরিকে সে এমনভাবে ধরে আছে যে সে টারজনকে দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু তার বন্য গর্জন থেকেই কোরি বুঝতে পারল যে ওজু কোন শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে। বিপক্ষের পাল্টা গর্জনও তার কানে এল, সে যেন সিংহের গর্জন। কিন্তু সুমাত্রায় তো কোন সিংহ বাস করে না। আর এ গর্জন তো বাঘের গর্জনও নয়। তাহলে এটা কোন্ ধরনের জন্তু?

গর্জন ক্রমেই নিকটতর হল। হঠাৎ ওরাংউটানটা কোরিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল। দুই হাতে ভর দিয়ে কোরি পিছনে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তে টারজন ও ওজু পরস্পরকে জাপটে ধরল। কোরি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করল। কিন্তু পাছে টারজনকে আঘাত করে বসে এই ভয়ে গুলি ছুঁড়তে পারল না। দুজনই মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ। ওজু চেষ্টা করছে টারজনের গলা কামড়ে ধরতে, আর টারজন প্রাণপণে হাত দিয়ে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কোরির মনে হল, দুটি পশু মরণ-পণ সংগ্রামে রত হয়েছে—আর তারই জন্য।

টারজন ডান হাত দিয়ে ওজুর চোয়ালকে ঠেকিয়ে রাখছে। বাঁ হাতটাকে ওজু চেপে ধরে আছে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে টারজন বাঁ হাতটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওজু টারজনের গলার আরও কাছে চোয়াল দুটোকে এগিয়ে নিচ্ছে।

আতংকিত কোরি পিস্তল হাতে দুই যোদ্ধার চার পাশে ঘুরছে; ওরাংউটানকে গুলি করার সুযোগ খুঁজছে; কিন্তু দুজন এত দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছে যে গুলি ছুঁড়লে সেটা কার শরীরে বিঁধবে বোঝা মুস্কিল।

হঠাৎ টারজন একটা পা দিয়ে গুজুর দুটো পাকে কেচ্‌কি মেরে তাকে উল্টে ফেলে দিল। টারজন চেপে বসল তার বুকের উপর। আত্মরক্ষার তাগিদে গুজু তার বাঁ হাতটা ছেড়ে দিল। কোরির চোখের সামনে একটা ছুরির ফলা ঝলসে উঠেই ওরাংউটানের বুকে বিঁধে গেল; যন্ত্রণায় ও ক্রোধে সেটা আর্তনাদ করে উঠল। বার বার ছুরিটা বিঁধতে লাগল তার বুকে। আর্তনাদ ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে এল; প্রকাণ্ড দেহটা নিথর হয়ে গেল; গুজু মারা গেল।

কোরি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; বসে পড়ল। টারজনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। টারজন বলল, "অন্তত আজকের মত তোমার বিপদ কাটল। আশা করি, জেরি, ভ্যান ডের বস, ও সার্জেণ্টরাও এসে পড়বে। চল, আমরাই বরং এগিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করিগে।"

একঝাঁকিতে কোরিকে কাঁধে তুলে নিয়ে টারজন আবার ডাল-পালার পথ ধরে তাকে নিয়ে চলল।

পথের কাছে পৌঁছে দুজনেই বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কারও মুখে কথা নেই। টারজন বুঝতে পেরেছে, মেয়েটি খুব বেশী মানসিক আঘাত পেয়েছে। তার কিছুটা বিশ্রাম দরকার।

প্রথম কথা বলল কোরি। "আমি তো প্রায় মরণের মুখেই পড়েছিলাম। তুমি যেন কোন্ শূন্য থেকে নেমে এলে। আচ্ছা, আমার খোঁজ তুমি পেলে কেমন করে? আমার কি ঘটেছে তাই বা বুঝলে কেমন করে?"

টারজন বলল, "কাহিনী শুধু বইয়ের পাতায়ই লেখা থাকে না। দেখার চোখ থাকলেই সব কিছু জানা যায়।" সব কথাই সে বুঝিয়ে বলল।

কোরি বলল, "তুমি একটি বিচিত্র মানুষ।"

"আমি তো যতটা মানুষ তার চাইতে বেশী পশু, কোরি।"

সজোরে মাথা নেড়ে কোরি বলল, "না, না, তুমি পশু হতে পার না।"

"আমার প্রশংসা করতেই তুমি এ কথা বলছ। তার কারণ পশুদের তুমি ভাল করে চেন না। তাদের এমন সব সদগুণ আছে যার অনুকরণ করতে পারলে মানুষের অনেক কল্যাণ হত।"

কোরি বলল, "হয় তো তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু কোন নৈশভোজে যেতে বাঘের চাইতে মানুষের সঙ্গই আমি ভালবাসব।"

টারজন হাসল। "পশুদের তো ওটাই সুবিধা। তাদের কোন নৈশভোজে যেতে হয় না, বক্তৃতা শুনে শুনে মাথা ধরাতে হয় না।"

কোরিও হাসল। "কিন্তু তোমার ঐ জন্তুদেরই একজন এসে তোমার উপর লাফিয়ে পড়ে তোমাকে দিয়েই ভোজনপর্ব সমাধা করতে পারে।"

"আবার একটি সুপুরুষও সহসা এসে তোমাকে গুলি করতে পারে।"

"তোমারই জিত হল," কোরি বলল।

টারজন বলল, "ওই—ওরা এসে পড়েছে।"

"কি করে জানলে?"

"উষা বলে দিচ্ছে।"

"উষা? উষা কে?"

"বাতাস। কান ও নাকের ছিদ্রপথে সেই আমাকে বলছে, মানুষ আসছে। প্রত্যেক জাতির একটা স্বতন্ত্র দেহ-গন্ধ আছে; তাই বুঝতে পারছি, ওরা সাদা মানুষ।"

পথের বাঁক ঘুরে কোরি ও টারজনকে দেখতে পেয়েই রসেটি হৈ-চৈ শুরু করে দিল। ক্রমে অন্যরাও এসে পড়ল। মিলনের আনন্দে সকলেই খুশি।

বুবোনোভিচ বলল, "এ যেন সপ্তাহান্তে সকলের ঘরে ফেরা।"

জেরি বলল, "কি জান কোরি, মনে হচ্ছে তুমি বুঝি অনেক সপ্তাহ আমাদের ছেড়ে ছিলে।"

ভ্যান ডের বস এসে কোরিকে চুমো খেয়ে বলল, "এ কয়দিনে যদি আমার সব চুল সাদা না হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে দুশ্চিন্তায় মানুষের চুল সাদা হয় না। আর কখনও এ ভাবে উধাও হয়ে যেয়ো না সোনা।"

দৃশ্যটা জেরির ভাল লাগল না।

টারজন এগিয়ে গেল গ্রামের দিকে। অন্য সকলে গল্প করতে করতে চলল তার পিছনে। গ্রামে ঢুকে টারজন সেখানে পাহারারত দুটি দাড়িওয়ালা সাদা মানুষের সঙ্গে কি যেন বলতে লাগল। গোরিলারা গ্রামটা দখল করে নিয়েছে। গ্রামের সবগুলো পথেই শান্ত্রী বসানো হয়েছে।

দূর থেকে রসেটিকে দেখেই আমাত গ্রামের অপর দিককার বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্‌ ও লেফ্‌টেন্যান্ট ডি লেটেনহোভ ছাড়াও গোরিলা বাহিনীর আরও কিছু লোক কোরি এবং টাককে চিনত; অবশ্য তারা ধরেই নিয়েছিল যে ওরা দুজনই মারা গেছে। দুজনকে ঘিরে বসে তারা হাসল, কথা বলল, গত দু'বছরের নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। কোরি এবং টাকও পুরনো বন্ধুদের কথা জানতে চাইল। তাদের কেউ মারা গেছে, কেউবা জাপানিদের হাতে বন্দী হয়েছে।

নিজেকে খুবই দল-ছাড়া মনে হওয়ায় জেরি বুবোনোভিচ ও রসেটিকে খুঁজে বের করল। একটা গাছের তলায় বসে জাপানিদের কাছ থেকে পাওয়া রাইফেল ও পিস্তলগুলি পরিষ্কার করায় মন দিল।

এক সময় ভ্যান প্রিন্‌স্‌ ও ডি লেটেনহোভ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করাই তাদের উদ্দেশ্য। কোরি ও টাক

কিছুটা দূরে আর একটা গাছের তলায় বসে ছিল। কোরি লক্ষ্য করেছে, ইদানীং জেরি তাকে এড়িয়ে চলছে; তাই সে আলোচনায় যোগ দিতে উঠে গেল না।

আলোচনায় স্থির হল, অন্তত সাময়িকভাবে দুটি দল একসঙ্গেই কাজ করবে, তবে এই ঘাঁটি তারা ছেড়ে যাবে। কারণ জাপানিরা যে কোন সময় এখানে হানা দিতে পারে।

টারজন শুধাল, "কখন যেতে চাও?"

ভ্যান প্রিন্‌স্ বলল, "আমার তো মনে হয় আজ ও আগামী কাল আমরা এখানে নিরাপদেই থাকতে পারব। কাজেই পরশু ভোরে আমরা এখান থেকে যাত্রা করব। তাতে আমাদের লোকরাও পায়ে দেবার মত কিছু যোগাড় করে নিতে পারবে। এখন আমরা যা পায়ে দিচ্ছি তাকে তো জুতো বলা যায় না। এখানে তো এসেছিলাম প্রায় খালি পায়। তারপর গ্রাম-প্রধান ও মেয়েদের চেষ্টায় কিছু স্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা হয়েছে।"

আলোচনাসভা ভাঙল। ভ্যান প্রিন্‌স্ নিজের কাজে জঙ্গলে চলে গেল। অন্য ওলন্দাজরা স্যাণ্ডেল তৈরি ও অস্ত্র পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল। কোরির নজর পড়ল জেরির উপর। সে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তার কি কোন অসুখ করেছে?

কোরি ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে বসল। বলল, "ব্যাপার কি জেরি? তোমার কি অসুখ করেছে?"

"না।" জেরি কাটা জবাব দিল।

কোরি অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। মনে আঘাত পেল। ধীরে ধীরে উঠে সেখান থেকে চলে গেল। জেরিও উঠে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে একত্র হলে টারজন বলল, "কিছু তাজা মাংস পাওয়া যায় কি না দেখতে হচ্ছে। কেউ কি আমার সঙ্গে যাবে?" সকলেই জানে, টারজন জেরির কথাই বলছে। তাই অন্য সবাই চুপ করে রইল।

জেরি বলল, "কেউ না যায়, আমি যাব।"

"তাহলে চলে এস," টারজন বলল।

রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে তারা জঙ্গলে ঢুকল।

দিন শেষ হবার মুখে আমাত ক্লান্ত দেহে জাপানিদের ঘাঁটিতে গিয়ে হাজির হল। জনে জনে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে সে অ্যাডজুটান্টের কাছে হাজির হল। আমাতের মুখে সব কথা শুনে অ্যাডজুটান্ট সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে গেল কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল কানৃজি তাজিরির কাছে।

নিজেদের চল্লিশজন সৈনিক খুন হবার সংবাদ শুনে তাজিরি তো রেগে আগুন। আমাতের খাবার ও শোবার ব্যবস্থা করবার হুকুম দিয়ে সে ঘোষণা করল, ভোর হতেই জুটো পুরো কোম্পানি সৈন্য নিয়ে সে নিজে যাবে সেই

গ্রামে; সেখানকার সাদা মানুষগুলোকে শেষ করে ফেলবে। সঙ্গে থাকবে আমাত। এ কথা আগে জানলে আমাত হয় তো এত সহজে ঘুমোতে পারত না।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় দুই দলের ফারাকটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ল। ওলন্দাজরা আমেরিকান ও টারজন থেকে আলাদা হয়ে তাদের প্রাতরাশ তৈরি করে খেল। ইংরেজরা বুঝতে পারল, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে, আর এভাবে চলতে থাকলে গোটা দলের মনোবলই ক্ষুন্ন হতে থাকবে।

প্রাতরাশ সেরে টারজন ও আমেরিকানরা জঙ্গলে ঢুকল ওলন্দাজদের তৈরি নতুন রাস্তাটা দেখতে। মূল রাস্তাটার পাশাপাশি এমনভাবে রাস্তাটা তৈরি হয়েছে যাতে সেখানে বেশ ভালভাবে লুকিয়ে থাকা যায়। তবে টারজনের মনে হল, নতুন পথে যে শাস্ত্রীদের বসানো হয়েছে তাদের আরও অনেকটা এগিয়ে বসানো উচিত। ফিরে এসে এবিষয়ে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স্-এর সঙ্গে কিছু আলোচনাও করল।

প্রাতরাশের কিছু পরেই লারা কোরির কাছে গিয়ে বলল, "এইমাত্র জানতে পারলাম আমাত কাল রাতে গ্রামে ফেরে নি। তাকে আমি চিনি। খুব খারাপ লোক। নিশ্চয় সে জাপানিদের বড় ঘাঁটিতে গিয়ে সব কথা বলে দিয়েছে।"

কোরি কথাগুলি ভ্যান প্রিন্স্কে জানাল। তখনই টারজন ও জেরি সেখানে এসে হাজির হল। কোরি চলে গেল।

তাদের সব কথা জানিয়ে ভ্যান প্রিন্স্ বলল, "কিছু আগাম খবর পাবার ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় হয়তো আমরাই অতর্কিত আক্রমণের শিকার হয়ে পড়ব।"

টারজন বলল, "আমি তোমাকে আগাম সংবাদ এনে দেব। চার-পাঁচ মাইল এগিয়ে গিয়ে আমি লুকিয়ে থাকব। জাপানিদের দেখতে পেলেই তারা এখানে আসার অনেক আগে তোমাকে সে খবর পৌঁছে দেব।"

"কিন্তু তারা যদি তোমাকে দেখতে পায়?"

"দেখতে পাবে না।"

ওলন্দাজটি হেসে বলল, "নিজের সম্পর্কে তুমি বড় বেশী নিশ্চিত।"

"তা ঠিক।"

ভ্যান প্রিন্স বলল, "এবার আমাদের পরিকল্পনার কথা বলছি। যা নিশ্চিত তাকে নিশ্চিততর করার জন্য আমার শাস্ত্রীদের এখানে রেখে যাব। তাদের বলে যাব, তুমি ফিরে এসে তাদের হুকুম করবে। সেটা কেমন হবে?"

টারজন বলল, "খুব ভাল, আমি তাহলে যাচ্ছি। তোমার লোকজনদের বলে, লতাপাতার আড়ালে তারা আত্মগোপন করে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করুক। ও.কে.।"

টারজন এক লাফে গাছে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওলন্দাজটি মাথা নেড়ে বলল, "ওর মত একদল সৈন্য হাতে পেলে জাপানিদের আমি এ দ্বীপ থেকেই তাড়িয়ে দিতে পারতাম।"

জেরি, বুবোনোভিচ, ও রসেটি গোরিলাদের আগেই অস্ত্রশস্ত্র ও হাত-বোমা নিয়ে নতুন পথে আত্মগোপন করল। ডালপালা ও দ্রাক্ষালতা দিয়ে ঘাড় ও মাথা ঢেকে তারা যেন জঙ্গলেরই একটা অংশ হয়ে গেল। মূল পথ ও তাদের মধ্যে যদি কয়েক ফুট ঝোপঝাড়ের ব্যবধান না থাকত তাহলে জাপানিরা এগিয়ে আসতে আসতে তাদের একেবারে ঘাড়ের উপর পা দেবার আগে কিছুই বুঝতে পারত না।

অচিরেই গোরিলারাও পৌঁছে গেল এবং আত্মগোপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্স্ মূল রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে তাদের ভালভাবে দেখে নিয়ে হুকুম দিল:

"ওদের চোখে ধরা না পড়লে কদাপি আমি গুলি করার আগে গুলি করবে না; আমি গুলি করলে তবে গুলি চালাবে। সামনে দুজন দরকার মত হাত-বোমা ছুঁড়তে পার। আর জাপানিরা যদি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাহলেও একেবারে শেষের দুজন হাত-বোমা ছুঁড়তে পার। সকলেই চেষ্টা করবে প্রতিটি জাপানিকে সামনাসামনি পেতে। আর তা পেয়েও যাবে। আর কোন প্রশ্ন আছে?"

"তারা যদি পালায়, আমরা কি তাড়া করব?"

"না। তাতে আমরাই অতর্কিতে আক্রান্ত হতে পারি।" ক্যাপ্টেন এসে সেনাদলের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

এক সময় জেরি দেখল, ভ্যান ডের বস ঠিক তার পিছনেই রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গ জেরির ভাল লাগল না।

ভ্যান ডের বস বলল, "আচ্ছা, মনে হচ্ছে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।"

জেরি একটা অস্পষ্ট শব্দ করল মাত্র।

"আর ধূমপান করাও চলবে না।"

কোন জবাব নেই।

ভ্যান ডের বস মুচকি হেসে বলল, "কোরিও যুদ্ধে আসতে চেয়েছিল; কিন্তু ভ্যান প্রিন্স্ ও আমি তাকে আসতে দেই নি।"

"ঠিক করেছ।"

"কোরি খুব ভাল মেয়ে। জন্ম থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়।

ছোটবেলা থেকেই ও আর আমার স্ত্রী বন্ধু ছিল ; কোরি আমার বোনের মত।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে জেরি বলল, "আমি জানতাম না তুমি বিবাহিত।"

"সেটা আমিও বুঝতে পেরেছি।"

জেরি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ধন্যবাদ। আমি একটা মহামূর্খ্খু।"

"ঠিক বলেছ," ভ্যান ডের বস বলল।

"তোমার স্ত্রীও কি পালিয়েছিল?"

"হ্যা বুড়ো ভ্যান ডের মিয়ারকে কত করে বললাম, কোরি ও তার মাকে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিতে, কিন্তু একগুঁয়ে বুড়ো কিছুতেই রাজী হল না। হা ঈশ্বর, তার জন্য কি মূল্যটাই না তাকে দিতে হল!"

এই সময় টারজন ফিরে আসায় তাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। টারজন ভ্যান প্রিন্‌স্‌কে বলল, "তোমার বেঁটে বাদামী ভাইরা আসছে। এখন তারা মাইল দুয়েক দূরে, দেখে মনে হল, দুটো বড় কোম্পানি। সঙ্গে হাল্কা মেসিন-গান ও ছোট কামান। সেনাপতি একজন কর্ণেল।"

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই।" সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, "আর কোন কথা নয়। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই শত্রুরা এসে পড়বে।" পরে টারজনের দিকে ফিরে বলল, "একটা কথা স্যার ; ওরা আসলে বাদামী নয়। ও শালারা হল্‌দে পাখি।"

গ্রামে যে সব গোরিলাদের রেখে যাওয়া হয়েছে তাদের দলপতি গ্রোয়েন ডি লেটেনহোভ। সে কোরিকে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলল। কিন্তু কোরি বাধা দিয়ে বলল, "প্রতিটি রাইফেলই তোমার দরকার সেনাপতি। তাছাড়া, জাপানিদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা এখনও বাকি আছে।"

"কিন্তু কোরি, তোমার আঘাত লাগতে পারে, মৃত্যুও ঘটতে পারে।"

"সে তো তোমার বা তোমার সৈন্যদের বেলায়ও ঘটতে পারে। তাহলে তো আমাদের সকলেরই লুকিয়ে পড়া উচিত।"

"তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।"

"আমাকে মেয়েমানুষ ভেবো না। আমি একটি জীবন্ত রাইফেল। আর আমার নিশানাও অব্যর্থ।"

বনের দিক থেকে একটা রাইফেলের শব্দ আসায় তাদের কথায় বাধা পড়ল।

অগ্রগামী জাপানিদের প্রথম দেখতে পায় জেরি। পাশাপাশি তিনজন এগিয়ে আসছে। শুধুমাত্র সামনের দিকে নজর রেখে তারা সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে। অতর্কিত আক্রমণের কোন ভয়ই তাদের মনে নেই; তাই পথের দু'পাশের জঙ্গলের দিকে তারা মোটেই তাকাচ্ছে না। দু'পাশের লুকিয়েথাকা গোরিলারা মূল সেনাদলের আসার অপেক্ষায় চুপ করে আছে। ক্রমে অগ্রবর্তী তিনজন তাদের পাশ কাটিয়ে বনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। সামনেই নীচে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে গ্রাম জনবিরল। ঘরের ভিতরে ও পিছনে লুকিয়েথাকা গোরিলারা জাপানিদের দেখেও অপেক্ষা করে আছে।

ইতিমধ্যে জেরি দেখল, মূল সেনাদল এগিয়ে আসছে। সকলের সামনে উদ্যত সামুরাই তরবারি হাতে কর্ণেল স্বয়ং। তার পিছনে আমাত, আর আমাতের পিছনে হাতের বেয়নেট বাগিয়ে ধরে এগোচ্ছে একটি সৈনিক। বাকি পথটা প্রথম কোম্পানির সৈন্যে আগাগোড়া ঠাসা। তখনই গর্জে উঠল ভ্যান প্রিন্‌স্‌-এর রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল বিস্মিত সৈন্যদের উপর। জেরি পর পর তিনটে হাত-বোমা ছুঁড়ল দ্বিতীয় কোম্পানিকে লক্ষ্য করে।

জাপানিরা এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল জঙ্গলের দিকে। যারা গুলি খেল তারা সারি ভেঙে পালাতে লাগল। কয়েকজন উদ্যত বেয়নেট বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে। শ্রীম্প মনের সুখে গুলি চালাতে চালাতে তার রাইফেলটাই গরম হয়ে উঠল।

যারা পাগলের মত দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটে পালাল তাদের মধ্যে ছিল কর্ণেল ও আমাত। কী আশ্চর্য, এতক্ষণ তাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে নি। এবার তাদের পালাতে দেখে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, "এবার আর পার পাবি না হলদে ভুঁড়ি।" তার পিস্তলের গুলি কর্ণেলকে বিদ্ধ করল। আমাতকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু তার গায়ে লাগল না। পড়ি-মরি করে সে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পালিয়ে গেল।

সম্পূর্ণ বিশৃংখল অবস্থায় বাকি জাপানিরা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। মৃত ও আহতরা সেখানেই পড়ে রইল। ভ্যান প্রিন্‌স্‌ কয়েকজন গোরিলাকে পশ্চাৎ-রক্ষী হিসাবে মোতায়েন করল, কয়েকজনকে লাগাল শত্রুপক্ষের অস্ত্র ও গুলি-গোলা হাতাবার কাজে, আর বাকিদের লাগাল উভয় পক্ষের আহতদের গ্রামে নিয়ে যাবার কাজে।

জাপানিদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি সংগ্রহ করতে করতেই রসেটি ও বুবোনোভিচের হঠাৎ খেয়াল হল, জেরি কোথাও নেই। ছুটে ঝোপের ভিতর গিয়ে দেখল, রক্তাপ্লুত দেহে জেরি চিৎ হয়ে পড়ে আছে। দুজনই তার পাশে নতজানু হয়ে বসল।

রসেটি বলল, "মরে নি ; এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে।"

বুবোনোভিচ বলল, "ওকে মরতে দেওয়া হবে না।"

সযত্নে তাকে তুলে নিয়ে দুজন গ্রামের দিকে চলল। ওলন্দাজরা তাদের তিনজন মৃত ও পাঁচজন আহতকে বয়ে নিয়ে চলল।

টারজন কাছে এসে অচৈতন্য জেরির দিকে তাকিয়ে বলল, "অবস্থা খারাপ কি ?"

বুবোনোভিচ বলল, "তাই তো আশংকা করছি।" তারা চলে গেল।

নিহত ও আহতদের নিয়ে তারা গ্রামে ঢুকল। সেখানকার গোরিলারা তাদের ঘিরে দাঁড়াল। নিহতদের দেহ ঢেকে দেওয়া হল, আর আহতদের শুইয়ে দেওয়া হল গাছের ছায়ায়। গোরিলাদের মধ্যে একজন ছিল ডাক্তার। কিন্তু তার কাছে না আছে ওষুধ, না আছে অ্যানেস্থেটিক। তবু সে যথাসাধ্য করতে লাগল। কোরি তাকে সাহায্য করল। ওদিকে জঙ্গলের কাছে কবর খোঁড়া হতে লাগল ; আর আদিবাসী মেয়েরা গরম জল করে দিল।

বুবোনোভিচ ও রসেটি জেরির পাশেই বসে ছিল। কোরিকে নিয়ে ডাক্তার সেখানে এল। জেরির দিকে চোখ পড়তেই কোরির মুখটা সাদা হয়ে গেল, দম বন্ধ হয়ে এল।

চারজনে মিলে জেরির শার্টটা খুলে ফেলল। ডাক্তার পরীক্ষা করতে বসল।

কোরি শুধাল, "অবস্থা কি খুবই খারাপ ?"

"সে রকম মনে হচ্ছে না। গুলি হৃৎপিণ্ডে লাগে নি। ফুসফুসটাও বেঁচে গেছে। শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবে। এস তো, ওকে একটু উপুড় করে শুইয়ে দি।"

গরম জল দিয়ে ঘাটা ধুইয়ে দিয়ে হাল্কা করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে ডাক্তার বলল, "একজন ওর কাছে থাক। জ্ঞান ফিরলে চুপচাপ থাকতে বলো।"

কোরি বলল, "আমি আছি।"

ডাক্তার বলল, "তোমরা বরং আমাকে সাহায্য করবে চল।"

আহত লোকটির পাশে বসে কোরি ঠাণ্ডা জলে তার মুখটা বার বার ভিজিয়ে দিতে লাগল। আর যে কি করবে তা সে জানে না, তবু একটা কিছু করতে তার বড় সাধ।

ইতিমধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেরি চোখ মেলল। বার কয়েক চোখ পিট-পিট করল ; যেন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছে না। মেয়েটির মুখ ঝুঁকে আছে তার মুখের উপর। জেরির মুখে হাসি ফুটল ; হাত বাড়িয়ে সে কোরির হাতটা চেপে ধরল।

কোরি বলল, "এবার তুমি ভাল হয়ে যাবে জেরি।"

জেরি বলল, "আমি তো ভাল হয়েই গেছি।"

দুজন দুজনের দিকে তাকাল। পৃথিবীটা কী সুন্দর!

ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্‌ আহতদের জন্য ডুলি বানাবার কাজে ব্যস্ত ছিল। সে এসে জেরিকে শুধাল, "কেমন আছ?"

"খুব ভাল।"

"বেশ কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। জাপানিরা আজ রাতে নির্ঘাৎ হানা দেবে। এখান থেকে আত্মরক্ষা করার অনেক অসুবিধা। আর একটা ভাল জায়গার সন্ধান আমার জানা আছে। ডুলিগুলো তৈরি হয়ে গেলে, এবং নিহতদের কবর দেওয়া হলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। তার আগে গ্রামটাকে পুড়িয়ে দেব। এরা জাপানিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এদের শাস্তি দিতে হবে।"

কোরি বলে উঠল, "না, না, এমন কাজ করো না। দোষীদের সঙ্গে নির্দোষদেরও শাস্তি দিলে অন্যায় করা হবে। লারার কথাই ধর, দু' দু'বার সে আমাদের সাহায্য করেছে। সেই আমাকে বলেছে, এখানকার মাত্র দুটি লোক জাপানিদের সাহায্য করেছে—সর্দার আর আমাত। যারা আমাদের অনুগত তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিলে নিষ্ঠুরের মত কাজ করা হবে। ভুলে যেয়ো না, লরা বলে না দিলে জাপানিরা আমাদের অতর্কিত আক্রমণ করার সুযোগ পেত।"

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, "তুমি ঠিক বলেছ কোরি। তোমার কথায় একটা ভাল মতলব আমার মাথায় এসেছে।"

সে চলে গেল। দশ মিনিট পরেই সর্দারকে গ্রামের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারা হল।

যাত্রার সময় হল। জেরি কিছুতেই ডুলিতে উঠবে না; সে হেঁটেই যেতে পারবে। শেষে ডাক্তারের ধমক খেয়ে ডুলিতে চাপল।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, "টারজন কোথায়?"

বুবোনোভিচ বলল, "ঠিকই তো। কোথায় সে?"

রসেটি বলল, "গীজ, লড়াইয়ের পরে সে তো গ্রামেই ফেরে নি। কিন্তু সে তো আহতও হয় নি।"

বুবোনোভিচ বলল, "তার জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। নিজেরও অন্য সকলের জন্য ঘামাবার মত মাথা তার আছে।"

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, "ঠিক আছে। আমাদের যাত্রা শুরু হোক।"

আহত জেরির দিকে তাকাতেই টারজনের মনে হয়েছিল, তার আঘাত মারাত্মক। এই যুবক বৈমানিকটিকে তার ভাল লেগেছে। তাই তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে টারজনের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সকলের অলক্ষ্যে

সে গাছের উপর দিয়ে শত্রুপক্ষের পিছু নিল।

একটা জায়গায় পৌঁছে জাপানিদের একজন ক্যাপ্টেন ও দু'জন লেফ্‌টেন্যাণ্ট সৈন্যদের দাঁড় করাল। দুই কোম্পানি জাপানি সৈন্যের মাত্র তারাই অবশিষ্ট আছে। সেখানেই টারজন তাদের ধরে ফেলল। গাছের অনেক উপর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল তাদের দিকে। ধনুকে একটা তীর যোজনা করল। বানরমুখোদের কিচির-মিচিরে ও অফিসারদের হৈ-হুংকারে ধনুকের জ্যার শব্দ চাপা পড়ে গেল। শুধু দেখা গেল, ক্যাপ্টেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, আর একটা বাঁশের তীর তার বুকটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে।

মুহূর্তের জন্য জাপানিরা হতবাক; পরক্ষণেই সকলে হৈ-চৈ করে উঠল; মেসিন-গান ও রাইফেল থেকে চারদিকে গুলি চালাতে লাগল। পঁচাত্তর ফুট উপরে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে টারজন ধনুকে আর একটা তীর বসাল। এবার শিকার হল একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে টারজন কয়েশ' ফুট দূরে সরে গেল। রহস্যজনকভাবে দ্বিতীয় অফিসারটিও ভূপাতিত হলে জাপানিরা ভয় পেল। যে যেদিকে পারল গুলি ছুঁড়তে লাগল। তারপর শেষ অফিসারটিও তীরবিদ্ধ হতেই তারা মূল ঘাঁটির দিকে পালাতে শুরু করল। টারজনও ফিরে চলল গ্রামের দিকে। আমেরিকান বন্ধুটির আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া হল।

যেতে যেতে এক জায়গায় অনেক বানর দেখতে পেয়ে টারজন গাছ থেকে নেমে এল। প্রথমে বানরগুলো ভয় পেয়ে দূরে সরে গেল। কিন্তু সে যখন তাদের ভাষায় কথা বলতে লাগল তখন তারা সাহস ফিরে পেয়ে কাছে এগিয়ে এল। একটা ছোট বানর তো গুটি-গুটি এসে তার হাতের উপরেই বসল। ছোট নকিমার কথা মনে পড়ে গেল। নকিমা টারজনকে কত ভালবাসত, টারজনও ভালবাসত নকিমাকে। আফ্রিকা! কত—কত দূরে সে দেশ!

নকিমার মতই ছোট বানরটির সঙ্গেও সে কথা বলতে লাগল। একটু একটু করে তার সাহস বাড়ল। এক সময় লাফ দিয়ে টারজনের ঘাড়ে চড়ে বসল। নকিমার মতই সেও হয়তো টারজনের ঘাড়টা নিরাপদ আশ্রয় বলেই মনে করল। তাকে কাঁধে নিয়েই টারজন এক লাফে গাছে উঠে গেল। বানরটার নাম কেটা।

ডাকাতদলের পরিত্যক্ত শিবিরেই গেরিলারা সাময়িক আস্তানা পেতেছে। সেখানেই পথের পাশে উঁচু পাহারা-মঞ্চে এস/সার্জেণ্ট টমি রসেটি বসেছিল। তার পালা শেষ হয়েছে; অন্য একজন শান্ত্রীর জন্য সে অপেক্ষা করছে।

তার নজরে পড়ল, পথ বেয়ে কে যেন এগিয়ে আসছে। দেখতে একটি ক্ষীণদেহ তরুণের মত; কিন্তু বিকেলের অস্পষ্ট পড়ন্ত আলোতেও তার বুঝতে

অসুবিধা হল না যে ট্রাউজার, রাইফেল, পিস্তল, লম্বা ছুরি ও গুলির বেল্ট থাকা সত্ত্বেও মূর্তিটি কোন তরুণের নয়। রাইফেল উঁচিয়ে সে হুকুম করল, "দাঁড়াও।"

"আমি তো দাঁড়িয়েই পড়েছি ;" পরিষ্কার মেয়েলি গলা।

"তুমি কে, আর রণসাজে সেজে চলেছই বা কোথায় ?"

"তুমি নিশ্চয় সেই বাচ্চা সার্জেন্ট যার কথা কোরি ভ্যান ডের মিয়ার আমাকে বলেছে—যে নাকি মেয়েদের ঘৃণা করে আর বাজে ইংরেজি বকে।"

"আমি ইংরেজি বলি না, বলি আমেরিকান। তাতে হাসির কি আছে ? কিন্তু তুমি কে ?"

"আমি সাবিনা। কোরি ভ্যান ডের মিয়ারকে খুঁজছি।"

"এগিয়ে এস," বলে রসেটি মঞ্চ থেকে রাস্তায় নেমে এল। বন্দুকের ঘোড়ায় একটা আঙুল রেখে বেয়নেটটাকে তলপেট সমান উঁচু করে ধরল।

মেয়েটি বলল, "ওটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে ধর।"

"কোন ভয় নেই বোন। বুঝতে পারছি, তুমি সেই ডাকাতদলের লোক। কেমন করে বুঝব তোমার পিছনে দলবল নেই ?"

"আমি একা," সাবিনা বলল।

"হয় তো তাই। তবু তোমার হাতের অস্ত্রটা নামিয়ে রাখ।"

সাবিনা রাইফেলটা নামিয়ে রাখল। পথের পাশে বসে পড়ে বলল, "শুনেছি তুমি একজন সৎ সৈনিক। সৎ সৈনিকদের আমি পছন্দ করি।"

রসেটি মুচকি হেসে বলল, "তুমিও কিছু মন্দ নও বোন। কিন্তু একা একা এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ?"

"আমি ডাকাতদলকে ছেড়ে এসেছি। কোরি ভ্যান ডের মিয়ারের কাছে থাকতে চাই। তার একজন সঙ্গিনী দরকার। সারাক্ষণ পুরুষদের মুখ দেখতে কোন মেয়েরই ভাল লাগে না। আমি তার দেখাশুনা করব। সে তো এখানেই আছে, না কি ?"

"হাঁ, শিবিরেই আছে। কিন্তু তার কোন সঙ্গিনীর দরকার নেই। চারজন পুরুষের সঙ্গে সে বেশ ভালই আছে।"

সাবিনা বলল, "আমি জানি। সেই আমাকে বলেছে। তবু একটি মেয়েকে কাছে পেলে তার ভালই লাগবে। আচ্ছা, ওরা কি আমাকে এখানে থাকতে দেবে ?"

"কোরি বললেই দেবে। তুমিই যদি হুফ্‌টের কাছ থেকে পালাতে তাকে সাহায্য করে থাক, তাহলে আমরা সকলেই তোমার পক্ষে।"

এই সময় বদলি শাস্ত্রী এসে পড়ায় রসেটি সাবিনাকে নিয়ে কোরির খোঁজে চলল।

একটা গাছের তলায় বসে জেরি ও কোরি গল্প করছিল। দুজনে

সেখানে হাজির হতেই সারিনাকে চিনতে পেরে কোরি লাফ দিয়ে উঠল। "সারি না! তুমি এখানে কেন?"

"তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। ওদের বল যাতে আমাকে এখানে থাকতে দেয়।"

সারিনার ওলন্দাজ ভাষা কোরি অনুবাদ করে জেরিকে শোনাল। জেরি বলল, "আমার কথা বলতে পারি—তুমি যদি চাও তো ও এখানে থাকতে পারে; কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্‌-এর অনুমতি নেওয়া দরকার। সার্জেন্ট, তোমার বন্দিনীকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাও।"

"অগত্যা; চলে এস বোন।"

সারিনা বলল, "ঠিক আছে দাদা; কিন্তু তোমার বেয়নেটটা সারাক্ষণ আমার দিকে উঁচিয়ে রেখো না। আমি জানি তুমি একজন সৎ সৈনিক, কিন্তু তাই বলে বাড়াবাড়ি ভাল নয়।" কোরি অবাক হয়ে সারিণার দিকে তাকাল। এই প্রথম সে সারিণার মুখে ইংরেজি শুনল। আর বেশ চোস্ত ইংরেজি। কোথায় শিখল মেয়েটা!

রসেটি বলল, "ও. কে. মিষ্টি মেয়ে। আশা করি তুমি পালাতে চেষ্টা করবে না।"

কোরি বলল, "আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। আমি তোমার ভার নিলে ক্যাপ্টেন ভ্যান প্রিন্‌স্‌ আপত্তি করবে না।"

সারিনা ও কোরির সব কথা শুনে ক্যাপ্টেন শুধাল, "কেন তুমি ডাকাতদের দলে জুটেছিলে?"

সারিনা বলল, "কিছুটা তাদের ভয়ে, কিছুটা জাপানিদের ভয়ে। মনে মনে ইচ্ছা ছিল, সুযোগ পেলেই গোরিলাদের দলে যোগ দেব। আর এটাই প্রথম সুযোগ।"

"মিস ভ্যান ডের মিয়ার যদি তোমার জামিন হয় আর ক্যাপ্টেন লুকাসের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে তুমি এখানে থাকতে পার।"

কোরি বলল, "বাস, মিটে গেল। ধন্যবাদ কেরভিন।"

কোরি ও সারিনাকে নিয়ে রসেটি আবার গাছতলায় ফিরে গেল। জেরি সেখানেই শুয়ে ছিল।

কথায় কথায় কোরি শুধাল, "তুমি কোথায় ইংরেজি শিখেছ বল তো সারিনা।"

"গিলবার্টস-এর একটা ক্যাথলিক মিশনারী স্কুলে। বাবা যখনই জাহাজে যেত মাকে আর আমাকে সঙ্গে নিত। উনত্রিশ বছর পর্যন্ত আমার জীবনটা প্রায় জাহাজে জাহাজেই কেটেছে। মা যখন মারা গেল তখন আমি ছোট; কিন্তু বাবা আমাকে নিজের কাছেই রেখে দিল। সারা দক্ষিণ সমুদ্রে আমরা

টহল দিয়ে বেড়াতাম। প্রতি দুই বছর অন্তর কিছুদিন করে গিলবার্টস-এ কাটাতাম। প্রতিটি দ্বীপে চলত আমাদের ব্যবসা ; আর সেই সঙ্গে চলত জলদস্যুতা ও নরহত্যা।

"বাবা আমাকে লেখাপড়া শেখাতে চাইল; তাই বারো বছর বয়সে দু' বছরের জন্য আমাকে মিশন স্কুলে রেখে বাবা বেরিয়ে পড়ল। সেখানেই অনেক কিছু শিখলাম। বাবার কাছে ওলন্দাজ শিখেছিলাম। বাবা ভাল লেখাপড়া জানত। জাহাজেই তার একটা ভাল লাইব্রেরি ছিল। অতীত জীবন সম্পর্কে সে আমাকে কখনও কিছু বলে নি—এমন কি তার আসল নামটাও না। সকলেই তাকে বড় জন বলে ডাকত। সে আমাকে জাহাজ চালানোও শিখিয়েছিল। চোদ্দ বছর বয়স থেকে আমিই হলাম তার প্রথম সহকারী। একটি মেয়ের পক্ষে কাজটা মোটেই সুখের নয়, কারণ বাবার জাহাজের লোকজনরা ছিল খুবই খারাপ ধরনের মানুষ। তাদের কাছ থেকেই চলনসই গোছের চীনা ও জাপানি ভাষাও রপ্ত করে নিলাম। নানা দেশে ভিড়ত আমাদের জাহাজ। বাবা যখন মাতাল হয়ে পড়ত তখন আমিই হতাম ক্যাপ্টেন। বড়ই কঠিন কাজ, আমাকেও কঠিন হতে হত। সব সময় সঙ্গে রাখতাম দুটো পিস্তল। কখনও হাতছাড়া করতাম না।"

রসেটির চোখ দুটি সারাক্ষণ সারিনার মুখে নিবদ্ধ। সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ। বুবোনোভিচ তো অবাক। তবে হ্যাঁ, সারিনা যে দেখতে ভাল সেটা সেও স্বীকার করে।

জেরি শুধাল, "এখন তোমার বাবা কোথায় ?"

"সম্ভবত নরকে। শেষ পর্যন্ত একটা খুনের মামলায় সে ফেঁসে গেল। ফাঁসি হয়ে গেল। বাবা গ্রেপ্তার হবার পর থেকেই মিঃ ও মিসেস ভ্যান ডের মিয়ার আমার প্রতি সদয় হল।"

জেরিকে দেখতে ডাক্তার আসায় সভা ভেঙে গেল। সারিনাকে নিয়ে কোরি চলে গেল তার ঘরে। বুবোনোভিচ ও রসেটি গিয়ে বসল তাদের ঘরের সামনে।

রসেটি বলল, "কী মেয়েরে বাবা!"

"কে ? কোরি ?"

"না, আমি ইলিনরের কথা বলছি।"

বুবোনোভিচ বলল, "কোরির পাশে ঐ পিস্তলওয়ালিকে ভাল করে দেখেছ কি ? আমার কিন্তু মনে ধরেছে।"

"সে কি ? তোমার তো বৌ আছে, বাচ্চা আছে।"

"আরে বাবা, আমার এ প্রেম কামগন্ধহীন। একটা মেয়ে জলদস্যুর সঙ্গে -নষ্টি আমার পোশাবে না।"

রসেটি বলল, "যাই বল, মেয়েটি ভারী সুন্দর দেখতে।"

বুবোনোভিচ চেঁচিয়ে বলল, "মাই গড! এট্ টু ব্রুটে!"

"দেখ বাজে জ্ঞান দিও না।"

"আরে বাবা, তুমি যে মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলে সেটা তো আমি দেখেছি। ও সব লক্ষণ আমার চেনা। তুমি ফেঁসে গেছ।"

"বাজে বকো না।"

পরদিন সকালে শিবির তুলে দিয়ে সকলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। আহতদের ডুলিতে চাপিয়ে দেওয়া হল। কোরি হাঁটতে লাগল জেরির ডুলির পাশে। তার পিছনে সারিনা, আর সারিনার পাশে রসেটি। বুবোনোভিচ ও কয়েকজন ওলন্দাজ চলল সকলের পিছনে।

বুবোনোভিচ ভাবছে জেরি ও রসেটির কথা। দুজনের একই হাল। জেরির ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু শ্রীম্প! সে তো ছিল একজন পাড় নারীবিদ্বেষী, অথচ রাতারাতি মার বয়েসী একটা খুনে ইউরেশিয় মেয়ের জন্য একেবারে যেন ক্ষেপে উঠেছে। অবশ্য সারিনা দেখতে যথেষ্ট ভাল। সেটাই তো কাল হয়েছে। রসেটিকে সে ভালবাসে; তাই সে চায়, বেচারি যেন শেষ পর্যন্ত গাড্ডায় না পড়ে। কিপ্‌লিং-এর একটা কবিতা মনে পড়ে গেল:

> একদা রাত্রে আমি বলেছিলাম—
> আহা, সে যদি সাদা চামড়ার মেয়ে হত,
> অমনি সে ছুরি চালিয়ে দিল।
> তার কাছ থেকেই শিখলাম
> নারী-চরিত্রের প্রথম পাঠ।

সকলেই চুপচাপ চলেছে। জেরি চোখ বুজে শুয়ে আছে। মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ করছে।

কোরি শুধাল, "কেমন লাগছে?"

"খুব ভাল। শিবির আর কতদূরে কে জানে।"

"বেশী দূরে নয়।"

কোরি লক্ষ্য করল, জেরির মুখটা খুব লাল। কপালে হাতটা ছোঁয়াল। তারপর পিছিয়ে গিয়ে সারিনাকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠাল।

আবার ফিরে এল ডুলির পাশে। জেরি ভুল বকছে। কোরি কথা বলল। কোন জবাব নেই। অস্থিরভাবে এ-পাশ ও-পাশ করছে।

ডাঃ রেড এল। তার একমাত্র ব্যবসায়িক যন্ত্র থার্মোমিটারটা লাগাল। দু'মিনিট পরে সেটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"খারাপ?" কোরি শুধাল।

"খুব ভাল নয়। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আঘাতের প্রথম রাতে তো জ্বর ছিল না। আমি তো ভেবেছি এ কয়দিনে সে ভাল হয়ে গেছে।"

"তবে কি—? তবে কি—?"

ডাক্তার হেসে বলল, "এখনই দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটে নি। আরও খারাপ ঘা এবং আরও বেশী জ্বর নিয়েও লক্ষ লক্ষ লোক ভাল হয়ে উঠেছে।"

"কিন্তু তুমি এখানেই থাকছ তো ডাক্তার?"

"নিশ্চয়। চিন্তা করো না।"

"ছুটোর সময় তিন শূন্য," বকতে বকতে জেরি উঠে বসল।

কোরি ও ডাক্তার আস্তে তাকে ধরে শুইয়ে দিল। চোখ মেলে জেরি তাকাল কোরির দিকে। ঈষৎ হেসে বলল, "ম্যাবেল।" তারপর চুপ করে গেল। রসেটিও এসে ডুলির পাশে হাঁটতে লাগল।

জেরি বলল, "লুকাস মেলরোজকে! লুকাস মেলরোজকে!"

রসেটি উদ্গত কান্নাকে অনেক কষ্টে চেপে গেল। মেলরোজ ছিল তাদের বিমানের একজন গোলন্দাজ। বিমানটি ভেঙে পড়ার আগেই মারা গেছে। অথচ লুকাস তার সঙ্গেই কথা বলছে! কোন রকমে সে উচ্চারণ করল; "মেলরোজ লুকাসকে। পশ্চিম রণাঙ্গন এখন শান্ত।"

জেরি শান্ত হল। কোরি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনার সুরে বলল, "সব ঠিক আছে জেরি। চুপচাপ শুয়ে থাক।"

জেরি হাত বাড়িয়ে কোরির হাতটা ধরল। "ম্যাবেল" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

রেড বলল, "ওর পক্ষে এটাই সেরা ওষুধ।"

বন পার হয়ে সকলে উপত্যকায় পৌঁছে গেল। ভ্যান প্রিন্‌স্-এর নির্দেশে সকলে থামল। ছোট নদীটার পাশে কয়েকটা গাছের ছায়ায় তাঁবু ফেলা হল।

বাকি বিকেল এবং সারাটা রাত জেরি ঘুমিয়ে কাটাল। কোরি ও সারিনা ঘুমোল ডুলির একপাশে, আর বুবোনোভিচ ও রসেটি অন্যপাশে। একজন পালা করে জেগে রইল।

যখন কোরির জাগার পালা এল তখন সে ম্যাবেলের কথাই ভাবতে লাগল। ওক্‌লাহোমার যে মেয়েটি ৪-এফ্-কে বিয়ে করেছিল তার নাম সে আগে শোনে নি; এখন বুঝল তারই নাম ম্যাবেল। জেরি এখনও তাকে ভালবাসে।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ঘুম ভেঙে গেলে জেরি পাতায় ঢাকা আকাশের দিকে তাকাল। জলের কল্-কল্ শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল, পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে ছোট নদীটা কুলুকুলু স্বরে বয়ে চলেছে। বুবোনোভিচ ও

ঝর্ণাটি তীরে বসে হাত-মুখ ধুচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে কোরিকে খুঁজতে গিয়েই দেখল, সে ডুলিটার পাশেই বসে আছে। হাঁটুর উপর কনুই রেখে দুই হাতে মুখটা ঢেকে রেখেছে। মাথা-ভরা চুলে সোনালী আভা।

আস্তে ডাকল, "কোরি।"

চোখ মেলে মাথাটা তুলে কোরি বলল, "ওঃ, জেরি!"

জেরি হাত বাড়িয়ে কোরির হাতটা ধরল। অপর হাতটা জেরির কপালে রাখতেই কোরি সানন্দে বলে উঠল, "ওঃ, জেরি! জেরি! তোমার জ্বর ছেড়ে গেছে। কেমন লাগছে এখন?"

"কেমন লাগছে? মনে হচ্ছে, ক্ষুর, শিং ও চামড়া সমেত একটা গরু খেয়ে ফেলি।"

রোগীদের দেখতে দেখতে জেরির কাছে এসে ডাঃ রেড বলল, "আজ সকালে কেমন আছ?"

"খুব ভাল। এখন আর কারও ঘাড়ে চেপে যেত হবে না।"

রেড মুচকি হেসে বলল, "ওটা তোমার ভুল ধারণা।"

ক্যাপ্টেন ভন প্রিন্‌স্‌ ও টাক ভান ডের বস এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন শুধাল, "আরও একটা দিন ডুলিতে চেপে যেতে পারবে তো?"

"নিশ্চয় পারব।"

"খুব ভাল! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে চাই। এ জায়গাটা বড় বেশী খোলামেলা।"

ভ্যান ডের বস বলল, "কাল তুমি আমাদের খুব ভাবনায় ফেলেছিলে জেরি।"

জেরি বলল, "একটি ভাল ডাক্তার পেয়েছিলাম।"

একটা গাছের আড়াল থেকে কোরি এগিয়ে এল। জেরি দেখল, তার চোখ দুটি লাল। কেন যে সে ছুটে চলে গিয়েছিল জেরি সেটা বুঝতে পারল।

টাক জিজ্ঞাসা করল, "এতক্ষণে ঘুম ভাঙল?"

"আমি একটা গরু খুঁজতে গিয়েছিলাম," কোরি বলল।

"একটা গরু? কেন?"

"প্রাতরাশের জন্য জেরি একটা গরু চেয়েছিল।"

ভ্যান প্রিন্স মুচকি হেসে বলল, "এবার ভাত খাবে।"

সকলে যার যার কাজে চলে গেল। জেরির কাছে রইল শুধু কোরি। একসময় সে প্রশ্ন করল, "ম্যাবেল কে?"

"ম্যাবেল? তুমি কি করে জানলে তাকে?"

"আমি কিছুই জানি না। তুমিই বার বার তাকে ডাকছিলে।"

জেরি হাসল। "বাবা ঐ নামে মাকে ডাকত। ওটা মার নাম নয়, তবু কেন জানিনা বিয়ের আগে থেকেই বাবা মাকে ডাকত ম্যাবেল বলে। আর তাই আমরাও তাকে ম্যাবেল বলেই ডাকতাম।"

কোরি হেসে বলল, "আমরা সকলেই ভাবছিলাম ম্যাবেল আবার কে।"

"শ্রীম্প, বুবোনোভিচ, সারিনা, এমন কি ডাক্তারও বোধ হয় নামটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিল?" জেরি হেসে বলল।

"এটা হাসির কথা নয় দুষ্টু কোথাকার," কোরি বলল।

উপত্যকার একেবারে মাথায় একটা চুনা পাথরের পাহাড়ের নীচে অবিরাম উৎসারিত হচ্ছে একটা ঝর্ণার জলধারা। সেটাই ছোট নদীটার উৎস-মুখ। সেখানেই অনেকগুলি গুহাও আছে। ভ্যান প্রিন্স্ স্থির করেছে সেখানেই একটা মোটামুটি স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করে ম্যাক আর্থারের অধীনে মিত্রশক্তির আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে; আমেরিকানদের কাছেই সে সর্বপ্রথম জেনেছে ম্যাক আর্থার ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

আবার আমেরিকানরা স্থির করেছে, জেরি সুস্থ হয়ে উঠলেই তারা এই ঘাঁটি থেকেই পাহাড়টা পেরিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে। টাক ভ্যান ডের বসও তাদের সঙ্গে যাবে, কারণ সুমাত্রার সম্পর্কে এবং সেখানকার জাপানি ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে যে সব তথ্য সে জানে সেগুলি মিত্রশক্তির কাছে খুবই মূল্যবান হবে। অবশ্য আমেরিকানদের এই পাগলামির সাফল্য সম্পর্কে ভ্যান প্রিন্স্-এর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই সে কোরিকে এই ঝুঁকি নিতে বারণ করেছে। বার বার বলেছে, "এই পাহাড়ি অঞ্চলে আমরা তোমাকে লুকিয়ে রাখব। নিজের লোকদের মধ্যে তুমি নিরাপদ থাকবে।"

টাক ভ্যান ডের বসও ভ্যান প্রিন্স্এর সঙ্গে একমত। সেও বলল, "আমারও মনে হয় কোরি এখানেই তুমি বেশী নিরাপদ থাকবে। আমি তো মনে করি, আমাদের চারজন পুরুষের পক্ষে এখান থেকে পালানোটা সহজতর হবে যদি—যদি—"

"দুটো মেয়েমানুষের বোঝা যদি তোমাদের ঘাড়ে না চাপে, এই তো? সে কথা মুখ ফুটে বলছ না কেন টাক?"

"তোমাদের মনে আঘাত না দিয়ে কেমন করে কথাটা বলা যায় ঠিক বুঝতে পারি নি কোরি; তবে সেই কথাটাই আমি বলতে চেয়েছি।"

"সারিনা ও আমি কারও বোঝা নই। বরং আমরা দুটি বাড়তি রাইফেল। সারিনা যে তোমাদের যে কোন পুরুষের চাইতে হিংস্রতর যোদ্ধা আশা করি সে কথা তুমি স্বীকার করবে। আর যুদ্ধ লাগলে যে আমি আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে যাই না তার প্রমাণও তো পেয়েছ। তাছাড়া আর একটা

কথা ভেবে দেখ : সারিনা সারা জীবন এই সব সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে একজন অভিজ্ঞ জাহাজ-চালকও বটে। আমি তো মনে করি, আমরা দুজন সঙ্গে থাকলে তোমাদের অনেক সাহায্য হবে। সারিনা ও আমি তোমাদের সঙ্গেই যেতে চাই ; অবশ্য জেরি যদি না বলে তো সেটাই শেষ কথা।"

বুবোনোভিচ ও রসেটির দিকে তাকিয়ে জেরি শুধাল, "তোমরা কি মনে কর? কোরি ও সারিনা আমাদের সঙ্গে যাক এটা তোমরা চাও, না চাও না?"

রসেটি বলল, "আমি বলি, যাব তো আমরা সকলেই যাব, নাহলে সকলেই থাকব।"

বুবোনোভিচ বলল, "বিপদ ও কষ্ট যা আছে তা তো কোরি ও সারিনা ভালই জানে। তারাই তাদের কর্তব্য স্থির করুক। তাদের কথা ভাববার কোন অধিকার আমাদের নেই বলেই আমি মনে করি।"

কোরি বলল, "খুব ভাল কথা বলেছ সার্জেণ্ট। সারিনা ও আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।"

দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ভ্যান প্রিন্‌স্‌ বলল, "তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে ; অবশ্য তোমাদের সাহসের আমি প্রশংসা করি, আর তোমাদের সাফল্যও কামনা করছি।"

আঙুল বাড়িয়ে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, "ঐদিকে তাকাও! এবার সব গোলমাল মিটে যাবে।"

দূরে দেখা দিল টারজনের ব্রোঞ্জ-মূর্তি। তার এক কাঁধে একটা ছোট বানর, আর অন্য কাঁধে একটা হরিণ।

শিবিরের এক পাশে হরিণটাকে ফেলে টারজন দলের কাছে এসে দাঁড়াল। দুই হাত দিয়ে টারজনের গলা জড়িয়ে ধরে কেটা কিচির-মিচির শুরু করে দিল। অপরিচিত টারমাঙ্গানিদের দেখে ছোট্ট কেটা ভয় পেয়েছে।

টারজন তাদের ভাষায় বলল, "এরা আমার বন্ধু কেটা। ভয় পেয়ো না।"

বানরটি বলল, "কেটা ভীরু নয় ; সে টারমাঙ্গানিকে কামড়ে দেয়।"

সকলেই টারজনকে স্বাগত জানাল। জেরিকে ভাল করে দেখে টারজন, "শেষ বার যখন তোমাকে দেখি তখন তো ভেবেছিলাম তুমি মরেই গেছ।"

"আমরা তো ভয় করছিলাম যে তুমি মারা গেছ। কোন রকম বিপদে পড়েছিলে কি?"

টারজন বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু বিপদ আমার নয়, বিপদ জাপানিদের। আমি তাদের পিছু নিয়েছিলাম ; যথেষ্ট প্রতিশোধও নিয়েছি।"

জেরি হেসে বলল, "আহা, আমি যদি সচক্ষে সে দৃশ্যটা দেখতে পেতাম।"

টারজন বলল, "দেখে খুব সুখ পেতে না। আতংকগ্রস্ত কতকগুলি

অসহায় মানুষ—প্রভু বিহনে কতকগুলি জ্যান্ত রোবোট যেন। প্রভুদের আমি আগেই শেষ করেছিলাম।"

"তাদের তাড়া করে নিশ্চয় অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলে?" ভ্যান প্রিন্‌স্‌ প্রশ্ন করল।

"না, তা যাই নি; বরং তাদের শেষ করে জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। অপরিচিত দেশ সম্পর্কে আমার কৌতূহল চিরকালই একটু বেশী। অবশ্য, সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়ে নি। গতকাল বিকেলে শত্রুপক্ষের একটা কামানের ঘাঁটি দেখেছি, আর আজ সকালে দেখেছি আর একটা। তোমার কাছে যদি মানচিত্র থাকে তো সেগুলির অবস্থান ভাল করেই দেখিয়ে দিতে পারব।"

যে ছোট দলটা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছতে ইচ্ছুক তাদের মধ্যে আমেরিকান, ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান থাকায় গোরিলারা তাদের নাম দিয়েছে "বিদেশী সেনাদল।" নামটাকে আরও সার্থক করে তুলতে জেরি আরও জানিয়েছে যে বুবোনোভিচ একজন রুশ, রসেটি ইতালীয়, আর সে নিজে আধা-ভারতীয়।

কোরি বলল, "বেচারি বুড়ো সিং যদি আমাদের সঙ্গে থাকত তাহলে মিত্রশক্তির চার প্রধান দেশের প্রতিনিধিই "সেনাদলে" থাকত।

গোরিলারা যেখানে শিবির গড়েছে সেখানে উপত্যকাটা সরু হয়ে একটা চৌকো গিরিবর্ত্মে এসে শেষ হয়েছে। গিরিবর্ত্মটার চুনাপাথরের দেয়ালের দু'পাশেই অনেকগুলো গুহা। এইসব গুহার মুখ থেকে রাইফেল ও মেশিন-গান চালালে এতই মারাত্মকভাবে দু'মুখো হয়ে ছুটতে থাকবে যে ঘাঁটিটা প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হবে। জায়গাটার আর একটা সুবিধা, গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেই মানুষের উপস্থিতি সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলা যায়। মাঝে মাঝেই জাপানি বিমান উড়ে আসে। প্রথম শব্দ শুনেই সকলে গুহার মধ্যে বেমালুম হাওয়া হয়ে যায়।

শিবিরের ঠিক মাথার উপরে একটা পাহাড়ের চূড়ায় একটি শান্ত্রীকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। সেখান থেকে উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত নজর রাখা যায়। ফলে দূর থেকে কাউকে আসতে দেখে সংকেত করা মাত্রই সকলে গুহা থেকে বেরিয়ে তাকে তাড়া করতে পারে।

এই শিবিরে এসে "বিদেশী সেনাদল"টি বেশ নিরাপদ বোধ করছে। বেশ আরামের সঙ্গে তারা দিন কাটাতে লাগল।

টারজন প্রায়ই মুলুক-সন্ধান জানতে বেরিয়ে পড়ে। কখনও বা শিকারে যায়। তার কৃপাতেই শিবিরের লোকদের মুখে তাজা মাংস জুটছে।

কখনও-কখনও সে বেশ কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। একবার উপত্যকার ভাঁটিতে সে ডাকাতদলের তাঁবুটা দেখতে পেল। ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাইদিও সোকাতে তখন পর্যন্ত যে গ্রামটাকে দখল করে আছে সেখান থেকে তাঁবুটা খুব বেশী দূরে নয়। তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল, ডাকাতরা প্রকাশ্যেই জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

ডাকাতরা একটা ভাটিখানা বসিয়ে চোলাই বানাচ্ছে আর তা দিয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। টারজন লক্ষ্য করল, উভয় শিবিরেই মাতলামির হাওয়া বইছে। ফলে শত্রু-শিবিরেও শৃংখলা ও সতর্কতার অভাব ঘটেছে। গ্রামে যাবার পথে কোন শাস্ত্রী নেই। আছে শুধু একটা কাঁটা-তারের বেড়া ও তার পাশে একটিমাত্র রক্ষী। বেড়ার ভিতরে দুটি মূর্তি টারজনের চোখে পড়ল, কিন্তু তারা কে বা কি সেটা সে বুঝতে পারল না। তারা যে বন্দী সেটা বোঝা গেল, কিন্তু আদিবাসী না জাপানি সেটা বোঝা গেল না। বোঝবার দরকারও টারজনের ছিল না।

গ্রাম ছেড়ে গোরিলাদের শিবিরে ফেরার পথে একটা বাড়ি থেকে বেতারের শব্দ ভেসে এল। টারজন এক মুহূর্ত কান পাতল; বেতারে কথা হচ্ছে জাপানি ভাষায়। কিছু না বুঝতে পেরে টারজন আবার হাঁটতে শুরু করল।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাইদি ও সোকাবে কিন্তু সব বুঝতে পারল, আর বুঝে মোটেই খুশি হল না। ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো অবশ্য খুশি হল। চোলাই খেয়ে দুজনেরই তখন টাল-মাটাল অবস্থা। টোকিওর বেতার-বার্তা শুনে মাৎসুয়ো তো রীতিমত হৈ-চৈ শুরু করে দিল। বলতে লাগল, "তোমার মাননীয় খুড়োমশায়কে তো লাথি মেরে তাড়িয়েছে। এখন তুমি রোজ তোমার মাননীয় খুড়ো জেনারেল হাইদেকি তোজোকে একটা করে চিঠি লিখতে পার, কিন্তু ক্যাপ্টেন আমিই থাকব—অবশ্য যতদিন আমার পদোন্নতি না হয়। এবার চাকা ঘুরেছে। 'গায়ক ব্যাঙ' এখন প্রধানমন্ত্রী। সে আমার খুড়ো নয়, কিন্তু বন্ধু। মাঞ্চুরিয়ায় কোয়াণ্টুং বাহিনীতে আমি তার অধীনে কাজ করেছি।"

"সে রকম তো আরও লক্ষ লক্ষ চাষী করেছে," সোকাবে বলল।

দুই অফিসারের এই ঝগড়া-ঝাটির ফলে সেনাদলের নৈতিক বল ও শৃংখলারও বারোটা বেজেছে।

তিয়াং উমরের গ্রামে সিং তাইকে লুকিয়ে রেখে আসার পর থেকেই কোরি তাকে নিয়ে অনেক ভাবে; তার কি হয়েছে জানতে চায়। তাই টারজন স্থির করল, গোরিলাদের শিবিরে ফিরে যাবার আগে একবার গ্রামটাকে দেখে

যাবে। ফলে তাকে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে; কিন্তু সময় বা দূরত্ব টারজনের কাছে কোন ব্যাপারই নয়; যখন যে কাজ সে করতে চায়, সময় অথবা দূরত্বের হিসাব না করেই তা করে।

ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। পথে একটা হরিণ মেরে খেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। তিয়াং উমরের গ্রামের কাছে যখন পৌঁছল তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। বন্য প্রাণীর স্বাভাবিক সতর্কতা ও সন্দেহের বশে টারজন গাছে চড়ে নিঃশব্দে এগোতে লাগল। আদিবাসীরা দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যস্ত। আলমকে দেখেও চিনতে পারল। তার পরেই গাছ থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামে ঢুকল।

তাকে চিনতে পেরে গ্রামবাসীরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু টারজন তাদের কথা বুঝতে না পেরে জানতে চাইল, গ্রামের কেউ ওলন্দাজ ভাষা বলতে পারে কি না; জনৈক বৃদ্ধ সে ভাষায় কথা বলেই জানিয়ে দিল যে সে ওলন্দাজ জানে।

সেই দো-ভাষীর মারফতেই আলম কোরির সংবাদ জানতে চাইল, এবং সে নিরাপদে আছে জেনে খুশি হল। টারজন সিংতাইর কথা জানতে চাইলে বলা হল, সে এখনও গ্রামেই আছে, তবে দিনের বেলা বাইরে আসতে সাহস পায় না। কারণ জাপানি স্কাউটরা অতর্কিতে গ্রামে ঢুকে পড়ে।

টারজনকে সিং তাইর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তার আঘাত সম্পূর্ণ সেরে গেছে; বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। কোরি ভাল আছে জেনে খুশিতে তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

টারজন বলল, "সিং তাই, তুমি কি এখানে থাকতে চাও, না আমাদের সঙ্গে যেতে চাও? আমরা এই দ্বীপ থেকে পালাবার চেষ্টা করছি।"

"আমি তোমাদের সঙ্গে যাব," সিং তাই জবাব দিল।

"বেশ কথা," টারজন বলল। "আমরা এখনই রওনা হব।"

"বিদেশী সেনাদল" ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছে। জেরি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, গায়ে জোর পাচ্ছে, সেও এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। এখন অপেক্ষা কেবল টারজনের।

পাহাড়ের চূড়া থেকে শাস্ত্রী হাঁক দিল, "দুটি লোক আসছে। এখনও ঠিক চিনতে পারছি না। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।"

কয়েক মিনিট পরে আবার হাঁক দিল: "প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঝা। একজন উলঙ্গ।"

"নির্ঘাৎ টারজন," জেরি বলল।

সত্যি টারজন। সঙ্গে সিং তাই। শিবিরে পৌঁছে দুজনেই কাঁধ থেকে

একটা করে হরিণ মাটিতে রাখল। সুস্থদেহে সিংতাইকে দেখে কোরির সুখের সীমা নেই। আর টারজনকে পেয়ে জেরি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, "তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত, কেবল তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।"

টারজন বলল, "যাবার আগে আর একটা কাজ করার আছে। উপত্যকার ভাঁটিতে ছফ্‌টের দলের আস্তানা দেখে এসেছি। যে গ্রামে আমরা কোরিকে পেয়েছি সেখান থেকে বেশী দূরে নয়। জাপানিরা এখনও সেখানে আছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে দুটি বন্দীকে দেখে এসেছি। তাদের আমি চিনতে পারি নি, কিন্তু এখানে আসতে আসতে সিংতাই বলেছে, কয়েকদিন আগে দুটি আমেরিকান বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে জাপানিরা গ্রামে এসেছিল। তারা নাকি গ্রামবাসীদের বলেছে, কিছুদিন আগে যে বিমানটিকে তারা গুলি করে নামিয়েছিল ওরা সেই বিমানের যাত্রী।

"ডগলাস আর ডেভিস!" বুবোনোভিচ চেঁচিয়ে বলল।

"ঠিক।" জেরি মাথা নাড়ল। "একমাত্র ঐ দুজনেরই খোঁজ পাওয়া যায় নি।"

বুলেটের বেল্টটা বেঁধে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বুবোনোভিচ বলল, "চল ক্যাপ্টেন।"

সূর্যের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "দ্রুত ছুটতে পারলে অন্ধকার হবার আগেই কাজ ফতে করা যাবে। কিন্তু একমাত্র তাদেরই সঙ্গে নিতে হবে যারা দ্রুত হাঁটতে পারে।"

"কতজন চাই?" ভ্যান প্রিন্‌স্ প্রশ্ন করল।

"বিশজনই যথেষ্ট। সব কিছু ঠিকমত চললে একাজ আমি একাই করতে পারি।"

ভ্যান প্রিন্‌স্ বলল, "যথেষ্ট লোকজন নিয়ে আমি নিজেই যাব তোমার সঙ্গে।"

"বিদেশী সেনাদলের"র সকলেই যাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু টারজন কোরি ও সারিনাকে নিষেধ করল। তারা তর্ক করল, কিন্তু টারজন কোন কথা শুনল না।

জেরি বলল, "কর্ণেল ঠিকই বলছে।"

কোরি বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

টাক বলল, "এই তো ভাল সৈনিকের মত কথা।"

ডাক্তার রেড বলল, "আরও একজনের যাওয়া উচিত হবে না। ক্যাপ্টেন লুকাস অসুস্থ মানুষ। এত দীর্ঘ পথ ছুটাছুটি করলে আসন্ন দক্ষিণ অভিযানে যোগ দেবার মত শরীরের অবস্থা তার থাকবে না।"

জেরি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকাল। টারজন বলল, "আমারও

ইচ্ছা এ নিয়ে তুমি পীড়াপীড়ি করো না জেরি।”

দশ মিনিট পরে বিশজনের দলটি দ্রুত পায়ে উপত্যকার পথে হাঁটতে শুরু করল। সকলের আগে টারজন ও ভ্যান প্রিন্‌স্‌।

ক্যাপ্টেন তোকুজো মাৎসুয়ো এবং লেফ্‌টেন্যান্ট হাইদিও সোকাবে সারা রাত মদ গিলেছে—মদ গিলেছে আর ঝগড়া করেছে। সৈনিকরাও কম যায় নি। মাতাল সৈনিকদের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে গ্রামের লোকরা মেয়েছেলেদের নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছে।

অস্থায়ী কারাকক্ষের একমাত্র রক্ষীটি সবেমাত্র কাজে এসেছে। ঘুমের ফলে চোলাইয়ের নেশা কিছুটা কাটলেও এখনও তার ঘোর কাটে নি। অসময়ে ঘুম ভাঙানোর রাগের ঝালটা সে বন্দী দুজনের উপরেই ঝাড়তে লাগল। হনলুলুতে লেখাপড়া করেছে বলে সে ইংরেজি বলতে পারে। ফলে দুটো ভাষাতেই সে খিস্তিতে ওস্তাদ। কাঁটা-তারের বেড়ার মধ্যে আটক মানুষ দুটির উদ্দেশে সে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগল।

ক্যালিফোর্ণিয়ার ভ্যান লুইসের বাসিন্দা স্টাফ সার্জেন্ট কার্টার ডগলাস নোংরা মাদুরে পাশ ফিরে বলল, “আরোহা, লক্ষ্মীসোনা আমার!” তা শুনে জাপানিটা আরও খচে গেল।

টেকসাসের ওয়াকোর বাসিন্দা স্টাফ সার্জেন্ট বিল ডেভিস শুধাল, “শালা কি বকছে?”

“মনে হচ্ছে, আমাদের ও পছন্দ করছে না। তা না করুক, ব্যাটা যদি আর একটু মাতাল হত তাহলে আজ রাতেই আমরা পালাতে পারতাম। কিন্তু এখান থেকে তো বেরুতেই পারব না।

নরকের ঘণ্টা! আমার মাথাটাই কাটা যাবে তা আমি চাই না। আহা, সেটা জন্মদিনের কী উপহারই না হবে!”

“জন্মদিনের উপহার কি বলছ?”

ডেভিস বলল, “আগামী কাল আমার জন্মদিন। কাল আমার পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে।”

“তুমি কি চিরকাল বেঁচে থাকতে চাও না কি? তোমরা বুড়ো খোকারা যে কি চাও বুঝি না।”

“তোমার বয়স কত হল ডগ?”

“বিশ।”

“ঈশ্বর তোমাকে দেখছি দোলনা থেকে তুলে এনেছে। হায়রে নরক!”

রক্ষী বলল, “ওখানে কি বক্‌-বক্‌ করছ? চুপ কর।”

“তুমি চুপ কর তোজো,” ডগলাস বলল; “তুমি তো মাতাল।”

"খবরদার! একেবারে শেষ করে দেব! ক্যাপ্টেনকে বলে দেব, তোমরা পালাবার চেষ্টা করছিলে।" রাইফেলটা তুলে ধরে রক্ষী বন্দীদের অন্ধকার চালাটার দিকে নিশানা করল।

আদিবাসীদের বাড়িগুলোর ছায়ায় একটি মূর্তি নিঃশব্দে এগিয়ে এল রক্ষীর পিছন দিক থেকে।

ওদিকে কথা কাটাকাটি করতে করতে মাৎসুয়ো হঠাৎ পিস্তল বের করে সোকাবেকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেই সোকাবে পাল্টা গুলি করল। দুজনই তখন সমান মাতাল; তাই সমান বেতাল; আর তাই দুজনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

মাৎসুয়োর প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গেই রক্ষী প্রথম গুলি করেছিল দুই আমেরিকানের ঘরটা লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়বার আগেই একটা হাত এসে পিছন দিক থেকে তার মাথাটা জড়িয়ে ধরেই ছুরির এক পোচে সেটাকে ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।

"তোমার কি গুলি লেগেছে বিল?" ডগলাস শুধাল।

"না। গুলিটা এক মাইল দূর দিয়ে গেছে। বাইরে কি হচ্ছে? কে যেন রক্ষীটার উপর লাফিয়ে পড়ল।"

অফিসারদের ঘরে গুলির আওয়াজ শুনে মাতাল সৈন্যগুলি পড়ি-মরি করে সেইদিকেই ছুটল। কেউ কেউ তো টারজনের একেবারে পাশ দিয়েই চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে টারজন নীচু গলায় বলল, "তোমরা কি ডগলাস ও ডেভিস?"

"হ্যাঁ।"

"ফটকটা কোন্ দিকে?"

"ঠিক তোমার সামনে। কিন্তু ফটক তো তালাবন্ধ।"

গুলির শব্দ শুনে ভ্যান প্রিন্স্ ভাবল, কেউ হয়তো টারজনকেই গুলি করেছে। তাই সে দলবল নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। গোরিলারা ঘরে ঘরে টারজনকে খুঁজতে লাগল।

টারজন ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ছোট ছোট গাছের গুঁড়ি দিয়ে ফটকের থাম বানানো হয়েছে। ততক্ষণে ডগলাস ও ডেভিসও বেরিয়ে এসে ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছে।

টারজন দুই হাতে দুটো থাম চেপে ধরে বলল, "তোমরাও একটা করে থাম ধরে ঠেলা মার; আমি দুটো ধরে টান মারছি।"

বন্দীরা হাত লাগাবার আগেই টারজনের হাতের টানে থাম দুটো উপড়ে চলে এল। থামসমেত কাঁটা-তারও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ডগলাস ও ডেভিস তার উপর দিয়ে হেঁটে বাইরে এসে দাঁড়াল।

ভ্যান প্রিন্স্ যেখানে ছিল সেদিক থেকে লোকজনকে আসতে দেখে

টারজন ধরে নিল যে তারা ভ্যান প্রিন্সের লোকই হবে। নাম ধরে হাঁক দিতেই ক্যাপ্টেন সাড়া দিল। টারজন বলল, "বন্দীরা আমার সঙ্গে আছে। তুমি বরং লোকজনদের একত্র কর, যাতে আমরা অবিলম্বে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।"

এইভাবে একটা গুলিও খরচ না করে দলটা গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিসে যে কি হল অনেকেই তা বুঝতেও পারল না।

ডেভিস শুধু জিজ্ঞাসা করল, "যে আমাদের উদ্ধার করল সেই নগ্নদেহ লোকটা কে?"

রসেটি জবাব দিল, "যে ইংরেজ ডিউক শেষ মুহূর্তে আমাদের বিমানে উঠেছিল তার কথা মনে আছে তো? এই সেই লোক।"

"তখন তো শুনেছিলাম—একজন আর. এ. এফ. কর্ণেল।"

"সেই অরণ্য-রাজ টারজন।"

দুদিন পরে।

এখন দশজনে গড়া "বিদেশী বাহিনী" গোরিলাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে এক অজানা গন্তব্যের পথে পা বাড়াল। ডগলাস ও ডেভিস সকলেই ছোট দলটার সঙ্গে মানিয়ে নিল। ডগলাস এটার নাম দিল "জাতিসংঘ।"

ডগলাস বুবোনোভিচকে শুধাল, শ্রীম্পের কি হয়েছে বল তো? আমি জানতাম সে কোনদিনই মেয়েদের ব্যাপারে মাথা গলাত না, কিন্তু এখন তো দেখছি সে সারাক্ষণই বাদামী মেয়েটির পিছনে ঘুর ঘুর করছে। আমি তাকে দোষ দিচ্ছি না। এ মেয়ে তো কোন সময় আমার কাঁধেও ভর দিতে পারে।"

বুবোনোভিচ বলল, "আমার তো মনে হয় স্টাফ সার্জেন্ট রসেটি ফেঁসে গেছে। প্রথমে একটু ঢাকাঢাকি ছিল, এখন তো একেবারে নিলাজ হয়ে উঠেছে।"

ডেভিস বলল, "আর ঐ বুড়ো। তোমরা তো তাকে নারী-বিদ্বেষীই বলতে।"

"হয়তো তাই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই।"

"যত সব বোকামি। বুড়োরা প্রেমের কি বোঝে?"

যাত্রাপথ নির্মম, নিষ্ঠুর। হাতের ছুরি দিয়ে কুমারী অরণ্যানিকে কেটে কেটে পথ করে অগ্রসর হতে হচ্ছে। গভীর খাদ আর পাহাড়ি ঝর্ণা বার বার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অনেক সময় পাহাড়ের দেয়াল শত শত মাইল খাড়া না আছে ধরার কিছু, না আছে পা রাখার জায়গা; অগত্যা অনেক পথ ঘুরে যেতে হচ্ছে। বৃষ্টি তো লেগেই আছে—একেবারে ধারাসারে প্রচণ্ড বর্ষণ।

কি পথচলা কি ঘুম, তুই কাজই করতে হচ্ছে ভিজে জামা-কাপড়ে। পায়ের জুতো ও স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে আসছে।

ভ্যান প্রিন্‌স্‌ যে মানচিত্রটা এঁকে দিয়েছিল, জেরি, বুবোনোভিচ, রসেটি সেটাই মনোযোগ দিয়ে দেখছে।

জেরি বলল, "এইখানে আমরা পাহাড়টা পার হয়ে পূবদিকে এসে পড়েছি—আলাহান্‌ পাস্তজাং-এর ঠিক নীচে।"

রসেটি বলল, "এদিকে দেখ; এই যেখানে আবার আমরা পাহাড়টা পার হব সেটা নাকি ১৭০ কিলোমিটার। যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে কত হয়?"

"তা—একশ' পাঁচ-ছয় মাইল। ওটা বিমান-পথের একটা ঘাঁটি।"

"আমরা গড়ে দৈনিক কতটা চলছি?" বুবোনোভিচ শুধাল।

"পাঁচ মাইলও হয় কিনা সন্দেহ।"

রসেটি বলে উঠল, "গীজ! 'লাভলি লেডি' হলে কুড়ি-পঁচিশ মিনিটেই আমাদের ওখানে পৌঁছে দিত। আর যে ভাবে আমরা চলেছি তাতে তো এক মাস লেগে যাবে।"

"বেশীও হতে পারে," জেরি যোগ করল।

বুবোনোভিচ বলল, "যাই বল, দৃশ্যটা কিন্তু চমৎকার। স্যুপ খেতে খেতে নীচে তাকালে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে।"

রসেটি সায় দিয়ে বলল, "তা ঠিক। দেখে তো মনেই হয় না যে এমন সুন্দর একটা দেশে যুদ্ধবিগ্রহ থাকতে পারে।"

টাক ভ্যান ডের বস বলল, "অথচ গত একশ' বছরের আগে এ দেশে কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহই চলত। ইতিহাসের আদি থেকে, হয় তো বা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই গোটা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জকে চষে বেড়িয়েছে একের পর এক যত সব যুদ্ধবাজের দল—উপস্থিত-প্রধানরা, ছোট প্রিন্‌স্‌রা, ছোট রাজারা, আর সুলতানরা। ভারতবর্ষ থেকে এসেছে হিন্দুরা, এসেছে চীনারা, পর্তুগিজরা, আর স্পেনিয়ার্ডরা, এসেছে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা, আর এখন এসেছে জাপানিরা। তারা নিয়ে এসেছে নৌবহর, সেনাদল, আর যুদ্ধ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কুব্‌লা খানের রাজদূতকে গ্রেপ্তার ও মুখমণ্ডল বিকৃত করে চীনে ফেরৎ পাঠানোর অপরাধে জাভার রাজাকে শাস্তি দিতে মহান খানসাহেব এ দেশে পাঠিয়েছিল ২০০,০০০ সৈন্যসহ এক হাজার জাহাজের এক নৌ-বহর।

"ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে, আমরা নাকি ইন্দোনেশীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করি। কিন্তু তাদের নিজের দেশের সুলতানরা যে রকম চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দেশটাকে ধ্বংস করেছে, দেশের লোকজনদের ক্রীতদাস করে রেখেছে, হত্যা করেছে, সে রকমটা আমরা তো করিই নি, আমাদের আগে যারা এ দেশে এসেছে তারাও করে নি।

এই সব পানাসক্ত, ইন্দ্রিয়সর্বস্ব জীবগুলো শুধুমাত্র নিজেদের খেয়াল মেটাতে নিজের প্রজাদেরই খুন করেছে। সুন্দরী নারী ও কুমারীদের টেনে নিয়ে গেছে। তাদের একজনের হারেমেই নাকি ছিল চোদ্দ হাজার নারী।”

“গীজ!” ব্লসেটি সবিস্ময়ে শব্দটা উচ্চারণ করল।

টাক মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করল। “ক্ষমতায় থাকলে আজও তারা তাই করত। আমাদের হাতে আসার পরেই ইন্দোনেশীয়রা পেয়েছে ক্রীতদাসত্বের কবল থেকে প্রথম মুক্তির স্বাদ, পেয়েছে প্রথম শান্তি, প্রথম সমৃদ্ধি। জাপানিদের এ দেশ থেকে তাড়াবার পরে তাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেখো, এক প্রজন্মের মধ্যেই তারা যেখানে ছিল আবার সেখানেই ফিরে যাবে।”

কিন্তু সব মানুষেরই কি স্বাধীনতার অধিকার নেই?” বুবোনোভিচ প্রশ্ন করল।

“স্বাধীনতার অধিকার যারা অর্জন করে ওটা তাদেরই প্রাপ্য। খৃষ্টপূর্ব ২৩ শতাব্দীতে হান বংশের চীনা সম্রাট ওয়াং মাং-এর রাজত্বকালেই আমরা সুমাত্রার কথা প্রথম জানতে পারি। ইন্দোনেশীয় সভ্যতা তখন বেশ প্রাচীন। সেই প্রাচীন সভ্যতা এবং ওলন্দাজ শক্তি কর্তৃক এই দ্বীপটি পুরোপুরি দখলের আগেকার প্রায় দু'হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতেও যদি দেখা যায় যে এ দেশের মানুষ তখনও অত্যাচারী শাসকদের হাতে ক্রীতদাস হয়েই আছে, তাহলে বলতেই হবে যে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত তারা তো সর্ব রকমে স্বাধীন। আর কি তারা চায়?”

বুবোনোভিচ মুচকি হেসে বলল, “সহজ কথায় বলে রাখি, আমি কিন্তু কম্যুনিষ্ট নই। আমার কথা হল: যে লক্ষ্য সমুখে রেখে আমরা এই যুদ্ধ করছি, মানুষের মুক্তি তার অন্যতম।”

জেরি বলল, “বাজে কথা। আমরা কেউ জানি না কেন আমরা যুদ্ধ করছি। শুধু জানি, জাপানিদের মারতে হবে, যুদ্ধটা শেষ করতে হবে, এবং তারপর বাড়ি ফিরতে হবে। তারপর? তারপর হয় তো ধুরন্ধর রাজনীতিকরা আবার একটা তালগোল পাকিয়ে বসবে।”

“আর অসিধারীরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পায়তাড়া কসতে থাকবে,” ভ্যান ডের বস বলল।

তারপর সব চুপচাপ। কারও মুখে কথা নেই। শেষ পর্যন্ত ভ্যান ডের বস আর হাসি চেপে রাখতে পারল না। সকলেই সে হাসিতে যোগ দিল। এমন কি সিং তাই পর্যন্ত। রান্না শেষ করে সে হাঁক দিল: ‘আসুন! বসুন! বসে পড়ুন!”

বুনো শুয়োরের বাচ্চা, বিলমোরগ, ফল, আর বাদাম—আহার্য-তালিকাটা বেশ লোভনীয়।

খেতে খেতে ভ্যান ডের বস বলল, “যদি পরে এখানে ফিরে আস

বুবোনোভিচ, তোমাকে একটা অন্য সুমাত্রা দেখাব।"

বুবোনোভিচ মাথা নেড়ে বলল, "একবার ব্রুকলিনে ফিরতে পারলে সেখানেই থাকব।"

"আর আমার জন্য আছে টেক্সাস," ডেভিস বলল।

"টেক্সাস কি সুন্দর শহর?"

"ইউনিয়নের সেরা শহর," ডেভিসের জবাব।

"কিন্তু জেরি আমাকে বলেছে ওক্লাহোমাই সবার সেরা।"

টারজন বলে উঠল, "প্রত্যেক আমেরিকানই বাস করে বিশ্বের সেরা দেশের সেরা রাজ্যের সেরা কাউণ্টির সেরা শহরে—আর তারা প্রত্যেকেই এটা বিশ্বাস করে। আজ ঠিক এই কারণেই আমেরিকা এত বড় হয়ে উঠেছে, আর বড় হয়েই থাকবে।

ডেভিস বলল, "কথাটা আর একবার বল।"

"বিদেশী বাহিনী" দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মাইলের পর মাইল হেঁটে একসময় মাসোয়েরাই পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। সেখানে পাহাড়টাকে আর একবার পার হয়ে তবে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করবে।

গোরিলাদের শিবির ছেড়ে আসার পরে এক মাস কেটে গেছে। অনেক দুঃখ-কষ্ট সইলেও কোন বড রকমের বিপদে তারা পড়ে নি; নিজেদের মুখ ছাড়া অন্য কোন মানুষের মুখও দেখে নি। তারপরেই নীল আকাশ থেকে বজ্র নেমে এল। টারজন জাপানিদের হাতে বন্দী হল।

আগাগোড়াই টারজন গাছের উপর দিয়ে সকলের আগে আগেই চলেছে। হঠাৎ একটা জাপানি সেনাদলকে দেখতে পেল। পথের উপর বসে বিশ্রাম করছে। দলে কতজন আছে জানবার জন্য টারজন আরও নীচে নেমে এল। ছোট্ট কেটা তখনও তার কাঁধে।

টারজনের সব মনোযোগ জাপানিদের উপর নিবদ্ধ। মাথার ঠিক উপরে যে সমূহ বিপদ ঝুলছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। কেটা সেটা দেখতে পেয়েই আর্তনাদ করে উঠল। জাপানিরা উপরের দিকে তাকাল। একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপ পাকে, পাকে লোকটার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার হাতের ছুরি ঝলসে উঠল। আহত সাপটা বেদনায় ও ক্রোধে ছটফট করতে লাগল। যে ডাল ধরে সাপটা ঝুলছিল সেটাকে ছেড়ে দিল। দুজনেই হুড়মুড় করে এসে পড়ল পথের উপরে জাপানিদের পায়ের কাছে। কেটা পালিয়ে গেল।

জাপানিদের বেয়নেট ও তরবারির আঘাতে সাপটা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। তখন টারজন তাদের হাতের মুঠোয়। সংখ্যায় তারা অনেক। একজন বেয়নেট তার দিকে উদ্যত। অসহায়ভাবে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে

রইল। তার তীর, ধনুক ও ছুরি কেড়ে নেওয়া হল।

একটি অফিসার এগিয়ে এসে পেটে লাথি মেরে বলল, "কে তুমি ?"

"কর্ণেল জন ক্লেটন। রাজকীয় বিমান বাহিনী।"

"তুমি তো আমেরিকান ; এখানে কি করছ ?"

টারজন জবাব দিল না।

"দেখাচ্ছি মজা," বলে অফিসার জাপানি ভাষায় কি যেন নির্দেশ দিল। সার্জেন্টটি বন্দীর সামনে অর্ধেক ও পিছনে অর্ধেক সৈন্য সাজিয়ে যাত্রা করল। টারজন বুঝল, "বিদেশী বাহিনী" যে পথ ধরে এসেছিল তারা এখন সেই পথেই ফিরে চলেছে।

ওদিকে ছোট্ট কেটা গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে "বিদেশী বাহিনী"র সামনে পৌছে মাটিতে নামল। শ্রীম্পের কাঁধে চড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে কিচির-মিচির শুরু করে দিল।

জেরি বলল, "টারজনের কোন বিপদ ঘটেছে। কেটা সেটাই আমাদের বোঝাতে চাইছে।"

রসেটি বলল, "আমি কি এগিয়ে দেখব ব্যাপারটা কি ? আমি তোমাদের সকলের চাইতে জোরে ছুটতে পারি।"

"বেশ, এগিয়ে যাও ; আমরা পিছনে আসছি।"

কিছুদূর এগিয়েই শ্রীম্প অনেক মানুষের গলা শুনতে পেল। বিপদের কোন আশংকা না থাকায় জাপানিরা হেলাফেলাভাবেই এগোচ্ছে। আরও কিছুটা এগিয়ে শ্রীম্প বেঁটে মানুষগুলোর মাঝখানে টারজনের উন্নত দেহটা দেখতে পেল। টারজন জাপানিদের হাতে বন্দী ! এ যে অবিশ্বাস্য।

রসেটির মুখে সব কথা শুনে সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়ল। অরণ্য-রাজকে হারানো যে ছোট দলটার পক্ষে কত বড় ক্ষতি তা তারা বোঝে।

"দলে কতজন জাপানি আছে রসেটি ?" জেরি শুধাল।

"প্রায় বিশজন। আর আমরা আছি ন'জন। সেটাই যথেষ্ট ক্যাপ্টেন।"

বুবোনোভিচ বলল, "তাহলে এগিয়ে চল।"

পথটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা সংকীর্ণ খাদের মুখে শেষ হয়েছে। নীচে তাকিয়ে টারজন একটা সাময়িক শিবির দেখতে পেল। আধা ডজন জাপানি সৈন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকটা ভারবাহী জন্তু পাহারা দিচ্ছে। অস্ত্রগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। কোন ছাউনি সেখানে নেই। সর্বত্রই অব্যবস্থা। টারজন বুঝল, অফিসারটি মোটেই দক্ষ নয়। দক্ষ যত কম হয় ততই পালাবার সুবিধা।

সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট কেনজো কানেকোর নির্দেশে একজন সার্জেন্ট বন্দীর হাত পা এত বেশী মোটা দড়ি দিয়ে এমন শক্ত করে বাঁধল যে অরণ্য-রাজের বলিষ্ঠ মাংসপেশীও তাকে ছিঁড়তে অক্ষম। বাঁধাছাঁদা শেষ করে সে এক-

ধাক্কায় টারজনকে মাটিতে ফেলে দিল। একটা ঘোড়া এনে জিন পরানো হল। নিজের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে তার একটা দিক বেঁধে দেওয়া হল টারজনের পায়ের সঙ্গে।

কানেকো বলল, "তুমি যদি আমার প্রশ্নের জবাব দাও তাহলে দড়িটা খুলে দেওয়া হবে, আর ঘোড়াটাকেও চাবুক মারা হবে না। তোমরা দলে কতজন আছ, আর তারা কোথায়?"

টারজন নীরব। কানেকোর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে সে টারজনের পেটে একটা লাথি কসাল।

"জবাব দেবে না?"

টারজন নিঃশব্দে চোখ তুলে তাকাল। দারুণ রেগে কানেকো অশ্বারোহীকে হুকুম দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের চাবুক উদ্যত হল। একটা রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। ঘোড়াটা পাক খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। আর একটা গুলি। সেকেণ্ড লেফঃ কেন্জো কানেকো আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। তারপর গুলির পর গুলি। একের পর এক জাপানি সৈন্যরা ধরাশায়ী হতে লাগল। যারা পারল উপত্যকার দিকে পালিয়ে গেল। ন'জন রাইফেলধারী উঁচু রাস্তা থেকে লাফিয়ে নেমে শিবিরে ঢুকল।

একজন আহত জাপানি তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই কোরি এক গুলিতে তাকে খতম করে দিল। বেয়নেট ও ছুরি হাতে ঢুকল রসেটি ও সারিনা। একটি আহত জাপানিও অবশিষ্ট রইল না।

জেরি টারজনের বাঁধন কেটে দিল। টারজন বলল, "তুমি ঠিক সময় মতই এসে পড়েছিলে।"

"ঠিক সার্কাসের ঘোড়ার মত," বুবোনোভিচ বলল।

জেরি শুধাল, "এখন আমাদের কি কর্তব্য?"

টারজন বলল, "বাকিদেরও খতম করতে হবে। এদের কোন একজনও যদি মূল ঘাঁটিতে ফিরে গিয়ে খবর দেয় তো তারাই আমাদের তাড়া করবে।"

"ওরা সংখ্যায় কতজন ছিল বলতে পার?"

"প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশজন। কতজনকে আমরা মেরেছি?"

রসেটি জবাব দিল, "ষোলজন; আমি গুনেছি।"

মৃত জাপানির রাইফেল ও বুলেটের বেল্টটা হাতে নিয়ে টারজন বলল, "আমি গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে সুমুখ থেকে তাদের মহড়া নেব, আর তোমরা পিছন দিক থেকে এসে গুলি করবে।"

তাই হল। দু'মুখো আক্রমণের চাপে পড়ে দিশেহারা জাপানিরা কতক গুলিতে মরল, আর বাকিরা নিজেদের হাত-বোমার সাহায্যে "হারাকিরি" করল।

ডেভিস বলল, "কি লক্ষ্মী ছেলে সব! আমাদের গুলিগুলো বাঁচিয়ে দিল।"

রসেটি বলল, "এখনও যদি কেউ বেঁচে থাকে, আমি এগিয়ে দেখছি।" খাড়া পাহাড় বেয়ে সে নামতে শুরু করল। তার ঠিক পিছনে সারিনা।

বুবোনোভিচ বলল, "একটি আদর্শ যুগল।"

আরও ছ'সপ্তাহ পরে "বিদেশী বাহিনী" মোয়েকেমোয়েকোর ভাঁটিতে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে গেল। অনেক ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে অবশেষে বাঞ্ছিত উপকূল। যেখানে তারা আত্মগোপন করল সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আছে জাপানিদের একটা বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি। কাছেই আছে একটা আদিবাসী গ্রাম। সারিনা জানাল, সেই গ্রামে তার এমন সব পরিচিত লোক আছে যারা তাদের নৌকো ও খাবার দাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

পরদিন সকালে সারিনা সেই গ্রামে গেল। প্রথম যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হল সেই তাকে চিনতে পারল। অচিরেই অনেক পুরনো বান্ধবী এসে তাকে ঘিরে বসল। তাদের সঙ্গে কথা বলে সারিনা গ্রামের সর্দার আলাউদ্দীন শাহ্-র সঙ্গে দেখা করল।

কিছু কথাবার্তা বলেই সারিনা বুঝতে পারল, বুড়ো সর্দার জাপানিদের ঘৃণা করে। জাপানিরা তাকে অনেক লাথি-চড় মেরেছে, সকলের সামনে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছে। তখন সারিনা তাকে সব কথা খুলে বলে তার ও সঙ্গীদের প্রয়োজন মত সাহায্যের আবেদন জানাল।

বুড়ো বলল, "সে যাত্রা-পথ বড়ই বিপদ-সংকুল। এখানকার সমুদ্রে অনেক শত্রু-জাহাজ চলাচল করে। অস্ট্রেলিয়াও তো অনেক দূরের পথ। তবে তুমি ও তোমার বন্ধুরা যদি এই ঝুঁকি নিতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করব। এই গ্রাম থেকে কয়েক মাইল ভাঁটিতে একটা বড় 'প্রোয়া' (দুদিকে ছুঁচলো মুখ দ্রুতগামী বড় জাহাজ) নদীতে লুকনো আছে। আমরাই তাতে খাবার-দাবার তুলে দেব। তবে সময় লাগবে। জাপানিরা আমাদের উপর কড়া নজর রেখেছে। মাঝে মাঝেই এ গ্রামে আসে।"

সারিনা বলল, "তুমি যদি গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বাড়িতে সব কিছু এনে রাখ, তাহলে রাতে এসে আমরা সেগুলি প্রোয়াতে বোঝাই করতে পারব। তাতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলেও তুমি দোষ এড়িয়ে যেতে পারবে। রাতের বেলায় এসে কেউ খাবার চুরি করে নিয়ে গেছে শুনে তুমি খুব অবাক হবার ভান করবে।"

আলাউদ্দীন শাহ হেসে বলল, "তুমি দেখছি বড়জনের সত্যিকারের বিটিই বটে।"

একটি মাস কেটে গেল। এই এক মাসে অনেকবার তারা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে; স্নায়ুর অনেক চাপ সহ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত জাহাজ বোঝাইয়ের কাজ সারা হল। এবার এক অন্ধকার অমাবস্যার রাত ও অনুকূল বাতাসের অপেক্ষা। জাহাজ বোঝাই করা পর্যন্ত নদীমুখের কাঁটা-তারের বেড়া ঠিক জায়গায়ই ছিল। এবার সেটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। নদীতে অনেক কুমীর; কাজটা বিপজ্জনক; তবু শেষ পর্যন্ত সে কাজটাও সমাধা হল।

অবশেষে এল সেই শুভরাত্রি। জোয়ার এল। আকাশে চাঁদ নেই। তীরভূমি থেকে জোর হাওয়া বইছে। ধীরে ধীরে লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে তারা জাহাজটাকে সাগরে নিয়ে গেল। বড় ত্রি-কোণ পালটা তুলে নেওয়া হল। প্রথমে তাতে অল্প হাওয়া লাগল, কিন্তু বার দরিয়ায় পড়তেই জোরালো হাওয়ায় পাল ফুলে-ফেঁপে উঠল। প্রোয়া তরতর করে ছুটল।

সারিনা বলল, "এরকম হাওয়া চলতে থাকলে আগামী কাল সকাল ২'০০-র মধ্যেই আমরা নাসাউ দ্বীপের দক্ষিণ বিন্দুটা পার হয়ে যেতে পারব। তারপর আমরা ধরব দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ। আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুমাত্রা ও জাভার সমুদ্রোপকূল ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অস্ট্রেলিয়ার পথে পাড়ি জমাতে। তাহলেই স্থলপথে আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ থাকবে কোকোস দ্বীপকে। কোকোসে এখনও জাপানিদের কোন ঘাঁটি আছে কি না আমি জানি না।

"ওটাকেই কি কিলিং দ্বীপ বলে?" জেরি শুধাল।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার বাবা ওটাকে কোকোস দ্বীপই বলত, কারণ তার মতে কিলিং ছিল একজন বাজে ইংরেজ।"

সারিনা হেসে উঠল। টারজনও হাসল। বলল, "দেখছি ইংরেজকে কেউ ভালবাসেন না কিন্তু কিলিং যে একজন ইংরেজ সে বিষয়ে আমি কিন্তু নিশ্চিত নই।"

"দুটোর সময় একটা আলো দেখা যাচ্ছে," ডেভিস বলল।

সারিনা বলল, "সম্ভবত নাসাউয়েব আলো। তা না হলে তো ওটা জাহাজের আলোই হবে; সেটা তো অনেক ঘোরালো ব্যাপার।"

জেরি বলল, "শত্রুপক্ষের জাহাজ ওভাবে আলো জেলে রাখবে না। এখানকার সমুদ্রে মিত্রপক্ষের অনেক সাবমেরিন আছে।"

সকাল হতেই তারা একটা ফাঁকা সমুদ্রে পড়েছে—চারদিকে শুধু দূর-বিস্তার ফেনিল জলরাশি। খোলা হাওয়া বইছে; সমুদ্রও যেন ছুটে চলেছে। তারা কিলিং দ্বীপ পেরিয়ে এসেছে। একটাও শত্রু-জাহাজ চোখে পড়ে নি।

এবারে পড়ল। ডগলাস পাহারায় ছিল। সে এসে বলল, "জল ছাড়াও একটা কিছু যেন দেখা যাচ্ছে।"

সে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল। সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে ঝুঁকল। দিকচক্র-

রেখার ঠিক উপরে একটা কালো দাগ।

জেরি বলল, "নিশ্চয় কোন জাহাজ।"

কোরি বলল, "বৃটিশ জাহাজও তো হতে পারে।"

টাক বলল, "তা পারে, কিন্তু আমরা কোনরকম ঝুঁকি নিতে পারি না। জাপানি জাহাজও তো হতে পারে।"

সকলেরই ভীতু দৃষ্টি সেই কালো দাগটার উপর নিবদ্ধ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেটার কোন পরিবর্তন ঘটল না। টারজনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই প্রথম ধরা পড়ল দিকচক্ররেখার উপরে উঠে-আসা একটা জাহাজের ছবি।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টারজন বলল, "জাহাজটা গতি বদলেছে। আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এবার তার পতাকাও দেখতে পাচ্ছি। নির্ঘাৎ জাপানি জাহাজ।"

জেরি বলল, "আমাদের সকলেরই হাতের টিপ ভাল। কিন্তু আমাদের হাতে যা অস্ত্র আছে তা দিয়ে তো একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেওয়া যাবে না।"

টারজন বলল, "ওটা একটা সশস্ত্র ছোট বাণিজ্য জাহাজ। সম্ভবত ওতে আছে ২০ মি. মি. বিমান-বিধ্বংসী কামান আর ·৩০ ক্যালিবারের মেসিন-গান।"

জেরি বলল, "২০ মি. মি. কামানের রেঞ্জ মাত্র ১২০০ গজের মত। আমাদের এই সব বন্দুকের রেঞ্জ তার চাইতে বেশী। কাজেই ওরা আমাদের শেষ করবার আগে বেশ কিছু নিপকে আমরা খতম করতে পারব—অবশ্য তোমরা যদি যুদ্ধ করতে রাজী হও।"

সকলেই একবাক্যে যুদ্ধে সম্মতি জানাল। সকলেরই মত, আত্মসমর্পণ করার চাইতে যুদ্ধে মৃত্যুই শ্রেয়।

বাণিজ্য-জাহাজটি দ্রুত এগিয়ে আসছে। হঠাৎ বাতাসও পড়ে গেল। প্রোয়ার ত্রি-কোণ পালটাও সে হাওয়ায় ফুলে উঠল না।

জাপানি জাহাজে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখা গেল। তারপরেই একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি। মুহূর্তকাল পরে একটা গোলা এসে ফাটল তাদের বেশ কিছুটা দূরে।

রসেটি বলে উঠল, "ভাগ্য ঠাকুরাণি অনুকূল হাওয়া নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে।"

বুবোনোভিচ বলে উঠল, "আচ্ছা গোলন্দাজ! নিজের কামানের পাল্লা কতদূর তাও জানে না।"

ডগলাস বলল, "হয় তো আঙুলে চুলকনা আছে।"

জাপানি জাহাজ থেকে আবার গোলা ছুঁড়ল; এবারও দূরেই পড়ল, তবে ততটা দূরে নয়। জেরি ও কোরি ঘনিষ্ঠভাবে বসেছিল। জেরি বলল,

"ভ্যানপ্রিন্‌স্ ঠিকই বলেছিল। বলেছিল, আমাদের মাথা খারাপ হয়েছে। সত্যি, তোমাকে সঙ্গে আনা উচিত হয় নি।"

কোরি বলল, "না এলে আমি ছাড়তাম না। অনেকবার বলতে চেয়েছি, 'সুখে-দুঃখে আমরা পাশাপাশি থাকব', কিন্তু বলা হয় নি; কথাটা কিন্তু সর্বদাই আমার মনে ছিল।"

জেরি আরও ঘেঁসে বসল। "আচ্ছা কোরি, এই লোকটাকে কি তোমার বিবাহিত স্বামী বলে গ্রহণ করেছ?"

কোরি নরম গলায় বলল, "করেছি। আর তুমি কি এই নারীকে তোমার বিবহিতা স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ? মৃত্যু এসে দূরে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত তাকে ভালবাসবে, আশ্রয় দেবে?"

"দেব," বলে জেরি হাতের আংটিটা খুলে কোরির অনামিকায় পরিয়ে দিল। "এই আংটি দিয়েই আমি তোমাকে বিয়ে করলাম, আমার সব পার্থিব সম্পত্তি তোমাকে দিলাম।" জেরি তাকে চুমো খেল।

একটা গোলা কাছাকাছি এসে ফেটে যাওয়ায় অনেক জল ছিটকে এসে তাদের ভিজিয়ে দিল। তারা সেটা খেয়ালই করল না।

জেরি বলল, "আমার বধূ। এমন যুবতী, এত সুন্দরী।"

"বধূ!" কোরি কথাটা আবার উচ্চারণ করল।

একটা হাঙরের পাখনা প্রোয়া ও জাপানি জাহাজের মাঝখান দিয়ে জল কেটে চলে গেল। টারজন হাতের রাইফেল তুলে জাপানি জাহাজের রেলিং-এ দাঁড়ানো লোকগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। অন্যরাও তাই করল। দশটা রাইফেল গর্জে উঠল। এতে আর কিছু না হোক, দর্শকরা রেলিং ছেড়ে সরে পড়ল; তাদের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আরও একটা ফল হল: গোলন্দাজরা এলোপাথারি গোলা ছুঁড়তে লাগল। ফেটে-পড়া গোলা সমুদ্রের বুককে ক্ষতবিক্ষত করে দিল।

শেষ পর্যন্ত যা ঘটার তাই ঘটল—একটা গোলা সোজা এসে প্রোয়ার উপর ফাটল। জেরি দেখল, সিং তাই দেহের অর্ধেকটা পঞ্চাশ ফুট উপরে উড়ে গেল। টাক ভ্যান ডের বসের ডান পাটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। গোটা দল সাগরের জলে ছিটকে পড়ল। আর জাপানিরা আরও কাছে এসে তাদের লক্ষ্য করে মেসিন-গান চালাতে লাগল। তারা তখন কেউ সাঁতরাচ্ছে, কেউ বা ভাঙা কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরে ভাসছে। সকলেই বুঝতে পারছে—"বিদেশী বাহিনী"র এখানেই ইতি।

বুবোনোভিচ ও ডগলাস ভ্যান ডের বসের অচেতন দেহটা ধরে ভাসিয়ে রেখেছে। জেরি চেষ্টা করছে মেসিন-গান ও কোরির মাঝখানে থাকতে। হঠাৎ কে যেন ভ্যান ডের বসের দেহটাকে নীচের দিকে টানতে লাগল। জলের নীচে একটা শক্ত দেহ বুবোনোভিচের পায়ে লাগল। সে চেঁচিয়ে

বলে উঠল, "মাই গড! একটা হাঙর টাককে ধরেছে।"

গোলার ধাক্কায় টারজন বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েছিল। সাঁতার কেটে বুবোনোভিচ ও ডগলাসের দিকে এগোতেই তারা তাকে সাবধান করে দিল। তাড়াতাড়ি ডুব দিয়ে সে ছুরিটা বের করল। দ্রুত হাত-পা ছুঁড়ে সে হাঙরটার কাছে পৌঁছেই ছুরির এক কোপে হাঙরের পেটটা দু-ফালা করে ফেলল। ফলে সেটা ভ্যান ডের বসকে ছেড়ে টারজনকে আক্রমণ করল। টারজন তার বিরাট হাঁটাকে এড়িয়ে বারবার ছুরি চালাতে লাগল।

এমন সময় আর একটা হাঙর এসে আগেরটাকে আক্রমণ করল। সমুদ্রের জল রক্তে লাল হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আক্রান্ত লোকগুলি সাময়িক স্বস্তি পেলেও গুলি-গোলা সমানেই চলতে লাগল।

টারজনের সাহায্যে বুবোনোভিচ ও ডগলাস টাকের দেহটাকে ভাঙা জাহাজের একটা বড় তক্তার উপর তুলে নিল। তার ট্রাউজারের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে টারজন ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিল। তখনও টাকের নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

হঠাৎ একটা ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। সকলে জাপানি জাহাজটার দিকে তাকাল। একটা বড় মাপের আগুনের শিখা বাণিজ্য-জাহাজটার মাঝখান থেকে কয়েক শ' ফুট উপরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। একটা ধোঁয়ার স্তম্ভ উঠে গেছে আরও কয়েক শ' ফুট উপরে। পরক্ষণেই আর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। জাহাজটা দুই ভাগে ফাঁক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। জ্বলন্ত তেলের মধ্যে কতকগুলি অর্ধদগ্ধ মানুষ আর্তনাদ করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত প্রোয়ার জীবিত যাত্রীরা বিস্ময়বিমূঢ় হতবাক হয়ে নিঃশব্দে সে দৃশ্য দেখল। প্রথম কথা বলল রসেটি, "ভাগ্যঠাকুরাণি আমার কথা শুনেছে।"

জেরি বলল, "আমরা ডুবে যাবার বা হাঙরের পেটে যাবার আগে ভারত মহাসাগরের মাঝখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে হলে তোমার ভাগ্য-ঠাকুরাণিকে আরও কিছু খেল্ দেখাতে হবে শ্রীম্প।"

সঙ্গে সঙ্গে রসেটি চেঁচিয়ে বলল, "ঐ দেখ ক্যাপ, তার আর এক করুণার খেলা!"

কোরিও আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠল, "দেখ, দেখ।"

জ্বলন্ত আগুন থেকে প্রায় তিনশ' গজ দূরে একটা সাবমেরিন ভেসে উঠেছে। তার মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক আঁকা।

টারজন হেসে বলল, "বৃটিশদের এখন কেমন লাগছে সার্জেন্ট?"

"আমি তাদের ভালবাসি।"

সাবমেরিনটা ঘুরে এসে প্রোয়ার সব যাত্রীদেরই তুলে নিল। টারজন

ও বুবোনোভিচ ভ্যান ডের বসকেই প্রথম তুলে দিল। ডেকের উপর শুইয়ে দিতেই সে মারা গেল। কোরি তার পাশে নতজানু হয়ে বসল। চোখের জল বাধা মানল না। জেরিও বসল তার পাশে।

কোরি বলল, "হতভাগ্য টাক।"

সাবমেরিনের দলপতি লেফ. কম্যাণ্ডার বোল্টন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সব জেনে নিল। টাকের দেহটাকে নীচে না নিয়ে সমুদ্রেই তাকে সমাধি দেওয়া হল। বোল্টনই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনা করল।

তারপরেই তারা নীচে গিয়ে পোশাক বদলে গরম কফি নিয়ে বসল। যাত্রীরা সকলেই যুবক; মৃত্যুর সঙ্গে তাদের পরিচয়ও নতুন নয়। শোকের আঘাত ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠল।

বোল্টন বলল, "সব শুনে মনে হচ্ছে ভাগ্যই তোমাদের রক্ষা করেছে।"

রসেটি বলল, "ভাগ্য নয় স্যার, আমাদের রক্ষা করেছে যীশু-জননী মেরি।"

জেরি বলল, "তা ঠিক। তবে টারজন যদি আমাদের দলে না থাকত তাহলে অনেক আগেই আমরা অক্কা পেতাম।"

বোল্টন বলল, "দেখ, আমার মনে হয় এখন থেকে তোমাদের আর মেরি বা টারজনের উপর নির্ভর করতে হবে না। আমার উপর সিড্‌নি যাবার আদেশ হয়েছে। কাজেই অচিরেই তোমরা "আশার্স হোটেল"এ শিক-কাবাব ও মটর-শুটির ঝোল সামনে নিয়ে বসে যেতে পারবে।"

"আর গরম গরম বীয়ারও জুটবে," বুবোনোভিচ বলল।

সন্ধ্যা হলে জেরি ও রসেটি বোল্টনের কাছে গিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, সমুদ্রে বিয়ের উৎসব করার অনুমতি কি তোমার আছে?"

"আলবৎ আছে।"

"তাহলে এখুনি দুটো উৎসব তোমার হাতে আছে," রসেটি বলল।

টারজন অ্যাট দি আর্থ'স কোর

ধরিত্রীর গর্ভে টারজন

প্রাকবাক

যে কোন স্কুলের ছেলেও জানে, পেলুসিডার পৃথিবীর ভিতরে আর একটা পৃথিবী ; যে ফাঁকা গোলককে আমরা ধরিত্রী বলি তার আভ্যন্তরীণ তলেই এর অবস্থান।

ডেভিড ইনেস এবং এব্‌নার পেরি যখন নির্ধূম কয়লার নতুন স্তর আবিষ্কারের আশায় পেরির উদ্ভাবিত খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের উপযোগী যন্ত্র-যানে চেপে একটা পরীক্ষামূলক অভিযাত্রায় বেরিয়েছিল তখনই ঘটনাক্রমে তারা এই পেলুসিডার আবিষ্কার করে। কিন্তু যন্ত্র-যানটা ভু-গর্ভের দিকে চলতে শুরু করার পরে তার মুখটাকে যথাসময়ে ঘুরিয়ে দিতে না পারায় পাঁচ শ' মাইল সোজা এগিয়ে গিয়ে তৃতীয় দিনে যন্ত্র-যানের মুখটা যখন ভিতরকার জগতের খোলসটাকে ভেঙে বেরিয়ে গেল তখন একঝলক তাজা বাতাসে কেবিনটা ভরে গেল, যদিও অক্সিজেনের অভাবে পেরি ততক্ষণে অজ্ঞান হয়ে গেছে আর ডেভিডও দ্রুত জ্ঞান হারাতে বসেছে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। দুই আবিষ্কারকের জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেল। পেরি আর কোন দিনই ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে নি, আর ইনেস এসেছে মাত্র একবার—ভূগর্ভস্থ পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রস্তর যুগের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উপভোগের উপকরণগুলিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সেই একই যন্ত্র-যানে সে ফিরে এসেছিল এই পৃথিবীতে।

কিন্তু কিছুটা আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে, আর বেশ কিছুটা আদিম জীবজন্তু ও সরীসৃপের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সভ্যতার পথে পেলুসিডার সাম্রাজ্যের অগ্রগতি খুব সামান্যই হয়েছে। তাছাড়া, সেই ভূগর্ভস্থ পৃথিবীর বিরাট অঞ্চলের দিক থেকে, অথবা সম্পূর্ণ অন্য একটা যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষের দিক থেকে বিচার করলে, ডেভিড ইনেস এবং এব্‌নার পেরির অস্তিত্বের কোন হদিসই হয় তো আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পেলুসিডারের উপরকার জল ও স্থলের এই সব অঞ্চলের সঙ্গে ভু-পৃষ্ঠের সে একই অঞ্চলের সম্পর্ক যে সম্পূর্ণ বিপরীত, সে কথা চিন্তা করলে পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্তী সেই আর এক শক্তিশালী জগতের বিরাট বিস্তৃতির একটা কল্পনা হয় তো করা যেতে পারে।

ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের আয়তন মোটামুটি পাঁচ কোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল, অথবা-ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের এক-চতুর্থাংশ; আর পেলুসিডারের মোট আয়তনের তিন-চতুর্থাংশ হচ্ছে স্থলভাগ; অর্থাৎ ১২৪,১১০,০০০ বর্গমাইল জুড়ে আছে জঙ্গল, পর্বত, অরণ্য, আর সীমাহীন সমভূমি; সেখানকার ৪১,৩৭০,০০০ বর্গমাইল সামুদ্রিক অঞ্চলের আয়তনও কিছু নগণ্য বা তুচ্ছ নয়।

ফলে কেবলমাত্র স্থলভাগের আয়তন বিচার করলেই একটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে যে একটি ক্ষুদ্রতর পৃথিবীর মধ্যে আর একটা বৃহত্তর পৃথিবীর জায়গা হল কেমন করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে পেলুসিডার জগৎ হিসাবে এমন একটি ব্যতিক্রম যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের যে সব প্রাকৃতিক নিয়মকে আমরা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি সেখানে সে নিয়ম নাও চলতে পারে।

পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র থেকে ঝুলছে পেলুসিডারের সূর্য; আমাদের সূর্যের তুলনায় একটি ক্ষুদ্র গোলক হলেও পেলুসিডারকে আলোকিত করা এবং তার সীমাহীন অরণ্য-অঞ্চলকে উত্তাপ ও জীবনদায়ী কিরণ বিতরণের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। সেখানকার সূর্য সব সময়ই শীর্ষস্থানে থাকে বলে পেলুসিডারে রাত বলে কিছু নেই, সেখানে বিরাজ করে অনন্ত শাশ্বত মধ্যাহ্ন।

কোন তারা না থাকায়, এবং সূর্যের কোন আপাত গতি না থাকায় পেলুসিডারে কোন দিকনির্ণয় যন্ত্র নেই; দিকচক্ররেখা বলেও কিছু সেখানে নেই, কারণ যেখান থেকেই দেখা যাক সেখানকার ভূ-পৃষ্ঠ সব সময়ই উপরের দিকেই উঠে যায়, আর তার ফলে যতদূর দৃষ্টি যায় সেখানকার সমভূমি, বা সমুদ্র, বা বহুদূরবর্তী পর্বতমালা সবই ক্রমাগত সম্মুখে ও ঊর্ধ্বলোকে প্রসারিত হতে হতে এক সময় অস্পষ্ট হয়ে বিলীন হয়ে যায়। আবার সে পৃথিবীতে সূর্য, তারা ও চন্দ্র না থাকায় আমাদের পৃথিবীর মত সময়ের হিসাবও সেখানে নেই। আর তার ফলে পেলুসিডার এমন এক সময়হীন পৃথিবী যেখানে "ব্যস্ত মৌমাছি" এবং "সময়ই সম্পদ" এই ধরনের কোন কথাই প্রচলিত নেই।

বহিঃপৃথিবীর মানুষ আমরা অতীতে তিনবার পেলুসিডার থেকে খবর পেয়েছি। আমরা জানি, প্রস্তর যুগের মানুষের কাছে পেরির প্রথম সভ্যতার অবদান হচ্ছে বারুদ। আরও জানি, তার পরেই সেখানে গিয়েছিল রাইফেল, বড় কামান বসানো ছোট ছোট যুদ্ধ-জাহাজ এবং শেষ পর্যন্ত একটা পুরো-দস্তুর বেতার-যন্ত্র।

আমরা জানি পেরি একজন অভিজ্ঞতাবাদী; তাই এ কথা শুনে আমরা অবাক হই নি যে তার বেতার-যন্ত্রটি বহির্বিশ্বের কোন বায়ু-তরঙ্গকেই ধরতে পারে নি; শেষ পর্যন্ত টারজানার জ্যাসন গ্রিড্‌লে নামক একটি যুবক তার নবআবিষ্কৃত গ্রিড্‌লে বায়ু-তরঙ্গে পেলুসিডার থেকে প্রেরিত প্রথম খবরটি ধরতে পারে।

পেরির সেই সংবাদ অস্পষ্ট হতে হতে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগে সর্বশেষ যে কথা জানা গিয়েছিল তার মর্মার্থ হল: পেলুসিডারের প্রথম সম্রাট ডেভিড

ইনেস তার প্রিয় জন্মভূমি "লুরাজ এন্জ"-এর অদূরবর্তী বৃহৎ উপত্যকায় অবস্থিত "সারি" নামক শহর থেকে মহাদেশ ও মহাসাগর পার হয়ে অনেক দূরের কোর্সারদের দেশে এক অন্ধকার কারাগারে চরম দুঃখে দিন কাটাচ্ছে।

১—৩-২২০

টারজন থেমে গেল। কান পাতল। বাতাস শুঁকল।

আপনি সেখানে থাকলে কিন্তু সে যা শুনেছে তা শুনতে পেতেন না; আর শুনতে পেলেও তার অর্থ বুঝতেন না। নতুন গাছপালার সুঘ্রাণের সঙ্গে মিশ্রিত পচা পাতার একটা ভাঁপ্‌সা গন্ধ ছাড়া আর কিছুই আপনার নাকে আসত না।

যে শব্দ টারজন শুনতে পেয়েছে সেটা এসেছে অনেক দূর থেকে। তার কানেও সে শব্দ অস্পষ্ট। প্রথমে স্পষ্ট করে তার অর্থ বুঝতে না পারলেও সে এটা বুঝতে পেরেছে যে অনেক দূর থেকে একদল মানুষ আসছে।

গণ্ডার বুটো, হাতি টাণ্টর, বা সিংহ নুমা বনের পথে আসা-যাওয়া করলেও অরণ্য-রাজের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হত না, কিন্তু যখনই কোন মানুষ আসে তখনই টারজন তৎপর হয়ে ওঠে, কারণ সব জীবজন্তুর মধ্যে একমাত্র মানুষই যেখানে যায় সেখানেই একটা গণ্ডগোল, সংঘর্ষ বাধিয়ে বসে। তাই আজও সে শব্দ লক্ষ্য করে তার ডালপালার পথ ধরে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর এগোতেই খালি পায়ের শব্দ আর আদিবাসীদের বোঝা বইবার গান তার কানে এল। তারপরেই তার নাকে এল কালো মানুষের গায়ের গন্ধ, আর সেই সঙ্গে এমন আর একটা আবছা গন্ধ নাকে এল যাতে টারজন বুঝতে পারল যে একটি সাদা মানুষ দলবল ও লটবহর নিয়ে শিকারে এসেছে।

মুখ ঘুরিয়ে টারজন নিঃশব্দে অতি দ্রুত গতিতে গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে শিকারীদলের কিছুটা সামনে গিয়ে গাছ থেকে নেমে পথের উপর অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা মোড় ঘুরেই শিকারীর দলটা তাকে দেখতে পেয়েই থেমে গিয়ে উত্তেজিতভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। কালো মানুষগুলোকে অন্য কোন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে বলেই তারা টারজনকে চিনতে পারে নি।

টারজনই কথা বলল। "আমি টারজন। টারজনের দেশে তোমরা কি করতে এসেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে যে যুবকটি দলের একেবারে সামনে ছিল সে এগিয়ে এল। তার মুখে দেখা দিল হাসির রেখা। বলল, "তুমিই লর্ড গ্রেস্টোক?"

কালার পালিত পুত্র জবাব দিল, "এখানে আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

"তাহলে তো আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে," যুবকটি বলল, "কারণ সুদূর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আমি তোমার খোঁজেই এসেছি।"

"তুমি কে? টারজনের কাছে তোমার কিসের দরকার?"

"আমার নাম জ্যাসন গ্রিড্‌লে। আর যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমি তোমার কাছে এসেছি সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আশা করি আমার সঙ্গে আমার পরবর্তী শিবিরে গিয়ে আমার এখানে আসার উদ্দেশুটা মন দিয়ে শুনবার মত সময় ও ধৈর্য তোমার হবে।"

টারজন মাথা নাড়ল। "এই জঙ্গলের রাজ্যে আমাদের সময়ের অভাব হয় না। কোথায় শিবির ফেলবে বলে মনে করছ?"

"কোথায় শিবির ফেললে সুবিধা হবে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

টারজন বলল, "আধ মাইলের মধ্যে একটা ভাল জায়গা আছে। সেখানে ভাল জলও পাওয়া যাবে।"

"খুব ভাল," গ্রিড্‌লে বলল। আবার যাত্রা শুরু হল। অচিরেই বিশ্রাম পাওয়া যাবে জেনে কুলিরাও হেসে গান গাইতে গাইতে চলল।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্যাসন ও টারজন একত্রে বসে কফি খেতে খেতে টারজন বলল, "এবার বল, দক্ষিণ কালিফোর্নিয়া থেকে এত পথ পেরিয়ে কেন তুমি আফ্রিকার একেবারে অভ্যন্তরে এসে ঢুকেছ?"

গ্রিড্‌লে হেসে বলল, "কি জান, এখন সশরীরে এখানে হাজির হয়ে তোমার মুখোমুখি বসে হঠাৎ আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে যে আমার কথা শুনে তুমি না আমাকে পাগল ঠাউরে বস, যদিও নিজের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে যে, যে কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি সেটা একান্তই সত্য; এমন কি তোমার ব্যক্তিগত ও আথিক সমর্থন লাভের জন্য যে পরিকল্পনাটি তোমার সামনে উপস্থিত করতে যাচ্ছি তার জন্য ইতিমধ্যেই আমি বেশ কিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করে ফেলেছি। আর প্রয়োজনমত আরও অর্থ এবং আমার সবটা সময় একাজে ব্যয় করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। যে ধরনের একটা অভিযান পরিচালনার কথা আমি ভেবেছি দুর্ভাগ্যবশত তার সমস্ত আর্থিক দায়ভাগ আমি একাকি বহন করতে অক্ষম। অবশ্য তোমার কাছে আসার সেটাই আমার প্রধান কারণ নয়। অন্য জায়গা থেকেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে আমি পারতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার মনোমত এই অভিযান পরিচালনার পক্ষে তুমিই সব চাইতে উপযুক্ত মানুষ।"

টারজন বলল, "এই ব্যাপারে তুমি যখন এত টাকা ঢালতে রাজী আছ তখন নিশ্চয়ই এর থেকে ভবিষ্যতে লাভের অংকটাও বেশ মোটাই হবে।"

গ্রিড্‌লে জবাব দিল, "বরং ঠিক উল্টো। আমি যতদূর বুঝি এর থেকে কারও কোন রকম আর্থিক লাভ হবে না"

টারজন হেসে বলল, "কিন্তু তুমি কি একজন মার্কিনী নও?"

"আমরা সকলেই টাকার পাগল নই।"

"তাহলে আসল প্রেরণাটা কি ? আমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।'

"পৃথিবীটা একটা ফাঁকা গোলক এবং তার ভিতরে আর একটা পৃথিবী আছে—এই মতটা তুমি কখনও শুনেছ কি ?"

"এ মতটা তো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে," টারজন জবাবে জানাল।

"কিন্তু সে খণ্ডন কি সন্তোষজনক ?" গ্রিড্‌লের প্রশ্ন।

"বিজ্ঞানীরা তো সন্তুষ্ট হয়েছে," টারজন বলল।

মার্কিন ভদ্রলোক বলল, "সন্তুষ্ট আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি সেই আভ্যন্তরীণ জগৎ থেকে একটা সংবাদ সরাসরি আমার কাছে এসেছে।"

"তুমি আমাকে অবাক করে দিচ্ছ," টারজন বলল।

"অবাক আমিও হয়েছিলাম, কিন্তু এ কথা সত্য যে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ পেলুসিডর পৃথিবীর এব্‌নের পেরির সঙ্গে আমার বেতার-সংযোগ ঘটেছিল, আর সংবাদের একটা অনুলিপি আমি সঙ্গে করেই এনেছি। সংবাদটি যে যথার্থ তার একটি প্রমাণ-পত্র আমি একজনের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি যার নামের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে। আমি যখন সংবাদটি পাই তখন সে লোক আমার পাশেই ছিল; বস্তুত, সেও আমার সঙ্গে বসেই বেতার-সংবাদটা শুনছিল। এই সে সব কাগজপত্র।"

পোর্টফোলিও থেকে একটা চিঠি বের করে সে টারজনের হাতে দিল। শক্ত বোর্ডে বাঁধানো একটা মোটা পাণ্ডুলিপি সে দিল। বলল, "পেলুসিডারের টানারের সব কথা পড়ে শুনিয়ে তোমার সময় নষ্ট করব না, কারণ এতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমার পরিকল্পনা বোঝাবার পক্ষে অপরিহার্য নয়।"

টারজন বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা। আমি কান পেতে আছি।"

আধ ঘণ্টা ধরে জ্যাসন গ্রিড্‌লে পাণ্ডুলিপিটা খুলে তার বিশেষ বিশেষ সংখ্যাগুলি পড়ে শোনাল। পড়া শেষ করে বলল, "এর থেকেই পেলুসিডারের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আর ডেভিড ইনেসের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য করেছে এই প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে আসতে যাতে আমরা এমন একটা অভিযান চালাই যার প্রথম উদ্দেশ্যই হবে কোর্‌সারদের কারাগার থেকে তার উদ্ধার সাধন।"

টারজন প্রশ্ন করল, "এটা কি করে করা সম্ভব বলে তুমি মনে কর ? উভয় মেরু থেকেই সেই ভিতরকার জগতে ঢুকবার প্রবেশ-পথ আছে, ইনেসের এই থিয়োরির সত্যতা সম্পর্কে তুমি কি নিশ্চিত ?"

গ্রিড্‌লে বলল, "স্বীকার করছি যে কিছুই আমি নিশ্চিত করে জানি না। কিন্তু পেরির প্রেরিত সংবাদটা পাবার পর থেকে আমি অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে প্রবেশ-পথ সমন্বিত আর একটি বাসযোগ্য পৃথিবী যে এই পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রয়েছে—এই মতবাদ

নতুন কিছু নয়—এর সমর্থনে অনেক তথ্য-প্রমাণ আছে। ১৮৩০ সালে লিখিত একটি বইতে এই মতবাদের একটি পূর্ণ বিবরণ আমি পেয়েছি। আরও সাম্প্রতিক কালের একটা বইতেও তা পেয়েছি।"

"তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে একটি আভ্যন্তরীণ পৃথিবী আছে এবং উত্তর মেরুর দিক থেকে তাতে ঢুকবার মত একটা মুখও খোলা আছে?" টারজন জানতে চাইল।

"একটি আভ্যন্তরীণ পৃথিবী যে আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, কিন্তু মেরু অঞ্চল থেকে তাতে ঢুকবার কোন পথ আছে কি না ঠিক জানি না। তবে আমি বিশ্বাস করি, যে অভিযানের কথা আমি বলছি তার স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার হাতে আছে।"

"আচ্ছা, যদি ধরেই নি যে একটি আভ্যন্তরীণ জগৎ আছে তাহলেই বা সে পৃথিবী আবিষ্কারের কি উপায়ের কথা তুমি ভেবেছ?"

"আমার মনে হয়, আধুনিক জেপেলিন ধরনের কোন বিশেষভাবে তৈরী বায়ু-যানেই আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালানো যেতে পারে। হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহারের ফলে সে বায়ু-যান নিরাপত্তার দিক থেকেও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হবে।

"তবে সেখান থেকে পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসার ব্যাপারে একটা বড় রকমের বিপদের ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে, কারণ সেখানে যেতেই অনেক হিলিয়াম গ্যাস খরচ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে কোন আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিক গবেষককেই তো সে ঝুঁকি নিয়েই কাজে নামতে হয়। বায়ুর চাপ সহ্য করতে পারে এমন একটি হাল্কা অথচ যথেষ্ট মজবুত বায়ু-যানের 'বডি' যদি তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে শুধুমাত্র ভ্যাকুয়াম ট্যাংক দ্বারা চালিত সেই বায়ু-যানে যথেষ্ট নিরাপত্তা ও সর্বাধিক গতিবেগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, বিপজ্জনক হাইড্রোজেন গ্যাস এবং বিরল ও দামী হিলিয়াম গ্যাসের ব্যবহারের হাত থেকেও আমরা রেহাই পেতে পারি।"

"হয় তো সেটা সম্ভব হতেও পারে," টারজন বলল। গ্রিড্‌লের প্রস্তাব সম্পর্কে ক্রমেই তার আগ্রহ বাড়ছে।

"তুমি কি বলতে চাও?" গ্রিড্‌লের প্রশ্ন।

টারজন বলল, "তোমার কথা শুনে আমার এক বন্ধুর কথাগুলি মনে পড়ে গেল। এরিক ভন হারবেনও একজন বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক। তার সঙ্গে যখন আমার শেষ দেখা হয়েছিল তখন সে সব ওয়াইরামওয়াজি পর্বতমালায় দ্বিতীয় অভিযান শেষ করে ফিরেছে। সেই আমাকে বলেছে যে সেখানকার উপজাতিরা এমন একটা ধাতু দিয়ে তৈরী নৌকো ব্যবহার করে যেটা কর্কের মত হাল্কা, অথচ ইস্পাতের চাইতে শক্ত। সেই ধাতুর কিছু নমুনা সে সঙ্গে করে এনেছে এবং তার বাবার মিশনে একটা ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে সেখানে

ঐ ধাতু নিয়ে গবেষণা করছে।”

“লোকটি এখন কোথায়?” গ্রিড্‌লে জানতে চাইল।

ডাঃ ভন হারবেনের মিশন উরাম্বি দেশে; এখন আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে চারদিনের পথ পশ্চিমে।”

সারারাত দুজনে এই নিয়ে অনেক আলোচনা করল। পরদিনই তারা ফিরে চলল উরাম্বি দেশে ভন হারবেনের মিশনে। চতুর্থ দিনে সেখানে পৌঁছলে ডাঃ ভন হারবেন, তার ছেলে এরিক, এবং পুত্র-বধূ কাস্ট্রামেয়ারের সুন্দরী কেবোনিয়া তাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানাল।

ইতিমধ্যে গবেষণা চালিয়ে এরিক ভন হারবেন যে বিখ্যাত ধাতুটি আবিষ্কার করেছে এখন তা হার্বেনাইট নামে পরিচিত। অনেক অনুসন্ধানের পরে ঐ ধাতুর একটা স্থানীয় খনিও সে আবিষ্কার করেছে।

এদিকে টারজন ও এরিক ভন হারবেন সেই খনি থেকে সংগৃহীত হার্বেনাইট সমুদ্র-উপকূলে চালান দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল, আর অন্যদিকে জ্যাসন গ্রিড্‌লে চলে গেল ফ্রিড্‌রিখ্‌শ্যাফেন-এ তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি বায়ু-যান তৈরির ব্যাপারে সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ শুরু করতে।

খুব সংগোপনে কাজ চলল ছ'মাস ধরে। ছ'মাস পরে “ও-২২০” নামে পরিচিত বায়ু-যানটি আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত হল। বড় সিগার-আকৃতির “ও-২২০” যানটির “বডি” দৈর্ঘ্যে ৯৯৭ ফুট এবং তার পরিধি ১৫০ ফুট। গোটা যানটি ছ'টি বড় বড় বায়ু-নিরোধক ঘরে বিভক্ত। এঞ্জিনগুলো ৫৬০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট; তার গতি ঘণ্টায় ১০৫ মাইল।

এই হচ্ছে মোটামুটিভাবে “বায়ু-যানের বিবরণ যাতে চড়ে জ্যাসন গ্রিড্‌লে ও টারজন আভ্যন্তরীণ পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিককার প্রবেশ-পথটি আবিষ্কার করতে এবং কোর্সারদের কারাগার থেকে পেলুসিডারের সম্রাট ডেভিড ইনসকে উদ্ধার করতে পারবে বলে আশা রাখে।

২—পেলুসিডার

জুন মাসের এক পরিষ্কার সকালে ভোর হবার আগেই ও-২২০ ধীরে ধীরে যাত্রা শুরু করল। সম্পূর্ণ লটবহর ও যাত্রীসহ সুসজ্জিত হয়ে বায়ু-যানটি ঠিক সেইভাবে আকাশে উড়ল পরীক্ষামূলক ভ্রমণে. যেভাবে অচিরেই শুরু হবে তার দীর্ঘ পথযাত্রা।

মূল অভিযানের জন্য যে যাত্রীদল নির্বাচিত হয়েছে পরীক্ষামূলক যাত্রায়ও তারাই বায়ুযানে থাকছে। ক্যাপ্টেন হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে জুপ্‌নারকে; তার পরিচালনায়ই বায়ুযানটি নির্মিত হয়েছে এবং ডিজাইনের ব্যাপারেও তার যথেষ্ট হাত ছিল। আর আছে রাজকীয় বিমানবাহিনীর দুই প্রাক্তন অফিসার ভন হর্স্ট ও ডর্ফ, এবং জাহাজ-চালক লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাইন্স। এ ছাড়া আছে বারোজন ইঞ্জিনীয়ার, আটজন যন্ত্রকুশলী, একটি নিগ্রো পাচক ও দুটি ফিলিপিনো কেবিন-বয়।

অভিযানের দলপতি স্বয়ং টারজন। জ্যাসন গ্রিড্‌লে তার সহকারী। আর যোদ্ধা হিসাবে আছে মুভিরো ও তার ন'জন ওয়াজিরি যোদ্ধা।

বায়ুযানটি যখন স্বচ্ছন্দ গতিতে শহরের উপরে উঠে গেল তখন জুপ্‌নার তার উৎসাহকে চেপে রাখতে পারল না। বলে উঠল, "এমন সুন্দর যান আমি কখনও দেখি নি। হাত ছোঁয়ালেই এ সাড়া দেয়।"

হাইন্স বলল, "আমি কিন্তু মোটেই অবাক হই নি। আমি জানতাম এই রকমই হবে। দেখছ না, প্রয়োজনের দ্বিগুণ যাত্রী এতে নেওয়া হয়েছে।"

টারজন হেসে বলল, "তুমি আবার সেই কথা তুলেছ লেফ্‌টেন্যাণ্ট; আরে বাবা, এটার উপর ভরসা নেই বলে যে আমি এত লোক নিয়েছি তা মনে করো না। এক নতুন পৃথিবীতে আমরা যাচ্ছি। অনেক দিনের যাত্রা। তোমরা যারা স্বেচ্ছায় আমাদের সঙ্গী হয়েছ তাদের প্রত্যেককে আমি বার বার বলেছি যে গন্তব্যস্থলে পৌছবার পরে আমাদের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে হবে। তাই যাত্রার শুরুতে প্রয়োজনের দ্বিগুণ যাত্রী নিলেও ফিরতি যাত্রায় হয় তো আমাদের যাত্রীর অভাব ঘটতে পারে, যেহেতু আমরা সকলেই ফিরে আসতে পারব না।"

হাইন্স বলল, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু জাহাজের ছোঁয়ায় আমার মনে যে অনুভূতি জেগেছে, আর নীচেকার দৃশ্যে ছড়িয়ে আছে যে গভীর প্রশান্তি তাতে বিপদ বা মৃত্যুকে দূর অস্ত বলেই মনে হচ্ছে।"

টারজন বলল, "আমিও সেই আশাই করছি; আশা করছি, আমরা যে কয়জন একসঙ্গে যাত্রা করছি তাদের প্রত্যেকেই একদিন ফিরে আসবে। তবু সব অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকাতেই আমি বিশ্বাস করি। আর সেই জন্যই গ্রিড্‌লে ও আমি জাহাজ চালানো বিদ্যার পাঠও নিয়েছি। আশা করি গন্তব্যস্থলে পৌছবার আগেই কাজটাকে হাতে-কলমে করে দেখার সুযোগ তোমরা আমাদের দেবে।"

জুপ্‌নার হাসতে লাগল। বলল, "ওদের নামে তো টিক দিয়েই রেখেছি হাইন্স। কিন্তু বার্লিনের সেরা ডিনার খাওয়াবার বাজী রেখেই বলছি, এই জাহাজ যদি ফিরে আসে তাহলেও আমি এর চালকই থেকে যাব।"

টারজন বলল, "আবারও প্রস্তুতির কথায়ই যাচ্ছি। তোমাদের কাছে

আমার অনুরোধ, আমার এই সব ওয়াজিরিরা যাতে ইঞ্জিনীয়ার ও মেকানিকদের কাজে সাহায্য করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দাও। ওরা খুব বুদ্ধিমান, খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু শিখে নিতে পারে। যদি সত্যি কোন বিপদ ঘটে তখন তো জাহাজের ইঞ্জিন ও অন্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত লোক বেশী পাওয়া যাবে না।"

জুপ্‌নার বলল, "ঠিক কথাই বলেছ; সে ব্যবস্থাও করব।"

প্রকাণ্ড ঝকঝকে জাহাজটা গম্ভীর চালে উত্তরদিকে উড়ে চলেছে। পিছনে পড়ে রইল র‍্যাভেন্সবুর্গ। আধঘণ্টা পরে সরু একটা ধূসর ফিতের মত দেখা দিল ভেসুর নদী।

যত উপরে উঠছে জুপ্‌নারের উৎসাহ ততই বাড়ছে। সে বলে উঠল, "সত্যি বলছি, জাহাজটা যে এত সুসম্পূর্ণ হবে তা আমি ভাবি নি। এ জাহাজ বিমান-বিদ্যার ক্ষেত্রে একটা নতুন যুগের সূচনা করল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হাম্বুর্গ পর্যন্ত চার শ' মাইল পথ পাড়ি দেবার আগেই ও-২২০ আকাশ-পথে ওড়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় রাখতে পারবে।"

টারজন বলে উঠল, "হাম্বুর্গ পর্যন্ত গিয়ে আবার ফ্রিড্‌রিখ্‌শ্যাফেন-এ ফিরে আসা—এটাই ছিল এই পরীক্ষামূলক যাত্রার নির্দিষ্ট পথ; কিন্তু হাম্বুর্গকে পিছনে ফেলে যাওয়া হচ্ছে কেন?"

সকলেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

গ্রিড্‌লেও প্রশ্ন করল, "সত্যি তো, কেন?"

জুপ্‌নার ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আমরা যথেষ্ট সুসজ্জিত, আর রসদও আছে যথেষ্ট।"

হাইন্স বলল, "তাহলে ফ্রিড্‌রিখ্‌শ্যাফেন ফিরতে অযথা আট শ' মাইল পথ চলতে হবে কেন?"

এ-প্রশ্নের জবাব দিল টারজন, "আমরা সকলে একমত হলে আমরা সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে যাব।" আর এই ভাবেই ও-২২০-র পরীক্ষামূলক ভ্রমণ পরিবর্তিত হল পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাবার দীর্ঘযাত্রার সত্যিকারের সূচনাতে। জাহাজটা উড়ে চলল হাম্বুর্গ থেকে পশ্চিম দিকে, উত্তর সমুদ্রের জলরাশি পার হয়ে, সোজা উত্তরে, স্পিট্‌স্‌বার্জেনের পশ্চিম দিকে উত্তর মেরুর জনহীন বরফের রাজ্যে।

মোটামুটিভাবে ঘণ্টায় ৭৫ মাইল গতিতে চলে দ্বিতীয় দিন মাঝরাত নাগাদ ও-২২০ উত্তর মেরুতে পৌঁছে গেল। হাইন্স যখন ঘোষণা করল যে তার হিসাবমত তারা উত্তর মেরুর খাড়া উপরে পৌঁছে গেছে, তখন সকলের মধ্যেই উত্তেজনা দেখা দিল। টারজনের কথামত উঁচু-নীচু জমাট বরফের উপরে জাহাজটা কয়েক শ' ফুট উঁচুতে থেকে ধীরে ধীরে পাক দিতে শুরু করল।

একটিমাত্র পাক দিয়েই জাহাজটা ১৭০তম পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর দক্ষিণের পথ ধরল। আর তখন থেকেই জ্যাসন গ্রিড্‌লে সব সময় হাইন্স ও জুপ্‌নারের পাশে বসে সাগ্রহে যন্ত্রপাতির দিকে নজর রেখে, আবার কখনও বা নীচের ঠাণ্ডা ভূখণ্ডের দিকে নজর রেখে চলতে লাগল। গ্রিড্‌লের বিশ্বাস, উত্তর মেরুর মুখটা ৮২ উত্তর লঘিমা ও ১৭০ পূর্ব দ্রাঘিমার কাছাকাছি কোথাও অবস্থিত।

আরও পাঁচ ঘণ্টা দক্ষিণ দিকে উড়ে যাবার পরে হাইন্স চীৎকার করে বলে উঠল, "দেখ, দেখ! আমাদের ঠিক সামনেই জল দেখা যাচ্ছে।"

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। হাইন্স রিসিভারটা কানে লাগাল। "খুব ভাল স্যার," বলে রিসিভারটা ঝুলিয়ে রেখে বলল, "পর্যবেক্ষণ-কেবিন থেকে ভন হার্স্ট কথা বলল। নীচে একটা জনপ্রাণীহীন প্রান্তর সে দেখতে পেয়েছে।"

জুপ্‌নার বলে উঠল, "প্রান্তর! আমাদের চার্ট অনুযায়ী এদিকে একমাত্র ভূখণ্ড তো সাইবেরিয়া।"

গ্রিড্‌লে বলল, "সাইবেরিয়ার অবস্থান ৮৫ ডিগ্রির হাজার মাইলেরও বেশী দক্ষিণে; আর এখানে আমরা ৮৫ ডিগ্রির তিন শ' মাইলের বেশী দূরে হতে পারি না।"

লেঃ হাইন্স বলল, "তাহলে আমরা হয় একটা নতুন সুমেরুবৃত্তীয় অঞ্চল আবিষ্কার করেছি, আর নয় তো এগিয়ে চলেছি পেলুসিডারের উত্তর সীমান্তের দিকে।"

গ্রিড্‌লে বলল, "আর সেটাই ঠিক। তোমার থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখ।"

জুপ্‌নার বলল, "আরে! এ তো শূন্য ফারেনহিটের উপরে মাত্র বিশ ডিগ্রি।"

টারজন বলল, "নীচে ভূখণ্ড পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যথেষ্ট নির্জন দেখালেও এখানে-ওখানে ছোট ছোট বরফের দাগ দেখা যাচ্ছে।"

গ্রিড্‌লে বলল, "উত্তর কোরুসারের যে বিবরণ ইনেস দিয়েছে এটা তো তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। সকলেরই মনে বিশ্বাস হল, তাদের নীচের স্থলভাগটাই পেলুসিডার। সকলেরই মনে উত্তেজনার আঁচ। যে যখন পারল কাজের ফাঁকে করিডরে গিয়ে বা পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ পৃথিবীটাকে একটু দেখে নিল।

ও-০২২ ক্রমেই দক্ষিণদিকে এগোতে লাগল। আর যে মুহূর্তে মধ্যরাতের সূর্য-বলয়টা দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল অমনি সম্মুখে দেখা দিল পেলুসিডারের সূর্য-দীপ্তি।

ভূ-পৃষ্ঠের চেহারা দ্রুত বদলাতে লাগল। পিছনে পড়ে রইল অনুর্বর দেশ। একটা বনাকীর্ণ পাহাড়কে পেরিয়ে এবার জাহাজের সামনে দেখা দিল বিস্তীর্ণ অরণ্য। সে অরণ্যভূমি আপাতদৃষ্টিতে বাঁক নিয়ে উপরের দিকে উঠতে উঠতে একসময় অস্পষ্ট ধূসর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। এই তো সেই পেলুসিডার যার স্বপ্ন দেখেছে জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

অরণ্য ছাড়িয়ে একটা ঢেউ-খেলানো প্রান্তর। মাঝে মাঝে কিছু গাছ-গাছালি। প্রান্তরের বুক চিরে অসংখ্য নদী গিয়ে মিশেছে বিপরীত দিকের একটা বড় নদীতে। দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে নানা ধরনের পশু। কিন্তু কোথাও মানুষের দেখা নেই।

টারজন বলল, "এ দেশ তো আমার কাছে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে। এখানে নামা যাক ক্যাপ্টেন।"

জাহাজটা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। ছোট ছোট মই নামিয়ে দেওয়া হল। একজন অফিসার ও দুটি লোককে পাহারায় রেখে অন্য সব যাত্রী পেলুসিডারের হাঁটু-সমান উঁচু সবুজ ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল।

চারদিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "ভেবেছিলাম এখানে অনেক তাজা মাংস মিলবে, কিন্তু এখন দেখছি জাহাজের শব্দে সব শিকার পালিয়েছে।"

ডর্ফ বলল, "কিন্তু যে সংখ্যায় তাদের চরে বেড়াতে দেখেছি তাতে কয়েকটা যোগাড় করতে বেশীদূর যেতে হবে না।"

টারজন বলল, "কিন্তু এখন আমাদের সব চাইতে বেশী দরকার বিশ্রাম। অভিযানের প্রস্তুতি-পর্বে সকলেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ বড় বেশী খেটেছে। আর আমার তো মনে হয় গত তিন দিন ধরে কেউ দু'ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে পারে নি। তাই আমি প্রস্তাব করছি, পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য আপাতত আমরা এখানেই থাকি, তারপর কোর্‌সার শহর খুঁজতে বের হওয়া যাবে।"

এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করল। স্থির হল, দিন কয়েক সেখানেই কাটানো হবে।

গ্রিড্‌লে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নারকে বলল, "আমার মনে হয় এই মর্মে একটা হুকুম জারি করা হোক যে তোমার অনুমতি ছাড়া কেউ জাহাজ ছেড়ে যেতে পারবে না, এমন কি কাছাকাছি কোথায়ও না; একজন অফিসারের নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে ছাড়া কাউকে কোথাও যাবার অনুমতি দেওয়া হবে না, কারণ আমাদের নিশ্চিত ধারণা পেলুসিডারের সর্বত্র অসভ্য মানুষ এবং ততোধিক অসভ্য জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।"

টারজন হেসে বলল, "আশা করি আমাকে এ হুকুমের আওতা থেকে রেহাই দেবে।"

জুপ্‌নার বলল, "আমি বিশ্বাস করি, যেকোন দেশে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জান।"

টারজন বলল, "তাছাড়া দলবল না নিয়ে একাকিই আমি ভাল শিকার করতে পারি।"

জুপ্নার বলল, "যাই হোক, দলপতি হিসাবে হুকুমটা তুমিই জারি কর, তারপর তুমি যদি নিজেকে হুকুমের আওতা থেকে বাদ দাও তাহলে কেউ কোনরকম আপত্তি জানাবে না, কারণ একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউই পেলুসিডারের পথে একলা বের হতে সাহস করবে না।"

প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর পাহারা বদলের ব্যবস্থা করা হল, আর অফিসার ও অন্য সকলেই ঘড়ির কাঁটা ধরে ঘুমোতে লাগল।

অরণ্য-রাজ টারজনের ঘুমই প্রথম ভাঙল। সেই প্রথম জাহাজ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তখন পাহারায় ছিল লেঃ ডর্ক। সে অবাক বিস্ময়ে দেখল, মাথাভর্তি কালো চুল জঙ্গলের রাজা খোলা প্রান্তর পার হয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনের মধ্যে টারজনের পরিচিত ও অপরিচিত অনেক রকম গাছই আছে। কিন্তু সেটাই অরণ্য-রাজ টারজনের পক্ষে আকর্ষণের যথেষ্ট কারণ। তাই এই নবলব্ধ মুক্তির মধ্যে পথ চলতে নেমে প্রথমেই টারজনের নিজেকে মনে হল স্কুল থেকে ছুটি-পাওয়া ছাত্রের মত। পেলুসিডারের তাজা বাতাস ফুসফুসে ভরে নিয়ে একলাফে একটা গাছে চড়ে সে ডাল থেকে ডালে ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগল।

হঠাৎ একসময় কি একটা যেন তার শরীরটাকে চেপে ধরে শূন্যে তুলে নিল। মুহূর্তের মধ্যেই টারজন নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারল। আদিম মানুষের পাতা একটা জন্তু-ধরা জালে সে আটকা পড়েছে। কাঁচা চামড়ার তৈরি একটা ফাঁদ ঝুলছিল গাছের ডাল থেকে, আর তাতেই সে ধরা পড়েছে। মাটি থেকে প্রায় ছ'ফুট উঁচুতে সে ঝুলতে লাগল। নিজেকে ছাড়াতে যতই চেষ্টা করে ফাঁদটা ততই তার শরীরে চেপে বসতে থাকে।

সে ভাবল, ফাঁদ যখন আছে তখন অবশ্যই মানুষও আছে, আর অচিরেই তারা আসবে ফাঁদের অবস্থা দেখতে। তখন কি হবে?

ভাবতে ভাবতে একটা তীব্র গন্ধ লাগল তার নাকে। হরেক রকম গন্ধের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু এ গন্ধটা সে সব রকমের নয়। সিংহ নুমার গন্ধ নয়, চিতাবাঘ শীতার গন্ধও নয়, এটা এক ধরনের বন-বিড়ালের গন্ধ। নীচেকার ঝোপের ভিতর তার নিঃশব্দ পা ফেলার শব্দও শোনা গেল।

বৃহদাকার ষাঁড়ের মত একটা জন্তু দেখা দিল। মাথায় ছড়ানো শিং, সারা গায়ে লোমের আবরণ। এটা নিশ্চয় পেলুসিডারের "টাগ"।

টারজন চুপচাপ ঝুলতে লাগল। টাগটা গর্-গর্ করতে করতে সামনের

থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, বড় বড় শিং দুটোকে রেগে মাটির ভিতর ঢুকিয়ে দিল। টারজন বুঝল, টাগটা আক্রমণের পায়তাড়া কসছে। জন্তুটার ভারী মাথা বা মোটা মোটা শিং যদি একবার তাকে ঢুঁ মারে তাহলে তার নিজের মাথার খুলিটা ডিমের খোলসের মত ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

মুহূর্তকালের মধ্যেই আর একটা প্রচণ্ড ভয়ংকর শব্দে বাতাস যেন শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল। এ রকম চীৎকার টারজন আগে কখনও শোনে নি। সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে গর্জন করে উঠল ষাঁড়টা। দুই গর্জন একত্রে মিশে বাতাসকে ভারী করে তুলল।

চোখ ফিরিয়ে টারজন যে দৃশ্য দেখতে পেল ভূপৃষ্ঠের মানুষ অনেক যুগ ধরে সে দৃশ্য দেখতে পায় নি।

টাগের কাঁধ ও গলার উপর লাফিয়ে পড়েছে এত বিরাট দেহ একটা বাঘ যে টারজন তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। খোলা তলোয়ারের মত দুটো দাঁত ষাঁড়টার গলার মধ্যে বসে গেছে। টাগটা কিন্তু ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে বাঘটাকে পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বাঘটাও বিদ্যুৎগতিতে সামনের থাবাটাকে ঘুরিয়ে এত প্রচণ্ড জোরে টাগের মাথায় আঘাত করল যে সেই মোক্ষম আঘাতেই তার মাথার খুলিটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল; তার প্রাণহীন দেহটা পথের উপর এলিয়ে পড়ল। মাংসাশী বাঘটা মৃত শিকারের বুকে থাবা বসিয়ে দিল একটুকরো মাংস খুবলে তুলে নিতে।

এতক্ষণে বাঘটার নজর পড়ল টারজনের ঝুলন্ত দেহটার দিকে। কঠিন দৃষ্টিতে সেই দিকেই তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গলার ভিতর থেকে একটা গর্-গর্ শব্দ বের হতে লাগল। লম্বা লেজটা বার বার মাটিতে আছড়াতে লাগল। মৃত শিকারকে ছেড়ে সে এগিয়ে চলল অরণ্য-রাজের দিকে।

৩—বড় বিড়ালের দল

বিশ্ব-যুদ্ধের ভাঁটার টানে অনেক মনুষ্য নামক জঞ্জালই অনেক অপরিচিত সৈকতভূমিতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেই রকম একটা টানেই সাধারণ বেসরকারী সৈনিক রবার্ট জোন্স ঠাঁই পেয়েছিল শত্রু-শিবিরের পিছন দিককার একটা বন্দী-শিবিরে। নিজের সৎস্বভাবের জন্য এখানে সে বন্ধু পেয়েছে, অনুগ্রহ পেয়েছে, কিন্তু মুক্তি পায় নি। শেষ পর্যন্ত বন্দী-শিবিরগুলি যখন একে একে খালি করে দেওয়া হল তখনও রবার্ট জোন্স থেকেই গেল। কিন্তু তাতে সে ভেঙে পড়ল না। যারা তাকে বন্দী করেছিল তাদের ভাষা শিখে নিল, তাদের মধ্যে অনেকের বন্ধুত্বও পেল। তারাই তাকে একটা চাকরি যোগাড় করে দিল, আর তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকল। আলাবামার রবার্ট জোন্স খাস চাকর থেকে একটা অফিসার্স মেসের পাচকের পদে উন্নীত হল, আর সেই একই চাকরি দিয়ে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার তাকে নিয়ে এল ও-২২০-র অভিযানের যাত্রী হিসাবে।

ও—২২০-র ছোট বার্থে শুয়ে সে হাই তুলল, শরীরটাকে টান-টান করল; তারপর চোখ খুলে তাকিয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে বসল। বলল, "হায় ভগবান! মশাইরা সকলেই এখনও ঘুমে অচেতন!"

মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নেমে গেল। পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে আর একবার বাইরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, "কি রাঁধব ভেবেই তো পাচ্ছি না—প্রাতরাশ, ডিনার, না সাপার।"

জ্যাসন গ্রিড্‌লে কেবিন থেকে বেরিয়ে বলল, "সুপ্রভাত রব! কিছু প্রাতরাশ পাওয়া যাবে কি?"

রবার্ট ইতস্তত করে শুধাল, "প্রাতরাশ চাইছ তো?"

"হ্যা; টোস্ট, কফি, আর গোটা দুই ডিম—যা হাতের কাছে পাওয়া যায়।"

রবার্ট বলল, "পুরনো ঘড়িটাও যে খারাপ হয়ে গেছে তা কে জানত। ওদিকে সূর্যিমশায় তো মধ্য গগনে উঠে গেছে।"

গ্রিড্‌লে মুচকি হেসে বলল, "আমি একটু পায়চারি করতে যাচ্ছি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই ফিরব। ভাল কথা, লর্ড গ্রেস্টোককে দেখেছ কি?"

"না মশাই, কাল থেকে টারজনের টিকিটিও দেখতে পাই নি।"

গ্রিড্‌লে বলল, "তার কেবিনেও তো দেখলাম না।"

পনেরো-মিনিট ধরে গ্রিড্‌লে জাহাজের কাছাকাছি ঘুরে যখন ফিরে এল জুপ্‌নার ও ভর্ক তখন মেসের ঘরে প্রাতরাশের অপেক্ষায় বসে আছে। দুজনেই

"সুপ্রভাত" বলে তাকে স্বাগত জানাল।

জুপ্‌নার বলল, "সুপ্রভাত বলব কি শুভ সন্ধ্যা বলব ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ডর্ফ বলল, "বারো ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, অথচ এর মধ্যে সময়ের কোন হেরফের ঘটল না। চার ঘণ্টা ধরে পাহারায় আছি, কিন্তু ঘড়ি সঙ্গে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না সময়টা পনেরো মিনিট না এক সপ্তাহ।"

গ্রিড্‌লে বলল, "এমন একটা অবাস্তবতার অনুভূতি হচ্ছে যেটাকে বুঝিয়ে বলা শক্ত।"

জুপ্‌নার বলল, "গ্রেস্টোক কোথায়? সে তো খুব সকালেই ওঠে।"

গ্রিড্‌লে বলল, "আমিও তো রবকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম; সেও তাকে দেখে নি।"

ডর্ফ বলল, "আমি পাহারায় আসার পরেই সে বেরিয়ে গেছে। তারপর প্রায় ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল। বেশীও হতে পারে। দেখলাম, সে মাঠটা পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।"

গ্রিড্‌লে বলল, "একা না গেলেই ভাল হত।"

ডর্ফ বলল, "গত চার ঘণ্টায় আমি এমন সব জিনিস দেখেছি যাতে সন্দেহ হয় পৃথিবীতে কোন মানুষই এখানে একলা চলাফেরা করতে পারে কি না। বিশেষ করে গ্রেস্টোক যেরকম কতকগুলি সেকেলে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে।"

"সে কি? কোন আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেয় নি?" জুপ্‌নার শুধাল।

"মোটেই না। শুধুই তীর-ধনুক, একটা বর্শা ও দড়ি, আর একটা শিকারের ছুরি। অবশ্য ছোটখাট আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে থাকলেই বা কি হত। যা সব দেখেছি না—"

বাধা দিয়ে জুপ্‌নার বলল, "কি দেখেছ খুলে বল।"

ডর্ফ বলল, "বড় বড় সব বাঘ-শুয়োরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শেষের দিকে দেখেছি একটা অদ্ভুত জীব। সোজা জাহাজের উপর দিয়ে উড়ে গেল বলেই আমি সেটাকে খুব ভালভাবেই দেখতে পেয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম একটা পাখি, কিন্তু কাছে এলে দেখলাম একটা ডানাওয়ালা সরীসৃপ। মাথাটা লম্বা ও সরু, বিরাট চোয়াল জুড়ে অসংখ্য ধারালো দাঁত। বিরাট দেহ, পাখার বিস্তার অন্ততপক্ষে বিশ ফুট। আমার চোখের সামনেই জাহাজ থেকে কিছুদূরে সেটা শোঁ করে নীচে নেমে এল, আর পরক্ষণেই ভেড়ার মত একটা জন্তুকে ঠোঁটে করে অনায়াসে আকাশে উড়ে গেল। জন্তুটা যে মাংসাশী তাতো বোঝাই গেল; আর আকারেও এত বড় যে একটা মানুষকে অনায়াসে তুলে নিয়ে যেতে পারে।"

জুপ্‌নার বলল, "ওটা টেরোড্যাক্‌টিল।"

"ঠিক," ডর্ফ বলল, "আমি ওটাকে টেরানডনের দলে ফেলেছি।"

গ্রিড্‌লে বলল, "তোমার কি মনে হয় না তার খোঁজে আমাদের একটা দলকে পাঠানো উচিত?"

জুপ্‌নার বলল, "আমার ধারণা গ্রেস্টোক সেটা পছন্দ করবে না।"

ডর্ফ বলল, "একটা শিকারীদলের ছদ্মনামে দলটাকে পাঠানো যেতে পারে।"

জুপ্‌নার বলল, "বেশ; একঘণ্টার মধ্যে যদি সে না ফেরে তাহলে সেই রকমই একটা কিছু করা হবে।"

গ্রিডলে ও ভন হর্স্টের নেতৃত্বে ওয়াজিরি যোদ্ধাদের দলটাকে পাঠানো হল টারজনের খোঁজে। তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রবার্ট জোন্স বলে উঠল, "এবার এ অঞ্চল থেকে সব উড়ন্ত সাপদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হবে।"

মুভিরোর উপর পথ চিনে এগিয়ে যাবার ভার দেওয়া হল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে মুভিরো ঠিকই এগিয়ে যেতে লাগল। বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়ে একটা বড় গাছের নীচে সে থেমে গেল। বলল, "এইখানে এসে বড় বাওয়ানা গাছে চড়েছে; কাজেই এর পর থেকে তার খোঁজ করা খুব শক্ত।"

তবু তারা এগিয়ে চলল।

ভন হর্স্ট একসময় বলে উঠল, "কী জঙ্গল রে বাবা! এর মধ্যে একটা মানুষকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা একই কথা।"

গ্রিড্‌লে বলল, "একটু তফাৎ আছে; খড়ের গাদায় সূঁচটাকে খুঁজে পাওয়ার তবু একটা সম্ভাবনা থাকে।"

ভন হর্স্ট বলল, "মাঝে মাঝে একটা করে গুলি ছুঁড়লে বোধ হয় ভাল হয়।"

গ্রিড্‌লে বলল, "ঠিক বলেছ। আমাদের রিভলবারের চাইতে রাইফেলের শব্দ অনেক বেশী জোরদার হয়।"

একটি নিগ্রোকে সে কয়েক সেকেণ্ড পর পর একটা করে রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিল, কারণ গ্রিড্‌লে বা ভন হর্স্টের হাতে রাইফেল ছিল না, ছিল ·৪৫ ক্যালিবারের একটা করে কোল্ট রিভলবার। তার পরেই আধ ঘণ্টা অন্তর একটা করে গুলি ছোঁড়া হতে লাগল, কিন্তু ফল কিছুই হল না। টারজনের সাড়া মিলল না।

ক্রমে অরণ্যের চেহারা বদলাতে লাগল। বড় বড় গাছগুলি এখন আর ততটা ঘনসন্নিবদ্ধ নয়। ঝোপ-ঝাড়ও ততটা ঘন নয়। ফলে পথ চলা কিছুটা সহজসাধ্য হয়েছে। ওয়াজিরি যোদ্ধাদের চলার গতি বাড়ল। মাইলের পর মাইল পার হয়ে গেল। মধ্যাহ্ন সূর্যের মায়ায় সময়ের হিসাব

রাখতেও তারা বুঝি ভুলে গেল।

ক্রমে চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল বিচিত্র ধ্বনি—কখনও গর্-গর্ শব্দ, কখনও গর্জন, কখনও আর্তনাদ।

গ্রিড্‌লের কাছে এসে মুভিরো বলল, "অনেকক্ষণ ধরেই অনেক হাতির গন্ধ যেন পাচ্ছি; বা বলতে পারি, হাতির গন্ধ হলেও ঠিক হাতির গন্ধ নয়। এই মাত্র কিছু জানোয়ারকে দেখতেও পেলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না, তবে হাতি না হলেও সেগুলি হাতির মতই দেখতে।"

ভন হর্স্ট বলল, "এ যে দেখছি উভয়-সংকট।"

মুভিরো বলল, "তা ঠিক। আমাদের দু'দিকে রয়েছে হাতি আর বাঘ। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে তাদের চলার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি।"

সকলের মনেই সেই একই দুশ্চিন্তা। তবু তারা চলতে লাগল। আর একসময় হঠাৎ একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল। জায়গাটা প্রায় একশ' একরের মত। ঝোপঝাড় কম, বড় গাছের সংখ্যাও অল্প। চারদিকেই ঘন অরণ্যের বেড়া।

সেই অরণ্য থেকে অসংখ্য পথ এসে সেখানে মিশেছে। এমন সময় এমন একটা বিচিত্র শোভাযাত্রা সেখানে এসে হাজির হল যেমনটি তারা আগে কখনও দেখে নি। তাতে আছে ছড়ানো শিং ও ঘন লোমওয়ালা ষাঁড়ের মত বড় বড় জন্তু। আছে লাল হরিণ ও বৃক্ষচর ভালুক। আছে ম্যাস্টোডন ও ম্যামথ। আছে বিরাটদেহ হাতির মত সব জন্তু। মাথাটা চার ফুট লম্বা ও তিন ফুট চওড়া। শুঁড়টা ছোট। নীচের চোয়াল থেকে বেরিয়ে এসে বড় বড় দাঁতগুলো নীচে নেমে শরীরের দিকেই বেঁকে গেছে। গলাটা মাটি থেকে অন্তত দশ ফুট উঁচু, আর লম্বায় পুরো বিশ ফুট। তবে কান দুটো শুয়োরের মত ছোট।

গ্রিড্‌লে চেঁচিয়ে বলল, "এ রকম দৃশ্য জীবনে কখনও দেখেছ?"

ভন হর্স্ট বলল, "আমি তো দেখিই নি, অন্য কেউও কোন দিন দেখে নি।"

দুটি সাদা মানুষের পাশে এসে মুভিরো বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সেই দৃশ্যই দেখছিল। গ্রিড্‌লে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কি রকম বুঝছ মুভিরো?"

মুভিরো বলল, "অবস্থা ভাল নয় বাওয়ানা। আমাদের পালিয়ে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই খোলা জায়গাটা পার হয়ে যাওয়া। বড় বিড়ালের দল এই সব জন্তুকে এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। অচিরেই এখানে এমন রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে যা আগে কখনও মানুষের চোখে পড়ে নি। আমরা যদি এই সব বড় বিড়ালের হাতে নাও মরি তাহলেও এই সব জন্তুরা পালাবার সময় বা বাঘদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তাদের পায়ের তলায়ই আমাদের পিষে মেরে ফেলবে।"

সঙ্গে সঙ্গে ভন হর্স্ট চীৎকার করে বলল, "ওই দেখ! বাঘের দল চারদিক

থেকে ধেয়ে আসছে। তাদের শিকারকে ঘিরে ফেলছে।"

মুভিরো বলল, "এখনও একটা পথ আমাদের সামনে খোলা আছে বাওয়ানা।"

ততক্ষণে ছোট দলটি জন্তুগুলোকে পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অরণ্যের দিকে।

ভন হর্স্ট চেঁচিয়ে বলল, "ওই দেখ বাঘ! শত শত বাঘ!"

কোন রকম অত্যুক্তি নয়। সত্যি, মাত্র একটি পথ ছাড়া অন্য সব পথ দিয়ে বনের ভিতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে বাঘ। শিকারকে ঘিরে ফেলছে।"

শুরু হল বাঘে-হাতিতে প্রচণ্ড সংঘর্ষ—একদিকে তৃণভোজী প্রাণীর দল, অন্যদিকে মাংসাশী বাঘের দল। তখন নিরীহ মানুষগুলির দিকে নজর দেবার মত কারও সময় নেই। কিন্তু একটা "টাগ" হঠাৎ মাথা নীচু করে তাদের দিকে তেড়ে এল। জনৈক ওয়াজিরি যোদ্ধা রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়ল, আর একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু "বস্ প্রিমিজেনাস" বুলেটবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তাতেই গোলমাল দেখা দিল। উত্তেজিত জন্তুগুলি এবার মানুষগুলোকেই তাড়া করে এগিয়ে এল।

বন তখনও প্রায় একশ' গজ দূরে। অবস্থা বুঝে গ্রিড্‌লে প্রমাদ গুণল। বলল, "বনের দিকে ছুটে যেতেই হবে। আবার গুলি চালাও। তাতেও যদি ওরা আক্রমণ করে তাহলে যে যার পথ খুঁজে নিও।"

ওয়াজিরিরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। জন্তুগুলো কিন্তু বাধা মানল না। বাঘের আক্রমণে ভীত হয়ে তারাও প্রাণপণে ছুটতে লাগল বনের দিকে।

জন্তুগুলো একেবারে কাছে এসে পড়ায় ওয়াজিরিরা রাইফেল চালাবার মত দূরত্বের অভাবে সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

গ্রিড্‌লে ও ভন হার্স্ট তাদের পলায়নকে নিরাপদ করার জন্য রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়তে লাগল, তাতে সাময়িক কিছুটা কাজও হল।

গ্রিড্‌লে অদূরেই একটা বড় গাছ দেখতে পেয়ে সেইদিকে ছুট দিল। আর ভন হার্স্ট ততক্ষণে বনের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়ায় সেই দিকে ছুটে গেল।

একটা ছুটন্ত ম্যাস্টোডনের সামনে দিয়ে ছুটে গিয়ে গ্রিড্‌লে এক লাফে গাছের নীচু ডালটা ধরে ঝুলে পড়ল। তারপরই কোন রকমে উপরে উঠে গিয়ে ডালপালার মধ্যে আশ্রয় নিল।

প্রথমেই তার চিন্তা হল সঙ্গীদের জন্য। কিন্তু মুহূর্ত আগে তারা যে জায়গাটাতে ছিল সেখানে তখন শুধু পলায়মান জন্তুদের ছোটা আর ছোটা। কোন মানুষের চিহ্নমাত্র সেখানে চোখে পড়ল না। কেউ কেউ হয়তো বনের মধ্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সকলেই নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে কিনা সেটা সন্দেহের

বিষয়। বিশেষ করে ভন হর্স্ট, সে তো ছিল ওয়াজিরিদের কিছুটা পিছনে।

ফেলে-আসা খোলা জায়গাটায় চোখ পড়তেই এমন একটা দৃশ্য গ্রিড্‌লের চোখে পড়ল পৃথিবীর ইতিহাসে যেমনটি আগে কখনও কোন মানুষের চোখে পড়ে নি। ছোট-বড় হাজার হাজার জন্তু প্রাণে বাঁচার তাগিদে দলপতিদের পিছনে ছুটছে, আর শত শত বাঘ হিংস্র দাঁত বের করে তাদের তাড়া করছে, তাদের উপর লাফিয়ে পড়ছে, দুর্বল জন্তুগুলোকে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে, শক্তিশালীগুলোর সঙ্গে লড়াই করছে, ক্ষত-বিক্ষত দেহগুলোকে পিছনে ফেলে বাকিগুলোকে তাড়া করছে, টেনে টেনে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে।

বনের মধ্যে ঢোকার পরে একে একে জন্তুগুলোর সংখ্যা কমতে লাগল। এক সময় দেখা গেল, একটিমাত্র বিরাটদেহ ম্যামথ দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার লোমশ দেহ রক্তে লাল, দাঁত দুটো থেকেও রক্ত ঝরে পড়ছে। গর্জন করতে করতে সে দাঁড়িয়ে পড়েছে—আদিমতম শক্তি ও সাহসের এক গম্ভীর প্রতি-মূর্তি যেন।

আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই একক জন্তুটির জন্য মার্কিনী লোকটির মনে করুণা জাগল।

শত শত বাঘ এসে আবার সেটাকে ঘিরে ধরল। জন্তুটা তবু হার মানল না। ঘুরে দাঁড়াতেই তিনটে বাঘ পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করল। ততোধিক দ্রুতগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সেও তাদের দুটোকে দুই দাঁতে বিঁধিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, আর ঠিক তখনই গোটা বিশেক বাঘ চারদিক থেকে লাফিয়ে তার উপর চড়ে বসল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সে দ্রুত আছড়ে পড়ে গড়াতে শুরু করল, আর তার বিরাট দেহের চাপে বাঘগুলো চিড়ে-চ্যাপ্টা হতে লাগল।

সে দৃশ্য দেখে গ্রিড্‌লে আনন্দে চীৎকার করে ওঠার আগেই বিরাটদেহ জীবটি টলতে টলতে আবার মাটিতে পড়ে গেল, আর তার নীচে চাপা পড়ে আর একদল বাঘ আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে তার শরীরের শত-খানেক ক্ষতস্থান দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর দলে দলে নতুন বাঘ এসে তাকে আক্রমণ করছে।

যুদ্ধ শেষ হল। যা অনিবার্য তাই ঘটল। বাঘগুলো তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেল। তখন চারদিকের অসংখ্য শিকারের ভাগ নিয়ে বাঘদের মধ্যেই লড়াই বেঁধে গেল। আহার্যের কোন অভাব না থাকলেও আদিম লোভ, ঈর্ষা ও হিংস্রতার বশেই তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠল।

যুদ্ধে বাঘরা জিতেছে, কিন্তু অনেক মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। চারদিকে ছড়ানো বাঘের মৃতদেহই তার প্রমাণ। যারা বেঁচে আছে তারা আহারে মত্ত, আর ওদিক থেকে ভিড় করে এসে হাজির হল শেয়াল, হায়েনাভন ও বুনো কুকুরের দল উচ্ছিষ্টের আশায়।

৪—সাগোঠ

বড় বিড়ালটাকে এগিয়ে আসতে দেখে অরণ্য-রাজ টারজন বুঝল যে এবার তার মৃত্যু অনিবার্য; তবু জীবনের সেই শেষ মুহূর্তে যে অনুভূতি তার মনে সবচাইতে বড় হয়ে দেখা দিল সেটা এই ক্ষুদ্র পশুটার জন্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়। অসিধার দাঁতগুলি এগিয়ে আসছে তাকে লক্ষ্য করে; অচিরেই বসে যাবে তার মাংসের ভিতরে; এখন শুধু তারই প্রতীক্ষা। এমন সময় গাছপালার ভিতর থেকে আসা একটা শব্দের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। বড় বিড়ালটাও সে শব্দ শুনতে পেয়েছে। কারণ পথের উপর থেমে গিয়ে সেটাও উপরের দিকে তাকাল। ঠিক মাথার উপরেই একটা সর্-সর্ শব্দ শুনে উপরে তাকিয়ে টারজন দেখতে পেল গোরিলার মত একটা জীব তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

উপরের লতাপাতার ফাঁকে আরও দুটি অনুরূপ মুখ দেখা দিল। তারপরেই আশেপাশের গাছগুলিতেও সে ঐ রকম আরও লোমশ দেহ ও হিংস্র মুখ দেখতে পেল। সেগুলি দেখতে গোরিলার মত, তবুও গোরিলা নয়; অনেক বিষয়ে গোরিলার চাইতে বেশী মানুষের মত, আবার অনেক বিষয়ে মানুষের চাইতে বেশী গোরিলার মত। তাদের লোমশ হাতে ভারী ভারী গদা। নীচে তাকিয়ে দেখল, গাছের উপরকার জীবগুলিকে দেখে মাটির বড় বিড়ালটাও এগোতে ইতস্তত করছে।

পরমুহূর্তেই সে ভাব কাটিয়ে গজরাতে গজরাতে বড় বিড়ালটা টারজনের দিকে এগিয়ে এল, আর তৎক্ষণাৎ গাছের একটা জীব নেমে এসে যে দড়িটার সঙ্গে টারজন এতক্ষণ ঝুলছিল সেটা ধরে তাকে উপরে টেনে তুলল। বড় বিড়ালটা যেই শিকার ধরবার জন্য লাফ দিল অমনি নানা গাছ থেকে গোটা-বারো গদা এসে সজোরে তার মাথায় ও গায়ে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি লোমশ জন্তু টারজনকে টানতে টানতে উপরে তুলে নিয়ে এমনভাবে তাকে চেপে ধরল যাতে তার মনে হল যে এর চাইতে দাঁতাল জন্তুটার আদর বুঝি অনেক ভাল ছিল।

দুজন দুদিক থেকে তার হাত দুটো চেপে ধরল, আর তৃতীয়জন এক হাতে তার গলা চেপে ধরে হাতের গদা তুলল তার মাথার উপরে। আর তখনই তার সামনেকার জন্তুটার মুখ থেকে যে শব্দ উচ্চারিত হল তা শুনে টারজন চমকে উঠল।

"কা-গোডা!" জন্তুটি বলল।

টারজনের নিজের জঙ্গলের গোরিলাদের ভাষায় "কা-গোডা" কথাটার অর্থ হতে পারে আত্মসমর্পণের হুকুম অথবা একটা প্রশ্ন—"তুমি কি আত্মসমর্পণ করছ?"

"কা-গোডা?" গোরিলা প্রশ্ন করল।

"কা-গোডা," টারজন জবাব দিল।

টারজনের মুখে তাদের নিজস্ব ভাষার জবাব শুনে হাতের গদা অর্ধেক নামিয়ে জন্তুটি শুধাল, "তুমি কে?"

টারজন বলল, "আমি টারজন—বড় শিকারী, বড় যোদ্ধা।"

"ম'ওয়া-লটদের দেশে কি করতে এসেছ?" গোরিলার প্রশ্ন।

"বন্ধুর মত এসেছি। তোমার লোকজনের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই।"

জন্তুটি হাতের গদা নামিয়ে নিল। দেখতে দেখতে অন্য গাছ থেকে অনেক লোমশ জন্তু এসে সেখানে হাজির হল। তাদের ভারে গাছের ডালটা ঝুলে পড়ল।

বড় গোরিলা বলল, "সাগোঠদের ভাষা তুমি জানলে কেমন করে? অতীতে অনেক গিলাককে আমরা আটক করেছি, কিন্তু তুমিই প্রথম যে আমাদের ভাষা বলতে বা বুঝতে পারে।"

টারজন জবাবে বলল, "এটা আমার জাতির ভাষা। যখন ছোট বালু ছিলাম তখনই কেরচাক জাতির কালা ও অন্য গোরিলাদের কাছে এ ভাষা শিখেছি।"

"কেরচাক জাতির কথা তো কখনও শুনি নি।"

আর একজন বলে উঠল, "ও হয় তো সত্যি কথা বলছে না। ওকে মেরে ফেলা যাক; ও একজন গিলাক মাত্র।"

তৃতীয় একজন বলল, "না, ওকে ম'ওয়া-লটে নিয়ে চল, যাতে গোটা ম'ওয়া-লট জাতির লোকই মরণ-উৎসবে যোগ দিতে পারে।"

আর একজন বলল, "সেই ভাল। ওকে নিয়েই চল। ওকে মারবার সময় আমরা সকলেই নাচব।"

তিন গোরিলা-মানুষ হরিণের চামড়ার দড়ি দিয়ে টারজনের দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর তাকে নিয়ে সকলে ফিরে চলল।

এতক্ষণে টারজন সাগোঠদের ভাল করে দেখল। তারা সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারও গায়ে অলংকারের লেশমাত্র নেই। হাতের গদাই তাদের একমাত্র অস্ত্র।

কিছু দূর এগিয়ে সাগোঠরা একটা ফাঁপা মরা গাছের কাছে থামল। একজন এগিয়ে গিয়ে গদা দিয়ে গাছের গায়ে তিনবার টোকা দিল: এক, দুই; এক, দুই; এক, দুই, তিন। এই ভাবে তিনবার টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বাতাসে ভেসে এল তার অস্পষ্ট জবাব: এক, দুই; এক, দুই; এক, দুই, তিন।

সংকেত পেয়ে খুশি হয়ে এবার সকলে গাছে উঠে গেল। দুই হাত বাঁধা থাকায় দুজন অনায়াসেই সেই টারজনকে কাঁধে করে গাছে উঠল।

এতক্ষণ টারজন একটাও কথা বলে নি। এবার সে পাহারা সাগোঠকে বলল,

"আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। আমি তো শত্রু নই।"

সে সর্দারকে ডেকে বলল, "টার-গাস, গিলাক তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলছে।"

বন্দীর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে টার-গাস বলল, "খুলে দাও।"

একজন আপত্তি করে বলল, "কেন ?"

"যেহেতু আমি টার-গাস বলছি।"

"তুমি তো ম'ওয়া-লট নও। সেই তো রাজা। ম'ওয়া-লট যদি বাঁধন খুলতে বলে তবেই খোলা হবে।"

"দেখ টো-ইয়াড, আমি ম'ওয়া-লট নই। আমি টার-গাস। আর টার-গাস বলছে, বাঁধন খুলে দাও।"

টো-ইয়াড একটা দোল খেয়ে টারজনের পাশে গিয়ে বলল, "টার-গাসের হুকুম আমরা মানি না।"

চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতায় টার-গাস নিঃশব্দে একলাফে এগিয়ে গিয়ে টো-ইয়াডের গলা চেপে ধরল। শুরু হল লড়াই। লড়াই করতে করতে দুজনই ছিটকে পড়ে নীচেকার একটা ডাল ধরে ফেলল। সেখানেই চলল আর এক দফা লড়াই। তারপর মাটিতে পড়তেই টার-গাস টো-ইয়াডের পা ধরে এক হ্যাচকা টানে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিঠের উপর চেপে বসল।

প্রশ্ন করল, "কা-গোডা ?"

"কা-গোডা," টো-ইয়াড বলল। অমনি টার-গাস প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বানরের মত অনায়াসে এক লাফে গাছের ডালে ফিরে গিয়ে বলল, "গিলাকের হাতের বাঁধন খুলে দাও।"

এবার আর কেউ আপত্তি করল না। টারজনের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

টার-গাস বলল, "পালাবার চেষ্টা করলেই মেরে ফেলবে।"

দূরে একটা শব্দ শোনা গেল।

টার-গাস বলল, "ওরা আসছে।"

আর একজন বলল, "ম'ওয়া-লট আসছে।"

ওরা এল। রাজা ম'ওয়া-লটকে চিনতে টারজনের অসুবিধা হল না। সকলের আগে হেঁটে আসছে একটি প্রকাণ্ড গোরিলা। তার মুখের উপরকার লোম এত সাদা হয়ে গেছে যে একটা নীলচে ছাপ পড়েছে মুখে।

সাগোঠরা সদলে গাছ থেকে নেমে এল। বিশ পা দূরে থেকেই আগত দলের রাজা বলল, "আমি ম'ওয়া-লট। সঙ্গে আমার জাত-ভাইরা।"

অপর দলপতি বলল, "আমি টার-গাস। আমার সঙ্গে আছে ম'ওয়া-লটের অন্য জাত ভাইরা।"

হিংস্র দৃষ্টিতে টারজনের দিকে তাকিয়ে ম'ওয়া-লট শুধাল, "ওটা কে ?"

"একজন গিলাক। আমাদের ফাঁদে ধরা পড়েছে।"

যাই হোক, সকলে চলতে লাগল। সকলের আগে রাজা ম'ওয়া-লট। তার পাশেই টার-গাস। টারজন কিছুটা দূর থেকেই বুঝতে পারল, তাদের দু'জনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলছে। ক্রমে গোটা দলই টার-গাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠল। মনে হল একটা লড়াই বাঁধবে।

এ অবস্থায় টারজন কি করবে? সে জানে। এই আরণ্যক অসভ্যদের দলে কেউ তার বন্ধু নয়। তবু টার-গাস একবার যখন তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে ভবিষ্যতেও করতে পারে। তাছাড়া, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তার নিজেরই এখন সাহায্যের দরকার হতে পারে।

হলও তাই। কোন রকমে সতর্ক না করেই ম'ওয়া-লট হঠাৎ গদা ঘোরাতে ঘোরাতে টার-গাসের দিকে ছুটে গেল। তার উদ্দেশ্য পিছন থেকে অতর্কিত আক্রমণে টার-গাসকে পর্যুদস্ত করা।

সহজাত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টারজনও "ক্রীগ-আ টার-গাস" বলে চীৎকার করেই একলাফে সেইদিকে এগিয়ে গেল। হাতের এক ধাক্কায় টো-ইয়াডকে ঠেলে ফেলে দিল পথের পাশের ঝোপের মধ্যে।

গোরিলাদের ভাষায় "ক্রীগ-আ" শব্দের অর্থ "সাধারণ।" তাই সে চীৎকার শুনেই পিছন ফিরে টার-গাস দেখল, ক্রুদ্ধ ম'-ওয়া-লট উদ্যত গদা হাতে তাকে আক্রমণ করতে আসছে, আর ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নবাগত গিলাকটি পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ে রাজার গলাটাকে এক হাতে পেচিয়ে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যেই অপব হাতে তার কোমড়টাকে জড়িয়ে ধরে সে রাজাকে মাথার উপর তুলে ধরে, সবেগে ছুঁড়ে ফেলে দিল তারই লোকজনদের পায়ের নীচে। আর একলাফে গিয়ে দাঁড়াল টার-গাসের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে এককুড়ি গদা উদ্যত হল তাদের দুজনের মাথাকে লক্ষ্য করে।

টারজন বলল, "আমরা কি এখানে থেকেই লড়ে যাব টার-গাস?"

টার-গাস বলল, "ওরা আমাদের মেরে ফেলবে। তুমি যদি গিলাক না হতে তাহলে আমরা গাছে চড়ে পালাতে পারতাম। কিন্তু তুমি যখন তা পারবে না তখন আমাদের তো লড়াই করতেই হবে।"

টারজন বলল, "তাহলে পথ দেখাও। এমন কোন পথ নেই যেখানে সাগোঠ চলতে পারে, আর টারজন পারে না।"

"তাহলে চলে এস," বলেই টার-গাস হাতের গদাটাকে প্রতিপক্ষের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দশ-বারো লাফেই একটা বড় গাছের কাছে পৌছে আর এক লাফে উঠে গেল তার ডালে। তার ঠিক পিছন পিছনই গেল লোমবিহীন গিলাক।

ম'ওয়া-লটের লোমশ যোদ্ধারা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পিছনে ধাওয়া করে থেমে গেল। দুই পলাতক তৎক্ষণে ডালে-ডালে উধাও।

কেউ আর তাদের পিছনে ধাওয়া করছে না বুঝতে পেরে একটা বড় গাছের

উঁচু ডালে টার-গাস থামল। টারজন তার কাছে আসতেই বলল, "আমি টার-গাস।"

টারজন বলল, "আমি টারজন।"

"সাগোঠদের দেশে কি করছিলে?"

"শিকার করছিলাম।"

"কোথায় যেতে চাও?"

"আমার লোকজনদের কাছে।"

"তারা কোথায়?"

অরণ্য-রাজ ইতস্তত করতে লাগল। মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল। অরণ্যের ডালপালার ভিতর দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে। চারদিকে তাকাল—শুধু গাছ আর গাছ। গাছের ডালে বা পত্র-পল্লবে এমন কিছু নেই যা থেকে দিক নির্ণয় করা যেতে পারে। অরণ্য-রাজ টারজন পথ হারিয়েছে!

৫—আকাশ থেকে মাটিতে

বৃক্ষ-শাখার নিরাপদ আশ্রয়ে বসে জ্যাসন গ্রিড্‌লে বড় বিড়ালদের ভোজন-পর্ব দেখতে লাগল। ভোজন শেষ করে তারা চলে গেলে এগিয়ে এল হায়েনোডন, বন্য কুকুর ও শেয়ালের দল। হায়েনোডনরা অন্যদের তাড়িয়ে ভোজন শুরু করল। ভরপেট খেয়ে তারা চলে যাবার পরে এল বন্য কুকুররা। তারাও যথারীতি শেয়ালদের তাড়িয়ে দিয়ে ভোজন শুরু করল। তারা খাওয়া শেষ করে চলে যাবার পরে এল শিয়ালদের পালা।

তখন গ্রিড্‌লে ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এল। বনের ধার বরাবর হেঁটে খোলা জায়গাটা পার হয়ে গেল। যে পথ ধরে তারা খোলা জায়গাটায় এসেছিল সেই পথটা খুঁজতে গিয়ে সে সমস্যায় পড়ে গেল। অনেকগুলো পথ এসে সেখানে পড়েছে। তার মধ্যে কোন্ পথে তারা সেখানে এসেছিল তা চিনবার উপায়ই নেই।

অসহায়ভাবে সে মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে তাকাল। সূর্যের হাসি বুঝি বা তাকেই ঠাট্টা করতে লাগল। অগত্যা যে কোন একটা পথ ধরেই সে এগোতে শুরু করল।

জ্যাসন গ্রিডলে জীবনে কখনও এত ব্যর্থ ও অসহায় বোধ করে নি। অন্তহীন পথ ধরে অনন্তকাল এই পথ চলা; অথচ তিলমাত্র ধারণা নেই সে ও—২২০-র দিকে এগোচ্ছে না তার বিপরীত দিকে চলেছে। অথচ আর কিই বা সে করতে পারে। নিষ্ঠুর আকাশটা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—সে

দেখতে পাচ্ছে ও—২২০কে, অথচ তাকে পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে পারছে না।

ওদিকে সময় যত পার হচ্ছে ও—২২০-র যাত্রীদের মন ততই আশংকায় ভরে উঠছে। ডর্ফ ও হাইন্সকে নিয়ে জুপ্‌নার সারাটা সময় কাটাচ্ছে জাহাজের উপরকার পর্যবেক্ষণ-কেবিনে বসে, অথবা তার সংকীর্ণ করিডরে পায়চারি করে।

জুপ্‌নার বলল, "প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা হয়ে গেল তারা বাইরে গেছে। জীবনে কখনও আমি এত অসহায়বোধ করি নি। অথচ কি যে করব তাও বুঝতে পারছি না।"

চোখে একটা শক্তিশালী দূরবীণ লাগিয়ে হল হাইন্স চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। পেলুসিডারের বন্য প্রাণী দেখার ব্যাপারে এই তিনটি প্রাণীর এখন আর কোন আগ্রহ নেই। হঠাৎ সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল।

"কি হল ?" জুপ্‌নার বলল। "কিছু দেখতে পেলে ?"

"একটি মানুষ।"

জুপ্‌নার ও ডর্ফ তাদের দূরবীণে চোখ লাগাল।

ডর্ফ শুধাল, "কোন দিকে ?"

"বন্দরের দিকে দু'পয়েণ্ট দূরে।"

ডর্ফ বলল, "দেখতে পেয়েছি। হয় গ্রিড্‌লে, নয়তো ভনহর্স্ট। কিন্তু যেই হোক সে একা।"

জুপ্‌নার আদেশের ভঙ্গীতে বলল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট, দশজনকে সঙ্গে নিয়ে এখনি চলে যাও। সকলেই যেন সশস্ত্র হয়ে যায়। সময় নষ্ট করো না।"

ডর্ফ ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে। ও—২২০-র মাথায় বসে দুই অফিসার তাদের দিকেই চোখ রাখল। দেখল, তারা পরস্পরের দিকেই এগিয়ে চলেছে। জমিটা ঢেউ খেলানো বলে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। শ'খানেক গজ দূরে আসতেই লেফ্‌টেন্যাণ্ট চিনতে পারল যে লোকটি জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

দ্রুত ছুটে এসে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। গ্রিড্‌লে প্রথমেই হারানো লোকদের কথা জানতে চাইল।

ডর্ফ মাথা নেড়ে বলল, "একমাত্র তুমিই ফিরে এসেছ।"

গ্রিড্‌লের চোখ থেকে সব আগ্রহের আলো নিভে গেল। হঠাৎ সে যেন অনেক ক্লান্ত, অনেক বুড়ো হয়ে পড়ল।

বলল, "অনেকক্ষণ হল আমি জাহাজটা দেখতে পেয়েছি। কতক্ষণ তা জানি না। গাছের উপরে একটা বাঘকে মারতে গিয়ে হাতের ঘড়িটা ভেঙে ফেলেছি। তারপরে আর একটা বাঘের তাড়া খেয়ে গাছে উঠতেই জাহাজটা চোখে পড়ে। মনে হচ্ছে, আমি বুঝি সপ্তাহখানেক সেখানে ছিলাম। কতক্ষণ ছিলাম বলতো ডর্ফ ?"

"প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা।"

গ্রিড্‌লের মুখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "তাহলে এখনও হতাশ হবার কোন কারণ নেই।"

জাহাজে ফিরে এলে সকলেই তার এই কয়েক ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলে গ্রিডলে বলল, "সকলের আগে আমার চাই একটু স্নান। তারপর একপেট খাবার। তারপর হবে গল্প-গুজব।"

আধঘণ্টা পরে স্নান করে, দাড়ি কামিয়ে, নতুন পোশাক বদলে তাজা হয়ে গ্রিড্‌লে এসে মেসের ঘরে সকলের সঙ্গে মিলিত হল। তারপর খেতে খেতেই শুরু করল তার অভিযানের বিবরণ।

সব কথা শুনে জুপ্‌নার বলল, "যে খোলা জায়গা থেকে তুমি ভনহর্স্ট ও ওয়াজিরিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, আর একটা অনুসন্ধানকারী দল নিয়ে সেখানে যেতে পারবে কি ?"

গ্রিড্‌লে উত্তর দিল, "তা নিশ্চয় পারব। বরং এমনভাবে পথটা বুঝিয়ে দিতে পারব যে আমাকে কোন দরকারই হবে না। যদি আর একটা দল পাঠানোই স্থির হয়, তাহলেও আমি সে দলের সঙ্গে যাচ্ছি না।"

অফিসাররা সকলেই অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। কেমন যেন চুপ করে গেল।

গ্রিড্‌লে বলল, "আমার মাথায় আরও ভাল একটা মতলব এসেছে। এখানে আমরা সাতাশজন আছি। সে রকম অবস্থা দেখা দিলে বারোজনই জাহাজটাকে চালাতে পারবে। তাহলে বাকি পনেরো জনকে নিয়ে একটা অনুসন্ধানকারী দল গড়া চলতে পারে। আমাকে বাদ দিলে তোমরা হবে চোদ্দ জন। আমার পরিকল্পনাটা শোনার পরেও যদি এই রকম একটা দল পাঠানোই স্থির হয়, সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে লেঃ ডর্ফ সে দলের দলপতি হোক; যদিই আমরা কেউ ফিরে না আসি তাহলে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার ও লেঃ ডর্ফ এখানে থাকুক জাহাজটা চালাবার জন্য, অথবা দরকার বোধে আর একটা দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে।"

"কিন্তু তুমি তো বললে দলের সঙ্গে যাবে না," জুপ্‌নার বলল।

"দলের সঙ্গে যাচ্ছি না, তবে আমি যাচ্ছি একা স্কাউট-প্লেনটায় চেপে। আর আমার প্রস্তাব হচ্ছে, আমি যাত্রা করার অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা পরে অনুসন্ধানকারী দলটাকে পাঠানো হোক, কারণ সেই সময়ের মধ্যেই আমি হয় হারানো বন্ধুদের অবস্থান জানতে পারব, না হয় একেবারেই বিফল হব।"

হাইন্স বলে উঠল, "তাহলে সে কাজের ভারটা আমাকেই দেওয়া হোক। একমাত্র ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার ছাড়া জাহাজে উড়বার অভিজ্ঞতা আমারই সকলের চাইতে বেশী।"

এই নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, গ্রিডলেই স্কাউট-প্লেন নিয়ে যাবে, কারণ প্রস্তাবটা সেই প্রথম করেছে। জুপ্‌নার বলল,

"কিন্তু একাজে নামবার আগে তোমার একটা লম্বা ঘুমের দরকার। তার মধ্যে আমরাও প্লেনটাকে একবার আগাগোড়া চেক করে দিতে পারব।"

গ্রিড্‌লে বলল, "ধন্যবাদ। ঘুমের কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ! তবে একটা কথা, যে মুহূর্তে জাহাজটা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হবে তখনই আমাকে ডেকে দিও।"

কিছুক্ষণ পরেই গ্রিডলে তার কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। হাতে একটা ভারী রাইফেল।

জুপ্‌নার সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি নীচে নামবে নাকি?"

"সঙ্গীদের কোন খোলা জায়গায় দেখতে পেলে তো নামবই। তাছাড়া, পেলুসিডারের মত জায়গায় রাইফেল ছাড়া চলাফেরা করা যে নিরাপদ নয় সে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।"

প্লেনটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে গ্রিড্‌লে বাকি তিনজন অফিসারের সঙ্গে কর-মর্দন করল, জাহাজের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর খোলা কক-পিটে চড়ে বসল।

জুপ্‌নার বলল, "বিদায় হে বুড়ো। ঈশ্বর ও সৌভাগ্য তোমার সহায় হোক।"

গ্রিড্‌লে আকাশে উড়ল।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জ্যাসন গ্রিড্‌লে একটানা সোজা উড়ে চলল জঙ্গল, সমভূমি ও উঁচু-নীচু পাহাড়ি অঞ্চলের উপর দিয়ে। কিন্তু এমন কিছুই তার চোখে পড়ল না যাকে নিশানা করে সে ফিরে যাবার পথের হদিস করতে পারে।

এক সময় অনেক দূর আকাশে এমন একটা কিছু তার চোখে পড়ল যাতে চরম বিস্ময়ে তার নিঃশ্বাস আটকে এল।

ঠিক তার মাথার উপরে ঘুরছে একটা বিরাটকায় প্রাণী। তার দুই উড়ন্ত ডানার বিস্তার তার প্লেনের প্রায় দ্বিগুণ। বিরাট দুই চোয়ালে বড় বড় দাঁতগুলি ঝকঝক করছে। সহসা তার মনে হল, প্রাণীটি তাকেই আক্রমণ করতে উদ্যত।

গ্রিড্‌লে তখন উড়ে চলেছে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচুতে। বিরাট টেরানোডনটি সোজা নামতে লাগল তার প্লেন লক্ষ্য করে। জ্যাসন "ডাইভ" দিয়ে সেটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। তার পরেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ, বিরাট গর্জন, কাঠ ভাঙার ও ধাতুতে ঘষা লাগার শব্দ: টেরানোডনটি সোজা এসে আছড়ে পড়ল প্লেনের প্রপেলারের ভিতরে।

তারপর যা ঘটল সেটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আর পাঁচ সেকেণ্ড দেরী করলে জ্যাসন গ্রিড্‌লেকে আর সে দৃশ্য দেখতে হত না।

প্লেনটা সম্পূর্ণ উল্টে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রিড্‌লেও লাফিয়ে পড়ল। প্যারাসুটের সুতোটা ধরে টান দিল। মাথায় কিসের যেন আঘাত লেগে সে জ্ঞান হারাল।

৬—মায়োসিনের ফোরোহাকোস

"তোমার লোকজনরা কোথায় ?" টার-গাস আবার প্রশ্ন করল।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

"তোমার দেশ কোথায় ?"

"অনেক দূরে। পেলুসিডারে নয়।"

একটু ভেবে টার-গাস বলল, "দেখ, একদল মানুষ কোথায় আছে আমি জানি। তারা তোমার লোক হতেও পারে। আমি তোমাকে তাদের কাছে নিয়ে যাব।"

সে কাদের কথা বলছে তা না বুঝেও টারজন টার-গাসের সঙ্গে যেতে রাজী হয়ে গেল।

দু'জন পাশাপাশি চলতে লাগল। এক বিচিত্র যুগল—একজন দাঁড়িয়ে আছে মনুষ্যত্বের প্রান্ত সীমায়, আর অপর জন এক ইংরেজ লর্ড। তবু দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে সময় লাগল না। দুজন একসঙ্গে শিকার করে, একসঙ্গে বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করে। দুজন একই সঙ্গে গাছে-গাছে চলে।

একটা সমতল ভূমির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। দূরে একটা ঘন সবুজ বন উপরের দিকে বাঁক নিয়ে এসে অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে গেছে। এমন সময় একটা অদ্ভুত গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে দুজনই থেমে গেল। দুজনই যুগপৎ উপরের দিকে তাকাল। শব্দটা আকাশের দিক থেকেই আসছে।

দূর অস্পষ্টতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট বিন্দু। "শিগ্‌গির !" টার-গাস চেঁচিয়ে বলল, "ওটা টিপ্‌ডার।" বলেই টারজনকে ইসারা করে সে একটা গাছের নীচে লুকিয়ে পড়ার জন্য ছুট দিল।

"টিপ্‌ডার কি ?" টারজন জানতে চাইল।

"টিপ্‌ডার টিপ্‌ডার।" এর বেশী কিছু টার-গাস বলতে পারল না।

"টিপ্‌ডার কি কোন জীবিত প্রাণী ?"

"হ্যাঁ। জীবিত, আর খুব শক্তিশালী ও হিংস্র।"

আর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "ওটা টিপ্‌ডার নয়।"

"তাহলে ?"

"ওটা এরোপ্লেন।"

"সেটা আবার কি ?"

টারজন বলল, "সেটা তোমাকে বোঝান শক্ত। এটা এমন একটা যন্ত্র যা

আমাদের পৃথিবীর মানুষ তৈরি করেছে আকাশে উড়বার জন্য।"

বলতে বলতে সে খোলা জায়গায় বেরিয়ে গেল। তার মনে হল, ওটা নিশ্চয় ও—২২০-র প্লেন। কেউ হয়তো তার খোঁজেই বেরিয়েছে।

বিমান-চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সে বৃত্তাকারে ঘুরতে লাগল, আর মাঝে মাঝে হাত তুলে নাড়তে লাগল। কিন্তু প্লেনের চালক তাকে দেখতে পেল না। অচিরেই অদৃশ্য হয়ে গেল। টারজন এক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

বিমানের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পরে টারজন ও টার-গাস আবার চলতে শুরু করল। এবার যে পথ দিয়ে টার-গাস তাকে নিয়ে চলল সেটা একটা অগভীর গিরি-নালা; তার একপাশে নীচু পাহাড়ের সারি, মাঝে মাঝে গুহা আর ফাটল। গিরি-নালার মধ্যে নানা আকারের পাথর ছড়ানো।

দুজন চুপচাপ পথ চলছে। এমন সময় উপর থেকে একটা কর্কশ শব্দ তাদের কানে এল।

টার-গাস দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "ডিয়াল।"

টারজন তার দিকে তাকাল।

টার-গাস বলল, "ডিয়ালটা খুব রেগে গেছে।"

"ডিয়াল কি?"

"এক ধরনের ভয়ংকর পাখি; কিন্তু ওর মাংস খুব মিষ্টি, আর টার-গাসও ক্ষুধার্ত।"

টার-গাসই আগে আগে চলছিল। একটা বড় পাথরের নীচে এসে সে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি টারজনও সেখানে লুকিয়ে পড়ল।

সঙ্গীর ইসারায় উপরে তাকিয়ে দেখল, অন্য জগতের একটা নামহীন প্রাণী। টার-গাসের কাছে সেটা শুধুই ডিয়াল। কিন্তু তারা কেউ জানে না যে তারা দেখতে পেয়েছে একটা মাইওসিনের ফোরোহাকোসকে। বিরাট প্রাণী। ঝুঁটিওয়ালা মাথাটা ঘোড়ার মাথার চাইতে বড়, মাটি থেকে আট ফুট উঁচুতে তোলা। রাগে গর্-গর্ করছে বলে বাঁকা ঠোঁটটা হাঁ করে আছে। ছোট লেজটাকে সজোরে আছড়াচ্ছে, আর তিন নখওয়ালা থাবা দিয়ে সামনের ফাটলের ভিতরে কিসের উপর যেন আঘাত করছে। তখনই টারজন দেখতে পেল, সেটা মানুষের হাতে-ধরা একটা বর্শা—ওই যন্ত্রটা দিয়ে ডিয়ালের মত একটা শক্তিশালী প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা তো নেহাৎই ছেলেমানুষি।

এদিকে হাতের গদা বাগিয়ে টার-গাস চুপি চুপি এগিয়ে চলেছে পিছন দিক থেকে ডিয়ালটাকে আক্রমণ করতে। ধনুকে তীর লাগিয়ে টারজনও চলল তার পিছনে।

তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডিয়ালটা মুখ ফেরাতেই টার-গাস হাতের

গদাটা বারকয়েক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল পাখিটার পা লক্ষ্য করে। এতক্ষণে সাগোঠের আক্রমণের পদ্ধতিটা টারজনের বোধগম্য হল। এই পশু-মানুষটির সবল হাতে ছোঁড়া ভারী গদার আঘাতে পাখিটার পা ভেঙে গেলেই সে অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে সাগোঠের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু গদাটা যদি পায়ে না লাগে, তাহলে ? তাহলে তো টার-গাসের মৃত্যু নিশ্চিত।

আর বাস্তবেও তাই ঘটল। গদা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের তীরটা ছুটে গিয়ে বিঁধল ডিয়ালের বুকে। টার-গাস এক লাফে এক পাশে সরে যেতেই আর একটা তীর এসে বিঁধল পাখিটার পালকে ও চামড়ায়। টার-গাস একটা পাথর ছুঁড়ে মারল ডিয়ালের মাথায়। তার মাথাটা ঘুরে গেল। টারজন আরও দুটো তীর হাতে নিল, কিন্তু তার আগেই একটা বর্শা বিদ্যুৎগতিতে তার কাঁধের পাশ দিয়ে শাঁ করে ছুটে গিয়ে শেষ আক্রমণোদ্যত পাখিটার বুকে আমূল বিদ্ধ হল। প্রাণহীন ডিয়ালের দেহটা লুটিয়ে পড়ল টারজনের পায়ের তলায়।

টারজন মুখ তুলে বর্শা নিক্ষেপকারীর দিকে তাকাল। দীর্ঘ, ঋজুদেহ একটি যোদ্ধা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। মুখে বিচলিত ভাব। সূর্যের আলো পড়ে ব্রোঞ্জ-রং দেহটা চক্‌চক্ করছে। মাথা ভর্তি ঝাকরা চুল হরিণের চামড়ার একটা পট্টি দিয়ে বাঁধা।

টার-গাস এগিয়ে এসে বলল, "আমি টার-গাস। থুনে।"

নবাগত লোকটি পাথরের তৈরি ছুরিটা কোমর থেকে টেনে বের করে একবার টার-গাসের দিকে, একবার টারজনের দিকে তাকাতে লাগল।

টারজন এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি টারজন। আর এ হল টার-গাস।"

লোকটি বলল, "আমি টোয়ার।"

টারজন বলল, "এস আমরা বন্ধু হই। তোমার সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই।"

লোকটির মুখে আবার সেই বিচলিত ভাবটা ফুটে উঠল। বলল, "কিন্তু আমরা বন্ধু হব কেন ?"

"শত্রুই বা হব কেন ?" টারজনের পাল্টা প্রশ্ন।

টোয়ার মাথা নেড়ে বলল, "তা জানি না। তবে সেই রকমই হয়ে থাকে।"

টারজন বলল, "তিনজনে মিলে আমরা এই ডিয়ালটাকে মেরেছি। আমরা না এলে ওটা তোমাকেই মেরে ফেলত। আবার তুমি বর্শা না ছুঁড়লে ওটা আমাদের মেরে ফেলত। কাজেই আমাদের বন্ধু হওয়াই উচিত, শত্রু নয়। তুমি কোথায় চলেছ ?"

ঘাড় নেড়ে একটা দিক দেখিয়ে টোয়ার বলল, "আমার নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।"

টারজন বলল, "আমরাও ঐদিকেই যাব। এস, একসঙ্গে যাওয়া যাক। চার হাত অপেক্ষা ছয় হাত ভাল।"

আবার চলা শুরু হল।

একটা নীচু পাহাড়ের মাথায় উঠতেই অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা দিল একটা উঁচু পর্বতমালা।

সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে টোয়ার বলল, "ঐখানে আছে জোরাস।"

"জোরাস কি?" টারজন শুধাল।

"জোরাসই আমার দেশ। টিপ্‌ডারদের পাহাড়ে তার অবস্থান।"

এই দ্বিতীয়বার টিপ্‌ডার কথাটা টারজনের কানে এল। টার-গাস এরোপ্লেনটাকে বলেছিল টিপ্‌ডার, এখন টোয়ার বলছে টিপ্‌ডারদের পাহাড়ের কথা। "টিপ্‌ডার কি?" সে প্রশ্ন করল।

টোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "তুমি কোন্ দেশের লোক হে, টিপ্‌ডার কাকে বলে জান না?"

"আমি পেলুসিডারের মানুষ নই।"

টোয়ার বলল, "কিন্তু যে অগ্নি-সমুদ্রের বুকে পেলুসিডার ভেসে আছে সেই 'মোলম এজ্' ছাড়া আর কোথাও তো কোন দেশ নেই, আর সেখানকার অধিবাসীরা তো সব বেঁটে দৈত্য।"

যাই হোক, এই তিনটি প্রাণী যতই একত্রে শিকার, আহার, ও ঘুমিয়ে কাটাতে লাগল, যতই তারা পথ চলতে লাগল পাশাপাশি, ততই তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা বাড়তে লাগল, অথচ এই তিনটি প্রাণী মানব-অগ্রগতির তিনটি ভিন্ন অধ্যায়ের প্রতিভূ, আর তাদের প্রত্যেকের মধ্যে অসংখ্য বছরের ব্যবধান।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন নীচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে টারজনের চোখে পড়ল, বেশ কিছুটা দূরে একটা সমতল জায়গায় কি যেন পড়ে আছে। সেটা কি তা বুঝতে না পারলেও সেটা এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা অংশ নয়। যা কিছু বোঝা যায় না তার প্রতি টারজনের আকর্ষণ চিরদিনই দুর্নিবার। সেই আকর্ষণেই সেই দিকে সে পা চালিয়েছিল।

কিন্তু পাহাড় থেকে নামতেই সেই বস্তুটাও দৃষ্টিপথের আড়ালে চলে গেল। একেবারে কাছে পৌঁছবার পরে আবার যখন সেটা দৃষ্টিগোচর হল তখন বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে দেখল যে সেটা একটা এরোপ্লেনের ধ্বংসস্তূপ।

৭—জেরোমের লাল ফুলটি

জেরোমের লাল ফুল জানা একটু থামল, পিছনের ও নীচের পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে বারবার তাকাতে লাগল। তার খুব খিদে পেয়েছে; অনেকক্ষণ ঘুমতে পারে নি; কারণ ফেলি দেশ থেকে আগত চারটি ভয়ংকর লোক তাকে তাড়া করে ফিরছে। টিপ্‌ডার পাহাড়ের নীচে জোরামদের দেশ ছাড়িয়ে ফেলি দেশ।

ফেলির লোকরা মাঝে মাঝেই এই পাহাড়ি অঞ্চলে আসে জোরামের মেয়েদের চুরি করতে। আর জানার মত জোরামের লাল ফুলকে চুরি করতে তারা তো একশ'বার মরতেও রাজী।

জানার দিদি লানাকেও এইভাবে চুরি করে নিয়ে গেছে। কিন্তু জানা বরং প্রাণ দেবে তবু ফেলির লোকদের ঘরণী হবে না।

কিছুটা নীচেই চারটে গাট্টা-গোট্টা লোমশ মানুষ বিশ্রামের জন্য বসে পড়েছে। একজন বলল, "চল ফিরে যাই। এসব জায়গা থেকে ওকে ধরতে পারবে না ক্রুক। এখানে শুধু টিপ্‌ডাররাই থাকতে পারে, মানুষ পারে না।"

ক্রুক মাথা নেড়ে বলল, "আমি ওকে দেখেছি। যদি মোলপ এজের তীর পর্যন্ত তাডা করে যেতে হয় তাও যাব, তবু ওকে আমার চাই।"

আর একজন বলল, "পাথরে লেগে আমাদের হাত ছড়ে গেছে, স্যাণ্ডেলেরও সেই অবস্থা, পা থেকে রক্ত ঝরছে। আর আমরা যেতে পারব না। গেলে মরে যাব।"

ক্রুক বলল, "মরতে হয় মরো, কিন্তু তার আগে এগিয়ে যেতেই হবে। আমি তোমাদের সর্দার ক্রুক। আমার এক কথা।"

মুখে যাই বলুক ক্রুক যখন আবার জানার খোঁজে পা বাড়াল তখন তার সঙ্গীরাও সঙ্গে চলল।

তাদের পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে দেখে জানা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। একটা পাথর তুলে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারল। চেঁচিয়ে বলল, "নীচু দেশের জালোকের দল, তোদের জলা দেশে ফিরে যা। জোরামের লাল ফুল তোদের জন্য সৃষ্টি হয় নি।"

মুখ ঘুরিয়ে জানা পথহীন পাথরের উপর দিয়ে ছুটে চলতে লাগল। তার ডান দিকেই জোরাম। কিন্তু সেই শহর ও তার মাঝখানে একটা মস্ত বড় ফাটল। সেই ফাটলের ধার ঘেঁসে সে চলতে লাগল। নীচেই অতল স্পর্শ গহ্বর। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় উঠে জানা দেখল, নীচেই একটা

বিরাট দেশ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে দেশটা আগে কখনও দেখে নি। বুঝল, পাহাড় পেরিয়ে সেই দূরের দেশটাই সে দেখতে পাচ্ছে। তার ডাইনে সেই পাহাড়টাই উঠে গেছে যেটা সে এইমাত্র পার হয়ে এসেছে।' তার ডাইনে বড় ফাটলটা। আর তার পিছনে আছে স্ক্রুক ও তার তিন সঙ্গী।

হঠাৎ অনেক উপর থেকে আসা একটা শব্দের দিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। মুখ তুলে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, একটা বড় টিপ্‌ডার তার ঠিক মাথার উপরে আর্তনাদ করে চলেছে। একটু পরেই দেখতে পেল, আর একটা ছোট টিপ্‌ডার বড়টার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ছোট টিপ্‌ডারটা বড় টিপ্‌ডারটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অস্পষ্টভাবে তার কানে এল বেশ কিছু ভাঙার ও ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ, আর তারপরেই দুই বিবদমান টিপ্‌ডার মাটির দিকে নামতে লাগল। তখনই ঘটল একটা আশ্চর্য কাণ্ড। ভগ্নপক্ষ টিপ্‌ডারটার পেটের ভিতর থেকে কি যেন একটা ছিটকে বেরিয়ে এল, আর পরক্ষণেই তার মাথার উপরে মস্ত বড় ব্যাঙের ছাতার মত কি একটা খুলে গেল এবং সেটা ধীরে ধীরে দুলতে দুলতে মাটির দিকে নামতে শুরু করল। বস্তুটা আরও কাছে এলে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে জানা দেখতে পেল, সেই ঝুলন্ত বস্তুটা একটা মানুষের দেহ।

জানার কাছে এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এবং তার চাইতেও বেশী ভয়ের ব্যাপার। জানা মুখ ফিরিয়ে ছুট দিল।

ছুটতে ছুটতে গিরিনালার দিকে কিছুটা যেতেই জানা সভয়ে দেখল তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্ক্রুক ও তার তিন সঙ্গী। ভয়ে সে মুখ ফিরিয়ে আবার উল্টো দিকে ছুটল। স্ক্রুক ও তার সঙ্গীরাও তার পিছু নিল।

যে মুহূর্তে জ্যাসন গ্রিড্‌লে তার প্যারাসুটের দড়িটা ধরে টেনেছিল ঠিক তখনই তার প্লেনের ভাঙা প্রোপেলারের একটা অংশ এসে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করেছিল তার মাথায়। জ্ঞান ফিরে এলে সে দেখল একটা উপত্যকার মাথায় ঘন ঘাসের বিছানায় শুয়ে আছে। উঁচু পাহাড়ের ভিতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে এসে একটা গিরিনালা সেখানেই সমতল ভূমিতে পড়েছে।

সঙ্গীদের খোঁজে এসে এই বিপদ ঘটায় গ্রিড্‌লের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে প্যারাসুটের বাঁধন খুলে ফেলল। তবু ভাল যে কপালে খানিকটা ছড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন ক্ষত হয় নি।

প্রথমেই তার মনে পড়ল জাহাজটার কথা। সে জানে, সেটা নিশ্চয়ই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, তবু তার আশা যে খোঁজ করলে তার ভিতর থেকে রাইফেল ও গুলিগুলো হয়তো পাওয়া যেতে পারে। এমন সময় একটা সম্মিলিত তর্জন-গর্জন কানে আসতেই সে ডান দিকে চোখ ফেরাল। কিছুটা দূরে একটা ছোট টিপির মাথায় দেখতে পেল, পেলুসিডারের চারটি হিংস্র নেকড়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এইসব নেকড়েকে বহিঃপৃথিবীর প্রাণী-বিজ্ঞানীরা বলে

হায়েনোডন, আর এই ভিতর-পৃথিবীর লোকরা বলে জালোক। দেখেই জ্যাসন বুঝতে পারল যে নেকড়েগুলো তাকে দেখে চেঁচাচ্ছে না; তাদের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে দেখতে পেল, একটি মেয়ে তাদের দিকেই ছুটে চলেছে, আর তাকে তাড়া করে চলেছে চারটে পুরুষ মানুষ। ভয়বিহ্বল মেয়েটি একবার নেকড়েদের দিকে, একবার লোক চারটির দিকে তাকাচ্ছে।

পালাবার আর একটি মাত্র পথই খোলা আছে। সেদিকে তাকাতেই জানার চোখ পড়ল জ্যাসন গ্রিড্‌লের উপর। ইতস্তত করে সে থেমে গেল। তাকে উৎসাহ দিয়ে গ্রিড্‌লে চীৎকার করে তার দিকেই ছুটে আসতে বলল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুহূর্তমাত্র চুপ করে থেকে জানা মুখ ফিরিয়ে গ্রিড্‌লের দিকেই ছুটে গেল। তার পিছু নিল চারটি জন্তু ও চারটি মানুষ।

'৪৫ ক্যালিবারের কোল্ট রিভলবারটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে গ্রিড্‌লেও ছুটল মেয়েটির দিকে। বড় হায়েনোডনটা প্রায় কাছে এসে পড়েছে এমন সময় জানা পা হড়কে পড়ে গেল, আর জ্যাসনও তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এত কাছে থেকে গুলি করল যে হায়েনোডনের দেহটা মেয়েটির পাশেই লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দ শুনে বাকি তিনটে জন্তু ও স্রুকের দল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জালোকের মরা দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জ্যাসন মেয়েটিকে তুলে ধরল। আর সেই সুযোগে অরণ্য-মানবীর সহজাত আত্মরক্ষার তাগিদে মেয়েটি খাপ থেকে টেনে বের করল তার পাথরের ছুরিটা। জ্যাসন গ্রিড্‌লে জানতেও পারল না যে সেই মুহূর্তে মৃত্যু তার কত কাছে এসে গেছে। ছুরির ফলাটা বসিয়ে দেবার ঠিক পূর্বক্ষণে এই লোকটির চোখে মেয়েটি এমন কিছু দেখতে পেল, তার মুখে দেখল এমন একটা ভাবের প্রকাশ, যা সে আগে কখনও কোন মানুষের চোখে বা মুখে দেখে নি। সে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই মানুষটি তার বন্ধু, শত্রু নয়।

তার হাত থেকে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। তা দেখে নবাগতের মুখে দেখা দিল স্মিত হাসি। প্রত্যুত্তরে জোরামের লাল ফুলটির মুখেও হাসি দেখা দিল।

এদিকে দুটো হায়েনোডন তেড়ে গেল স্রুকদের আক্রমণ করতে, আর তৃতীয়টা তেড়ে এল জ্যাসন ও জানাকে লক্ষ্য করে। জ্যাসনের রিভলবারের এক গুলিতে তৃতীয় হায়েনার জীবনান্ত হল। ওদিকে তখন লড়াই চলেছে মানুষে ও জন্তুতে। জ্যাসনের গুলিতে আর একটা হায়েনা লুটিয়ে পড়তেই স্রুকদের গদার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল আরও একটা। জানার পাথরের বর্শায় মারা পড়ল চতুর্থটা।

হায়েনার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে এবার স্রুকের দলের দৃষ্টি পড়ল জ্যাসন ও জানার দিকে। জানা সভয়ে বলে উঠল, "এবার ওরা আমাদের আক্রমণ করবে। তোমাকে মেরে ফেলে আমাকে নিয়ে যাবে। ওদের হাতে আমাকে

ছেড়ে দিও না!"

গদা ও গুলির যুদ্ধ বেশীক্ষণ চলল না। কোল্টের দুই গুলিতে দু'জন ঘায়েল হতেই ক্লুক ও তার সঙ্গী পালিয়ে প্রাণে বাঁচল।

চারটি হায়েনা ও দুটো মানুষের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জ্যাসন বলল, "তোমাদের এই ছোট দেশটা বেশ সুন্দর; তবু এখানে মানুষ কি করে বেঁচে থাকে তা তো ভেবে পাই না।"

জোরামের ফুলটি তার কথা বুঝল না, মুখে কিছু বললও না; শুধু সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে জ্যাসনকে দেখতে লাগল। সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল মুগ্ধতা, বিশ্বাস, ও শ্রদ্ধা। এক কথায়, এবার সে আর পালাতে চেষ্টা করল না। জ্যাসন গ্রিড্‌লেও বুঝি এবার পুরোপুরি পথ হারিয়ে ফেলল এই বিচিত্র জগতে। এমন একটি অচেনা তরুণীকে রক্ষার দায়িত্ব এসে পড়েছে তার উপর যার কথার এক-বিন্দুও সে বুঝতে পারে না, আর তার কথাও বোঝে না এই লাল ফুলটি।

৮—জানা ও জ্যাসন

টার-গাস ও টোয়ার অবাক হয়ে বিমানের ধ্বংসস্তূপটা দেখতে লাগল, আর টারজন তাড়াতাড়ি খুঁজতে লাগল চালকের মৃতদেহ। যখন দেখল ভিতরে কোন দেহ নেই তখন সে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। একটু পরেই বিমানের পাশে বুট-পরা পায়ের ছাপ দেখেই চিনতে পারল সেগুলো জ্যাসন গ্রিড্‌লের বুটের ছাপ। তাতেই বোঝা গেল তার কোনরকম গুরুতর আঘাত লাগে নি। কিন্তু গ্রিড্‌লের পায়ের ছাপের সঙ্গেই যে মিশে আছে ছোট পায়ের স্যাণ্ডেলের ছাপ! এটা কি ব্যাপার! এ সঙ্গীটিকে গ্রিড্‌লে জোটাল কোথা থেকে?

গ্রিড্‌লে ও জানার পায়ের ছাপ ধরে কিছুদূর এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড টেরানোডনের মৃতদেহ তারা দেখতে পেল। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।

আরও আধ মাইল চলার পরে দেখতে পেল, একটা খোলা প্যারাসুট মাটির উপর পড়ে আছে, আর তারই অনতিদূরে পড়ে আছে চারটি হায়েনোডন ও দুটি লোমশ মানুষের মৃতদেহ। ভাল করে পরীক্ষা করে টারজন বুঝল যে যে দুটি মানুষ এবং দুটি হায়েনোডন মারা পড়েছে বুলেটবিদ্ধ হয়ে। সর্বত্রই রয়েছে জ্যাসনের সঙ্গীর স্যাণ্ডেলের ছাপ।

টোয়ারও বেশ আগ্রহ সহকারে পায়ের ছাপগুলি দেখতে লাগল, কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলল না।

প্রথম কথা বলল টারজন, "লোক ছিল মোট চারজন, এবং আমার বন্ধুর সঙ্গে কোন নারী অথবা যুবক।"

এবার টোয়ার মুখ খুলল, "চারজন এসেছিল নীচু অঞ্চল ফেলি থেকে, আর অপরটি জোরামের মেয়ে।"

"কি করে জানলে?" টারজন জানতে চাইল।

টোয়ার বলল, "নীচু অঞ্চলের স্যাণ্ডেল আর পাহাড়ি অঞ্চলের স্যাণ্ডেল এক রকম নয়। নীচু ঘাস বা শেওলা ঢাকা জলাভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে হয় বলে নীচু অঞ্চলের স্যাণ্ডেলের সোল হয় পাতলা, আর পাহাড়ি অঞ্চলের স্যাণ্ডেলের সোল হয় মোটা।"

"আমরা কি জোরামের কাছে এসে পড়েছি?" টারজনের প্রশ্ন।

টোয়ার জবাব দিল, "না, আমাদের সামনের সব চাইতে উঁচু পাহাড়টার ওপারে জোরাম।"

"প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলেছিলে যে তুমি জোরামের লোক।"

"হ্যাঁ, ওটাই আমার দেশ।"

"তাহলে তো এই মেয়েটিকে তুমি নিশ্চয় চেন?"

"সে আমার বোন," টোয়ার জবাব দিল।

টারজন অবাক চোখে তাকাল। বলল, "কি করে বুঝলে?"

"ঘাসবিহীন নরম মাটির উপর পায়ের ছাপ এত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে তার স্যাণ্ডেলের ছাপ চিনতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি।"

"নিজের দেশ থেকে এতটা দূরে তোমার বোন কি করছিল! আর আমার বন্ধুর সঙ্গেই বা সে জুটল কেমন করে?"

টোয়ার বলল, "সেটা তো খুব পরিষ্কার। ফেলি থেকে আগত এই লোকগুলি তাকে বন্দী করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন চেয়েছিল তাকে সঙ্গিনী করতে। আমার বোন তাদের এড়িয়ে গেলে তারা তাকে ধাওয়া করে টিপ্‌ডার পাহাড় পেরিয়ে এই উপত্যকা পর্যন্ত আসে। এখানেই জালোকগুলো বোনকে আক্রমণ করে। তোমার দেশের লোকটি এসে জালোকগুলো ও দুটো ফেলির লোককে মেরে ফেলে এবং বাকি দুটোকে তাড়িয়ে দেয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমার বোন তার হাত থেকে পালাতে পারে নি, তার হাতেই বন্দী হয়েছে।"

টারজন হাসল। "পায়ের ছাপ দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না যে সে পালাবার কোনরকম চেষ্টা করেছিল।"

টোয়ার মাথা চুলকে বলতে লাগল, "তা ঠিক। আর সেটাই আমি বুঝতে পারছি না, কারণ আমার জাতির মেয়েরা নিজের জাতির বাইরে কারও সঙ্গিনী হতে চায় না। আমি জানি, আমার বোন জানা বরং মরবে তবু টিপ্‌ডার পাহাড়ের বাইরে কারও সঙ্গিনী হবে না। অনেক বারই সে এ কথা বলেছে,

আর জানা কখনও বাজে কথা বলে না।"

টারজন বলল, "আমার বন্ধু কদাপি তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় নি। যদি তার সঙ্গে গিয়ে থাকে তো স্বেচ্ছায়ই গিয়েছে।"

টোয়ার বলল, "দেখাই যাক ; সে যদি জোর করে জানাকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে মরবে।"

ঠিক সেই সময় একটি ভগ্নমনোরথ মানুষের দল টিপ্‌ডার পর্বতশ্রেণীর শেষ প্রান্ত ঘুরে গাইওর কোর বা সুবৃহৎ গাইওর সমভূমিতে ঢুকেছে। দলের লোক-সংখ্যা এগারো—দশটি কৃষ্ণকায় ও একজন শ্বেতকায়। মানুষের ইতিহাসে কেউ কোনদিন এই এগারোটি মানুষের মত সম্পূর্ণভাবে পথ হারিয়ে একান্ত অসহায় হয়ে পড়ে নি।

মুভিরো ও তার যোদ্ধারা কুশলী অরণ্যচারী ; কিন্তু পথ চিনবার এই অক্ষমতায় তারাও সম্পূর্ণ হতোদ্যম হয়ে পড়েছে।

ওদিকে ও-২২০-র যাত্রীরা সঙ্গীদের প্রত্যাবর্তনের আশায় অপেক্ষা করে করে অধৈর্য হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত জুপ্‌নার আর একটি দলের সঙ্গে ডর্ফকে পাঠাল তাদের খোঁজে। সত্তর ঘণ্টা পরে তারাও ফিরে এসে জানাল যে কারও দেখা মেলে নি।

তখন জুপ্‌নার স্থির করল, এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে আর এখানে অপেক্ষা করা চলে না! জীবিত বা মৃত যে কোন অবস্থায় সঙ্গীদের খুঁজে বের করতেই হবে।

অতএব আর বিলম্ব নয়। ও-২২০ আকাশে উড়ল। রবার্ট জোন্স তার তেল-চিটচিটে দিনপঞ্জীর পাতায় লিখল: "দুপুর বেলা আমরা এখান থেকে যাত্রা করলাম।"

জ্যাসন গ্রিড্‌লে বলল, "এই দিকে চল।"

জানা বলল, "না, এই দিকে।" আঙুল বাড়িয়ে সে টিপ্‌ডার পর্বত শ্রেণীর উঁচু শিখরগুলো দেখাল।

দুজনের কেউ কারও ভাষা বোঝে না, তাই কিছু বোঝাতেও পারে না। হতাশ হয়ে গ্রিড্‌লে বোকা-বোকা চোখে জানার দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসিরই জয় হল। জোরামের ফুলটি জ্যাসনের প্রদর্শিত পথেই পা বাড়াল।

কিন্তু তাদের পথ চলাই সার হল। ও-২২০-র দেখা মিলল না। তখন জ্যাসন হতাশ ভঙ্গীতে জানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে এখন থেকে জানা যে পথে যেতে বলবে সেই পথেই সে যাবে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে জানা আঙুল তুলে টিপ্‌ডার পর্বতশ্রেণীকে দেখিয়ে বলল, "ওই তো জোরাম—আমার দেশ।"

আর কথা না বলে জানা পা ফেলল জোরামের পথে ; তার পাশে পাশে

হাঁটতে লাগল কালিফোর্নিয়ার জ্যাসন গ্রিড্‌লে।

একটি সুন্দরী তরুণী আর একজন সুপুরুষ যুবক। পোশাক আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানব প্রকৃতি সর্বত্র এক।

এক সময় জোরামের লাল ফুলটি তার সরু তর্জনী নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "জানা।" কথাটাকে বারকয়েক উচ্চারণ করে জ্যাসনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে ভুরু দুটি তুলল।

এবার গ্রিড্‌লে বুঝতে ভুল করল না। বলল, "জ্যাসন।"

তারপর শুরু হল নতুন যাত্রা। চড়াই ভেঙে দুজন এগিয়ে চলল টিপ্‌ডার পর্বতমালার সানুদেশ লক্ষ্য করে।

একত্রে পথ চলতে চলতে দুটি হৃদয় কখন যে বড় বেশী কাছাকাছি এসে পড়েছে তা বোধ হয় নিজেরাই বুঝতে পারে নি।

হঠাৎ এক সময় মেয়েটি শুধাল, "আমার দিকে তুমি এত বেশী তাকাও কেন?"

জ্যাসন গ্রিড্‌লের মুখখানা লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সে চোখ ফিরিয়ে নিল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল, সত্যি মেয়েটির দিকে সে বড় ঘন ঘন তাকাতে শুরু করেছে। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। সত্যি তো, কেন সে মেয়েটির দিকে এত বেশী তাকায়? সে সুন্দরী বলেই কি?"

"কথা বলছ না কেন জ্যাসন?" মেয়েটি শুধাল।

"কি কথা বলব?"

"আমার দিকে তাকালে যে কথা ফুটে ওঠে তোমার চোখে।"

অপার বিস্ময়ে গ্রিড্‌লে তাকাল জানার দিকে। এও কি সম্ভব যে সে-দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার নিজেরই চোখে? এই অসভ্য ছোট মেয়েটি—যে দুই হাতে মাংস তুলে মুখে পুরে ঝকঝকে সাদা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে খায়, যে মাঠের ফসলের ডাঁটির মতই প্রায় উলঙ্গ দেহে চলাফেরা করে, শালীনতার তিলমাত্র জ্ঞান যার নেই—নিজের অজান্তেও তার প্রতি এ হেন চিন্তা সে পোষণ করেছে? সে কি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে? এই শিক্ষা-দীক্ষাহীন মেয়েটি কি তার চোখে এমন কিছু দেখেছে যাতে তার মনে হয়েছে যে হাজার বছরের সভ্যতার কোলে পালিত একটি মার্কিন যুবক তাকে ভালবেসেছে?

জ্যাসন তার প্রশ্নের কোন জবাব না দেওয়ায় জোরামের লাল ফুলটি নিজের অন্তরের মধ্যে কি যেন খুঁজল। ধীরে ধীরে তার ঠোঁট থেকে মিলিয়ে গেল প্রত্যাশার হাসি। প্রস্তর যুগের একটি অসভ্য মেয়ে হলেও সে নির্বোধ নয়, সেও নারী।

ধীরে ধীরে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল সেই খাদটার দিকে যেখানে সে নেমে এসেছিল ক্রুকদের তাড়া খেয়ে।

জ্যাসন চেঁচিয়ে ডাকল, "জানা, রাগ করো না। কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

জানা থামল। উদ্ধত চিবুকটি আকাশে তুলে ম্লান হেসে পিছনে তাকিয়ে বলল, "তোমার পথে তুমি চলে যাও জালোক; জানা চলল তার নিজের পথে।"

৯—টিপ্‌ডারের বাসায়

টিপ্‌ডারের পাহাড়কে ঘিরে জমে উঠেছে ঘন কালো মেঘ—কালো কালো; ক্রুদ্ধ মেঘের দল উত্তর সানুদেশ থেকে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে পূবে ও পশ্চিমে।

টোয়ার বলল "আবার জল আসবে। জোরামে বৃষ্টি পড়ছে। এখানেও পড়বে একটু পরেই।"

বৃষ্টি এল। ফোঁটায় ফোঁটায় নয়, ধারাবর্ষণে। তার আঘাতে বুঝি সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। জলের ধারায় ঝড়ের বাতাস লেগে দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে লাগল। দশ ফুট দূরের বেশী দৃষ্টি চলে না।

ক্রমে বৃষ্টি কমে এল। থেমে গেল ঝড়ের গর্জন। মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য উঠল। তিনটি পশু-মানব উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল।

টারজন বলল, "আমার খিধে পেয়েছে।"

একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে তারা টিপ্‌ডারের বাসা থেকে ডিম চুরি করে খেতে বসল। হঠাৎ টোয়ার কান খাড়া করল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল পাখার ঝট্‌পটানির শব্দ।

টোয়ার বলল, "একটা টিপ্‌ডার আসছে, অথচ এখানে কোন আশ্রয় নেবার মত জায়গা নেই।"

টারজন বলল, "আমরা তো তিনজন আছি; তাহলে ভয় কি?"

"তুমি জান না। ওদের মারা যায় না, আর না মারা পর্যন্ত ওরা হার মানে না। কাছেই একটা গাছ থাকলে ভাল হত।"

টারজন বলল, "ওটা যে আমাদেরই আক্রমণ করবে তা বুঝলে কেমন করে?"

"ওটা যে এই দিকেই আসছে। আমাদের তো দেখতে পাবেই। আর জীবিত কাউকে দেখলেই ওরা আক্রমণ করে।"

"ঐ আসছে," আঙুল বাড়িয়ে টার-গাস বলল।

"ঐ আসছে," হাতের বর্শাটা আরও জোরে চেপে ধরে টোয়ার বলল।

হাতের বর্শাটাকে মাটিতে রেখে টারজন তূণ থেকে একমুঠো তীর নিয়ে একটাকে ধনুকে লাগাল। টার-গাস হাতের গদাটাকে ঘোরাতে শুরু করল।

বিরাট সরীসৃপটা এগিয়ে আসছে। শোনা যাচ্ছে তার পাখার ভয়ংকর

ঝটপটানি। আর মাঝে মাঝে তার ক্রুদ্ধ হিস্-হিস্ শব্দ। নীচে তিনটি প্রাণীও প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ বিরাট টেরামোডনটা ছোঁ মেরে তাদের দিকে ধেয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের হাতের একটা তীর গিয়ে সোজা বিঁধল তার বুকে। হিস্-হিস্ শব্দ পরিবর্তিত হল তীক্ষ্ণ গর্জনে। পর পর আরও তিনটে তীর গিয়ে বিঁধল তার মাংসের মধ্যে।

সরীসৃপটা হঠাৎ উপরে উঠে গেল; তাদের মাথার উপর পাক খেতে লাগল; মনে হল, বুঝি রণে ভঙ্গ দিল। হঠাৎ অতবড় প্রাণীটা অকল্পনীয় দ্রুত-গতিতে একটা বাজপাখির মত পাক খেতে খেতে সোজা এসে নামল টারজনের পিঠে।

থাবাটা এত তাড়াতাড়ি নেমে এল যে টারজন আত্মরক্ষার সুযোগই পেল না। তীক্ষ্ণ নখরগুলো বসে গেল তার খোলা পিঠের মাংসের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে নিল মাটি থেকে।

টোয়ার বাগিয়ে ধরল বর্শা; টার-গাস ঘোরাতে লাগল গদা, কিন্তু পাছে বন্ধুর গায়ে লাগে সেই ভয়ে কেউই আঘাত হানতে সাহস করল না। দুজনই হা করে দাঁড়িয়ে রইল; তাদের চোখের সামনে রাক্ষুসে পাখিটা টারজনকে ঠোঁটে করে টিপ্‌ডার পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। তখনও টারজন তার নখের সঙ্গে ঝুলছে।

"টারজন শেষ হয়ে গেল," বলল সাগোঠ। জোরামের টোয়ার দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়ল। তারপর দুজনই যার যার দেশের দিকে চলে গেল। এই দুই চিরকালের শত্রুর মধ্যে যে ছিল মিলনের যোগসূত্র সেই তো চলে গেছে।

নখের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে গ্র্যানিট-পাথরের উপর দিয়ে চলতে চলতে টারজন একটা সত্য ভালই বুঝতে পারল যে তার ভাগ্যে যদি বাঁচার কোন আশাও থাকে তাহলে সেটার নাগাল এই আকাশপথে কিছুতেই পাওয়া যাবে না, কারণ এ অবস্থায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে তার নখর মুক্ত হতে পারলেও নীচের কঠিন পাথরে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য। কাজেই এই প্রাণীটি তাকে নিয়ে মাটিতে নামা পর্যন্ত নিজের চেতনা ও লড়াইয়ের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তার একমাত্র আশা।

সরীসৃপটি ধীরে ধীরে তার বাসার দিকে নামছে। তার কদাকার ছানাগুলো খাবার আশায় প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে। টারজন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা টেনে বের করল। ধীরে ধীরে বাঁ হাতটা কাঁধের উপর দিয়ে তুলে আঙুল দিয়ে টিপ্‌ডারের একটা পা ধরল। আঙুলগুলো পেঁচিয়ে ধরল তার নখরের উপরকার ঠিক কব্জিটাকে।

টারজনের পা দুটো বাসার মধ্যে বাচ্চাগুলোর ঠোঁটের মধ্যে প্রায় ঢুকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ সে হাতের ছুরিটাকে সজোরে বসিয়ে দিল টিপ্‌ডারটার

বুকের মধ্যে।

একটি মাত্র কর্কশ আর্তনাদে বাতাস কাঁপিয়ে টিপ্‌ডারের দেহটা অসাড় হয়ে এল, নখরগুলো শিথিল হয়ে পড়ল, টারজনের দেহটা ছিটকে পড়ল দুই নম্বর বাচ্চার হা-করা মুখের মধ্যে।

টারজনের ভাগ্য ভাল যে বাসায় বাচ্চা ছিল মাত্র তিনটে। সবগুলোই খুব ছোট; যদিও তাদের দাঁত ও নখ বেশ ধারালো। ডাইনে-বাঁয়ে সমানে ছুরি চালিয়ে টারজন যখন বাসা থেকে বেরিয়ে এল তখন তার পা দুটো কিছু কিছু কেটে ও ছড়ে গেছে মাত্র।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল, কী এক অদ্ভুত জায়গায় টিপ্‌ডারের বাসাটা বানানো হয়েছে। পাহাড়ের উঁচু চূড়োটা ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। একেবারে উপরটা মাত্র কয়েক বর্গ গজ। সেখানেই বাসাটা। চারদিকে পাহাড়ের দেয়াল সোজা নেমে গেছে কয়েক শ' ফুট নীচে।

মরা টিপ্‌ডারের বিরাট দেহটা এক পাশে পড়ে আছে। টারজন সেটাকে এক ধাক্কা দিল। দেহটা গড়িয়ে পড়ল তিনশ' ফুট নীচে পাথরের বুকে।

উপুড় হয়ে শটান শুয়ে পড়ে মাথাটা বের করে টারজন বার বার ঘুরে ঘুরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল পাহাড়ের খাড়া দেয়ালগুলোকে—পা রাখবার মত বা হাতে ধরবার মত কোন খোঁদল বা বের-করা পাথর কোথাও আছে কি না। তারপর বিশেষ একটা জায়গা বেছে নিয়ে জড়িয়ে রাখা ঘাসের শক্ত দড়িটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দুটো শেষ প্রান্ত এক হাতে ধরে দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিল পাথরের চূড়োটার মাথায়। দড়ির একটা প্রান্ত নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখল সেটা পঁচিশ ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে। যাই হোক, ততটা তো আগে নামা যাক, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। বিশ ফুট নীচে নামার পরে একটা বের-হওয়া পাথরের চাঁই পেয়ে সেটার উপর পা রেখে দড়িটাকে উপর থেকে নামিয়ে নিয়ে এল এবং পুনরায় সেই পাথরের সঙ্গে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে আরও পঁচিশ ফুটের মত নেমে গেল। এই ভাবে এক সময় সে সমতল পাহাড়ে নেমে এসে শক্ত পায়ে দাঁড়াল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চারদিকে তাকাল।

নীচে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে গাছের সারি। দ্রুত গতিতে সেই দিকেই সে হাঁটতে শুরু করল।

আরও কিছুদূর এগোবার পরে টারজনের মনে হল, তার সামনের দিকে আরও কিছু পায়ের শব্দ হয় তো একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে।

পথটা খুবই সংকীর্ণ। এখানে হঠাৎ কোন হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হওয়াটা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এখন তো আর ফিরবার উপায় নেই, যেভাবেই হোক এগিয়ে যেতেই হবে।

কৌতূহলের টানে তার গতিও বেড়ে গেল। অগ্রগামী পায়ের শব্দও ক্রমেই বাড়তে লাগল। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান আর বেশী নেই। এমন

সময় একটা ক্রুদ্ধ পশুর ভীষণ গর্জন তার কানে এল। শব্দ শুনেই বুঝল তার ঠিক সামনেই আছে একটা ভয়ঙ্কর জন্তু, কারণ তার কণ্ঠের বজ্র-গর্জনে গোটা পাহাড়টাই যেন কেঁপে উঠল। সে আরও বুঝতে পারল, জন্তুটা হয় অন্য কাউকে আক্রমণ করেছে, বা করতে উদ্যত হয়েছে। তার পায়ের গতি আরও বেড়ে গেল।

পাহাড়ি পথের একটা মোড় নিতেই টারজন দেখল, শ'খানেক ফুট সামনে একটা গুহার মুখে পথটা শেষ হয়েছে। সেই গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারো বছরের একটি সুন্দর ছেলে, আর তার ও ছেলেটির সমদূরত্ব থেকে একটা ভালুক দারুণ রেগে ছেলেটির দিকে এগিয়ে চলেছে।

ছেলেটি কিন্তু খুব ভয় পেলেও বর্শা ও পাথরের ছুরি নিয়ে সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে টারজনের দেরী হল না। ভালুকটা তার গুহায় ফিরে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে ছেলেটিকে সেখানে দেখতে পায়, আর ছেলেটিও পালাবার কোন পথ না পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এখন টারজনের সামনে প্রথম সমস্যাই হল—ভালুকের হাত থেকে ছেলেটিকে কি করে বাঁচানো যায়। তার হাতে যেসব অস্ত্র আছে তা দিয়ে এই বিরাট দানবকে শায়েস্তা করা সহজসাধ্য নয়। তবে একটা কাজ সে করতে পারে। কোনরকমে ভালুকটার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট করতে পারলে সেই সুযোগে ছেলেটি পালিয়ে প্রাণে বেঁচে যেতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের একটা তীর শাঁ করে ছুটে গিয়ে ভালুকটার শিরদাঁড়ার কাছে অনেকটা বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের গলায় ধ্বনিত হল তার অসভ্য চীৎকার।

তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এবং সেই অদ্ভুত চীৎকার শুনে বিস্মিত হয়ে ভালুকটা এক পাশে সরে গিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল। পরপর আরও তিনটে তীর তার বুকে বিঁধল। ভালুকটাও হুংকার দিয়ে টারজনের উপর লাফিয়ে পড়ল। চকিতে সরে গিয়ে টারজনও হাতের বর্শাটাকে যতদূর সম্ভব পিছনে সরিয়ে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে দিল।

তার ফল কি দাঁড়াল সেটা দেখবার জন্যও তিলমাত্র সময় অপেক্ষা না করে টারজন মুখ ঘুরিয়ে একলাফে সরু পথটা ধরে ছুটতে শুরু করল। সে ভাল করেই জানে যে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ভালুকটা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

কিন্তু ভালুকটাও নাছোড়বান্দা। এতগুলো আঘাত নিয়েও সে টারজনের পিছু নিতে ছাড়ল না। একটা ভালুকের সঙ্গে লড়াইতে নেমে এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা টারজনের কাছেও খুবই মর্যাদাহানিকর বলে মনে হল। তাই অন্য কোনভাবে এই লড়াইটাকে শেষ করার কথা ভেবে নিয়ে সে দু'পাশের পাথরের

দেয়ালের দিকে তাকাতে লাগল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যা খুঁজছিল সেটা চোখে পড়ে গেল। পথ থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচুতে একটা পাথরের চাই বেরিয়ে আছে।

গোল করে জড়ানো দড়িটা তার বাঁ হাতেই ছিল ; ফাঁসটা ছিল ডান হাতে। ফাঁসটাকে একটু দুলিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা ঐ পাথরের গায়ে আটকে গেল। ভালুকটা প্রায় এসে পড়েছে। ফাঁসটা ঠিকমত আটকেছে কি না দেখে নিয়ে একটা বাঁদরের মত অনায়াস ভঙ্গীতে টারজন দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

১০—একটি মাত্র পুরুষের পথ

জানা যে রাগ করেছে সেটা বুঝতে কোন শার্লক হোমসের সহজাত বুদ্ধির দরকার হয় না, আর তার এই রাগের কারণটা বুঝতে পারবে না এতটা বোকাও জ্যাসন নয়। তবু সে জানার পিছু নিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত ঘুরে দাঁড়িয়ে জানা কোমর থেকে ছুরিটা টেনে বের করে বলে উঠল, "তোমাকে তো চলে যেতে বললাম। তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি। তবু যদি আমার পিছু নাও তাহলে তোমাকে খুন করে ফেলব।"

জ্যাসন শান্ত গলায় বলল, "তোমাকে আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না।"

মেয়েটি উদ্ধত ভঙ্গীতে বলল, "জোরামের লাল ফুলের তোমার মত লোকের সাহায্যের দরকার হয় না।"

"দেখ জানা, আমরা কত ভাল বন্ধুর মত ছিলাম। আগের মতই আমাকে তোমার সঙ্গে চলতে দাও। আমার কোন উপায় নেই—"

জানা বলল, "তুমি আমাকে ভাল না বাসলে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, কারণ তোমার চোখ মিথ্যা বলেছে। কখনও কখনও ঠোঁট মিথ্যা বলে, তাতে আমরা আঘাত পাই না, কারণ সেটা আমাদের সয়ে গেছে ; কিন্তু চোখ যখন মিথ্যা বলে তখন অন্তরও মিথ্যা বলে, আর গোটা মানুষটাই মিথ্যা হয়ে যায়। তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তোমার বন্ধুত্ব চাই না। তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না। চলে যাও।"

"তুমি বুঝতে পারছ না জানা—"

"এটুকু বুঝি যে আমার পিছু নিলে তোমাকে খুন করব।"

জ্যাসন বলল, "তাহলে আমাকে খুন কর, কারণ আমি তোমার পিছু নেবই। তুমি আমাকে ঘৃণা কর আর না কর, আমি তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না।"

কথা শেষ করে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। জানা তার মুখোমুখি

শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে। আদিম কালের ছুরিটা তার ডান হাতে দৃঢ়বদ্ধ। চোখে জ্বলছে ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে জ্যাসন গ্রিডলে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল, যেন ছুরির সামনে বুকটা পেতেই দিল। ছুরিটা ঝলসে উঠল। মুহূর্তমাত্র সেটা উদ্যত হয়ে রইল। তার পরেই জোরামের ফুলটি মুখ ঘুরিয়ে ছুটে চলে গেল।

দ্রুততর বেগে ছুটে মেয়েটি জ্যাসনের অনেক আগে চলে গেল। ভারী পোশাক, ভারী অস্ত্র ও গোলাগুলির ভারেই বেচারা বিব্রত। বার দুই মেয়েটির নাম ধরে ডাকল, থামতে বলল, কিন্তু সে থামল না। জ্যাসনও নাছোরবান্দা হয়ে তার পিছু নিল।

ছুটতে ছুটতে একটা খাদের কাছে পৌঁছে জানা নীচের দিকে তাকাল; দেখতে চেষ্টা করল নেমে যাবার কোন উপায় আছে কি না। এমন সময় জ্যাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে চকিতে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তুমি চলে যাও, নইলে আমি ঝাঁপ দেব।"

জ্যাসন অনুনয় করে বলল, "দোহাই জানা, আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে দাও। আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। তুমি না চাইলে একটা কথাও বলব না। শুধু আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দাও যাতে জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করতে পারি।"

মেয়েটি হেসে উঠল। "আমাকে রক্ষা করবে তুমি! পথে যে কত বিপদ আছে তার কোন ধারণাই তোমার নেই। টিপ্‌ডার পাহাড়ের মাথায় এমন সব ভয়ংকর প্রকাণ্ড জন্তু আছে যারা এক গ্রাসে তোমার ওই আগুনে অস্ত্রসহ তোমাকে গিলে খাবে। তুমি অন্য জগতের মানুষ, সেখানেই ফিরে যাও। ফিরে যাও তোমাদের নরম-নরম মেয়েদের কাছে। জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের পুরুষই যেতে পারে।"

বিষণ্ণ হেসে জ্যাসন বলল, "আমি শুঁয়ো পোকা হতে পারি, কিন্তু শুঁয়ো পোকারও তো কিছুটা শক্তি-সামর্থ্য থাকতে পারে। সুতরাং আমি তোমার সঙ্গে যাবই।"

জানা ধমক দিয়ে বলে উঠল, "তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমাকে অনুসরণ করলে তুমি মারা পড়বে। তোমাকে যে কথা বলেছি সেটা স্মরণ রেখো—জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের পুরুষই যেতে পারে।" বলতে বলতেই যেন তার কথাকে প্রমাণ করতেই সে দ্রুতগতিতে খাদের পার থেকে নীচে নেমে গেল। জ্যাসন তাকে আর দেখতেই পেল না।

গহ্বরের মুখে ছুটে গিয়ে জ্যাসন গ্রিডলে নীচে তাকিয়ে দেখল, মাত্র কয়েক গজ নীচে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে জানা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যাচ্ছে

জ্যাসন রুদ্ধশ্বাস। এই মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌-করা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে কোন প্রাণী যে নামতে পারে সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য। সে ভয়ে শিউরে উঠল। কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম।

এক ফুট এক ফুট করে জানা নীচে নেমে যাচ্ছে। পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে মাথাটা খাদের উপরে বের করে দিয়ে জ্যাসন নিঃশব্দে তাকাল। একটা কথাও তার মুখে এল না। শুধু নিজের মনেই বলল, "হে ভগবান! স্নায়ুর শক্তি, সাহস, ও কুশলতার কী আশ্চর্য সমাবেশ!"

আর একবার নীচে তাকাতেই তার মুখ থেকে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল জানারই উক্তি; "জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের পুরুষই যেতে পারে।"

জ্যাসন গ্রিড্‌লে উঠে দাঁড়াল। রাইফেল ঝোলাবার চামড়ার ফিতেটাকে পিঠের উপর বাঁধল। ছুটো বন্দুকের খাপকেও পিঠের উপর ঝুলিয়ে দিল। পায়ের বুট খুলে নীচের খাদের মধ্যে ফেলে দিল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পা ছুটো খাদের মধ্যে নামিয়ে দিল। নীচে খাদের পাদদেশ থেকে কিছুটা উঁচুতে একটা পাথরের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ছুটি চোখ স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সে চোখে দেখা দিল প্রথমে ক্রোধ, তারপর সন্দেহ, তারপর বিস্ময়, তারপর আতংক।

"জোরামের লাল ফুল যেখানে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র একটি সত্যিকারের পুরুষই যেতে পারে!"

হাত বা পা রাখার মত প্রতিটি জায়গা খুঁজে খুঁজে জ্যাসন গ্রিড্‌লেও নামতে লাগল একটু একটু করে। লৌহ-কঠিন স্নায়ুই তখন একমাত্র ভরসা। কিছুক্ষণের জন্য সে ভুলে গেল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও ক্লান্তি।

নামতে নামতে এক সময় সে থেমে গেল। তার পা ছুঁল কঠিন পাথর। ভয়ে ভয়ে নীচে তাকিয়ে বুঝল—নিরাপদেই নীচে নেমেছে। হাঁটু ছুটো বুঝি আর চলছে না; জ্যাসন সেখানেই বসে পড়ল। কিছুটা উপর থেকে তার দিকে তাকিয়ে একটি মেয়ের ছুই চোখ জলে ভরে এল।

জ্যাসন যেখানে নেমেছে তার অল্প দূরেই একটা পাহাড়ি ঝর্ণা সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করতে করতে খাদের বুক বেয়ে এগিয়ে চলেছে উপত্যকার দিকে। জ্যাসন ধীরে ধীরে ঝর্ণার ধারে গিয়ে প্রথমেই আকণ্ঠ জলপান করে তৃষ্ণা মেটাল; তারপর হাত-পা ধুয়ে রুমালটা ছিঁড়ে যতটা পারল কাটা-ছেড়া জায়গাগুলোতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিল। বুটজোড়া পাশেই পড়ে ছিল। সেটাও পরে নিয়ে জানার দিকে এগিয়ে চলল।

অনেক উপরে পাহাড় শ্রেণীর মাথায় দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। পেলুসিডারে এই গ্রিড্‌লের প্রথম মেঘ দেখা। সে বুঝল, বৃষ্টি আসন্ন; কিন্তু সে বৃষ্টি যে কত ভয়ংকর হতে পারে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

খাদের পথে জ্যাসনের জীবন যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন জানার মনে জেগেছিল আতংক ও অনুশোচনা; কিন্তু সে যখন নিরাপদে খাদের নীচে নেমে গেল অমনি জানার মনটাও বদলে গেল। আশ্চর্য নারীমনের মতিগতি। জ্যাসনের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য সে আবার খাদ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সে খাদের মাথায় প্রায় উঠে গেছে এমন সময় ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এ ঝড় যে কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে সে কথা তো নীচের লোকটি জানে না। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে খাদের যে খাড়া দেয়াল বেয়ে সে উঠে এসেছিল আবার সেই দেয়াল বেয়েই নীচে নামতে লাগল। যেমন করে হোক জলের তোড়ে ভেসে যাবার বা ডুবে যাবার আগেই তাকে জ্যাসনের কাছে পৌঁছতেই হবে। সে ভাল করেই জানে এই প্রবল বর্ষণের ফলে অচিরেই খাদটা পরিণত হবে একটি উচ্ছ্বসিত তীব্রগতি জলস্রোতে। তার আগেই জ্যাসনকে খাদের দেয়ালের কোন একটা উঁচু জায়গায় এনে আশ্রয় নিতেই হবে।

এখানকার মেয়ে হয়েও জানা আগে কখনও এত ভয়ংকর ঝড় দেখে নি। আকাশে বজ্র গর্জন করছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাতাস হাহাকার করছে; ধারা-বর্ষণে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। তবু তারই মধ্যে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও করুণার ব্যর্থ প্রেরণায় সে অন্ধের মত নীচে নামছে। তার এ প্রচেষ্টা যে কতখানি আশাহীন সেটাও সে অচিরেই বুঝতে পারল। নীচে তাকিয়ে দেখল, খাদের জল উঠে এসে তাকে প্রায় ছুঁই-ছুঁই করছে; কোথায় তার শেষ হবে কে জানে। এ অবস্থায় খাদের নীচে কেউ বেঁচে থাকতে পারে না। লোকটি অনেক আগেই স্রোতের মুখে ভেসে গেছে।

জ্যাসন মারা গেছে! জোরামের লাল ফুলটি মুহূর্তের জন্য নীচে উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের দিকে তাকাল। ইচ্ছা হল, ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে। তার আর বাঁচবার সাধ নেই। তবু কিসের যেন তাগিদে সে থেমে গেল; হয় তো আদিম মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদ। আবার সে উপরে উঠতে লাগল।

কালিফোর্নিয়ায় ও আরিজোনায় জ্যাসন গ্রিড্‌লে অনেক ঝড় দেখেছে। পাহাড়ের খাদ ও গিরিনালা যে কত তাড়াতাড়ি উন্মত্ত স্রোতধারায় পরিবর্তিত হতে পারে তা সে জানে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মাইল লম্বা একটা নদী সৃষ্টি হতে সে দেখেছে। তাই গিরি-খাদে জল জমতে শুরু হওয়ামাত্রই সে কোন একটা উঁচু জায়গায় উঠে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দু'পাশের দেয়াল এত খাড়া যে সে কিছুটা উঠতে না উঠতেই নীচের জল বেড়ে তাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলল। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন; ঠিক তার সামনেই একটা ঢালু পাহাড়ি পথ খাদের একেবারে মাথা পর্যন্ত উঠে গেছে। খাদের জল তার হাঁটু পর্যন্ত ওঠার আগেই অনেক কষ্টে সে আরও খানিক উপরে একটা নিরাপদ

জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানেই একটা ঝোলানো পাথরের চাঁইয়ের নীচে সাময়িক আশ্রয় পেয়ে গেল।

একই পাহাড় শ্রেণীর আর এক অংশে তখন টারজন, টোম্বার ও টার-গাসও নীরবে অপেক্ষা করছে বৃষ্টি থামার আশায়।

এবার জ্যাসনের ভাবনা হল এখন সে কি করবে। জানার জন্য তার বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ পেলুসিডারের অরণ্য-জীবনের এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে চলাফেরা করার অভ্যাস তার আছে। কিন্তু তার দেশ জোরাম কোন্ দিকে তা জ্যাসন জানে না। ও-২২০ অভিযানের সঙ্গীরা কে কোথায় আছে তাও জানে না। কাজেই অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

চলতে চলতে পাথরের খাঁজে একটা বাসায় অনেকগুলি ডিম দেখতে পেয়ে তাই খেয়ে আপাতত ক্ষুধার নিবৃত্তি করল। কাছেই একটা বেঁটে গাছ দেখতে পেয়ে পোশাক ছেড়ে সেগুলি শুকোতে দিয়ে তার নীচেই শুয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই; ঘুম ভাঙলে বেশ তাজা মনে হতে লাগল। শরীরটাকে একবার টান-টান করে পোশাকের জন্য হাত বাড়াতেই—এ কী! পোশাক তো নেই! চারদিকে তাকাল; কেউ কোথাও নেই। একটু দূরে শার্টটা পড়ে আছে। সেটা বোধ হয় চোরের নজরে পড়ে নি। তার ঠিক পাশেই রিভলবার ও গুলির বেল্ট ছিল; সেগুলি যথাস্থানেই রয়েছে।

পেলুসিডারের গরমে পোশাকের প্রয়োজন অবশ্য খুবই অল্প, তবু সভ্যজগতের বেশবাসে অভ্যস্ত জ্যাসনের পক্ষে এই পোশাকে—একটিমাত্র ছেঁড়া শার্ট ও গুলির বেল্টে শরীর ঢেকে—জোরামের লাল ফুলটির সম্মুখীন হওয়া যে বড়ই হাস্যকর ব্যাপার হবে।

কিন্তু তার সঙ্গে কি আর কোনদিন দেখা হবে? তবু তাকে খুঁজে পাবার আশা নিয়েই সে হাঁটতে লাগল।

এক সময় দেখতে পেল, কিছু দূরে একটা গিরি-নালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। চুপি চুপি সেখানে পৌঁছে জ্যাসন নীচে উঁকি দিল।

ঝর্ণার ধারে শুয়ে আছে একটি যোদ্ধা। পাশের আগুনে ঝলসানো হচ্ছে একটা মুরগি। যাতে যোদ্ধাটি কোনরকম সন্দেহ না করে সেজন্য সে স্থির করল সোজাসুজি হেঁটে তার কাছে গিয়ে হাজির হবে। এমন সময় গিরি-নালার অপর দিকের পাহাড়ের মাথায় তার দৃষ্টি পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এমন একটি প্রাণী যা এর আগে বহিঃপৃথিবীর কেউ কোন দিন দেখে নি—বর্মাবৃত একটি বিরাট ডাইনোসর; দৈর্ঘ্যে ষাট-সত্তর ফুট, উচ্চতায় মাটি থেকে পুরো পঁচিশ ফুট। অপেক্ষাকৃত ছোট ছুঁচলো মুখটা অনেকটা টিকটিকির মুখের মত। তিন ফুট উঁচু, তিন ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি পুরু শক্ত পাতের মত জিনিস শিরদাঁড়া বরাবর পরপর সাজানো। লম্বা, শক্ত লেজটাও শিরদাঁড়ার মতই ক্রমে সরু

হয়ে গেছে। জন্তুটি হাঁটছে টিকটিকির মত চারটে পায়ে ভর রেখে।

মনে হল সেটা বোধ হয় নীচের লোকটাকেই দেখছিল। কিন্তু জ্যাসনকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বিরাট লেজটাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে সেটা সোজা ঝাঁপ দিল পাহাড়ের উপর থেকে।

প্রথমে জ্যাসনের মনে হল, এত বড় প্রাণীটা নীচের পাথরে আছড়ে পড়ে একেবারে ছাতু হয়ে যাবে; কিন্তু কী আশ্চর্য, সেটা নীচে না পড়ে বাতাসে ভাসতে লাগল; শিরদাঁড়ার পাতগুলো দুইদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সেটাকে দেখতে হল ঠিক একটা বিরাট জীবন্ত গ্লাইডারের মত।

বাতাসে হিস্-হিস্ শব্দ শুনে নীচের যোদ্ধাটি লাফ দিয়ে উঠে বর্শাটা বাগিয়ে ধরল; আর জ্যাসন গ্রিড্লেও একলাফে ঢালু পাহাড়টার উপর পৌঁছে দুটি বন্দুককেই খাপ থেকে খুলে যোদ্ধাটির দিকে ছুটে গেল।

১১—ক্লোভির গুহা

টারজন দড়ি ধরে উপরে উঠছে, আর ভালুকটা থেমে আছে ঠিক তার নীচে। আর ঠিক সেই সময় ঘটল এমন একটি অদৃষ্টপূর্ব দুর্ঘটনা যার উপর কারও কোন হাত থাকে না।

ঘটনাক্রমে যে পাথরটার সঙ্গে টারজন তার দড়ির ফাঁসটাকে আটকে নিয়েছিল সেটার উপর দিকে একটা বিন্দু ছিল ছুরির ফলার মত ধারালো। টারজনের দেহের বোঝার ভারে পাথরের সেই জায়গাটায় লেগে দড়িটা কেটে গেল, আর অরণ্য-রাজ সবেগে আছড়ে পড়ল ভালুকটার পিঠের উপর।

ভালুকটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল, আর মানুষটা একটা হাত দিয়ে তার লোমশ গলাটাকে চেপে ধরে প্রাণপণে তার পিঠের সঙ্গেই ঝুলতে লাগল এবং অন্য হাতে খাপ থেকে ছুরিটা খুলে আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগল। তবু রণস্থলটা বড়ই বিপজ্জনক জায়গা; একদিকে উঠে গেছে পাহাড়, আর অন্যদিকে নেমে গেছে অতলস্পর্শ গহ্বরের খাড়া পাথর।

ভালুকের দেহটা কাঁপতে কাঁপতে শক্ত হয়ে গেল; টারজনও তাড়াতাড়ি তার পিঠ থেকে নেমে পড়ল। পরমুহূর্তেই ভালুকের মৃতদেহটা টারজনের চারটে তীর ও বর্শাকে দেহে নিয়ে ছিটকে পড়ে গেল খাদের নীচে। মাটি থেকে দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে টারজন সেই পথটা ধরেই হাঁটতে লাগল ফেলে-আসা ধনুক ও ছেলেটির খোঁজে।

মাত্র কয়েক পা গিয়ে এক পাহাড়ের মোড়ে বাঁক নিতেই ছেলেটির মুখোমুখি

হয়ে গেল। টারজনকে দেখেই ছেলেটি থমকে থেমে গেল। হাতে উদ্যত বর্শা ও খাপ-খোলা ছুরি। টারজনের ধনুকটাও তার হাতে।

অরণ্য-রাজ বলল, "আমি টারজন, অরণ্যের রাজা। আমি এসেছি বন্ধুর মত, তোমাকে মারতে নয়।"

ছেলেটি বলল, "আমি ওভান। কেন তুমি ক্লোভিতে এসেছ?"

"টারজন পথ হারিয়েছে। সে এসেছে পেলুসিডার থেকে অনেক দূরের এক অন্য জগৎ থেকে। বন্ধুদের হারিয়ে সে তাদেরই খোঁজ করছে। ক্লোভির লোকদের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করতে চায়।"

হঠাৎ ওভান প্রশ্ন করল, "তুমি ভালুকটাকে মারলে কেন?"

"আমি না মারলে ওটা তোমাকেই মেরে ফেলত।"

মাথা চুলকে ছেলেটি বলল, "সেটাই কারণ বলে আমিও মনে করি। আমার জাতির কোন লোক হলে সেটাই করত, কিন্তু তুমি তো আমার জাতির লোক নও। তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে আমি তোমার জাতির কেউ নই সে কথা জেনেও তুমি আমার জীবন রক্ষা করতে?"

"নিশ্চয়।"

ওভান একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ এই সুদর্শন দৈত্যটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক না বুঝতে পারলেও আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার গ্রামের লোকেরা তো তোমাকে বিশ্বাস করবে না।"

"কোথায় তোমার গ্রাম?"

"বেশী দূরে নয়।"

"আমি তোমার সঙ্গে সেখানে যাব; তোমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলব।"

ছেলেটি বলল, "খুব ভাল কথা। তুমি আভান সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে পার। সে আমার বাবা। তারা যদি তোমাকে মেরে ফেলতে চায় তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব, কারণ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।"

কথা বলতে বলতে দুজন ক্লোভির দিকে চলতে লাগল।

ওভান শুধাল, "তোমার দেশের কথা বল। সেটা কোথায়? তোমাদের যোদ্ধারা কি বড় শিকারী? তোমাদের সর্দার কি খুব শক্তিশালী?"

টারজন নিজের কথা তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। ক্রমে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হল।

একটা গিরি-নালার তীরে পৌঁছে ওভান বলল, "আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি। নীচেই ক্লোভিদের গুহা। আভান সর্দার তোমাকে বন্ধুভাবেই গ্রহণ করবে বলে আশা করি। কিন্তু আমি কথা দিতে পারি না। হয়তো ক্লোভিদের গুহায় না গিয়ে তোমার পথে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভাল। আমি চাই না যে তারা তোমাকে মেরে ফেলুক।"

টারজন বলল, "তারা আমাকে মারবে না। আমি তো বন্ধু হয়ে এসেছি।"

"বেশ, তাহলে এস," ওভান বলল।

"তোমার সঙ্গে কে ওভান?" আভান সর্দার প্রশ্ন করল। "সে যদি তোমার যুদ্ধ-বন্দী হয়ে থাকে তো প্রথমেই তাকে নিরস্ত্র করা উচিত ছিল।"

ওভান বলল, "সে যুদ্ধ-বন্দী নয়। পেলুসিডারে নবাগত। সে এসেছে বন্ধুভাবে, শত্রুভাবে নয়।"

আভান বলল, "নবাগতকে মেরে ফেলাই তোমার উচিত ছিল। ক্লোভির গুহার পথ সে চিনে ফেলেছে; এখন যদি তাকে ছেড়ে দিই তাহলে তার লোকজনদের নিয়ে সে এদেশ আক্রমণ করবে।"

ছেলেটি বলল, "তার সঙ্গে কোন লোকজন নেই, আর দেশে ফিরে যাবার পথও সে চেনে না।"

আভান বলল, "এ কথা সত্য হতে পারে না। নিজের দেশের পথ চেনে না এমন লোক কোথাও থাকতে পারে না। সরে দাঁড়াও ওভান। আমি ওকে হত্যা করব।"

ছেলেটি সোজা হয়ে টারজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ওভানের বন্ধুকে মারতে হলে আগে ওভানকে মারতে হবে।"

একটি দীর্ঘদেহ যোদ্ধা সর্দারের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। আভানের কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "ওভান চিরদিনই ভাল ছেলে। ক্লোভিতে তার সমবয়সী এমন কেউ নেই যার কথাবার্তা ওভানের মত জ্ঞানগর্ভ। সে যখন বলছে যে নবাগত তার বন্ধু, তখন তার বক্তব্য আমাদের শোনা উচিত।"

সর্দার বলল, "ঠিক আছে। হয় তো তুমি ঠিকই বলেছ উলান। তাহলে বাবা, তোমার সব কথা খুলে বল।"

ওভান সবিস্তারে টারজনের সাহস ও বীরত্বের কথা, সেই যে ভালুকের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে সে কথা বলল।

আভান মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, "কার্ব দলবল নিয়ে ফিরে এলে পরিষদের একটা সভা ডাকা হবে। সেই সভাই ইতিকর্তব্য স্থির করবে। ততদিন নবাগতকে এখানে বন্দী হিসাবে থাকতে হবে।"

টারজন বলল, "বন্দী হয়ে আমি থাকব না। বন্ধু হয়ে এসেছি, বন্ধুর মতই থাকতে চাই। নইলে চলে যাব।"

উলান বলল, "ওকে বন্ধুর মতই থাকতে দেওয়া হোক। সে ওভানের সঙ্গে এতটা পথ এসেছে, কিন্তু তার কোন ক্ষতি করে নি। তাহলে কেন আমরা এতজন আর সে একা হয়েও আমাদের ক্ষতি করবে?"

ওভান বলল, "আমার জীবনকে পণ রেখে বলছি, সে কারও কোন ক্ষতি করবে না।"

আভান বলল, "ঠিক আছে। সে থাকুক। কিন্তু তার আচরণের জন্য

হবে ওভান ও উলান।"

ক্লোভির লোকজনদের মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজনই টারজনকে ভালভাবে গ্রহণ করল; তাদের মধ্যে আছে ওভানের মা মারাল, আর বোন রেলা। উলানের সহৃদয়তার পরিচয় তো গোড়া থেকেই পাওয়া গেছে।

একদিন মুখে মুখে জয়ধ্বনি শোনা গেল। "কার্ব ফিরে এসেছে। জোরামের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে নিয়ে ফিরে এসেছে ক্লোভির বিজয়ী যোদ্ধারা। কার্ব মহান! ক্লোভির যোদ্ধারা মহান!"

বিশজন যোদ্ধা ফিরল কার্বের নেতৃত্বে। তাদের সঙ্গে একটিমাত্র মেয়ে। তার হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা, গলায় একটা চামড়ার ফিতে; তার একটা দিক একজন যোদ্ধার হাতে ধরা।

আভান সর্দার সকলকে স্বাগত জানাল। উপহার স্বরূপ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে কার্বের সব কথা শুনল। তারপর বলল, "এখনি পরিষদের একটা বৈঠক বসবে। সেখানেই স্থির হবে এই বন্দিনীকে কে পাবে। আরও একটা জরুরী ব্যাপার এদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।"

কার্ব বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে টারজনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "অনাহারে, অনিদ্রায় আমরা অনেক পথ হেঁটে এসেছি। আগে আহার করি, বিশ্রাম নেই, তারপর বৈঠকে বসা যাবে।"

গ্রামে ঢোকার পর থেকে বন্দিনী একটা কথাও বলে নি। টারজন তাকে শুধাল, "তুমি কি টোয়ারের বোন জানা?"

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকাল। তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে উঠল, "ওহো, তুমিই সেই নবাগত?"

"হ্যাঁ।"

"আমার দাদা টোয়ার সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"আমরা একসঙ্গে শিকার করেছি। জোরামে ফিরে যাবার পথে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। তোমার ও তোমার এক সঙ্গীর পায়ের ছাপ দেখেই আমরা এগোচ্ছিলাম, এমন সময় ঝড় এসে সব মুছে দিল। আমিও তোমার সেই সঙ্গীর খোঁজেই বেরিয়েছি।"

"যে লোকটি আমার সঙ্গে ছিল তাকে তুমি চেন?"

"সে আমার বন্ধু। সে কোথায়?"

"ঝড়ের সময় সে একটা গিরি-নালায় ছিল। নির্ঘাৎ ডুবে গেছে। তুমি কি তার দেশের মানুষ?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে জানলে যে সে আমার সঙ্গে ছিল?"

"আমি চিনতে পেরেছি তার পায়ের ছাপ, আর টোয়ার চিনেছে তোমার পায়ের ছাপ।"

মেয়েটি বলল, "সে খুব বড় যোদ্ধা। আর খুব সাহসী।"

"তুমি ঠিক জান সে মারা গেছে?" টারজন প্রশ্ন করল।

"নিশ্চিত জানি," জোরামের লাল ফুলটি বলল।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ। তাদের মনে জ্যাসন গ্রিড্‌লের চিন্তা। টারজনের খুব কাছে সরে এসে জানা ফিস ফিস করে বলতে লাগল, "তুমি তার বন্ধু। কিন্তু এরা তোমাকে মেরে ফেলবে। কার্বকে আমি ভাল করেই চিনি। তার যা কথা সেই কাজ। আমরা দুজনই জ্যাসনের বন্ধু। যদি এখান থেকে পালাতে পারি আমি তোমাকে জোরামের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। যেহেতু তুমি টোয়ারের বন্ধু, আমারও বন্ধু, তাই জোরামের লোকরা তোমাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।"

"ফিস্‌ফিস্ করে কি বলছ?" পিছন থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর এল। মুখ ফিরিয়ে তারা দেখল, আভান সর্দার। স্ত্রী মারালকে ডেকে বলল, "মেয়েটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে যাও। ও কার সঙ্গিনী হবে পরিষদে সেটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত ও সেখানেই থাকবে। বাইরে পাহারার ব্যবস্থা করছি যাতে ও পালিয়ে যেতে না পারে।"

জানাকে নিয়ে মারাল চলে যাবার পরে টারজনও উঠে দাঁড়াল। চারদিক তাকিয়ে দেখল, প্রায় শ'খানেক মানুষ এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। আর পালাবার একমাত্র পথ গিরি-নালার মুখের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডজনখানেক যোদ্ধা। একা হলে সে হয় তো ওদের ভিতর দিয়ে পথ করেই চলে যেতে পারত, কিন্তু একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

আভান সর্দার টারজনকে বলল, "অন্যদেশের মানুষ, যতক্ষণ পরিষদ কোন সিদ্ধান্ত না করছে ততক্ষণ তুমি বন্দী। কাজেই তুমিও গুহার মধ্যেই অপেক্ষা করে থাক।"

তার মুক্তি-পথের একমাত্র অন্তরায় বারোটি যোদ্ধা। তারাও অলসভাবে পায়চারি করছে, খুব একটা প্রস্তুত ও সতর্ক নয়। বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করলে হয় তো সে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পরিষদ যখন তার বিপক্ষে রায় দেবে তখন তাকে ঘিরে থাকবে গোটা ক্রোভিদ যোদ্ধার দল। কাজেই পালাতে হলে এটাই স্বর্ণ সুযোগ। অরণ্য-রাজ কিন্তু সে রকম কোন চেষ্টাই করল না। গুহার মুখের দিকে এগিয়ে চলল। টোয়ারের বোন ও জ্যাসনের বন্ধুকে ফেলে সে নিজে পালাতে পারে না।

১২—ফেলির জলাভূমি

উড়ন্ত সরীসৃপটা দ্রুতগতিতে নেমে আসছে একক যোদ্ধাটিকে আক্রমণ করতে। তাকে লক্ষ্য করেই ঝাঁপ দিল জ্যাসন গ্রিড্‌লে। সেই মুহূর্তে তার চোখে ভেসে উঠল একটি লুপ্ত সরীসৃপের ছবি—জুরাসিক পাহাড়ের স্টেগোসরাসের ছবি।

জ্যাসন দেখল, আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একক যোদ্ধাটির চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। তার এক হাতে ছোট বর্শা, অন্যহাতে পাথরের ছুরি। সে মরবে, কিন্তু বীরত্বের পরিচয় রেখে মরবে।

জ্যাসন ও স্টেগোসরাসের মাঝখানের দূরত্বটা রিভলবারের পাল্লার বাইরে। তবু সে ভাবল, তার রিভলবারের গুলির শব্দে জন্তুটার মনোযোগ অন্যদিকে আকৃষ্ট হতে পারে, এমন কি অনভ্যস্ত শব্দ শুনে সেটা ভড়কে পালিয়ে যেতে পারে। তাই গিরি-নালার নীচে নামতে নামতেই সে দু'বার গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে জন্তুটা জ্যাসনের দিকেই মুখ ফেরাল।

দুটি গুলির শব্দে চোখ তুলে যোদ্ধাটি দেখল, সরীসৃপটা নবাগত লোকটির দিকেই এগিয়ে চলেছে। সেও ছুটে চলল জ্যাসনের দিকে একযোগে জন্তুটাকে আক্রমণ করতে।

ততক্ষণে সরীসৃপটাকে পাল্লার মধ্যে পেয়ে জ্যাসন দুই হাতে পর পর গুলি ছুঁড়তে লাগল। যন্ত্রণায় চীৎকার করতে করতে স্টেগোসরাসটা শাঁ করে নীচে নেমে এল। আরও দু'তিনটে গুলি তার বুকটাকে ফুটো করে দিল। পাক খেতে খেতে মাটিতে নেমে এসে সঙ্গে সঙ্গে সেটা নতুন করে আক্রমণ করতে এল। এবার আসছে চার পায়ে ভর দিয়ে। কিন্তু যে রকম অনায়াস গতিতে সেটা ছুটে আসছে তাতে জ্যাসন বুঝতে পারল যে স্থলপথেও সেটা আকাশপথের মতই সমান দুর্ধর্ষ, সমান ভয়ংকর।

একক যোদ্ধাটি এক লাফে তার পাশে এসে বলল, "তুমি ও পাশে চলে যাও; আমি এপাশ থেকে আক্রমণ করব। ওর লেজটা থেকে দূরে থেকো। তোমার বর্শা চালাও। শুধু শব্দ করে ভাইরোডরটাকে কাবু করতে পারবে না।"

কিন্তু যোদ্ধাটি বর্শা আর জ্যাসন গুলি ছুঁড়বার আগেই জন্তুটা তাদের সামনে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। নাকটা ঢুকে গেল মাটির মধ্যে। এক পাশে কাত হয়ে পড়ে মরে গেল।

"মরে গেল!" যোদ্ধাটি অবাক হয়ে বলল। "কিসে মরল? আমরা কেউ তো বর্শা ছুঁড়ি নি।"

কোল্ট রিভলবার দুটো খাপে ভরতে ভরতে জ্যাসন বলল, "এগ্লাই মেরেছে।"

তার দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে যোদ্ধাটি বলল, "তুমি কে? জোরামদের দেশে কি করছ?"

জ্যাসন চেঁচিয়ে বলল, "হে ভগবান! আমি জোরামে এসে গেছি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি জোরামের লোক?"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে?"

"তার আগে বল, তুমি কি জোরামের লাল ফুল জানাকে চেন?"

"জোরামের লাল ফুলের কথা তুমি কি জান?" হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় সে আবার বলল, "বলতো যে-দেশ থেকে তুমি এসেছ সেখানকার লোক তোমাকে কি নামে ডাকে?"

"আমার নাম গ্রিড্‌লে—জ্যাসন গ্রিড্‌লে।"

"জ্যাসন! হ্যাঁ, জ্যাসন গ্রিড্‌লে, ঠিক বটে। এবার বল, জোরামের লাল ফুলটি কোথায়?"

জ্যাসন বলল, "আমিও তো তোমাকে সেই প্রশ্নই করছি। পথের মাঝখানে আমরা আলাদা হয়ে গেছি, আর তাকেই খুঁজছি। কিন্তু তুমি আমাকে খুঁজছিলে কেন?"

"কারণ তুমি জোরামের লাল ফুলের সঙ্গে ছিলে। আমি তোমাকে খুন করেই ফেলতাম, কিন্তু সে বলেছে যে তুমি তার কোন ক্ষতি করবে না; আমার বোন স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে গেছে। কথাটা সত্যি কি?"

"স্বেচ্ছায় অনেকটা পথ সে আমার সঙ্গে এসেছিল, তারপরেই চলে গেল; কিন্তু আমি তার কোন ক্ষতি করি নি।"

যোদ্ধাটি বলল, "তাহলে সে ঠিকই বলেছিল।"

এবার জ্যাসন শুধাল, "এই 'সে' বলতে কার কথা বলছ? পেলুসিডারে একমাত্র জানা ছাড়া আর কারও পক্ষে তো আমাকে জানা সম্ভব নয়।"

"তুমি কি টারজনকে চেন না?" যোদ্ধাটি বলল।

"টারজন! তুমি টারজনকে দেখেছ? সে বেঁচে আছে?"

"আমি তাকে দেখেছি। আমরা একসঙ্গে শিকার করেছি, তোমাকে ও জানাকে খুঁজেছি; কিন্তু সে বেঁচে নেই, মারা গেছে।"

"মারা গেছে! তুমি ঠিক জান?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে মারা গেল?"

"একটা পাহাড়ের মাথায় চড়ে সেটা পার হচ্ছিলাম এমন সময় একটা টিপ্‌ডার ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে গেছে।"

টারজন ! এ আশংকা তার ছিল, কিন্তু এখন এমন অকাট্য প্রমাণ পাবার পরেও জ্যাসনের মনে হল এ অবিশ্বাস্য। সেই ইস্পাত-কঠিন মানুষটি মরতে পারে না।

জ্যাসনকে চুপ করে থাকতে দেখে যোদ্ধাটি বলল, "তাকে তুমি খুব ভালবাসতে, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও ভালবাসতাম। কিন্তু টিপ্‌ডার এত দ্রুত এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল যে টার-গাস বা আমি কিছুই করতে পারলাম না।"

"টার-গাস কে ?" জ্যাসন প্রশ্ন করল।

"একজন সাগোট—লোমশ মানুষ।"

"সেও তোমার ও টারজনের সঙ্গে ছিল ?"

"হ্যাঁ। প্রথম যখন দেখা হয় তখন তারা দুজনই একসঙ্গে ছিল। এখন তো টারজন মারা গেছে, টার-গাসও তার দেশে চলে গেছে, তাই আমি একাই জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজছি।"

জ্যাসন বলল, "আমিও তো তাকেই খুঁজছি। চল, দুজন একসঙ্গেই খুঁজব। তোমার নাম কি ?"

লোকটি বলল, "টোয়ার। আচ্ছা, সর্বশেষ কোথায় তুমি জানাকে দেখেছ ? সেখানে গিয়ে তার পায়ের ছাপ দেখে পথ চিনতে চেষ্টা করব।"

জ্যাসন বলল, "দেখ, সর্বশেষ আমি তাকে দেখেছি যখন সে একটা প্রকাণ্ড খাদ বেয়ে উপরে উঠে গেল। সে খাদটা যদি তুমি চিনতে পার, তাহলেই হয় তো জানার খোঁজ পাওয়া যাবে।"

টোয়ার বলল, "সে খাদটা আমি চিনি। ফেলির দুই বাসিন্দা যদি সেখানে ঢুকে থাকে তাহলে হয় তো তারাই তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। চল, দুজনে আগে খাদের দিকটা খুঁজে দেখি। সেখানে যদি কোন হদিস না মেলে ফেলির জলাভূমিতে যাব।"

বন-জঙ্গল ও জলাভূমিতে ঘেরা অনেক—অনেক পথ পার হয়ে দুজন এগিয়ে চলল। সেখানে যেমন অস্বাস্থ্যকর জলা ও ঘন অরণ্য, তেমনি সব ভয়ংকর জীবজন্তুর বাস। জ্যাসন তো ভেবেই পায় না, এমন জায়গায় কোন মানুষ বাস করতে পারে। বস্তুত টোয়ার সেই জায়গাকেই ফেলি বলে ঘোষণা করলেও জ্যাসনের সন্দেহ হল সেখানে ফেলি বা অন্য কোন মনুষ্যজাতি বাস করে কি না।

বলল, "এ রকম জায়গায় মানুষ থাকতে পারে না। ফেলি নিশ্চয় অন্য কোন জায়গায় হবে।"

সঙ্গীটি বলল, "না। অতীতে আমাদের মেয়েদের চুরি করতে ফেলির বাসিন্দারা অনেকবার আমাদের দেশে এসেছে, আর আমাদের লোকরাও সেই

মেয়েদের উদ্ধার করতে বা প্রতিশোধ নিতে ফেলিতে গেছে। কাজেই ফেলিকে আমরা ভাল করেই চিনি। এটাই ফেলি।"

"কি করে বুঝলে ?" জ্যাসন প্রশ্ন করল।

আঙুল বাড়িয়ে টোয়ার বলল, "নীচে তাকাও, তাহলেই বুঝতে পারবে।"

নীচে তাকিয়ে একটা ছোট পাহাড়ি নদী দেখতে পেয়ে জ্যাসন বলল, "একটা নদী ছাড়া আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।"

টোয়ার বলল, "আমাদের লোকজন যারাই এখানে এসেছে সকলেই বলেছে যে ফেলির লোকরা জলাভূমির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একটা নদীর তীরে বাস করে। তারা উঁচু জমিতে বা পাহাড়ের উপরে ঘর-বাড়ি তৈরি করে। তারা আমাদের মত গুহায় বাস করে না, বড় বড় গাছ দিয়ে এমন শক্ত করে বাড়ি বানায় যে বড় বড় সরীসৃপও সেগুলি ভাঙতে পারে না।"

"বসবাসের জন্য এরকম একটা জায়গা তারা বেছে নিয়েছে কেন ?" জ্যাসন জানতে চাইল।

"নির্ভাবনায় খেয়ে বাঁচতে ও বংশবৃদ্ধি করতে," টোয়ার জবাব দিল। "পাহাড়ি লোকদের মত ফেলির লোকরা মোটেই যুদ্ধবাজ নয়। যুদ্ধ করতে তারা ভালবাসে না। তাই এই জলাভূমি অঞ্চলে ঘন জঙ্গলের আড়ালে তারা বাস করে, যাতে কোন মানুষ এখানে না আসে, আর তাদেরও কোন রকম শত্রুর সম্মুখীন হতে না হয়। তাছাড়া, এখানে হাতের কাছে ঘরের দরজাতেই প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীও তারা পায়। এমন সুখের দেশ তারা আর কোথায় পাবে বল ?"

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই একটা গ্রাম তাদের চোখে পড়ল।" জ্যাসন বলল, "এই তো পৌঁছে গেছি। এবার কি করতে হবে ?"

জ্যাসনের কোল্ট রিভলবার দুটোর দিকে তাকিয়ে টোয়ার বলল, "ও দুটোর নীল মুখ থেকে যে মৃত্যু ঝরে পড়ে তার অপচয় করার ভয়েই তুমি ও দুটোকে ব্যবহার করতে রাজী হও নি। কিন্তু ওর একটা হাতে থাকলে আমরা অচিরেই হয় জানাকে খুঁজে পাব, আর না হয় তো তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারব।"

জ্যাসন বলল, "তাহলে এগিয়ে চল। জোরামের লাল ফুলটির জন্য আমার সব গুলি-গোলা নিঃশেষ করলেও আমি রাজী।"

দুজন এগিয়ে চলল গ্রামটার দিকে। কিন্তু নদীটার তীর বরাবর ঘন গাছের আড়ালে থেকে অনেকগুলি নিষ্ঠুর চোখ যে তাদের অনুসরণ করে চলেছে সেটা তারা কেউ দেখতে পেল না।

১৩—সর্প-নর হরিব

ক্লোভিদের সর্দার আভান পাহারা বসিয়ে রেখেছে গুহার মুখে। টারজন সেদিকে এগোতেই তারা বাধা দিল।

"কোথায় যাচ্ছ?"

"গুহার ভিতরে।"

"আভানের হুকুম—অপরিচিত কাউকে গুহায় ঢুকতে বা গুহা থেকে বের হতে দেওয়া হবে না।"

আভান এগিয়ে এসে বলল, "ওকে ঢুকতে দাও। আমিই ওকে পাঠিয়েছি। কিন্তু ওকে বের হতে দিও না।"

অরণ্য-রাজ নিঃশব্দে গুহার মধ্যে ঢুকে গেল। ভিতরকার স্বল্প আলোয় দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে এলে সে বুঝতে পারল গুহাটা বেশ বড়। দেয়ালের গা ঘেঁসে খড়ের বিছানায় অনেক যোদ্ধা, কিছু নারী ও শিশু ঘুমিয়ে আছে। টারজন জোরামের মেয়েটির খোঁজে এগিয়ে চলল। সেই তাকে প্রথম চিনতে পেরে নীচু গলায় শিস্ দিয়ে জানিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে একটি যোদ্ধা চোখ মেলে উঠে বসল। শরীরটা টান-টান করল। তারপর ঘুরে ঘুরে অন্য যোদ্ধাদের ঘুম ভাঙাতে লাগল।

প্রত্যেককে বলল, "জাগো হে যোদ্ধা-পরিষদের সভায় যেতে হবে।"

টারজন ও জানার কাছে গিয়ে টারজনকে চিনতে পেরে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এখানে কি করছ?"

টারজন চোখ তুলে তাকাল, কোন জবাব দিল না।

কার্ব গর্জে উঠল, "কথার জবাব দাও। তুমি এখানে কেন?"

টারজন বলল, "তুমি সর্দার নও। যা জিজ্ঞাসা করার আছে অন্যদের জিজ্ঞাসা করগে।"

কার্ব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল। গুহার মুখটা দেখিয়ে টারজন বলল, "যাও!" মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে কার্ব অন্য যোদ্ধাদের জাগাতে চলে গেল।

মেয়েটি বলল, "এবার তুমি সত্যি মারা পড়লে।"

"টারজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "সেটা এমনিতেই ঘটত।"

এমন সময় মশাল হাতে একটি ছেলে গুহায় ঢুকল। টারজনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেল। ছেলেটি ওভান।

সে বলল, "পরিষদের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তারা তোমাকে মেরে ফেলবে, আর মেয়েটিকে পাবে কার্ব।"

টারজন উঠে দাঁড়াল। জানাকে বলল, "এস। আর দেরী করা নয়।"

ওভানের দিকে ফিরে বলল, "তুমি নিজেই বলেছ তুমি আমার বন্ধু। আশা করি তুমি চুপ করে থেকে আমাদের পালাবার সুযোগ করে দেবে।"

ছেলেটি বলল, "আমি তোমার বন্ধু বলেই এখানে এসেছি। বাইরে সশস্ত্র পাহারা। তাদের এড়িয়ে তোমরা পালাতে পারবে না।"

"কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথ নেই," টারজন বলল।

"একটা পথ আছে, আর সেই পথ দেখাতেই আমি এসেছি।"

"কোথায় পথ?" জানা শুধাল।

"এস আমার সঙ্গে," বলে ছেলেটি গুহার শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল। তার হাতের মশালের কাঁপা আলোয় তার পিছনে চলল টারজন ও জানা।

একেবারে শেষপ্রান্তে গিয়ে ওভান থামল। মশালটা মাথার উপরে ধরল। সেই আলোয় দেখা গেল একটা ছোট ঘরের শেষ প্রান্তে আছে একটা অন্ধকার ফাটল।

ছেলেটি বলল, "ওই অন্ধকার গর্তের ভিতর থেকে একটা পথ চলে গেছে পাহাড়ের মাথায়। একমাত্র সর্দার ও তার জ্যেষ্ঠপুত্রই সে পথের খবর জানে। বাবা যদি জানতে পারে যে আমি তোমাদের এই পথটা দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে আমাকেও মেরে ফেলবে। রাস্তাটা খুব খাড়া ও এবড়ো-খেবড়ো। তবু এটাই একমাত্র পথ। চলে যাও। আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে বলেই তার প্রতিদান দিলাম।"

কথা শেষ করেই সে মশালটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। ছেলেটি আর কোন কথা বলল না। তার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

জানার হাত ধরে টানতে টানতে অনেক কষ্ট করে দুজনে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। তখন টারজন বলল, "এবার? কোন্ দিকে জোরাম?"

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জানা বলল, "ওই দিকে। কিন্তু ও পথে আমরা যাব না। কার্ব ও তার দলবল সবগুলি পাহাড়ি পথের উপরই নজর রাখবে। কাজেই আমরা সোজা নেমে যাব নীচের সমতল অঞ্চলের দিকে।"

নামতে নামতেই যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা সমতলভূমি টারজনের চোখে পড়ল শেষ পর্যন্ত একটা ঘোরানো গিরি-নালা ধরে চলতে চলতে তার একেবারে মুখে পৌঁছে সেই বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতেই পৌঁছে গেল।

জানা বলল, "এটার নাম 'গিয়র কোর্স'। আশাকরি কোন গিয়রের মুখে পড়ার মত দুর্ভাগ্য আমাদের হবে না।"

"গিয়র কি?" টারজন প্রশ্ন করল।

"সে এক ভয়ংকর প্রাণী। আমি কখনও চোখে দেখি নি, তবে জোরামের

যে সব যোদ্ধা আগে 'গিয়র কোর্সে' এসেছে তাদের মুখে শুনেছি, সেগুলি মাটিতে শোয়া অবস্থায় চারটি মানুষের সমান লম্বা। একটা বাঁকা ঠোঁট ও তিনটে সিং আছে—দুটো চোখের উপর, আর একটা নাকের উপর। তৃণভোজী হলেও তারা অত্যন্ত বদরাগী; অন্য জীবজন্তু দেখলেই তাদের আক্রমণ করে।"

টারজন প্রশ্ন করল, "কিন্তু অন্য কোন শত্রু কি তাদের দেশকে আক্রমণ করে না?"

"করে। একমাত্র হরিবরাই তাদের আক্রমণ করে মাংস ও চামড়ার জন্য।"

"হরিব কি?" টারজন আবার প্রশ্ন করল।

মেয়েটি শিউরে উঠল। ভয়ার্ত গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "সর্প-নর।"

"সর্প-নর! সেটা আবার কি?"

"তাদের কথা না বলাই ভাল। তারা সব ভয়ংকর জীব। গিয়র অপেক্ষাও ভয়ংকর। তাদের রক্ত ঠাণ্ডা। লোকে বলে তাদের হৃদয় বলে কিছু নেই, কারণ বন্ধুত্ব, সহানুভূতি, ভালবাসার ধার তারা ধারে না।"

এবার তাদের প্রথম কাজ পাহাড়ি নদীটা পার হওয়া। কিন্তু এখানে নদীর দুই তীর এতই খাড়া যে সেটা পার হওয়া খুব শক্ত। তাই তারা নদীর ভাঁটির দিকেই এগোতে লাগল। একবার সমতল ভূমিতে পৌঁছতে পারলে নদীটা পার হওয়া অনেক সহজ হবে।

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে সমতলে পৌঁছে গেল। আর পাহাড় নেই। চারদিকে সবুজ ঘাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাই তো গিয়রকোর্স তৃণভোজী ডাইনোসরদের স্বর্গ-রাজ্য।

আরও মাইলখানেক এগিয়ে মেয়েটি টারজনের কাঁধে হাত রেখে আঙুলটা বাড়াল। বলল, "একটা গিয়র। শুয়ে পড়ে ঘাসের মধ্যে লুকোও।"

জানা ততক্ষণে ঘাসের মধ্যে সটান শুয়ে পড়েছে। টারজনকেও ইসারায় শুয়ে পড়তে বলে ফিসফিস করে বলল, "ওটা আমাদের দেখতে পায় নি। এদিকে নাও আসতে পারে।"

টারজন হাঁটুর উপর বসে মাথাটা ঘাসের উপর রেখে প্রকাণ্ড ডাইনোসরটাকে দেখতে লাগল।

বলল, "মনে হচ্ছে আমাদের গন্ধ পেয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গোল হয়ে ঘুরছে। আরে, কিসের যেন গন্ধ শুঁকছে; কিন্তু আমাদের নয়; বাতাস এদিক থেকে বইছে না। আমাদের বাঁ দিক থেকে কি যেন আসছে, তবে সেটা এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে। গিয়রটা এখন সেই দিকেই তাকাচ্ছে। যে আসছে সে খুব দ্রুত আসছে। ক্রমবর্ধমান শব্দ শুনে মনে হচ্ছে একজন নয়—একাধিক। ঠিক আমাদের পিছন দিয়ে চলে যাবে বলে মনে হয়।"

জানা তখনও ঘাসের নীচেই লুকিয়ে আছে। মাথা তুলে দুর্ভাগ্যকে ডেকে

আনার ইচ্ছা তার নেই। বলল, "আমরা বরং হামাগুড়ি দিয়ে এখান থেকে সরে যাই।"

টারজন ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ওরা গিরি-খাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে—অনেক লোক—কিন্তু হা ঈশ্বর! তারা ওটা কিসে চড়ে আসছে?"

এবার জানা ঘাসের উপর দিয়ে তাকাল। শিউরে উঠে বলল, "ওরা মানুষ নয়; ওরাই তো হরিব, আর যাতে চড়ে ওরা আসছে সেগুলি গোরোবর। আমাদের দেখতে পেলেই সর্বনাশ। গোরোবরদের হাতে কারও নিস্তার নেই। সারা পেলুসিডারে ওদের চাইতে দ্রুততর গতি কারও নেই। শুয়ে পড়। ওরা যেন আমাদের দেখতে না পায়।"

তাদের দেখামাত্রই গিয়রটা প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠল। তাতে মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তেই মাথা নীচু করে সে সোজা এগিয়ে এল। ভয়ংকর সব বাহনে চড়ে গিরি-খাদ থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চাশটা হরিব। প্রত্যেকের হাতে লম্বা ধরনের বল্লম। তারা কিন্তু সরাসরি গিয়রটাকে আক্রমণ না করে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারপর গতিবেগ বাড়াতে বাড়াতে তারা বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত বৃত্তটাকে ছোট করে আনল। তারপর বেশ কাছে আসামাত্রই ডজন-খানেক সর্প-নর পিছন থেকে আক্রমণ করল গিয়রটাকে। ডজনখানেক বল্লম বিঁধে গেল তার দেহে।

আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের ফলে সরে আসতে আসতে গিয়রটা টারজন ও জানার পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এসে পড়ল। টারজন তো প্রমাদ গুণল, কারণ সেই সঙ্গে হরিবদের চক্রাকার ব্যূহটাও তাদের অনেক কাছে এসে পড়েছে।

আঘাতে আঘাতে জর্জরিত-দেহ গিয়রটা এক সময় মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টারজন নিজেদের ভাগ্যকে মনে মনে অভিনন্দন জানাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সর্প-নরের দল তাদের বাহনদের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল তাদের লুকোবার জায়গাটার দিকে। আবার তারা একটা চক্রব্যূহ রচনা করল, আর এবার সে চক্রব্যূহের মাঝখানে পড়ল টারজন ও জানা।

"এবার আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে," বলে টারজন মাথা তুলে দাঁড়াল।

তার পাশে দাঁড়িয়ে জানা বলল, "হ্যাঁ, যুদ্ধই করতে হবে, কিন্তু পরিণতিটা একই হবে। ওরা পঞ্চাশজন, আর আমরা মাত্র দুজন।"

টারজন ধনুকে তীর যোজনা করল। সর্প-নররা ধীরে ধীরে বৃত্তটাকে ছোট করে আনছে। আরও কাছে এসে বাহনদের থামিয়ে দিয়ে দুজনের মুখো-মুখি হল।

এই প্রথম টারজন এই সব সর্প-নর ও তাদের বীভৎস বাহনগুলিকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। কাঁধ পর্যন্ত দেখতে অনেকটা মানুষেরই মত। তিন আঙুলওয়ালা পা আর পাঁচ আঙুলওয়ালা হাতগুলো সরীসৃপের মত। মাথা ও মুখ সাপের মত, কিন্তু ছুঁচলো কান ও দুটো শিং থাকায় আরও কিম্ভুত দেখাচ্ছে। সারা শরীর আঁশে ঢাকা; যদিও হাত, পা ও মুখের আঁশগুলো এত সূক্ষ্ম যে দেখে খোলা চামড়া বলে মনে হয়। প্রত্যেকের গায়ে একটা করে চামড়ার ঢোলা আলখাল্লা জড়ানো। আর তার বুকের উপর একটা অদ্ভুত প্রতীক আঁকা—একটা বৃত্তের চারদিকে আটটি দাঁড়াসমন্বিত একটা ক্রুশ-চিহ্ন।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে টারজন এই বিচিত্র সর্প-নরদের দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু সে বিস্ময়ের আর কোন সীমা রইল না যখন তাদেরই একজন পেলু-সিডারের জিলাকদের মত ভাষায় বলে উঠল, "তোমরা পালাতে পারবে না। হাতিয়ার নামাও।"

১৪—অন্ধকার অরণ্যের পথে

জোরামের লাল ফুলটিকে খুঁজে পাবার আশায় জ্যাসন গ্রিড্‌লে পাহাড়ের চড়াই ভেঙে ফেলির গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে; বোনকে উদ্ধার করতে বা প্রতিশোধ নিতে বর্শা ও ছুরি হাতে তার পাশে চলেছে টোয়ার; আর তাদের পিছন পিছন ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলেছে একদল গোঁফ-দাড়িওয়ালা মানুষ।

যে বাড়িটার দিকে তারা এগিয়ে চলেছে সেখান থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেউ বেরিয়ে এল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও কোন সাড়া-শব্দ এল না দেখে টোয়ার অবাক হয়ে গেল। জ্যাসনকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "খুব সাবধান; আমরা হয় তো কোন ফাঁদে পা দিতে চলেছি।"

বাড়ির কাছে গিয়ে জ্যাসন থামল। নীচু দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। তারপর নীচু হয়ে ঘরে ঢুকল। পিছন পিছন টোয়ারও ঢুকল।

জ্যাসন বলল, "এখানে কেউ নেই। বাড়িটা পরিত্যক্ত।"

টোয়ার বলল, "তাহলে পরের বাড়িটা দেখ।"

সেখানেও কাউকে পাওয়া গেল না। তারপরেরটাতেও না। ফেলি গ্রামের কোন বাড়িতেই কাউকে পাওয়া গেল না।

"সকলেই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে," জ্যাসন বলল।

"কিন্তু তারা ফিরে আসবে। আমরা বরং নীচে নেমে নদীর ধারে লুকিয়ে থেকে তাদের জন্য অপেক্ষা করিগে।"

কোন রকম বিপদের আশংকা না করে তারা পাহাড় বেয়ে নেমে গাছের নীচেকার ঘন ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একডজন মানুষ লাফিয়ে পড়ে তাদের মাটিতে ফেলে দিল। মুহূর্তের মধ্যে দুজনকে নিরস্ত্র করে পিঠমোড়া করে তাদের হাত বেঁধে ফেলল। তারপর ঝাঁকি দিয়ে দুজনকে দাঁড় করে দিতেই আক্রমণকারীদের দিকে চোখ পড়ামাত্র জ্যাসন গ্রিড্‌লের চোখ বিস্ময়ে একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আরে, কী আশ্চর্য! এখানে এসে গণ্ডার, ম্যামথ, ট্রাকোডন, টেরাডাকিটল ও ডাইনোসরের দেখা পাব তা জানতাম, কিন্তু পেলুসিডারের একেবারে গহন গভীরে ক্যাপ্টেন কিড, লাফিতে, ও স্যার হেনরি মর্গানকে দেখতে পাব এ যে স্বপ্নেও ভাবি নি।"

বিস্ময়ের ঘোরে জ্যাসন তার নিজস্ব ভাষাই বলে ফেলেছে, যদিও সেখানকার অন্য কেউই সে ভাষা বুঝতে পারে নি।

তাদেরই একজন বলল, "ওটা কোন্ ভাষা? তুমিই বা কে। আর কোথা থেকে এসেছ?"

"ভাষাটা প্রাচীন মার্কিনী, আর এসেছি ইউ. এস. এ. থেকে। কিন্তু তোমরা কারা? আর কেনই বা আমাদের বন্দী করেছ?"

একজন দাড়িওয়ালা লোক বলল, "আমরা জানি তুমি কে বা কোন্ দেশ থেকে এসেছ। আমাদের বোকা বানাতে চেষ্টা করো না।"

"বেশ তো, তা যদি জানই তো আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জান যে কারও সঙ্গে আমাদের কোন লড়াই নেই।"

বক্তা বলল, "তোমাদের দেশ সব সময়ই কোরসারদের সঙ্গে যুদ্ধরত। তুমি তো সারির লোক। তোমার অস্ত্রশস্ত্র দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি। তোমাকে দেখামাত্রই বুঝেছি, তুমি সুদূর সারি থেকে এসেছ।" একজন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই তো স্বয়ং টানার। সে যখন কোরসারে বন্দী ছিল তখন তাকে দেখেছিলে কি?"

"না, তখন আমি জাহাজে ছিলাম। তবে এই যদি টানার হয় তাহলে আমরা অনেক পুরস্কার পাব।"

প্রথম বক্তা বলল, "এবার জাহাজে ফিরে চল। আর সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এমনিতেই যা দেরী হয়ে গেছে তাতেই ক্যাপ্টেন আমাদের গলা কাটবে।"

জাহাজের "লংবোট"টা তীরে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পাহারায় ছিল পাঁচজন কোরসার। জ্যাসনের মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় পড়া বিচিত্র পোশাক-পরা দাড়িওয়ালা মানুষজন ও তাদের বড় বড় পিস্তল, গাদা বন্দুক

ও বাঁকা তরবারির কথা।

বন্দীদের নৌকোর মধ্যে ঠেলে দিয়ে কোরসাররাও উঠে পড়ল। তীব্র স্রোতের টানে নৌকোটা তরতর করে ভেসে চলল।

পেরির কাছ থেকে বেতার মারফৎ জ্যাসন পেলুসিডারের টানারদের যে কাহিনী আগেই জানতে পেরেছিল তাতেই কোরসারদের চেহারা ও স্বভাব তার জানাই ছিল, তবু সে জানা ছিল ইতিহাসের জলদস্যু এবং ছেলেবেলায় পড়া কল্পনা বা উপকথার জগতের মানুষকে জানার সামিল; তারা কেউই সামনা সামনি দেখা রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল না।

এই সব অসভ্য কোরসার, তাদের নৌকো, তাদের পোশাক ও প্রাচীন কালের আগ্নেয়াস্ত্র দেখেই জ্যাসন স্পষ্ট প্রমাণ পেল যে তারা বহিঃপৃথিবী থেকেই এখানে এসেছে। সে আরও বুঝল, এদের দেখেই ডেভিড ইনেসের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে পেলুসিডার থেকে বহিঃপৃথিবীতে যাবার একটা পথ মেরু অঞ্চলের দিকে অবশ্যই আছে।

কাজেই এই অসভ্য লোকগুলির হাতে পড়ার দুর্ভাগ্যের জন্য টোয়ার খুব হতাশ হলেও জ্যাসন কিন্তু দেখতে পেয়েছে সৌভাগ্যের হাতছানি। সে ধরেই নিয়েছে, এরা তাদের নিয়ে যাবে সেই কোরসার শহরে যেখানে ডেভিড ইনেসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে; আর তা যদি হয় তাহলে তো পেলুসিডারের সম্রাটকে উদ্ধারের যে ব্রত নিয়ে তারা এই অভিযানে এসেছে তার প্রথম লক্ষ্যে তারা পৌঁছে যেতে পারবে।

নৌকো ভেসে চলেছে। জ্যাসন ও টোয়ারকে রাখা হয়েছে নৌকোর মধ্যিখানে। তাদের হাত তখনও পিঠমোড়া করে বাঁধা। জ্যাসনের কাছেই যে কোরসারটি বসে আছে সঙ্গীরা তাকে ডাকছিল লাজো বলে। লোকটি প্রথম থেকেই জ্যাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার চাল-চলন ও কথাবার্তা একটা ভিন্ন রকমের। দলে কোন সর্দার না থাকায় সব ব্যাপারেই তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। সেই আলোচনায় লাজোর আচরণ ও কথাবার্তায় একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েই জ্যাসন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

প্রথম সুযোগেই সে লাজোর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল। লাজো শুধাল, "কি চাও?"

"তোমাদের সর্দার কে?" জ্যাসন জানতে চাইল।

"সর্দার কেউ নেই। সে আগেই মারা গেছে। তুমি কি চাও?"

"আমি চাই আমাদের হাতের বাঁধন খুলে ফেলা হোক। আমরা তো পারব না। আমরা নিরস্ত্র, আর সংখ্যায় তোমরা অনেক। অথচ এই সব সরীসৃপদের আক্রমণে যদি নৌকোটা ভেঙে যায় বা ডুবে যায় তাহলে তো হাত-বাঁধা অবস্থায় আমরা একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ব।"

লাজো ছুরি বের করল।

অপর এক কোরসার বলে উঠল, "কি করতে যাচ্ছ?"

"ওদের বাঁধন কেটে দেব। এভাবে ওদের বেঁধে রেখে কোন লাভ নেই।"

"বাঁধন কাটার তুমি কে হে?"

"তুমিই বা বাধা দেবার কে হে?"

"কে আমি সেটা এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি," শাঁ করে ছুরিটা বের করে লাজোর দিকে এগোতে এগোতে অপরজন বলল।

নির্দ্বিধায় লাজোও চিতাবাঘের মত লাফিয়ে পড়ল প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। বাঁ হাত দিয়ে তার ছুরি-ধরা হাতটাকে আঘাত করে নিজের ডান হাতের ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে। একটিমাত্র যন্ত্রণাকাতর চীৎকার করেই লোকটার নিষ্প্রাণ দেহটা নৌকোর উপর লুটিয়ে পড়ল। ছুরিটাকে টেনে বের করে মৃত লোকটার শার্টেই রক্ত মুছে নিয়ে লাজো সেই ছুরি দিয়েই জ্যাসন ও টৌয়ারের হাতের বাঁধন কেটে দিল। অন্য কোরসাররা হাঁ করে শুধু দেখল, কোনরকম প্রতিবাদ করল না।

মৃতের শরীর থেকে অস্ত্রগুলি খুলে নিয়ে বন্দীদের নাগালের বাইরে রেখে দিয়ে লাজো তাদের দুজনকে বলল, "এটাকে জলে ফেলে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে মৃতের পোশাক-পরিচ্ছদ নেবার জন্য নৌকোর অন্য যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। লাজো এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে জ্যাসন ও টৌয়ার মৃতদেহটাকে নদীর জলে ফেলে দিল। আর তৎক্ষণাৎই নদীর সর্বভুকের দল সেটাকে ঘিরে ধরল।

আবার চলা শুরু হল। জ্যাসনের মনে হল, এই অজ্ঞাত যাত্রার বুঝি শেষ নেই। তারা অনেকবার খেল, অনেকবার ঘুমল। সীমাহীন জলাভূমির বুক চিরে নৌকো চলেছে তো চলেইছে। দুই তীরের ঘন সবুজ বন আর ডালে ডালে নানা রঙের ফুল দেখে দেখে চোখ পচে যাবার উপক্রম হল। তবু চলার শেষ হল না।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে কাটালেও এবার জ্যাসন ও টৌয়ারকেও কাজে লাগানো হল। তাদের হাতেও তুলে দেওয়া হল বৈঠা। বারুদ-ভর্তি গাদা বন্দুক রয়েছে বৈঠাওয়ালাদের পাশে; নৌকোর গলুই ও পিছন দিকে সশস্ত্র লোকগুলো চলেছে বাঁ দিকের তীরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে।

বৈঠা চালাতে চালাতে তাদের দুজনকে খুবই ক্লান্ত হতে দেখে লাজো তাদের কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিল। এমন সময় হঠাৎ নৌকোর গলুই থেকে ভয়ার্ত চীৎকার উঠল: "তারা এসে পড়েছে!"

নৌকোর মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কোন রকমে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে জ্যাসন তাকিয়ে দেখল, বীভৎস সব সরীসৃপের পিঠে চেপে ধেয়ে আসছে মানুষের মতই এক পাল জীব। হাতে লম্বা বল্লম। তাদের

আঁশওয়ালা বাহনগুলো অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে জলের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। আরও কাছে এলে দেখল, মানুষের মত দেখতে হলেও তারা মানুষ নয়—এক শ্রেণীর বিচিত্র সরীসৃপ—মাথাটা গিরগিটির মত, তাতে সরু কান ও ছোট শিং।

সে চেঁচিয়ে বলল, "হা ঈশ্বর! ওরা কারা?"

টৌয়ার কাঁপতে কাঁপতে বলল, "ওরা হরিবের দল। ওদের হাতে পড়ার চাইতে মরা ভাল।"

স্রোতের টানে ও বৈঠার বেগে ভারী নৌকোটা সোজা ছুটে চলেছে সেই ভয়ংকর বীভৎস জীবগুলোর দিকে। দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। সামনের গলুই থেকে একটা গাদা বন্দুক গর্জে উঠল। হরিবরা নৌকোর সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা নৌকোর দুই পাশ বরাবর ছুটতে লাগল। গাদা বন্দুক থেকে সমানে বের হচ্ছে আগুন ও ধোঁয়া, ছুটছে তার ভিতরকার লোহা ও পাথরে টুকরো। কিন্তু হরিবদের ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা পড়ছে তো দুটো এগিয়ে সে তার জায়গা নিচ্ছে।

ইতিমধ্যে একটা হরিব চামড়ার লম্বা দড়ির ফাঁসটা আটকে দিল নৌকোর নোঙর-দণ্ডের সঙ্গে, আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি হরিব সেটাকে ধরে নৌকোটাকে টানতে টানতে তীরের দিকে নিয়ে চলল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত ও অস্ত্রহীন জ্যাসন এবং টৌয়ার ভাগ্যের উপর নির্ভর করেই নৌকোর পাটাতনের নীচে শুয়েছিল। মৃত কোরসারদের রক্তে জায়গাটা একেবারে মাখামাখি হয়ে গেছে; চারদিকেই চলেছে গাদা বন্দুকের গর্জন আর হরিবদের হিস্-হিস্ রণ-চীৎকার।

নৌকোর জীবিত আরোহীর সংখ্যা ক্রমে মুষ্টিমেয় হয়ে এল। হরিবরা তখন বাহনদের ছেড়ে প্রতিপক্ষের নৌকোর উপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। বাঁকা তলোয়ার ও গাদা বন্দুকের মৃত্যু-লীলা সমানেই চলতে লাগল; কিন্তু বিপুল সংখ্যাধিক্যে বলীয়ান সর্প-নরের দল অবশিষ্ট কোরসারদের প্রায় ঢেকে ফেলল।

যুদ্ধ শেষ হল। তখন বেঁচে আছে মাত্র তিনজন কোরসার। লাজো তাদের মধ্যে একজন। হরিবরা তাদের হাত বেঁধে তীরে নামালো। গুরুতর আহতদের ছুরির আঘাতে আঘাতে শেষ করল। জ্যাসন ও টৌয়ারকে অক্ষত অবস্থায় দেখে তাদেরও হাত বেঁধে তীরে নামিয়ে কোরসারদের পাশেই রেখে দিল।

এবার শুরু হল ভোজন-পর্ব। সে এক বীভৎস দৃশ্য। মৃত কোরসারদের দেহের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তারা সেগুলিকে খেতে শুরু করল। জ্যাসনের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল, জীবিত কোরসারদের মত নিষ্ঠুর হৃদয়হীন মানুষরাও সে দৃশ্য দেখে শিউরে উঠল।

জ্যাসন প্রশ্ন করল, "ওরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?"

লাজো মাথা নেড়ে বলল, "জানি না।"

টোয়ার বলল, "তুমি জান ওরা কারা? আগে কখনও ওদের দেখেছ?"

"হ্যাঁ, জানি, তবে এই প্রথম ওদের দেখা পেলাম। ওরা হরিবের দল—সর্প-নর। বেলা আম ও গিয়র কোর্সের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাস করে।"

এবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য জ্যাসনের চোখে পড়ল। প্রথম থেকে যতক্ষণ যুদ্ধ চলেছে ততক্ষণ এই হরিবদের গায়ের রং ছিল ফ্যাকাসে নীল; হাত, পা, মুখের রং ছিল আরও এক পোচ হাল্কা। কিন্তু যেই তারা খেতে শুরু করল অমনি তাদের গায়ের রং একটু করে লাল হতে লাগল। কয়েক জনের হাত-মুখ তো রীতিমত রক্তবর্ণ ধারণ করল।

এতে সে যতটা অবাক হল তার চাইতেও বেশী অবাক হল যখন সে শুনতে পেল তারা পেলুসিডারের অধিবাসীদের ভাষাতেই কথা বলছে।

যাই হোক, ভোজন-পর্ব শেষ করে হরিবরা শুয়ে পড়ল। তারা ঘুমিয়ে পড়ল কি জেগে থাকল সেটা জ্যাসন বুঝতে পারল না। কারণ তাদের পল্লবহীন চোখগুলো এক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে।

ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে জ্যাসনও একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

"উঠে দাঁড়াও।" একজন হরিবের কর্কশ ডাকে জ্যাসনের ঘুম ভেঙে গেল। "তোমার হাতের বেড়ি খুলে দিচ্ছি। পালাতে পারবে না। সে চেষ্টা করলেই মরবে। আমার সঙ্গে এস।"

ওদিকে অন্য সব হরিবরা উঠে দাঁড়িয়ে শিসের মত একটা বিচিত্র শব্দ করে ডাকতে লাগল, আর সে ডাক শুনে জল থেকে উঠে ও জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের বাহনরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকলেই যার যার বাহনে চড়ে বসল। পাঁচ বন্দীকে বসিয়ে নিল পাঁচ আরোহীর সামনে তার গোরোবরের ঘাড়ের উপর। তারপর সেই বিচিত্র মিছিল এগিয়ে চলল সূর্যহীন অন্ধকার ঘন অরণ্যের পথে।

কিছুদূর নিঃশব্দে এগিয়ে জ্যাসন প্রশ্ন করল, "আমাদের নিয়ে তোমরা কি করবে?"

হরিব বলল, "প্রথমে তোমাদের ডিম খাওয়ানো হবে। তারপর বেশ সুস্বাদু হয়ে উঠলে আমাদের স্ত্রীরা ও বাচ্চারা তোমাদের ধরে ধরে খাবে। মাছ ও গিয়রের মাংস খেয়ে খেয়ে তাদের অরুচি ধরে গেছে। এত গিলাকের মাংস তো অনেক দিন জোটাতে পারি নি।"

জ্যাসন চুপ করে গেল। শেষ পর্যন্ত এই কপালে ছিল! দূর থেকে টোয়ার ও অন্য বন্দীদের সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

বন পার হয়ে তারা সূর্যের আলোয় পৌঁছে গেল। দূরে জ্যাসনের চোখে

পড়ল একটা হ্রদের ঝিল্‌মিল্‌ জল।

হ্রদের তীরে পৌঁছে একটি হরিব হঠাৎ টোয়ায়ের মুখটা চেপে ধরে বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর চাপে নাকটা আটকে দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু পরেই দুজন ডুবে গেল।

একটু পরে আর এক হরিব এসে লাজোকে নিয়ে সেই একই ভাবে হ্রদের জলে ডুব দিল। বাকি দু'জন কোরসারেরও সেই একই দশা হতে দেরী হল না।

এবার তার পালা। হরিবের হাত থেকে ছাড়া পেতে জ্যাসন প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু সেই চটচটে হাতের মুঠি আলগা হল না। তাকে নিয়ে সেও অতি দ্রুত জলের নীচে নেমে গেল। একটু পরেই আঠালো কাদার উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল। একটু বাতাসের জন্য তার ফুস্‌ফুসটা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল, সব ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে এল, মুহূর্তের জন্য সব কিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল। কিন্তু তার চাইতেও গাঢ়তর নরকের অন্ধকার গর্তের ভিতরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হল। তারপরেই তার মুখ ও নাকের উপর থেকে হাতটা সরিয়ে নেওয়া হল। ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এলে সে বুঝল যে সে ডুবে যায় নি; কাদার উপর শুয়ে প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছে বাতাস, জল নয়।

তার চারদিক ঘিরে নেমে এল পরিপূর্ণ অন্ধকার। একটা চট্‌চটে শরীর তার শরীরের উপর দিয়ে সর্‌সর্‌ করে চলে গেল; তারপর আর একটা—আরও একটা। জলের একটা ছলাৎ-ছলাৎ, গড়-গড় শব্দ, তারপর নীরবতা—কবরের নীরবতা।

১৫—বন্দী

গিয়রের বিস্তীর্ণ সমভূমির এক প্রান্তে একদল সশস্ত্র প্রাণীর দ্বারা পরিবৃত হয়েও বিনা বাধায় অস্ত্র সমর্পণের ইচ্ছা অরণ্য-রাজের নেই। সে বলল, "আমাদের নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?"

হরিবটা বলল, "তোমাদের নিয়ে যাব আমাদের গাঁয়ে; পেট ভরে খাওয়াব। হরিবদের কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না, সে চেষ্টা করো না।"

টারজন তবু ইতস্তত করতে লাগল। জোয়ামের লাল ফুলটি তার আরও কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, "ওদের সঙ্গেই চল। তাহলে হয় তো পরে পালাবার কোন সুযোগ মিলতেও পারে।"

মাথা নেড়ে টারজন হরিবের দিকে ফিরে বলল, "আমরা প্রস্তুত।"

এক একজন হরিব ঘোড়ার সামনে তার গোরোবরের গলার উপর বসিয়ে তাদের দুজনকে গিয়র কোর্সের ভিতর দিয়ে সেই একই অন্ধকার বনের দিকে নিয়ে যাওয়া হল অপর এক দিক থেকে যে বনের ভিতর দিয়ে জ্যাসন ও টোয়ারকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

টারজন ও জানা যখন সেই অন্ধকার অরণ্য-পথে এগিয়ে চলেছে, তখন শত শত মাইল দূরে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে উঠে বসে জ্যাসন গ্রিড্‌লে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর!"

"কে কথা বলল?" অন্ধকারের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল। জ্যাসন চিনল, সেটা টোয়ারের কণ্ঠস্বর।

"আমি জ্যাসন," গ্রিড্‌লে উত্তর দিল।

"আমরা কোথায়? এবার লাজোর কণ্ঠস্বর।

"বড় অন্ধকার। এর চাইতে ওরা আমাদের মেরে ফেললে ভাল ছিল,"

পঞ্চম কণ্ঠস্বর বলল, "কোন চিন্তা নেই। অচিরেই আমাদের মেরে ফেলবে।"

জ্যাসন বলল, "আমরা সকলেই এখানে হাজির হয়েছি। ওরা যখন একে একে আমাদের সকলকেই জলের নীচে টেনে নিয়ে গেল তখন ভেবেছিলাম সকলেরই ভবলীলা সাঙ্গ হল।"

একজন কোরসার বলল, "আমরা কোথায়? এ কোন্ গর্তের মধ্যে ওরা আমাদের রেখেছে?"

জ্যাসন বলল, "যে জগৎ থেকে আমি এসেছি সেখানে কুমীররা এ রকম গর্তের মধ্যে বাসা তৈরি করে বলে শুনেছি।"

"আমরা কি এখান থেকে সাঁতরে বেরিয়ে যেতে পারি না?" টোয়ার প্রশ্ন করল।

জ্যাসন বলল, "হয়তো পারি; কিন্তু ওরা তো দেখতে পেয়ে আবার আমাদের ধরে আনবে।"

লাজো ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "আমরা কি এই কাদার উপর শুয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে থাকব?"

জ্যাসন বলল, "না। পালাবার একটা যুক্তিসম্মত পথ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। হঠাৎ কিছু করে বসলে তাতে কোন লাভ হবে না।"

কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। জ্যাসনই আবার কথা বলল। "সকলে আরও কাছে এস। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওরা যখন আমাদের এখানে নিয়ে আসে তখন আমি লক্ষ্য করেছি যে হ্রদের ঠিক এইখানটাতেই বনটা সব চাইতে কাছে। আমরা যদি বন পর্যন্ত একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারি

তাহলে হয়তো সেই পথে পালিয়ে যেতে পারব।"

সকলে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক ; এখনই খোঁড়া শুরু করা যাক।"

শুরু হল সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ। আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করা বড়ই পরিশ্রমের কাজ। তবু ধীরে ধীরে কাজটা এগিয়ে চলল।

তিন ফুট ব্যাস ও দশ ফুট লম্বা একটা সুড়ঙ্গ কাটার পরে জ্যাসন মাটির ভিতর থেকে একটা বড় ঝিনুক পেয়ে গেল। সেটা পেয়ে মাটি কাটার কাজটা অনেক সহজ হল, আর কাজও এগিয়ে চলল দ্রুততর গতিতে।

ঠিক সেই সময় একটা বড় উড়োজাহাজ টিপ্‌ডার পর্বতমালার উত্তরবর্তী উৎরাইয়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে।

জুপ্‌নার বল, "তারা কখনও এ পথে যায় নি। একমাত্র পাহাড়ি ছাগল ছাড়া আর কারও পক্ষে এই পর্বতমালা পার হওয়া সম্ভব নয়।"

হাইন্স বলল, "আমি আপনার সঙ্গে একমত স্যার। আমরা বরং অন্য দিকে খুঁজে দেখতে পারি।"

জুপ্‌নার বলে উঠল, "হা ঈশ্বর! সেটা যে কোন্‌ দিকে তা যদি জানতাম।"

হাইন্স মাথা নেড়ে বলল, "তা বটে। সব দিকই তো সমান স্যার।"

"তা বটে," বলে জুপ্‌নার জাহাজের মুখ পূব দিকে ঘুরিয়ে টিপ্‌ডার পর্বতমালার সমান্তরালে থেকে গিয়র কোর্সের উপর দিয়ে উড়ে চলল। জাহাজের চাকাটাকে একটু ঘোরালেই সেটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে সেই ঘন বনের উপর দিয়েই উড়ে যেত যার বিষণ্ণ পথ ধরে টারজন ও জানা তখন চলেছে এক ভয়াবহ নিয়তির দিকে। কিন্তু ক্যাপ্টেন জুপ্‌নার তো সেটা জানত না ; তাই ও-২২০ পূব দিকেই এগিয়ে চলল।

জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই টারজন বুঝতে পেরেছে যে ইচ্ছা করলেই এখন সে পালাতে পারে। গোরোবরের পিঠ থেকে এক লাফে যে কোন একটা নীচু ডাল ধরতে পারলেই চোখের নিমেষে এক ডাল থেকে আর এক ডালে উঠে সে এমন ভাবে হাওয়া হয়ে যাবে যে কোন হরিব বা গোরোবরের সাধ্য নেই তাকে ধরতে পারে। কিন্তু সে তো জানাকে ফেলে যেতে পারে না। তাকে সব কথা বলার মত সুযোগও পাচ্ছে না। কাজেই সে সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করতে লাগল।

কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ আর কতক্ষণ থাকে। টারজন পালাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এমন সময় পাগলা হাওয়ায় এমন একটা গন্ধ তার নাকে এসে লাগল যা সে জীবনে আর কখনও পাবে বলে আশাও করতে পারে নি।

হরিবরা চলেছে বাতাসের উল্টো দিকে। কাজেই টারজন বুঝতে পারল যে এই পরিচিত গন্ধ যাদের গা থেকে আসছে তারা আছে সামনের দিকে। অতএব পালাবার সুযোগ এসেছে। কিন্তু দু'জন একই সঙ্গে পালানো সম্ভব

নয়। মেয়েটিকে নিরাপদ করতে হলে আগে তাকে পালাতে হবে। তারপর—

এক সময় মাথার উপরে একটা শক্ত ডাল দেখতে পেয়ে এক লাফে সেটাকে ধরে ফেলে টারজন বিদ্যুৎ গতিতে গাছের মগডালে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটে গেল যে হরিবরা কেউ কিছু বুঝবার আগেই সে হাওয়া হয়ে গেল।

কিছুটা পিছন থেকে জানাও তাকে পালাতে দেখল। জোরামের লাল ফুলের মন থেকে আশার শেষ ক্ষীণ শিখাটাও নিভে গেল। টারজনকে সে দোষ দিল না, তবু সে মনে মনে জানল যে জ্যাসন তাকে এভাবে ছেড়ে যেতে পারত না।

বাতাসে ভেসে আসা গন্ধকে অনুসরণ করে টারজন অতি দ্রুত গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল। বিশাল পেলুসিডারের অন্ধকার বনের মধ্যে এই গন্ধ তার নাকে আসবে সেটা যতই অবিশ্বাস্য হোক তবু এই গন্ধ যাদের কাছ থেকে আসছে তাদের অস্তিত্বকে সে কখনও সন্দেহ করে নি।

এক সময় সে নীচের স্তরে নামতে লাগল। গন্ধটাও ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। নামতে নামতে যখন বনের এক কোণে মাটিতে তার পা পড়ল তখন দশটি দীর্ঘদেহী যোদ্ধার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সে যেন নেমে এল স্বর্গের দেবদূতের মত।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে তারা ছুটে গেল তার দিকে, তার সামনে নতজানু হয়ে তার হাত দুটিতে চুমো খেতে লাগল। সুখের অশ্রুতে ভরে উঠল তাদের চোখ। তারা চীৎকার করে বলতে লাগল, "ওঃ, বাওয়ানা, বাওয়ানা, সত্যি কি তুমি এলে! মুলুঙ্গু তার সন্তানদের প্রতি কৃপা করেছে; তাদের বড় বাওয়ানাকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে।"

টারজন বলল, "কিন্তু বাছারা, তোমাদের উপর আমি একটা কাজের ভার দিচ্ছি। সর্প-নররা পিছনেই আসছে; তাদের সঙ্গে আছে একটি বন্দিনী মেয়ে। তোমাদের সঙ্গে রাইফেল রয়েছে। আশা করি প্রচুর গুলিও আছে।"

যতদূর সম্ভব বর্শা ও তীর ব্যবহার করে আমরা প্রচুর গুলি হাতে রেখেছি বাওয়ানা।"

"খুব ভাল করেছ। এবার সে সব দরকারে লাগবে। জাহাজ থেকে আমরা কতটা দূরে আছি?"

"তা তো জানি না," মুভিরো বলল।

"জান না?" টারজন বলল।

"না বাওয়ানা, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

"জাহাজ থেকে দূরে এসে তোমরা কি করছিলে," টারজন প্রশ্ন করল।

"গ্রিডলে ও ভন হর্স্টের সঙ্গে আমরা তোমাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম

বাওয়ানা।"

"তারা কোথায়?" টারজন শুধাল।

"অনেক দিন আগে—কতদিন তা জানি না—আমরা গ্রিগর্ডের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি; তারপর থেকে আর তাকে দেখি নি। সে সময় বন্য জন্তুগুলোই আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, কিন্তু ভন হর্স্ট কেমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তা জানি না। একটা গুহায় ঢুকে সকলেই ঘুমিয়েছিলাম; জেগে দেখলাম, ভন হর্স্ট চলে গেছে। আর তাকে দেখি নি।"

"তারা আসছে।" টারজন সকলকে সতর্ক করে দিল।

"আমিও শুনতে পেয়েছি বাওয়ানা," মুভিরো বলল।

"তুমি তাদের দেখেছ—এই সর্প-নরদের?" টারজন শুধাল।

"না বাওয়ানা, অনেকদিন আমরা কোন মানুষের মুখ দেখি নি, দেখেছি কেবল জন্তু—ভয়ংকর সব জন্তু।"

"এবার দেখবে কিছু ভয়ংকর মানুষ," টারজন বলল, "তবে তাদের চেহারা দেখে ভয় পেয়ো না। তোমাদের বুলেটই তাদের সাবাড় করবে।"

মুভিরো সদর্পে বলল, "কোন ওয়াজিরিকে কখনও ভয় পেতে দেখেছ বাওয়ানা?"

টারজন হাসল। বলল, "একজনের রাইফেল আমাকে দাও, তারপর জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়। ঠিক কোন্ পথে তারা যাবে তা জানি না। যে কেউ তাকে দেখবে অমনি গুলি চালাবে মেরে ফেলতে। কিন্তু মনে রেখো, তাদের একজনের সামনে মেয়েটি আছে। খুব সাবধান, মেয়েটির যেন কোন ক্ষতি না হয়।"

কথা শেষ হবার আগেই প্রথম হরিবটি দর্শন দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেল। অগ্রগামী হরিবটি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। গোরোবর ছুটিয়ে ধেয়ে এল বাকি হরিবরা। পরপর গর্জে উঠল টারজন ও অন্যদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। পরাজয় কাকে বলে তা তারা জানত না; এবার জানল। প্রতিপক্ষের হাতের আগুন-খেকো অস্ত্রের বিরুদ্ধে এটে ওঠা যাবে না বুঝতে পেরে বাকি হরিবরা ইতস্তত ছুটতে লাগল।

এতক্ষণের মধ্যেও টারজন জানার দেখা পায় নি। ভাল করে দেখল, একটা দুরন্ত গতি গোরোবরের পিঠে চড়ে বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে চলে যাচ্ছে। টারজন বুঝল, গুলি করে ঐ জন্তুটাকে ধরাশায়ী করাই মেয়েটিকে বাঁচাবার একমাত্র পথ। টারজন রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সওয়ারবিহীন গোরোবর পিছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। পুনরায় উঠে দাঁড়াবার আগেই জানা ও তার অপহরণকারী দূরের গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেকগুলি সওয়ারবিহীন গোরোবর গুলির শব্দে ভয় পেয়ে ওয়াজিরিদের

পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাদেরই একটা আচমকা ছুটে গিয়ে টারজনকে ধাক্কা মেরেছিল। পিঠের উপর সওয়ার না থাকায় তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে তাদের একজনকে পলায়িত হরিবদের পিছনে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে যেতে দেখে তারাও পাগলের মত সেই দিকে ছুট দিল।

আত্মরক্ষা করতে মুভিরো ও তার সৈন্যরা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল; কিন্তু এই পলায়নের দৃশ্যটাই টারজনের মনে এনে দিল নতুন আশা—যে হরিব জোরামের লাল ফুলটিকে নিয়ে পালিয়েছে তাকে ধরার একমাত্র উপায় এই বাহনগুলিকে তার সামনে এনে দিয়েছে। ওয়াজিরিরা সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখল, টারজন একলাফে একটা ছুটন্ত গেরোবরের পিঠে চেপে সেটার দুই বগলের মধ্যে তার পা দুটিকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর—ছুট ছুট ছুট!

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন দেখতে পেল জানা ও তার অপহরণকারীকে। এবার তার আশংকা হল, তার বাহনটি হয় তো ওদের বাহনটিকে গতিতে ছাড়িয়ে চলে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে?

মুহূর্তের মধ্যে টারজন কর্তব্য স্থির করে ফেলল। রাইফেলটা তুলে গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্যের গুণেই হোক আর ভাগ্যের জোরেই হোক বুলেটটা গোরোবরের শিরদাঁড়া ভেদ করে ঢুকে গেল; সেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল, আর তার পিঠের দুই আরোহী ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নিয়েও টারজন তার বাহনের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

এবার সে সর্প-নরটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কি সে কি যে হল, তার পায়ের নীচের মাটি ধ্বসে পড়ল, আর সেও হঠাৎ একটা গর্তের মধ্যে বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। নিজেকে মাটির উপরে তুলবার চেষ্টা করতেই কে যেন তার গোড়ালি চেপে ধরে তাকে নীচে টানতে লাগল—ঠাণ্ডা আঙুলগুলি কঠিন মুঠিতে চেপে ধরে তাকে টেনে নামাতে লাগল ভূগর্ভের একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে।

১৬—পলায়ন

ও-২২০ ধীর গতিতে উড়ে চলেছে গিয়র কোর্সের উপর দিয়ে। অনেকগুলি সতর্ক চোখ তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। কিন্তু বিরাটকায় ডাইনোসর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

পর্যবেক্ষণ-কেবিন থেকে লেঃ ডর্ক টেলিফোনে ক্যাপ্টেন জুপ্‌নারকে

জানাল, সামনেই অনেক জল দেখা যাচ্ছে তার। দেখে মনে হচ্ছে একটা বড় সমুদ্রের কাছাকাছি আমরা পৌঁছে গেছি।"

জাহাজের সকলেই সামনের দিকে তাকাল। জাহাজটা তীর বরাবর বার কয়েক ওঠা-নামা করল। অনেক দিন হল ভাল জল আর তাজা মাংস জোটে নি। তাই জুপ্‌নার স্থির করল সেখানেই নেমে শিবির ফেলবে। নদীর ঠিক উত্তর অববাহিকায় জাহাজটা ধীরে ধীরে একটা ঘাসে-ঢাকা মাঠে নামল। রবার্ট জোন্স তার কালো দিন-পঞ্জীর পাতায় লিখল: "আজ দুপুরে এখানে পৌঁছলাম।"

তারা যখন পেলুসিডারের নিঃশব্দ সমুদ্রতীরে শিবির ফেলতে ব্যস্ত তখন শত শত মাইল পশ্চিমে জ্যাসন গ্রিড্‌লে ও তার সঙ্গীরা সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে মাটির উপরে উঠবার পথ তৈরি করতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করার জন্য তারা উঠে-পড়ে লেগেছে।

সকলের আগে জ্যাসন। হঠাৎ কিছু রাইফেলের গুলির শব্দ তার কানে এল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হবে? মন তো সেটাই বিশ্বাস করতে চায়, কিন্তু সাহস হয় না।

মাটি কেটে আরও খানিকটা উপরে উঠতেই আর একটা গুলির শব্দ হল ঠিক যেন তার মাথার উপরে। একটা ভারী দেহের ধপাস্ শব্দও তার কানে এল। সে বুঝতে পারল, সমতল ভূমির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। হঠাৎ মাথার উপরকার মাটি ধ্বসে একটা কিছু যখন তার মাথার উপর এসে পড়ল তখন জ্যাসনের বিস্ময় ও উত্তেজনার যেন আর শেষ রইল না।

জ্যাসনের ভয় হল, নিশ্চয় হরিবরা তাদের পালাবার মতলবটা ধরে ফেলেছে। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে সে প্রাণপণে উপর থেকে নেমে-আসা পাটা ধরে টেনে তাকে নীচে নামাতে চেষ্টা করতে লাগল। ওদিকে আবার টারজনের রাইফেলটা আড়াআড়িভাবে গর্তের মুখে আটকে যাওয়ায় সেও সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরল। ধীরে ধীরে অরণ্য-রাজের সবল পেশীরই জয় হল। তার প্রবল আকর্ষণে জ্যাসনই মাটির উপরে উঠে আসতে লাগল।

এদিকে হরিব যখন দেখল টারজন রহস্যজনকভাবে মাটির নীচে চলে যাচ্ছে, তখন তার কারণ অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে জানার হাত ধরে টানতে টানতে সঙ্গীদের দিকে ছুটতে লাগল।

ততক্ষণে টারজনের শরীরটা মাটির অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। সেই অবস্থায়ই সে চকিতে হরিব ও জানাকে বনের পথে ছুটে যেতে দেখল। ক্রুদ্ধ পশুর মত একটা হুংকার বেরিয়ে এল তার ঠোঁট থেকে। মেয়েটিকে উদ্ধার করার শেষ সম্ভাবনাটুকুও বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল। এক ঝটকায় সে গোড়ালিটাকে ছাড়িয়ে নিল, আর তার ফলে জ্যাসন আবার ছিটকে গর্তের

মধ্যেই পড়ে গেল। পরমুহূর্তেই টারজন হরিব ও জোরামের লাল ফুলটিকে লক্ষ্য করে একটা লাফ দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

সঙ্গীদের ডেকে তাকে অনুসরণ করতে বলে জ্যাসন তাড়াতাড়ি মাটির উপর উঠে গেল। দেখল, একটি অর্ধনগ্ন দৈত্যের ব্রোঞ্জ-কঠিন দেহ দূরে একটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের এক নিমেষে যেটুকু সে দেখতে পেল তাতেই অনেক পরিচিত স্মৃতি মনে পড়ায় তার বুকটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? টোয়াষ কি নিজের চোখে দেখে নি যে অরণ্য-রাজকে ঠোঁটে করে নিয়ে গেছে তার চরম পরিণতির দিকে? কিন্তু টারজন হোক আর নাই হোক, সে এত তাড়াতাড়ি ছুটে গেল কেন? সে কি পালিয়ে গেল, না কি কাউকে তাড়া করল? কিন্তু যে কোন অবস্থায়ই তাকে যে চোখের আড়াল করা কোন মতেই উচিত হবে না—এই কথাটাই কে যেন তাকে বার বার বলতে লাগল। কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতই এক সময় সেও ছুটতে শুরু করল।

অন্ধকার বনের পথে ছুটে চলেছে টারজন। তাকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে জোরামের লাল ফুলটির গায়ের মধুর গন্ধ। দূর থেকে ছুটন্ত হরিবকে দেখতে পেয়েই টারজন একটা গাছে উঠে তাদের অনুসরণ করে চলল। ক্রমে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যেখানে তার ঠিক নীচেই হরিবটা জানাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

কাল বিলম্ব না করে একটা জীবন্ত বর্শার মত টারজন সোজা লাফিয়ে পড়ল হরিবের পিঠের উপর। সেই ধাক্কাতেই সেটা মাটিতে পড়ে গেল। পেশীবহুল হাতে তার গলাটাকে পেঁচিয়ে ধরে টারজন সেটাকে টেনে তুলে নিজেও সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর সেটাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে বার কয়েক ঘুরিয়ে সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে দিল। আবার তুলে নিল, আবার আছাড় দিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে মেয়েটি একপাশে দাঁড়িয়ে এই হারকিউলিস-সুলভ শক্তির খেলা দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল যে হরিবটা চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে, তখন টারজন নীচু হয়ে তার পাথরের ছুরিটা নিয়ে নিল। মাটি থেকে তুলে নিল তার বল্লমটা। জানার দিকে ফিরে বলল, "এস, এখানে আমাদের জন্য একটিমাত্র নিরাপদ স্থানই আছে।" বলেই জানাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে এক লাফে একটা গাছে চড়ে বসল।

বলল, "এবার অন্তত হরিবদের হাত থেকে তুমি নিশ্চিন্ত; কোন গোরোবরই এখানে উঠে আসতে পারবে না।"

জানা বলল, "এতকাল ভাবতাম জোরামের যোদ্ধাদের মত বড় যোদ্ধা আর হয় না, কিন্তু তখন আমি তোমাকে ও জ্যাসনকে দেখি নি।" একটু থেমে আবার বলল, "আহা, আজ যদি জ্যাসন বেঁচে থাকত। সে ছিল যেমন মহৎ

তেমনি শক্তিমান আর দয়ালু। জোরামের পুরুষরা কখনও মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুর হয় না, কিন্তু তারা জ্যাসনের মত সব সময়ই বিবেচনাশীল নয়। সে সব সময় আমার সুবিধার কথাই ভাবত।"

"তুমি তাকে খুব ভালবাসতে, তাই না?" টারজন শুধাল।

জোরামের লাল ফুলটি কোন কথা বলল না। তার চোখে জল, কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ; শুধু একবার মাথা নাড়ল।

মুভিরো ও তার দলকে যেখানে শেষ দেখেছিল সেই দিকেই তারা দ্রুত ফিরে চলল। এমন সময় শুনতে পেল, অনেক পায়ের শব্দ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

মেয়েটিকে একটা মোটা ডালের আড়ালে লুকিয়ে রেখে টারজন নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। সব পায়ের শব্দই তো বন্ধুর পায়ের শব্দ নয়।

মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করার পরেই নীচে দেখা দিল একটি প্রায় উলঙ্গ মানুষ। কোমরে জড়ানো এক ফালি নোংরা ছাগলের চামড়া; তাও কাদায় মাখা-মাখি; সারা দেহেও কাদার প্রলেপ। লোকটা আর যাই হোক হবির নয়। এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে একাকি কি করছে বুঝতে না পেরে টারজন একলাফে তার ঠিক সামনে মাটিতে নেমে এল।

তাকে দেখে লোকটিও থেমে গেল। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। চেঁচিয়ে বলল, "টারজন! সত্যি কি তুমি! তুমি তাহলে মারা যাও নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সত্যি তুমি মারা যাও নি।"

কথাগুলি যে বলল তাকে চিনতে টারজনের এক মুহূর্ত বিলম্ব হলেও গাছের উপর থেকে মেয়েটি কিন্তু দেখামাত্রই তাকে চিনেছে।

অরণ্য-রাজের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সবিস্ময়ে বলল, "গ্রিড্‌লে! জ্যাসন গ্রিড্‌লে! জানা যে বলল তুমি মারা গেছ!"

জ্যাসন বলে উঠল, "জানা! তুমি তাকে চেন? তাকে দেখেছ? কোথায় সে?"

"সে আমার সঙ্গেই আছে," টারজন জবাব দিল।

জোরামের লাল ফুলটি ইতিমধ্যেই গাছটার ওপিঠে নেমে এসেছে। এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াতেই জ্যাসন সাগ্রহে তার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, "জানা!"

মেয়েটি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল। ঘৃণার সুরে বলে উঠল, "জালোক! তোমাকে কি আবারও বলে দিতে হবে যে জোরামের লাল ফুলের কাছ থেকে দূর হটো?"

জ্যাসন থেমে গেল। গভীর হতাশায় তার হাত দুটো ঝুলে পড়ল।

টারজন নীরবে সব দেখল। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো তার স্বভাব নয়। নির্বিকার গলায় বলল, "এস, ওঁয়াজিরিদের খুঁজে বের করতে হবে।"

অদূরেই অনেক মানুষের কলকণ্ঠ ভেসে এল। রাইফেলধারী দশটি ওয়াজিরি যোদ্ধা টোয়ার ও তিন কোরসারকে ঘিরে ধরে নিয়ে আসছে। উভয় পক্ষই কথা বলছে অপরের দুর্বোধ্য ভাষায়।

এতক্ষণ উভয়পক্ষই পরস্পরকে শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল। এবার টারজন, জ্যাসন ও জানার মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হল, বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

টারজনকে জীবিত দেখে টোয়ারের বিস্ময়ের সীমা রইল না। জানাকে সুস্থ দেহে নিরাপদে দেখতে পেয়ে আনন্দে ও স্বস্তিতে তার বুকটা ভরে গেল। জানা ছুটে এসে দাদাকে জড়িয়ে ধরল।

এক পাশে দাঁড়িয়ে ভাই-বোনের এই পূর্ণ মিলনের দৃশ্য দেখতে এই প্রথম বুঝি জ্যাসনের উপলব্ধিতে ধরা পড়ল যে এই ছোট অসভ্য মেয়েটিকে সে ভালবাসে।

দীর্ঘ পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরে সকলেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিল। পরস্পরকে শোনাল তাদের অভিযানের কাহিনী। টোয়ারের ইচ্ছা, জানাকে নিয়ে জোরামে ফিরে যাবে। টারজন, জ্যাসন, ও ওয়াজিরিদের একমাত্র বাসনা, অভিযানের অন্য সঙ্গীদের খুঁজে বের করবে। লাজো ও তার সঙ্গীরা চাইল তাদের জাহাজে ফিরে যেতে।

টারজন ও জ্যাসনের মনে হল, তাদের পেলুসিডারে আসার আসল উদ্দেশ্যের কথাটা কোরসারদের জানালে হয় তো কাজের সুবিধা হতে পারে। তাই তাদের জানাল যে টানার ও তার লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেই তারা সারিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

লাজো বলল, "সারি তো অনেক দূরের পথ। সেখানে যেতে হলে পথে একশ' বারেরও বেশী ঘুমতে হবে। 'ভয়াল ছায়ার দেশ' পর্যন্ত তো অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চলতে হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে পৌছানো নাও ঘটতে পারে।"

অনেক আলোচনার পর স্থির হল, আপাতত সকলে মিলে কোরসারেই যাওয়া হবে। তদনুসারে অনেক খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে একদিন সকলে "লংবোট"-টাতে চেপে বসল।

এক সময় সুযোগ পেয়ে জ্যাসন বলল, "আমরা কি আবার বন্ধু হতে পারি না জানা? আমার তো মনে হয় তাহলে আমরা দুজনই অনেক বেশী সুখী হতে পারতাম।"

জানা হাল্কা ভঙ্গীতে জবাব দিল, "টোয়ার যতদিন আমাকে জোরামে নিয়ে না যায় ততদিন আমি বেশ সুখেই তো আছি।"

১৭—পুনর্মিলন

অনুকূল বাতাসে লংবোটের আরোহীরা ভেসে চলেছে সূর্যালোকিত সমুদ্রের বুকে। আর সেই একই পথে আকাশে উড়ে চলেছে ও-২২০ অভিযানের হারানো সঙ্গীদের ব্যর্থ অনুসন্ধানে। জুপ্‌নারের ধারণা হয়েছে, সঙ্গীদের তো খুঁজে পাওয়া যাবেই না, বরং অন্য সকলের সঙ্গে সেও একমত যে মেরু অঞ্চলে কোন পথের সন্ধান পেয়ে পুনরায় বহির্জগতে ফিরে যাবারও কোন আশাই নেই। সে আরও জানে, তাদের সঙ্গে যে পরিমাণ জ্বালানি ও তেল মজুত আছে সেটা চিরদিন চলতে পারে না; কাজেই যথেষ্ট জ্বালানি ও তেল মজুত থাকতে থাকতেই যদি তারা মেরু অঞ্চল দিয়ে বের হবার কোন পথ খুঁজে না পায় তাহলে বাকি জীবনের মত তাদের পেলুসিডারেই থেকে যেতে হবে।

নীল সাগরের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে লংবোট। তার আরোহীদের সঙ্গে না আছে কম্পাস, না আছে ঘড়ি; তবু প্রতিমুহূর্তে তারা আশা করছে—এবার বুঝি তাদের যাত্রার বিরতি ঘটবে।

স্থলের দিক থেকে একটা তীব্র বাতাস উঠে এল। আগা নৌকোয় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লাজো বাতাসটা শুঁকতে শুঁকতে টারজনের দিকে ফিরে বলল, "আমাদের তীরের দিকে যাওয়াই ভাল। বাতাসের রকম-সকম ভাল ঠেকছে না।" কিন্তু দেরী যা হবার তা ততক্ষণে হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে বাতাস ধেয়ে এল ঝড়ের বেগে, ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠল। কাজেই তীরে যাবার চেষ্টা ছেড়ে তারা বাতাসের আগে আগেই চলতে বাধ্য হল। বৃষ্টি নেই, বিদ্যুৎ নেই, আকাশে মেঘ নেই—শুধু প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে বাতাস; উচ্ছ্বসিত সমুদ্র বুঝি তাদের গিলে খাবে।

ওয়াজিরিরা জলের দেশের মানুষ নয়; তারাই ভয় পেল বেশী। পাহাড়ি ভাই-বোন ভয় পেলেও তাদের চোখে-মুখে সেটা প্রকাশ পেল না। টারজন ও জ্যাসনের মনে হল, এ ঝড়ে নৌকোটা কিছুতেই রক্ষা পাবে না।

কিন্তু ভাগ্যের যাদুবলে নৌকোটা রক্ষা পেল। বাতাস পড়ে গেল। সমুদ্র আবার শান্ত হল। এবার চারদিকে শুধু জল আর জল, তীরভূমির চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না।

টারজন বলল, "উপকূল-রেখা তো হারিয়ে গেল লাজো, এবার আমরা কোরসারের পথ খুঁজে পাব কেমন করে?"

লাজো বলল, "সেটা খুব সহজ হবে না। বাতাসই আমাদের একমাত্র সহায়। বাতাস কোন্‌ দিকে বয় তা আমি জানি। কাজেই চলতে চলতে এক সময় আমরা কোরসারে পৌঁছে যাবই।"

হঠাৎ আঙুল তুলে জানা বলে উঠল, "ওটা কি ?"

সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে ঘুরে গেল।

লাজো বলল, "একটা পাল। আমরা বেঁচে গেলাম।"

"কিন্তু ধর, জাহাজটা যদি শত্রুর হয় ?" জ্যাসন বলল।

লাজো বলল, "না, তা নয়। কারণ কোরসার ভিন্ন অপর কারও জাহাজ এ সমুদ্রে চলাফেরা করে না।"

জানা বলে উঠল, "ওই আরেকটা পাল। অনেকগুলো পাল।"

সকলে দূরের পালগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে সেগুলি এগিয়ে আসছে। একটু একটু করে দূরত্ব কমতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল যে একটা বেশ বড় নৌ-বহর তাদের অনুসরণ করছে।

লাজো বলল, "ওরা তো কোরসার নয়। ওরকম জাহাজও আমি আগে কখনও দেখি নি।"

জ্যাসন টারজনকে বলল, "হা ঈশ্বর! পেলুসিডারে শুধু স্পেনীয় দলদস্যুরাই থাকে না, বোম্বেটেরাও থাকে দেখছি। এগুলো নির্ঘাৎ বোম্বেটে জাহাজ।"

অরণ্য-রাজ বলল, "তবে কিছুটা আধুনিক। গলুইয়ের ছোট পাটাতনের উপর একটা কামান পাতা রয়েছে।"

শত্রু-জাহাজের পাটাতনের উপর একটি লোক উঠে এল। চীৎকার করে বলল, "জাহাজ থামাও, নইলে তোমাদের উড়িয়ে দেব।"

"তুমি কে ?" জ্যাসন প্রশ্ন করল।

"আমি আনোরক-এর জা, আর এটা পেলুসিডার-সম্রাট প্রথম ডেভিডের নৌ-বহর। তোমরা কারা ?"

"আমরা বন্ধু," টারজন জবাব দিল।

"কোরসারের সমুদ্রে পেলুসিডার-সম্রাটের কোন বন্ধু থাকতে পারে না।"

"এব্‌নার পেরি যদি তোমার সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা প্রমাণ করে দেব যে তুমি ভুল করছ," জ্যাসন বলল।

জা বলল, "এব্‌নার পেরি আমাদের সঙ্গে নেই; কিন্তু তার সম্পর্কে তুমি কি জান ?"

মার্কিনী সঙ্গীটিকে দেখিয়ে টারজন বলল, "এর নাম জ্যাসন গ্রিড্‌লে। হয় তো এব্‌নার পেরির কাছে এর নাম শুনে থাকবে। একটা অভিযাত্রী দল নিয়ে বহির্জগৎ থেকে সে এখানে এসেছে কোরসারদের কারাগার থেকে ডেভিড ইনেসকে উদ্ধার করতে।"

লংবোটে তিনজন কোরসারকে দেখে জার মনে কিছুটা সন্দেহ জাগলেও সব কথা বুঝিয়ে বলার পরে, বিশেষ করে ওয়াজিরিদের রাইফেলগুলো পরীক্ষা করে দেখার পরে সে এদের সব কথাই সত্য বলে মেনে নিল, সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল তাদের জাহাজে। সেখানে তখন নৌ-বহরের অনেকেই

হাজির হয়েছে। মুখে-মুখে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে অপরিচিত এই সব মানুষদের মধ্যে দু'জন তাদের বন্ধু; তারা এসেছে বহির্জগৎ থেকে ইনেসকে উদ্ধার করতে। তাই টারজন ও জ্যাসনকে স্বাগত জানাতে এসেছে অন্য সব জাহাজের ক্যাপ্টেনরা। তাদের মধ্যে আছে পেলুসিডার-সম্রাজ্ঞী সুন্দরী ডিয়ানের ভাই শক্তিমান ডেকর; তুরীয়দের সর্দার গুর্কের ছেলে কোষ; আর সারির রাজা লোমশ ঘক-এর ছেলে টানার। তাদের কাছেই টারজন ও জ্যাসন জানল যে এই নৌ-বহরও চলেছে ডেভিডকে উদ্ধার করতে।

টানার প্রশ্ন করল, "তোমরা কি করে আশা করতে পারলে যে মাত্র এক-ডজন লোক নিয়ে ডেভিডকে উদ্ধার করতে পারবে?"

টারজন বলল, "আমাদের সব লোক এখানে নেই। আমরা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, আর তাদের খুঁজে পাচ্ছি না। অবশ্য আমাদের দলে লোক খুব বেশী নয়। সম্রাটকে উদ্ধারের ব্যাপারে লোকবল অপেক্ষা অস্ত্র বলের উপরেই আমরা নির্ভর করেছি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজ থেকে হৈ-চৈর শব্দ ভেসে এল। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। সকলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। ইতি-মধ্যেই কেউ কেউ কামানের নলকে সেই দিকে তুলে ধরেছে; সকলেই রাইফেলে গুলি ভরতে ব্যস্ত। টারজন ও জ্যাসন উপরে তাকাতেই দেখল, তাদের মাথার উপরে ও-২২০।

বোঝা গেল, নৌ-বহরকে দেখতে পেয়ে উড়োজাহাজটা ঘুরে ঘুরে সেই দিকেই নেমে আসছে।

জ্যাসন বলে উঠল, "এবার জানলাম নিশ্চয় কেউ রবিবারে জন্মেছিল। ওটা আমাদের জাহাজ। ওরা আমাদের বন্ধু।"

ক্রমে জাহাজ থেকে জাহাজে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে তাদের মাথার উপরে উড্ডীয়মান বস্তুটি কোন উড়ন্ত সরীসৃপ নয়, একটা উড়োজাহাজ, আর তাতে আছে এব্‌নার পেরি ও তাদের প্রিয় সম্রাট প্রথম ডেভিডের বন্ধুর দল।

জ্যাসন গ্রিড্‌লে জনৈক যোদ্ধার হাত থেকে বর্শাটা নিয়ে তার মাথায় লাজোর মাথার রুমালটা বেঁধে একটা পতাকা তৈরি করে সংকেত করল: "ও-২২০ শোন! এটা পেলুসিডার-সম্রাট প্রথম ডেভিডের নৌ-বহর; সেনাপতি আনোরক-এর জা; লর্ড গ্রেস্টোক, দশজন ওয়াজিরি ও জ্যাসন গ্রিড্‌লে জাহাজেই আছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ও-২২০-র পিছন দিকের বুরুজে গর্জে উঠল কামান—আন্তর্জাতিক অভিবাদন-রীতির প্রথম সূচনা; পেলুসিডারের শাশ্বত সূর্যের নীচে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সেই কামান-গর্জনের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলার পরে জা তার জাহাজ থেকে একটা কামান দেগে প্রতি-অভিবাদন

উড়োজাহাজটা আরও নীচে নেমে এলে টারজন শুধাল, "তোমাদের সঙ্গে সকলেই আছে তো ?"

"হ্যাঁ", জুপ্‌নারের জবাব ভেসে এল।

"ভন হর্স্ট তোমাদের সঙ্গে আছে কি ?" জ্যাসনের প্রশ্ন।

"না" জুপ্‌নারের জবাব।

"তাহলে একমাত্র সেই হারিয়ে গেল," জ্যাসন বিষন্ন গলায় বলল।

"তোমরা কি একটা কিছু নামিয়ে দিয়ে আমাদের তুলে নিতে পার ?" টারজন প্রশ্ন করল।

জুপ্‌নার চেষ্টা করে জাহাজটাকে জা'র জাহাজের পাটাতনের পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে নামিয়ে আনল। একটা ঝোলা নামিয়ে দিয়ে এক এক করে দলের সকলকেই ও-২২০-তে তুলে নিল; প্রথমে ওয়াজিরি, তারপর জানা ও টোম্বার, তারপর জ্যাসন ও টারজন; তিন কোরসারকে জা-র বন্দীরূপে রেখে দেওয়া হল; অবশ্য তাদের প্রতি মানবিক ব্যবহার করা হবে এই প্রতিশ্রুতিটি নেওয়া হল।

নৌ-বহরটি ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। ও-২২০-ও উড়ে চলল তার মাথার উপর দিয়ে। অনেকদিন পরে একত্র হয়ে অভিযানের অফিসাররা অনেক কথা আলোচনা করল, অনেক স্মৃতি-কথা শোনাল। সে এক সুখের পুনর্মিলন; সে সুখের আকাশে ভন হর্স্টের অনুপস্থিতিই একমাত্র কালো মেঘের ছায়া।

দূরে দেখা দিল কোরসারের উপকূল-রেখা। তখন একটা ঝোলা নামিয়ে দিয়ে জাকে তুলে নেওয়া হল ও-২২০-তে। সেখানে ডেভিডকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল। জা তার জাহাজে ফিরে এসে লাজো ও অপর দুই কোরসারকে ও-২২০তে তুলে দিল।

জ্যাসন ও টারজন তিন বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাণ্ড উড়োজাহাজটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। সব দেখে শুনে তারা তো একেবারে থ। কামান ও বোমা দেখিয়ে জ্যাসন বলল, "এর একটা ছুঁড়লেই তোমাদের কিড-এর রাজপ্রাসাদটা হাজার ফুট আকাশের দিকে উড়ে যাবে। আর দেখতেই পাচ্ছ সে-রকম বোমা আমাদের হাতে অনেকগুলি আছে। আমরা ইচ্ছা করলেই গোটা কোরসার ও তার নৌ-বহরকে ধ্বংস করে ফেলতে পারি।"

তারপরই ও-২২০ পূর্ণ গতিতে ছুটে চলল কোরসারের দিকে। শহরের মাথার উপর দিয়ে সেটাকে উড়তে দেখে কোরসারের রাজপথে ও গৃহ-প্রাঙ্গণে ভিড় জমে গেল। ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

বলল, "তোমরা জান, কোরসারকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আমরা রাখি। পেলুসিডার-সম্রাটকে উদ্ধার করতে যে বিরাট নৌ-বহর আসছে তাও তোমরা দেখেছ। তার সঙ্গে আছে আমাদের এই উড়ো জাহাজ। এখান থেকে আমরা শহর লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ব। তোমাদের গুলি কখনও এতদূরে পৌঁছবে না। এ অবস্থায় তোমার কি মনে হয় না লাজো যে আমরা কোরসার অধিকার করতে পারব?"

"আমি তা জানি," লাজো জবাব দিল।

"খুব ভাল কথা," টারজন বলল। "একটা সংবাদ দিয়ে আমি তোমাকে কিডের কাছে পাঠাব। তাকে তুমি সত্য কথাই বলবে তো?"

"বলব," লাজো জবাব দিল।

"খুবই সহজ সংবাদ। তাকে বলবে, পেলুসিডারের সম্রাটকে মুক্ত করতেই আমরা এসেছি। কি ভাবে আমাদের সে দাবী আদায় করা হবে তাও তাকে বুঝিয়ে বলবে। তারপর বলবে, সে যদি সম্রাটকে একটা জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে আনোরক-এর জার হাতে অক্ষত অবস্থায় তুলে দেয়, তাহলে কোন গোলাগুলি না ছুঁড়ে আমরা সারিতে ফিরে যাব। বুঝেছ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে," বলে ডর্ফের দিকে ফিরে টারজন বলল, "এবার ওকে নিয়ে যাবে কি?"

একটা বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এগিয়ে এসে ডর্ফ বলল, "এটার মধ্যে ঢুকে পড়।"

"এটা কি?" লাজো প্রশ্ন করল।

"একটা প্যারাসুট," ডর্ফ বলল।

"ওটা দিয়ে কি হয়?"

"এই যে, এখান দিয়ে হাত দুটো ঢুকিয়ে দাও।" একটু পরেই ডর্ফ প্যারাসুটকে কোরসারের গায়ে ঠিক মত লাগিয়ে দিয়ে বলল, "এইবার তুমি হবে একটি মহৎ সম্মানের অধিকারী—পেলুসিডারে তুমিই প্রথম একটা প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপ দেবে।"

লাজো বলল, "তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

জ্যাসন বলল, "এখনই বুঝতে পারবে। লর্ড গ্রেস্টোকের সংবাদ বহন করে তুমি যাবে কিডের কাছে।"

"কিন্তু তা করতে হলে তোমরা তো আগে জাহাজটাকে মাটিতে নামাবে।"

"ঠিক তার উল্টো। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব; তুমিই এখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে নীচে নামবে।"

"সে কি!" লাজো চেঁচিয়ে বলল। "তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে?"

জ্যাসন হেসে বলল, "না। আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন, তাহলেই তুমি নিরাপদে নীচে নামতে পারবে। তোমাকে একটা নতুন পরীক্ষায় নামতে হবে। আমি কথা দিচ্ছি, ঠিক মত কাজটা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। এখানে একটা লোহার রিং আছে," লাজোর বুকের বাঁ দিকের বিপরীতে হাত রাখল; "ডান হাত দিয়ে এটাকে চেপে ধর। তারপর জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়েই সেটাকে ভাল করে একটা ঝাঁকি দিও, বাস্— তাহলেই তুমি স্বচ্ছন্দে মাটিতে নেমে যাবে একটা হাল্কা পালকের মত।"

লাজো তবু বলল, "আমি মরে যাব।"

জ্যাসন বলল, "তুমি দেখছি ভয়ানক ভীরু। এরা যে কেউ হয় তো তোমার চাইতে বেশী সাহসী। কিন্তু আমি বলছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না।"

এবার লাজো বলল, "আমি ভীরু নই। ঝাঁপ দেব।"

টারজন বলল, "কিডকে বলো, অবিলম্বে যদি একটা জাহাজকে নৌ-বহরের কাছে যেতে না দেখি তাহলে আমরা শহরের উপর বোমাবর্ষণ করতে শুরু করব।"

লাজোকে কেবিনের দরজার কাছে নিয়ে ডর্ফ সেটাকে সপাটে খুলে দিল। লাজো ইতস্তত করতে লাগল।

"রিংটাকে ঝাঁকি দিতে ভুলো না," বলেই ডর্ফ সজোরে লাজোকে ঠেলে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই কেবিনের সকলেই দেখল, সাদা পাখনা মেলে প্যারাসুটটা বাতাসের বুকে ঝিল্‌মিল্ করছে। এবার টারজনের বাণী অবশ্যই কিডের কাছে পৌঁছবে।

একটু পরেই দেখা গেল, দলে দলে লোক চলেছে রাজপ্রাসাদ থেকে নদীর দিকে। একটা জাহাজ নোঙর তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সারি থেকে আগত নৌ-বহরের দিকে।

ও-২২০ আকাশ-পথে তাকে অনুসরণ করে চলল, আর তার জাহাজটা এগিয়ে এল কিডের জাহাজের সঙ্গে মিলিত হতে। আর এই ভাবেই পেলুসিডারের সম্রাট ডেভিড ইনেস ফিরে গেল তার নিজের লোকজনের মধ্যে।

কোরসার জাহাজটা বন্দরে ফিরে গেল। উড়ো জাহাজটা নেমে এল সারির নৌ-বহরের খুব কাছাকাছি। ডেভিড ও তার উদ্ধারকারীদের মধ্যে সম্ভাষণ-বিনিময় হল—অথচ তাদের কাউকে সে আগে কখনও দেখে নি।

দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় কাটাবার ফলে অর্ধভুক্ত সম্রাট খুব শুকিয়ে গেছে; শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে তার দেহ মোটামুটি অক্ষতই আছে। নিজেদের দেশে ফিরে যাবার পথে সারির জাহাজগুলোতে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল।

টারজনের ভয় হল, সেই বহরের সঙ্গে সারি পর্যন্ত গেলে তাদের জ্বালানি

এত কমে যাবে যে তারা হয় তো বহির্জগতে ফিরে যেতেই পারবে না। কাজেই ডেভিডের মুখ থেকে কোরসার শহর হতে মেরু অঞ্চলে যাবার পথের হদিসটা জেনে নেবার পরেই তারা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

জ্যাসন বলল, "একটা কাজ কিন্তু এখনও বাকি আছে; সেটাই সকলের আগে করতে হবে। টৌয়ার ও জানাকে জোরামে পৌঁছে দিতে হবে।"

টারজন বলল, "হ্যাঁ, সে খেয়াল আমার আছে। এই দুই কোরসারকে তাদের শহরের কাছাকাছি নামিয়ে দিও। ততটা জ্বালানি আমাদের সঙ্গে আছে।"

জ্যাসন বলল, "আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরছি না। আমাকে তোমরা জা-র জাহাজে নামিয়ে দাও।"

"কি বললে?" টারজন চেঁচিয়ে বলে উঠল। "তুমি এখানেই থেকে যাবে?"

"আমার কথামতই এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাই অভিযানে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তাই লেঃ ভন হার্স্টের ভাগ্যকে অনিশ্চিতের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কিছুতেই বহির্জগতে ফিরে যেতে পারি না।"

টারজন বলল, "কিন্তু সারিতে ফিরে গেলে তুমি কেমন করে ভন হার্স্টকে খুঁজে পাবে?"

জ্যাসন উত্তর দিল, "ডেভিস ইনেসকে বলব তার সন্ধানে একটা অভিযানের ব্যবস্থা করে দিতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পেলুসিডারের স্থানীয় লোকদের নিয়ে গড়া সেই অভিযাত্রীদল ভন হার্স্টকে খুঁজে বের করতে পারবে।"

টারজন বলল, "তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ এক মত। তুমি যদি এই নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে একান্তই ইচ্ছুক হয়ে থাক তাহলে এখনই তোমাকে জা-র জাহাজে নামিয়ে দেব।"

রাইফেল, রিভলবার ও যথেষ্ট গুলি-গোলা নিয়ে জ্যাসন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। অভিযানের সঙ্গীদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিল।

সকলের সঙ্গে কর-মর্দন শেষ করে বলল, "বিদায় জানা।"

মেয়েটি জবাব দিল না। দাদার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "বিদায় টৌয়ার।"

"বিদায়? কি বলছ তুমি জানা?" টৌয়ার শুধাল।

"যাকে ভালবেসেছি তার সঙ্গে সারিতেই ফিরে যাচ্ছি আমি," জোরামের লাল ফুলটি স্মিত হেসে জবাব দিল।

—ঃ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ঃ—